



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫১শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২৪৩১, আগার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বছরী-সাহিত্য-পরিষদের একশতাব্দী বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রীমতী বনেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট

সহকারী সভাপতি

মহারাজ শ্রীমতী শ্রীমতী নন্দী, এম-এ

শ্রীমতী বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বাস

শ্রীমতী সত্যমোহন বসু, এম-এ

শ্রীমতী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ

শ্রীমতী মৃণালকান্তি ঘোষ ভট্টাচার্য

শ্রীমতী হরিহর শেঠ

ডক্টর শ্রীমতী পদ্মানিলা নিরোপী, এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীমতী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমতী সুনীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীমতী মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি

শ্রীমতী জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীমতী চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীমতী যোগেন্দ্রনাথ বাগল, বি-এ

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীমতী প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীমতী জিৎমিত্রা রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ

আলম্ব্য-পরিচালক

শ্রীমতী বলাইচাঁদ কুন্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীমতী ইউ. এম. চৌধুরী আর-এ

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীমতীকান্ত দাস, ২। শ্রীমতীমল্লিক ভট্টাচার্য, এম-এ, ৩। শ্রীমতীমল্লিক সেন, এম-এ, ৪। শ্রীমতীমল্লিক লাহা, এম-এ, বি-এল, ৫। রোহিণী দেবী এম-এ, ৬। শ্রীমতীমল্লিক সেন, এম-এ, ৭। শ্রীমতীমল্লিক ভট্টাচার্য, ৮। কুমারী শ্রীমতীমল্লিক সিংহ এম-এ, ৯। ডক্টর শ্রীমতীমল্লিক রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল, ১০। শ্রীমতীমল্লিক দত্ত, ১১। শ্রীমতীমল্লিক যুগোপাধ্যায়, এম-এ, ১২। শ্রীমতীমল্লিক রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৩। শ্রীমতীমল্লিক দত্ত, এম-এ, ১৪। শ্রীমতীমল্লিক রায়, বি-এ, ১৫। শ্রীমতীমল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীমতীমল্লিক ভট্টাচার্য, এম-এ, ১৭। শ্রীমতীমল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীমতীমল্লিক রায়, এম-এ, ১৯। শ্রীমতীমল্লিক সিংহ রায়, ২০। শ্রীমতীমল্লিক মল্লিক, ২১। শ্রীমতীমল্লিক চক্রবর্তী, বি-এল, ২২। শ্রীমতীমল্লিক যুগোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমতীমল্লিক সেন, ২৪। শ্রীমতীমল্লিক রায় মল্লিক, ২৫। শ্রীমতীমল্লিক রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীমতীমল্লিক রায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সূচী

১। নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?—স্বর শ্রীমহনাথ সরকার	১
২। রাজকৃষ্ণ রায়—শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
৩। নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ—শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৪
৪। আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ—শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল	৩২
৫। জেলা চক্ষিণ পরগণার উপভাষা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৩৮
৬। নদীয়ার ভাষা—শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৪০

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনপ্রতি আছে। এখানে পঞ্চমুখি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই. আই. আর. হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরট স্টেশনের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির। এখানকার মাহুলীতে সম্ভান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

".....Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*—1939. P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষৎ-মন্দিরে প্রাপ্য

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

নাটক-প্রহসন এবং কাব্যাদি বিবিধ রচনা

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া ভূমিকা ও টীকা সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে।

দুই খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ১৮। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

নীলদর্পণ ২৯, সধবার একাদশী ১৯০, জামাই বারিক
১৯০, বিয়েপাগলা বুড়ো ১৯০, লীলাবতী ১৮০, দ্বাদশ
কবিতা ১৯০, বিবিধ—গজ-পজ ২৯, নবীন তপস্বিনী
১৯০, সুরুধনী কাব্য ২৯, কমলে কামিনী ১৯০

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্তর শ্রীযত্ননাথ সরকার ঐতিহাসিক
উপস্থাপনের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য—বিশিষ্ট সংস্করণ—২ খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ৪৫।
ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

১২ খানি পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে এবং বাঁহারা সমগ্র
গ্রন্থাবলী একসঙ্গে লইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ১৪৮০ টাকায় পাইবেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বাঁধাই
দুই খণ্ড ১৮ টাকা। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড—‘অন্নদামঙ্গল’, মূল্য ৩৯।

২য় খণ্ড—‘বিজ্ঞানসুন্দর’, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি, মূল্য ৫৯

দুই খণ্ড একত্রে বাঁধানো, মূল্য ১০৯।

প্রাচীন পুঁথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। পরিশিষ্টে তুচ্ছ শব্দের অর্থ দেওয়া
হইয়াছে।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

শতাধিক বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-টীপসহ এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। পাঠকের
বোধসৌকর্য্যার্থ ইহাতে রামমোহনের অতিপদের বহুভাষ্যও মুদ্রিত হইতেছে। রাম-
মোহনের এই বাংলা গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

তৃতীয় খণ্ড (সহস্রমরণবিষয়ক পুস্তকাবলী) মূল্য ১৮০ টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ আপার লাক্সার রোড, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ । তৃতীয় মুদ্রণ
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাঙ্গশেখর বসু । তৃতীয় মুদ্রণ
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিনোহন সেন শাস্ত্রী । দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪. বাংলার ভ্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সচিত্র । দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য । সচিত্র
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ । দ্বিতীয় মুদ্রণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাঙ্গশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য । সচিত্র
৯. হিন্দু রসায়নো বিজ্ঞান : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । সচিত্র । দ্বিতীয় মুদ্রণ
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল । সচিত্র
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর শ্রীমুকুন্দর সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় । সচিত্র
১৪. আয়ুর্বেদ পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর শ্রীদ্ব্যংখরচন্দ্র চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. মুকোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ-কুদরত-এ-খুদা
১৯. রায়ভের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শ্রীশচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর শ্রীসর্বাঙ্গীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

প্রত্যেকটি আট আনা



বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা



সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

ঈশ্বর পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের প্রামাণিক জীবনী

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৮/০ মাত্র, কেবল *চিহ্নিতগুলি ৮/০

০১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ৩। মুক্তাঙ্কর বিভালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরায় বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিভাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থধামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাপ্রসন্ন তর্করত্ন, ষারকানাথ বিভাবাগীশ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। কোর্ট উইলিয়ম কলেক্টর পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিভালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। জ্ঞানচরণ শর্মা সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। যীর মশাররফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিভাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিহার্য, লাগমোহন বিভানিধি, ৩১। বোপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাদ্রা হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। বোপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষরচন্দ্র সরকার, রামগতি স্মারক, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। গোবিন্দচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বসু, ৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৪৯। রত্ননারায়ণ বসু, *৫০। রাজকৃষ্ণ রায়।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৮/০ আনা

সার্ব যত্ননাথ সরকার :- "...বঁহার রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশ সর্বপ্রথম অরণ্য-জাতা হইতে অশ্রীতিবর্ষে অন্ত্যচল গমন পর্যন্ত দেখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমূল্য।...এরূপ নিভুল গ্রন্থপত্রী ইহার পর রচিত হওয়া সম্ভব নহে।"

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

বাংলা দেশের কয়েক জন ক্ষমতাশালী অথচ অধুনাবিস্মৃত কবির নির্দোষিত রচনা-সংগ্রহ — শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	মূল্য	৮/০
২। বলদেব পালিত	"	৮/০
৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১০/০
*	*	*

জ্ঞানদর্শন (৫ খণ্ড সম্পূর্ণ) — মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। মূল্য ১২/০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ — শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত,
মূল্য ১ম খণ্ড ৪/০, ২য় খণ্ড ৬/০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সংস্করণ)	মূল্য	২৪/০
আলালের ঘরের তুলসী : প্যারীচাঁদ মিত্র	মূল্য	১৪/০
পালান্দো (ভ্রমণবৃত্তান্ত) : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মূল্য	৮/০

প্রাপ্তিস্থান — বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

একপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



বঙ্গাব্দ ১৩৫১

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল		৮৩
২। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ— ঐ ঐ		৩২
৩। কবি সৈয়দ সোলতান (আলোচনা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য		২৬
৪। জেলা চক্ষিশপরগণার উপভাষা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্		৩৮
৫। নদীয়ার ভাষা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী		৪০
৬। নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিজ্ঞানভূষণ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		২৪
৭। নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার		১
৮। পাটনা জিলার মসজিদ-গাত্রে		
বাংলা শিলালিপি—ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার		৮০
৯। ফোর্সক্স কেরী—শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস		৪৩
১০। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার		৮৬
১১। রচনাপঞ্জী : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৭৩
১২। রাজকৃষ্ণ রায়— ঐ ঐ		৬
১৩। রামভদ্র সার্কভৌম - শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		৬২

নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?

শ্রীযত্ননাথ সরকার

আজ আমাদের মধ্যে থিয়েটার প্রায় লোপ পাইয়াছে ; যে দুই একটি এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতির মতই আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ক্রমশঃ পিছাইতেছে । আজ সিনেমা টকির রাজত্ব, এই একচ্ছত্র আধিপত্য রাজধানী ছাড়িয়া মফঃস্বলের ছোট ছোট শহরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । বড় বড় শহরে ত পাড়ায় পাড়ায় চলচ্চিত্রের রঙ্গমঞ্চ, দর্শককে হাঁটিতে হয় না । এই নবীন প্রতিদ্বন্দ্বী অতুলনীয় বিদেশী ঐশ্বর্য্য হাবভাব ও অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের দৃশ্য দর্শকের সামনে ঢালিয়া দিয়া তাহাদের মন মুগ্ধ করিতেছে । কলে প্রস্তুত চিত্রগুলি সবই সমান সুন্দর হয়, ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে জীবন্ত অভিনেতাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের ফলে এবং থিয়েটারে আসবাবপত্রের দৈন্তের জন্য, অভিনয় যে এক স্থানে ভাল, এক স্থানে মন্দ দেখায়, তাহার সম্ভাবনা এক্ষেত্রে নাই । আর, নবীন সভ্যতার শতমুখী তাড়নায় অস্থির মানুষ কি আগেকার মত ছয় ঘণ্টা বসিয়া থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে পারে ? সে আর গুড়গুড়ী সাজাইয়া আলবোলায় তামাক খায় না, একটা বিড়ি ফুঁকিয়াই নিজের মুখাঙ্গি করে । তাই, যে আমোদ তাহার আবশ্যক, তাহা দু'ঘণ্টা মাত্র টকিতে বসিয়া সে সংগ্রহ করে । থিয়েটারে গেলে বাসায় ফিরিতে রাত্রি ভোর হইবে, সিনেমার কাজ রাত্রি নয়টার মধ্যেই সারিয়া আসা যায় ।

কিন্তু থিয়েটার একেবারে উঠিয়া গেলে মানবের আদিম কাল হইতে প্রিয় একটি লোক-শিক্ষার উপায়, এবং হৃদয়ের রসগ্রহণ ও রসপ্রকাশের সহজাত শক্তিকে বিকাশ করিবার একটি পন্থা একেবারে লোপ পাইবে । যেমন, যদি সমস্ত গানের আখড়া উঠিয়া যায়, আর তাহার স্থলে সর্বত্র চাঘের দোকানের মত শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিতে থাকে । এই নতন আমদানি মার্কিন মদ এবং তদানুযায়িক তারকা-উপাসনা আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে ; ইহার প্রলোভন ধনী অপেক্ষা নিরক্ষর দরিদ্রকে কম অভিভূত করে নাই । ভারতীয় সমাজের উপর ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল আজ বিচার করিব না, কিন্তু চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না ।

আমি শুধু ভাবিতেছি যে, থিয়েটার ত গেল, কিন্তু নাটকেরও কি মৃত্যু হইয়াছে ? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গলা-সাহিত্যের একটা অঙ্গ গেল । এই নাটকের ভিতর দিয়াই আমাদের পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল ; সংস্কৃতে এবং প্রথম যুগের নব্যবঙ্গ-সাহিত্যে নাট্যকারদের দান অমর হইয়া আছে । সে পথ কি চিরতরে বন্ধ হইল ? নাটক মাত্রই যে অভিনীত না হইলে তাহাকে বার্থ রচনা ভাবিতে হইবে, এ কথা ঠিক নহে । অবশ্য, অভিনীত হইবে, এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই নাট্যকাব্য রচিত হইত । হিন্দু কবি চাহিয়া থাকিতেন, কবে সেই উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরের সম্মুখপ্রাঙ্গণে তাহার নাট্য শত শত

নাগরিক দেখিবে। গ্রীক কবি আশা করিতেন যে, বারুণীমন্ত ডাইমোনিসস্ (অর্থাৎ আমাদের হলধর)এর পূজার পার্বণে তাঁহার নাটক আর আর প্রতিদ্বন্দ্বী কবির সৃষ্টির সহিত রঙ্গমঞ্চে তুলনা করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, অভিনীত না হইলেই নাটকের মর্যাদা নষ্ট হয় না। নাট্যকাব্য বসিয়া পড়িলেও কাব্যের সব রস দিতে পারে; যে বহু বহু নাটকের অভিনয় আমরা জীবনে দেখি নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই, তাহারা আমাদের চিত্তবিনোদ করিতেছে, এবং অমর সাহিত্যরূপে যুগে যুগে করিতে থাকিবে।

নাটকের লক্ষ্য শুধু চিত্তবিনোদন নহে। বিষয়োগান্ত নাটকের মূলে যে একটি গভীর নৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পণ্ডিতগণ জানিতেন। য়ারিস্টোটল্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর নাটক করুণা ও স্তুণার উদ্বেক করিয়া দর্শক-বৃন্দের হৃদয়কে ধোত—মার্জিত করিয়া দেয়। মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় মঠগুলিতে ঘৌণ্ডর জীবনী অথবা সাধুদের লীলা লইয়া রচিত সরল নাটক অভিনীত হইয়া নিরক্ষর ইউরোপবাসীদের ধর্ম ও পুরাণ শিখাইত।

বর্তমান যুগে এই লোক-শিক্ষার কাজটি অত সৌজাহৃতিভাবে না করিয়া, একটু ঘুরাইয়া করিতে হয়। এজন্ত নাটকের রচনায় একটি অতি কঠিন প্রণালী আবশ্যক হইয়াছে, তাহার ফলে নাট্যকারগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটক সেই সেই যুগের সমাজের চিত্র যেন দর্পণে দেখায়। মহাকাব্য শেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, নাট্যকারের উদ্দেশ্য to hold the mirror up to Nature. তাহার উপর চিরন্তন মানব-চরিত্র কোন্ ঘটনার আঘাতে কোন্ দিকে সাড়া দেয়, কি ভাবে ক্রমে পরিবর্তিত হয়, তাহা দেখান নাট্যকারের ও উপন্যাস-লেখকের কর্তব্য কাব্য। এই যুগের অভাব হইলে সেই গ্রন্থ নিজ শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের দৃষ্টান্ত বেন্ জন্সন্ এবং শেরিডান্—এঁদের রচনায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে না, কোন ক্রমবিকাশ দেখা যায় না; তাদের হৃদয় যেন ছাঁচে ঢালা শক্ত লোহার পুতুল; তাহাতে চাক্চিক্য আছে, কিন্তু জীবন্ত মানুষের দেহের মাংসপেশীর স্পন্দন তাহাতে নাই। নাটকখানির প্রথমার্ধ হইতে ষবনিক। পতন পর্য্যন্ত পাঁচ অঙ্ক ভরিয়া এত যে স্তম্ভভংগ, কথাবার্তা, ভাগ্যবিপ্লব, বন্ধা চলিয়া গেল, তাহা ঐ পাত্রপাত্রীগুলির চরিত্রের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিল না, লেশমাত্রও পরিবর্তন আনিয়া দিল না; ঐ সব ঘটনা না ঘটিলেও উহার যেরূপ ধরণের মানুষ থাকিত, যেমন ভাবে ভাবিত, কহিত, নাটকের শেষেও ঠিক সেই মত থাকিল, সেই মত ভাবিতে, কহিতে লাগিল।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার স্পষ্ট করিয়া দেখান, কিরূপে ঘটনার প্রভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রে ক্রমবিকাশ হয়, কিরূপে একটি মানবের মনে যে বীজ নিহিত থাকে, তাহা সংসারে অপর লোকের সঙ্গে আদান প্রদানে এবং বাহিরের ঘটনার আঘাতে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া অবশেষে বিষময় ফল অথবা অমৃত প্রসব করে। এইরূপ নাটকের আরম্ভের সহিত সর্বশেষের দৃশ্তে

কোন একটি নায়ক বা নায়িকার চরিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে, সেই এক ব্যক্তির মনে এত পরিবর্তন আশ্চর্যজনক, প্রায় অস্বাভাবিক ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া চোখে বাজে। অথচ ঐ নাটকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবার সময় ধরা যায় না যে, কোথায় এই মহাপরিবর্তন আরম্ভ হইল। ঐ চরিত্রের ক্রমবিকাশ এত দীর্ঘে দীর্ঘে, এত চতুরতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে যে, কোথায়ও একটা ঘন বং যে হঠাৎ আসিয়াছে, এরূপ চোখে পড়ে না, অথচ তুলির মুহু পৌচের পর পৌচ লাগিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে অতি সরল অথচ গুপ্তভাবে চরিত্রটি অবশেষে একেবারে বদলাইয়া যায়।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত বিদেশী সাহিত্য হইতেই দিষ্ট। শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ নাটকের নায়ককে লওয়া যাউক। প্রথমে তিনি দেখা দিলেন মহাপ্রাণ রাজভক্ত সামন্তরূপে; সকলে তাঁহাকে অতি সংলোক বলে, নিজের স্বার্থের স্থলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। ক্রমে লোভ আসিয়া এই হৃদয়ে পাপের বিষ-বীজ বপন করিল। তবুও তাঁহার হৃদয় প্রথমতঃ পাপে মগ্ন হইতে চায় না; তাঁহার স্ত্রীর দ্বিস্তার কণাঘাত তাঁহাকে খুন করিতে উত্তেজিত করিল। আর, হঠাৎ প্রথম খুনটি করিবার পর কি ভীষণ মনস্তাপ পাইলেন, ঠিক যেন পাগল হইয়াছেন, ঘণায় সংকোচে সেই খুনের ঘরে আর যাইতে পারিলেন না, তাঁহার স্ত্রীকে সেই ঘরে যাইতে হইল, নিদ্রিত রক্ষীদের গায়ে রক্ত লাগাইবার জ্ঞ। খুনের পরই ম্যাকবেথ স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন কে তাঁহাকে বলিতেছে, “তুই জীবনে আর ঘুমাইতে পারিবি না।” তাঁহার স্ত্রী অতি কষ্টে নানা ষ্টোকবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। আরুতাহার পর সেই ম্যাকবেথই ঘটনার ধাক্কায় খুন হইতে খুনে কাহারও প্রবোচনার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথমে মৃত রাজার শয়নকক্ষের শাস্ত্রী দুটিকে হত্যা, তার পর ব্যঙ্ক, তার পর ম্যাকডাফের নিরপরাধ শিশু দুটি। এই সব পাপ করিবার জ্ঞ লেডি ম্যাকবেথ কোন জেদ করেন নাই, তিনি আগে জানিতেও পারেন নাই।

এই নর-রক্তে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া ম্যাকবেথ নিজে পাগল হইলেন না, হইলেন তাঁহার স্ত্রী—সেই লেডি ম্যাকবেথ, যিনি প্রথমে গর্ব করেন, “সন্তানকে স্ত্রী দেওয়া কত মধুর, তাহা আমি জানি। কিন্তু যদি আমি তোমার মত কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতাম, তবে সেই সন্তানকে নিজ বক্ষ হইতে ছিড়িয়া লইয়া তাহার মাথা চূর্ণ করিতে পারি।” নারীর চরিত্রের ইহাই ত স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ। তিনি ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, কৃত পাপের চিন্তায় উন্মাদ হইলেন। অথচ স্বয়ং ম্যাকবেথ ঠিক কোন গভীকে এত বড় জমাটবুক খুনি হইয়া পড়িলেন, তাহা পাঠক ধরিতে পারিবেন না, ম্যাকবেথ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এতই দীর্ঘে দীর্ঘে, এতই গোপনভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যে এইরূপ চরিত্রের ক্রমবিকাশ অঙ্কন-কাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী জেন ষ্টেটন নামক নভেল-রচয়িত্রী (এবং তাঁহার পর জর্জ এলিয়ট)। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য অতুলনীয়। তাঁহার উপগ্রাসগুলি স্বর্গের গল্পগুলির বিপরীত, ইহাতে রাজারাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহ বা অতীত যুগের কুতূহলপূর্ণ দৃশ্যপট নাই। এ সবগুলিই বর্তমান সময়ের ইংলণ্ডের গ্রামের

ও শহরের মধ্যবিস্তৃত ভদ্রশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর জীবনের কাহিনী। অষ্টেনের গল্পের পাত্রপাত্রীরা যেন ঘরে বসিয়া দৈনিক সাধারণ গল্পগুজব, খাওয়া দাওয়া, অথবা কাছে বেড়ান বা তামাসা দেখা, এই সব লইয়াই দিন কাটায়। অথচ লেখিকার তুলীর অদৃশ্য বন্ধে ধীরে ধীরে তাহাদের চরিত্র অভিব্যক্ত হইতেছে; ব্যক্তিগত বিশেষ দোষগুণগুলি ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রথম অধ্যায়ের ঠিক পরেই যদি বইখানির শেষ অধ্যায় পড়া যায়, তবে পাঠক চমকিত হইয়া উঠেন, সেই একই মানুষ এই দুই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রথম প্রথম বিশ্বাস হয় না।

আমার অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট হইবে—রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি”র কথা মনে করিলে। এই গ্রন্থে বিবাহিতা স্ত্রী আশা এবং প্রলয়ঙ্করী বিধবা বিনোদিনী, এ দুই জনের চরিত্রই অতি দক্ষ ও সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের তুলীতে অভিব্যক্ত করিয়া আঁকা হইয়াছে। প্রথম প্রথম আশা যেন জড় পদার্থ, সকলেই তাহাকে ঠোকা দেয়, সব দোষ তাহার উপর চাপান হয়। পরে ক্রমে ক্রমে দুঃখ, লজ্জা, দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাহার চরিত্র পরিপক্ব হইল। শেষ অধ্যায়ে আমরা সেই ভাবাগঙ্গারামগোছের আশাকেই পাইতেছি দক্ষ গৃহ-কর্ত্রী, স্থির দূরদর্শী সংসারের রক্ষিণী, সব পরিজনের পালয়িত্রীরূপে। অথচ ইহা আমাদের কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে না; কারণ, তাহার চরিত্রের এই পরিবর্তন একদিনে হয় নাই, একটি মাত্র বড় ঘটনার ফল নহে। ইহাই জেনে অষ্টেন-শ্রেণীর উপন্যাস-লেখকদের বাহাদুরি।

অভিজ্ঞানশাকুন্তলেও কালিদাস অতি চতুরতার সহিত ঘটনার আঘাতে শকুন্তলার চরিত্রে সেইরূপ ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রথমে তাহাকে দেখি একটি সাদাসিদে ভোলা-মন বালিকা—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, আশ্রমযুগের মত অজ্ঞ, সরল ও অসহায় মনুষ্য। তাহার দেহে যৌবনের প্রকাশ হইলেও তাহার কথাবাতা কাজকর্ষ দেখিয়া তাহাকে বালিকা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। পরে সেই শকুন্তলাই স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মারীচের আশ্রমে বাস করিবার পর কি মহৎ সংঘত দৃঢ়হৃদয় বুদ্ধিমত্তী নারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! দুঃস্বস্তের প্রেম (অর্থাৎ চরিত্রের এক দিক) কিরূপে ফুল হইতে ফলে পরিণত হইল, সেই “পরিপূর্ণ পরিণতির” অর্থাৎ অভিব্যক্তির ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ তাহার “প্রাচীন সাহিত্য” গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন (প্রথম সংস্করণ, ২৮-৪২ পৃঃ)।

নাট্যকার উপন্যাস অপেক্ষা অল্প কথায় অল্প পরিসরের ভিতর এইরূপ চরিত্রের অভিব্যক্তি অঙ্কিত করেন, এজন্য জগতে শ্রেষ্ঠ নাটক এত কম, অথচ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অনেক বেশী রচিত হইয়াছে। শেক্সপিরীয় নাটক দীর্ঘকায়, সংস্কৃত নাটকের অপেক্ষা প্রায় চার গুণ বড়, এ জন্ত শেক্সপিরীয় নাটকের আভ্যন্তরীন সাদৃশ্য উপন্যাসেই খাটে, সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে নহে।

চরিত্রবিকাশ অঙ্কন করা নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ কাজ বটে, কিন্তু শুধু এইটি থাকিলেই প্রথম শ্রেণীর নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কথোপকথন রচনায় নিভুল দক্ষতা চাই, অর্থাৎ প্রত্যেক পাত্রপাত্রী নিজ শিক্ষা ও পদের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিবে; প্রসঙ্গ ও উত্তর পরস্পরের মধ্যে সরল স্বাভাবিক যোগ রক্ষা করিয়া নদীর ধারার মত বহিয়া বাইবে, অথচ

সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটিও অগ্রসর হইবে। কোন কথাই বৃথা যাইবে না বা অস্থানে দেখা দিবে না। এই রচনাচাতুর্য্য যে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক উভয়ের পক্ষেই সমান আবশ্যক, তাহা সকলেই জ্ঞানেন। তাহার উপর, প্রত্যেক নাটকের বিষয়-বস্তুটিকে একটি বিশেষ প্রণালীতে পরিপক্ব করিয়া তুলিতে হইবে, নচেৎ সে রচনা নাটক বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত হইবে না, অল্প বিভাগের সাহিত্য হইলেও হইতে পারে। বিদেশী অলঙ্কার-লেখকগণ প্রাচীন গ্রীক ও শেক্স-পিরীয় নাটক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নাট্যকার হইবেন ভারতীয় জাদুকরের মত—একটি আমের আঁটি পুঁতিয়া তাহা হইতে গাছ পাতা ও শেষে পাকা ফলটি বাহির করিয়া দিবেন, এ সব কাজ ঐ পাঁচ অঙ্কের মধ্যে করিতে হইবে। তাঁহাদের উপমায় বলা যায় যে, নাট্যকার প্রথম অঙ্কে কতকগুলি বিভিন্ন স্মৃতি একত্র আনিয়া দিবেন, ঘটনা (প্লট) অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি জড়াইয়া গিয়া একটি জটিল সমস্তার সৃষ্টি করিবে; জিনিসটা যেন ক্রমে উচ্চত্রে উঠিতেছে। ক্রমে তৃতীয়াঙ্কে দর্শকদের কুতূহল এবং শেষ ফল কি হইবে, এই চিন্তা চরমে পৌছিবে। আবার তাহার পর জিনিসটা একটু একটু নামিতে নামিতে ক্রমে সরল হইতে আরম্ভ করিবে, এবং অবশেষে পঞ্চমাঙ্কের শেষ গর্তাঙ্কে নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়া (যেমন ধীরে কঠক ছয়স্থের অঙ্গুরীয় তাঁহার সামনে উপস্থিত করা ইত্যাদির দ্বারা) সমস্তার সমাধান হইবে এবং এই “পরিপূর্ণ পরিণতি” দেখিয়া দর্শক সন্তুষ্ট শান্তহৃদয়ে বাড়ী ফিরিবে।

এই সব গুণগুলি না থাকিলে কোন নাটক কোন সাহিত্যে অমর হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে এবং বিলাতেও যে সব সামাজিক চিত্র পঞ্চাঙ্গে চিত্রিত হয়, যে সব মনোহর চুটকি নাটক ঘন ঘন অভিনীত হয়—“সগৌরবে দুই শত বারের অভিনয়”—তাহা সাহিত্যপদ-বাচ্য নহে, অথবা নাট্যশ্রেণীর সাহিত্য নহে। এই কঠোর দাঁড়িতে ওজন করিলে বহু বহু সাময়িক লোকমাতান বাঙ্গলা নাটক সাহিত্যশ্রেণী হইতে বাদ পড়ে, যদিও থিয়েটারে তাহারা এক সময় একচ্ছত্র রাজত্ব করিত, এবং হয়ত করিতেও থাকিবে। একজন বিদেশী সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইংলণ্ডের খুব জনপ্রিয় এক শ্রেণীর সামাজিক নাটক, যাহাকে কমেডি অব্‌ ম্যানার্স নাম দেওয়া হয়, তাহা নাটক নামের অধিকারী নহে; কারণ, তাহাতে নাটকের আসল বিষয়বস্তু একেবারেই নাই—সে বিষয়বস্তু ঘটনার আঘাতে চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। সব দেশেরই অধিকাংশ চুটকি নাটককে নাট্য-সাহিত্য বলা উচিত নয়, তাহারা কোন রকম সাহিত্যই নহে, বাইবেলের ভাষায় তাহাদের বলা উচিত—“উছনে চড়ান হাড়ির নীচে শুকনো লতা কাঁটাকুটি জালাইলে তাহার চট্‌ফট্‌ শব্দ মাত্র”—the cracking of thorns under the pot.

এই কারণেই ভারতের কথা দূরে থাকুক, আজ শতাধিক বর্ষ হইল, ইংলণ্ডেও একখানি প্রথম শ্রেণীর নাটক রচিত হয় নাই। আমরা যেন আজ ইব্‌সেন, কাল বার্গার্ড শ'র অনুবাদ বা নকল করিতে লাগিয়া মাতিয়া না যাই। যেন আশা না হারাই, যদি ঐ উচ্চতম আদর্শকে সর্বদা মনে রাখিতে পারি।

রাজকৃষ্ণ রায়

১৮৪২—১৮৯৪

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ অক্টোবর তারিখে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তিলি-পরিবারে রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জীবনীর উপকরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্মী ও সুহৃদ্ শরচ্চন্দ্র দেব তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য। ১৯১৫ সনে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ-অনুদিত বাঙ্গালীকি-রামায়ণের চতুর্থ সংস্করণে এই জীবনী সংযোজিত হইয়াছে।

বাল্য-জীবন

রাজকৃষ্ণ রায়ের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

...“তাঁহার জীবনী সঙ্কলনের প্রধান অন্তরায় তাঁহার বাল্য-জীবনের বিবরণ সঙ্কলনের উপায়াভাব। তিনি কবে ভগ্নিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না, কারণ অতি শৈশবে তিনি মাতৃহীন হইয়া, কলিকাতায় তাঁহার পিতার নিকট আনীত হন। তাঁহার জনক প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটে পরে কলিকাতায় ব্যবসায়-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বাসায় স্বজাতীয়া একটি রমণী ছিলেন। শিশু রাজকৃষ্ণের পালন ভার তাঁহারি উপর গস্ত ছিল। এই রমণীকে তিনি মাসী বলিতেন, পরে জ্ঞানিতে পারেন যে তিনি তাঁহার পিতার সেবিকা মাত্র। যাহা হউক এই রমণীর সহিত-পালনেই রাজকৃষ্ণ বাবু বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরও যতদিন তিনি জীবিতা ছিলেন ততদিন তাঁহাকে জননীর গায় ভক্তি করিতেন এবং উত্তর-কালে তাঁহার ভ্রাতাকেও অর্থ-সাহায্য করিতে দেখিয়াছি।

রাজকৃষ্ণ বাবু স্বীয় অনিশ্চিত ভ্রম্যসময়ের স্থিরতা সম্পাদন স্তম্ভ বড় বার বড় জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ণীত কোজীর কাহারও সচিত কাহারও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক পত্রিকাতে তাঁহার অনেক জীবনী বাতির তথ্য, তাহাদের কাহারও সচিত কাহারও ঐক্য নাই। এমন কি কেহ কেহ ১২৬২ সালে তাঁহার জন্ম বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি আমা অপেক্ষা [জন্ম : কার্তিক ১২৬৫] বয়সে বড় ছিলেন। আমরা ১২৮৬ সালে একবার এক বৃদ্ধ জ্যোতিষীর নিকট যাই, তাঁহার গণনার ফল ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসের গৃহস্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতিষভূষণ মহাশয় আমাদের প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বাবুর জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া, আমায় বলিয়া-ছিলেন, “এই চক্র প্রস্তুত করিতে জ্যোতিষী ভ্রম করিয়াছেন।...জন্মকাল ১২৫৮ সাল না হইয়া ১২৫৬ সালের ৬ই কার্তিকই হওয়া উচিত।...জ্যোতিষী মহাশয় একে একে ষাটটি ভাব বিচার করিয়া শেষে বিংশোত্তরীয়া দশায়ুসারে তাঁহার আজীবনের দশাফল বলিলেন। সে সমুদায়

শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার নির্ণীত জন্ম শকাদি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ১৮৪৯ অব্দের ২১এ অক্টোবর রবিবার সান্ধি দুই ঘটিকার সময় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়।... তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর একাদশ মাস মধ্যেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মের পর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি কলিকাতায় আনীত হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময়ে... তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটয়াছিল, ইহাই জ্যোতিভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পালিকা তখনও তাঁহাকে পুত্রাধিক বস্তু করিতেন। তিনি কয়েক বার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে পাঠ ত্যাগ করেন।”

কাব্যানুরাগ

শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন,—

“রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, প্রভাকর পত্রের পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রথমে পত্র লিখিবার প্রবৃত্তি হয়। তিনি খুব অল্প বয়সের সময়ে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রভাকরে অনেক পদ্য লিখিয়াছেন; সে সমুদায়ের কতকগুলি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে আছে। অনেকগুলি তিনি আর পুনর্মুদ্রণের উপযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার কিশোর বয়সের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেট, প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলিয়াছেন। গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; রাজকৃষ্ণ বাল্যকালে কিরূপ দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

“রাজকৃষ্ণ বাবু যখন ‘বিদ্বজ্জন-সমাগমে’* আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান কবি; সবেমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে একবার আমি, গুণদাদা, আমার ভগ্নীপতি বহুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম; মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোড়ী আসিয়া আমাদেরিগকে বলিল—‘আমি আমার বাড়ী যাইব, হাতে পরসো নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনাবা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।’ যহুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?” বালক অমনি সপ্রতিভ ভাবে যুৎসরে বলিল “হাঁ পারি।” আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যহুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্তহুলে আবার বলিলেন, “তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমার আমার প্রেমসী

* জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীতে ‘বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা’র প্রথম অধিবেশন হয়—৬ বৈশাখ ১২৮১ তারিখে। পরবর্তী ১২ই বৈশাখ তারিখের ‘ভারত-সংস্কারক’ পত্রে এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভার অধিবেশনে রাজকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন এবং ‘বান্দীকি-প্রতিভা’র অভিনয় দেখিয়াছিলেন।

‘তারার’ নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে ! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয় ? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমার লিখিয়া দাও দেখি !” বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে :—

কেদার দেদার হুখ দিলেন আমার

তারার ধনে হারা করে’ আনিয়া হেথায়। ইত্যাদি।

আমরা ভানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার বঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।—‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’, পৃ. ১৬০—৬১।

মুদ্রাযন্ত্রালয়ে ঢাকুরী

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

উপার্ক্কনের অভিলাষে রাজকৃষ্ণ সর্বপ্রথম কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সিমুলিয়া, মাণিকতলা স্ট্রীটে অবস্থিত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

প্রথমে তিনি উপার্ক্কনাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখান হইতেই রাজা ক্রীশ্ণরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাগাহরের সচিত্র পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকট সঙ্গীত কবিতাদি রচনা করিতে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্বে তিনি পতিব্রতা নাট্যগীতি লিখিয়া বটতলায় বিক্রয় করেন...। এতদ্ব্যতীত ভৌতিকার্জন ভ্রম অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশিত হইলেও তাঁহার নামযুক্ত না হওয়ায় আমরা এতুলে আর সেগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে ভক্ত মহাশয়ের মুদ্রাযন্ত্রে থাকিতে তিনি বঙ্গভূষণ ও স্তবমালা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে, তিনি তাঁহার রচিত কবিতারাভী ঠট্টে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া অবসর-সরোজিনী নামক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশে ইচ্ছা করেন। তৎপূর্বে ধূলপাঠ্য কবিতা-গ্রন্থ প্রচার করিয়া লাভবান হইবেন মনে করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতাকৌমুদী প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই।

আলবার্ট প্রেস

৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটস্থ আলবার্ট প্রেসে ‘অবসর-সরোজিনী’ মুদ্রণকালে তিনি স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্ননজরে পড়েন। গিরিশচন্দ্র মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধান-ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

এই সময় কলিকাতা পার্সীবাগান নিবাসী ক্রীষ্ণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুই জন আত্মীয়, আলবার্ট প্রেস নামে একটি নূতল মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই মুদ্রাযন্ত্রেই তাঁহার অবসর-সরোজিনী মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বর্গায়া মহাবাণী স্বর্ণময়ী এই

স্বজাতীয় কিশোরবয়স্ক কবিটিকে বড়ই স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুরও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের আত্মকল্যেই রাজকৃষ্ণ বাবু এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

গিরিশবাবুর আত্মীয়গণ প্রেসের কার্যে একান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য প্রেসের কার্য ভাল চলিতেছিল না, এমন কি কৰ্মচারীদিগের বেতন তাঁহাকে নিজে হইতে দিতে হইত; এজন্য তিনি ঐ প্রেস উঠাইয়া দিবার উচ্ছা করিতেছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর অবসর-সবোজিনী তখনও শেষ হয় নাই। তিনি গিরিশ বাবুর সতিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রেসের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিতে চাছিলেন। গিরিশবাবু তাঁহার প্রস্তাবানুসারে লাভের অধ্বাংশের অধিকারী করিয়া তাঁহাকেই তত্ত্বাবধান ভার দিলেন। প্রেস আন্ততঃ্য ঘোষ কোম্পানির নামে চলিতে লাগিল। স্থির হইল, গিরিশবাবুর নিযুক্ত একজন কৰ্মচারী হিসাবপত্র রাখিবেন, রাজকৃষ্ণ বাবু প্রেসের স্তম্ভ কার্য্য সংগ্রহ ও তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রথমে রাজকৃষ্ণ বাবু নিজ বায়ের স্তম্ভ বাহা প্রয়োজন কেবল তাহাই লইবেন। উতা হিসাবে লেখা থাকিবে পরে তাঁহার অংশ হইতে পরিশোধিত হইবে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রেস তাঁহার লাভ লোকসানের ভাগী থাকিবেন। এই বন্দোবস্তে রাজকৃষ্ণ বাবুর মত অনর্গল লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের বড়ই সুবিধা হইল।

অবসর-সবোজিনীর আদর হইল। তিনি এবারে নাটক লিখিতে আঁবল করিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক “অনলে-বিজলী”। তিনি চেষ্টা করিয়া বঙ্গ বঙ্গভূমির অধাৰ্গগণের দ্বারা উতার অভিনয় করাষ্টয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উক্ত বঙ্গভূমির সতিত তাঁহার সম্পর্ক আরম্ভ হয়। এই সকল গ্রন্থ লোকের নিকট প্রশংসিত হইলেও, অধিক বিক্রীত হইত না, কাকেই রাজকৃষ্ণ বাবু সাধারণের স্তম্ভ ঘোড়ার ডিম প্রভৃতি রহস্য গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঘোড়ার ডিম এক মাসে দুই বার মুক্তি হইয়া দুই সহস্র বিক্রীত হইয়াছিল। আমিই উতার প্রকাশক ছিলাম। ক্রমে উতা বহুবার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং উতার পর রাজকৃষ্ণ বাবু কুঁপোকাৎ প্রভৃতি আরও ঐরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারত গানও প্রকাশিত হয়।

• • • • •

রাজকৃষ্ণ বাবু বঙ্গবঙ্গভূমির স্তম্ভ ক্রমে নাট্যসম্ভব, দামল গোপাল, লোহ কাবাগাব, বিক্রমাদিত্য, তরুণভূক্ত ও রামের বনবাস রচনা করেন।...এইরূপে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হইল,...রাজকৃষ্ণ বাবুর নিজের ব্যয় চলিলেও লভ্যাংশ দ্বারা স্বত্বাধিকারীর বিশেষ সুবিধা বোধ হইত না। তিনি ঐ প্রেসের স্তম্ভ যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা অল্প কোন ব্যয়সাধ করিলে প্রচুর লাভবান হইতেন এই মনে করিয়া তিনি প্রেস বিক্রয় করিলেন।

“পরমহিতৈষী সঙ্গময় সঙ্গদ” গিরিশবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া রাজকৃষ্ণ ঐ কালে (ইং ১৮৯২) ‘ককি পুরাণে’র উপহারপত্রে লিখিয়াছিলেন :—

আপনি সম্পদে বিপদে স্নেহে দুঃখে আমার পরম সহায়। বিশেষতঃ আপনিই আমার সাহিত্য-জগৎ-প্রবেশের প্রধান পথপ্রদর্শক। বহুকালের কথা, কি শুভকণ্ঠেই আমি আপনার “আলবাট যত্রে” আমার “অবসর-সবোজিনী কাব্য” ছাপিতে দিয়াছিলাম। আপনি সেই পুস্তক-

পাঠে পুলকিত হইয়া, আমার হস্তে আপনার আলবার্ট প্রেসের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, উত্তরোত্তর নানাবিধ গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন ।...

সাময়িক-পত্র পরিচালন

‘সমাজ-দর্পণ’

আলবার্ট প্রেসের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে রাজকৃষ্ণ ‘সমাজ-দর্পণ’ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। ‘সমাজ-দর্পণ’ সম্পাদন করিতেন—যশোদানন্দন সরকার। ইহাতে রাজকৃষ্ণের কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে যশোদাবাবু সম্পর্ক ত্যাগ করিলে রাজকৃষ্ণ স্বয়ং ‘সমাজ-দর্পণ’ পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু গ্রাহকভাবে শীঘ্রই উহা বন্ধ করিতে হয়।

‘বীণা’

‘সমাজ-দর্পণ’ রহিত হইলে ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে রাজকৃষ্ণ ‘বীণা’ নামে একখানি পঞ্চময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘বঙ্গদর্শন’ (বৈশাখ ১২৮৫) লিখিয়াছিলেন :—

বীণা। (নানা বিবিধী কবিতা প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা।) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত।
প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা। আলবার্ট প্রেস—কলিকাতা। ১২৮৫। পত্রিকাখানি এত ক্ষুদ্রাকার যে আমাদের প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে এখানি খেলা ঘরের মেগেজিন—অথবা লিপিট হইতে প্রেরিত হইয়াছে। তার পর ভাবিলাম যে যখন পত্রিকাখানি কেবল কবিতাময়ী, তখন ইহা যত ছোট হয় ততই ভাল।—আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতার নিন্দা করি না। তিনি উত্তম পদ্য লিখিয়া থাকেন এবং বীণার প্রথম সংখ্যায় যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা সুমিষ্ট।
উদাহরণ—

‘বীণা’ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল। বিভিন্ন খণ্ডের ‘বীণা’ এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম খণ্ড বৈশাখ ১২৮৫—চৈত্র আলবার্ট প্রেস হইতে

২য় খণ্ড বৈশাখ ১২৮৬—চৈত্র এ

৩য় খণ্ড বৈশাখ ১২৮৮ বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত

৪র্থ খণ্ড কান্তিক ১২৯৩—আশ্বিন ১২৯৪ এ

৫ম খণ্ড ? এ

বীণা যন্ত্রের অবৈতনিক মুদ্রাকর শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—“বীণাযন্ত্রে অতি কঠোর তৃতীয় বর্ষের বীণা শেষ হইয়া উহা বন্ধ হইল; তৃতীয় বর্ষের শেষাংশেও কবিতার পরিবর্তে তাঁহার অভূত ডাকাত ও দুই সন্ন্যাসী ও অপরাধের একজন লেখকের চীনের কলী নামক গল্প বাহির হইয়াছিল।”

আমরা ১ম ও ৫ম বর্ষের 'বীণা' দেখি নাই। দ্বিতীয় বর্ষের 'বীণা' চৈতন্য লাইব্রেরি ও রামমোহন লাইব্রেরিতে আছে। চতুর্থ বর্ষের 'বীণা' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দেখিয়াছি; ইহাতে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই রাজকৃষ্ণের। অগ্রান্ত লেখকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মনোমোহন বসু, গিরীজমোহিনী দাসী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ব্যোমকেশ মুস্তফীর কবিতা ৪র্থ বর্ষের 'বীণা'য় স্থান পাইয়াছে।

‘গল্পকল্পতরু’

১২৮৬ সাল হইতে রাজকৃষ্ণ ‘গল্পকল্পতরু’ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

...বীণা নামক কবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্পকল্পতরু নাম দিয়া ফরাসী ফরাসী উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ করেন। উহার প্রথম গ্রন্থ তিরণ্যায়ী—তিরণ্যায়ী শেষ হইলে তখন গল্পকল্পতরু বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে বীণা প্রেস স্থাপিত হইলে উহার পুনঃপ্রচার করিয়া তাহাতে স্বপ্নগীত জ্যোতির্ষয়ী এবং অগ্রান্ত লেখকের শাস্তিকুটীর* প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বীণা যন্ত্র

আলবার্ট প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় রাজকৃষ্ণকে কিছু অস্থবিধায় পড়িতে হইল। তাহাকে আপাততঃ ‘বীণা’র প্রচার বন্ধ করিতে হইল—রামায়ণাদির অংশ-বিশেষ অগ্রান্ত ছাপিতে হইল। এই অস্থবিধা তাহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১২৮৮ সাল হইতে তিনি বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে, কিছু ঋণ করিয়া সামান্ত আয়োজনে ৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ঠনঠনিয়ায় ‘বীণা যন্ত্র’ নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন। গুরুদাসবাবুর যত্নে অনেক কাজ জুটিতে লাগিল, রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলীও অবাধে মুদ্রিত হইতে লাগিল, প্রেসেরও আয় বাড়িল। ‘বীণা যন্ত্র’ ১২৯৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল।

বিবাহ

শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন, “বীণা যন্ত্র স্থাপনের কিছু দিন পরেই রাজকৃষ্ণ বাবু বিবাহ করেন। সেই বিবাহের ফল একমাত্র তাহার পুত্র রজনীরঞ্জন।”

* ‘শাস্তিকুটীর’ (১২৯৫ সাল) ও ‘টিনের কলসী’ শরচ্চন্দ্র দেবের রচনা বলিয়া ‘বঙ্গভাষার লেখক’ পুস্তকে “শরচ্চন্দ্র দেব” প্রবন্ধে (পৃ. ৮৮৫) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা যে রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা নহে,—অন্ত লেখকের, সে-কথা শরচ্চন্দ্র দেবও রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনকথায় উল্লেখ করিয়াছেন।

বীণা-রঙ্গভূমি

বীণা রঙ্গ স্থাপন ও পুস্তকাদি বিক্রয় দ্বারা রাজকৃষ্ণের বেশ আয় হইতেছিল—তিনি বেশ স্বখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন। এই সময় গ্রহের কেবল তাঁহার জীবন-শ্রোত ভিন্নমুখী হইল। রাজকৃষ্ণ অভিনয়কুশলী ছিলেন; তিনি মাঝে মাঝে নানা স্থানে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। অভিনয়ের প্রশংসায় উন্নত হইয়া তিনি এই সময় স্বাধীনভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—

রাজকৃষ্ণবাবু সেতারবাদনদক্ষ এবং অভিনয়-কার্য্য-নিপুণ ছিলেন।...তিনি সর্ববিধ রসভিনয় তুল্য দক্ষতার সহিত করিতেন। মুক্‌ভিনয়েরও তিনি প্রশংসিত। পাণ্ডুর টেশনের নিকটবর্তী সরাই গ্রামে তাঁহার বন্ধে এক অভিনয়-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে তিনি নিজে অভিনয় করিতেন। প্রথমে “আগমনী ও বিজয়া” নামে একখানি গীতাভিনয় পরে তাঁহার “পতিব্রতা” পরিবর্তিত করিয়া “সাবিত্রী” নামে একখানি গীতাভিনয় এবং কল্লিকথানি প্রহসন তথায় অভিনীত হয়; কিন্তু সেই সব গ্রন্থের কাপী আর পাওয়া যায় নাই, কেবল কয়েকটি গীত গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট আছে।...তিনি যে কেবল সরাই গ্রামেই অভিনয় করিতেন তাহা নয়। মাহেশে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে তিনি মাঝে মাঝে এ আয়োদ্য করিতেন। কলিকাতার আৰ্য্য-নাট্য-সমাজের সঙ্গে তিনি প্রজ্ঞানচরিত্র অভিনয় করেন। ঐ অভিনয় উত্তম হওয়ার অধ্যাক্ষগণ, অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া দুই রাত্রি ঐ অভিনয় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে দেখাইলেন। কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজে আৰ্য্য-নাট্য সমাজের প্রজ্ঞানচরিত্র বিশেষতঃ রাজকৃষ্ণ বাবুর হিরণ্যকশিপুর অভিনয় উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসিত হইল। এদিকে রাজকৃষ্ণ বাবুরও রক্তর দশা। তিনি সেই প্রশংসার উন্নত হইয়া নিজে বালক লইয়া অভিনয় করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, এ অভিনয় কিন্তু অবৈতনিক নয়, উপার্জনের জন্ত। গুরুদাস বাবু প্রভৃতি তাঁহার দুই একটি বন্ধু তাঁহাকে এ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, বুঝাইলেন সাধারণ দর্শকের অনেকই রমণীয় নৃত্যগীতবিহীন অভিনয় দেখিবে না। তিনি কিন্তু সে কথা গুনিলেন না; উৎসাহ দিবার লোক অনেক, নিবেদন করিবার লোক অল্প, কাজেই বীণা রঙ্গভূমি স্থাপিত হইল।

১২২৪ সালে ঠনঠনিয়া ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে বীণা-রঙ্গভূমি নির্মিত হয়। ৫ আগষ্ট ১৮৮৭ (২১ শ্রাবণ ১২২৪) তারিখের ‘স্বলভ সমাচার ও কুশলহে’ প্রকাশ :—

কলিকাতার আর দুইটি নাট্যশালা প্রস্তুত হইতেছে। একটা ঠনঠনিয়ার বাবু রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক,...

এই প্রচেষ্টায় রাজকৃষ্ণ কোন কোন ধনী পরিবারের সাহায্য ও সহায়ত্বে লাভ করিয়া ছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ (১৩ ফাল্গুন ১২২৪) তারিখের ‘স্বলভ সমাচার ও কুশলহে’ প্রকাশ :—

বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গভূমিতে রঙ্গপুর তাজগাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় ২৫০, এবং কুচবিহারের মহারানী ২০০ টাকা দান করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উপকৃত করিয়াছেন।

* “গত বৎসর বীণারঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাবিয়াহিলাম যে, এই সময় ‘কলির প্রজ্ঞান’ নামে একখানি ব্যঙ্গনাটক লিখি।”—রাজকৃষ্ণ রায় : ‘কলির প্রজ্ঞান’ (ভাদ্র ১২২৫), “বিজ্ঞাপন”।

খুব সম্ভব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় শুরু হয়। শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন :—“প্রথম অভিনীত হইল ‘চন্দ্রহাস’; খবরের কাগজে প্রশংসা অনেক হইল, কিন্তু অর্থাগম তাদৃশ হইল না। তবে সুবিধা এই, অভিনেতাগণ অবৈতনিক। হইলে কি হয় তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনার ব্যয় নিতান্ত অল্প নয়।” কিন্তু এত করিয়াও রাজকৃষ্ণ দল ঠিক রাখিতে পারিলেন না; তাঁহাকে “দুঃখের কথা” লিখিতে হইল :—

অনেককাল চেষ্টা করিয়া, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা-রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গে তুলিয়াছিল; কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা। কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চাষা গাছটির কাঁট—আমার মাথার কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে—প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতা-বান্ধব ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাতে কি কেবল “সর্পাদপি ভয়ঙ্করো” জীব? ... ৫ শ্রাবণ ১২৯৫ (‘হরিদাস ঠাকুর’);

এক বৎসর ঘাইতে-না-ঘাইতেই রাজকৃষ্ণ ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে অভিনয় বন্ধ করিলেন। অত্র একটি সম্প্রদায়—আর্য্য-নাট্য-সমাজ বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে থাকেন। ২ নবেম্বর ১৮৮৮ তারিখের ‘স্বলভ সমাচার ও কুশদহ’ প্রকাশ :—

সম্প্রতি আমরা বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য নাট্য সমাজ কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন অভিনয় কাণ্ড হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ ক্ষতিজনক, কিন্তু আর্য্য নাট্য সমাজ বেক্সেপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহার। যে রাজকৃষ্ণ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল সহরে বেঙ্গা সংযুক্ত থিয়েটার সকলের পশার ও প্রতিপত্তি বেক্সেপ, তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কাণ্ড; তাহার পথে বিস্তর বিষয়বাধা। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও আর্য্য নাট্য সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। ...

বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্ধেন্দ্রশেখর মুস্তাকি আর্য্য নাট্য সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

কিছু দিন পরে আর্য্য-নাট্য-সমাজও বীণা-রঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। রাজকৃষ্ণ ঋণের দ্বারে উপেক্ষনাথ দাসকে মহিলা-অভিনেত্রী সহযোগে অভিনয় করিবার জন্য বীণা-রঙ্গভূমি ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮ তারিখে ‘স্বলভ সমাচার ও কুশদহ’ লিখিলেন :—

“বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অতি সং উদ্বেগ লইয়াই বীণা থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট বিশেষ সহায়ত্বভূতি না পাইয়া এবং নিজেরও নানা অনসুবিধা ও অভিনয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে। বাকী হউক, তৎপরে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সে উদ্বেগ পালন করিয়া সন্নীতিপরায়ণ

ভক্তলোকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্থ্য-নাট্য-সম্প্রদায়ও রক্তভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তাহা না হইলে এক কলিকাতা সহরেই “বেঙ্গল” “ষ্টার” “এমারেন্ড” বেঙ্গা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটা রক্তভূমি বহুকাল হইতে নির্বিরোদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জন করিতেছে? গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেঙ্গা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভক্তলোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ। আমার গুলিতেছি “ন্যাশন্যাল” থিয়েটারের ভূতপূর্ব কাৰ্য্যাধ্যক্ষ বহুবাজার নিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ দাশ সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া “নিউ ন্যাশনাল” নামে একটা থিয়েটার খুলিতেছেন এবং আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘর ভাড়া লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করিবেন। উপেন্দ্র বাবু নাকি বেঙ্গা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন?”

‘শুলভ সমাচার’-সম্পাদকের মস্তব্যো মর্ম্মাহত হইয়া রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি পরবর্তী ১৪ই ডিসেম্বরের পত্রিকা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

মহাশয়!

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারের শুলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনি একটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আপনি দুঃখিত হইয়াছেন, আমিও দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল অত্যন্ত ঋণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছি। আমি দরিদ্র হইয়াও যাহাদের জন্ত নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা ধোয়াইয়া, শক্তির অতীত ঋণ করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যার জন্ত প্রাণ মন দেহ যত চিন্তা পরিশ্রম একসঙ্গে জড়াইয়া ডুব দিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না—বুঝিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, সাধের স্বপ্ন, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল—আমাকেও মারিয়া গেল। এখন ঋণ ও হৃদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। মহাজনেরা অর্থাৎ ঋণদাতারা আমার নিকট অনেক টাকা পাইবেন। আমি বই কে তাঁহাদিগকে টাকা দিবে? অথচ টাকা দিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা ঋণ পরিশোধের জন্ত, যাহাতে বেশী টাকা আদায় হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত। আজ যদি কেহ আমার এই দুর্ভিক্ষ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে আমি আবার পূর্বের স্তায় আপনাকেও সন্তুষ্ট ও আপনাদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি। ঋণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে ঋণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে।

আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, “তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন?” কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তা নয়, তা নিশ্চিত

নয়। “সামান্য ভাড়ার খাতিরে” নয়, আমার পক্ষে অসামান্য ঋণের স্বরণায় এই কার্য হইয়াছে। আপনি ত জানেন “Debt is the worst kind of poverty.” ভগবান যদি দিন দেন, তবে এই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব। আপনি জানেন, মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায়—ম্যাও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার আমাকে পাতালের নিম্নতম তালায় ফেলিয়া দিল। এখন বলুন দেখি আমার অপরাধ, না তাহাদের অপরাধ? দেশে ত অনেক রাজা, উজীর, জমিদার ও বড়, মেজো, ছোট কৰ্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, অনেক-রূপ ধৰ্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যদি—বেশী নয় দুই চারি আনা এমন কি দুই চারি পয়সাও মাসে মাসে দিয়া আমার সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে প্রাণে সারা হইতাম? অথবা আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহা হইলেও আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম। আমার গন্তব্য পথে কাঁটা পড়িয়াছে। আমার মন আছে, ধন নাই; ভক্তি আছে, শক্তি নাই।

আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কত বকম ভোজবাজী ভেঙ্কি-বাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার থিয়েটারের এই সকল সং রং দেখিতে পাইতাম না।

একান্ত বশব্দ
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ইহার কিছু দিন পরে রাজকৃষ্ণ বাবু হইয়া বালক ছাড়িয়া রমণীর সহযোগে অভিনয়-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ‘মূলভ সমাচার ও কুশদহ’ ২৬ জুলাই ১৮৮৯ তারিখে লিখিলেন :—

আমরা গুনিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলাম যে, কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেক্ষাবাবুকে অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটার গৃহে অভিনয় করিবার জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু ভাড়া দেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের এ বিষয় লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। সে সময়ে রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদেরকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, ঋণদায়ে পড়িয়া আমি এই কার্য্য নিতান্ত অনিচ্ছাসঙ্গেও করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট আমরা ইহাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া দিয়া তিনি ঋণমুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্বের ন্যায় নিজে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্রী লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। যদিও তাঁহার এখনও সেই উত্তর যে, ঋণদায়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা কখনই আশা করি নাই যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর এই কার্য্যে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। বীণা থিয়েটারের ঋণ শোধের কি তিনি আর কোন সদ্‌উপায় বাহির করিতে পারিলেন না?

কিন্তু ইহাতেও ফল কিছুই হইল না। বজ্রভূমির ঋণের দায়ে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল, উত্তমর্গের কঠোর বাক্যস্বরণা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেই বীণা-সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছিল।

এই নাট্যসমাজের জন্ত রাজকৃষ্ণ স্বয়ং অনেকগুলি নাটক-গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চন্দ্রহাস, মীরাবাই, চতুরাঙ্গী, চন্দ্রাবলী, হরিদাস ঠাকুর ও জগা পাগলা উল্লেখযোগ্য।

রাজকৃষ্ণের শেষ দিনগুলি বড়ই দুঃখময়। এই দুর্দিনে ঠার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ মাসিক এক শত টাকা বেতনে তাঁহাকে নিজেদের গ্রন্থকার করেন (১২৯৮ সাল)। রাজকৃষ্ণ ঠার থিয়েটারের জন্ত বিখ্যাত নরমেধ বজ্র, লয়লা-মজ্নু, বনবীর, স্বাশুদ্, বেনজীর - বজ্রেশ্বরের রচনা করেন।

মৃত্যু

রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে, ২৮ ফাল্গুন ১৩০০ (১১ মার্চ ১৮২৪) তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্তী ৩০এ ফাল্গুন তারিখে ‘অহুসন্ধান’ পত্র যে প্রস্তাব লেখেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বজ্রভাষা একটু রক্তচীন হইল—কবির রাজকৃষ্ণ যার আর নাই। গত ২৮এ ফাল্গুন রবিবার, দ্বি-প্রহরের সময়, আমাদেরিগকে পরিত্যাগ করিয়া—পুত্রপরিবারকে কাঁদাইয়া, তিনি দিব্যধামে গমন-করিয়াছেন।

অন্তরে যেন শেল বিঁধিয়াছে। এমন স্বহৃদ, এমন অকপট বন্ধু, এমন চিত্তৈবী—এমন ভাবে এত শীঘ্র আমাদেরিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ যে আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।...

প্রস্তাবলী

রাজকৃষ্ণ দ্রুত এবং অনর্গল লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্বহৃদ শরচ্ছন্দেব লিখিয়াছেন :—“একবার আমি তাঁহাকে একদিন সন্ধ্যার সময় বলি যে কাল আমার সিদ্ধুবধ বিষয়ক একখানি নাটক চাই। তাহার ফলে পরদিন ১২৪টার সময় তাঁহার দশরথের যুগয়া নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল।” রাজকৃষ্ণ তাঁহার স্বল্পবয়সের জীবনে যে-সকল কাব্য, নাটক-গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা বড় কম নহে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি বর্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে সকল পুস্তকের ক্রম ও প্রকাশকাল যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যতে বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তকের তালিকার সাহায্যে এই কার্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ আমরা তাঁহার যে-সকল পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি বা প্রকাশকাল জানিতে পারিয়াছি, কেবলমাত্র সেইগুলির একটি তালিকা নিয়ে প্রকাশ করিলাম।—

১। মহন্ত-বিলাপ !!! (কাব্য) ১২৮০ সাল (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১২

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ‘বজ্রভূষণ’ পুস্তকের মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় রাজকৃষ্ণ এই পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন :—“মধুরচিত্ত ‘মহন্ত-বিলাপ !!!’ নূতন

বাঙ্গালা যজ্ঞালয়ে এবং পাথুবিশ্বাঘাটা—ব্রজদুলালের স্ট্রীট—২৬ নং ভবনে প্রাপ্য। নগদ মূল্য দুই পয়সা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়, কলিকাতা, ২৫এ পৌষ,—১২৮০।”

২। বঙ্গভূষণ (কবিতা) ২৫ পৌষ ১২৮০ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ৭২।

“বঙ্গদেশোদ্ভূত যুত মহাশ্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দশপদী কবিতামুসারে... বিরচিত।”

৩। স্তবমালা (কাব্য)। ১২৮১ সাল (?)। পৃ. ২৪।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের স্তব। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা-পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল “ইং ১৮৭৬” দেওয়া আছে, সম্ভবতঃ ইহা তুল।

৪। কবিতাকৌমুদী।

১ম ভাগ। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৪৮।

২য় ভাগ। ১২৮১ সাল। পৃ. ৭২।

৫। পতিব্রতা (নাট্য গীতি)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৬+৫০।

৬। ভারতে যুবরাজ (কাব্য)। ১ পৌষ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৪২।

প্রিন্স-অব-ওয়েলসের শুভাগমনোপলক্ষে লিখিত ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষায়িত্ব প্রকাশিত। ইহার পরিশিষ্টে দুইটি গানের সঙ্গীতোপাখ্যায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি-কৃত স্বরলিপি, এবং “পরিশিষ্টাতিরিক্তে” “ভারতের প্রতি ইংলণ্ড” নামে একটি কবিতা আছে।

৭। হিন্দী-বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়।

৮। অবসর-সরোজিনী (কাব্য)

১ম ভাগ। ১২৮৩ সাল।

২য় ভাগ। ১২৮৬ সাল।

৩—৪র্থ ভাগ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত।

৯। নাট্যসম্ভব (উপকল্পক)। ভাদ্র ১২৮৩। পৃ. ১৪।

১০। ভারত-ভাগ্য (কবিতা)। ইং ১৮৭৭। পৃ. ১২।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

১১। নিশীথ চিন্তা (কাব্য)। ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭)। পৃ. ৩৮।

চন্দননগর পুস্তকাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

১২। রামায়ণ। (সপ্তকাণ্ড)। ইং ১৮৭৭-৮৫।

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালী-প্রণীত রামায়ণের পদ্যাম্বুদ, সটীক। ইহার বালকাণ্ডের প্রকাশকাল—কাঠিক ১২৩৪ সংবৎ। এবং উত্তরকাণ্ডের প্রকাশকাল ২০ আষাঢ়, ১২৯২ সাল।

১৩। অনলে বিজলী (নাটক)। ১ বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। পৃ. ১৫৫+স্বরলিপি ১০।

১৪। নিভৃত নিবাস, ১ম ভাগ। ১২৮৫ সাল (ইং ১৮৭৮)। পৃ. ১২১।

চন্দননগর পুস্তকাগারে ইহার এক খণ্ড আছে।

১ম ভাগ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'নিভৃত নিবাসে'র ১ম সর্গটি পূর্বে 'নির্লীখ চিন্তা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নিভৃত নিবাসে'র ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ) ১ম ভাগ গ্রন্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৫। ভারত-গান। ১২৮৫ সাল (ইং ১৮৭৮)। পৃ. ৮২।

ভারতবর্ষ-বিষয়ক এক শত গানের সমষ্টি।

১৬। ছাদেশ গোপাল (প্রহসন)। ১২৮৬ সাল।

১৭। দেবলজ্জীভ (কাব্য)। ১২৮৬ সাল।

১৮। হিরণ্ময়ী (উপন্যাস)। 'গল্প-কল্পতরু'তে প্রকাশিত।

১ম খণ্ড। ১২৮৬ সাল।

২য় খণ্ড। ১২৮৭ সাল। পৃ. ১২৩-৩৪০।

১৯। লৌহকারাগার (নাটক)। আশ্বিন ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)। পৃ. ১১৬।

২০। ভারত-সংহার (নাটক)। ২৬ আষাঢ় ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)। পৃ. ১৮৭।

২১। খোলগল্প :

১। ঘোড়ার ডিম। ১২৮৭। পৃ. ১২

২। কুপোকাং। ১২৮৭। পৃ. ১২

৩। পাঁচ ঝাঁটা। । পৃ. ১২

৪। বোলবছরী পেত্নী। । পৃ. ২৪

৫। আত্মরে ছেলে। ২ ফাল্গুন ১২৯১। পৃ. ২৪

৬। রসগোল্লা। ৩০ ফাল্গুন ১২৯১। পৃ. ১২

৭। গেম্বেল গদা। ২ চৈত্র ১২৯১। পৃ. ১২

৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা। ১২ বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ১২

৯। টাকার তোড়া। ২০ বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ২০

১০। নতুন বৌ

১১। বোকা শিবে

২২। হরধনুর্ভঙ্গ। (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। ১২৮৮ সাল (ইং ১৮৮১)। পৃ. ১২০।

২৩। শিশুকবিতা (সচিত্র)। ১ আশ্বিন ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)। পৃ. ৩৪।

২৪। ভারতকোষ। ইং ১৮৮২-২২।

১ম ভাগ (অ-ঙ)। ১৫ কাষ্ঠিক ১২৮২। পৃ. ৫৩৮।

২য় ভাগ (চ-ন)। ১২৯২ সাল। পৃ. ৫৩৯-১১১০।

৩য় ভাগ (প-হ)। ১২৯২ সাল। পৃ. ১১১১-১৬৫০।

ইহা রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

২৫। স্বপ্নবংশধবংস (পৌরাণিক নাটক)। ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩)। পৃ. ১২১+পরিশিষ্ট

(গীতাবলী) ১২২-২৪।

২৬। কেশব-বিল্লোগ (কাব্য)। ১০ মাঘ ১২২০ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. জীবনী ১০+২৪+
পরিশিষ্ট ক-এ।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে লিখিত।

২৭। ভরগীসেন বধ (পৌরাণিক নাটক)। ১২২১ সাল (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪।

২৮। রাজা বিজ্ঞানাদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক)। ১ ভাদ্র ১২২১ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১৪৪।

২৯। প্রহ্লাদ-চরিত্র (নাটক)। ১২২১ সাল (ইং ১৮৮৪)।

দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—“গত বৎসর [১২২১ সাল] আশ্বিন মাসে পূজার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্ত বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি প্রস্তুত হন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকখানি লিখিয়া দি।...২৬এ আশ্বিন শনিবার রাত্রিতে ইহার প্রথম অভিনয় করেন। সে সময়ে আমার অবকাশ না থাকাতে প্রহ্লাদ-চরিত্রের অন্তর্গত গীতগুলির মধ্যে ছয়টি গীত লিখিয়া দিবার সময় পাই নাই। কিন্তু এদিকে শীঘ্র অভিনয় করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উক্ত থিয়েটার কোম্পানি আমার ইচ্ছাক্রমে ছয়টি গীত রচনা করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। তার পর আমি পুস্তক মূদ্রাক্ষরের সময় স্বতন্ত্র ছয়টি গীত রচনা করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি..।”

৩০। রুসিয়ার ইতিহাস। ২৫ আষাঢ় ১২২২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ১০২।

৩১। সরল কবিতা। ১৫ চৈত্র ১২২২।

হিরণ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের ৫ম সংস্করণের এক খণ্ড আছে।

৩২। অনুপমা (উপন্যাস)। ১২২৪ সাল (ইং ১৮৮৭)। পৃ. ১৬৬।

‘গল্পকল্পতরু’তে প্রকাশিত।

৩৩। কাণা কড়ি (বিদ্রূপহাসক)। ১২২৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২২।

৩৪। চন্দ্রহাস (পৌরাণিক নাটক)। ১২২৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ১১৫।

৩৫। হরিন্দাস ঠাকুর (নাটক)। শ্রাবণ ১২২৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২০।

৩৬। গান। শ্রাবণ ১২২৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২৫৪।

শরচ্চন্দ্র দেব ইহা সম্পাদন করেন।

৩৭। পূজার বাজার (রহস্য কবিতা)। ১২২৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৮।

৩৮। কলির প্রহ্লাদ (ব্যঙ্গনাটক)। ১৫ ভাদ্র ১২২৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৭০।

৩৯। অদ্ভুত ডাকাত (উপন্যাস)। ৩ পৌষ ১২২৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ১৮৮।

‘গল্পকল্পতরু’তে প্রকাশিত।

৪০। জ্যোতির্ভয়ী (উপন্যাস)। ১৫ চৈত্র ১২২৫ (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১২৪।

‘গল্পকল্পতরু’তে প্রকাশিত।

৪১। লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র (সামাজিক ব্যঙ্গনাটক)। ইং. ১৮৮৯ (?)। পৃ. ৬৪।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই।

- ৪২। খোকাবাবু (গ্রহসন)। ১২২৬ সাল। (ইং ১৮৮২)। পৃ. ১২।
 ৪৩। মোরারাই (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২২৬ সাল (ইং ১৮৮২)। পৃ. ৮১।
 ৪৪। বেণুনে বাঙালী বিবি (গ্রহসন)। ১২২৬ সাল (ইং ১৮৮২)। পৃ. ১৩।
 ইহা 'খোকাবাবু' গ্রহসনের প্রথম পরিশিষ্ট।
 ৪৫। চতুরালী (নাট্যগীতি)। ইং ১৮২০ (?)।
 ৪৬। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা (নাটক)। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭ (ইং ১৮২০)।
 ৪৭। চন্দ্রাবলী (নাটক)। ১২২৭ সাল।
 চন্দননগর পুস্তকাগারে ইহার একখণ্ড আছে।
 ৪৮। প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র—২য় খণ্ড (নাটক)। কার্তিক ১২২৭। পৃ. ৫১।
 ৪৯। কতিপয় কবিতা। ইং ১৮২০। পৃ. ৪২।
 "ইংরাজি অনুবাদ ও টীকা সহিত।"

- ৫০। অগা আগলা বা অ্যাস্তে মরা (গ্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ)। ১২২৭ সাল। পৃ. ৩২।
 ৫১। জুজু! (গ্রহসন)। ১২২৭ সাল (ইং ১৮২০)। পৃ. ২৪।
 'খোকাবাবু' গ্রহসনের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।
 ৫২। টাটকা-টোটকা (গ্রহসন)। ১২২৭ সাল (ইং ১৮২০)। পৃ. ২০।
 ৫৩। হীরে মালিনী (নাট্যগীতি)। ১২২৭ সাল (ইং ১৮২০)। পৃ. ২২।
 ৫৪। লক্ষ্মীরা (নাটক)। ১২ পৌষ ১২৮৭ (২ জামুয়ারি ১৮২১)। পৃ. ২০।
 ৫৫। রাজা বংশধরজ (নাটক)। ১ মাঘ ১২২৭ (ইং ১৮২১)। পৃ. ২২।
 ৫৬। মহাভারত। (গার্হস্থ্য সংস্করণ)। ২৬ ভাদ্র ১২২৮।

১ম খণ্ড। আদি ও সভা পর্ব। কার্তিক ১২২৩। পৃ. ৩৫৫

২য় খণ্ড। বন ও বিরাট পর্ব। ?। পৃ. ৩৫৭-৬৬০

৩য় খণ্ড। উত্তোগ অবধি স্বর্গারোহণ পর্ব। ?। পৃ. ১৬০

"মহাবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে সরল ও বিস্তৃত
 বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।"

মহাভারতের একটি রাজসংস্করণের জ্ঞাত ভাওয়াল-রাজ অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই
 প্রসঙ্গে ৬ মাঘ ১২২৫ (১৮ জামুয়ারি ১৮৮২) তারিখের 'মূলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রে
 প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই দান সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে
 লিখিয়াছিলেন :—

"আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভাওয়ালশিখিত ও
 সাহিত্যসমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীম শ্রীযুক্ত রাজা বাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
 মহোদয় আমার পত্নানুবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয়
 ১২,০০০ বার হাজার টাকা দান করিতে অস্বীকৃত হইয়া, অনুগ্রহপূর্বক সংখ্যানুক্রমে
 টাকা পাঠাইতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও

বান্ধব পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

একান্ত বশব্দ
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
বীণাযন্ত্র

৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, ঠানঠানে, কলিকাতা”

মহাভারত খণ্ডঃ প্রচার হইতে আরম্ভ করিলে বহিষ্যচন্দ্র কবিকে লিখিয়াছিলেন :—

আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বান্ধালা ভাষায় মহাভারতের দুইখানি অনুবাদ আছে। (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে; উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থী মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থী ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর; আপনার ত্রায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি, তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

৫৭। **ময়মেধযজ্ঞ** (নাটক)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ১১১+১/০।

৫৮। **লয়লা-মজনু** (গীতি-নাটিকা)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ৬৮।

৫৯। **কঙ্কিপুত্র**। ১০ ভাদ্র ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১৪৩।

মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা পদ্যে অনুবাদ, টীকা সমেত।

৬০। **বনবীর** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১২৪।

৬১। **অশ্বশৃঙ্গ** (নাটক)। ৭। পৃ. ৫৪।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই।

৬২। **বেনজীর—বদ্রেমুনীর** (গীতিনাটিকা)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১১৬।

৬৩। **প্রতিকল**। (প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস)। কার্তিক ১৩০০ (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৪৮।

*

*

*

ডক্টর স্বকুমার সেন ২য় ভাগ ‘বান্ধালা সাহিত্যের ইতিহাসে’ (পৃ. ৪৫৩) রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘রসায়ন-শিক্ষা’ নামে একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ‘রসায়ন শিক্ষা’ কবি রাজকৃষ্ণের রচনা নহে,—রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রচিত! তিনি দিগ্গজ্জ্ঞান বিদ্যানন্দী-প্রণীত ‘নটেন্দ্রলীলা কাব্য’ (১২৯১) রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। ‘নটেন্দ্রলীলাকাব্য’র রচয়িতা—নরেন্দ্রনাথ বসু; প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার মাতামহ ছিলেন।

গ্রন্থাবলী :

রাজকৃষ্ণের জীবদ্দশায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রথম সংস্করণে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন অনেক রচনা, যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে; যেমন, প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত 'অবসর-সরোজিনী'র প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি নূতন কবিতাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'নিভৃত নিবাস' কাব্যের ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ), শারদোৎসব, কালচক্র প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আবার কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাবলীতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহন্ত-বিলাপ', 'কবিতা' (পৃ. ৫৪৮) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলীর সাত ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সূচী নিম্নে দেওয়া হইল।—

১ম ভাগ। চৈত্র ১২২০ (ইং ১৮৮৪)।

সূচী :—(১) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ১ম ভাগ, (২) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ২য় ভাগ, (৩) শারদোৎসব কাব্য, (৪) ভারত-গান, (৫) স্তবমালা কাব্য, (৬) ভারতে যুবরাজ কাব্য, (৭) দেবসঙ্গীত কাব্য, (৮) গিরিসন্দর্শন কাব্য, (৯) কালচক্রকাব্য (সিপাহী যুদ্ধ ঘটিত), (১০) নিরীধ চিন্তা কাব্য, (১১) নিভৃতনিবাস কাব্য, ১ম ভাগ, (১২) নিভৃতনিবাস কাব্য, ২য় ভাগ, (১৩) চয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী (মূল ও অনুবাদ), (১৪) লৌহকারাগার নাটক, (১৫) পতিব্রতা, পৌরাণিক নাট্যাঙ্গীতি (সাবিত্রী সত্যবান উপভাস ঘটিত), (১৬) অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটক, (১৭) ভারত-সাম্রাজ্য, কবিতাস্বরূপ দৃষ্টকাব্য, (১৮) নাট্যসম্ভব উপরূপক, (১৯) উৎকট বিরহ—বিকট মিলন, ঔপন্যাসিক হাস্যনাট্য, (২০) ষাটশ গোপাল প্রহসন, (২১) তারক-সংহার বা তারকাস্তর বধ, পৌরাণিক নাটক, (২২) হিরণ্যায়ী উপভাস, ১ম ভাগ, (২৩) হিরণ্যায়ী উপভাস, ২য় ভাগ, (২৪) কিরণময়ী উপভাস (হিরণ্যায়ী উপভাসের পরিশিষ্ট)।

২য় ভাগ। ১২ পৌষ ১২২২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৪২৪।

সূচী :—(১) প্রহ্লাদ-চরিত্র, পৌরাণিক নাটক, (২) গঙ্গা-মহিমা, পৌরাণিক নাটক, (৩) যজুং ধ্বংস, পৌরাণিক নাটক, (৪) রাজা বিক্রমাদিত্য, ঐতিহাসিক নাটক, (৫) বামন ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটক, (৬) দশরথের যুগয়া বা বালক সিদ্ধ বধ, পৌরাণিক নাটক, (৭) হরধর্মুর্জ, পৌরাণিক নাটক, (৮) রামের বনবাস, পৌরাণিক নাটক, (৯) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ৩য় ভাগ, (১০) বড় ঋতু কাব্য, ও (১১) 'অনন্ত কি?' দার্শনিক কাব্য।

৩য় ভাগ। ৩২ আশ্বিন ১২২৫।

সূচী :—(১) ভীষ্মের শরশয্যা, পৌরাণিক নাটক, (২) দুর্জাসার পারণ, পৌরাণিক নাটক, (৩) ভরগীসেন বধ, পৌরাণিক নাটক, (৪) খোস-গল্প : ঘোড়ার ডিম, (৫) কুশোকাং, (৬) পাঁচ ঝাঁটা, (৭) বোলবলুয়ী পেড়ী, (৮) আত্মে ছেলে, (৯) রসগোলা, (১০) গের্জেল গদা, (১১) এ মেয়ে পুরুষের বাবা, (১২) টাকার তোড়া, (১৩) নতুন বোঁ, ও (১৪) বোকা শিবে।

৪র্থ ভাগ। ১ ফাল্গুন ১২২৫। পৃ. ২৫৬।

সূচী :—(১) চন্দ্রহাস, পৌরাণিক নাটক, (২) হরিদাস ঠাকুর, বৈষ্ণব ধর্ম্মমূলক নাটক, (৩) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ৪র্থ ভাগ, (৪) অখ্যাতের কবিতাবলী, (৫) পঞ্চাবী কাহিনী,

(৬) অদ্ভুত গল্প, (৭) সাময়িক কবিতা, (৮) বঙ্গভূষণ (বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ শতাধিক মৃত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী সমেত চতুর্দশপদী কবিতা), (৯) আগমনী কাব্য, (১০) সঙ্গীত-স্বপ্ন কাব্য, (১১) হৈয়ালি অভিনয়, (১২) দুই শিকারী, গল্প, (১৩) চীনের কলসী, গল্প, (১৪) দুই সন্ন্যাসী, গল্প, (১৫) হরিহর লীলা, দৃশ্যকাব্য, (১৬) ভগ্নাষ্টমী, চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ, (১৭) প্রমত্তা, পৌরাণিকী গীতি-নাটিকা (ইহার উপজ্ঞাস সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানের ঠিক বিপরীত)।

৫ম ভাগ। ১২৯৭ সাল (?)

সূচী :—(১) সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৌরাণিক নাটক, (২) লক্ষপতি, পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক, (৩) রাজা বংশধর, নাটক, (৪) অদ্ভুত ডাকাত, উপজ্ঞাস, (৫) শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটিকা, (৬) গিরিগোবর্ধন, পৌরাণিক নাটিকা, (৭) ছুটি মনচোরা, উপনাট্য-গীতি, (৮) চতুরালী, ক্রীরাধিকার ব্রজরঙ্গ কোতুক নাট্যগীতি, (৯) ধোকাবাবু, প্রহসন, (১০) বেলুনে বাঙালী বিবি, প্রহসন, (১১) জুজু, প্রহসন, (১২) প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র, ২য় খণ্ড, নাটক, (১৩) লোভেন্দ্র-গবেষু, সামাজিক ব্যঙ্গনাটক, (১৪) কাণা কড়ি, বিদ্রূপহাসক, ও (১৫) পূজার বাজার, রঙ্গিলা কাব্য।

৬ষ্ঠ ভাগ।

সূচী :—চমৎকার, চন্দ্রাবলী, জ্যোতির্ষরী, মীরাবাই, ডাক্তার বাবু, জগা পাগলা, টাটকা টোটকা, কলির প্রহ্লাদ।

৭ম ভাগ। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১। পৃ. ১৭১।

সূচী :—রুসিয়া, দৃষ্টান্তকলিকাশতক, হীরে মালিনী, পঞ্চরত্ন, বড়রত্ন, সপ্তরত্ন, অষ্টরত্ন, নবরত্ন, লক্ষহীরা, মোহমুগ্ধার, প্রতিফল, প্রমোত্তরমুখা-লহরী, আশান ও জীবন, ব্রজবিহার।

রাজকৃষ্ণ রায় ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্গ-বীণাপাণির ঐকান্তিক সেবা করিয়া যে-সকল সাহিত্য-সাধক বাংলাদেশে গ্রামাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কবি এবং সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাদের অগ্রণী। সে সময় লোকে যাহা কল্পনা করিতে পারিত না, তাহাই করিতে গিয়া তাঁহাকে যোরতর দুর্দশায় পড়িতে হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি জরী হইতে পারেন নাই। সাহিত্য হইতে নাটক, নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে মুদ্রাস্বল্প ও পুস্তক-প্রকাশ—এগুলি তাঁহার জীবনের সুখকর পরিবর্তন নহে। হাঁড়ি চড়াইয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অতি দ্রুত রচনা করিতে হইয়াছে, অসংখ্য পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার তুলা এত অধিক রচনা! অত স্বল্পপরিসর জীবন-কালের মধ্যে আর কেহ বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহার অল্প লেখাই সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল, গল্পে, পद्यে, নাটকে, গল্পে, অল্পবাদে উপজ্ঞাসে তাঁহার সমান হাত ছিল; এবং তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও সাহস ছিল অপরিমিত। নিদারুণ দুর্দশার মধ্যেও তিনি যে মূল বাস্তবিকের যামাষণ ও বেদব্যাসের মহাভারত কবিতায় অল্পবাদ করিবার সাহস ও ধৈর্য দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইবার কথা। তবে অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুণই আত্মিকার বাঙালী পাঠক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে, সে ‘অবসর-সরোজিনী’ পড়ে না বলিয়াই কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে জানে না, পড়িলে “ভূতলে বাঙালি অধম জাতি” প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না।

নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামপুরের পাত্রী ওয়ার্ড সাহেব তদীয় সুবিখ্যাত হিন্দুজাতির বিবরণ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮১৭ সনে বাঙ্গলার জীবিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিন জন মাত্র মহাপণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন—নবদ্বীপের শিবনাথ বিজ্ঞানচাম্পতি, কলিকাতার রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ।^১ আশ্চর্য্যের বিষয়, সুবিখ্যাত যুত্যাঙ্কর বিজ্ঞানলঙ্কারও জীবদ্দশায় পাণ্ডিত্যে ইহাদের সমকক্ষ বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গলার তখনও নবা ন্যায়ের পূর্ণ প্রভাব বিরাজমান ছিল এবং তৎকাল সর্বপ্রথম মহানৈয়ায়িক শব্দের তর্কবাগীশের পুত্র শিবনাথের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্বৈত শ্রীযুত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিবনাথ ও রঘুমণি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংবাদপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।^২ বর্তমান প্রবন্ধে রঘুমণি সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগৃহীত হইল।

রঘুমণিরচিত চারিটি মাত্র গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

১। **দত্তকচন্দ্রিকা**—বাঙ্গলার স্মার্তসম্প্রদায়ের চিরন্তন প্রসিদ্ধি অনুসারে “মহা-মহোপাধ্যায় কুবের”-রচিত এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা রঘুমণি বিদ্যাভূষণ বটে। এই গ্রন্থ রচিত হওয়ার পূর্বে বাঙ্গলাদেশে সর্গসম্মতিক্রমে জনকগোত্রে চূড়াকরণের পর এবং পাঁচ বৎসরের অধিক বয়সে দত্তক পুত্র অসিদ্ধ হইত।^৩ এই গ্রন্থানুসারে “উপনয়নমাত্রকরণেপি

১। Ward : *The Hindoos*, Ed. London 1822, Vol. II. p. 485 এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রথম শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়—Jan. 1818, পরবর্তী সংস্করণগুলি ইহারই পুনর্মুদ্রণ মাত্র। এই গ্রন্থে কলিকাতার ২৮টি চতুষ্পাঠির বিবরণ আছে (*ib.* pp. 495-6)। তদ্ব্যতীত ছাত্রসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল (১৫ জন) অনন্তরাম ও ও যুত্যাঙ্করের। “বাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপকাহিনী” (১৩০৮) গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১৫৪-৬ ও ২৩৮-৪২) অনন্তরাম বাঁটুরার ‘বন্দা’-বংশীর (সর্গানন্দী বেল, কাঁটাদিয়া গঙ্গাগতির সন্ধান)। তত্রিতি “বিবাহচন্দ্রিকা” গ্রন্থের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, পত্রসংখ্যা ৫৫ (Eggeling : *I. O. Cat.*, p. 464, লিপিকাল ১৭১৪ শক)। “বদ্বরহস্ত” গ্রন্থও তত্রিতি হইতে পাবে (*ib.* p. 467)। তত্রিতি “সহানুসরণবিবেক” গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে (R. L., Mitra : *Notices*, Vol. VII, No.2468)—কিন্তু পুঁথিকার যে পিতার নাম লিখিত আছে “রামচরণ ভট্টাচার্য্য” তাহা বাঁটুরার বিবরণের সহিত মিলে না। প্রবাদ অনুসারে, কলিকাতা চিংপুর অঞ্চলে রঘুমণির চতুষ্পাঠী ছিল, কিন্তু ওয়ার্ড সাহেবের চতুষ্পাঠির তালিকার রঘুমণির নাম নাই।

২। ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, (২য় দৃঃ), পৃ. ৪৪-৪৫।

৩। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বের একটি ব্যবহাপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে : বখা,

“জনকগোত্রাকৃতচূড়াসিংকারানভীতপঞ্চবর্ষ-বিভ্রমানজাতুক-পিতৃহত্যাকৃতবালকঃ পতানুহত্যা ত্রিরা দত্তকপুত্রং প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং ইতি ব্যবহাঃ।”

ইহাতে তিন জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে—বহুদয়ন তর্কভূষণ, দুর্গাদাস বিদ্যাভূষণ ও রামানন্দ তর্কবাগীশ। ইহারা বোধ হয় বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। প্রবাদ, পুঁথির রাক্ষসপরিবারে দত্তকবাচ্য বিভ্রমকালে দত্তকচন্দ্রিকা রচিত হয়। পুঁথির রাক্ষস জরলাভ করিয়া রঘুমণিকে যে ৮পুজার দালান করিয়া যেন, তাহা জীর্ণবিহ্বায় এখনও বহিরগাছীতে বিভ্রমিত আছে।

২০৫৬/৭/১২/১৬৭৭

প্রতিগ্রহীতুঃ দত্তকপুত্রবিসিক্টিঃ” (রামজয় তর্কালঙ্কারকৃত দত্তককৌমুদী, ১২৩৪ সাল, পৃ. ২২৩ দ্রষ্টব্য)। রঘুমণির জীবদ্দশায়ই এই গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া শ্রেষ্ঠ ইংরেজ রাজপুরুষ কর্তৃক (Sutherland) ১৮১৪ সনে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত এবং ১৮১৭ সনে দত্তকমৌমাংসার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। রঘুমণির অনন্তসাধারণ প্রতিষ্ঠার ইহা এক অপূর্ণ নিদর্শন। গ্রন্থারম্ভ এই :—

চন্দ্রিকাহস্তসম্ভ্রাতসংসদ্বাস্তচন্দ্রিকা। চন্দ্রিকালাহুতাবেন কৃত্য দত্তকচন্দ্রিকা। ১

মহাদিবাক্যবিবৃতেষু বিবাদমার্গেষুদশমপি মহা স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্।

কল্যুদত্তকবিধিঃ বিবেচিতো যঃ সর্কঃ স চাত্ত বিত্ততো বিবৃতো বিশেষাৎ ১২

প্রথম শ্লোকের রচনা দুরূহ এবং প্রাচীনতার বিরোধী। দ্বিতীয় শ্লোকে অনভিজ্ঞ বিষয়গোষ্ঠীতে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক মতে “স্মৃতিচন্দ্রিকা” দাক্ষিণাত্য দেবার-ভট্টরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে অভিন্ন।^৪ বস্তুতঃ “কুবের” নামক বঙ্গদেশে একজন সুপ্রাচীন স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পরিচয়াদি আমরা প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (Indian Culture, vol. XI, pp. 33-36)। রঘুমণি তাঁহারই স্বল্পে গ্রন্থের কর্তৃত্বভার চতুরতা সহকারে আরোপ করিয়াছেন—বস্তুতঃ “কুবের”-রচিত স্মৃতিচন্দ্রিকা এবং দত্তকচন্দ্রিকা উভয়ই অলীক বস্তু। গ্রন্থশেষে চিত্রশ্লোক রচনা করিয়া রঘুমণি তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

স্ব-মৌখ্য চন্দ্রিকা দত্তপদ্ধতের্শিকা ল-সু। অনোরমা সন্নিবেশৈরঙ্গিণাং ধর্মভারগিঃ।

ভরত শিরোমণি এবং কোন কোন সাহেব বাঙ্গলার তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ ও ইংরেজ রাজপুরুষগণের উপর রঘুমণির এই চতুরতা স্বীকার করেন নাই (Eggeling : I. O. Cat., p. 467-8), যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় (বিধবাবিবাহ গ্রন্থের শেষে) এবং লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় (সহস্রনির্ণয়, ৩য় সং, পৃ. ৪১৮ ও ৪১৭) নিঃসংশয়ে রঘুমণির কর্তৃত্ব উল্লেখ করিয়াছেন।

২। আগমসার : তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহার একটি মাত্র পুথি বহু পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল—পত্রসংখ্যা ১০২ (R. L. Mitra ; Notices, vol. I, No. 266)। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থারম্ভের অংশোদ্ধৃত শ্লোক হইতে দীর্ঘকাল ধাবৎ একটি ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইয়াছে যে, এই রঘুমণি বিখ্যাত স্মার্ত গ্রন্থকার শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির পুত্র রামভদ্র ঝাংলাবাবের ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, ১১২৮, পৃ ১২৪)। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর আছে :—

নাবদ্যাদ্বায়দানক্রতদলিতলসদ্বিন্যবিষংসমুদ্যদ্-

দারিত্র্যাত্রাবিতারিক্রমবিলবিলসংসংপ্রতাপৈর্গিরকঃ।

জায়ালালকারবিস্তিবিবধবুধবত্রাততুবোধবিদ্যা-

ব্যাখ্যানাব্যগ্রবুদ্ভিব্যখিতদ্বিবিন্দাচার্য্যাকো রামভদ্রঃ।

৪। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে Sutherland দত্তকচন্দ্রিকার যে অনুবাদ মুদ্রিত করেন, তন্মধ্যে কুবেরের নাম কাটিয়া “দেবোত্তম” নাম বসাইয়া দিয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্য তন্তু বস্তুগণ্যবিদ্যাগোত্রাহগাঢ়-

শাস্ত্রঃ স্বাস্থ্যশাস্ত্রোক্তিরবিকৃতবশো যঃ স্তুতঃ যষ্ঠ আসীৎ ।

রঘুমণির গ্রন্থান্তবোক্ত পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, রামভদ্র কায়ালঙ্কারের এই যষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রঘুমণি নহেন, পরন্তু তাঁহার পিতা “রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার” ।

৩। **শব্দমুক্তামহার্ণবঃ** : এই স্ববৃহৎ অভিধান গ্রন্থই রঘুমণির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ ইহার বিবরণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে । কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই বর্ণাশ্রমিক একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার ভার উপযুক্ত হস্তে অর্পিত হয় এবং ১২১৪ সনে (১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল ।* এই গ্রন্থই “শব্দমুক্তামহার্ণব” বটে । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অর্পিত ইহার প্রতিলিপিটি বর্তমানে কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে বৃহৎ ৪ খণ্ডে রক্ষিত আছে (পুথির সংখ্যা I. A. 20 : গ্রন্থস্থচিতে ভ্রমক্রমে গ্রন্থকারের নাম “রঘুপতি” বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, পৃ. ১২৫) । রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারেও ইহার অপর একটি প্রতিলিপি স্ববৃহৎ দুই খণ্ডে রক্ষিত আছে । গ্রন্থের স্থদীর্ঘ ভূমিকা হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল ।

তদ্ব্যস্তমস-হেনুবৃক্ কুলবৃক্ সাহেব সাজ্জাত্যভাক্

দেশে পাবশবে চ সংস্কৃতরবে শাস্ত্রে যতাপত্তিতঃ ।

ধীরাণাং সদসম্বিবেচনচন্দ্রাজীবিকোজ্জীবনঃ

ঐমান্তিষ্ঠতি রাজনীতিবিপিনে সকারপকাননঃ । ১

তৎসম্যতো নবদীপপূজ্য(মান)পদাবুজঃ ।

শ্রোত্রিয়ঃ শ্রীরঘুমণিদেবশর্মা সহস্রজঃ । ২

বতিপূর্ণচ্ছিগ্রামবাসী কজাড়ি-কুলসম্ভবঃ ।

যো রামভদ্র-ন্যায়ালঙ্কারভট্টাচার্য্যপৌত্রকঃ ।

পুত্রো রামানন্দ-বিদ্যালঙ্কারার্ঘ্যস্ত সদগুরোঃ । ৩

কোষানলেশানথ শব্দশাস্ত্রমালোক্য কোষং তদুত্তে স এষঃ ।

মহাৰ্থমভ্যর্থিতমর্থিসাৰ্ধৈর্বিদ্যাধিভিঃ সা(ধন-)লিঙ্গবোধ(ম) । ৪

...

যে শব্দমুক্তার্ণবমাত্রয়ন্তে তে শাস্ত্রশকানস্তু ভাবয়ন্তে ।

লোকশলোকেষপি ভাষয়ন্তে সভাস্রয়ান্ত্বে সভাস্রয়ন্তে । ১৬

উদ্ধৃত যষ্ঠ শ্লোকে কোল্কর সাহেবের মনোহর স্ততিবাদ আছে এবং তাঁহারই প্রেরণায় এই গ্রন্থ রচিত হয় বুঝা যায় । গ্রন্থরচনার তাঁহার সহায় ছিলেন অল্পজ ভ্রাতা । জানা গিয়াছে,

* | “The 15th September, 1807, records a minute by Mr. H. T. Colebrooke announcing the completion of the Sanskrit Dictionary compiled by Chief Pundit Muniram Tara, and when he fell ill, by Raghumani Bhattacharjee under Mr. Colebrooke's direction who now recommends the grant of 2,000 rupees as remuneration to the Pundit and his assistants. This amount was granted by Resolution of the College Council (26th September, 1807.)—Ranking : “History of the College of Fort William.” Bengal : Past and Present, vol. xxi, July-Dec. 1920, pp. 191-92.

তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিল, রঘুপতি তর্কবাচস্পতি ও কালীপ্রসাদ জ্ঞানবাচস্পতি। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের বহুতর গ্রন্থ হইতে সংকলিত উৎকৃষ্ট উদাহরণ-পরম্পরা। রঘুমণির সন্নিধান্রে পাণ্ডিত্য গ্রন্থের সর্বত্র প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাবুকতার উদাহরণস্বরূপ দুইটি মাত্র মনোহর পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল :

‘অকস্মাৎ’ পদের ব্যাখ্যায় একটি শোকার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

অকস্মাদ্ রোমালীমধুপপটলীহ ক্ষুবতি বৎ,

ততো মন্যে পুষ্পোদ্যমসময়সারঃ সমুদিতঃ। ইতি প্রাচীনাঃ।

“দৌবারিক” পদের প্রয়োগস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

বহির্বায়ে দৌবারিকপদমুপেতঃ কমলজ ইতি শ্রামাকল্পলতা।

রঘুমণির সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে এইরূপ শত সহস্র মুক্তা সঞ্চিত রহিয়াছে।

বর্তমানে বাংলার শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে যে, সুবিখ্যাত H. H. Wilson সাহেবের Sanskrit English Dictionaryর প্রথম সংস্করণ রঘুমণির গ্রন্থেরই অনুবাদরূপে রচিত হইয়াছিল,* যদিও পরবর্তী সংস্করণে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। হুঃখের বিষয়, অমুদ্রিতাবতায় রঘুমণির এই বিশাল কৌষ্ঠি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কারণ, Wilson সাহেব রঘুমণির সঞ্চিত উদাহরণসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৪। **প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাক্ষি :** খড়দহনিবাসী সুবিখ্যাত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বানের অভি-প্রায়ানুসারে রচিত এই শ্লোকাত্মক বর্ণানুক্রমিক অভিধানগ্রন্থ পুথির আকারে ১৭১ পাত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বোক্ত বিরাট গ্রন্থের মুদ্রণবিষয়ে হতাশ হইয়াই সম্ভবতঃ রঘুমণি যত্নের পূর্বকণ্ঠে তাহা হইতে সার সংকলন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভূমিকায় বিশ্বাসবংশের কৌষ্ঠিকথা উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন :—

পুত্রৈস্তৎসহিতশ্রীমৎপ্রাণকৃষ্ণসমাদরাৎ।

গ্রামো ধর্মবহুস্তদন্তিকতমে নাম্না বহির্গজ্জ্বক

নানাধীরগুণাগ্রগণ্যনিবহৈঃশুল্কৈ নবদ্বীপতঃ।

পক্ষকোশপথোস্তরে সুরধুনীতীরান্তিকে শোভিতে

যজ্ঞান্তে চ সুরধোপমোদকনদী নাম্না মতা শুভ্ঃশুভে।

ন্যায়ালঙ্কারবেদ্যোহজনি কুমুদনরে রামভক্তেতি নাম্না

বস্ত্রাসীৎ কৃষ্ণচন্দ্রঃ ক্রিতিপতিরতুলঃ শিব্য আজ্ঞানুশাস্তঃ।

রামানন্দেতি নাম্নাজনি জনননতস্তৎস্বস্তো বঃ কনীযান্

বিদ্যালঙ্কারবেদ্যঃ কুন্তবিবিধপুস্তক্য আশ্চর্য্যরূপঃ।

৬। An Alphabetical Dictionary, Sanskrit and English, by Mr. H. H. Wilson, being a Translation of a compilation by *Rughoomuni Pundit*, . . .

App. to Lord Minto's Discourse of Sept. 30, 1812—Roebuck : *Annals*, pp. 336-37.

এই অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮১৫ সনে প্রকাশিত হয় (Roebuck : App. p. 32) এবং ১৮১৯ সনের অক্টোবর মাসে ইহা সম্পূর্ণ হয়। রঘুমণি তখন বর্গী হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনে অনুবাদক রঘুমণির জন্মসময়ের কথাই চতুর্থে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অস্য জ্যেষ্ঠাঙ্কজাতীযুতরঘুমণিসংজ্ঞেন ধীরেণ ধীর-
 গ্রাম্যৈগ্র্যৈরেকমান্যেন তু নতমতিনা প্রাণকৃষ্ণস্ত তস্য ।
 বত্রাভিপ্রেতসিদ্ধিৰ্ভবতি চ নিতরাং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণীয়-(?)
 শব্দাক্তিঃ পদ্যেন সম্পাদ্যত ইতি সুধিরঃ শোধ্যতাং শোধিতোয়ম্ ।
 স্বীপায়িত্বীপভূতাকে শ্রীমান্ রঘুমণিঃ কবিঃ ।
 প্রাণকৃষ্ণীয়শব্দাক্তিনাম কোষঃ সমারভৎ ।...

১৭৩৭ শকাব্দে (১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয় । তিন বৎসর পরে (১৮১৮-২০ সনে) কালী ঘাওয়ার পথে রঘুমণি স্বর্গী হইয়াছিলেন ।^১ সুতরাং শব্দাক্তিই তাঁহার শেষ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যায় । আমাদের ধারণা, অনুসন্ধান করিলে রঘুমণির আরও গ্রন্থ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে ।

এই মহাপণ্ডিতের ছাত্রমণ্ডলী এক সময়ে দেশময় ব্যাপ্ত ছিল সন্দেহ নাই । বর্তমানে কাঁহারও নাম সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য । “ভূদেব-চরিত” গ্রন্থানুসারে ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ রঘুমণির ছাত্র ছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয়পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার ও ভরত শিরোমণিও একই সময়ে তাঁহার ছাত্র ছিলেন । কিন্তু ইহা সর্বাংশে প্রামাণিক উক্তি বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, ভরত শিরোমণি (জন্ম ১৮০৪ খ্রীঃ) রঘুমণির মৃত্যুকালে বাল্যকাল অতিক্রম করেন নাই ।

রঘুমণির একজন প্রধান ছাত্র ছিলেন—রঘুরাম শিরোমণি বন্দ্যবংশীয়, ফুলিয়ামেল রামেশ্বরসন্তান । তিনি “দায়ভাগার্থদীপিকা” নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ “লুইস শ্রীননিম্” (?) নামক সাহেবের নির্দেশে রচনা করেন । গ্রন্থারম্ভে আছে :—

বিদ্যাভূষণবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ রঘুমণিঃ স্তম্বীঃ ।

সর্বদেশেষু বিখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রবিদ্যারম্ভঃ ।১

বিশ্রুতীরঘুরামেণ তচ্ছাত্রাণাতিবহুতঃ ।

ক্রিয়তে দায়ভাগার্থদীপিকা দৃষ্টদীপিকা ।২

...

শুক্রণা তেন কৃতিনা সন্তুষ্টেন বিবেচিতা ।

ইহা রঘুমণির জীবদ্দশায়ই রচিত হইয়াছিল বুঝা যায় (H. P. Sastri, *Notices*, Vol. I, No. 168) । এই গ্রন্থ ১৮২২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১ (‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, প্রথম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২০) ।

১ । রঘুমণির নিজ উক্তি অনুসারে ৩ মে ১৮০৪ ইং সনে তাঁহার বয়স ছিল “প্রায় ৪৮” । সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৬২-৩ হইয়াছিল । ১১২০ সনের মাঘ মাসে তিনি কাশীযাত্রা করেন এবং দীর্ঘ ১৩ বৎসর পরে ১২০২ সনের আশ্বিন মাসে মেশে ফিরিয়া আসেন । *Vide* Collector of Nadia's Letter dated 12 June, 1804)

উপসংহারে আমরা রঘুমণির কুলপরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, তিনি (রাঢ়ীয়শ্রেণী, বাৎস্তগোত্র) “কাজাড়ি” নামক “শ্রোত্রিয়” বংশের লোক এবং তাঁহার পিতামহ “রামভদ্র জ্ঞানালঙ্কার” নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন। বংশের এই ধারা তজ্জ্ঞ “রাজগুরু ভট্টাচার্য্য” নামে সম্মানিত। “কাজাড়ি” বংশের আদিস্থান যশোহর জেলার “সারল” গ্রাম এবং তথা হইতে নানা স্থানে এই বংশ ছড়াইয়া গিয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় (সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃ. ৫৪৪-৫১) এই বংশের কুলকথা ও বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন। হুংথের বিষয়, মূল কুলপঞ্জীর সহিত পরিচয় না থাকায় উক্ত বিবরণ সর্বত্র প্রমাণসিদ্ধ হয় নাই। রামানন্দের উপাধি “জ্ঞানরত্ন” লিখিত হইয়াছে। আমরা রঘুমণির ধারাটিমাত্র বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম। সাহিত্য-পরিষদে নবসংগৃহীত সাক্ষাভাঙ্গার সুবৃহৎ কুলগ্রন্থে এই বংশের নামমালা পাওয়া গিয়াছে এবং তথায় রামানন্দের উপাধি যথাযথ “বিদ্যালঙ্কার”ই লিখিত আছে। রঘুমণি তাঁহার পূর্বপুরুষ “কুমুদেব” নাম করিয়াছেন। এই কুমুদ জ্ঞানবাগীশ বিখ্যাত কুলীন চৈতন্য চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারকে কৃত্তা সম্প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন (সাক্ষাভাঙ্গার কুলপঞ্জী, ৩৪২ ক পত্র)। পরিষদের অপব একটি কুলগ্রন্থানুসারে (১৮১৫ খ সংখ্যক পৃথির ৩৩০ খ পত্র) মুখবংশীয় “ফুলের রাজা” মদনন্দন তর্কালঙ্কার এবং বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ত্রাতৃয়গল ও কুমুদ জ্ঞানবাগীশের দোহিত্র ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মনোহর কুলকারিকা প্রচারিত হয় :—

পূণ্যবতী যশোদারে কুমুদেব কন্যা

তুই বিষ্ণু প্রসবিলা পৃথিবীর ধন্যা।

কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয়ের বংশাবলী ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ হয় না। কচিং কোন কোন কুলগ্রন্থে পৃথক ক্রোড়পত্রে যাহা পাওয়া যায়, তদ্রূপে বিদ্যানিধি মহাশয় কতিপয় শ্রোত্রিয় বংশাবলী আদিশুরের সময় হইতেই মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এখন দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহাদের একটিও প্রামাণিক নহে। আমরা তজ্জ্ঞ “কাজাড়ি” বংশের সন্নিদ্ধ প্রথমংশ বাদ দিয়া প্রামাণিক অংশই উদ্ধৃত করিলাম : যত্নন্দন বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র গোপাল ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী (প্রভৃতি), তৎপুত্র কুমুদ জ্ঞানবাগীশ, তৎপুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (প্রভৃতি), তৎপুত্র কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, তৎপুত্র রামভদ্র জ্ঞানালঙ্কার (যত্না, আশ্বিন, ১১৬৫) (প্রভৃতি), তৎকনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার (যত্না, জ্যৈষ্ঠ ১১৮৫), তৎপুত্র রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (যত্না, পৌষ ১২২৫)। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কুমুদ জ্ঞানবাগীশের ভ্রাতা কমলাকান্ত সার্কর্ভোমের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন। এই বংশে রঘুমণি ব্যতীত আরও গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছেন। আমরা বাহুল্যবোধে তাবিবরণ লিখিলাম না। রঘুমণির একমাত্র পুত্র কাশীধর জ্ঞানরত্নও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৭৫ শকে মুদ্রিত “পতিভোক্তারবিবয়ক ব্যবস্থা-

পত্রিকায়” তাহার স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়—“ত্রিকাশীখর দেবশৰ্ম্মণাম্ সাং বহির্গাছী” (পৃ. ১৮) । তিনি এবং রঘুপতির পুত্র বৈদ্যনাথ শিরোমণি ও কালীপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশই রাজগুরুবংশের এই কনিষ্ঠ ধারার শেষ পণ্ডিত । বর্তমানে রঘুমণি ও তাঁহার ভ্রাতার প্রপৌত্র প্রভৃতির জীবিত আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পূর্বগোরব বিলুপ্ত হইয়াছে । নবদ্বীপের রাজারা পুরুষানুক্রমে ত্রয়োত্তর প্রভৃতি দান করিয়া এই বংশটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । রাজা রঘুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কর্তৃক এই মাঘ ১০৭০ সনে (১৬৬৪ খ্রিঃ) রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশকে প্রদত্ত ভূমিদান তদ্ব্যতীত প্রাচীনতম (নদীয়া কালেক্টরির ৪৩২৮০ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য— বশোহর জেলার জলদহ পরগণার কাদবিলি গ্রামে ১০০ বিঘা জমি প্রদত্ত হয়) । রাজা কদ্রায় কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশকে বাগোয়ান পরগণার রঘুনাথপুর গ্রামে ১৬৬৩ জমি দান করেন (৪৩২৮৬ সং তায়দাদ) এবং পরবর্তী রাজা রঘুরাম, (১১২৪ সনে) এবং রামজীবন (১১১১ সনে) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারকে ভূমি দান করেন (৪৩২৮২-২০ সং তায়দাদ) । কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানের তুলনায় এই সকল পূর্বতন দান অতি সামান্য । রামভদ্র ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রকে তিনি নানা সময়ে যে পরিমাণ ভূমি দান করেন, তাহা প্রায় তুলনায়হিত । ২৭ কার্তিক ১১৩৬ সনে (১৭২২ খ্রিঃ) বাগোয়ান পরগণার দোঙ্গাছি প্রভৃতি গ্রামে ৩২০০/ বিঘা ভূমি রামভদ্রের নামে প্রদত্ত হয় । আমাদের অজ্ঞান, দীক্ষাগ্রহণকালেই কৃষ্ণচন্দ্র এই বিপুল দান করিয়াছিলেন (৪৩২৭৩ সং তায়দাদ) । রামভদ্রনামীয় শেষ দানপত্রের তারিখ ২৪ আষাঢ় ১১৬১ সন (৪৩২৮৪ সং তায়দাদ) । আমরা বাহুল্যবোধে অন্যান্য দানের কথা লিখিলাম না । কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় রঘুমণি লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন । কারণ, ১১৮৬ সনের ৮ পৌষ তিনি “রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য”কে পলাসী পরগণার শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ৬০০/ বিঘা ভূমি দান করেন (৪৩৩৪৫ সং তায়দাদ) । রাজগুরুগোষ্ঠীর সাধন ও পাণ্ডিত্যবলে এক সময়ে বহিঃগাছি গ্রাম নদীয়া জিলার বন্দাবনধামে পরিণত হইয়াছিল । বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহার শোচনীয় অবনতি প্রত্যক্ষ করিয়া মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় “বকদূত” কাব্যে রাজগুরু-বংশের শেষ কবি ও পণ্ডিত মধুসূদন তর্কপঞ্চাননের বর্ণনোপলক্ষে আপেক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন :—

বৃন্দারণ্যপ্রতিনিধি-বহির্গচ্ছসংজ্ঞে বনেন্দ্রিন্

একো মাত্রঃ বিলসতি মধুস্তর্কপঞ্চাননাখ্যঃ ।

রোগৈর্জীবন্ত ইব গুরোরথবায়ে বিষঃ

পক্ষাঘাতাদচরণতয়া কেবলং ক্লিষ্টতীহ । (১৪ শ্লোক)

পরিশেষে আমরা রঘুমণি সহস্কে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মনোহর প্রশস্তি-শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম :—

অগ্নিন্ গ্রামে নৃপগুরুকূলে রামভদ্রস্য পৌত্রো

জুবিখ্যাতো রঘুমণিরজুং সর্বশাস্ত্রাৰ্ঘবর্শী ।

ভূরিগ্রন্থানিহি হি বিবিধান্ সস্ত্রণীর ঐতুতান্

কীর্ত্তিত্তানিব ভগতি যঃ স্থাপয়ামাস ধীরঃ ।* (১২ শ্লোক)

* রঘুমণির আতা রঘুপতি তর্কবাচস্পতির অপৌত্র বহিরগাছানিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে “আগমসংসার” গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রথমংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে তৃতীয় শ্লোকের শেবার্দ্ধ ও চতুর্থ শ্লোক এই :-

রামানন্দাহরো ভূধরবরহুহিতুখানধুতাস্তরায়ো
বিভালঙ্কারসারোহবনিবিবুধবরো ধৈর্যগান্ধীর্ধ্যবর্গ্যঃ ।৩
তস্তাস্ত্রজ্ঞো রঘুমণিঃ প্রথমোহগ্রজন্ম্য
জন্মাবধিপ্রপতিভির্বংশগাগ্রজন্ম্য ।
তজ্জং পিতৃবাচরণাৎ সমধীতবান্ যো
যোগেন সঙ্কলিতশাস্ত্রনিপুততত্বঃ ।৪

গ্রন্থের সূচনার পাণ্ডুরা যার :-

... ... নবদ্বীপোদীপকশ্রীমদ্বাংগপেরিকুচন্দ্ররায়রাজেন্দ্রপৌত্রেন শ্রীমচ্ছত্ৰুচন্দ্ররায়নৃপতি-
পুত্রেন বিষ্ণুচন্দ্রভূপেন নিবেদিতো আগমসংসারং কুরুতে ।
এই বিষ্ণুচন্দ্রই সত্যাহ পণ্ডিত দ্বারা স্রব্ধ “সর্বসংসার” গ্রন্থ (L. 1240) রচনা করাইয়াছিলেন । ১৭০৫ শকে (১৭৮৪ খ্রীঃ) তাহা সম্পূর্ণ হয় । আগমসংসারও ঐ সময়ে ১১২৬ সনে (১৭২০ খ্রীঃ) রঘুমণির কাণ্ডী বাণ্ডার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । রঘুমণির তত্ত্বগুরু পিতৃব্য সম্ভবতঃ “ভক্তপ্রমোদ” রচয়িতা (L. 26) রামেশ্বর তর্কবাগীশ ।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

ত্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

তত্ত্ববোধিনী সভা এবং কলিকাতা (পরে, আদি) ব্রাহ্মসমাজ গঠন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব কীর্তি । তাঁহার এই কার্যে ষাঁহার সাহায্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য । আনন্দচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ; ইহার দর্শন ও তত্ত্ববিভাগীয় বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, কতকাংশ বাংলা ভাষায় অমুবাদও করেন । সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বহু কাহিনীর বঙ্গানুবাদ তিনি পুস্তকাদিতে নিবন্ধ করেন । আনন্দচন্দ্র প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহকারিরূপে কার্য্য করিলেও, ঐ সকল তাঁহার জীবনকে অধিকতর কীর্ত্তিময় করিয়া রাখিয়াছে ।

আনন্দচন্দ্রের জন্মকাল সঠিক জানিতে পারি নাই । তবে মৃত্যু তারিখ হইতে গণনা করিলে তাঁহার জন্ম-সন ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে হয় । চব্বিশ-শরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে আনন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা গৌরহরি চূড়ামণি সেকালে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন ।

আনন্দচন্দ্রের প্রথম চব্বিশ বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না । তিনি এই সময়ে পিতৃদেবের, কি অগ্র কাহারও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন । দেবেন্দ্রনাথ “আত্মজীবনী”তে লিখিয়াছেন :

তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ দিতে পারে এমন সকল সুবিজ্ঞ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল । অতএব, শিক্ষা দিবার জন্ত ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্ভোগ করিলাম । বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষা লাভের জন্ত ছাত্রবৃত্তি পাইবেন । পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন [বামচন্দ্র] বিভাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন । তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও তারকনাথ মনোনীত হইলেন । আমি এই দুই জনকেই খুব ভালবাসিতাম । আনন্দচন্দ্রের নীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে আলবের সজ্জিত স্ককেশা বলিয়া ডাকিতাম । (পৃ. ৮১)

ইহা অমুমান ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা । দেবেন্দ্রনাথ এই বৎসরের ২১শে ডিসেম্বর যে কুড়ি জন সঙ্গী লইয়া ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকেও পাই । দেবেন্দ্রনাথ তথ্য তত্ত্ববোধিনী সভা এই সময়ে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করিতেন । কিন্তু বেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই অল্প, বঙ্গদেশে বেদচর্চারও সুবিধা ছিল না । এ কারণ সভার পক্ষ হইতে বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্ত চারি জন চাত্রকে কালীধামে প্রেরণ করা হইল । এই চারি জনের মধ্যে প্রথমে গেলেন (১৭৬৬ শকে) আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ । তিনি চারি বৎসর কাল বেদ অধ্যয়ন করেন । কালীধামে থাকিয়া আনন্দচন্দ্র বেদের কোন্ কোন্ অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ “আত্মজীবনীতে” সে সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :

চারি জন ছাত্রকে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্ত কালীতে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রাশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, যেতা-
খতর, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ, বেদান্তের মধ্যে নিকৃক্ত ও ছন্দ,
বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্র ভাষ্য, বেদান্ত পরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণমালা, সিদ্ধান্তলেশ,
পঞ্চদশী ও সটীক গীতাভাষ্য, কৰ্ম্ম-মীমাংসার মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী, অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে
ফিরিয়া আইলেন। (পৃ. ১৫৩)

বেদ-চর্চা প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে দেবেন্দ্রনাথ কালী গমন
করেন। ফিরিবার সময় আনন্দচন্দ্রকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসেন। অল্প তিন জন ছাত্রকেও
পর বৎসর ফিরাইয়া আনা হয়। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, “ইহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে
শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাবান দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য পদে নিযুক্ত করিলাম।” (আত্মজীবনী, পৃ. ১৫৪)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আনন্দচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩২-৫২) ও কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন গ্রন্থাধ্যক্ষ-
সভা হইতে শ্রীধর বিদ্যারত্ন অবসর গ্রহণ করিলে তৎপদে ১৭৬২ শকের মাঘ মাসে আনন্দচন্দ্র
সদস্য নিযুক্ত হন। ১৭৭০ শকের প্রথম হইতেই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যরূপেও
কার্য্য করিতে দেখিতে পাইতেছি। এই সনের ১৭ই আশ্বিন দিবসের বিশেষ অধিবেশনে
আনন্দচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।*

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হয় এবং ইহার সমুদয় কার্য্যভার
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন। আনন্দচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। তদবধি এই পদে কার্য্য করিয়া তিনি ১৭৮৫ শকের ২ই
অগ্রহায়ণ (১৮৬৩) অবসর গ্রহণ করেন।† তাঁহার স্থলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারী
সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রকে অবসর লইয়া অধিক দিন থাকিতে হয় নাই।
সমাজের কৰ্ম্মপদ্ধতি লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবৈধতা হেতু কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে
এক দল ব্রাহ্ম বিভিন্ন কৰ্ম্মকর্ত্তৃপদ চাড়িয়া দিলে, প্রতাপচন্দ্রও সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ
করেন। তখন ১৭৮৬ শকের শেষ ভাগে আনন্দচন্দ্র পুনরায় এই পদে নিযুক্ত হইলেন।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরে নিম্নের বিজ্ঞপ্তিটিতে এই
নিয়োগ-সংবাদ ঘোষিত হয় :

ঐষ্টানিগের অনুমত্যানুসারে শ্রীযুক্ত অবোধাননাথ পাকড়ানী মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার
সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী
সম্পাদক হইলেন।‡

১৭৮২ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত আনন্দচন্দ্র একাই সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া-
ছিলেন। এই সনের আশ্বিন মাস হইতে তিনি ও নবগোপাল মিত্র উভয়ে এই পদে নিযুক্ত
হইলেন।* *

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র ১৭৭০ শক। † এ—অগ্রহায়ণ ১৭৮৫। ‡ এ—কান্তন ১৭৮৬

* * এ—আষাঢ় ১৭৮২।

রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৭২৩ শকের মাঘ মাসে ব্রাহ্মবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধীনে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় ছিল, এখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়া হইত। আনন্দ-চন্দ্র চতুর্থ রবিবারে বেদান্ত ও অন্তান্ত হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেন।*

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশ্বস্ত সহকারী ও অমুরক্ত ভক্ত ছিলেন। নব্য ব্রাহ্মদল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে ১৭২০ শকের পৌষ মাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিবাহ আইন সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ করাইতে চাহিলে আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহাতে ঘোর আপত্তি তুলেন। আনন্দচন্দ্র শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধার করিয়া এবং পণ্ডিতগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে মহর্ষি অন্ততঃ বলিয়াছেন :

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, তিনি খাঁটি আমার দলের লোক, তিনি আর কারুর কথা শুনেতেন না, কাউকে আয়ল দিতেন না।†

ব্রাহ্মসমাজের কার্য ব্যতিরেকে শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনও যে আনন্দচন্দ্রের জীবনের একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে তাঁহার সম্পাদনায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্র ছাপার বৎসর বয়সে ১৭২৭ শকের (১৮৭৫) ১ আশ্বিন দিবসে তাঁহার এই কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (কার্তিক ১৭২৭) লেখেন :

আমরা শোকার্ত হইয়া আমাদের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুসময় তাঁহার বয়সক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধ কালাবধি মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন আদি ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য করিয়াছিলেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কালীতে বেদাধ্যয়ন শুভ প্রধান আচার্য মহাশয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় অবস্থিতিপূর্বক অথর্ব বেদ এবং বেদান্ত-দর্শন বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাপন করেন। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কার্যদক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজের বৈয়াক্য ও আচার্যের কর্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি সাধারণ হিন্দু সমাজের একজন প্রদেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, বেদান্তসার, উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা গ্রন্থ সটীক ও সাংবাদ প্রকাশ করিয়া এতদেশে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার জায় বেদান্ত-দর্শনবিৎ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মবিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতা বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহপ্রণালীর শাস্ত্রসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৭২৪।

† সাহিত্য—শ্রাবণ ও কার্তিক ১৩১৮ : “কথোলাপ”—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন অমায়িক ও পরোপকারী* ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

গ্রন্থাবলী—রচিত ও সম্পাদিত

বাংলা

বৃহৎকথা। প্রথম খণ্ড। ১৮৫৭।

ঐ । দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮।

আনন্দচন্দ্র প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন :

বৃহৎ কথার প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সোমদেব ভট্ট কৃত সংস্কৃত বৃহৎ-কথা অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে, অবিকল অনুবাদ নহে, কিন্তু সংস্কৃত পুস্তকে যেরূপ রীতিক্ষেমে নীতি বিষয় সকল লিখিত আছে ইহাতে সেই রূপেই সঙ্কলিত হইয়াছে। অলৌকিক ও অলৌকিক ভাগ পরিভাষা করিয়া কেবল নীতিবিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমতানুসারে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বামু প্যারীচাঁদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বেবরেণ্ড জে. লং মহোদয়ের আগ্রহাভিষয়ে আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা সর্বত্র পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান। ১৮৫৯।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অবিকল অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে দুঃস্বপ্ন রাজা ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি নিবেশিত হইয়াছে।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮১।

দশোপদেশ। ১৮৭০।

“১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্মের বাখ্যানপূর্বক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে একত্র সংকলিত হইল।”

দশম উপদেশ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক। ১৮৭৩।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রণীত, ব্যবস্থা ও অভিযন্ত সহিত ‘ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৯৪ শক।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। ১৮৮১।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বসু সম্পাদিত।

রাজনারায়ণ বসু বৈশাখ ১৭৯৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন, “মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থসকল ছাপাপ্য হওয়াতে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।” গ্রন্থাবলী প্রকাশ আরম্ভের অল্পকাল পরেই অন্ততর সম্পাদক আনন্দচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

* আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশদিগের জলকঠি নিবারণের জন্য নিজ ব্যয়ে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত ও বাংলা

বেদান্তসার : | পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রীসদানন্দকৃতঃ | বঙ্গভাষাভূবাদসহিতঃ |
 ত্রীনৃসিংহ সরস্বতীকৃত্য ত্রুবোধিনী নাম্নী | ত্রীরামতীর্থধতিবিরচিত্য বিদ্যন্নোরঞ্জনী | নাম্নী
 টীকা চ | তথা | হস্তামলক গ্রন্থঃ | বঙ্গভাষাভূবাদসম্বলিতঃ | ত্রীমদ্বগবৎ পূজ্যপাদবিরচিত্য
 তট্টীকা চ | ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭১ শক [১৮৪২] ।

আনন্দচন্দ্র ‘অমৃতানেন’ লেখেন :

‘অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হওয়াতে সুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও হস্তাপ্য হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে অনেক ভক্ত সন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়াও পুস্তকাতাব প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ করিতেছেন । অতএব এইক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি সুলভ করা অর্থাৎ আবশ্যক বোধ হয়, কিন্তু সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয় সুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ ।

কেবল সংস্কৃত মাত্র মুদ্রাঙ্কিত করণে অনেক বিষয়ীর অসম্মতি অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত, বিজ্ঞার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন এ প্রযুক্ত বাঙ্গলা ভাষা ভাষার ভূবাদ সহিত এবং ত্রুবোধিনী ও বিদ্যন্নোরঞ্জনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার গ্রন্থ দুই টীকা মূল্য স্থির করিয়া প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চদশী ও সূত্রভাষ্য প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হইবে...

১৭৭০ শকের ১ শ্রাবণ দিবসীয় এই উক্ত প্রস্তাবানুসারে বেদান্তসার গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কিত করণ সমাপ্ত হইল,...

পঞ্চদশী। ১৭৭৪ শক [১৮৫১]

ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬২ ।

বেদান্তদর্শনম্। প্রথম খণ্ড। ১৭৮৪ শক [১৮৬২]

ব্রহ্মমীমাংসা—শারীরক সূত্র, শাক্তর ভাষ্য ও আনন্দগিরি টীকা এবং বাঙ্গলা ভাষা ভূবাদ সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত হইতেছে, এক্ষণে তাহার প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রথম পাদ প্রকাশ হইয়াছে, ...—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৭৮৪ শক

ঐ। অধিকরণমালা। ১৭৮৫ শক [১৮৬৩]

বেদান্ত দর্শনের অধিকরণমালা পুস্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে, ...—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র, ১৭৮৫ ।

সংস্কৃত

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্। পূর্ব্বকাণ্ডম্। ক্লাবধৃতশ্রীমদ্রিহরানন্দনাথ ভারতী বিরচিতয়া চীকয়া সহিতম্। শ্রীভুক্ত রায় কালীকির রায় বাহাদুরশ্চ অভিমতানুসারতঃ ৮ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশেন সংস্কৃতম্। ১৭২৮ শক ।

পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ শ্রাবণ ১৭২৬ সংখ্যায় ইহা প্রথম সমালোচিত হয়। তখন আনন্দচন্দ্রের সহযোগে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের (বিদ্যারত্ন) নামও সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের ‘বিজ্ঞাপনে’ আছে :

তত্ত্বশাস্ত্র মধ্যে মহানির্বাণ তত্ত্ব একখানি অতি প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা, কোলিকোপাসনা, গার্হস্থ্য ধর্ম, দশসংস্কার প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণিত রহিয়াছে। অজ্ঞানাত্মের ন্যায় ইহারও ভাষা অতি সরল। পাঠকগণ অধ্যয়ন কালে অনায়াসেই সমস্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাহারা তত্ত্ব শাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে উচ্ছিন্ন করেন, তাঁহারা ইহা দ্বারা বিশেষ সুখানুভব করিতে পারিবেন।

প্রায় আট বৎসর হইল এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার প্রথম যত্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে এক খণ্ড ভিন্ন হস্তলিপির সংগ্রহ না হওয়াতে উহা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে ১২৭৯ সালের কার্তিক মাসে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পাটনহ নিবাসী রাজা নৃসিংহচন্দ্রদেব রায় বাহাদুরের বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তকালয়ের এক খণ্ড ও কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হইতে এক খণ্ড এই দুই খণ্ড হস্তলিপি সংগৃহীত হয়। এই তিন খণ্ড হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া মহানির্বাণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। কিছু দিন পরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুস্তকালয় হইতে আর এক খণ্ড সটীক দেবনাগর হস্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া গেল। তখন পূর্বমুদ্রিত কতিপয় ফর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার প্রথম হইতে সটীক মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করা হয়। অনন্তর যন্ত্র পরিবর্তন প্রভৃতি নিবন্ধন সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে টীকানুযায়ী পাঠ মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অজ্ঞাত পাঠক মহাশয়দের সুবিধার জগ্ন নিম্নে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব আচার্য ও সহকারী সম্পাদক পণ্ডিতবর ৩ আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়, রামায়ণ প্রচারক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়, কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী নিবাসী ৩ কালীকঙ্কর বিহারস্থ মহাশয় এবং ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিহারস্থ মহাশয় অংশ ক্রমে এই গ্রন্থের সংস্করণ কাথ্য সম্পাদন করিয়াছেন। তদ্বাধ্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংস্করণ কার্যের অধিকাংশ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া গৃহস্থমুখে তাঁহারই নামোল্লেখ করা গেল।

ভগবদ্গীতা। ১৮৮২ (?)।

ইহা আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একযোগে সম্পাদন করেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এসিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থ-মালার অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি গ্রন্থও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি এখনও দেখি নাই। বিভিন্ন তালিকা হইতে এইগুলির নাম ও প্রকাশ-কাল জ্ঞান যাইতেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত প্রকাশ-কাল প্রধানতঃ অমূল্য হইল :

গৃহসূত্র ১ম খণ্ড

(?)

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সহযোগে সম্পাদিত।

ঐ, ২-৪ খণ্ড

১৮৬৮,-৬২

ভাণ্ড্য মহাত্মাজ্ঞান, ১-১২ খণ্ড

১৮৬৯,-৭০

ঐ, উত্তর ভাগ

১৮৭৪ (?)

শ্রোতসূত্র, ১-৭ খণ্ড

১৮৭০

এতদ্ব্যতীত ১৮৭০-৭১ সালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ২১৩, ২১০, ২১২ ও ২২৫ সংখ্যক গ্রন্থও তিনি সম্পাদন করেন।

জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত। এই প্রবন্ধে বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার উত্তরাংশ ও বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার পূর্বাংশ স্থানের প্রচলিত উপভাষা আলোচিত হইবে। ইহা আমার স্বাভাবিক মাতৃভাষা। নিম্নে এই উপভাষার বৈশিষ্ট্য মাত্র প্রদর্শিত হইবে।

ধ্বনিতত্ত্ব। অভিশ্রুত (umlaut যুক্ত) আ, ও উচ্চারিত হয়। উং আ'জ, কা'ল, ভা'ল, হা'ল, হা'র, দা'দ, ক'নে (কন্যা), ব'ল মাছ, শ'ল মাছ, খ'ল (গোরু খ'ল খায়) ইং।

অনেক স্থলে একারের বিরূত আ উচ্চারণ হয়। উং বাল- (বেল), পাট (পেট), মাগ (মেঘ), ইং।

অনেক স্থলে অমুনাঙ্গিক আকার স্থানে আ উচ্চারণ হয়। উং—ক্যা'কড়া, ব্যাকা, ক্যাটা, ক্যাতা (কাঁধা), ইং।

কোনও কোনও শব্দে কদাচিৎ ন স্থানে ল হয়। উং—লোকো (নোকা), লোক-সান (আং মুকুসান), লোট (note) ইং।

অনেক শব্দে ল স্থানে ন হয়। উং, নাল (লালা), নিকি (লিকা), নিচু (লিচু), নোলা (লোলা), নাগাল (লাগাল), নিলাম (পর্ভুগীজ lilao), নাঙল (লাঙল), নাং (প্রাচীন বাংলা লাজ), নেবু (আং লম্বুন), নম্বর (পাং, লশ'কর), নেপা (লেপন) ইং।

ইয়ে স্থানে স্বরসঙ্কোচ ঘায়া এ হয়। উং, গে (গিয়ে), দে (দিয়ে), বে (বিয়ে) ইং।

ইয়া স্থানে আ হয়। উং, শাল (শিয়াল), স্তান (সিয়ান=চত্বর) ইং।

ওয়া স্থানে বিশেষ্য শব্দে অ হয়। উং, ল (< *লোয়া < লোহা), প (পোয়া), ম (মোয়া) ইং।

স্বরসঙ্কতির নিয়মাত্মসারে অধিকরণে ও সম্বন্ধে উ—এ, এর স্থানে উ—ই, ইর হয়। উং, হুদি (হুধে), চুলি (চূলে), গুড়ির (গুড়ের), হুদির (হুধের) ইং।

স্বরসঙ্কতির কারণে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অন্ত্য এ স্থানে ই হয়। উং, করতি (< *করতি < করিতে), খাতি (খাইতে), যাতি (বাইতে), আলি (আইলে), করলি (করিলে) ইং। তুং, মানুষের কুটুম আলি গেলি। গোকর আপ'নার চাইলি চুট'লি।

জাতব্য। করবে, বলবে, করলে, বললে প্রভৃতি পদে আদি অকার উচ্চারণে অবিকৃত থাকে। তুং—হবে।

ক্রিয়াপদে আ—ই স্থানে অভিশ্রুতি দ্বারা এ হয়। উং, এমতেছে (আসিতেছে), কেন্তেছে (কামিতেছে), নেচ্তেছে (নাচিতেছে) ইং।

জাতব্য। ঘটমান (continuous) ক্রিয়াপদে প্রায়—তেছে অবিকৃত থাকে। উং, ক'রতেছে, ব'লতেছে ইং। কিন্তু যাচ্ছে, হচ্ছে, খাচ্ছে ইং।

রূপান্তর। কর্ম ও সম্প্রদানের একবচনে রে বিভক্তি হয়। উং, তারে বল, আমারে জ্ঞাও ইং।

কর্ম, সম্প্রদান ও সম্বন্ধে বহুবচনে গা বিভক্তি হয়। উং, আম্গা বাড়ী, আম্গা বল, আম্গা জ্ঞাও ইং। আম্গা বা আমারগা, তোমগা বা তোমারগা, তারগা, ওরগা, তোরগা।

কর্তার বহুবচনে আশ বিভক্তি হয়। উং, রাম আশ কি বলে ? মা আশ সেখানে গেছেন। আশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাক্ত্য। জ্ঞাপোসে=জ্ঞাথো এসে=দেখ আসিয়া ; করোসে=করো এসে=কর আসিয়া ইং।

যা দিনি—যা দেখি এখনি ; বলো দিনি=বলো দেখি এখনি ; ইং।

যা দিকিনি—যা দেখি এখন ; চলো দিকিনি=চলো দেখি এখন ; ইং।

শব্দকোষ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক—উরং (উর), পাঙ্গুরা, পাপনি (পশু), বগ (কপালের পার্শ্ব ভাগ), হেঁটো, কৌক (ফুস্ফি), ক'ল্জে (ফুস্ফ), ফ্যাপ্‌সা (ফুস্ফুস), গোড়মুড়ো (গোড়ালি), মাথার চাদি (ব্রহ্মতালু)।

জীবজন্তুবাচক—বেঁজি (নেউল)। তুং, মরদ বড় তেজি। গাভের ধারে হাগ্‌তি গ্যালো তেড়িয়ে আনলে বেঁজি ॥ জেঠী (টিক্‌টিকি), বয়্যার (মহিম, অপ্রচলিত), গাড়ল (ভেড়া, অপ্রচলিত), খরা (খরগোশ), বকরী (ছাগী), গোহেড়কেল (গোসাপ), কামুখো (কাঁচপোকা), তেলাপোকা (আরসলা), বোলা (বোলতা), ঘুগ্‌রো (খিঁখিপোকা), কোতোর (পায়রা), ফিঙে, বালুই (বাবুই), ঘড়েল (বড় মাছরাঙা, লাটা মাছ, উল্‌কো মাছ, মজ্‌গুর (মাগুর), গল্লা (গলদা)।

গাছপালা ও ফলমূলবাচক—না'ল ফুল (শালুক), হুঁদি (বেগুনে রঙের শালুক), আলক নতা (স্বর্ণলতা), ভাঁটুই (চোরকাঁটা), বুঁচ, ড্যাফল, খাবুর (কেশুর), অড়ল (অড়হর), মশনে (তিসি), নেবোল (নারিকেল), ক্যালা (কলা), আজীর (পেয়ারা), হব'লো (দুরী), আদলা (আঙুর), সজ্‌নের ভাঁটা।

বিবিধ—চান্নি (চাননি, জ্যোৎস্না)। তুং, জাড় কালের চান্নি। আর আবাল কালের গিরি ॥ ছামা (ছায়া), হেন্‌শেল (হৈশেল, হাড়িশালা)। গুল্‌তি (ধমুক), বেল্ল (নারিকেল বা কলাগাছের বালদো), গোর খোলা (সুপারি গাছের সুপারির কোষ), গামড়া (নারিকেলের বালদোর গোড়ার পত্রবিহীন অংশ), নারিকেলের মুচি (প্রথম অবস্থার), শিরি (গুড়ের পাটালী), চুলো (উনান), ঢাকুন (শরা)।

কড়কগুলি বিশেষণ—জাড়া (বাম হস্ত, বাম হস্ত ব্যবহারকারী), ভেঁটে (বেঁটে), বেউনে (বামন), নেংড়া (খোঁড়া), বোঁচা (নাকের ডগাকাটা লোক), গম্বাকাটা,

(hare lip), তেতো, বাঙা (লাল), হরে (পাগলা কুকুর, শিয়াল), ডোমক, (আধ-পাকা), ওলা (গোরুর গাড়ীর পিছনে ভারী), দাবা (গোরুর গাড়ীর সামনে ভারী) ।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ—ওলা (নামা), পেঁদা (কাপড় পরা), নল্‌পা (বিহ্বাৎ চমকা), সেঁওয়া (সেলাই করা), লেওয়া (লওয়া), পৌছা (মোছা), ওনা (আর্জ হওয়া), দাওয়া (খানগাছ কাটা) ।

লেওয়া ও দেওয়া ধাতুর রূপ—আমি লেই, দেই ; তুই লে, দে ; তুমি ল্যাও, জাও ; সে ল্যায়ে, দ্যায়ে ।

ক'রলুন, গেলুন (ক'রলুম, গেলুম ইং ।)

ধানের মাপ

- ২ কুনকে—১ খুঁচি
- ৪ খুঁচি—১ পালি (২২০)
- ২ পালি—১ দন
- ২ দন—১ কাঠি
- ৮ কাঠি—১ আড়ি
- ২০ আড়ি—১ বিশ

প্রথমে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন—উং=উদাহরণ ; ইং=ইতাদি ; তুং=তুজনা করন ; জাং=জারবী ।

নদীয়ার ভাষা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

নদীয়াবাসী নদীয়ার ভাষা লইয়া গৌরব করিয়া থাকেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ভাষার কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই—ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহার শব্দসম্পদ এখনও ভাষাতত্ত্বালোচীর নিকট একরকম অপরিচিত ।

বাংলার সাহিত্যে চলিত ভাষার সহিত এই জেলার ভাষার নানা পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইহার নানা বৈচিত্র্য অস্থাবরের যোগ্য । নাটকে নদীয়ার ভাষা ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞেন্দ্রলালকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল । এ ভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—‘কৃষ্ণনগর (নদীয়া)ই পূর্বে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল । সুতরাং কৃষ্ণনগরের ভাষাই সর্ববাদিসম্মত ভাষা বলিয়া সকলের মানিয়া লওয়া উচিত—কলিকাতার ভাষা নহে ।’—(নবকৃষ্ণ ঘোষ—বিজ্ঞেন্দ্রলাল—পৃ. ১৮৫) । তবে অস্তান্ত জেলার মত এ জেলারও শিক্ষিত ও আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলিকাতার ভাষার প্রভাব এই বৈচিত্র্যকে ক্রমশঃ লুপ্ত করিয়া দিতেছে—কলিকাতার অতি সান্নিধ্য এই প্রভাব বিস্তারে অধিকতর সাহায্য করিতেছে !

তাই অবিলম্বে এই ভাষার বৈশিষ্ট্য সংকলন করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে ইহার আলোচনা কষ্টসাধ্য হইবে। ইহার কিছু কিছু নমুনা দীনবন্ধু মিত্র ও ষিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু আলোচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে।

১। নদীয়ার খাতনামা সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লী-চিত্রে'র শেষে নদীয়ার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বোড়শ ও ঊনবিংশ খণ্ডে নদীয়ার অংশবিশেষের যে শব্দতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর অপরিচিত ও নদীয়ার প্রচলিত শব্দের সংখ্যা সামান্য। অস্ত্রাজ্য জেলার গ্রাম্য শব্দ লইয়া এ পর্যন্ত যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার আভাস আমি অস্ত্রাজ্য দিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪।২৬০, প্রবাসী, ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ: ২৫৭-৮)। ইহা ছাড়া, ক্রীষ্ণক গোপাল হলদার-কৃত নোনাখালির ভাষার বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা (Journal of the Department of Letters, ১২শ ও ২৩শ খণ্ড), প্রসন্ননাথ রায়ের 'মুন্সিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পূর্ণ বিবরণী, সন ১৩১৪ সাল, কাশিমবাজার, পৃ: ৫৮০—৭১৮), চন্দ্রকিশোর তরকারের 'পূর্বময়মনসিংহের ভাষা' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—চতুর্থ অধিবেশন—কার্যবিবরণ, ১৩১৮) ও স্বতীমোহন চৌধুরীর 'রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ' (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৫, পৃ: ২০—৩১) উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ার ভাষার বৈচিত্র্যের অগ্রতম প্রধান কারণ—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সান্নিধ্য। ইহার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ জুড়িয়া পাবনা, ফরিদপুর ও যশোরের জিলা বিবাজমান। তাই এই সব জিলার ভাষার সহিত নদীয়ার ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য।

প্রায় চার বৎসর রুক্ষনগরে অবস্থান করিয়া নদীয়ার বিভিন্ন অংশের লোকের (বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকের) মুখে ভাষার যে পরিচয় পাইয়াছি, নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছি।

(১) স্বরবর্ণের বিবৃত উচ্চারণ—ম্যাঘ (মেঘ), কল্লাম (কোন্ডাম), দ্যাখলাম (দেখলাম), আলাম (এলাম)।

(২) দন্ত্য চ—চাইল (চাউল), এয়েচেন (এসেছেন), জাও (যাও)।

(৩) 'ট' স্থানে 'ড'—নডা (নটা), কডা (কটা)।

(৪) 'ও' কারাদি স্বরবর্ণ স্থানে উকার—হুকান (দোকান), কাপুড (কাপড়)।

(৫) শব্দের আদিস্থিত 'ব' স্থানে 'অ' ও 'অ' স্থানে 'ব'—আস্তির (বাস্তির), আম (বাম)।

(৬) 'ব' স্থানে 'ই' এবং 'ই' স্থানে 'ব'—করাই (করায়), পায় (পাই)। মধ্য যুগের বাঙ্গালার অল্পরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—দেই (দেয়)।

(৭) সামান্যচক 'ই'—দিইছি (দিয়েছি), পালিইছি (পালিয়েছি), দিইছিল (দিয়েছিল)—ষিজেন্দ্রলালের পাখালী। দেখি নি (দেখে নি)।

(৮) অপিনিহিতি (পরবর্তী ইকারের লঘুভাবে পূর্বোচ্চারণ)—রেইখে (রেখে, রাখিয়া), রেইছে (রেখে, রাখিয়া)।

(৯) স্বরাধাতজনিত শব্দসংকোচ—গিয়েলো (গিয়েছিল), খেয়েলো (খেয়েছিল)।

(১০) ক্রিয়াক্রমে ভবিষ্যতের মধ্যম পুরুষে 'আকার'—খাবা (খাবে), যাবা (যাবে), নেবা (নেবে) ।

(১১) ক্রিয়াক্রমে অতীতের উত্তম পুরুষে 'লাম'—এলাম (এলুম), খেলাম (খেলুম) ।

(১২) কর্মকারকে 'কে' স্থানে 'রে'—আমারে (আমাকে) ।

এই সমস্ত রূপবৈচিত্র্য ছাড়া নদীয়ায় প্রচলিত শব্দের বৈচিত্র্যও কম নয় । এ স্থলেও পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয় । আমি কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি । স্থানীয় লোকের পক্ষেই ব্যাপক সংগ্রহ সম্ভবপর ।

আজ্ঞা—জ্ঞান

আজ্ঞোয়া } স্বত উৎপন্ন
আদজালা }

ওম—গরম

[আদজালা ধান—নীবার]

ওগোর—টের

কচা—ভ্যারেণ্ডা গাছ

[খণ্ড—ফরিদপুর । তুল* হুন্নেয়ের কচা]

কপচি কাটা—টিপ্পনী কাটা

[তুল* কপচান—কলিকাতা]

কমা—খাটো, inferior

কাল—ঠাণ্ডা

[তুল* কালিয়ে বাওয়া—ঠাণ্ডা হওয়া]

খরচা—খুচরা

খড়ি—কাঠ

ঘসি—ঘুটে [গুননা গোবর—ফরিদপুর]

চোমড়ান—খোসামুদি করা, কোলান

জালি—কচি

জিউলি—বৃক্ষবিশেষ

[কাউফলা—ফরিদপুর]

তো করা [ভাও করা—পূর্ববঙ্গ]

—ভাঁজ করা ।

দামাটে—ছদাস্ত

[তুল* দামাল—পুরাণ বাংলা]

দেয়াসিনী—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন

সাধিকা ।

নাগরী—কলসী

নাদা—গামলা

পাউচা—ষটি, কাষ্টখণ্ড

[তুল* পাউড়—ক, ক, চ,

পাবড়ি—কুস্তিবান । দেবাস্তকের হাতে ছিল

লোহার পাবড়ি—রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড

পালা—ছোট ডাল

[তুল* ডালপালা]

পেতে—ছোট চুবরি বা ভাল ।

বোরা—খলে [চালের বোরা]

বাওড়—নদীর স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন

জলরাশি ।

মান্দার—ফলবিশেষ [ডউয়া—ফরিদপুর]

মালতে—মাতৃকর

লতি—পলতা

শিউলি—যে খেজুর গাছ কাটে

হাটানে ছেলে—Step son, জ্যৈষ্ঠ পূর্বপক্ষের

সন্তান ।



অর্থও আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই;—আয়ের ক্ষমতাও
মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণ চিরস্থায়ীও
নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য
সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবন বীমা দ্বারা এই
সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।
এই কর্তব্য সম্পাদনের সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের
কর্মাগণ সর্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছে। হেড,
অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার
উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।



হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

MP



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

শ্বাসের প্লেয়ার খাত, একটু হিমে হাঁচি, সর্দি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা হাঁপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা সুনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেব্য ঔষধের কয়েক-
মাত্রা সেবনেই আশাতিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২৪৩১, আগার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে শ্রীরাবকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশতম বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রীযুক্ত বঙ্গনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট

সহকারী সভাপতি

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র নন্দী, এম-এ

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত যক্ষ্মনোহন বসু, এম-এ

শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবননাথ বোস ভক্তিবরণ

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিরোপী, এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বোস

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি

শ্রীযুক্ত মিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, বি-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত ত্রিবিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র তর্কচাঁদ, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ বসু, বি-এসসি, বি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীযুক্ত ইউ. এম. চৌধুরী আর-এ

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীমদনমোহন দাস, ২। শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ৩। শ্রীঅনাথমোহন দাস, এম-এ, ৪। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা, এম-এ, বি-এল, ৫। রোভার্ট ক্যানিং এ বোডেন, এম-এ, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। শ্রীমোহনচন্দ্র তর্কচাঁদ, ৮। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, ৯। ডাক্তার শ্রীস্বপ্নরঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এন্ড ফিল, ১০। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৩। শ্রীঅনাথবসু দত্ত, এম-এ, ১৪। শ্রীশ্যামচন্দ্র রায়, বি-এ, ১৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীবোগেশচন্দ্র তর্কচাঁদ, এম-এ, ১৭। শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীকামিনীকুমার কল রায়, এম-এ, ১৯। শ্রীজীলামোহন সিংহ রায়, ২০। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দত্তবসু, ২১। শ্রীকিরণচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, ২২। শ্রীমলিনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন, ২৪। শ্রীঅজিতকুমার বসু বসিক, ২৫। শ্রীস্বপ্নরঞ্জন রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধা নাথ রায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সূচী

১। ফেলিক্স কেরী—শ্রীসজনীকান্ত দাস	৪৩
২। রামভদ্র সার্কভোম—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্-এ	৬২
৩। রচনাপঞ্জী : স্বজ্ঞেন্দ্রলাল রায়—শ্রীজ্ঞেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
৪। পাটনা জিলার মসজিদগাত্তের বাংলা শিলালিপি —শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি	৮০
৫। অবোধাননাথ পাকড়াশী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৮৩
৬। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’—শ্রীশ্রীধননাথ সরকার	৮৬
৭। কবি সৈয়দ সোলতান (আলোচনা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	৯৬

গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিকল্পষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সন্থের বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈক্য-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্বষ্ট আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

বলরাম কবিশেখর-কৃত

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

সম্পাদক—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যভৌষণ এম. এ.

প্রবাসী—(চৈত্র, ১৩৩৮)—“অনেক নূতন তথা শিথিল ও ভাবিলার, এবং একজন অজ্ঞাত প্রাচীন কবির পরিচয় পাইলাম। ষাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বইখানি, বিশেষ করিয়া এই সংস্করণটি বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী ও আবশ্যক হবে।”—বিত্তীয় সংস্করণ—মূল্য বেড়ু টাকা।

সংস্কৃত পুথির বিবরণ—অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

“.....Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work.”—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939. P. 296.* মূল্য ছয় টাকা চারি আনা

বাংলা পুথির বিবরণ—(প্রথম ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সংকলিত।

সাময়িক, মহাভারত ও ভাগবতের পুথির বিবরণ এই ভাগে আছে। মূল্য—দুই টাকা।

শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনাকান্ত দাস সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

নাটক-প্রহসন এবং কাব্যাদি বিবিধ রচনা

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া ভূমিকা ও টীকা সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

দুই খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ১৮.। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

নীলদর্পণ ২., সধবার একাদশী ১।., জামাই বারিক
১।., বিষেপাগলা বুড়ো ১।., লীলাবতী ১৮., দ্বাদশ
কবিতা ১।., বিবিধ—গজ-পদ্ম ২., নবীন তপস্বিনী
১।., সুরধুনী কাব্য ২., কমলে কামিনী ১।.

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

শ্রীরজেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্তর শ্রীযুক্তনাথ সরকার ঐতিহাসিক
উপজ্ঞাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য—বিশিষ্ট সংস্করণ—২ খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ৫০.।
ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী.

কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

১২ খানি পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী বাঁধাই
দুই খণ্ড ১৮. টাকা। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড—‘অন্নদামঙ্গল’, মূল্য ৩।.

২য় খণ্ড—‘বিদ্যাসুন্দর’, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি, মূল্য ৫.

দুই খণ্ড একত্রে বাঁধানো, মূল্য ১০.।

প্রাচীন পুঁথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ছত্রহ শব্দের অর্থ দেওয়া
হইয়াছে।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

শতাধিক বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-টীপসহ এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। পাঠকের
বোধসৌকর্য্য ইহাতে রামমোহনের প্রতিপক্ষের স্বভাবও মুদ্রিত হইতেছে। রাম-
মোহনের এই বাংলা গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

তৃতীয় খণ্ড (সহস্ররূপবিষয়ক পুস্তকাবলী) মূল্য ১৮. টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালা

অজিতকুমার চক্রবর্তী কাব্যপরিক্রমা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক কতৃক গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, ধর্ম-সংগীত, জীবন-স্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজা, ডাকঘর গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের আলোচনা। প্রসিদ্ধ শিল্পী রবেনস্টাইন অঙ্কিত প্রতিকৃতি সহ। মূল্য এক টাকা বারো আনা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

“বাংলা ছন্দের অধিকাংশ বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা; বস্তুত বাংলা কাব্যে যে অজস্র ছন্দের ব্যবহার চলছে তার প্রায় সবগুলিই হয় রবীন্দ্রনাথের রচিত, না-হয় তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত; তাঁর নিজের উদ্ভাবিত ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা তো বলাই বাহুল্য, প্রাক-রবীন্দ্র-যুগেরও এমন কোনো ছন্দ নেই যা তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ-প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে উজ্জ্বলতর ও নবরূপ ধারণ না করেছে।” এই গ্রন্থে বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে যতরকম ছন্দ প্রচলিত আছে তার মধ্যে কোনগুলি রবীন্দ্রনাথ কতৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্র-ছন্দের ক্রমবিকাশ তথা অন্যান্য কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা, এবং বাংলা ছন্দের বিবর্তনে তাহার স্থান সম্বন্ধে আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মূল্য আড়াই টাকা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপরিচয়

সচিত্র। মূল্য পাঁচ টাকা

শ্রীস্বনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা

সূচী ॥ ভারতের ভাষাসমস্যার স্বরূপ কি? ভারতের বিভিন্ন নৃ-জাতি এবং ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষা; উপস্থিত অবস্থা; হিন্দী, হিন্দুস্তানী ইত্যাদি। আলাপের ভাষা ও সংস্কৃতিবাহক ভাষা—ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান; নিখিল-ভারতীয় ‘রাষ্ট্র-ভাষা’ বা জাতীয় ভাষার আবশ্যিকতা; হিন্দী বা হিন্দুস্তানীর দুর্বলতা; ভারতীয় আরবী-ফারসী এবং রোমান বর্ণমালার দোষ-গুণ; উচ্চ কোটির শব্দাবলী—সংস্কৃত, না আরবী-ফারসী? হিন্দী খড়ী বোলী ব্যাকরণের সরলীকরণ; ভারতের আধুনিক ভাষার নিদর্শন; ভারত-রোমক বর্ণমালা; ভারতের রাষ্ট্রভাষা চলতি হিন্দী।

মূল্য এক টাকা বারো আনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণতত্ত্ব

সচিত্র। মূল্য দেড় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত পৃথ্বী-পরিচয়

সচিত্র। মূল্য পাঁচ টাকা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

ষষ্ঠ পর্বসরে অন্তর্গত সাহিত্য-সাধকদের প্রামাণিক জীবনী

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৮/০ মাত্র, কেবল *চিহ্নিতগুলি দা.

১ হইতে ৪৫ সংখ্যক পুস্তক তিন খণ্ডে স্ফূট্য বঁধাই, মূল্য ২২/-

০১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ৩। সুভাষের বিভাগলঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রায়নারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রায়রায় বহু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রায়চন্দ্র বিভাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থবাসী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাপ্রসন্ন তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিভাগভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, যবনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম ফেরী, ১৬। রায়মোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিভাগলঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, ১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। জ্ঞানচরণ শর্মা সরকার, রায়চন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। শ্রী মশারূপক হোসেন, ৩০। রায়চন্দ্র তর্কালঙ্কার, সুভাষায়া বিভাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিভাগরত্ন, লালমোহন বিভাবাগীশ, ৩১। বোমেন্দ্রনাথ বিভাগভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কালীলাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। বোমেন্দ্রচন্দ্র বহু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রায়গতি স্মারক, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। শোভিন্দ্রচন্দ্র রায়, দীনেশচরণ বহু, ৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪। স্বরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৬। ইশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিরাজ, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৪৯। রাজনারায়ণ বহু (বসন্ত), ৫০। রাজকৃষ্ণ রায়।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দা. আন।

বাংলা কবি ও কবিতা গ্রন্থমালা

বাংলা দেশের কয়েক জন কবিতাশালী অথচ অধুনাবিস্মৃত কবির নির্বাচিত রচনা-সংগ্রহ
—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	মূল্য	৬০
২। বলদেব পালিত	"	৬০
৩। ইশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১০

জ্ঞানদর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। মূল্য ১২।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত,
মূল্য ১ম খণ্ড ৫/-, ২য় খণ্ড ৭/-

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সংস্করণ)	মূল্য	৩/-
আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাঁদ মিত্র	মূল্য	১৪।
পালান্দো (ভ্রমণবৃত্তান্ত) : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মূল্য	১।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

ফেলিক্স কেরী

শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস

ভূমিকা

বাংলা দেশে ইংরেজ-সমাগমের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্য ব্যক্তি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অমূল্য ও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় ইহারা নগণ্য নহেন। জোনাথান ডানকান, এন. বি. এড্‌মন্স্টোন, হেনরি পিটস ফর্স্টার, এ. আপ্‌জন, জন মিলার, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জ্যোত্স্না মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন এলার্টন, গ্রেভস চামনি হটন, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পরবর্তী মে, হালি, পীয়ার্স, পীয়ার্সন, মর্টন, ইয়েটস, ওয়েলার, মেণ্ডিস, ম্যাক, লসন, রবিনসন, লং, কীথ এবং আরও অনেকে বাংলা গল্প-ভাষার জগৎকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি দুই-একজন সোভাগ্যবানের নাম আমরা সর্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহার পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবন ও কীর্ত্তি অমূল্যবান করিলে আমরা দেখিতে পাইব, তিনিও কম স্মরণীয় নহেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার তুল্য অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না বা হন নাই। তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জগ্ন অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনা আমরা মুগ্ধিত আকারে স্বতঃক্‌ পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুগ্ধিত বাংলা লেখা রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে। উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমাত্র অমূল্যস্বরূপ তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদের কাছে বিস্মিত করিবে। আনানটিম বা ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞানের মত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ সকল দিক্‌ বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অমূল্য বলি হইবে না।

জীবনী

ফেলিক্স কেরীর বিচিত্র জীবন। এই জীবন ভুল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, ধামধেয়ালিপনায় বিচিত্র। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকশ্রেষ্ঠ মহামান্য বেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে খ্রীষ্টীয় বিনয় ও সংযম আসে নাই। তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন অথচ ঐহিক জাঁকজমকের প্রতিও তাঁহার কম আকর্ষণ ছিল না। ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম, মাত্র সাত বৎসর বয়সে বঙ্গদেশে তাঁহার আগমন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট তাঁহার দীক্ষা এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁহার ব্রহ্মদেশ যাত্রা—এই পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি পিতার আওতায় চলিয়াছিল। জীবনের বাকী পনের বৎসর খ্রীষ্টধর্মনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই। রাজনীতিচর্চার ফলে তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের প্রতি, উপদ্রুপরি দুইটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার চরিত্রে শৈথিল্য আসিয়াছিল, মন হইয়াছিল অস্থির। তিনি তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে পার্বত্য ও বহু জাতিদের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া একরকম অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, পরে বাইবেল-বর্ণিত ‘প্রডিগাল সানে’র মত শ্রীক্ৰমপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত, পালি ও বঙ্গভাষার সাধনা করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পাদরিষ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার পররাষ্ট্র-সচিব হইয়াছিলেন, সে পাদরিষ্য আর গ্রহণ করেন নাই। উখানপতনময় রোগশোকক্লিষ্ট অতি দুঃখের জীবন ছিল তাঁহার; মিশনরীদের মধ্যে একমাত্র জন টমাসের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল, দুই জনেই কল্পনাবিলাসী, অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ চিন্তায় অধিক রত; দুই জনের জীবনেই কাব্যমহিমা ছিল।

অগ্রাম পলাসপিউরিতে জুতা মেয়ামতের ব্যবসায় ছাড়িয়া উইলিয়ম কেরী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শ্ববর্তী মূলটন গ্রামে গিয়া গ্রাম্য-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ, নিদারুণ জ্বররোগে তাঁহার প্রথম সন্তান মৃত* এবং তাঁহার নিজের মাথায়ও টাক পড়িয়াছে। পত্নী ভরোথিকে লইয়া তিনি মূলটনে যে কুটীরে আশ্রয় লন, সেখানেই ওই বৎসরের ২০ অক্টোবর ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয়।† কেরীর প্রথম পুত্ররূপেই ইনি গণ্য।

বঙ্গদেশে ব্যাপটিস্ট মিশনরী হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জন টমাসের সহিত

* পীয়াস* কেরী এণীত কেরীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

† ফেলিক্সের জন্মের এই তারিখ ‘পিরিওডিক্যাল আর্কাইভস’ হইতে পাইয়াছি। তাঁহার কবরের উপর মৃত্যু-কালের তারিখ হিসাব করিলেও এই তারিখ পাওয়া যায়। J. J. Higginbotham তাঁহার ‘The Men whom India has known’ (১৮৭৫) পুস্তকে ভ্রমক্রমে জন্ম-বৎসর ১৭৮৭ দিয়াছেন। ডক্টর হুপীলকুমার দে তাঁহার ‘History of Bengali Literature in the Nineteenth Century’ পুস্তকে “২২ অক্টোবর ১৭৮৬” তারিখ দিয়াছেন। এ তারিখও ভুল।

উইলিয়ম কেরী যখন যাত্রা করেন, সাড়ে ছয় বৎসরের পুত্র ফেলিক্স একা তাঁহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। পাসপোর্টের হান্কাযায় ওয়াইট দ্বীপে তাঁহাদের জাহাজ ‘আর্ল অব অক্সফোর্ডকে’ ছয় সপ্তাহ আটক করা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। পরে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন টমাসের সহিত কেরী সপরিবারে বঙ্গদেশে রওনা হন ও ১১ নবেম্বর কলিকাতায় পৌছেন। পিতা বা পুত্র কেহই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ওই দিনই বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত রামরাম বহু কেরীর মুনশি নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কাছেই ফিলিক্সের বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল, প্রথম পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। বাংলা দেশে পৌছিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই (১৬ ডিসেম্বর ১৭২৩) তিনি তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছিলেন—

I had fully intended to devote my *eldest son* to the study of *Shanscrit*, my 2nd to the *Persian*, and my 3rd to *Chinese*.

ফেলিক্স সহস্বে কেরীর এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন মালদহে জর্জ উড্‌নির আশ্রয়ে না আসা পর্য্যন্ত উইলিয়ম কেরীকে অত্যন্ত দুঃস্থ ও বিপন্নভাবে সহায়সম্পদহীন অবস্থায় প্রথমে ব্যাঙেল, পরে নদীয়া, কলিকাতার মাণিকতলা স্থানবন অঞ্চলে টাকির সন্নিকটবর্তী দেবহাট্টায় একরকম ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। মাণিকতলায় অবস্থানকালে কেরী-পত্নী ও ফেলিক্সের এমন জর হয় যে, তাঁহাদের জীবনের কোনই আশা ছিল না। সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন মালদহ পৌছেন, তখন মুনশি রামরাম বহুর সাহায্যে “ব্রাহ্মণদের এবং অত্রাহ্মণদের মধ্যে কথিত” উভয়বিধ বাংলা ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্মিয়াছে।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্তী মিশনারীরা ইংলণ্ড হইতে ত্রিরামপুরে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা ই মালদহ হইতে কেরীকে সপরিবারে সেখানে লইয়া আসেন। কেরী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জাহুয়ারি তারিখে কলিকাতায় ক্রীত মুদ্রাষট্টি সহ নৌকাযোগে ত্রিরামপুর পৌছেন। ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজে দক্ষ ছিলেন, তের বৎসর বয়সে ফেলিক্স কেরী তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ২০ জুলাই ১৮০০—ওয়ার্ড তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছেন—

...our labours for everyday are now regularly arranged. About six o'clock we rise : brother Carey to his garden : brother Marshman to his school at seven : brother Brunsdon, Felix and I, to the printing office....Our compositor having left us, we do without : we print three half-sheets of 2,000 each in a week ;...Felix is very useful in the office.

ছাপাখানার জন্ত শেষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রেস দেখার দায়িত্বও সেই সময় হইতে বালক ফেলিক্সের উপর জ্ঞাত হয়। মালদহে তৃতীয় পুত্র পিটারের মৃত্যুর পরেই ফেলিক্সের মাতা ডরোথি অক্টোব্রার হইয়া যান। ত্রিরামপুরে আসার পর তাঁহাকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে

হইত। এই ব্যাপারে ফেলিক্স মর্শপীড়ায় অস্থির হইয়া উঠিলে ওয়ার্ড তাঁহাকে শিক্ষা ও সাহায্য দিতেন। ফেলিক্স তাঁহার সঙ্গে ছাপাখানায় সর্বদা কাজ করিতেন, বাংলা ভাষা ও হিন্দুস্থানী ভাষা তিনি ঠিক এদেশীয়দের মত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে না হইলে চলিত না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মহিমা সম্বন্ধে ফেলিক্স মোটেই সজাগ ছিলেন না। তাঁহার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, মার্শম্যান তাঁহাকে ‘শার্দুল’ সম্বোধন করিতেন। তাহা ছাড়া বিকৃতমস্তিষ্ক মাতার স্নেহ হারা হইয়া তাঁহার মানসিক কষ্টেরও সীমা ছিল না। ওয়ার্ড বৃদ্ধিতে পারিলেন, খ্রীষ্টধর্মের আওতা হইতে ফেলিক্স দূরে সরিয়া বিপথে বিপন্ন হইবার জন্ত উন্মুগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া শ্রীরামপুরের পথে পথে প্রচারকার্যে বাহির হইতে লাগিলেন; ফেলিক্স চমৎকার বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়ার্ড লিখিয়াছেন, “he never heard a message better fitted for India.” সেই দিন হইতে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে প্রচারকের কাজও দেওয়া হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর কেবী স্বয়ং গঙ্গার জলে পুত্রকে দীক্ষা (baptism) দিলেন। ওই দিন পরে প্রথম ভারতীয় ব্যাপটিস্ট ক্রিষ্টিয়ান কৃষ্ণ পালেরও দীক্ষা দেওয়া হইল। সকলেই আশা করিলেন, “ক্ষুদে পাদরি”র নবজীবনের সূত্রপাত হইল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি ফেলিক্সকে সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই কাজে ফেলিক্সের মন সাধ দেয় নাই। ধর্মপ্রচার অপেক্ষা ছাপার কাজ ও ভাষাশিক্ষার কাজে তাঁহার আকর্ষণ বেশী। পিতা উইলিয়ম কেবী তখন কোট উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্ত ফেলিক্স প্রাণপণে পিতার সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় চ্যাপলেন বুকানন চীন মহাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দুই জন কর্মী প্রেরণ করিবার ব্যয় বাবদ ছয় শত পাউণ্ড শ্রীরামপুর-গোদগীর হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স (বয়স আঠারো) মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর কলিকাতার মার্গারেট কিনসীকে (Margaret Kincey) বিবাহ করা সম্বন্ধে চীনে যাইবার জন্ত ক্ষেপিয়া উঠিলেন। পিতা কেবী আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীন যাওয়া হইল না। জোহানেস লাসার নামক চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ একজন আর্থেনিয়ান শ্রীরামপুরে আসিলেন। স্থির হইল, তাঁহার নিকট এখানেই ভাষা শিক্ষা করিয়া চীনা ভাষায় বাইবেল অহুবাদ ও মুদ্রণ করিয়া চীন অভিযান করা হইবে। ফেলিক্সের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। এত দমিয়া গেল যে, তিনি চীনা ভাষায় পাঠ লইলেন না।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর টেলর নামক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরামপুরে আসিলেন, ফেলিক্স তাঁহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞা, বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচার-বিজ্ঞা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন; ধর্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর যোগ নিরাময় করার কাজে তিনি অনেক বেশী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন। বহিঃপৃথিবীতে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার গোপন

বাসনাও তাঁহার হইয়াছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞান জানা থাকিলে জীবনযুদ্ধে তিনি সহজেই জয়ী হইবেন। তিনি কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন।

আবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মিঃ চেটার ও মিঃ মার্ডন রেঙ্গুন গেলেন—সেখানে মিশন স্থাপন করা যায় কি না, ইহা যাচাই করিতে। যে মাসে তাঁহারা ফিরিলেন, কিন্তু মার্ডন পুনরায় যাইতে রাজী হইলেন না। ফেলিক্স যাইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু

Mr. Ward and Dr. Carey were averse to his removal; they considered that as he was familiar with the economy of a printing office, he will be able to supply Mr. Ward's place in case of necessity, and that his complete knowledge of Sanskrit and Bengalee would render him a valuable assistant in the translations.—J. C. Marshman : 'History of the Serampore Mission' Vol I, p. 298.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের জার্নালে কেরীও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

Brethren Marshman, Ward, myself and my son Felix are as fully employed as we can be in translating and printing the scriptures. Felix overlooks the printing: he examines the Shangkrit proofs, having studied that language.

কিন্তু ফেলিক্সের যাত্রা কেহ রোধ করিতে পারিল না। মিঃ চেটারের সহযোগী হিসাবে ক্যাপ্টেন টার্নবুলের নেতৃত্বে 'আনা' নামক জাহাজে ১৮ নবেম্বর (১৮০৭) তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখান হইতে ২২ নবেম্বর রওয়ানা হইয়া ২রা ডিসেম্বর সাগরদ্বীপে পৌঁছিলেন। সেখানে ফরাসী বণপোতবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে দীর্ঘ কাল কনভয়ের জন্ত অপেক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ রেঙ্গুন রওয়ানা হইলেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (পৃ. ৪১২-১৩) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

Mr. Felix Carey possessed much of his father's aptitude for the acquisition of languages, and looked forward with delight to the cultivation of the Burmese language and literature and the translation of the scriptures. It was a new and untrodden field of labour, well suited to his enterprising spirit. He was master of the Sanscrit language, and familiar with the principles of Oriental philology. He had also applied with success to the study of medicine, and walked the hospitals of Calcutta for several years [?]. He was twenty-two years of age when he entered on the undertaking, for which he was well trained in the school of Serampore. He had not been long at Rangoon before he found ample scope for his medical skill, and was thus enabled to obtain favourable access to the heathen. He was the first to introduce the blessing of vaccination into the country, and was so happy as to obtain permission, at the outset of his career, to operate on the child

of the governor. He soon discovered, to his delight, that the learned language of the country, the Pali, the parent of the vernacular tongue was a variety of the Sanscrit, adapted to the monosyllabic language of Burman. His literary progress was thus facilitated and he was enabled with the aid of a pundit, to compile a grammar of the Burmese language, and make a rough beginning with the translation of the scriptures.

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ফেলিক্স রেজুনে পৌছেন। তাঁহার জী মার্গারেট ও দুইটি শিশুসন্তান বাংলা দেশেই রহিয়া যান। ব্রহ্মদেশে মিশনরীদের অস্থবিধার অন্ত ছিল না। সেই সকল অস্থবিধার কথা জানাইয়া ফেলিক্স শ্রীরামপুরে যে পত্র লেখেন, ১৪ই মে তাহা মিশনগোষ্ঠীর হাতে পৌছায়। ফেলিক্সের পত্নী ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক অস্থলইয়া শ্রীরামপুরে আসেন। ফেলিক্স সংবাদ পাইয়া জুলাই মাসের শেষ নাগাদ চলিয়া আসেন। মার্গারেট দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জাছুয়ারি মাসের প্রথমে একটি সন্তান প্রসব করিয়া যান। তিনটি মাতৃহারা শিশুকে লইয়া ফেলিক্স অত্যন্ত দুশকিলে পড়েন, শেষ পর্য্যন্ত মনস্থির করিয়া মিশনগোষ্ঠীর হাতে সন্তানদের সমর্পণ করিয়া তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যান। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যে কয়েক বার শ্রীরামপুর জাতীয়ত করিয়া তিনি পুনরায় ভাষা-শিক্ষার স্থবিধার জন্য ব্রহ্মভাষাভাষী পোতুগীজ-কস্তা মিস ব্লাক-ওয়েলকে বিবাহ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চেটার ব্যক্তিগত কারণে রেজুন মিশন পরিত্যাগ করিলে ফেলিক্সের স্বস্তি মিশনের ভার সম্পূর্ণ অর্পিত হয়। প্রভুত্ব পাইয়া ফেলিক্সের মন বিচলিত হয় ও তিনি পার্থিব বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম-ভাষার ব্যাকরণ ইতিমধ্যে রচিত এবং অভিধানও অংশত সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেট ম্যাথু প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের অনুবাদও ফেলিক্স করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ব্রহ্মদেশীয় গবর্নমেন্টের সহিত ইংরেজ গবর্নমেন্টের মনান্তর উপস্থিত হইলে ফেলিক্স কেবলকে দোভাষীরূপে কাজ করাইবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় গবর্নর বাধ্য করিতে চাহেন; ফেলিক্স অস্বীকার করিয়া রাজবোঝে পতিত হন এবং মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাস ক্যাপ্টেন ক্যানিং পরিচালিত ‘আমবয়না’ জাহাজে সপরিবারে তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। মে মাসে গোলযোগ মিটিয়া যায়। ফেলিক্স ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর মিশনকে লেখেন—“আমি শ্রীরামপুরে গিয়া ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় একটি কি দুইটি মঙ্গলসমাচার ছাপাইতে চাই।” অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। মঙ্গলসমাচার ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্স-রচিত ব্রহ্মদেশীয় ব্যাকরণও ছাপা হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত রেজুন মিশনের প্রয়োজনে ব্যাকরণ ছাপার ভার পিতার হস্তে দিয়া ফেলিক্স নবেম্বর মাসের শেষে রেজুন চলিয়া যান। ছাপার কাজের স্থবিধার জন্য ব্রহ্মদেশে একটি মুদ্রায়ন্ত্র ও হরফাদি লইয়া যাইবার প্রস্তাবও ফেলিক্স করিয়া যান, মিশনগোষ্ঠীও ইহাতে সম্মত হইয়া অল্পকাল প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ ফেলিক্স রেজুন হইতে পিতাকে লেখেন—

By this conveyance I send you the remainder of my grammar ; the list of Burman verbals ; and a preface, which I must get you to look over : reject what you think improper, and make any addition you think is wanting. In my opinion a Palsee translation of the scripture should be begun.

ঠিক এই সময়ে আভার রাজা ফেলিক্স-প্রদত্ত টীকার (Vaccination) গুণগান শুনিয়া নিজ পরিবারে টীকা দিবার জ্ঞাত ফেলিক্সকে আহ্বান করেন। ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে রাজধানী আভায় যান এবং রাজাকে তাঁহার কথাবার্তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি আভাতে নিজের সম্পূর্ণ বায়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দিবেন, ব্রহ্মভাষায় পুস্তকাদি সেখানেই ছাপা হইবে। ইহাং টীকা-বীজ সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়াতে ফেলিক্স স্বয়ং রাজার খরচায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুলাইরী শ্রীরামপুর উপস্থিত হন ; ইহার মাসাবধিকাল পূর্বে—১৪ ডিসেম্বর (১৮১৩) উইলিয়ম কেরী অক্ষরাদি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সহ একটি মুদ্রাযন্ত্র ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ফেলিক্সও টীকার বীজ লইয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন এবং পাকাপাকিভাবে আভায় বাস পরিবর্তন করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। প্রেরিত ছাপাখানাটি তত দিনে রেঙ্গুনে গিয়া পৌছে। আভার রাজা ফেলিক্স কেরীকে লইয়া ষাইবার জ্ঞাত নৌকা প্রেরণ করেন। ফেলিক্স সপরিবারে ছাপাখানা সহ ২৩ মে তারিখে যাত্রা করেন, পথে এক স্থানে নৌকাটিকে সুসজ্জিত করিবার জ্ঞাত প্রায় তিন মাস বিলম্ব হয়। ৩১ আগস্ট তারিখ দ্বিপ্রহরে, ইরাবতী নদীবক্ষে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া নৌকাটিকে ডুবাইয়া দেয়। ফেলিক্সের চোখের সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র উইলিয়ম এবং কন্যা সলিল-সমাধি লাভ করেন ; ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম, ব্রহ্মভাষার অভিধানের, কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের বর্ম্মী অঙ্কবাদের এবং বৌদ্ধ স্তবের ইংরেজী অঙ্কবাদের পাণ্ডুলিপি এক নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বশ্ব হারাইয়া ফেলিক্স প্রায় পাগলের মত রাজধানী আভাতে উপস্থিত হন। রাজা অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিন্তা স্থির হইলে তাঁহাকে রাজদূত করিয়া বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রাজকীয় ধনভাণ্ডার তাঁহার জ্ঞাত উন্মুক্ত হয়, তাঁহাকে একটি খেতাব দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ জন অহুচর ও ছত্রধারী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চলাফেরা করিতে থাকেন। তিনি অতিরিক্ত মত্তপান করিতে শিখেন এবং অমিতাচারের জ্ঞাত ব্যংবার ঋণজালে এমন জড়াইয়া পড়েন যে, পুত্রকে ঋণমুক্ত করিবার জ্ঞাত উইলিয়ম কেরী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুত্রকে মিশনরী হইতে “অ্যাথাসাডারে” রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াও উইলিয়ম কেরী মর্মান্বিত হন। কিন্তু রাজদূত হিসাবে কাজ করিবার যোগ্যতা ফেলিক্সের ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা এমনই চটিয়া যান যে, সেই বৎসরের শেষে রেঙ্গুনে ফিরিয়া ফেলিক্সকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর-কাল ফেলিক্স পূর্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহার শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

...for several years he was entirely lost to the cause. He wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel. At one time he repaired to the court of one of the barbarous chiefs on the frontier, and was constituted his prime minister and generalissimo and led his forces to a conflict with the Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of military science, he was ignominiously defeated, and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at Chittagong, and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ওয়ার্ড নষ্টবাস্ত্য উদ্ধারের জন্ত জলপথে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া ফেলিক্সকে অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন অবস্থায় দেখিতে পান। দীর্ঘকাল তাঁহার কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি বাংলা দেশের পূর্বসীমান্তে বঙ্গ জাতিদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; কাছাড়, জয়ন্তীয়া, মণিপুর হইয়া চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্তী পথ অতিশয় দুর্গম বিধায় চীন পৌছিতে পারেন নাই। হতাশ হইয়া তিনি ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আভাবিক ভবঘূর্বেবৃত্তি চরিতার্থ এবং বিভিন্ন বঙ্গ ও পার্বত্য জাতির ভাষা ধর্ম আচার-ব্যবহারাদি অন্বেষণ করিয়া তিনি এক প্রকারের আনন্দ পাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়ার্ড তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শ্রীরামপুরে লইয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধ কেবী ও মার্শম্যান তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনরায় ছাপা ও অম্বুবাদের কাজে পিতার সহযোগী হইলেন এবং বাংলাভাষাসম্পর্কে তাঁহার কাজ এখন হইতে আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্বে ১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার অনূদিত ব্রহ্মভাষায় দুই-একটি মঙ্গলসমাচার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রেক্সন হইতে 'A Grammar of the Burman Language, to which is added a list of the simple roots from which the language is derived' বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মভাষার অভিধান ও সংস্কৃত অম্বুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পুস্তকে বাংলা অম্বুবাদও ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নবেম্বর ফেলিক্সের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন শান্তিপূর্ণ ও কর্মবহুল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি জুরে আক্রান্ত হন; জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত ডাক্তারেরা চীনে পাঠাইতে উপদেশ দেন, কিন্তু চীনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ছয় মাস রোগভোগের পর পিতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭ নবেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন—
"মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময়

পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ষা প্রভৃতি বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিজ্ঞার খ্যাতি অসাধারণরূপে বহু দেশব্যাপিনী ছিল।... আর কয়েক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুষ পড়িতেন...।” ‘The Story of the Lall-Bazar Baptist Church’ পুস্তকে (১৯০৮) ই. এস. ওয়েদার লিখিয়াছেন, “তাঁহার বিধবা পরে রেভারেণ্ড জে. উইলিয়ামসনকে বিবাহ করেন।” ইহা হইতে অস্বাভাবিক হয়, শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন।

ফেলিক্স কেরী ও বাংলা ভাষা

ফেলিক্স কেরীর সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক এই হিসাবে ঘনিষ্ঠ যে, তিনি ঠিক বাঙালীদের মত বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বস্তুত বাংলা ভাষা তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবঘুরের জীবন সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি যদিও বাংলা ভাষায় উপরে-উল্লিখিত পালি ব্যাকরণের অমূল্য ছাড়া কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু বাইবেলের অমূল্য এবং পিতার ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনায় তাঁহার যে বিশেষ হাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধানটি মুদ্রণের নিমিত্ত কলিকাতার কোনও ছাপা-খানায় প্রদান করেন, কিন্তু বইখানির বিপুল আয়তনের জন্য অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পরে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে উহা মুদ্রণের জন্য দেওয়া হইলে ফেলিক্স সেই অভিধানটিকে নূতন সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পাদন করিতে থাকেন ; স্থির হয়, রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরী উভয়ের নামে উহা প্রকাশিত হইবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া যায়, ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু ফেলিক্সের মৃত্যুর জন্য তাহা আর অগ্রসর হয় নাই।* রামকমল সেনের মূল অভিধান ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের অভিধান সম্পর্কে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তারিখে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়—

“ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—ঐযুক্ত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও ঐযুক্ত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালী ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক দ্রুত অক্ষরে দুই বাল্যে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতো পাইবেন তন্নিম্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সমস্ত টাকা লাগিবেক বাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে ঐযুক্ত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে ঐযুক্ত খ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের ঐযুক্ত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।” ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃ. ৭০।

ফেলিক্স ফিরিয়া আসিবার পর বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক ‘দ্বিদর্শন’ (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনরী-গোষ্ঠী হইতে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের মৃত্যুর পর

* রামকমল সেনের অভিধান—দ্বিতীয়া ৬-৭ পৃষ্ঠা উন্মোচিত।

‘সমাচার দর্পণে’ (১৬ নবেম্বর ১৮২২) যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে ফেলিক্সের রচনা-বলীর মধ্যে ‘দিগদর্শনে’র উল্লেখ আছে ; যথা, “কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির কারণ দিগদর্শন ।” আজ সঠিক নির্দ্ধারণের উপায় না থাকিলেও অস্বাভাবিক হয়, ‘দিগদর্শনে’র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা । এইগুলিই পরবর্তী কালে রামমোহন রায়ের ‘সম্বাদ কৌমুদী’তে পুনর্মুদ্রিত হইয়া রামমোহনের রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । সপ্তম ভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় “ছাপা কর্মের উৎপত্তির বিবরণ” ফেলিক্সের লেখা বলিয়া বোধ হয় । দশম ভাগ বা ১৮১৯ এবং জাহুয়ারি হইতে “হিন্দুস্থানের ইতিহাস” ধারাবাহিক ভাবে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাহির হয় । ইহাও ফেলিক্সের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে ।

ফেলিক্সের সর্বপ্রধান কীর্তি ‘বিদ্যাহারাবলী’ । ইংরেজী ভাষায় ‘এনসাইক্লোপীডিয়া’ বিখ্যাত গ্রন্থ । বাংলা ভাষায় এই জাতীয় একখানি স্বরূপ কোষ-গ্রন্থ রচনার বাসনা ফেলিক্সের হয়, তাঁহার মত দুঃসাহসী “আড্‌ভেন্‌চুরারে”ই এইরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালে এই ইচ্ছা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে । তিনি ‘বিদ্যাহারাবলী’ নাম দিয়া এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন । তিনি নিজের চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, অস্ত্রোপচারেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল, তিনি স্বভাবতই অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা দিয়া ‘বিদ্যাহারাবলী’ আরম্ভ করিলেন । ইহা যে কত বড় দুর্লভ কাজ, এই পুস্তকটি যিনি চোখে দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন । পরিভাষার অভাব, দুর্লভ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনায় ভাবের অভাব, কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই । তিনি অদম্য উৎসাহে দুই-একজন পণ্ডিত এবং পিতা উইলিয়াম কেরীর সাহায্য লইয়া কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুনের ‘সমাচার দর্পণে’ সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনার কথা এই ভাবে প্রকাশিত হয়—

“নূতন পুস্তক ।—খ্রীষ্ট কলিকরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে যে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং জিরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানাপ্রকার বিজ্ঞান কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচলিশ কিবা ছাশ্লার বর্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস মাস ছাপা হইবেক । ঐ আটচলিশ কিবা ছাশ্লার কর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক এক নম্বরের মূল্য ২ টাকা ।”

প্রথম খণ্ড ‘বিদ্যাহারাবলী’ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে, পৃষ্ঠা ৪৮ । গোড়াতেই ফেলিক্স কেরীর একটি নিবেদন ছিল । সেটি উদ্ধৃত করিতেছি—

“বিদ্যাহারাবলী নাম গ্রন্থ লণ্ডনের নিমিত্তে

বাহারী স্বীকৃত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিবা ইহার পরে করিবেন তাঁহারদিগের প্রতি
মোং কলিকরি কেরি সাহেবের পত্রদ্বারা ।

। ১ । যেমত অন্তঃ দেশে মহাব্যক্তি হইপ্রকার অর্থাৎ দুর্ভ এবং জ্ঞানী তত্ত্বপ এতদ্ব্যপেক্ষতঃ

আছে। মূর্খেরা সর্বদা পশুত্ব তাহারদিগের মধ্যে কেহ জানাভিলাষী নয় কিন্তু নিভাস্ত বিধান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাহার চিত্ত অজ্ঞপ্রকার কোনো এক-বিষয় তাহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোনো এক সময় কোন শিল্পকর্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিচার আভ্যোপাস্তকারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাহার মনে কোনো সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক বিদ্যানেরদিগের মন সর্বদা বর্দ্ধিষ্ণু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্তু সর্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

১২। পুনশ্চ ঐ বিদ্যানেরদিগের মধ্যে দুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ বাঁহারা বিজ্ঞাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন বিতীৰ্ণতঃ বাঁহারা স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে প্রজ্ঞ হইয়া অস্ত্র দেশীয় বিজ্ঞাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাজ্ঞী। এই দুইপ্রকার লোকের মধ্যে বাঁহারা বিজ্ঞাভ্যাস করণে কেবল আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন তাহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অস্ত্র স্থানে সাহেবানেরা এবং অস্ত্র ভাগ্যবান এতদেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিজ্ঞাবাহুল্যের জন্তে অনেক আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো ইউক কেননা বিজ্ঞা সমুদ্রের তীর তাহার অন্ত পাওয়া অতিদুঃসাধ্য।

১৩। বাঁহারা বিজ্ঞাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদেশীয় অস্ত্র ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিচার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জানেতে বর্দ্ধিত হইলে অবশ্য তদগ্রন্থের সমস্ত মূল গ্রন্থ জানেজুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রন্থ তাবদায়ুর্ক্বেদশিল্পবিজ্ঞাদিগ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু বাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিজ্ঞা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিজ্ঞা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনানন্তর অস্ত্র ইউরোপ-জাতীয় বিজ্ঞাভ্যাসেজুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অস্ত্রবঙ্গকলিকাদি দেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্ক্বেদশিল্পবিজ্ঞাদিবর্দ্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আভ্যোপাস্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিজ্ঞাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।

১৪। এই গ্রন্থের প্রথম নম্বর অজ্ঞ জীৱামপুয়ের ছাপাখানাহইতে নির্গত হইয়াছে এবং যদি এই গ্রন্থ সর্বগ্রন্থ হয় এবং সকলে যদি এতৎকার্য্যে সাহায্যকরণাকাজ্ঞী হন তবে ক্রমে যাবৎ একত করিয়া তাবদ্বিজ্ঞাগ্রন্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতি মাসে প্রথম দিবসে একত নম্বর ছাপা হইবেক। তৎপর যখন একত বিজ্ঞাগ্রন্থ ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ হইবেক তখন সমাচার দেওয়া যাইবে তাহাতে বাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রতি মাসের নম্বর একত করিয়া বই বাধিতে পারিবেন ইতি। ইংরাজী সন ১৮১৯ আক্টোবর মাসের প্রথম তারিখ। বাঙ্গলা ১২২৬ শন ১৬ আশ্বিন।

চৌদ্দ মাস ধরিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা হিসাবে ‘বিজ্ঞাহারাবলী’ বাহির হইয়া মুঠা ইত্যাদি সহ মোট ৬৬ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞা সমাপ্ত হয়। মোট মূল্য দ্বার্য্য হয় ১৪ × ২১ = ২৮। মূলগ্রন্থের টাইটেল-পেজ—

বিজ্ঞানাবলী / অর্থাৎ / বাঙ্গালাভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্বগ্রাহ্য তাৎপর্ষ্য আয়ুর্কেন্দ্রশিল্প /
বিজ্ঞানি মূল গ্রন্থাবলী । / তৎপ্রথমগ্রন্থ । / ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান ।

ইহারই অল্পরূপ একটি ইংরেজী টাইটেল-পেজও আছে । প্রথম খণ্ডের টাইটেল-পেজ
এইরূপ—

ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান । / কিলিক্স কেরিকতু'ক / পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসক্লোপেদিয়াত্রিটানিকানাম-
গ্রন্থাবলীহইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত । / গরিষ্ঠ উলিঅাম কেরিকতু'ক তর্জমা বিবেচিত / ত্রিকান্ত-
বিভাগকারকতু'ক ভাষাবিবেচিত এবং ত্রিকবিচন্দ্র / তর্কশিরোমণিকতু'ক সাহায্যীকৃত । /
ত্রিয়ারমপুরে মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত । / সন ১৮২০

ইহারও অল্পরূপ ইংরেজী টাইটেল-পেজ আছে । সূচী ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই
দেওয়া আছে ।

বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও দুর্জহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন,
তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই ; পুস্তকের শেষে দীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যবচ্ছেদ-
বিজ্ঞানভিধান অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে ।
এই পুস্তকের পরিভাষার দুর্জহতা সযত্নে নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল, কারণ, তৃতীয় সংখ্যা
(ডিসেম্বর ১৮১২) হইতে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরী-রচিত দুইটি শ্লোক মুদ্রিত
হইয়াছে । যথা—

সর্বজ্ঞাপনার্থকশ্লোকস্বয়মিদং ।

গ্রন্থে নির্ণীতমন্ত্রাধারিতসজ্ঞাটাবিকোষেয়ু দৃষ্টেঃ ।

শিষ্টেঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজনমুদেহস্থাদিশারীরতত্ত্বং ।

বংকোষানাগুনামা পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্দ্বৌগিকৈস্তত্৷

যুগ্মান্তির্কৈস্তত্ত্বতত্ত্ববিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্বকং ।

দ্রাক্ষ্যন্ত্যগ্নিরবতঃ কমপি যদি পদস্তাসমেবাপ্যবোধ্যং ।

সজ্ঞা বোধ্যঃ প্রসিদ্ধং বিদধতু ভবতাং সম্মতং সম্মতকণ্ঠং ।

কিস্তেতচ্চর্য্যাত্তবস্তং পরগতবিষয়ঃ জ্ঞাপয়িত্বা বিশেষং ।

কুর্কীরঃস্তেন মাধাপরমপি পরমানন্দসন্দোহস্থত্বং ।

ইহার অর্থ—

অমর, রতস, জটায়ব, বিখকোব প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়,
সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শারীরতত্ত্ব নির্ণীত
হইয়াছে । আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া বাইবে না, তাহাদিগকে কেবল বৌদ্ধিক ও
সাধু শব্দসকলের মিলন দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান স্ত্রবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন ।

এই গ্রন্থে যদি কোনও পদস্তাসকে অবোধ্য ও নিশ্চিনীয় বর্ণন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই
পদকে আপনাদের ও সম্মতগণের সম্মত, প্রসিদ্ধ ও বোধবোধ্যরূপে পরিবর্তিত করিবেন । কিন্তু
ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদগত বিবরণ ও তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্বারা আমাকে ও অন্তান্তকে
অবস্তাই পরমানন্দিত করিবেন ।

পুস্তকের মলাটের “ইস্তাহার” হইতে জানা যায় যে, ব্যবচ্ছেদবিভাগসংক্রান্ত ছবি বা প্রেট স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া সম্ভবতঃ আট আনা মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্রীত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষে ফেলিক্স কেরীর গোড়ার নিবেদনটি (যাহা পত্রাকারে উপরে মুদ্রিত হইয়াছে) একটু বাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে। প্রথম তিন প্যারা যথাযথ রাখিয়া চতুর্থ প্যারা হইতে নিবেদনটিতে ৪ হইতে ১০ প্যারা নূতন যোজিত হইয়াছে। নূতন ৪—৭ প্যারা এইরূপ—

। ৪। অপর সকল বিভাগগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্বাহ হয় না অতএব যে স্থানে উপযুক্ত-সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীত হইয়াছে কিন্তু যে স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেই স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃতসংজ্ঞা গঠন গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদৈকীয় তাবদগ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কতি উপযুক্তসংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কার্য অতএব এই বিভাগারাবলীগ্রন্থেতে যে সংজ্ঞা অল্পশযুক্তা বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্তনে অল্প সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যন্তাদিব্যয় হয় জানিবেন।

। ৫। অপর কেহ বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ ছাপা কর না কেন এবং সমস্ত ভাষায় কিন্তু রচনা কর না তদ্বিষয়ে উত্তর করি যে ভাববিভাগগ্রন্থ কঠিন অতএব সহজ ভাষায় তর্জমা প্রায় হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন যে বহুভাষাব্যতিরিক্ত কোনো এক বিভাজ্ঞ হওয়া যায় না এবং যাহারা অভ্যাস করে তাঁহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ব হন না তবে অনেক বিভাগে সকলেই কিপ্রকারে চর্চাৎ পরিপক্ব হইতে পারিবেন।

। ৬। অপরক ইংলণ্ডীয় ভাববিভাগগ্রন্থ তর্জমা করিয়া ছাপা করা অতিবৃহৎ কার্য এবং অল্পকালে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাতে সকলের সম্ভাব্য জ্ঞান অসাধ্য যেহেতুক সকল বিভাগই কঠিন। অপর সকলের প্রতি সকল বিভাগ সমান সম্ভাব্যজনিকা নয় তৎপ্রযুক্ত এবং অর্ধশতাব্দী সর্বলোকার্থে সুগম করণ প্রায় অসাধ্য তৎপ্রযুক্ত যে বিভাগগ্রন্থে সকলের সম্ভাব্য এবং হিত জন্মে তাহাই প্রথমে তর্জমা করণের বাঞ্ছা ছিল কিন্তু তদ্বিষয়ে বাধিত হওয়ার কারণ জানাই বিশেষতঃ যে কোনো বিভাগ বা ইউক তাহার মূল গ্রন্থ অগ্রে না ছাপাইলে তদ্বিত্তিকারী অল্প বিভাগগ্রন্থ শুদ্ধ হয় না অতএব বিকৃতিনিবারণার্থে এবং সংজ্ঞাশব্দ স্থিরকরণার্থে অল্পমান হইল যে ব্যবচ্ছেদবিভাগ এবং কিমিয়াবিভাগ অর্থাৎ রসায়নবিভাগসম্পূর্ণ পূর্বে চিকিৎসাবিভাগ এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিভাগ এবং ঔষধভেদবিভাগ আরম্ভকরণে অনেক বাধা জন্মিবে।

। ৭। অতএব প্রথমতঃ ব্যবচ্ছেদবিভাগ ছাপান গিয়াছে ইহার পরে রসায়নবিভাগ এবং সংসারবিভাগ এবং ঔষধচিকিৎসাবিভাগ এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিভাগ এবং ঔষধনির্ধারণবিভাগ ইত্যাদি ক্রমেতে ছাপাকরণের বাঞ্ছা আছে কিন্তু এইকণে স্বাক্ষরকারির ন্যূনতাপ্রযুক্ত এবং স্মৃতিশাল্য ছাপানের অগ্রে প্রয়োজনপ্রযুক্ত আগামি সালে স্মৃতিশাল্য ছাপান বাবে পরে কথিত বিভাগ পূর্ণ-বাক্যানুসারে ক্রমেতে ছাপান বাইবে।

ফেলিক্স কেরী স্বয়ং যদিও স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ গ্রাহকের ন্যূনতার কথা লিখিয়াছেন, পাদরি লং কিন্তু তাঁহার “ক্যাটালগে” বলিয়াছেন “there were 300 native subscribers to it”। আমাদের মনে হয়, লন্ডের খবর সত্য নহে, মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইলে ‘বিভাগারাবলী’ বন্ধ হইত না।

“ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞা”র ভাষার নিম্নোক্ত নমুনা দুইটি দেখিলে ১৩৬ বৎসর পূর্বে ফেলিক্স কি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিব—

(ক) ঐ ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞাত্যাসকরণে স্তূপমার্ধে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞাকে দুই ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ (আনাতোমি) অর্থাৎ শরীর কোন দ্রব্যদ্বারা নিৰ্ম্মিত এবং ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কিপ্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ (ফিসিওলজি) অর্থাৎ দৃশ্যদৃশ্যবস্তুর সংযোগবিজ্ঞা ফলতঃ শরীরের মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার এবং কাহার দ্বারা চালিত হন তদ্বিজ্ঞা।

শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তুদ্বারা নিৰ্ম্মিতপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞাকে দ্বিধা করিয়াছেন।

। ১। শরীরমধ্যে ঘনবস্তুর ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞা।

। ২। দ্রববস্তুর ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞা।

। প্রথমতঃ। এই দুই বিজ্ঞার মধ্যে প্রথম ঘনবস্তুর নির্ণয় করি। শরীরের মধ্যে যে২ বস্তু দ্রবীভূত নহে তাহা ঘন এবং ঐ ঘন বস্তুকেও ব্যবচ্ছেদকেরা দ্বিধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ

। ১। অতিঘন অর্থাৎ অস্থি। ঐ অতিঘন বস্তুর ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞাকে (অস্তিওলজি) অর্থাৎ অস্থিবিজ্ঞা করিয়াছেন ফলতঃ অস্থির নির্ণয়।

। ২। ন্যূনঘনবস্তু। ব্যবচ্ছেদকেরা ঐ ন্যূনঘনবস্তুর (সার্কোলজি) সংজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ মাংসনির্ণয়বিজ্ঞা।

এই স্থানে আমারদিগের এ কথা কখন উচিত যে ঐপ্রকার ঘন এবং দ্রববস্তু নামেতে শরীরের পৃথক২ নির্ণয়করণ প্রথমতঃ সাধারণ লোকেরদিগের মূর্খতাতে উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতুক তাহারা শরীরের মধ্যে কেবল মাংস এবং অস্থি এই উভয় ভেদজ্ঞ ছিল। শরীরের মধ্যে অনেকপ্রকার কোমল এবং মাংসবৎপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা মাংসবিজ্ঞা বহুধা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পৃ. ১-২

(খ) মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াসময়ে তন্ম-সমস্ত বর্ক এবং ক্রীত হয় কিন্তু ঐ সমস্ত কিপ্রকারে হয় তাহা কখনে অক্ষম। তন্মত্তও ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে শিরার প্রয়োজন আছে যেহেতুক মাংসপেশীতে গমনকারিণী কোনো এক শিরা রক্তদ্বারা বহু করিলে কিবা ছিন্ন করিলে ঐ মাংসপেশী ক্রীড়াকরণে অক্ষম হয়। অপর মাংসপেশীতে প্রবেশকারিণী কোনো এক রক্তপ্রবাহক নাড়ী রক্তদ্বারা ঐরূপে বহু করিলে ঐ মাংসপেশীও ক্রীড়াকরণে অক্ষম উহাতে প্রমাণ হয় যে মাংসপেশীর ক্রীড়নবিষয়ে রক্তপ্রবাহেরও প্রয়োজন আছে তাহাতে পক্ষাঘাতরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে মাংসপেশীতে পাওয়া যায় না কিন্তু মাংসপেশীগমনকারিণী শিরাতে কিবা মস্তকের কিবা কশেককারজ্ঞার শিরাতে পাওয়া যায়। পৃ. ১২৮

‘বিজ্ঞাহারাবলী’র দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘স্বতিশাস্ত্র Jurisprudence (পীয়াস’কেরী)। ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে “A work on law in Bengalee, not finished at press” এই উল্লেখ আছে। ‘সমাচার দর্পণ’র মৃত্যুসংবাদেও (১৩ই নবেম্বর ১৮২২) আছে “স্বতি

নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা” করিতেছিলেন। ‘ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান’র সর্বশেষ নিবেদনে (উপরে উদ্ধৃত) স্মৃতিশাস্ত্র প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে। ‘ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান’র শেষ খণ্ড বাহির হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের ১লা। তাহার পর দুই মাস ‘বিজ্ঞানাহারাবলী’ প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘স্মৃতিশাস্ত্র’র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়—

স্মৃতিশাস্ত্র সুবোধার্থে বোধ্যশব্দ গঠন অতি দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিজ্ঞানাহারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গোণ হইয়াছে কিন্তু ইহার পর পূর্ববর্তীভাষ্যসারে মাসে২ এক২ নম্বর ছাপা হইবে। এই নম্বর অবধি করিয়া এক২ পৃষ্ঠাতে পংক্তির সংখ্যা অধিক হওয়ায় কেবল চল্লিশ পৃষ্ঠ এক২ নম্বরে ছাপান যাইবে ইতি।

মূল্য প্রতি সংখ্যা পূর্ববৎ দুই টাকাই ধার্য্য হয়। ‘স্মৃতিশাস্ত্র’র ২য় সংখ্যা যথারীতি মার্চ মাসেই বাহির হয়, কিন্তু মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই “ইত্তিহার” দেওয়া হয়—

স্বাক্ষরকারিরদেয় অভাবপ্রযুক্ত এই বিজ্ঞানাহারাবলী গ্রন্থ এই অবধি করিয়া মাসে২ নম্বর২ রূপে ছাপা না হইয়া উত্তরোত্তর অল্পে ছাপা হইয়া এক২ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বই বান্ধিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

অর্থাৎ ‘বিজ্ঞানাহারাবলী’র প্রকাশ এইখানেই সমাপ্ত হয় এবং ‘স্মৃতিশাস্ত্র’ও এই পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

‘স্মৃতিশাস্ত্র’ বিষয়টিই এরূপ ছরুহ যে, বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন। ফেলিক্স কেরী সংস্কৃতভাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সাহায্য লইয়া সেই অসাধ্যও যে কি ভাবে সাধন করিয়াছিলেন, নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা প্রমাণ হইবে।—

(ক) এতরূপে বখন স্রষ্টা সংসার সৃষ্টি করিলেন এবং অবস্থ হইতে বস্তু সৃষ্টি করিলেন তখন ঐ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল নিয়ম নিরূপণ করিলেন ঐ বস্তু ঐ নিয়মবাহিত হইতে পারে না হইলে সে লুপ্ত হয়। বখন স্রষ্টা প্রথমতঃ বস্তু নির্মাণ করিয়া তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিলেন তখন তিনি কতকগুলি কার্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাহাতে গতিবিশিষ্ট তাবৎ বস্তু তন্নিয়মাবলী জানিবেন। অপর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য অনুধাবনকরণানন্তর ক্ষুদ্র কার্য্য অনুধাবন করি বিশেষতঃ বখন কোনো শিল্পকর ব্যক্তি বড়ী কিছা অস্ত্র কোনো কল নির্মাণ করে তখন সে সেই কলের গতির নিয়মার্থে খেচ্ছায়াসারে তৎকলত্বতাবলী কতগুলি নিয়ম নিরূপণ করে...। পৃ. ১-২।

(খ) প্রাচীন রাজনীতিরচকেরা কহেন যে প্রভূত্ব বিষয়ে কেবল যত্নের হইতে পারে তাহা বিশেষিয়া কহি প্রথমতঃ বখন প্রভূত্ব প্রদ্বাতে অর্পিত হয় তখন তাহারে প্রজাপ্রভূত্ব বলি দ্বিতীয়তঃ বখন কুলীন সভ্যেতে অর্পিত হয় তখন তাহাকে কুলীনপ্রভূত্ব কহি তৃতীয়তঃ বখন এক ব্যক্তিতে অর্পিত হয় তখন তাহারে একপ্রভূত্ব কহি এতদ্বির অস্ত্র সমস্ত রাজশাসন যত কথিত মত হইতে উৎপন্ন হয় ইহা পণ্ডিতেরা কহেন। পৃ. ১৬

(গ) ইংলণ্ডীয় রাজ্যের করণীয় প্রধান শক্তি এক ব্যক্তিতে অর্পিতা বিশেষতঃ রাজ্যে কিছা রাণীতে অর্পিতা।

রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তির এইরূপ বিষয় বিবেচনাই বিশেষতঃ তাঁহার পদবী তাঁহার বংশ তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার করণীয় তাঁহার স্বত্ব বা শক্তি তাঁহার কর।

রাজার পদবী বিষয়ে কহি ইংলণ্ডীয় মূল ব্যবস্থাদ্বারা রাজমুকুট সর্বদা উত্তরাধিকারিগামি হয় এবং উদ্ধাপে থাকে। পৃ. ৭৪

গীয়ার্স কেরীর মতে ফেলিক্স শ্রীরামপুরে প্রত্যাভর্জন করিয়া [সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর] কলেজের জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অঙ্কুবাদ করেন। প্রথমটির মূল জেমস মিলের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়টির মূল গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের ফেলিক্স-কৃত অঙ্কুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কোনও বিবরণীতেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যুসংবাদে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে এই দুইটি পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ আছে—(১) Translation into Bengalee of an abridgement of Goldsmith's History of England printed at the Serampore Press for the School Book Society, (২) Translation into Bengalee of an abridgement of Mill's History of British India, for the School Book Society, now in the Press (পরিশিষ্ট ত্রয়্য)।

'সমাচার দর্পণ'ের মৃত্যুসংবাদে দ্বিতীয় বইখানির কোনই উল্লেখ নাই। মনে হয়, ইহা মুদ্রিত করিবার স্বযোগ ঘটে নাই। প্রথম পুস্তকখানি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটির পক্ষ হইতে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। টাইটেল-পেজটি এইরূপ—

ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঙ্গ্রহ / অর্থাৎ / জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিশ দেশাভিক্রমসময়াবধি, / আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময়পর্যন্ত, / মহাব্রিটেনের বিবরণ সঙ্গ্রহ / তদ্ব্যপ্যে জুলিয়স্ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় ভর্তুক নামে রাজার মৃত্যুপর্যন্ত, / গোল্ডস্মিথ উপাধ্যায়কর্তৃক বিবরণীকৃত : / এবং ঐ ভর্তুকের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময়পর্যন্ত, / অত্র এক প্রাথিত প্রজ্ঞাপাধ্যায়কর্তৃক বিবরণীকৃত. / ফিলিক্স কেরিকর্তৃক বাঙ্গালাভাষায় কৃত. / C. S. B. S. / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইতি. / শন ১৮১২.

ইংরেজীতে অঙ্কুরূপ একটি টাইটেল-পেজ আছে, শুধু প্রকাশ-সন ১৮১২ স্থলে ১৮২০ ছাপা হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা সূচী ৬, শব্দ-সূচী ১২ এবং মূল পুস্তক ৪১২।

এই পুস্তকের ভাষা লইয়া 'লিটারারি গেজেট' নামক সংবাদপত্রে কালীপ্রসাদ ঘোষ (১৮৩০) বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' জবাবে লেখেন—

ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কালীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোক্ত করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচক্ষে স্বীকার করি তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ স্তব্ধাং সকলের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গালাভাষায় মর্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও

এতদেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অল্প কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাগলা ভাষা রচনার ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অল্প কোন সাহেব ছিলেন না অধিকল সংস্কৃতভাষায় ভাষার ইংলণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা কৰাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দ্রাক্ষ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

—‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬০

এই পুস্তক পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহাতে উপরোক্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল কি না জানি না। এই বহুনির্ম্মিত পুস্তকের* তিনটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) রুমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্বে ব্রিটন দেশ পৃথিবীর অপর অংশেতে অত্যন্ত খ্যাত ছিল, অপর গাল দেশের সমুখস্থ তটে সকল তৎদেশীয় প্রজাগণেরদের উজাগধারা যে স্রব্যানি উৎপন্ন হইল, তাহারি বাণিজ্যের কারণ অনেক সওদাগর সর্বদা সে দেশে বাইত। ইহাতে অনুভব হয়, যে ঐ সকল সওদাগরবা, যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল, কিছুকাল পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল; পরে সে দেশ অতিরমণীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুদ্রসাগ্রিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে কৃষিকর্মাধি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল। কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী লোকেরা সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনাদিগের ধর্ম্ম ইচ্ছা বোধ করিয়া, এবং উহার আনারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনাতে, ঐ নুত্তন আগত লোকেরদিগের সহিত সমুদ্রায় ব্যবহার ত্যাগ করিল। পৃ. ১

(খ) যখন চার্লস রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন জিংশতসংসং ছিলেন, দেখিতে সুন্দর এবং আচায়েতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্বতোভাবে প্রজারদের মধ্যাধাধারহওনোপযুক্তপাত্র ছিলেন; এবং বন্ধনদশাতে আশ্রমজিবর্গেরদের সহিত নিত্যাক্সাদামোদনভাবপ্রযুক্ত, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও, ঐ সামরন্যভাব ত্যাগ করিলেন না; এবং বাল্যাচরণপ্রযুক্ত তাঁহার পূর্বীয় দেব স্রষ্টা অনিষ্টাচরণে কোনহ কাতারো শঙ্কা পাইবার আশঙ্কাও ছিল না। পৃ. ২২৯

(গ) পরে কোনো ভেদ না করিয়া রাজ্যের ভাবস্থানহইতে মহাসভ্যেরদিগকে একত্র করিয়া, রাজ্যের রক্ষা এবং তদ্বিষয়ে নিমিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। ঐ সভার একত্র হইয়া, হানোবর রাজ্যের মনোনীত কর্তার নিকটে পত্র প্রেরণ দ্বারা, মরণাপন্ন রাণীর সংবাদ জ্ঞাত করাইয়া, হলও রাজ্যে তাঁহাকে আগমন করিতে প্রার্থনা করিলেন এবং কহিয়া পাঠাইলেন, যে সেই স্থানে পহঁছিলে, আপনাকে ইংলণ্ডরাজ্যে আনিবার নিমিতে, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধকাহাজসমূহ প্রস্তুত থাকিবে। পৃ. ২৮১

ফেলিক্স কেরীর সর্বশেষ পুস্তক যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও অমুবাদ—বানিয়ানের ‘পলগ্রিম্ প্রোগ্রেস’র অমুবাদ। এই পুস্তক ‘মার্তীরদের অগ্রেশবর্ণন বিবরণ’ নামে দুই খণ্ডে বাতির হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত

রেভারেন্ড লণ্ড তাঁহার কাটালগে এই পুস্তকের নামানুসারের নিম্না করিয়াছেন।

হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফেলিক্সের মৃত্যু-বৎসরে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪০। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেভারেণ্ড জে. ডি. পীয়ার্সন একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, প্রথম খণ্ড পীয়ার্সন কর্তৃক এবং দ্বিতীয় খণ্ড বেভারেণ্ড জী. পীয়ার্স কর্তৃক সংশোধিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বেভারেণ্ড জে. ওয়েদার একটি সম্পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ বাহির করেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ দুই খণ্ড কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল। আমরা সেখান হইতে পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি একটি খাতায় নকল করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই খাতাটি হারাইয়া যাওয়াতে এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খবর দিতে পারিলাম না, এই পুস্তকের ভাষার নমুনাও দেওয়া গেল না। মহামুন্দের দরুন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির ছপ্পাপ্য বইগুলি পশ্চিম-ভারতে স্থানান্তরিত হইয়াছে; সেগুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব হইবে। অগ্রথায় ইহা অসম্পূর্ণই থাকিবে। কাহারও সন্ধানে যদি এই পুস্তক থাকে, আশা করি তিনি আমাদের সহায় হইবেন।

ফেলিক্সের আর দুইটি বাংলা রচনার খবর মাত্র আমরা পাইতেছি। ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’র মৃত্যু-সংবাদে “Translation into the Bengalee of a chemical work by the Rev. John Mack, for the Student of Serampore College. The work is partly brought through Press.” ‘সমাচারদর্পণ’ সংবাদ দিয়াছেন, “শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ রসায়ন বিজ্ঞান”। জন ম্যাকের ‘কিমিয়া বিজ্ঞান নার’ ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ভূমিকায় ম্যাক ফেলিক্সের স্বণ স্বীকার করেন নাই। ফেলিক্সের অহুবাদ যদি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ জন ম্যাকের পুস্তকের মধ্যে ফেলিক্সের কীৰ্ত্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ডক্টর সুনীলকুমার দে তাঁহার ‘উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য’ পুস্তকে ফুটনোটে এক স্থানে ‘ডিক্সনারী অব এনসাইক্লোপিডিয়া’র নজিরে ফেলিক্স কেরী-কৃত গোল্ডস্মিথের ‘ভিকার অব ওয়েকফিল্ড’র অহুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় ইহা ভুল—গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের সহিত ‘ভিকার অব ওয়েকফিল্ড’র স্বতঃই গোলযোগ ঘটিয়াছে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর এই দান আজ নূতন করিয়া আমাদের স্মরণীয়, কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স কেরী তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা এতাবৎকাল পান নাই। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানরচনার কৃতিত্ব তাঁহার, তিনি তাহা যে ভাবেই করিয়া থাকুন; দুর্ভাগ্য স্থিতিশাস্ত্রের ভব তিনি স্বয়ং বৈদেশিক হইয়াও যে ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ রামমোহন ছাড়া সে যুগে দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ তাঁহাকে “undoubtedly the best Bengali scholar among his countrymen, especially in his knowledge of the

idioms and construction of that language" বলিয়া কিছুমাত্র অত্যাক্তি করেন নাই। ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ত যে সকল বৈদেশিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাদের অন্ততম প্রধান—এ কথাও সত্য। 'সমাচার দর্পণ' নীচের উক্তিতে তাঁহার যে যে গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদের মধ্যে তাহাও দুর্লভ—

ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে, ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরহুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

বাংলা ভাষার সহিত ফেলিক্স কেরীর ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্মী জন ক্লার্ক মার্শম্যান সন্কটভাবে যাহা বলিয়াছেন, ফেলিক্সকে স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তিনি বলিয়াছেন—

He was, unquestionably the most complete Bengalee scholar among the Europeans of his day, but his style wanted simplicity, and the unrestrained admixture of Sanscrit words made his translations difficult of comprehension to ordinary readers.—'জিয়ামপুর মিশনের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬

মিশনরী-শ্রেষ্ঠ রেভারেন্ড কেরীর পুত্র হইয়াও তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাষায় উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন; এই ভাষাতে প্রথম বিশ্বকোষ রচনার দুঃসাহসিক কল্পনা তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। মাত্র দেড় বৎসরের অমাহুযিক পরিশ্রমে ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান মত দুর্লভ শাস্ত্রকে তিনি পরিভাষা সহ বাংলায় রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন—এই ভাষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল বলিয়া। তাঁহার কথা স্মরণ করিলেই মন প্রীতিতে প্রসন্ন হইয়া উঠে, কল্পনায় দেখিতে পাই, এই পঞ্চত্রয় তরুণ পাদরি ব্রহ্মদেশীয় অভিজ্ঞাতের বিচিত্র রঙিন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পশ্চাতে ছত্রধারী ভৃত্য ও পঞ্চাশ জন বর্ম্মী অহুচর লইয়া কলিকাতার রাজপথে অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার হস্তচ্যুত 'ধর্ম্মপুস্তক'—'ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান' 'স্মৃতিশাস্ত্র' ও 'কিমিয়াবিজ্ঞান'র রূপান্তরিত হইয়াছে।

[পরিশিষ্ট : "Several years ago, the Committee entered into an engagement with Mr. J. C. Marshman for 30 additional numbers of the Digidorshun. These were to be compiled from Mill's celebrated History of British India, so as to contain a complete epitome of that important subject, of this work 1000 copies of each of the first ten numbers have been received into the depository."—*The Sixth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings*, 1826, p. 8.

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সর্বোদ সত্য হইলে এই পুস্তকও ফেলিক্সের রচনাবলীতে বৃত্ত হইবে।]

রামভদ্র সার্বভৌম

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক রামভদ্র সার্বভৌমের রচিত কুহুমাল্লি-কারিকা-ব্যাখ্যা বাঙ্গালা দেশের ত্রায়-চতুষ্পাঠীসমূহে অদ্বীত হইয়াছে।^১ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত “আন্ততঃ সংস্কৃত গ্রন্থমালা”য় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি নব্য ত্রায়ে গ্রন্থের প্রচার ও রক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিনব প্রচেষ্টা আমরা সান্নিধ্যের অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলে রামভদ্র সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্যাদি আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে তদ্বারা শ্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরণ ও পরিবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিব।

রামভদ্রপ্রমুখ বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতদের গ্রন্থরাজ্য প্রায়শঃ অমুদ্রিতগ্রন্থ ভারতের বিভিন্ন পুথিশালায় রক্ষিত আছে এবং এনও কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত-গৃহে অনাদৃতাবস্থায় বিলুপ্যমান হইতেছে। যাহারা এই সকল গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ দিতেছেন, তাহারাই প্রশংসার ও ধন্য। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বাঙ্গলার বাহিরে কাশী, পুনা, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা এ বিষয়ে যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, বাঙ্গলার দুই একটি প্রতিষ্ঠান এরূপ সাহায্য স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে!

রামভদ্রের গ্রন্থপঞ্জী

১। রামভদ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **ন্যায়রহস্য** (১) নামক গোতমসূত্রের ব্যাখ্যা। গ্রন্থরস্তু এই :^২

ত্রয়োপেন্দ্রপ্রভৃতিবিবৃদ্ধান্তভূমিঃ পরীতঃ

জুহুং সিদ্ধৈঃ সনককপিলব্যাসভূমিঃ সমস্তাঃ।

স্বর্গশ্রেয়োমধুরমধুভিঃ সর্বকোঙ্কুস্তমানঃ

নিত্যং ভাবচরণকমলং ভাবয়ন্তৃষ্টিকারাঃ।^{১১}

১। ১২৯৫ সনের নবদ্বীপের সংস্কৃত পরীক্ষার মুদ্রিত পাঠ্যাত্মিকের ন্যায়ের উপাধিপরিষ্কার পাঠ্যমধ্যে (পৃ. ৬) কুহুমাল্লি “রামভদ্রীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২। ন্যায়রহস্যের ৪খানা পুথি আমরা সম্যক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কাশী সরস্বতীভবনের পুথি (ন্যায়টীপেনৈষিক ১৯ সংখ্যক) সম্পূর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত অল্পদ্রব। পুনা ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানের ২টি পুথিই বহুতঃ এবং প্রায়শঃ শুদ্ধ। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ১৭৯৬ শকে অমূল্যবিশিষ্ট “ন্যায়রহস্য মাদুরী ব্যাখ্যা” নামক পুথি (৬৬৯ সংখ্যক, পত্রসংখ্যা ২৫) বহুতঃ “ন্যায়রহস্যে”রই প্রথমব্যাখ্যার বিভ্রান্তালঙ্ঘন পর্য্যন্ত অংশবিশেষ। গ্রন্থরস্তু না থাকার লিপিকার গ্রন্থমধ্যে “সিদ্ধান্তরহস্যে”র উল্লেখ দেখিয়া জ্ঞানবিশ্বতঃ ইহা যথ্যবানার্থ-রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন।

আরাধ্যানাদিমূর্তেরখিলস্বরগুরোঃ শঙ্করস্তাজ্জি পদ্মা

মগ্নান মোহান্ধকারে তপন ইব যুনিঃ প্রাণিনঃ প্রোদ্ভিদীর্ঘঃ ।

অক্ষাজ্জিঃ শাস্ত্রমেতৎ পরমকরণয়া যথ্যাত্তদ্রহস্যং

শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয় ইদং রামভদ্রস্তনোতি ॥২

ভাষ্যাদীনাং বচনরচনা কেবলং শব্দচিত্রং

প্রাযো যত্র প্রকরণকথা প্রাকৃতী ভারতী ।

স্মৃতে তত্ত্বং ন হি ভূতভবং কিন্তু মোহং প্রস্মৃতে

কো জানীয়াজ্জগতি মতিমানস্ত শাস্ত্রস্ত তত্ত্বম্ ৩

রামভদ্র প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের উপর “শ্রায়রহস্য” পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তৎপরিবর্তে রামভদ্রের পিতা জ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি-রচিত “আদ্বৈতীকীতত্ত্ববিবরণ” নামক পঞ্চমাধ্যায়ের পৃথক্ টীকা দ্বারা গ্রন্থের পূরণ হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ রামভদ্রের পিতৃপরিচয়ে প্রদত্ত হইল। চতুর্থাধ্যায়ের শেষে পুষ্পিকা যথা:—সমা(প্তং) তত্ত্বজ্ঞানপরিপালনপ্রকরণং দ্বিতীয়মাহিকং চ। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়শ্রীভট্টাচার্য্যসার্বভৌমরামভদ্রবিনির্মিতং শ্রায়রহস্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ। এইরূপ পরিপূর্ণ পুষ্পিকা গ্রন্থের অদ্বৈত বিত্তমান নাই। তদ্বারাও বুঝা যায়, রামভদ্র এই পর্য্যন্তই রচনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে বিশ্বনাথ পঞ্চানন-রচিত “শ্রায়স্বত্রবৃত্তি” ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। রামভদ্রের টীকা তদপেক্ষা বিস্তৃততর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রাচীন। বিশ্বনাথ বহু স্থলেই রামভদ্রের গ্রন্থের অমূল্য মাত্রা করিয়াছেন (১১১,২২ স্বত্র দ্রষ্টব্য) এবং কচিং খণ্ডনও করিয়াছেন (১২৬,৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিতদের মধ্যে শক্তির হাসবশতঃ ক্রমশঃ যে সংক্ষেপে কচি হইয়াছে, রামভদ্রটীকার পরিবর্তে বিশ্বনাথবৃত্তির সমধিক প্রচারলাভ তাহার একটি নিদর্শন বটে। বিশ্বনাথেরও একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। রামভদ্র পদে পদে ভাস্কাদি চতুর্থাঙ্গী ও বর্ধমানের ব্যাখ্যা বিচার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত “মিশ্র” অর্থাৎ “শ্রায়তত্ত্বালোক”কার বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভ (১৩১,৩৬,৪২ স্বত্রোপরি) এবং সুপ্রাচীন সানাতনি (১৪৪ স্বত্রে) ও ভাস্করকারের (২১৫ স্বত্রে) মত উল্লেখ করিয়াছেন। দুই স্থলে স্বরচিত “সিদ্ধান্তরহস্য” নামক গ্রন্থের নির্দেশ আছে (১২,১১৬ স্বত্রে)। বলা বাহুল্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ-রচিত “সিদ্ধান্তরহস্য” গ্রন্থ পৃথক্ ও পরবর্তী।

রামভদ্র-রচিত **গুণরহস্য** (২) একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ—ইহা উদয়নাচার্য্যের গুণ-কিরণাবলীর টীকা নহে। গ্রন্থারম্ভ যথা* :—

*। বহু প্রতিষ্ঠানে (Tanjore Cat. p. 4447 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) গুণরহস্যের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, আরই খণ্ডিত। আমাদের নিকট একটি সুপ্রাচীন, পরিচ্ছন্ন লায় সম্পূর্ণ পুঁথি আছে—পত্রসংখ্যা ৪৭। গুণসারস্বত্রীর প্রথি কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে—অন্যত্রও দৃষ্টাশ্য নহে।

বংশীমধুরনিদ্রামৌহিত্যগোপাকনাচিন্তঃ ।

গায়ত্রীগোপশিশুনাং মধো নৃত্যান্ হরির্জয়তি ॥১

চুড়ামণেশ্চাৰ্কিকানাং পুত্রেণ গুণরহস্যকঃ ।

রামভদ্রসার্কভৌমভট্টাচার্য্যবিধায়তে ॥২

তত্র গুণা গুণদ্বাদিতরেভ্যো ভিগ্নস্তে, গুণত্বস্ত সামান্যবিশেষ ইতি ভাষ্যাদয়ঃ । অল্পমান-দীপ্তিতির অত্যধিক প্রচারকালে এই সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায় । ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীবাসী দক্ষিণী পণ্ডিত “ত্ৰায়সার”কার মাধবদেব গুণরহস্যের এক টীকা “গুণসারমঞ্জরী” রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থে রামভদ্র তাঁহার ‘পিতৃচরণ’ (৭, ১০, ২৫, ৩০ পত্রে) ও ‘গুরুচরণে’র (৬ পত্রে) সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

রামভদ্রের সিদ্ধান্তসার (৩) বারসমষ্টিস্বরূপ । তন্মধ্যে একটিমাত্র ‘মোক্ষবাদ’ আবিষ্কৃত হইয়াছে !* প্রায়শ্চ দ্বিতীয় শ্লোকে রামভদ্র তাঁহার গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় :—

শ্রীরামচন্দ্র-চরণে শরণং বিধায় প্রজ্ঞাতত্বনিবহঃ কুতুকাৎ স্বর্গেন ।

শ্রীরামভদ্রস্মৃত্য কৃতিনাং হিতায় সিদ্ধান্তসারমিমমদ্ভূতমাতনোতি ।

এই রামচন্দ্র কে ? নবদ্বীপনিবাসী ৩২২ লক্ষণাব্দে জীবিত ‘শ্রীরামচন্দ্রভট্টাচার্য্যবাস্পতি’ অর্থাৎ হরিন্দাস তর্ক্যচার্য্য হইলেও হইতে পারেন (সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৫০) । রামভদ্রের মোক্ষবাদও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং মুদ্রিত হওয়া কর্তব্য । শেষের একটি সন্দর্ভ ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—

অথ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ কিমর্থং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি তেবাং শুভাশুভামুংপত্তেরিতি চেৎ । লোকসংগ্রহার্থং, ভোগেন কৰ্ম্মকর্য্যার্থং বা ভগবত ইব পরোপকারার্থং বা । তদ্ব্যক্তং ভগবদ্গীতায়াং

বদ্ব্যবচরতি শ্রেষ্ঠত্বস্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।

মম বদ্ব্যনুবর্তন্তে মম্বায়াঃ পার্ধ সৰ্ব্বশঃ ।

উৎসীদেহুর্দমে লোকা ন কুৰ্য্যাৎ কৰ্ম্ম চেবহম্ । ইতি সংক্ষেপঃ ।

ইতি রামভদ্রসার্কভৌমস্মৃতিবিবরণিষ্ঠো মোক্ষবাদঃ সমাপ্তঃ ।

রামভদ্র-রচিত সময়রহস্য (৫) নামক স্থতিনিবন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । গ্রন্থারম্ভ এই :*

হরিহরচরণো পিতরং ত্যাক্তিকচুড়ামণিং নবা ।

ক্রিয়তে সময়রহস্যং শ্রাদ্ধানাং সার্বভৌমেন ।

* । Tanjore Cat., pp. 4774—76 । পুনর একটি পুঁথি আমরা সম্যক পরীক্ষা করিয়াছি (১৬৯৪ সন্থতে অমূল্যবিত) !

* । আমাদের নিকট রক্ষিত একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি হইতে—১—৬, ১০—১৮ পত্র মাত্র ।

পুস্পিকা যথা :—

ইতি শ্রীরামভদ্রসার্বভৌমকৃতঃ শ্রীধ্বসময়রহস্যং সমাপ্তং ।

শ্রীরামকৃষ্ণকেনৈতল্লিঙ্গে পুস্তকং স্বকং ।

বৈশাখ্য ব্যবস্থানাং সার্বভৌম বনিমিতম্ ।

বসুন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হওয়ার সমসময়ে কিম্বা পূর্বে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল অনুমান করা যায় ।

সমাসবাদ (২) একটি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র নিবন্ধ । প্রারম্ভ ও শেষ যথা :—

ভট্টাচার্য্যসার্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা ।

সমাসেন সমাসানাং তত্ত্বমত্র নিরূপ্যতে ।

ইতি সমাসবাদরহস্যং সম্পূর্ণং ।*

বিচার্য্য আর্থেঃ সত্ত্বং নবীনৈঃ তর্কটবীণকরণপ্রবীণৈঃ ।

শ্রীসার্বভৌমৈঃ বহুবান্ধবভৈঃ কৃতঃ সমাসেন সমাসবানঃ ।

রামভদ্রই সম্ভবতঃ বাঙ্গালী নৈয়ায়িকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জাতীয় ‘বাদ’গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। গ্রাম্যমতে সমাসের শক্তিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়। এক স্থলে (৩ পত্রে) ‘পিতৃচরণে’র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামভদ্র-রচিত **শঙ্কানিত্যতাবাদ** (৬) কানীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে।

টীকাগ্রন্থের মধ্যে শিরোমণি-রচিত পদার্থখণ্ডনের রামভদ্র-রচিত টীকা সুপ্রসিদ্ধ এবং সৌভাগ্যক্রমে কানী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম **পদার্থতত্ত্ববিবেচন-প্রকাশ** (৭)। মুদ্রিত গ্রন্থে কয়েকটি মারাত্মক ভুল থাকায় রামভদ্রের পরিচয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমানে তাহার অবশান হওয়া কর্তব্য। স্বহৃৎগ্রন্থের ব্যাখ্যায় (পৃ. ১১৮) “শঙ্কমণিদীপিতৌ তাতচরণাঃ” বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং Hall (*contributions*, p. 80) প্রভৃতি বহু মনীষী তদনুসারে রামভদ্রকে বসুনাথ শিরোমণির পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা বহুপ্রাচীন পুঁথি দেখিয়া প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অত এবাশ্চভাষিনি ষটে ধো ভবিষ্যতীতি নৈবা মনোবোধিষতি তদানীং প্রতিযোগিতায়া বিরহাৎ ।

ন চাপসিদ্ধান্তঃ প্রমেরবার্ত্তিকে ক্ষুটত্বাদিত্তি তু শঙ্কমণিমরীচৌ তাতচরণাঃ ।†

১১১ পৃষ্ঠায় ‘ইতি পুনরন্বংপিতামহচরণাঃ’ও অন্তর পাঠ, বিস্তৃত পাঠ ‘পিতৃচরণাঃ’। ১০২ পৃ., ‘তাতচরণাস্ত’ বলিয়া যে সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমংশ অবিকল জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি-রচিত ‘গ্রায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী’ হইতে (চৌখায়া সং, পৃ. ৪৭)

*। আমাদের নিকট রক্ষিত পুঁথিতে (৪ পত্রে সম্পূর্ণ) শেষ স্লোকটি নাই। একটি মৈথিল পুঁথিতে (L. 2252) স্লোকটি আছে ।

†। ভগদীশ-বংশধর নবদ্বীপের শ্রীযুত বতীজনাথ ভর্কতীর্থের গ্রন্থিত স্মপ্রাচীন পুঁথিতে (১৩ খ পত্রে), আমাদের পুঁথিতে (১৫ খ), আলোয়াররাজগ্রন্থাবারের পুঁথির প্রতিলিপিতে (২৬ খ) এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ১৬৭০ সন্থের পুঁথির (২০ খ) সংশোধিত পাঠ।

গৃহীত। রামভদ্রের পিতৃপরিচয়ে অতঃপর আর বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকি উচিত নহে। এই গ্রন্থের আরম্ভে রামভদ্রের স্বপ্রসিদ্ধ পিতৃবন্দনা-শ্লোকটি নিবন্ধ আছে :

তাতস্ত তর্কসরসীকহকাননেষু
চুড়ামণের্দিনমণেশ্বরণৌ প্রণম্য।
শ্রীরাঘভদ্রশুকতো কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কাঁতুকমাতনোতি।

গ্রন্থের এক স্থলে (পৃ. ২৬-৭) স্বরূপ 'সিদ্ধাসুরহস্ত' হইতে একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং এক স্থলে 'গুণবস্ত' বলিয়া পংক্তি আলোচিত হইয়াছে (পৃ. ২৪)। শেষোক্ত পংক্তি গুণবস্তগ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে :—**গুরুচরণাস্ত** চিত্রঃ প্রতি নীলেতররূপত্ব-রক্তেতররূপত্বানীনাম্ অসমবায়িকারণত্বন্ন নীলাদিমাত্রারকে চিত্রোৎপত্তিরিতি প্রাহঃ। ইদং পুনরুচ্যতে... (গুণবস্ত, ৬ খ পত্র)। রামভদ্রের **সিদ্ধাসুরহস্ত** (৮) এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রামভদ্র-রচিত **নঞবাদটীকা** (৯) রক্ষিত আছে (III. G. 148, পত্রসংখ্যা ৮, লিপিকাল : ১৫২৭ শক)। গ্রন্থারম্ভে অবিকল 'তাতস্ত...' শ্লোকটি নিবন্ধ আছে। এই টীকা অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য, ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি। গ্রন্থশেষ যথা :—

অত্র কল্পনাগৌরবাদিকমুচিবীকনিতি সংক্ষেপঃ। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুতসার্কভৌমভট্টাচার্য্য-বিরচিতা নঞবাদস্ত টিপ্পনী সমাপ্ত।

পরিশেষে রামভদ্রের **কুসুমাজ্জলিকারিকাব্যাখ্যা** (১০) বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি (আমোদৈঃ পরিতোষিতাঃ প্রভৃতি) অবিকল শব্দরমিশ্রকৃত কুসুমাজ্জলিব্যাখ্যা “আমোদ” গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কানীর ৬ইরিহর শাস্ত্রীর গৃহস্থিত একটি পুথিতে (৬ক পত্রে) “ইত্যন্ত শব্দরমিশ্রকৃতং ততঃ সার্বভৌমীয়ম্” লেখা আবিষ্কার করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী একটি বিতর্কের যুক্তিগুক্ত মীমাংসা করিয়াছেন। (কুসুমাজ্জলিবোধনী, Introd., pp. II-III f. n.) অতঃপরও শ্রীযুত বেদান্তভট্ট মহাশয় যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন (p. xxxvi-ix), তাহা বিচার-সহ নহে। কবিরাজ মহাশয়ের মীমাংসা নবাবিষ্কৃত একাধিক পুথিতে সমর্থিত হইয়াছে।

১। আমাদের নিকট “রামভদ্র”র একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—পরিপূর্ণ, টীকাটিপ্পনীসমৃদ্ধ এবং প্রায় ২৫০।৩০০ বৎসর পুরাতন। প্রথম পত্রের পার্শ্বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে “শব্দরমিশ্র কুসুমাজ্জলিব্যাখ্যা”। ৫ম পত্রের প্রারম্ভে “লিঙ্গাদেবভাষাদিতি” পর্য্যন্ত লিখিয়া তৎপরবর্তী “অত আহ.....সাপেক্ষাদিতি” (পৃ. ১১ দ্রষ্টব্য) লিখিত ছিল ; তাহা প্রথমপূর্বক হরিতাল লেপিয়া তুলিয়া দিয়া তৎস্থানে লিখিত হইয়াছে :—

“ইত্যন্তা শ্রীমদ্ব্যবহিকৃত কুসুমাজ্জলিকারিকাব্যাখ্যা। অতঃপর সার্কভৌমীয়া।”

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ৮দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাড়ী বিখ্যাত গ্রামে। ৪ বৎসর পূর্বে তাহার বাটীতে একটি ‘রামভদ্রী’ পরীক্ষা করিয়াছিলাম—৬ ক পত্রে আছে :—

“লিঙ্গাদেবভাবাং ইত্যন্তঃ শঙ্করমিশ্রঃ ততঃ সার্কভোমীঃ।”

৩। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্দ্ধমান জিলার সাতগেজেহনিবাসী চট্টবংশীয় (রাম)দুলাল তর্কবাগীশ (১১৩৮-১২২২ সন)। তাহার গৃহস্থিত একটি রামভদ্রীর এক পত্রে আছে :

“সাপেক্ষবাদিতি। ইতি শঙ্করমিশ্রকৃতং সমাপ্তং অতঃপরং সার্কভোমীঃ।”

এই সন্দল স্পষ্ট নির্দেশ আবিষ্কৃত না হইলেও দুই জন পৃথক্ টীকাকারের রচনা যে এ স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অকাটা প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, ত্রীযুত বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ‘সাপেক্ষত্বাৎ’ কারিকার ব্যাখ্যায় দুইটি পৃথক্ অবতরণিকা পাওয়া যাইতেছে—একটি ১১ পৃ, ‘তত্র চার্বাকশ্রেণমাকৃতং...সাপেক্ষবাদিতি’। অপরটি ১৩-১৪ পৃ, ‘অত্র চার্বাকশ্রায়াং ভাবঃ...সাপেক্ষবাদিতি।’ শেষোক্ত অবতরণিকা প্রথমটিরই পরিষ্কৃতি। সুতরাং প্রথমাংশ যে রামভদ্রের রচনা নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত প্রথমাংশ শঙ্কর মিশ্রের “আমোদ”টীকার সহিত (মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি ছাড়া) মিলিতেছে না। ইহার মীমাংসা ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ শঙ্কর মিশ্রের কোন বাক্যলী ছাত্র পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। পরে ‘আমোদ’ রচিত হইয়া থাকিবে।

তৃতীয় শ্লোকে যে তিনটি পূর্বতন টীকার নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ‘মকরন্দ’ ও ‘পরিমল’ সম্বন্ধে সকলেই এ যাবৎ ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শঙ্করের খণ্ডন-টীকা প্রগল্ভাচার্যের উপজীব্য ছিল এবং প্রগল্ভ, শিরোমণি এবং বাসুদেব সার্কভোমের পূর্ববর্তী (সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৭২-৫)। সুতরাং শঙ্কর ১৪৫০ খৃ. পরে গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং তদুল্লিখিত “মকরন্দ” কচিদত্ত-রচিত “প্রকাশমকরন্দ” হইতে পারে না। কারণ, কচিদত্ত শঙ্করের পরবর্তী পক্ষের মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। আমরা পক্ষের মিশ্রের “প্রত্যক্ষালোকে” মকরন্দের উল্লেখ পাইয়াছি :—“অতএব মকরন্ডে অনভ্যাসদশেতি ন পক্ষবিশেষণতয়া ব্যাখ্যাতমিতি” (প্রামাণ্যবাদগ্রন্থে)। দ্বিতীয় স্তবকের কচিদত্ত (পৃ. ৭) মিলাইয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, উক্ত ‘মকরন্দ’ কচিদত্তের উপটীকা নহে। পরন্তু মূল কুহুমাল্লির কোন টীকা। একটি রামভদ্রীর পুথির পার্শ্বটীকায় মকরন্দের পরিচয় পাইয়াছি—মকরন্ডে “ত্ (কিচ্ছা স্ব) স্তোপাধ্যায়কৃতশাস্ত্রে।” এই প্রাচীন মকরন্দ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। “পরিমল” প্রকাশের উপটীকা নহে, পরন্তু দিবাকরোপাধ্যায়-কৃত মূল কুহুমাল্লির টীকা—ইহার ১ম স্তবক আবিষ্কৃত হইয়াছে (Pattana Mss. Vol. I, Introd., p. 48)। দিবাকরোপাধ্যায় বর্দ্ধমান ও গঙ্গেশের পূর্ববর্তী ছিলেন, এরূপ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাহ্যিক বোধে এখানে লিখিত হইল না।

রামভদ্রীর মধ্যে কয়েকটি “কোড়পত্র” আছে—সকল পুথিতে তাহা পাওয়া যায় না। ত্রীমূর্ত বোদান্ততীর্থ মহাশয় পৃ. ২২-২৪ একটি কোড়পত্র ক্ষুদ্রাক্ষরে পৃথগ্ভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন—ইহা বর্দ্ধমান ও কচিদত্তের গ্রন্থ হইতে ‘যথাদৃষ্ট’ উদ্ধৃত, একটি অক্ষরও রামভদ্রের রচনা নহে এবং রামভদ্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যার সহিত সংযোগ-হীন। দ্বিতীয় স্তবকে শঙ্কর মিশ্রের তিনটি ব্যাখ্যাংশ আছে। শেষটি (পৃ. ৪৮) আমাদের পুথিতে নাই। আমাদের অহুমান, মূলের গচ্ছাংশ ও শঙ্করমিশ্রকৃত ব্যাখ্যা পরবর্তী যোজনা—রামভদ্রের রচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। পঞ্চম স্তবকের প্রারম্ভে “বেদলক্ষণব্যাখ্যা” ও (পৃ. ৮৩-৬ নহু কিং নাম বেদস্বং প্রভৃতি) রামভদ্রের একটি পৃথক্ বাদগ্রন্থ কোড়পত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুথিতে ইহা নাই, পার্শ্বে একটি টিপ্পনীর সহিত আছে “অত্রত্যকোড়ে বেদলক্ষণব্যাখ্যা” (৩৫ খ পত্রে)। রামভদ্রী বেদলক্ষণব্যাখ্যার পৃথক্ পুথিও আমরা পাইয়াছি।

রামভদ্রের ভ্রাতা

রামভদ্রের ভ্রাতা রাঘব পঞ্চানন সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রচিত একটিমাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে—আত্মতত্ত্বপ্রবোধ। উদয়নাচার্যের আত্মতত্ত্ববিবেকের ভ্রাতৃ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি—প্রথম ভাগে বৌদ্ধমতনিরাসপূর্বক ঐশ্বর্যসিদ্ধি এবং দ্বিতীয় ভাগে মুক্তিবিবেচন।

গ্রন্থারম্ভ কথা :-

বাহুদৃষ্টিনিরোধেন জগৎকর্তৃব্যবহুয়া ।

মোক্ষমার্গপ্রকাশায় আত্মতত্ত্বং প্রবুধ্যতে ৷১

উপাস্তিমহতো হেবা প্রতিপক্ষনিরাকৃতিঃ ।

বিশ্বকর্তৃত্ব্যবস্থানাং পাদসংবাহনং কিয়ং ৷২

প্রথম ভাগের শেষে :-

ইতি রাঘবপঞ্চাননীয়ে আত্মতত্ত্বাববোধে বাহুদৃষ্টিনিরোধেনৈশ্বর্যবিবেচনম্ ।

বদার্থং যততে যোগী সৰ্বভোগবহিন্মুখঃ ।

যতো নাস্তি পরং কিঞ্চিৎ সাত্ম মুক্তিবিবিচ্যতে ৷

গ্রন্থশেষে সায়ুজ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর আছে,—

শ্রমাহুপাঞ্জিতং চৈতৎ সুধিয়াং বোধহেতবে ।

বাক্চৌর্ধেয়ং চ মুকত্বং তন্মাস্তং পরিবর্জ্যতে ৷

পরব্যাং গৃহী(ত্বা) তু স্বয়মুক্তং বদন্ত যঃ ।

অাকল্পং পচ্যতে বোরে নরকে পিতৃভিঃ সহ ৷

৮। প্রথম দশ পত্র আমাদের নিশ্চয় আছে। সপ্তম ও পত্র (৩৪—৩৮) নবখান্ডের ত্রীমূর্ত বতীন্দ্রনাথ ভট্টতীর্থের গ্রন্থাগারে। কান্দীর, জম্মুর রঘুনাথমন্দিরে অাদিত্যপুত্র পুথি আছে। তাহার শেষ পত্রের প্রতিলিপি বহু চেষ্টায় ত্রীমূর্ত বতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের কৃপায় হস্তগত হইয়াছে। কান্দীরের পুথিটি পূর্বে কাশিতে ছিল।

ইত্যাদি স্মৃতেষু। অতএব মাষাদিকাব্যে পরকীয়শ্লোকঃ ক্রীড়ৈব পুস্তকে লিখিতমিতি দৃষ্টশিক্ষা।
ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমন্তট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়ঃ শ্রীশ্রীরাঘবপকাননভট্টাচার্য্যবিবচিত-
বেদবাহুনিবাসে আশ্রুতত্বপ্রবোধঃ সম্পূর্ণঃ।

রামভদ্রের পিতা

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণির বিচিত্র জায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী (১) গ্রন্থ ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। কেবল, আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গদেশে ইহা অত্যন্ত বিরলপ্রচার। এই গ্রন্থ একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ খণ্ডে (কালী সং, ১২৪১-৪৩ শব্দং, পৃ. ২৫) এক স্থলে স্বকৃত মণিমরীচি (২) গ্রন্থের নিদেশ আছে। অর্থাৎ তিনি তত্ত্বচিন্তামণির উপর “মরীচি” নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রামভদ্র পদার্থগুণটীকায় পিতৃকৃত এই “শব্দমণিমরীচি”রই সম্বন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মঞ্জরীর শব্দখণ্ডেও আছে (পৃ. ২১২)। “বিস্তরস্ত অস্ম্যকং মণিমরীচি-নিবন্ধন-তাৎপর্য্যদীপিকায়রত্নসঙ্কেতঃ”। অর্থাৎ জানকীনাথ উদয়নাচার্য্যের জায়বাস্তিক-তাৎপর্য্যপরিভূক্তিগ্রন্থের উপর তাৎপর্য্যদীপিকা (৩) নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে একটি পুথিতে (২১ক পত্রে) “নিবন্ধ-তাৎপর্য্যদীপকলিকয়োঃ” পাঠ দেখিয়াছি। উভয় গ্রন্থই এখনও অনাবিকৃত রহিয়াছে।

জায়রহস্তের সহিত সংযুক্ত আত্মীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণ (৪) জানকীনাথের দ্বিতীয় আবিকৃত গ্রন্থ। জায়রহস্তের চতুর্থাদ্যায়ের পুষ্পিকার পর পাওয়া যায় (কালীর পুথি, ১২০খ পত্রে) :

ও। সেতুঃ জায়বুবাশেঃ প্রতি (নয়) নগরী ধুমকেতুং পরেবাং

হেতুঃ কীর্ত্তিপ্রধায়া ভুবনবিজয়িনীঃ শক্তিযুৎসিদ্ধবৃত্তেঃ।

হিহা মাৎসর্ঘ্যচর্য্যাঃ ধ্রুনিমণি(মনি)শঃ মণ্ডনীকর্তৃকামাঃ

শ্রীভট্টাচার্য্যচূড়ামণিভণিতমিমাংস্বরিণো ভাবরক্ষমঃ।

এই পৃথক্ ভণিতি হইতে অনুমান হয়, উদয়নাচার্য্যের জায়পরিশিষ্টের জায় চূড়ামণি কেবল পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা করিয়াছিলেন, সমগ্র গৌতমহস্ত্রের নহে। নতুবা রামভদ্র প্রথম স্তম্ভে অধ্যায়ের টীকায় পিতৃমত উদ্ধার করিতেন। গ্রন্থশেষ যথা (১৬৬খ পত্রে)—

শিবাদিত্যমিশ্রাশ্রু করণতাদিকমখণ্ডোপাধিকমখণ্ডোপাধি-

ত্বং সামান্তমঙ্গীচক্ৰুঃ। তন্ন। সর্বস্ত করণস্ত সর্বকরণতাপত্তেঃ।

সোমং (বস্ত ৭) তত্ত্বস্ত ব্যবহাকল্পপাদপঃ।

(জায়ঃ) প্রতিপদং পুঠৈঃ পর্য্যপূরি বদজিতৈঃ।

ইত্যাবীক্ষিকীতত্ত্ববিবরণং সমাপ্তং।

সপ্তদশশতী সংখ্যা শ্লোকানামিহ দৃষ্টতে পঞ্চমাধ্যায়বিবৃত্তৌ।

এই গ্রন্থের তিন স্থলে (১২২ খ, ১৫২ খ, ১৫৫খ পত্রে) ‘শূলপাণি’র সম্বন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক শূলপাণি স্মার্তগ্রন্থকার হইতেও পাবেন। তিন স্থলে (১৩৯ খ, ১৫২ খ, ১৫৯ খ)

স্বকৃত ‘মণিমরীচি’র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, প্রতিলিপিটি অসুস্থির আকরস্বরূপ।

‘রাঘব পঞ্চানন এক স্থলে (৭ খ পত্রে) পিতৃকৃত আত্মতত্ত্বদীপিকা (৫) গ্রন্থের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

তদ্বক্তাং আত্মতত্ত্বদীপিকায়াং তাত্ত্বচরণৈঃ—

কণভঙ্গমহারঙ্গমণ্ডপাসঙ্গভঙ্গিনি।

তাত্ত্বিকে কীর্ত্তিনর্ভক্যাঃ ক কুর্কজ্ঞপকল্পনা।

সুতরাং জ্ঞানকীনাথ উদয়নাচার্যের অনুকরণে প্রকরণ লিখিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন।

জ্ঞানকীনাথের কালনির্ণয় বিচারসাপেক্ষ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৫০০-২৫ খ্রী) গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন অনুমান করা যায়, কিন্তু দীক্ষিতিকারের পরবর্তী ছিলেন। কারণ, মঞ্জুরীর প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদে (চৌখায়া সং, পৃ. ৪৬) দীক্ষিতিকারের পদার্থগুণনোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

নব্যাস্ত্র ঘটাবাবাভাবোপাধিক এব অভাবত্বেন প্রভীতেঃ। ন চাযং ভ্রমঃ বাধকাভাবাং তদভাবস্ত্র ঘটাবাব এব নাসিক ইতি নানবস্থানমিত্যাচঃ। (পদার্থগুণ, পৃ. ৫৫ দ্রষ্টব্য) অভাববিচারের এ স্থলেই (পৃ. ৪৭) দীক্ষিতিকারের মতের বিরুদ্ধে ‘ভেদভেদোপাধিক এব’ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামভদ্র পদার্থগুণের টীকায় পিতৃমত স্পষ্টাক্ষরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানকীনাথ, শিরোমণির কিঞ্চিৎ পরবর্তী সন্দেহ নাই। জ্ঞানকীনাথের প্রধান ছাত্র ‘কণাদ তর্কবাগীশ’ স্বরচিত ভাষ্যরত্ন গ্রন্থে বহু স্থলে মঞ্জুরীর সন্দর্ভ অত্ববাদ করিয়া গুণন মণ্ডন করিয়াছেন (ভাষ্যরত্ন, পৃ. ৭০, ৭১, ৯৪, ১৩৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কণাদগুরু ‘চূড়ামণি’ যে জ্ঞানকীনাথ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু চিন্তামণির অনুমানগুণের টীকায় কণাদ ‘সার্কভোমে’র বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

সার্কভৌমপদাস্তোত্রভ্রমরাকৃতমৌলিনা।

অনুমানমণিব্যাখ্যা শ্রীকণাদেন তদ্বতে।

অর্থাৎ এই গ্রন্থের বহুতর স্থলে যে ‘গুরুচরণে’র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বাসুদেব সার্কভোমের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। জ্ঞানকীনাথের মরীচি গ্রন্থেরই হইবে। কারণ, উক্ত ‘গুরুচরণে’ স্থলে স্থলে দীক্ষিতিকারের মতখণ্ডনকারী দেখা যায়।

রামভদ্রের ছাত্র

নবদ্বীপের কোন নৈয়ায়িকই রামভদ্রের ছাত্র ছাত্রসম্পাদ লাভ করেন নাই। তাঁহার চারি জন ছাত্র নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের চারিটি স্বতন্ত্রস্বরূপ। তন্মধ্যে মথুরানাপ তর্কবাগীশ

২। আমাদের নিকট প্রথমংগ (১—৩৮, ৫৫—৫৮) আছে। কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি (৭৮ংসং) আত্মতত্ত্বগীতা এবং মধ্যেও গীতা, কিন্তু ব্যাঙ্গিবার হইতে হেতুভাস পর্যন্ত অনেকাংশ আছে।

সর্কর্শ্রেষ্ঠ এবং সর্কাপেক্ষা প্রাচীন। মথুরানাথ যে রামভদ্রের ছাত্র, এই অভিনব তথ্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরানাথের অহুমানদীপ্তির টীকা বর্তমানে অত্যন্ত দুঃপ্রাপ্য। আমরা পূর্বখণ্ডের দুইটি মাত্র পুথি দেখিয়াছি। সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে সার্কর্ভোমত খণ্ডন স্থলে মথুরানাথ লিখিয়াছেন (ঢাকার পুথি, ১৩০ খ পত্র) :—

অত্র বিশিষ্ট-নিরুপিতাধেয়ত্বাত্তিরিক্তত্বোপাদানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব-সাধ্যতাবচ্ছেদক-
সংবন্ধাবচ্ছিন্নত্বোভাভাববন্ধেত্বিকরণংকিংকর্য্যক্তিসামান্তকত্বত্ব বিবক্ষণান্নোক্তদোষ ইত্যস্মদ-
গুরুচরণাঃ।

জগদীশ তর্কালঙ্কারও (চৌখায়া সং, পৃ. ২৪৭-৮) এ স্থলে অবিকল এই সন্দর্ভই 'ইত্যস্মদগুরুচরণাঃ' বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে এক গুরুর ছাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। জগদীশ তর্কালঙ্কার যে রামভদ্রের ছাত্র, বর্তমানে তাহা অবিসংবাদিত (গ্রায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৮)। বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণেও মথুরানাথ 'ইত্যস্মদগুরুচরণাঃ' বলিয়া একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথির ১৪৪ খ পত্র, ঢাকার পুথির :৫১ ক পত্র)। জগদীশও এ স্থলে (চৌখায়া সং, পৃ. ৩১১, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষমণো...ইত্যাদি) অবিকল তাহাই গুরুমত বলিয়া লিখিয়াছেন। জগদীশ বহু স্থলে মথুরানাথের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা বাহুল্যবোধে এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। জগদীশের অহুমানদীপ্তি টীকার ১৫৩২ শকের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (গ্রায়পরিচয়, ভূমিকা, পৃ. ৩০); সুতরাং জগদীশ ১৬০০ খ্রী পূর্বেই গ্রন্থ রচনা করেন—পরে নহে। মথুরানাথ ঈশ্বরের এক যুগ (১২ বৎসর) পূর্ববর্তী ধরা যায়। সুতরাং রামভদ্র সার্কর্ভোমের অশ্রুতদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রী মধ্যে নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে নির্ণয় করা যায়।

রামভদ্রের তৃতীয় ছাত্র নানাগ্রন্থকার গৌরীকান্ত সার্কর্ভোম —“যো গোড়োত্তরদেশ-
দিগ্গজ্জ ইব ত্রীসার্কর্ভোম মহান” (আনন্দলহরীতরী, J. A. S. B., 1915, pp. 284-5)। গৌরীকান্ত তর্কভাষার টীকায় (২য় প্রাচীন) “রামভদ্রগুরু”র সেবা করিয়াছেন (Tanjore Cat., p. 4666)।

রামভদ্রের চতুর্থ ছাত্র কাশীনিবাসী মহানৈয়ায়িক জয়রাম ন্যায়সম্প্রদায়ানন্দ। অহুমান-
দীপ্তির টীকায় জয়রাম বন্দনা করিয়াছেন : “মুখ্যাদায় চ রামভদ্রচরণদ্বন্দ্বারবিন্দদ্বয়ম্” (J. A. S. B., 1915, p. 288)। কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত “ন্যায়সিদ্ধান্তমালা”র ভূমিকায় অহুমান করা হইয়াছে যে, জয়রামগুরু রামভদ্র সার্কর্ভোম না হইয়া “রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ” (জগদীশ-পোত্র) হইবে। কারণ, ১৬৫৭ খ্রী জয়রাম কাশীতে জীবিত ছিলেন, রামভদ্র সার্কর্ভোম প্রায় একশত বৎসর পূর্ববর্তী। এই অহুমান প্রমাণনিহ্ন নহে। শব্দশক্তি-প্রকাশিকার টিপ্পনীকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ নবদ্বীপের মহারথিগণের তুলনায় একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি। বস্তুতঃ জয়রাম “ন্যায়সিদ্ধান্তমালা”র : ২ স্থলে (১১২২ সূত্রোপরি, পৃ. ৬২) “গুরুঃ” বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সন্দর্ভ অবিকল আমরা “গ্রায়রহস্তে”

(কানীর পুষ্টি, ২৬-৭ পত্র) প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর সংশয় থাকিতেছে না। জয়রাম রামভদ্রের শেষ বয়সের ছাত্র হইয়া ১৬৫৭খ্রী বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত থাকিতে পারেন, তাহাতে কোন অসঙ্গতি নাই।

রামভদ্রের কুলপরিচয়

সৌভাগ্যক্রমে একটি রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জীতে আমরা রামভদ্রের উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। বন্দ্যোপাধ্যায়বংশের “বৃহৎ বঙ্গপালী” প্রকরণে “বাইস, লক্ষ্যোদর” নামে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (ক্রবানপের মহাবংশ, পৃ. ৬১)। ব্রহ্মোদরের এক পুত্র “গদাই”—তৎপুত্র গোবিন্দ “ভঙ্গঃ”। তৎপুত্র ত্রিলাস। “হরিদাসসুতো রাঘব-রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য।” এই রঘুনন্দনই “স্মার্তভট্টাচার্য্য” হইয়া বিচিত্র নহে।

রাঘব-সুত রামকৃষ্ণ—অশ্রু বিবাহ যুগে রামভদ্র সার্কভৌমশ্রু কন্যা নদিয়াবাসী। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে নবসংগৃহীত সাক্ষাভাষ্যের কুলপঞ্জী, ৪০ ক পত্র) রামকৃষ্ণ বঙ্গালী আদি কুলীন “মহেশ্বর” হইতে অধস্তন ১২ পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ খ্রী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এতদনুসারে রামভদ্র সার্কভৌম “মুগোপাধ্যায়”বংশীয় বংশভ্রাতাবপন্ন ছিলেন প্রমাণ হইতেছে। নবদ্বীপে এই রামভদ্রের বংশ সম্ভবতঃ বিদ্যমান ছিল, এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে পাওয়া যায় (১ম সং, পৃ. ১২৪), “ডাক্তার শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য” এক রামভদ্রের বংশধর ছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, উক্ত শ্রীপতি ডাক্তার ‘মুখার্জি’বংশীয় ছিলেন—তিনি সম্ভবতঃ রামভদ্র সার্কভৌমেরই বংশধর ছিলেন। রামভদ্র গ্রামালংকার কোন বংশীয়, এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু রামভদ্র সার্কভৌম যেমন স্নানামগ্ন ছিলেন, গ্রামালংকার তদ্রূপ ছিলেন না। গ্রামালংকারের বংশ তাঁহার পিতা দিগন্তবিস্তৃতকীর্তি শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির নামেই প্রচারলাভ করিত, রামভদ্রের নামে নহে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

দ্বর্গত মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের প্রপিতামহ “রামভদ্র সিদ্ধান্ত” কুহুমাল্লির টীকাকার ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ. ৭২২)। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। এই রামভদ্র সিদ্ধান্ত খ্রী ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন নিশ্চিত। তিনি শব্দশক্তির টিপ্পনীকারও হইতে পারেন না (নবদ্বীপ-মহিমা, ২য় সং. পৃ. ১৭২)।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম : ৪ জুলাই ১৮৬০

মৃত্যু : ১৭ মে ১৯১৩

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে তাঁহার রচিত যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করা গেল। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশকালের আদৌ উল্লেখ নাই ; এরূপ ক্ষেত্রে, এবং একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম নির্ধারণে আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকালের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই ইংরেজী তারিখগুলি বন্ধনীয়মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রশ্চিত হইয়াছে। শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত এই তালিকা-সঙ্কলনে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

ইং ১৮৮২

১। আর্য্যগাথা (কবিতা ও গান)

১ম ভাগ। ইং ১৮৮২ (৫ মার্চ)। পৃ. ২১

২য় ভাগ। ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. কুহ ৬০+পিউ ৪৬

ইং ১৮৮৬

২। *The Lyrics of Ind.* London, Sept. 1886. pp. 79.

ইং ১৮৮৯

৩। একঘরে (নকশা)। ১ (২ জানুয়ারি ১৮৮৯)। পৃ. ৩৫

বিলাত-প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলালকে হিন্দুসমাজ বিনা-প্রায়শ্চিত্তে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তিনি সমাজের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া নগীয়া হইতে এই প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশ করেন। এই দুঃপ্রাপ্য পুস্তকের এক খণ্ড ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

ইং ১৮৯৫

৪। সমাজবিভ্রাট ও কঙ্কি-অবতার (সামাজিক গ্রহসন)। ১৯০২ সাল (২ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১০৩

ইং ১৮৯৭

৫। বিব্রহ (নাটিকা)। ১৯০৪ সাল। পৃ. ১০২

ইং ১৮৯৯

- ৬। আষাঢ়ে। বা ণ্ডটিকতক বহুশ গল্প (বাদ্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ১৪৮

সূত্রী :—কেরানী, জীহরি গোস্বামী, বাদ্যালী মহিষা, অমল বদল, বৃদ্ধাকুমারী কাহিনী, ভাটপাড়ায় সভা, হরিনাথের স্বপ্নবড়াই বাঁত্রা ডিপটি কাহিনী, রাজা গোপীকৃষ্ণ বায়ের সমস্তা, নসীরাম পালের বক্তৃতা, কলি-বস্ত, সর্বশ্রমর্দন কাহিনী, নিত্যানন্দের উপাখ্যান।
প্রথম সংস্করণের পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

ইং ১৯০০

- ৭। হাসিনা গান। ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই)। পৃ. ৫১

সূত্রী :—অমৃতাপ, আমরা ও তোমরা, এস এস বধু এস, কালোরূপ, দিছু না, কি করি, কুরুধাধিকা সংবাদ, কোকিল, গোড়াগুড়ি বলে গিছি, চণ্ডীচরণ, চা, চাষাণ প্রেম, তান্শান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ, তা সে হবে কেন?, তুমি বুঝি মনে ভাব, তোমরা ও আমরা, তোমারই তুলনা তুমি, দুর্কাসা, নন্দলাল, নয়নে নয়নে রাখি, নুশন কিছু কণো, পান, পাঁচ এয়ার, প্রাণাত্ত, প্রেমভব, প্রেমাপাণ, বলি ত হাসব না, বর্ষা, বসন্ত, বানর সঙ্গীত, বিলাত ফের্তা, বিবহ ভব, বিষ্ম্যবায়, বৃড়োবুড়ি, বেশ করেছে। যার যায় যায়, রাম বনবাস, Reformed Hindoos, শালিক পাখী, শেয়াল, স্ত্রীর উমেদার, সন্দেশ, সব সত্যি, সবই মিঠে, হতে পার্ভাষ।

- ৮। পাষাণী (গীতি-নাটিকা)। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১২২

- ৯। ত্র্যম্পর্শ বা সুখী পরিবার (গ্রহসন)। ১৩০৭ সাল (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৯৬

ইং ১৯০২

- ১০। প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)। ৫ মাঘ ১৩০৮ (১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ৯৪

ক্লাসিক থিয়েটারে 'বহুং আচ্ছা' নামে প্রথম অভিনীত।

- ১১। মস্ত্র (কাব্য)। ১৩০৯ সাল (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ১০৪

ইং ১৯০৩

- ১২। তারাবাই (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১০ সাল (২২ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৬

“এই নাটকের উপাদান টড্-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত।”

ইং ১৯০৫

- ১৩। প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক নাটক)। ৭ (৮ মে ১৯০৫)। পৃ. ১৬২

ইং ১৯০৬

- ১৪। *The Crops of Bengal*. Cal. 1906. (23 March), pp. 23+184.

- ১৫। জুর্গাদাস (ঐতিহাসিক নাটক)। আশ্বিন ১৩১৩ (৫ নবেম্বর)। পৃ. ১৯৪

ইং ১৯০৭

১৬। আলেক্সা (কাব্য)। ১৩১৪ সাল (৮ জুলাই)। পৃ. ১১২

“পূর্বে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত ক’রে আলেক্সা নামে ছাপান গেল।”—ভূমিকা

১৭। *Lessons in English*

Pt. I. (20 Dec. 1907), pp. 7+56

Pt. II. (2 May 1908), pp. 1+68

Pt. III. (20 Jany. 1909), pp. 1+80

ইং ১৯০৮

১৮। মুরজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬

১৯। সোরাব-রুস্তাম (নাট্যরঙ্গ)। ১৩১৫ সাল (২৩ অক্টোবর)। পৃ. ৯১ [২২]

...মিনার্ভা ও আখিন ১৩১৫ “এই নাটকের গল্পটি আমি ফার্ডাউসির ‘শাহনামা’ নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।”—ভূমিকা

২০। সীতা (নাট্য-কাব্য)। ? (৬ নবেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১২৮

২১। মেবার পতন (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৭ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১৭১

ইং ১৯০৯

২২। সাজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ আগস্ট ১৯০৯)। পৃ. ১৬১

ইং ১৯১১

২৩। চন্দ্রগুপ্ত (নাটক)। ? (২৪ আগস্ট ১৯১১)। পৃ. ১৬৭

২৪। পুনর্জন্ম (প্রহসন)। ? (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৩৭

ইং ১৯১২

২৫। পরপারে (সামাজিক নাটক)। ? (২৮ আগস্ট ১৯১২)। পৃ. ১৮১

২৬। ত্রিবেণী (খণ্ডকাব্য)। ২৫ শ্রাবণ ১৩১২ (৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ৮৫+২

২৭। আনন্দ-বিদায় (প্যারডি)। ? (১৬ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৬৪

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

ইং ১৯১৪

২৮। ভীষ্ম (নাটক)। ? (৮ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২৩৬

ইং ১৯১৫

২৯। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা)। ১৩২২ সাল (১০ আগস্ট)। পৃ. ১৬৯

ত্রিদিপীপকুমার রায় ‘নিবেদনে’ লিখিয়াছেন :—

স্বর্গীয় পিতৃদেব মাসিক পত্র “সাহিত্যে” “কালিদাস ও ভবভূতি”—অর্থাৎ ‘অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তর চরিতে’র সমালোচনা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমালোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, ...তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

৩০। গান। ১ আশ্বিন ১৩২২। (২ অক্টোবর)। পৃ. ১২২

ইহাতে অন্যান ২৩০টি গান আছে।

৩১। সিংহল বিজয় (ঐতিহাসিক নাটক)। ২৩ আশ্বিন ১৩২২ (১৩ অক্টোবর)।
পৃ. ২৩৬

ইং ১৯১৬

৩২। বজনারী (সামাজিক নাটক)। ১৩২২ সাল (১০ এপ্রিল)। পৃ. ১৪১

“স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২৩ বৎসর পূর্বে প্রণয়ন করেন।...তিনি ইহার এক অংশ লইয়া ‘পরপারে’ রচনা করেন।”—মুদ্রবন্ধ

ইং ১৯১৮

৩৩। ঐজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত “হাসির গানে”র স্বরলিপি। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫। পৃ. ৮৩
শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত।

ইং ১৯২৪

৩৪। ঐজেন্দ্র-গীতি [স্বরলিপি]।

১ম খণ্ড, ১লা আশ্বিন—১৩৩১।

২য় খণ্ড, মাঘ— ১৩৩১।

“১ম ও ২য় ভাগে সর্বসমেত ৮০টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হ’ল।”

চিন্তা ও কল্পনা

নবকুমার ঘোষ ‘ঐজেন্দ্রলাল’ পুস্তকে (আশ্বিন ১৩২৩) লিখিয়াছেন :—

ঐজেন্দ্রলাল মাসিক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাহার মধ্যে “কালিদাস ও ভবভূতি” নামে একখানি পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া কবি তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ছাপিতে দিয়াছিলেন ; কিন্তু কবির মৃত্যুতে সে পুস্তকের মুদ্রণকার্য স্থগিত হইয়া যায়—আশা আছে সে পুস্তকখানিও অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। কবি সেই পুস্তকখানির নাম দিয়া গিয়াছেন—“চিন্তা ও কল্পনা।”...

এই প্রবন্ধ-পুস্তকে ‘নব্যভারত’ পত্রে (পৌষ, ১২২০) প্রকাশিত ‘প্রেম কি উন্নতত,’ ‘বাণী’ পত্রিকায় (কাষ্ঠিক, ১৩১৭) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের সমালোচনা প্রভৃতি যে সমস্ত রচনা ঐজেন্দ্রলাল মুদ্রাঙ্কিত করিতে দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ‘গোরা’র সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

‘চিন্তা ও কল্পনা’ শেষ পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগ ‘দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী’তে ইহা স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু ‘গোরা’র সমালোচনা মুদ্রিত হয় নাই।

ইং ১৯২৬

দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী (বহুমতী)। ইং ১৯২৬

১ম ভাগ (পৃ. ৪১৪) :— শাজাহান, সিংহল-বিজয়, সোরাব কল্যায়, সীতা, পরপারে, কালিদাস ও ভবভূতি, আৰ্য্যগাথা ১ম ভাগ, হাসির গান।

২য় ভাগ (পৃ. ৩৬৮) :— রাণা প্রতাপসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, বঙ্গনারী, কব্জি-অবতার, বিরহ, চিন্তা ও কল্পনা, আৰ্য্যগাথা ২য় ভাগ, আনন্দ-বিদায়।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

শক্তি, পতাকা, ভারতী, নব্য ভারত, সাহিত্য, নবপ্রভা, সাধনা, প্রদীপ, জয়ভূমি (১৩০৪), জাহ্নবী, বাণী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতবর্ষ, নাট্যমন্দির (১৩১৭) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এরূপ তালিকা দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তাঁহার সাহিত্যিক জীবন পূর্ণভাবে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে।

প্রাবলী

মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের দুইখানি পত্র ছিল। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ উহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে দ্বিজেন্দ্রলাল পত্র দুইখানি দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিয়াছিলেন, এবং এই পত্রগুলি হইতে দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যাইবে। এগুলি তাঁহার চরিত্রকারের প্রয়োজনে আসিতে পারে বিবেচনায় নিয়ে মুদ্রিত হইল :—

মাননীয়েষু

আপনার পত্র পাইলাম। ইংরাজীতে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। অনেক অনাবশ্যক কথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া সেখানি ছাড়িয়া নূতন পত্র লিখিতে বসিলাম। আজ প্রিয় বঙ্গভাষায় লিখিতে ইচ্ছা হইল তাই বাঙলাতে লিখিলাম।

অনেক উপদেশ শুনিয়া যে কাজ না হয় একটি সামান্য ঘটনায় বা একটি কথাতে তাহা হয়। সে দিন সেলির রচিত নিয় উদ্ধৃত ছত্র কয়টি পড়িলাম।

“O ! Cease must ha... (?) and death return ?
Cease ! must men kill and die ?
Cease ! drain to its dregs the urn
Of bitter prophecy.
The world is weary of the past ;
O, might it die or rest at last.”

অনেকক্ষণ এই কয়টি ছত্রের মর্ম ভাবিলাম। ভাবিলাম, এ সংসারে আমরা কয়দিনের জন্ত? আর এই কয়দিনের জন্ত সংসারে আসিয়া কেন বিবাদ বিসম্বাদ করি! ভাবিলাম সংসারের নির্ধাতন কখন আমাদের সহিতে হয় নাই। দেবঘরে প্রথম বার মানুষের নিষ্ঠুর অশ্রু আচরণ সহিতে হইয়াছে। প্রথম বারই ক্রোধাক্ত হইয়া মানুষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ভাবিলাম, আমার অতি অশ্রু কান্ন হইয়াছে; এবং আমার দেবঘরের লোকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাই আপনার নিকট এই আবেদন যে আপনি অশ্রুগ্রহ করিয়া দেবঘরের লোকগণের নিকট আমার বিনীতভাবে, **পূর্ণাঙ্গ:করণে, সরল হৃদয়ে** ক্ষমা প্রার্থনা জানাইবেন। অপাপবিন্ধচরিত্র নহি, আমি জানি। আমি কত মিছা কথা কহি, কত জনের প্রতি অশ্রু বিচার করি, কত কর্তব্য করি না, ইহা আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে কি গহিত, নীচতম, হেয়তম পাপ আমার উপর আরোপিত হইয়াছিল—ঈশ্বর জানেন, যে জীবনে এই প্রথম বার কি ঘোর অশ্রু পীড়ন আমাকে সহিতে হইয়াছিল। ইহার বিচার যেন ঈশ্বর করেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সামান্ত জীব যতদূর সাধ্য সংসারের দূষিত বায়ুতে স্বীয় চরিত্র অকলঙ্কিত রাখিব; তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইব, এই বাসনা। আমার চরিত্রের অন্ত্রে কিরূপ পরিমাণ করে তাহা আমার চিন্তার বিষয় নহে। আমি শৈশব হইতেই সমাজের আঙ্গাকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। এখনও বিবেকের নিকট সমাজের আঙ্গা তুচ্ছ করি, ও আশা করি চিরকাল করিতে পারিব; আমি যাহা বিবেকানুমেদিত মনে করি তাহাতে সমাজের সম্মতির জন্ত অপেক্ষা করি না ও বোধ হয় কখন করিব না। ইহার জন্ত হয়ত আমাকে অনেক অশ্রু অত্যাচার সহিতে হইবে। তাহা ধীরতার সহিত সহিব মনে করিয়াছি। সেলির এই কয়েক ছত্র আমার জীবনের অন্ততঃ কিছুও পরিবর্তন করিবে, আশা করি। কিন্তু যাহা করিয়াছি তাহার উপায় নাই। তাই তাহার জন্ত ক্ষমা চাহি। আপনি তাঁহাদিগকে অশ্রুগ্রহ করিয়া কহিবেন যে তাঁহারা যেন বালকের কৃত অপরাধ বলিয়া আমার তাঁহাদিগের সহিত আচরণ মার্জনা করেন। হয়ত তাঁহাদিগের সহিত জীবনে কখন দেখা হইবে না। আমি কোথায় থাকিব, তাঁহারা কোথায় থাকিবেন তাহার স্থিরতা নাই। তাই বলি তাঁহারা সে সকল যেন ভুলিয়া যান। ক্ষমা করিতে কেহ অস্বীকৃত হইবেন না, আশা করি। পৃথিবীতে কাহাকেও যদি স্থখী করিতে না পারি, কাহাকেও যেন অস্থখী না করি ইহাই যেন ঈশ্বর করেন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা। আপনি যদি জানিতেন আমি কি অশ্রুতাপ করিয়াছি—আর কি বলিব একদিন যেমন ক্রোধাক্ত হইয়াছিলাম আজ তেমনি ব্যথিত হইয়াছি।

আপনি কেমন আছেন? যোগেনবাবু কেমন আছেন? তাঁহাকে আমার ভালবাসা দিবেন। উমেশবাবু কোথায়? তিনি যদি রোহিণীতে থাকেন তবে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিব মনে করিতেছি। তাঁহাকেও বলিবেন তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

ভগিনীর সহিত এক সপ্তাহ দেখা হয় নাই। দেখা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন, বলিব। আমি ভাল আছি। ইতি ৮ই নভেম্বর ইং ১৮৮৩ সাল।

আপনার স্নেহের

দ্বিজেন্দ্র

পুনঃ আপনি কি কলিকাতার মেলায় সময় আসিবেন ?

My dear Jogen Babu

I received your kind note in due time. I know you will excuse me for the delay in replying to it.

I shall have much pleasure in communicating your thanks to my sister for her furnishing you with her translation, when I meet her next. I do not doubt she will receive them gratefully. I have not seen her of late,

I have been lately to Krishnagar and spent there some jolly days with my brothers and the other members of my family. I have come back full of spirits and I got fever lately, from the effects of wh. I have perfectly recovered.

The Calcutta people are full of expectation of the coming Exhibition. An infinite fund of amusement is in store for them which they want to enjoy and that without delay. Wont you come down then ! It would be a thousand pities if you sat quiet there at Deogurh when almost everybody else would be coming down to enjoy a few days here. It will be the more pity if you let slip this opportunity of seeing the curiosities of the world collected in one place.

It is a pity that so many Bengalees have gone up to Deogurh and I am not there. How fare the Deogurh people ? Does...[storm rage still in Olympus ?

I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি. Have you seen it ? It is in the last no. of the শক্তি. At present I cannot write anything in any of the papers, our examination is so near. You will, however see an article on 'অনুগা কি উন্নততা' in the next no. of the নব্যভারত. Pray how are you ? How does your father ? Has he received my note to him ?

It is now about 7 o'clock in the evening. I am just now come upstairs after having played on the harmonium for some time.

I really don't know how to manage to read so many books for the accursed Examination. Examinations and all that I hate and that intensely. But I must needs go through the list somehow or other. I am hard pressed for time—so many books I have to go through. As Mr. S. N. Bannerjee said the other day I have hardly any time to die.

How are you going on with your paper the স্বরভি. I shall thankfully accept your present and I daresay, sister will do the same. Have you reviewed my book in it ? If so in what no. ?

I am now in good health.

Yrs. sincerely

Dwijendra

Calcutta, 28/10/83

26, Sookea Street.

পাটনা জিলার মস্জিদগাত্রেৰ বাংলা শিলালিপি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ., পি-এচ. ডি.

কিছু কাল পূৰ্বে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অনন্তসদাশিব অলতেকর মহাশয় আমার নিকট একখানি শিলালেখের প্রতিলিপি পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, শিলালিপিটি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এস. ভি. সোহানী, আই. সি. এস. মহোদয় কর্তৃক বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জিলার কোন একটি মস্জিদের গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমি এই মস্জিদ সম্বন্ধে কোনই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আলোচ্য লিপিতে মাত্র তিন পঙ্ক্তি লেখ খোদিত হইয়াছে। উহাতে যে স্থান ক্ষুড়িয়াছে, তাহা লম্বায় প্রায় দুই ফিট এবং প্রস্থে সাড়ে তিন ইঞ্চি। অক্ষরগুলি অযত্নলিখিত এবং অসমাকার। লিপিখানিতে মধ্যযুগের শেষ ভাগে প্রচলিত বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যয়ে খোদিত বলিয়া বর্তমান লিপির অক্ষরগুলির আকার দুই এক স্থলে সমসাময়িক বঙ্গীয় পুথির অক্ষর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এ স্থলে “অ” বর্ণের আকার দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বৈষ্ণবদেবের কমোশিশাসনে প্রাপ্ত “অ”-এর অনুরূপ। চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি অক্ষরের আকার বর্তমান লিপির তুলনায় কিঞ্চিৎ আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু ইহাতে অনেক ভাষাগত ত্রুটি আছে। ইহাতে মাত্র দুইটি শ্লোক আছে; উহাতে ছন্দেরও ত্রুটি দেখা যায়। লিপির তারিখে উত্তর-ভারতে প্রচলিত বৃহস্পতিচক্রের বর্ষনাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বৎসরের নাম কধিরোদগারী। উহার সহিত বিক্রমান্বেরও উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে যে, গুণ (অর্থাৎ ৩), শর (অর্থাৎ ৫), বাণ (অর্থাৎ ৭) এবং রূপক বা রূপ (অর্থাৎ ১)—এই শব্দগুলির দ্বারা গণিত বিক্রমবৎসরই আলোচ্য লিপির তারিখ। সুতরাং “অক্স বামা গতিঃ” অনুসারে আমরা ১৫৫৩ বিক্রমান্দ পাইলাম। এই বৎসরটি কধিরোদগারী বর্ষও বটে। খ্রীষ্টাব্দের গণনায় ইহা ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দ। লিপিতে পূর্বোক্ত বৎসরের পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গণনা অনুসারে তারিখটি ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী।

লিপির তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পঙ্ক্তিতে একটি পুণ্য কার্যের উল্লেখ নাই। কিন্তু যিনি এই পুণ্য কার্যের কর্তা, তাঁর নাম লিপিতে উল্লিখিত হয় নাই। লিপির এই অংশে ভ্রমপ্রমাদের সংখ্যা এত বেশী যে, ইহার ষষ্ঠাংশ মধ্য গ্রহণ করা কঠিন। তবে মনে হয়, কোন ব্যক্তি গঙ্গাতীরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে পীঠোপরি একটি দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। লিপিতে গঙ্গাতীর বুঝাইতে “তীর” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (শব্দকল্পদ্রুমে “তীর” শ্রষ্টব্য)। বিগ্রহের নাম রাজধর। সম্ভবতঃ ব্যক্তিবিশেষের নামানুসারে এইরূপ নামকরণ

হইয়াছিল। মন্দিরের স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া কেবল “এই কীর্তি” বলিয়া উহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে (Corpus Inscriptionum Indicarum, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১২, পাদটীকা ৬ দ্রষ্টব্য)।

মধ্যযুগের কোন কোন মুসলমান নরপতি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুর দেবমূর্তি ও মন্দিরাদি ধ্বংস করা ধর্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া উহারই মালমসলা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্তি ভাঙ্গিয়া উহার চাল মসজিদের প্রাচীর গঠনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণীতে জাফর শাহ মসজিদের প্রাচীরগাত্রে এইরূপ কতিপয় হিন্দু-মূর্তির চালের পৃষ্ঠাংশ প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আলোচ্য লিপি হইতেও বুঝা যায়, এতৎসংবলিত শিলাখণ্ড প্রথমে কোন মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত ছিল। পরে উহা মসজিদ নির্মাণের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। লিপিতে লিখিত বঙ্গাক্ষর দেখিয়া মনে হয়, উল্লিখিত হিন্দুমন্দির পূর্ব-বিহার বা পশ্চিম-বাংলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে যে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সাঁওতাল পরগণা জিলার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক দলিলে দেখা যায়, উহাতে যে কেবল বাংলা সাল এবং অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নয়; উহার ভাষাও বাংলা। অন্ধ্রের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, দেওঘরের বৈষ্ণনাথ-মন্দিরগাত্রে যে “মন্নারগিরিপ্রকরণ” খোদিত আছে, তাহাতে আদি-মধ্যযুগের বঙ্গাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। দেওঘর বিহার প্রদেশের অনেকটা অভ্যন্তরে, সাঁওতাল পরগণা, মুন্সের এবং ভাগলপুর, এই তিন জিলার সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। সুতরাং পূর্বোন্নিখিত মন্দিরটি যে বাংলাতে অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে। পূর্ব-বিহারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অঞ্চলেও ইহার অবস্থান কল্পনা করা যাইতে পারে। আলোচ্য শিলালিপির তারিখটি দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, ঐ মন্দির বিহারেই অবস্থিত ছিল, বাংলাদেশে নহে। প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে কোন সালের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। সেনবংশীয় রাজগণের আমলে এদেশে শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, দক্ষিণাংশে শকাব্দ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং বাংলার সেন-রাজগণ মূলতঃ দক্ষিণাত্যের কর্ণাটবাসী ছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশে বিক্রম-সংবতের ব্যবহার কদাপি জনপ্রিয় হয় নাই। বৃহস্পতিচক্র অমুসারে বৎসরের নামকরণ এদেশে এক প্রকার অজ্ঞাত বলিলেও অত্যাঙ্গী হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র বিক্রমাব্দের জনপ্রিয়তার কথা সকলেই অবগত আছেন। বৃহস্পতিচক্র অমুসারী বৎসরের নামকরণও এই অঞ্চলে সুপ্রচলিত। মধ্যযুগ হইতেই তারিখাদির উল্লেখ বিষয়ে বিহারের উপর অনেক ক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশের প্রভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং আলোচ্য লিপিটির তারিখ হইতে, উহা বিহারের কোন স্থানে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অসুমানই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের লিপিটি যে সময়ে

উৎকর্ষ হইয়াছিল, সেই সময় লোদৌবংশীয় সুলতান সিকন্দর শাহ (১৪৮২-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন । তিনি বাহুবলে বিহার অধিকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সময়ে দিল্লীর প্রাধান্ত বাংলাদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । এই সুলতান অনেক গুণে গুণবান ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ অতুলনীয় ছিল । তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সুলতান সিকন্দর লোদৌ “was a furious bigot. He entirely ruined the shrines of Mathura converting the buildings to Muslim uses, and generally was extremely hostile to Hinduism.” সুতরাং আলোচ্য লিপিতে উল্লিখিত হিন্দুমন্দিরের দুর্নবস্তার কারণ বোধ হয় কিছু কিছু অসুমান করা যায় । যাহা হউক, নিম্নে আমরা শিলালিপিটির পাঠ এবং অসুবাদ প্রকাশ করিলাম ।

শিলালিপির পাঠ

১। অঙ্গে বিক্রমভূভূজা গুণেশ্বরে বানে তথা রূপকে পৌষে মাসি তীর্থো স [প্তমকে] চ প-

২। ক্ষে চ বলক্ষেতরে । রুধিরোদগারিবৎসরে দিনে স্বরুণরোধাশ্চি (?)-

৩। রে সীষ্ট শ্রীরাজধরঃ সবেষ্টে বো (?) কীর্তিমিমাং চ কারিতং ॥ শুভমস্তু (?)

সংশোধিত পাঠ

(গীতিচন্দ)

অঙ্গে বিক্রমভূভূজা গুণেশ্বরে বানে তথা রূপকে ।

পৌষে মাসি তীর্থো চ সপ্তমকে পক্ষে চ বলক্ষেতরে ॥১

রুধিরোদগারি বৎসরে দিনে স্বরুণরোধাশ্চি ।

সৃষ্টঃ শ্রীরাজধরঃ সবেষ্টে বো কীর্তিমিমাং চ কারিতাম্ ॥২

শুভমস্তু ॥

বঙ্গানুবাদ

ত্রিগুণ, পঞ্চশর, পঞ্চবাণ এবং একরূপ দ্বারা গণিত রাজা বিক্রমের সংবৎসরে এবং বৃহস্পতিচক্রের রুধিরোদগারিসংজ্ঞক বৎসরে, পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম তিথির বৃহস্পতি-বারে গজাতীরে পীঠ সহ শ্রীরাজধর (অর্থাৎ তৎসংজ্ঞক দেববিগ্রহ) নিশ্চিত হইলেন এবং এই কীর্তি (অর্থাৎ কীর্তিস্থাপক মন্দির) নির্মাণ করান হইল । মঙ্গল হউক ॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্পবয়স্ক সহকর্মী ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায়ই তিনি ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা সেকালের ধর্মপিপাসু শ্রোতাদের একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তাঁহার ভাষা ছিল লালিত্যপূর্ণ ও মাদুর্য্যমণ্ডিত। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ও অন্যান্য সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে তাঁহার কার্যকলাপের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি বহু বৎসর প্রথমোক্ত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। অযোধ্যানাথ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ কার্যে সহায়তা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার কার্যে ব্রতী হন। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন :

“আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অস্তঃপুরে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজন্য মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অস্তঃপুরে পড়িতাম। অক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্থলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য হইল।”*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলিয়াছেন : “অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেঘেরিগকে পড়াইতেন।†

অযোধ্যানাথ ১৭৮৬ শকে (১৮৬৪-৫) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদক। এই বৎসর পৌষ মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং ট্রষ্টার ক্ষমতাবলে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন।‡

অযোধ্যানাথ পরবর্তী কালীন মাসেই (১৮৬৫) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদক হইলেন। তাঁহার স্থলে সহকারী সম্পাদক হইলেন আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ।§ ১৭৮৮ শকের চৈত্র মাস (১৮৬৭) পর্য্যন্ত অযোধ্যানাথ পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় ১৭৯১ শকের বৈশাখ মাস (১৮৬৯) হইতে মৃত্যুর (ভাদ্র ১৭৯৫ শক) কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত এই কার্যে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে কলিকাতা, পরে (পৌষ ১৭৯০ শক হইতে) আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভারও তিনি বরাবর সভ্য ছিলেন।

* “আমাদের গৃহে অস্তঃপুর শিক্ষা। ও তাঁহার সংস্কার।”—প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৬।

† জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনকৃতি। পৃ. ১১২।

‡ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পৌষ ১৭৮৬ শক।

—কালীন ১৭৮৬ শক।

সমাজ সম্পৃক্ত নানা কার্যের সঙ্গেই পাকড়াশী মহাশয়ের যোগ ছিল। তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এ সম্বন্ধে আবার ১৭৮৭ শকের (১৮৬৫) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ :

“ব্রহ্মবিদ্যালয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার অপরাহ্ন চারিটায় ও অন্ত্যান্ত রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু জৈলোক্যনাথ রায়, বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন।”

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়েও অযোধ্যানাথ প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে ধর্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।*

অযোধ্যানাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিশেষ আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহারের একটি প্রস্তাবে দেখিতেছি :

“১৭৮৬ শকের ১ পৌষ অবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্মের উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত কালীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের উপর সমপিত হয়।”†

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা লাভ করিলেও অযোধ্যানাথ জীবনসার্থকে তাঁহার বিয়োগ-ভাজন হইয়াছিলেন।‡ তিনি ভীষণ অর্থকষ্টেও পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সালের ২৮শে আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমসাময়িক বহু পত্রিকা গভীর শোকপ্রকাশ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ দিবসীয় ‘ভারত সংস্কারক’ লেখেন :

“গত ১৩ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন...। ইনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ, স্থলেখক ও ধার্মিক ব্রাহ্ম ছিলেন। গত ১০ বৎসর ইনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং ঐ সমাজের পতন অবস্থায়ও তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকে উপাসনা স্থানে যাইতেন। ইনি কয়েক বৎসর ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদকীয় ভার নির্বাহ করেন...। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া ‘মাঘোৎসব’ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়,

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক।

† এ —বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

‡ ‘হিন্দু পেট্রি রিট’ অযোধ্যানাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লেখেন :

“The late murder of his brother somewhere at Chagdah under suspicious circumstances, and the alienation of Babu Debendra Nath Tagore's sympathy from him, which resulted in his resignation of his seat at the Somaj preyed upon his mind keenly, while his body was undermined by a protracted attack of dysentery.”—রামগোপাল সান্যাল-কৃত *Reminiscences and Anecdotes of Great men of India, both European and Native, Part II*—পৃ. ১০৬-এ উদ্ধৃত।

তাহার শেষে পাকড়াশী মহাশয়ের বক্তৃতাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা উক্ত সমাজের উৎকৃষ্ট বক্তৃতা সকলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, ...। ইনি ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে অতি সরস ও মধুর ভাষায় ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি মূল সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অঙ্কবাদেরও সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক দুঃখবিস্ময় পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শয্যাগত থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।”

উল্লিখিত ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ পুস্তকখানি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সত্তরটি উপদেশ আছে। পুস্তকখানির বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

“যখন আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিতাম, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য, আমার পূজনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কহিয়াছিলেন যে, শিক্ষাদানকালে ছাত্রগণ অপেক্ষা উপদেষ্টা স্বয়ং অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃই আমি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং তাহারই অভিপ্রায় অল্পসারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শেষ কয়েকটি উপদেশ ভিন্ন আর সমস্তই তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে অনাবশ্যকবোধে তাহার একটি উপদেশ পরিত্যাগ ও অবশিষ্ট সমুদায়ের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় নামেই ইহা গ্রথিত করিলাম। ব্রাহ্মধর্মের মত ও ভাব ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার প্রস্তাব সকল তদনুসারেই বিস্তার করা হইয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ }
৬ চৈত্র, ১৭২১ শক }

শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী”

সংযোজনী। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-লিখিত আর একখানি পুস্তিকা : দাক্ষিণাত্যের কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথা পরিবর্তন করা উচিত কি না। প্রকাশকাল—২০ ভাদ্র, ১৮৪৪ শক (১৮২২)।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’

শ্রীযত্ননাথ সরকার

বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন, “সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।” (‘সীতারামে’র বিজ্ঞাপন)। আবার, “দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।” (‘রাজসিংহ’র বিজ্ঞাপন)।

কিন্তু বঙ্গদেশের সত্য ইতিহাস পড়িবার পর বঙ্কিমের এই অস্বীকার-বাণী গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার ‘সীতারাম’ উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং তিনি এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণগুলি ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ও ‘চন্দ্রশেখর’ হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি ইউরোপীয় সাহিত্যে রচিত হইলে সেখানকার গুণিগণ ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে নিঃসন্দেহ স্থান দিতেন; তাহার কারণ, পরিষৎ-সংস্কারের ‘আনন্দমঠে’র ভূমিকাতে আমি বিস্তারিত বিচার করিয়াছি। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনা-গুলির ও সেই যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য; ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই; ইতিহাসে পরিচিত কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ্ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত বলনা হইত, সীতারামে কোথায়ও তাহা হয় নাই। এর উপর, সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাস-খানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য। এই দুটি কথা এখানে প্রমাণ করিব।

বঙ্কিমের সীতারাম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার ঐতিহাসিক সত্য-অসত্যতা লইয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের ‘মশোহর-খুলনার ইতিহাস’ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার ফলে ঐ সব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে, এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে। সে যুগের পারসী সরকারী কাগজ এবং ফরাসী কুঠিঘাল সাহেবদের চিঠি হইতে ঐ সময়কার দেশের ইতিহাস অতি বিশদ ও বিগুহভাবে জানা যায়। আমি এই দিকেই সতীশচন্দ্রের গ্রন্থের উপর কতকগুলি তথ্য যোগ করিয়া দিব। রাজা সীতারামের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বেশী কিছু পাই নাই। সমসাময়িক সাক্ষীর কাহিনী ও স্থানীয় প্রবাদ অবলম্বনে ঐতিহাসিক সীতারামের জীবনী নীচে লিখিত হইল।

প্রকৃত সীতারামের জীবনী

১৮৬১-১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম খুলনা জেলায় ডেপুটি কলেक्टर ছিলেন, এবং ঐ জেলার মাগুরা বিভাগের সবডিভিশনাল অফিসর নিযুক্ত থাকেন। ঐ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাহার

রাজবাড়ী, মন্দির, দুর্গ-প্রাকার, পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, “রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্কশকুল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুঞ্জব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।” [সতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ৫১১পৃ.] সীতারামের মৃত্যুর দেড় শত বৎসর পরেও তাঁহার বাসস্থানে তাঁহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ষ্টুয়ার্ট (তস্য পিতা রিয়াজ-উস-সলাতীন, তস্য পিতা সলিমুল্লাহ তারিখ-ই বংগাল) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।

সীতারাম উত্তর-রাষ্ট্রীয় কায়স্থ। এই বংশে শ্রীরামদাস, বাঙ্গলার সুবাদার রাজা মানসিংহের অধীনে রাজস্ব-সেৱেষ্টার চাকরি করিয়া খাস-বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পৌত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের*—অর্থাৎ একাধারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় সৈন্যধ্যক্ষের—সজোয়াল্ অর্থাৎ প্রধান তহসিলদার ও কাধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা। ভূষণা মুঘলযুগে জেলার শাসনকেন্দ্র ছিল; কারণ, বঙ্গবিজয়ের পূর্ব হইতে আকবর জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত প্রবলপরাক্রান্ত এক হিন্দু-রাজবংশের রাজধানী এখানে ছিল। বর্তমান মাগুরা শহর হইতে ভূষণা ১৬ মাইল পূর্বে।

উদয়নারায়ণ মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্তী শ্রামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন, এবং মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহর-নগরে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করিয়া ঢাকা হইতে সেখানে পরিবার লইয়া আসেন, খ্রী ১৬৭০এর কাছাকাছি; তখন সীতারাম ১০।১২ বৎসরের বালক।

যৌবনে সীতারাম অশ্বারোহণে, অশ্বচালনায় ও মুগয়ায় দক্ষ হন এবং রাজস্ববিভাগের কায়স্থ আমলার উপযোগী ফারসী ভাষা এবং বৈষ্ণবের প্রিয় সংস্কৃত ভাষাও অভ্যাস করেন। প্রথমতঃ নবাবের অধীনে রাজস্ব আদায় ও হিসাবের কাজ করিবার সময় তিনি মফঃস্বলের দলবদ্ধ ডাকাত এবং বিদ্রোহী পাঠান জমিদারদের দমন করিবার শর্তে প্রকাণ্ড নলদী পরগণা (বর্তমান নড়াইল, মাগুরার ঠিক দক্ষিণে সংলগ্ন) বাঙ্গলার সুবাদারের নিকট হইতে নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। আমলার পুত্র এইরূপে তালুকদার হইলেন, ক্রমে জমিদার হইবেন, রাজা হইবেন, অবশেষে বিদ্রোহী সামন্ত হইবেন; তাহার আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিশাল নলদী পরগণা হাতে আসার ফলে সীতারামের আয় ও লোকবল দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার দুজন বড় বন্ধু জুটিল; একজন রঘুরাম (পক্ষান্তরে রামরূপ) ঘোষ, দক্ষিণরাষ্ট্রীয় কায়স্থ, বীর ও পালোয়ান, মেনাহাতী এই ডাক নামে খ্যাত সেনাপতি হইলেন। অপর জন মুনিরাম রায়, বঙ্গজ কায়স্থ, উকীল (মন্ত্রণাদাতা অর্থাৎ করেন্

* ফৌজদার কলেটর নহেন, রাজস্ব আদায় তাঁহার হাতে ছিল না; জেলার রাজস্ব তহসিলদারেরা স্থবার সদরে পাঠাইত।

সেক্রেটারী) হইলেন। তাঁহার দেওয়ান যহুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) বোধ হয় বন্ধিমের চক্ৰচূড় হইবেন। তাঁহার সেনা-বিভাগে যোগ দিল—বখ্তাওর খাঁ (ভূতপূর্ব ডাকাতের সর্গার), আমল বেগ মুঘল, হিন্দু নিম্নজাতীয় রূপচাঁদ ঢালী এবং ককিরা মাছ-কাটা অর্থাৎ নমঃশূত্র নিকারী। তাহার উপর, লোকমুখে এখনও সীতারামের সেনাপতিদের মধ্যে মোচ্‌ডা সিংহ, গাবুর ডলন (ডাক নাম) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ক্রমে নবাব-সরকার হইতে আরও অনেক তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, আয় অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলেন, অসংখ্য বৌর ও ভাগ্যদেবী সৈন্ত আসিয়া তাঁহার দলে যোগ দিল; সীতারাম বিজোহ দমন ও খাজনা আদায়ের নামে সেই অঞ্চলের সব ছোট বড় জমিদারদের পদানত অথবা তাঁহাদের জমিদারী লুণ্ঠ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বঙ্কের স্ববান্দার ঐ সব অরাজক অঞ্চলে শাস্তি স্থাপনের সংবাদ এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু খাজনা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন; কারণ, ১৬৮২-১৬৯৭ পর্যন্ত বাকলার স্ববান্দার ছিলেন শাস্তিপ্রিয়, গ্রন্থকোট, নিশ্চল, বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহিম খাঁ; তাঁহার শাসনের কথা পরে বলিব।

সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকীল (অর্থাৎ দূত) দ্বারা স্ববান্দারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সুপারিশে দিল্লীর দরবার হইতে ‘রাজা’ উপাধি ও জমিদারী কর্মান* আনিয়া মহা গৌরবে স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এবং এই নূতন পদমর্যাদার উপযুক্ত এক রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার পৈতৃক পুরাতন কাচারী স্বর্ধকুণ্ড গ্রাম এবং পৈতৃক বাসস্থান হরিহর নগর, এই দুটির মধ্যস্থলে বাগ্‌জানি গ্রামে নূতন রাজধানী গড়িলেন, তাহার নাম দিলেন মহম্মদপুর। মধুমতী নদীর পশ্চিমে যেখানে ঐ নদী একটা হেয়ার-পিনের মত পূর্ব দিকে বাকিয়া চলিতেছে, সেই বাকের মুখের কাছে মহম্মদপুর; আর মহম্মদপুর হইতে ক্রমাগত উত্তর-পূর্বদিকে আট দশ মাইল চলিলে মধুমতী ও পরে বারাসিয়া, এই দুই নদী পার হইয়া ভূষণা শহর,—সে যুগে ঐ জেলার শাসনকেন্দ্র, সভ্যতা ও শিল্পের আবাস, এবং বহু পণ্ডিত ও সাধু লোকের বসতিস্থল।

বিজ্ঞ শ্রমী ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র এই স্থান-নির্বাচনের প্রশংসা করিয়াছেন। “মহম্মদপুরের অবস্থান অতি সুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্য স্থানে উচ্চ স্থল। ভূষণার দিকে, অর্থাৎ প্রধানতঃ যে দিক হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্বদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখা দ্বারা দক্ষিণ দিক দুশ্রবেষ্ট করা যায়। অপর দুই দিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই।...এই স্থানে একটি ব্রহ্ম মন্দিরে সীতারামের [বংশের] ভাগ্যদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা আবিষ্কৃত হন [তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ কর্তৃক।] সীতারাম এখানে একটি ঋগ্নর দুর্গ, কয়েকটি সুপ্রশস্ত জলাশয়, সুন্দর সুন্দর মন্দির ও আবাস-গৃহ নির্মাণ করেন।” (৫৪০-৫৪৪ পৃ.)

এইখানকার তিনটি মন্দিরের ফলক অথবা ফলকের লিপির নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার

* স্থানীয় প্রবাদ যে, সীতারাম স্বয়ং দিল্লী যান এবং সেখানে রাজমন্ত্রীদের টাকার ও প্রতিজ্ঞিতে হস্তগত করিয়া এই উপাধি ও কর্মান লাভ করেন। কিন্তু তখন বাদশাহ ও তাঁহার সব বড় মন্ত্রী দাক্ষিণাত্যে, দিল্লী একটি প্রদেশ মাত্র হইয়াছিল। করম-রাজাদের বাদশাহী কর্মান দেওয়া হইত, জমিদারদের গুণ্য পুরুতাদা এবং তাহাও উকীরের বোহর-বুজ্‌।

সময় ১৬৯৯, ১৭০৩ এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং সবগুলিই সীতারামের নামে। বহুদূরবিস্তৃত প্রাচীরের চিহ্ন, কতকগুলি মাটির টিবি এখনও নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে চারি দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া সীতারাম অবশেষে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ আবুতুরাবকে অকস্মাৎ আক্রমণে হত্যা করেন, এবং ভূষণা দখল করিয়া ফেলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র দেখাইয়াছেন যে, চরম উন্নতির সময় সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তরে কিছু দূর হইতে সুলতানবনের তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; উত্তর সীমা পাবনা, দক্ষিণ সীমা ভৈরব নদ; পূর্বে মধুমতীর ও পারে তেলিহাটা পরগণার শেষ, পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা পর্য্যন্ত। “সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকার কম নহে” (৫৬৪ পৃ.)। এ কথা আমার নিকট অসম্ভব বোধ হয়; কারণ, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁর স্থাপন ও সং বন্দোবস্তের ফলেও সমগ্র বাঙ্গলা স্থার সরকারী খাজনা ১৩১ লক্ষের উপর উঠে নাই।

আবুতুরাবের হত্যার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদ কুলী খাঁ সীতারামকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি নিজ আত্মীয় বংশ আলী খাঁকে ভূষণার নূতন ফৌজদার-পদ দিয়া সৈন্য সহ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, এবং পার্শ্ববর্তী সব জমিদারদের হুকুম দিলেন সীতারামের বিরুদ্ধে এই অভিযানের সাহায্য করিতে। সীতারামের তখন দুর্বদৃষ্ট—তিনি বিলাসে মগ্ন, সেনাপতি মেনাহাতী অত্যন্ত-ভাবে স্নানের সময় নিহত হইলেন; আর দুর্গ রক্ষা করা হইল না, রাজধানীর মধ্যে চারি দিকে ছত্রভঙ্গ আরম্ভ হইল। সীতারামের বহু পরিবারের মধ্যে অনেকেই (তাঁহার কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তান) আগেই মহম্মদপুর হইতে বাহিরে পলাইয়া গেলেন, ১৭১৪ সালে তাঁহাদের কয়েকজন কলিকাতায় ধরা পড়েন। সীতারামের পরাজয়ে শত্রুপক্ষের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন রামজীবন আমলা, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, এবং সীতারামকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যান রামজীবনের ভৃত্য দয়্যারাম রায়, দীঘাপতিয়া-রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার বিশাল রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নলডাঙ্গা, নড়াইল, নাটোর, দীঘাপতিয়া প্রভৃতির জমিদারী গঠন করিল। মুর্শিদাবাদে সীতারামের নৃশংস প্রাণদণ্ডের বিবরণ সলিমুল্লাহ তারিখ-ই-বংগালাতে এবং পরে ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৭১৪, এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই বৎসরের অক্টোবর মাস (সতীশ, ২য় খণ্ড, ৫৮২-৬০০ পৃ.)।

তখনকার দেশের দশা

তেইশ বৎসর কাল মহাপ্রতাপে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাশেষে পদত্যাগ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ক্ষমতায় দেশময় শান্তি, ধনবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশ হইতেছিল। পরবৎসরের মাঝামাঝি নূতন স্বাধার হইয়া আসিলেন ইব্রাহিম খাঁ; ইনি পরম ধার্মিক, বুদ্ধ, সর্বদা বই পড়িতে ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন; যুদ্ধ বিগ্রহ বা চারি দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা তাঁহার প্রকৃতির বিরোধী। অথচ ইনি বড় দ্রাঘপরাণ, কোমলহৃদয় শাসক ছিলেন। ইংরাজ বণিকেরা তাঁহাকে

“the most famously just good nabob” বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পারসিক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তিনি একটি পিপড়ার প্রতিও অত্যাচার হইতে দিতেন না। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গলার চাষ-বাস ও বাণিজ্য বেশ বাড়িতে থাকিল। কিন্তু বাহির হইতে এক রাজনৈতিক ঝড় আসিয়া তাঁহার গুণগুলিকে দোষে পরিণত করিল, বাঙ্গলার অরাজকতা আনিয়া দিল।

ঠিক এই ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমের বাদশাহ আওরঙ্গজেবের গোঁবর ও সৌভাগ্য চরমে উঠিয়াছিল; তিনি ইহার পূর্বের তিন বৎসরে দক্ষিণাত্যের শেষ তিনটি স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস করেন—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতান দুই জনকে বন্দী করিয়া এবং মারাঠারাজ শজ্জীকে হত্যা করিয়া; মুঘল সাম্রাজ্য নামতঃ আহিমাচল-কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু ঠিক ইহার পরেই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। দক্ষিণে মারাঠারা, উত্তরে জাঠ ও রাজপুতেরা ক্লেপিয়া উঠিল, শাসন ছত্রভঙ্গ হইল, সাম্রাজ্য জুড়িয়া বিপ্লব ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল। মারাঠা জনসম্মত সাম্রাজ্যতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল, তাহাদের হাতে কত বড় বড় মুঘল সেনাপতি পরাস্ত, বন্দী অথবা নিহত হইতে লাগিলেন, আলিমর্দান খাঁ, ইসমাইল খাঁ মকা, কাসিম খাঁ, হিম্মত খাঁ, রুহালা খাঁ, রুস্তম খাঁ,—আর কত নাম করিব? বিশেষতঃ ধর্মাজী বাদব ও শান্তাজী বোরপড়ে নামক দুই জন অদম্য মারাঠা অশ্বপতি সেনানায়ক মুঘল সৈন্তদের নাস্তানাবুদ করিয়া দিল। এই দুই জনের এমন খ্যাতি হইল যে, মুঘল সৈন্তেরা ঘোড়াকে জলাশয়ে লইয়া গেলে পর ঘোড়া যদি ভড়কাইত বা জল পান না করিত, তখন তাহাকে বলিত—“কি রে! তুই বুঝি জলে ধরা বাদবের মুখ দেখতে পাচ্ছিস?” আর, বাদশাহের সর্বোচ্চ সেনানায়ক ফিরোজ জঙ্গ (নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা) “যখন শুনিতেন যে, শান্তাজী তাঁহার চাও ক্রোশের মধ্যে আসিয়াছে, অমনি তাঁহার মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া বাইত, এবং শান্তাজীকে আক্রমণ করিতে বাইতেছি, এই মিথ্যা ঘোষণা করিয়া দিয়া শিবির তুলিয়া সেখান হইতে অল্প পথ দিয়া দূরে পলাইয়া বাইতেন।” [ডক ii. 406 n, খাফি খাঁ, ii. 446,] উত্তর-ভারতে জাঠ-শক্তির অভ্যুদয় হইল, তাহারা আগ্রা ও আগ্রার চারি দিকে লুণ্ঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের বাধা দিবার কেহ রহিল না। রাজপুতানায় যে এই সময় ত্রিশবর্ষব্যাপী আঙন জলিতে থাকিল, তাহা রাজসিংহের ভূমিকায় দেখাইয়াছি।

বাদশাহের এই সব নিগ্রহ ও অক্ষমতার সত্য সংবাদ স্বদূর প্রান্ত বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পৌঁছিতে আরও পল্লবিত হইল। অমনি জমিদারগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল, দক্ষিণবঙ্গ ও উড়িষ্যার অসংখ্য ছোট ছোট পাঠানবংশ মাথা খাড়া করিল, সাধারণ ডাকাতেরা দল বাধিয়া পথে গ্রামে লুণ্ঠিতে লাগিল। শেষে প্রকান্ত বিদ্রোহ দেখা দিল; শোভাসিংহ ও রহিম আকগানের বিদ্রোহ—বর্জমান-চন্দ্রকোনা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত ছড়াইল, ১৬২৬-১৬২৮ সাল। [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নময়ী নাটক সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে।]

১৬২০-১৬২৭ আট বৎসর এইরূপ বিপ্লব চলিল। তাহার পর ১৬২৮ সালে নূতন স্ববাদার শাহজাদা আজীম-উদ্দীন ঐ বিদ্রোহটি দমন করিলেন। রহিম মুন্সে হত এবং শোভাসিংহ

অপঘাতে মৃত হইল। এবং ১৭০০ সালের শেষে অসাধারণ দক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নূতন দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলায় পৌছিয়া দেশে কতকটা শান্তি ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের কোন লাভ হইল না। সুদূর দাক্ষিণাত্যে অতিবৃদ্ধ বাদশাহ নিজে মারাঠা অক্ষৌহিণী কর্তৃক অনবরত ঘেরা; উত্তরভারতের কোন সুবায় সৈন্ত ও কামান পাঠাইয়া সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; বরং তিনি এই দশ বারো বৎসর ক্রমাগত হিন্দুস্থান হইতে নূতন-ভর্তি সৈন্ত ও আগ্রার কোষাগার হইতে পূর্ণপুরুষদের সজ্জিত ধনরত্ন চাহিয়া আনাইয়া তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। সুতরাং বাঙ্গলায় স্থানীয় বিদ্রোহ বেশী বিস্তৃত হইলে তাহা দমন করা সুবাদারের অসাধ্য ছিল। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর পতনের পর বাঙ্গলার কেন্দ্রীয় অংশে শান্তি স্থাপিত হইলেও দূর দূর সীমান্তে—যেমন তটভূমি খুলনা জেলায়—বিদ্রোহ চলিতে লাগিল; সেখানে কে যায় ?

বাদশাহ এখন ৮৪ বৎসরেরও অধিকবয়স্ক, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু; রাজপুত্রগণ তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিয়া তাঁহার দেহান্তে সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহার জ্ঞান প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজীম-উদ্দৌলার একমাত্র লক্ষ্য হইল—বাঙ্গলার মত বিখ্যাত স্বর্ণধনি হইতে দুই হাতে টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইবার পথ আর সব প্রতিদ্বন্দী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিক সুগম করা। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর যখন আজীম বাঙ্গলা-বিহার ছাড়িয়া আগ্রার দিকে গেলেন, তখন তিনি তিন কোটি টাকা সঙ্গে লইয়া যান, একরূপ লোকে বলে। চন্দননগরের ফরাসী কুঠিঘাল সাহেবেরা এই গুঢ় অভিসন্ধির এবং দেশের দশার সঠিক চিত্র তাঁহাদের রিপোর্টে প্যারিস নগরীতে কর্তাদের নিকট পাঠান; ১৬৯৯ হইতে ১৭০৩ পর্য্যন্ত তাঁহাদের চিঠি হইতে কিছু কিছু অলুবাদ করিয়া দিতেছি (Kaepelin, 840, 461, 524):—

“শাহজাদা আজীমউদ্দৌল [ভুল বানান *Massoudy*] বিদ্রোহীদের দমন করিবার পর প্রাচ্য দেশের প্রথা অলুসারে, লোকদের রীতিমত শোষণ করা ছাড়া আর কিছুতেই মন দিলেন না; সব কর্মচারিগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অলুকরণ করিতে বাধ্য হইল।...আওরঙ্গজীবের অতিবার্দ্ধক্য এবং তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া আসন্ন প্রলয়ের ফলে সমস্ত সাম্রাজ্যময় অরাজকতা বাড়িয়া গেল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এই সুযোগে অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল, এবং অত্যধিক জোরে আদায় ও অবিচার দ্বারা প্রজাদের দলিত করা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিল না। আমাদের [ইষ্ট ইণ্ডিয়া] কোম্পানীও ইহা হইতে রেহাই পাইল না। শাহজাদা আজীম এবং বাদশাহ কর্তৃক অসামান্য ক্ষমতা-যুক্ত হইয়া বঙ্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদ কুলী খাঁ) নিজেই স্থপিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না।...সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হইতে লাগিল, টাকা অধিক হইতে অধিকতর দুস্ত্রাপ্য হইল, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ধরিল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।”

ঠিক এই অশান্তি ও অত্যাচারের মধ্যে সীতারামের উত্থান। সুতরাং তাঁহার কাছে অনেক

সঙ্গী সহায়ক আসিয়া জুটিল, অনেক পিষ্ট লোক তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আশ্রয় লইল। ১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিকটক রাজস্ব ভোগ করিলেন। কিন্তু ১৭১৩ সালে ফরুখসিয়রু দিল্লীর বাদশাহ হইবার পূর্বে মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলার স্বাদার* হইয়া আসিলেন। তিনি ইহার পূর্বে বঙ্গ ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ফৌজদার মাত্র এবং শেষে উড়িষ্যার স্বাদার ছিলেন। এখন হইতে নামতঃ এবং কার্যতঃ এই দুই প্রদেশে সর্বসর্বা হইলেন। ঠিক তাহার পরের ঐক্য-কালেই সীতারামের ধ্বংস সাধন করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৭১৪)।

হিন্দুদের অবস্থা

বাদশাহ আওরংজীবের দীর্ঘ রাজত্বের ঠিক মাঝামাঝি, যখন বড় বড় হিন্দু সামন্ত রাজারা সকলে মরিয়া গেলেন, অমনি তাঁহার ধর্মাত্মতা প্রকাশ্যে দেখা দিল, এবং তিনি যতই বুদ্ধ হইতে লাগিলেন, তাঁহার গোঁড়ামি ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা চরমে উঠিল। কি হিন্দু, কি শিয়া, কি বোরা সম্প্রদায়, সকলকেই রাজশাসনের যন্ত্র দিয়া উৎখাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাদেশিক কর্মচারীরা ইসলামের ধর্ম-বিধি(শরী')কে অক্ষরে অক্ষরে প্রজাদের উপর চালাইতে বাধ্য হইল। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত, মূল দলিলের নাম ও পৃষ্ঠা সহিত আমার ইংরাজী হিন্দী অব্ আওরংজীবের ৩য় খণ্ডের ৩৪ অধ্যায়ে সবিস্তারে দিয়াছি। বাঙ্গলাদেশেও অমুসলমানদের শরী'-অনুযায়ী নির্ধাতন ও আদালতে পার্থক্যমূলক ব্যবহার, অর্থাৎ আইনের জোরে অবিচার হইত, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ইসলামি ধর্মশাসনের প্রতিনিধি বলিয়া কাজীর পদ এবং ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাদারের উপর উঠিত।

খাফি খাঁ লিখিতেছেন,—“বাদশাহ রাজ্যের কাজে এবং ছোট বড় সব বিষয়ে কাজীদের এত প্রভুত্ব দিলেন যে, তাহা বড় বড় ওমরা এবং মন্ত্রীদেও ঈর্ষার বিষয় হইল।...একদিন দাক্ষিণাত্যের সংবাদ-লেখকদের পত্র হইতে বাদশাহ জানিতে পারিলেন যে, শিবাজী বিক্রোহী হইয়া খুব গণ্ডগোল করিতেছেন, এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। বাদশাহ মহাবৎ খাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন যে, ‘এই কাফির-বাচ্চা অসীম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, উহাকে সমূল উৎপাটন করা আবশ্যক।’ মহাবৎ খাঁ উত্তর দিলেন, ‘সৈন্ত প্রেরণ দরকার কি? কাজীর একটা বোষণা পাঠাইয়া দিলেই কাজ সিদ্ধ হইবে।’ বাদশাহ অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং পরে গোপনে জাফর খাঁকে বলিলেন, ‘মহাবৎ খাঁকে বুঝাইয়া দিও যে, একরূপ লঘু কথা প্রকৃত দরবারে যেন না কহে।’ [মূল পারসিক, ii. 216-217.]

বাঙ্গলাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, তাহা সলিমুল্লা ও যুলাম হুসেন সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন :—

* বাঙ্গলার ঠিক আসল স্বাদার নহেন, নারের নাজিম অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত শাহজাদা অথবা আদিলের প্রতিনিধিরূপে, কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতার সহিত।

একজন ফকির চূনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা সাজাইয়া বৃন্দাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন ঐ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে আজ্ঞান পড়িত। বৃন্দাবন উত্তোক্ত হইয়া একদিন কয়েক খান ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ফকির গিয়া মুর্শিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল। বিচারক কাজী মুহম্মদ শরফ্ উলেমাদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড দিলেন। মুর্শিদ কুলী এই হত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বেচারিা হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য ধর্ম-আইনের কড়া বিধি এড়াইবার কোন উপায় আছে কি?' কাজী উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আছে। উহার প্রাণ লইতে ততক্ষণ দেরি হইতে পারে, যতক্ষণে উহার প্রাণ-ভিক্ষার্থী বন্ধুকে আগে মারিয়া ফেলা হইবে। তাহার পর উহাকে বধ করা নিশ্চিত।' মুর্শিদ কুলী খাঁর সব চেষ্টা বিফল হইল; এমন কি, সুবাদার শাহজাদা আজীমউদ্দৌলার অসুরোধ পর্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ্য করিলেন না।...তিনি শাহজাদার পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,— 'কাজী শরফ্ খোদাকি তরফ্'। [তারিখ্-ই-বংগাল, মুর্শিদ কুলী খাঁ অধ্যায়ের ঠিক শেষে; রিয়াজ-উল-সালাতীন, মূল ২৮৫-২৮৬ পৃ.]

বাদশাহ এই মুহম্মদ শরফকে নিজে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গলার কাজী নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং মুর্শিদ কুলী সব মোকদ্দমায় এই কাজীর মত [ফতোওয়া] অনুসারে কাজ করিতেন। কুরাণে [নবম সূরা, ২৯ শ্লোক] লেখা আছে, "যাহারা সত্য-ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা নীচতা স্বীকার করিয়া (ওহম্ সাধিক্রণ্) হাত দিয়া জজিয়া-কর দেয়"। এজন্য আরওংজীব হুকুম দিলেন যে, কোন হিন্দু ঐ টেক্সের টাকা বাহক দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না, সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া নিজ হাতে টাকাগুলি তহসিলদারের হাতে দিবে। তাহার অনেক চিঠি পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে তিনি এই নিয়মে শিথিলতা করার জন্য মুসলমান কর্মচারীদের ধমকাইয়াছিলেন।

সুতরাং গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুম, একেবারে ঐতিহাসিক সত্য; এটি বন্ধিমের কল্পনা-প্রসূত অসম্ভব ঘটনা নহে। অবিচারী ধর্মাত্ম সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের স্বাভাবিক স্ফায্য প্রতিক্রিয়া রাজপুত, শিখ ও জাঁঠদের মধ্যে যাহা তখন ঘটে, তাহা ভারত-ইতিহাস হইতে সকলেই জানেন। বাঙ্গলায় তাহা উপভাস ছলে বন্ধিম আঁকিয়াছেন।

সীতারাম-চরিত্র

তবে সীতারামের পতন হইল কেন? যশোর-খুলনার ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত গবেষক সতীশচন্দ্র মিত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজা হইবার পর সীতারাম বড় বিলাসী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পড়েন, এক্রণ কথা সেই অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। রাজা-নবাবরা আরাম ও

নেশায় মত্ত থাকিবে, রংমহালে যুবতিশত-বৃত্তং হইয়া অহোবাহু লীলা করিবে, এটা আর আশ্চর্য্য কথা কি? কিন্তু এইখানেই বঙ্কিম তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এই তুচ্ছ নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ-বিলাসের অন্তরে একটি গুঢ় কারণ নিহিত করিয়া ইহাকে সাধারণ বাস্তব জগৎ হইতে অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে আনিয়াছেন। তাঁহার সীতারাম রায় প্রথমে আমাদের কাছে দেখা দেন—অনন্তসামান্য মহাপ্রাণ উদ্ভোগী পুরুষসিংহ-রূপে। তাহার পর ঘটনার ঘটপ্রতিঘাতে তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি হইয়া ক্রমে গভীর অবনতিতে আসিয়া পড়েন,—যদিও জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার বীরত্ব মহুগন্ধ আবার দগ্ধ করিয়া জলিয়া উঠিল। নায়কের এই চরিত্র পরিবর্তনই সীতারাম উপন্যাসকে শেক্ষণীয়রের ম্যাক্বেথের মত শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই কাব্যেই আমরা দেখি, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে, প্রায় অদৃশ্য গতিতে বাহ্য ঘটনার আঘাতে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে, একজন দেব-চরিত্র বীর দানব হইয়া উঠেন। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে চরিত্রের ক্রমবিকাশ উপরের দিকে, ক্রমে মহৎ হইতে মহত্তর হইতেছে,—যেমন বুদ্ধ-গল্পে এক একজন বোধিসত্ত্ব মাহুত্ব হইয়া জন্মিলেও ক্রমে আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, এবং স্ববুদ্ধির ফলে উচ্চ হইতে উচ্চতর জন্মের ভিতর দিয়া অবশেষে চরম স্তরে পৌছিয়া একজন সম্পূর্ণ বুদ্ধ হইয়া নির্বাণ লাভ করেন। সীতারামের হৃদয়ের গতি ঠিক ইহার বিপরীত দিকে। আর একটি উপমা দিই—শেক্ষণীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের এন্টনি কি বীর দক্ষ কর্মকুশল যোদ্ধা! আর সেই লোকটিই এন্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা নাটকে উদ্ভোগহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামিনীর দাস হইয়া প্রাণ দিলেন।

আমাদের এই উপন্যাসখানির আরম্ভে আমরা সীতারামের পরিচয় পাই এক অসাধারণ সত্যত্বভী, স্বার্থত্যাগী, পরহিতপরায়ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দ্রুতসিদ্ধান্তে অভ্যস্ত কর্মবীর, যেন ঈশ্বর তাঁহাকে জননেতা হইবার জগ্জই সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্রমে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন, পার্থিব সফলতার চরমে পৌছিলেন, আর তার পরই তাঁহার চরিত্রে পতন আরম্ভ হইল। ইহার কারণ, কাম বা সৌন্দর্য্যপিপাসা নহে। যদি তাহাই হইত, তবে রমা বা অন্ত কোন মোহের পুতুল সে তৃষ্ণা মিটাইতে পারিত। কিন্তু এই গণনেতা, এই কর্মবীর সফলতার শিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, নিজে নিঃসঙ্গ, একেলা; তাঁহার জীবনের যোগ্য কাজটি অসম্পন্ন করিবার জগ্জ চাহিলেন একজন হৃদয়সঙ্গিনী (যাহার ইংরাজী অল্পবাদ soul-mate, এবং কালিদাসী অল্পবাদ—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ)। বঙ্কিমের ভাষায়ই বলি—“কিন্তু সহ-ধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাজক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সবটুকু মস্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই?” [সীতারাম, ১-১০]।

ঠিক এই অভাবের ফলে গল্পের এই স্থলে বিষবৃক্ষের বীজ অজ্ঞাতসারে বপন করা হইল, অবশিষ্ট অংশের ভিতর দিয়া তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক বুদ্ধি পাইয়া, অকুরিত, পল্লবিত, ফলপ্রসূ হইয়া সীতারাম, মহম্মদপুর, ভূষণারাজ্য সকলকে বিনষ্ট করিল, নিষ্ঠুর কালক্রোড়ে অর্থাৎ অদৃষ্টশক্তিতে এ সব ভাসিয়া গেল।

গ্রীক অলঙ্কার-লেখকেরা বলেন যে, বিয়োগান্ত নাটকের উদ্দেশ্য—করণা ও লোমহর্ষণভাব উদ্বেক করিয়া দর্শকের হৃদয় গলিত, ধৌত, মার্জিত করিয়া দেওয়া। 'সীতারাম' নিঃসন্দেহ গল্প ট্রাজেডী।

উপসংহার

The proper place of historical novels is not [among histories, but among literature.] The shortcomings of the historical novel proper, particularly the historical novel in our own time, which tends more and more to appropriate the authentic figures of the past and to have less and less to do with imaginary characters. On the whole the greater the use the historical novelist makes of invented people and incidents the better are his chances of producing what is called a work of art. "What might have been is not the same as what was," [Dr. Gooch], and fiction, therefore, however conscientious and erudite, could never provide a substitute for genuine historical study. However, it is because of a certain inadequacy in history,—the dead carrying most of their secrets with them to the grave and our knowledge [of past ages] thus remaining eternally incomplete,—that Dr. Gooch championed the case of the historical novel.

Again and again Dr. Gooch illustrated how much the historical novel has contributed to the understanding of history.

Millions have gathered from the historical novel a knowledge of history which they would not have acquired by any other means. Finally, "historical fiction has played an active part in reviving and sustaining the sentiment of nationality, which for good or evil has changed the face of Europe in the nineteenth and twentieth centuries." (*Times, Lit. Sup.*, 30 June 1945, p. 307)

বঙ্কিম-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর এক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছান গিয়াছে, তাহারই আশ্চর্য্য সমর্থন পাওয়া গেল বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স্‌ পত্রিকার নবীনতম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, বাহার সারাংশ উপরে উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালী পাঠক দেখিবেন যে, বঙ্কিম নিজেই এই সাহিত্যিক নীতি অল্পসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিলাতের অতি আধুনিক মনোবিগণের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

কবি সৈয়দ সোলতান

(আলোচনা)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক মহাশয় 'কবি সৈয়দ সোলতান' প্রবন্ধে উক্ত সোলতানের পরিচয় ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে কবি সৈয়দ সোলতানের বাসস্থান সম্বন্ধে ডাঃ হকের মতের বিরোধী কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিলাম।

কবির কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া ডাঃ হক বলিয়াছেন, 'গ্নহ শত বস যোগে অব' অতীত হইলে অর্থাৎ ২০৬ হিজরী = ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কবি 'শবে মেহেরাজ' রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) ন্যূনাদিক ৩৩ বৎসর পূর্বে কবি সৈয়দ সোলতান তাঁহার শেষ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। [পৃ. ৩২]

কবি-রচিত শবে মেহেরাজ গ্রন্থে কবির বাসস্থানজ্ঞাপক নিম্নোক্ত দুইটি পংক্তি আছে,—

লঙ্করের পুরখানি আলিমবসতি।

মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দসন্ততি।

এই দুইটি পংক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কবির বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত পংক্তিদ্বয়ে মাত্র দুইটি কথা জানা যাইতেছে,—[১] লঙ্করের পুরে কবির নিবাস ছিল, [২] তিনি সৈয়দবংশের সন্তান ছিলেন।

চট্টগ্রামে লঙ্করের পুর নামক কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম নাই। ডাঃ হক সাহেব 'লঙ্করের পুর' অর্থে পরাগলপুর ধরিয়াছেন। চট্টগ্রামে সদর সাবডিভিসনের মিহেরসাই থানা ও মহাজনহাট পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত পরাগলপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রাম কখনও 'লঙ্করের পুর' নামে অভিহিত হইয়াছে, এমন প্রমাণ নাই। পরাগলপুর, পরাগল থানের নামানুসারেই হইয়াছে সন্দেহ নাই। পরাগল থানের উপাধি ছিল 'লঙ্কর'—

'লঙ্কর পরাগল থান আজ্ঞা শিরে ধরি।' [শবে মেহেরাজ]

পরাগল থানের উপাধি 'লঙ্কর' ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ ডাঃ হক সাহেব পরাগলপুরকে লঙ্করের পুররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়। কবি স্বপন্নী 'লঙ্করের পুর' বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করায় ঐ পন্নী 'লঙ্করের পুর' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

কবির বাসস্থানজ্ঞাপক দ্বিতীয় উক্তি হইতে কবি সৈয়দ-বংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। চট্টগ্রামের পরাগলপুরের বর্তমান প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার-পরিবারের কেহ আপনাদিগকে সৈয়দ-বংশের বলিয়া দাবী করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে দুইটি

প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধলেখক কবিকে চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরের অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই দুইটি প্রমাণই সন্দেহাত্মক। এই কারণেই কবির বাসস্থান অশ্রুত অসুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছি।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সাব-ডিভিসনের তরফ পরগণায় লক্ষরপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রামের উপর দিয়া বর্তমান বেঙ্গল আসাম রেললাইন গিয়াছে। এই গ্রামের রেলস্টেশনটিও লক্ষরপুর নামেই অভিহিত। শ্রীহট্ট জেলায় যে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত সৈয়দ-পরিবার আছেন, লক্ষরপুরের সৈয়দরা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

১২২৪ বঙ্গাব্দে লক্ষরপুরের সৈয়দ আবদুল আগফার চৌধুরী 'তরফের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি বর্তমানে দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার এক খণ্ড আমাদের পারিবারিক সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ-সংগ্রহে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে লক্ষরপুরের সৈয়দদের বংশলতা দেওয়া আছে। এই বংশলতায় সৈয়দ সোলতানের উল্লেখ পাইতেছি। মিকাইলের দুই পুত্র ছিলেন, ছোট্ট সা মুছা, কনিষ্ঠ সা মিনা। সা মিনার অপর নাম সোলতান ছিল [তরফের ইতিহাস, পৃ. ৪৬ ব্রষ্টব্য]। সা মিনা জনসাধারণের নিকট সোলতান নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে স্ব-বাস-পল্লী লক্ষরপুর ত্যাগ করিয়া, ঐ পল্লীর দেড় কোশ উত্তরে নূতন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই নবস্থাপিত পল্লী সোলতানের নামানুসারে 'সোলতানসি' নামে খ্যাত হয়। তরফ পরগণায় সৈয়দ-অধ্যাসিত লক্ষরপুর ও সোলতানসি, এই দুই পল্লীই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

তরফের ইতিহাসে লক্ষরপুরের সৈয়দ-বংশের যে বংশলতা দেওয়া আছে, নিম্নে তাহা হইতে নাম উদ্ধৃত হইল।—

মিকাইল, তৎপুত্র সা মুছা, সা মিনা। সা মিনার পুত্র সৈয়দ ইমুছ ও সৈয়দ জিকিয়া। সা মুছার সন্তানধারা এইরূপ,—ছৈয়দ আদম, মহাম্মদ কুদ্দহ, ছৈয়দ কুদ্দহ, আলা উদ্দিন, হাছন, মুহছিন, মহাম্মদ রজা, হাছন রজা, নইমুর রজা, মফজুল হাছন, ইহাঁর দুই পুত্র—মজাম্মিল হাছন ও আব্দুল আগফার।

আগফার চৌধুরী এই বংশধারায় শুধু তাঁহাদের শাখারই সম্পূর্ণ উল্লেখ করিয়াছেন। সা মিনা অর্থাৎ সোলতানের দুই পুত্র সৈয়দ ইমুছ ও সৈয়দ জিকিয়ার নাম নির্দেশ করিয়া পরবর্তীদের নাম উল্লেখ করিতে বিরত রহিয়াছেন। তাঃ হকের আলোচনা হইতে শবে মেয়েরাজ গ্রন্থ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রচিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিতেছি। শবে মেয়েরাজ রচনারস্তের কাল জানার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত সময়ের কয়েক বৎসর অগ্রপশ্চাত্য [১৪৭৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃ] কবির জীবৎকাল অনুমান করা বাইতে পারে। তরফের ইতিহাসের বংশধারা লক্ষ্য করিলেও কবিকে ঐ সময়ের লোক বলিয়াই মনে হয়।

উপরে উল্লিখিত প্রমাণের বলে সৈয়দ সোলতান যে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের লক্ষরপুরের অধিবাসী ছিলেন, তাহা অস্বাভাবিক হয়। সৈয়দ সোলতানের শ্রীহট্টবাসিন্যের অপর একটি আভ্যন্তরিক প্রমাণ তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিরত হইব।

কবির যখন বাহা রচনা করুন না কেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান, কাল ও পাত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কবির ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁহার রচনায় তাঁহার দেশের কথা ও সমসাময়িক সমাজচিত্র ধরা পড়িয়াছে। ডাঃ হক আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে সৈয়দ সোলতান-রচিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল গানের মধ্যে একটাতে শ্রীহট্টের উল্লেখ পাইতেছি। এই উল্লেখ হইতেও কবির শ্রীহট্টবাসী হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর দৃঢ় হইতেছে। নিম্নে ঐ গানের শেষ চারি পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

অজপা পঞ্চ শব্দ করি ভালো।

শ্রীহট্ট নগরে বাজএ একতালে।

কহে ছৈয়দ সোলতানে মনে হাকারি।

পছ দাতা ছোলতান পরম ভিখারি। [পৃ. ৫২]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বাক্য—১৭শেষে পরিষদের এই দুই জন বাক্যব আছেন—১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫০ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়,* ২। স্যর শ্রীযত্ননাথ সরকার, ৩। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং ৪। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসঞ্জীৱকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেষনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে এবং ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

(ঘ) মৌলভী-সদস্য—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১১০৪ ছিল।

(চ) সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১০ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ—বিশিষ্ট-সদস্য—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ-সদস্য—১। রায় চুনীলাল সরকার বাহাদুর, ২। প্রফুল্লকুমার সরকার, ৩। বীরেশচন্দ্র দাস, ৪। রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ, ৫। ডাক্তার স্বতীন্দ্রচন্দ্র আইচ, ৬। শরচ্চন্দ্র কর, ৭। স্বরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ৮। হেমলতা দাস। সহায়ক-সদস্য—১। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এবং ২। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতিরূপে, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকরূপে, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ চিত্রশালাধ্যক্ষরূপে এবং প্রফুল্লকুমার সরকার কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) ঊনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—২৬এ ভাদ্র, (খ) মাসিক অধিবেশন—৫ই অগ্রহায়ণ প্রথম, ২৩এ চৈত্র দ্বিতীয়, ১৩৫১। ৪ ভাদ্র তৃতীয় এবং ১৩৫১। ১৮ ভাদ্র চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দিষ্ট কার্য—সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ হয়।

* বর্তমান বর্ষে ২ আবার পরলোকগমন করিয়াছেন।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—স্থানাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষে ১। রবীন্দ্রনাথের, ২। বঙ্কিমচন্দ্রের, ৩। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর, এবং ৪। মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নাই। কেবল ২২এ জুন লোয়ার সাকুলার রোড গবর্নমেন্ট গোরস্থানে বর্তমান বর্ষে ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান এবং কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

(ঘ) শোক-সভা—১। ১৩৫১। ১৪ই আষাঢ় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল কুমার সরকারের পরলোকগমনে এবং ১৭ই আষাঢ় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব—আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের আয়োজন করা হয় নাই।

কার্যালয়—সভাপতি—স্বয়ং শ্রীধননাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিশ্রী শেঠ, শ্রীসম্বরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ, শ্রীমণিলালকান্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীস্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীদ্বিবাথ রায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দ্রুতল্যাবশতঃ কৰ্মচারিগণের দৈনন্দিন অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের মাসিক বেতনের উপর কিছু কিছু ভাতা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—(ক) গত পূজার সময় অধিকাংশ কৰ্মচারীকে তাঁহাদের এক মাসের বেতন বোনাস, (খ) ত্রিশ টাকা বা তদ্বিশ বেতনভোগীদের প্রতি মাসে ৪২ হইতে ২২ হিসাবে ভাতা এবং (গ) এই শ্রেণীর কৰ্মচারীদের প্রত্যেককে পূজার সময় একখানি করিয়া ধুতি দেওয়া হয়। সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্তমান বর্ষের জন্যও বজেটে কৰ্মচারীদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিষদের প্রাচীন কৰ্মচারী হরেন্দ্রচন্দ্র দাসের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আত্মের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল। হিসাব-বিভাগে উক্ত হরেন্দ্রবাবুর স্থলে শ্রীমুরারিমোহন দত্তকে এবং গ্রন্থাবলী বিভাগে শ্রীসনৎকুমার গুপ্তকে কৰ্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে।

কার্য্যানির্বাহক-সমিতি—১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। প্রফুল্লকুমার সরকার, পরলোক-গমনের পর শ্রীমণীমোহন বসু, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। ডক্টর শ্রীনীহারবরঞ্জন রায়, ৫। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। বেভারেণ্ড ফান্ডার এ দৌভেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীভারতেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৪। শ্রীজগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

১৭। শ্রীগোপাল হালদার, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২০। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২১। শ্রীভারাপদ ভট্টাচার্য্য, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৭। শ্রীস্বধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পরে শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত কার্যনির্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলির মন্তব্য গৃহীত ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) সরোজিনী বসু পদক সমিতিতে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খ) ভুবনমোহিনী স্ববর্ণ-পদক প্রদান সমিতিতে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও (গ) লীলা দেবী পুরস্কার সমিতি ও লীলা দেবী লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। পরিষদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় জুবিলী উৎসব অহুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল—

১। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা, ২। আয়-ব্যয়, ৩। পুস্তকালয়, ৪। চিত্র-শালা, ৫। ছাপাখানা, ৬। বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন, এবং ৭। জুবিলী উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষে অক্টোবর মাসের শেষে রেশনিং অফিস করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের নির্দেশ অনুসারে রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ [নিয়ন্তল ও দ্বিতল] ছাড়িয়া দিতে হয়। পরে গত মে মাসে গবর্নমেন্ট নিয়ন্তল ছাড়িয়া দেন। এই জন্য রমেশ-ভবনে রক্ষিত চিত্রশালার দ্রব্যগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে স্থানান্তরে—পরিষদ মন্দিরে ও রমেশ-ভবনের নিয়ন্তলে গুদামজাত করা হইয়াছে। কোন দ্রব্যই সাধারণের প্রদর্শনযোগ্য করিয়া সাজান সম্ভব হয় নাই। এই সকল অসুবিধায় চিত্রশালার কার্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে সর্বসাকুল্যে ২৮ খানি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪ খানি সংস্কৃত ও ৪ খানি বাঙ্গালা পুথি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২ খানি, শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ৩ খানি এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ১ খানি পুথি দান করিয়াছেন। বর্ষশেষে সকল রকম পুথির সংখ্যা এইরূপ—বাঙ্গালা ৩২৪৫, সংস্কৃত ২৩২১, তিব্বতি ২৪৪, ফার্সী ১৩, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২, মোট ৫২০২।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১১২০ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুস্তকালয়-সমিতির নির্দেশমত ক্রীত ২৭৮ খানি ও উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৮৪২। উপহার-দাতৃগণের মধ্যে শ্রীচরিত্রজ্ঞানর প্রধান ১৮৭, শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৪, এবং শ্রীভ্রামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৮ খানি উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বহু ও সমস্তের নিকট হইতে বহু পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের সংযোজিত পুস্তকগুলির মধ্যে এই ছাপাখানা গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য—১। শুকসারির উপন্যাস, ২। বিদ্যাহারাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড, ৩। পাকরাজেশ্বর ১ম খণ্ড, ৪। ধর্মসভাবিলাস ১ম খণ্ড, ৫। প্রবন্ধ পুস্তক [বহিমচন্দ্র], ৬। প্রবোধচক্রিকা ১ম সং, ৭। সমাজ কুচিহ্ন, ৮। হতোম গ্যাচার নকসা, ৯। গবান্নির যোগবিষয়ক পুস্তিকা, ১০। বাবুদের দুর্গোৎসব, ১১। রাসেলাস, ১২। চাকমুখ-চিত্তহরা। এবং ১৩। Tagore Law Lectures, 1873.

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তকাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Imperial Library, ৬। Government Printing, Bengal, ৭। Curator, Dacca Museum, ৮। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ৯। Government Museum, Madras, ১০। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২। বিশ্বভারতী, ১৩। Government of India এবং ১৪। Keeper of the Records of the Govt. of India.

গ্রন্থ-প্রকাশ

[ক] আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-চরিতমালার মিয়োক-সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিজ্ঞাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবত্ত, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। हरिनाथ मज्जुमदार [কাজল হরিনাথ], ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। ঘোষেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। রামগতি ত্রায়বর অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। গোবিন্দচন্দ্র বাঃ, দীনেশচরণ বসু, ৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতীতকালের মধ্যে এই চরিতমালার গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষমধ্যে ১২ খানির তৃতীয় সংস্করণ ও ১২ খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এই চরিতমালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে অমুমোদিত হইয়াছে।

[খ] ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে সমগ্র গ্রন্থাবলী এক খণ্ডে বাঁধাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

[গ] বঙ্কিমচন্দ্রের রত্নাবলীর ‘রুক্মকান্তের টুইল’ ও ‘দেবীচৌপুরাণী’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[ঘ] মধুসূদন গ্রন্থাবলীর ১২ খানি পুস্তকের মধ্যে রুক্মকুধারী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, হেক্টর বধ, মায়াকানন, একেই কি বলে সভাভা? বৃদ্ধ শালিকের ঘরে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, শশিষ্ঠা নাটক, বিবিধ কাব্য ও বীরাজনা কাব্য—এই নয়খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[ঙ] দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত জামাই বারিক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, বিবিধ, ছাদশ কবিতা, লীলাবতী, নবীন উপস্থিতি, স্বরধুনী কাব্য, ও কমলে কামিনী নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর ১০ খানি বই দুই খণ্ডে বাঁধাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

‘খ’ হইতে ‘ঙ’ গ্রন্থাবলী ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইতেছে এবং এই সকল গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। এই তহবিলের অর্থ হইতে আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রী বি. আর সেনের প্রস্তাবে এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় রামমোহন রায়ের সমস্ত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা আলোচ্য বর্ষে কিঞ্চিদধিক ১১০০০ আয় হইয়াছিল এবং বাজার-দেনা মিটাইয়া বর্ষশেষে তহবিলে প্রায় ৭৫০০০ উদ্ভূত আছে।

[চ] কালিকা-মঞ্জল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ও [জ] বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ ত্রিচিন্তা-হরণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ১০০০ পাণ্ডা গিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৪০০০ উদ্ধৃত আছে।

[ছ] পালামো—বঙ্কিমগ্রন্থ সঙ্কীৰ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত এই গ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ রচনা। বঙ্গ-দর্শনে ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে বঙ্কিমচন্দ্র ‘সঙ্কীৰ্ণনী হৃদা’ নামে সঙ্কীৰ্ণচন্দ্রের যে রচনাগুলি প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে পালামো প্রকাশিত হয়। কিন্তু পালামোর শেষ অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত উক্ত সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্কনৌকাস্ব দাস।

[জ] পরিষৎ-পরিচয়। পরিষদের স্মরণ-জুবিলা উপলক্ষে এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত ও শোভন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কাগজের অভাবে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই।

[ঝ] রিকার্ডের ধনবিজ্ঞান। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীসুধাকান্ত দে। কাগজের অভাবে এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই।

[ঞ] রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

‘বাংলার কবি ও কাব্য’ গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ [ট] ‘বলদেব পালিত’ প্রকাশিত হইয়াছে এবং [ঠ] ‘ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’ গ্রন্থ হু।

‘ঞ’, ‘ট’ ও ‘ঠ’ গ্রন্থ পরিষদ গ্রন্থাবলীভুক্ত এবং ‘সাহিত্য-নিকেতন’ কর্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—পঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ-সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল। এই সকল প্রবন্ধ সাহিত্যাদি শাখার অন্তর্ভুক্ত। কাগজের দুস্তাপ্যতা ও দুর্খল্যতার জন্য পত্রিকার কলেবর বর্ধন করিতে হইয়াছে। প্রাচীন-সাহিত্য—৪, ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—২, এবং বিবিধ—১।

বঙ্গীয় রাজসরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদগ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০৭ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্ততম শর্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে ও এক জন সাহিত্যিককে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুথির জন্য যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে।

নিয়ম পরিবর্তন—বর্তমান বর্ষে ৪ ভাদ্র তারিখের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের ৮১ সংখ্যক নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে—“পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করিলে, সেই হিসাব কার্যানির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রের উদ্ভব হইলে একজন হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা অনুমোদিত আয়-ব্যয় বিবরণ ও কার্যানির্বাহক-সমিতির গ্রহণীয় হইবে।”

স্মৃতি-রক্ষা—শ্রীযুক্তমোহন ঠাকুর তাঁহার স্বর্গতা কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ “লীলা দেবী স্মৃতি-ভাণ্ডার” স্থাপনের জন্য পরিষৎকে তিন শত টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন এবং লীলা দেবীর রচিত (ক) ‘ধ্রুবা’, (খ) ‘কিশলয়’ এবং (গ) ‘রূপহীনার রূপ’—এই তিনখানি পুস্তকের কয়েক খণ্ড এই ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য দান করিয়াছেন। এই ভাণ্ডারের স্মৃদ হইতে বা আয় হইতে দুই বৎসর অন্তর বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ে মহিলা সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানের জন্য “লীলাদেবী পদক” বা ‘পুরস্কার’ দেওয়া হইবে।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে ৩৬৮ দান পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৮১৪৮১ উদ্ভূত আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, বঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গোহাটী, শিবপুর, বাঁচী, কালী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান ও জালীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে মূল পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ দান—আলোচ্য বর্ষে সদস্তগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নানা আর্থিক সাহায্য সদস্ত ও সদস্ত-তর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়-ব্যয়—পরিষদের ১৩৫০ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্ভূত-পত্র (ব্যালাঙ্ক-শীট) সদস্তগণের নিকট পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে টাকা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্ত তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

নূতন নিয়ম

পরিষদগ্রন্থাগারে পুস্তক আদান প্রদান করিতে হইলে বিশিষ্ট-সদস্ত ও আজীবন-সদস্য ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সদস্যকেই আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৫২ হইতে পরিষৎকাৰ্যালয়ে পাঁচ টাকা জমা রাখিতে হইবে।

শ্রীবোগেশচন্দ্র বাগল

গ্রন্থাধ্যক্ষ।

জীবনযাত্রার পাথের



জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মা হু বের
প্রধান পাথের।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ,
কত শান্তির ও স্বথের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।
বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বৃষ্টি আজ রুঢ় বাস্তবের
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের
জ্ঞও যেমন তাদের দুষ্কিন্তা, ছেলেমেয়ে
ও আত্মীয় পরিজননের জ্ঞও তেমন
তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী
সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান দুষ্কিনে
ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্
পাথের নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান
পাথের—দুষ্কিনের সর্বোত্তম আশ্রয়।
উপার্জনশীল ব্যক্তিমানেরই অবিলম্বে এই
পাথের সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নুতন বীমা ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

যাহাদের শ্বাসের ধাত, একটু হিমে হাঁচি, সর্দি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা হাঁপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাহারা সুনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই সুখসেব্য ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশাতীতরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে ত্রিসৌরীজনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫২শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২৩৩১, আশাশুনি সার্বভৌম রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, অফিস

হইতে প্রচারিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিগুণাশতম বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রীমদ্রমোহন বসু এম-এ

সহকারী সভাপতি

শ্রী ব্রজনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট, সি, আই, ই শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুচন্দ্র
শ্রী যুগলকান্তি বোম্ব ভক্তিত্বরণ শ্রী রাম হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল
শ্রী রাজশেখর বসু এম-এ শ্রী হরিহর শেঠ
ডক্টর শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু এম-বি, ডি-এস-সি শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রী সজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রী অনাথনাথ বোম্ব শ্রী বোম্বেনচন্দ্র ঝাংল, বি-এ
শ্রী ভিভেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ শ্রী বোম্বেনচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রী চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রী জিবিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রী বোম্বেনচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ

আলম্ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রী বলাইচাঁদ কুটু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ শ্রী উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী আর-এ

কার্য্যমির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীপদ নন্দী, এম-এ, ২। শ্রী অনাথমোহন সেন, এম-এ, ৩। শ্রী অমল হোম,
- ৪। ডক্টর শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল, ৫। শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার লাহা, এম-এ, বি-এল,
- ৬। শ্রী পুণ্ডিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেন্ড কানাই এ দৌভেন, এম-জে, ৮। শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য,
- ৯। শ্রী বালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রী জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রী অনাথবল্লভ দত্ত, এম-এ,
- ১২। শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, এম-এ, ১৩। শ্রী বিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রী অন্নমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল,
- ১৫। শ্রী কীরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রী লীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রী শ্যামচন্দ্র রায়,
- ১৯। শ্রী কামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রী ক্রীতীপদ চক্রবর্তী, বি-এল,
- ২২। শ্রী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রী অজিতকুমার বসু বঙ্গিক, ২৪। শ্রী অতুলচন্দ্র দে পুরাণরথ,
- ২৫। শ্রী হৃদীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রী অনাথ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

১।	রামপ্রসাদ—শ্রীদীনেশচন্দ্র তর্কচাৰ্য্য এম্-এ	১
২।	গ্রন্থপঞ্জী : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
৩।	হৈহয়কুলের শাখাত শাখা—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি-এইচ ডি	২৩
৪।	অনুবাদাত্মক সমাধ—শ্রীপ্রণবংশ সিংহ রায়	২৫
৫।	কোটিলোর অর্থশাস্ত্রে ‘মদিরা-গৃহ’—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	৩৩
৬।	দ্বিনাথ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৩৬
৭।	সভাপতির অভিভাষণ	৩৯

একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যবিবরণ

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী

ও পত্রাবলী (সচিত্র)—মূল্য ৮০

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে বঙ্গের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাহিত্যো-ধ্যানানিসিদ্ধ বা বনঃসমাক্ষণ শাস্ত্রের মূগ্ধ তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২০।

গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিজুঘণ

পণ্ডিত জগদমু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধারিত আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যভৌর্য এম. এ. সম্পাদিত

বলরাম কবিশেখর-কৃত

১। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

২। সংস্কৃত পুথির বিবরণ

মূল্য ছয় টাকা ছারি আনা

৩। বাংলা পুথির বিবরণ—(প্রথম ভাগ)—রায়ারণ, মহাভারত ও ভাগবতের

পুথির বিবরণ এই ভাগে আছে। মূল্য—দুই টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীরঙ্গেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া ভূমিকা ও টীকা সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।
দুই খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ১৮। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

নৌদর্পণ ২৯, সধবার একাদশী ১১০, জামাই বারিক ১১০,
বিয়েপাগলা বুড়ো ১১০, লীলাবতী ১১০, ছাদশ কবিতা ১১০,
বিবিধ—গজ-পদ্ম ২৯, নবীন তপস্বিনী ১১০, সুরধুনী কাব্য ২৯,
কমলে কামিনী ১১০

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্তর শ্রীহরিনাথ সরকার ঐতিহাসিক
উপজ্ঞানের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য—রাজসংস্করণ—২ খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ৬০।
ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

১২ খণ্ড পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী বাঁধাই
দুই খণ্ড ১৮ টাকা। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড—‘অন্নদামঙ্গল’, মূল্য ৪।

২য় খণ্ড—‘বিজ্ঞানসুন্দর’, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি, মূল্য ৫।

দুই খণ্ড একত্রে বাঁধানো, মূল্য ১০।

প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। দুইখন্ড শব্দের অর্থসম্বলিত।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

শতাধিক বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনী সহ এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। পাঠকের
বোধসৌকর্য্যার্থ ইহাতে রামমোহনের প্রতিপক্ষের বক্তব্যও মুদ্রিত হইতেছে। রাম-
মোহনের এই বাংলা গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ড—মূল্য ১৫০ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ৩০০ টাকা।

শকুন্তলা

ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর-রচিত ‘শকুন্তলা’র নির্ভরযোগ্য

সংস্করণ, মূল্য ১।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

স্বল্প পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের প্রামাণিক জীবনী

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৮০ মাত্র, কেবল *চিহ্নিতগুলি ৮০

১ হইতে ৪৫ সংখ্যক পুস্তক ভিন খণ্ডে সূদৃশ্য বঁধাই, মূল্য ২২৮

*১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ৩। সুভাষচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরায় বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিশ্চন্দ্রনাথ তীর্থবাসী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারানাথকর তর্করত্ন, হারকানাথ বিদ্যাবূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্রীমচরণ শর্মা সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্নকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশাররফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুস্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। বোপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। চরিত্রনাথ মজুমদার (কান্দাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। বোপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি স্মারক, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *৪১। নবীনচন্দ্র সেন, ৪২। গোবিন্দচন্দ্র রায়, নীলেশচরণ বসু, *৪৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৪৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুপ্তকর, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *৪৯। রাজনারায়ণ বসু, *৫০। রাজকৃষ্ণ রায়, *৫১। মনোমোহন বসু, *৫২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৮০ আনা

বাংলা কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

বাংলা দেশের কয়েক জন ক্ষমতাশালী অথচ অধুনাবিস্মৃত কবির নির্দোষচিত রচনা-সংগ্রহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	মূল্য	৮০
২। বলদেব পালিত	"	৮০
৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	১০

শ্রীঅন্নদর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। মূল্য ১২০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলিত, মূল্য ১ম খণ্ড ৫০, ২য় খণ্ড ৭০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সংস্করণ): শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৩০

আলালের ঘরের দুলাল: প্যারীচাঁদ মিত্র মূল্য ১০

পালাচৌ (ভ্রমণবৃত্তান্ত): সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৮০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালা

অজিতকুমার চক্রবর্তী কাব্যপরিক্রমা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক কর্তৃক
গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, বর্ষ-সংগীত, জীবন-
স্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজা, ডাকঘর গ্রন্থ ও
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের আলোচনা।
প্রসিদ্ধ শিল্পী রদেনস্টাইন অঙ্কিত প্রতিকৃতি
সহ। মূল্য এক টাকা বারো আনা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

“বাংলা ছন্দের অধিকাংশ বৈচিত্র্য ও
উৎকর্ষের মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা;
বস্তুত বাংলা কাব্যে যে অজস্র ছন্দের
ব্যবহার চলছে তার প্রায় সবগুলিই হয়
রবীন্দ্রনাথের রচিত, না-হয় তাঁর দ্বারা
পরিমার্জিত; তাঁর নিজের উদ্ভাবিত
ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা তো বলাই বাহুল্য,
প্রাক-রবীন্দ্র-যুগেরও এমন কোনো ছন্দ নেই
যা তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ-প্রতিভার সোনার
কাঠির স্পর্শে উজ্জ্বলতর ও নবরূপ ধারণ
না করেছে।” এই গ্রন্থে বাংলা ছন্দে
রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা
করা হইয়াছে। বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে
যতরকম ছন্দ প্রচলিত আছে তার মধ্যে
কোনগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও
প্রবর্তিত এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা ও
সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।
রবীন্দ্র-ছন্দের ক্রমবিকাশ তথা অগ্ৰাগ্র
কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা, এবং বাংলা
ছন্দের বিবর্তনে তাহার স্থান সম্বন্ধে
আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।
মূল্য আড়াই টাকা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপরিচয়

সচিত্র। মূল্য পাঁচ সিকা

শ্রীশ্রীনাথকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা

শূচী ॥ ভারতের ভাষাসমস্যার স্বরূপ
কি? ভারতের বিভিন্ন নৃ-জাতি এবং
ভাষাগোষ্ঠী ও ভাষা; উপস্থিত অবস্থা;
হিন্দী, হিন্দুস্তানী ইত্যাদি। আলাপের
ভাষা ও সংস্কৃতিবাহক ভাষা—ভারতে
ইংরেজী ভাষার স্থান; নিখিল-ভারতীয়
‘রাষ্ট্র-ভাষা’ বা জাতীয় ভাষার
আবশ্যকতা; হিন্দী বা হিন্দুস্তানীর
দুর্বলতা; ভারতীয় আরবী ফারসী এবং
রোমান বর্ণমালার দোষ-গুণ; উচ্চ
কোটির শব্দাবলী—সংস্কৃত, না আরবী-
ফারসী? হিন্দী পড়ী-বোলী ব্যাকরণের
সমনীকরণ; ভারতের আধুনিক ভাষার
নিদর্শন; ভারত-রোমক বর্ণমালা;
ভারতের রাষ্ট্রভাষা চলতি হিন্দী।

মূল্য এক টাকা বারো আনা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণতত্ত্ব

সচিত্র। মূল্য দেড় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত পৃথ্বী-পরিচয়

সচিত্র। মূল্য পাঁচ সিকা

রামপ্রসাদ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

রামপ্রসাদের “মালশী” গান প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার জনহৃদয়ে যে ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহার অনাবিল আনন্দময় রূপ চিরনবীন এবং তুলনাহীন। ছুংখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও পদাবলীর একটি বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে তিন জন মাত্র ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন—কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত^১, দয়ালচন্দ্র ঘোষ (১২৫২-২১)^২ এবং ‘অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়’^৩। কিন্তু রামপ্রসাদের জীবনী-সংক্রান্ত অনেক কথাই এখনও বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে নূতন গবেষণার ফলে কোন কোন বিষয়ের মীমাংসা সংক্ষেপে স্মৃতিত হইল।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের গান প্রধানতঃ দুই জন সাধকের রচিত বটে। তন্মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরনিবাসী বৈষ্ণবপ্রধান গোপালকৃষ্ণ রায় পশ্চিমবঙ্গে সদর আমীন ছিলেন। ১২৫৬ সনের ১২ ফাল্গুন (১৮৫০ খ্রী:) তিনি “অষ্টষ্টসম্বাদিকা” নামে গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যেই সর্বপ্রথম রামপ্রসাদের কুলনির্দেশ সহ মনোহর স্তুতিবাদ পাওয়া যায়।

লহণ্ডীয়া-বংশীয়ো হালীশহবাসকৃৎ।

রামপ্রসাদসেনোহুতস্বচ্ছঃ সাধকঃ সুরীঃ।

প্রসাধাঙ্কগদস্বাস্তস্বজ্ঞানাবিতানি বৈ।

রচিতানি সুরীতানি তেনাথানামপূর্ব্বকৈঃ।

ন জ্ঞতানি ন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি নৈব চ।

তৎসদৃশানি গীতানি চাঠৈঃ কৈচ্ছিং কথকন। (পৃ. ৬৯)

প্রসাদের কুলকথা ১৩০৬ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ. ২২৭-২৩৩) উল্লিখ্য। তাহার পিতামহ রামেশ্বর সেনের পুত্রের নাম ভরত মল্লিকের “চন্দ্রপ্রভা” গ্রন্থে (পৃ. ৫৫)

১। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ সনের ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ ও ১লা বাঘ-সংখ্যা এবং ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র-সংখ্যা উল্লিখ্য।

২। প্রসাদ-প্রসঙ্গ, ১ম সং, ২৫ বৈশাখ ১২৮২ এবং ২য় সং, ১লা মাঘ ১২৮৩ উল্লিখ্য। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি বিশেষত্ববদ্ধিত।

৩। রামপ্রসাদ, ১লা বৈশাখ ১৩০০। এই বিপুলায়তন গ্রন্থ একটি অরণ্যাবিশেষ; বহু নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও পদে পদে পথভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। অতুলবাবু ১৩৩৫ সনের ৩১ চৈত্র বর্ষত হইয়াছেন।

কিষ্ণা তৎপরবন্তী “রত্নপ্রভা” গ্রন্থে^৪ (পৃ. ২১) পাওয়া যায় না। অথচ রামেশ্বর সেনের স্বপ্নের চারুদাম্ভবংশীয় রামেশ্বর “বাচস্পতি” ভরত মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন, বাচস্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ ভরত মল্লিকের ভগ্নীপতি ছিলেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮, রত্নপ্রভা, পৃ. ৫৬) : সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক করা যায় যে, চন্দ্রপ্রভারচর্চাকালে (১৫২৭ শক—১৬৭৫-৬ খ্রীঃ) প্রসাদের পিতা রামরাম সেনের জন্ম হয় নাই, কিষ্ণা নিত্যন্ত শৈশব কাল। প্রসাদের আবির্ভাব-কালনির্ণয়ে ইহা একটি মূল্যবান নির্দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আবির্ভাবকাল : রামরাম সেনের জন্মাব্দ যদি ১৬৭০ খ্রীঃ বলিয়া অস্বাভাবিক করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরামের জন্মাব্দ ১৬৯৫ সনের পূর্বে যাইবে না। নিধিরামের ৮ বৎসরকালে রামরামের ২য় পরিণয় হয় (রামপ্রসাদ, প্রসাদীকথা, পৃ. ৩৩৬) এবং রামপ্রসাদ তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান (ঐ, পৃ. ৩২৫)। সুতরাং নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান ন্যূনকল্পে ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তদনুসারে রামপ্রসাদের জন্মাব্দ কিছুতেই ১৭১০-১৫ সনের পূর্বে যাইবে না—ইহাই তাঁহার আবির্ভাবকালের উর্দ্ধতম সীমা বলিয়া ধরা যায়। বস্তুতঃ নিধিরামের জন্ম ১৭০০ সনের পূর্বে যাইবে না। প্রথমতঃ, হলওয়েল (১৭৫১ হইতে) ও গবর্নর ডেক (১৭৫২ হইতে) যাহাকে “মীরমুন্সী”-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (ঐ, পৃ. ৩৩৭-৮), সেই নিধিরামের বয়স তৎকালে অনধিক ৫০ ধরাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন বেতারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) সহাধ্যায়ী ছিলেন (ঐ, পৃ. ৩৩৬)। তাঁহার জন্ম ১৮১০ সনে ধরিলেও নিধিরাম হইতে গঙ্গাচরণ পর্য্যন্ত তিন পুরুষে ১১০ বৎসর হয়—অর্থাৎ এক পুরুষের গড়পড়তা হয় প্রায় ৩৭ বৎসর। সুতরাং নিধিরামের জন্ম ১৭০০-১০ সনে ধরিয়া রামপ্রসাদের জন্মাব্দ স্থূলতঃ ১৭২০-৩০ খ্রীঃ মধ্যে নির্ণয় করা যায়। ইহার সমর্থক প্রমাণ পরে আলোচিত হইল। ফলতঃ রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃ. ২)^৫ রামপ্রসাদের জন্ম মৃত্যুর কাল সূচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

৪। রত্নপ্রভা (পৃ. ১৫ দৃষ্টব্য) পরে রচিত হয়। কারণ, চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ৩২) ভারত মল্লিকের একটিমাত্র পৌত্রীর বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু রত্নপ্রভায় (পৃ. ১৪, ৭৪) দ্বিতীয় পৌত্রীর বিবাহ উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্র-প্রভায় (পৃ. ২৬৮) ভগ্নীপতি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর অপত্যাহীন, কিন্তু রত্নপ্রভায় জ্যেষ্ঠ ছুই পুত্রই “পুত্রবঞ্চিত” (পৃ. ৫৬)।

৫। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংবাদপ্রভাকরের এই সংখ্যাটি রক্ষিত আছে। নিত্যন্ত পরিচাপের বিষয়, এই গ্রন্থের অনুলিপি যে অভুলবাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং তৎকর্তৃক তৎসংবাদিনী পত্রিকায় (১৮৪০ শক, আষাঢ় হইতে আশ্বিন-সংখ্যা) এবং ‘রামপ্রসাদ’ গ্রন্থের পরিণতি (পৃ. ২২১-৪০) “সম্পূর্ণ আকারে” প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনুলিপিকারের অকৃত অনবধানতার দোষ ৪ পৃষ্ঠা (২ হইতে ১২) সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। কলে, অভুলবাবুর আলোচনার অনেকাংশ (পৃ. ৩৭৬-৮২ দৃষ্টব্য) গণগ্রহণ হইয়াছে।

“৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মাসিক সংসার পরিহারপূর্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।”

গুপ্তকবি পূর্বে লিখিয়াছেন, এই প্রবন্ধরচনার ২৫ বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। তৎকালে নিঃসন্দেহ রামপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। এক স্থানে লিখিত আছে (ঐ, পৃ. ১০) :—

“রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন ঘোড়াশাকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুলবাটাতে বাস করিতেন। ৬ চুড়ামনি দস্তের সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি স্বভক্ত ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।”

রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই স্মরণ্য সর্বাধিক প্রামাণিক। তদনুসারে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সন গণনা করিলে ১১৮২ বঙ্গাব্দের (১৭৮১ খ্রীঃ) পূর্বে হইবে না, ২১৩ বৎসর পরেও হইতে পারে। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অনধিক ৬:১৬২ ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ ১১২৮-৩২ সনের মধ্যে (১৭২১-৬ খ্রীঃ ও ১৬৪৩-৪৭ শক) নির্ণয় করিতে হইবে—পূর্বেও নহে, পরেও নহে।

১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে (১৮৫৫ খ্রীঃ) জ্ঞানেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দী কালীকীর্তনের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় যে রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আছে, তন্মধ্যেই (পৃ. ১০) সর্বপ্রথম ১৬৪০-৪৫ শকমধ্যে রামপ্রসাদের জন্ম অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমানের মূল সূত্র যে গুপ্তকবির পূর্বোক্ত “সিদ্ধবৎ” উক্তি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পরবর্তী সমস্ত লেখকই উক্ত শকাক প্রায় একবাক্যে নিষিদ্ধারে গ্রহণ করিয়াছেন—অনেকেই গুপ্তকবির মূল প্রবন্ধ দেখেন নাই। আমাদের কালনির্ণয়ের সহিত এ স্থানে বেশী বিরোধ না থাকিলেও এই সকল নিষ্প্রমাণ বিচার-হীন কালনির্দেশের কোনই মূল্য নাই। অতুল বাবুর গ্রন্থে ইহার নিফল আলোচনা দ্রষ্টব্য (৩৭৬-৮ পৃ.)।

গুপ্তকবি (পৃ. ২) “প্রাচীন লোকেরা কহেন” এইরূপ নির্দেশপূর্বক রামপ্রসাদের মৃত্যুর ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ৬ শ্রামাপূজার পর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে একটি মূল্যবান অকাটা প্রমাণ অতুল বাবু (জীবনী, পৃ. ১০৫ পাদটীকা) সংগ্রহ করেন যে, প্রসাদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে শ্রামাপূজার পর দিন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। স্মরণ্য “বৈশাখী পুণিমায়” তাঁহার দেহরক্ষার কথা (পরিশিষ্ট, পৃ. ২৫৩) সম্পূর্ণরূপে অমূলক। কিন্তু অসম্ভব উক্তি মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিতে পারে, এ স্থলে তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “রামপ্রসাদ” গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ৩৮১) লিখিত হইয়াছে,—

“আমরা তাঁহার পৌত্রের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শতাধিক বর্ষ জীবিত ছিলেন। ...তাঁহার আত্মীয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির করিলাম।”

তাহা হইলে, গণনা করিয়া পাওয়া যায় যে, কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মকালে তাঁহার

বয়স ছিল ১০০ বৎসর!!! রামপ্রসাদের মৃত্যুসন সম্বন্ধে এ যাবৎ যত আলোচনা হইয়াছে এবং অতুল বাবু প্রভৃতি যে বিচারপূর্বক ১৮১ সাল (১৭৭৪ খ্রীঃ) মৃত্যুসন ধরিয়াছেন (পৃ. ৩৭২-৮১), তাহা সবই গুপ্তকবির মতবিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমাত্মক এবং প্রমাদগ্রস্ত ।

রামপ্রসাদের ভূসম্পত্তি : লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে বাদ্গলার সমস্ত নিষ্কর ভূমির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল । একটি আইন করিয়া (Act XIX of 1793, Article 25) নিষ্করের সনদাদি দলীল তলব করা হয় । তদনুসারে ১২০২ সন (১৭৯৫ খ্রীঃ) হইতে বাদ্গলার সমস্ত জিলায় সনদ রেজিষ্টার, তায়দাদ প্রভৃতি বিপুল সংগ্রহ সঞ্চিত হয় । বিলুপ্তমান অনাদৃত এই সকল সংগ্রহের মধ্যে কিরূপ মূল্যবান তথ্য অস্থানিহিত আছে, তাহার একটি নিদর্শন এ স্থলে প্রদর্শিত হইল । তৎকালে হালিসহর পরগণা নদীয়া জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল । উক্ত জিলার তায়দাদের সংখ্যা ৪৩৫০০ বটে । শ্রীরামহুলাল সেন সাং কুমারহট্ট “শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ” তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন নামীয় “মহাভাগ” সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক্ সংখ্যায় দাখিল করেন । তাহাদের সারসংক্ষেপ এই ।

তায়দাদ নং ১৮-৩৪৭

৩ হুজুরা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬৫ সনে “দানপত্র” করিয়া রামপ্রসাদ সেনকে হাবিলিসহর পরগণার নকুলবাটী গ্রামে “আন্দাজী” ১/০ বিঘা জমি দান করেন—দখলকার পুত্র রামহুলাল সেন ।

তায়দাদ নং ১৮-৩৪৮

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সনে তাঁহাকে ৫১/০ একান্ন বিঘা জমী “সনন্দ” করিয়া দেন । যথা—

বউলপুর	১৮/০	উখরা পরগণা
পদ্মনাভপুর	১৭/০	ঐ
মামুদপুর	১৬/০	হাবিলিসহর পরগণা ।

তায়দাদ নং ১৮-৩৪৯

দর্পনারায়ণ রায় ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে হাবিলিসহর পরগণার “তালভেড়া” গ্রামে ২/০ বিঘা জমী “সনন্দ” করিয়া দেন ।

তায়দাদ নং ১৮-৩৫০

দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একযোগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮/০ বিঘা জমী “সনন্দ” করিয়া দেন । যথা—

পলাসি	২/০	হাবিলিসহর পরগণা
তেজুল্যা	২/০	ঐ
বালিয়া	১/০	ঐ
কাটাপুখরিয়া	১/০	ঐ
ভাসি	২/০	ঐ

রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী চারি জন পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে স্বভদ্রা দেবীর পরিচয় অজ্ঞাত। বাকী তিন জন বিখ্যাত “সাবর্ণ চৌধুরী” বংশীয় বটে এবং স্বভদ্রা দেবীও ঐ বংশীয় হইতে পাবেন। দর্পনারায়ণ রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ।

গুপ্তকবি (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃ. ৭) সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধৃত সনন্দপত্রের কথাই পরিজ্ঞাত হইয়া প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যদিও হাবেলী সহরের ১৬ বিঘার স্থানে ১৪ বিঘা হইয়াছে এবং সনন্দের পাঠ মিলিতেছে না।

এই সকল সনন্দ আবিষ্কারের ফলে রামপ্রসাদের জীবনী ঘটিত কতিপয় বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দের তারিখ ১৭৫২ খ্রীঃ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন দলীলেই “কবিরঞ্জন” উপাধির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বহুতর সনন্দের মূল কিম্বা প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্বত্রই লিখিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্রের সনন্দের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার “নকল” তদীয় পুত্রদ্বয় ভাগবতচরণ ও রামতত্ত্ব রায় ২১ অগ্রহায়ণ ১২০২ সনে নদীয়া কালেক্টরীতে দাখিল করেন (২০৩১৭ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশ্রীহর্গা

শরণং

শ্রীতরঙ্গ

নকল

শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

সহস্রাবচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণো

নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনন্দেরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেণ গরজমাই উজ্জট বাস্ত ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বৈয়াতি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একাওর বিঘা একুনে ৭২/০ বাওন্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্ততে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিদ্রজোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপ্পার—১ আগ্রহায়ণ।

এই মূল্যবান সনন্দানুসারে ১৭৪২ সনে কিম্বা তৎপূর্ব্বে ভারতচন্দ্র “গুণাকর” উপাধি পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, ১৭৫২ সনেও রামপ্রসাদ

৮। বংশাবলী বর্ণনা :— লক্ষ্মীকান্ত—রামরায়—জগদীশ রায়—বিভাদর রায়—সন্তোষ রায়—মনোহর রায়—দর্পনারায়ণ রায়। অপর শাখা, বিভাদর রায়—রঘুদেব রায়—কালীচরণ রায়। “কুমারহটবাসী” (সাক্ষাভাষ্য কুলপঞ্জী, ৫৬৮ পত্র)। লক্ষ্মীকান্ত-মানসিংহ ঘটিত যে সকল কাহিনী দীর্ঘকাল বাবৎ প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অযুলক। বস্তুতঃ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার মানসিংহের অন্ততঃ এক পুরুষ পূর্ববর্তী ছিলেন এবং খ্রীঃ বোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন—রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী সামান্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন করা যায়।

“কবিরঞ্জন” উপাধি অর্জন করেন নাই। ফলে, বিভাশ্বন্দর ও কালীকীর্তন রচনার তারিখ ১৭৬০ সনের পূর্বে কিছুতেই যাইবে না এবং রামপ্রসাদ যে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই গ্রন্থ রচনা হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (শ-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৬২-৩), গুপ্তকবি (পৃ. ৬) প্রভৃতি বহু লেখকের অন্ত্যমান এ স্থলে প্রমাণ-সিদ্ধ নহে।

বিভাশ্বন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তৎকালে তাঁহার বয়স ৩৫-৪০ হইবে^{২১}। বিভাশ্বন্দরের রচনাকাল ১৭৭০ সনের পরে যাইবে না। কারণ, তখনও তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের জন্ম হয় নাই। রামমোহনের জন্মতারিখ প্রায় ১৭৭০ খ্রীঃ^{২২}। সুতরাং রামপ্রসাদের গ্রন্থরচনার কাল ১৭৬০-৭০ সনের মধ্যে ধরিয়া তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ ১৭২০-৩০ সনের মধ্যে নির্ণয় করার সমর্থন পাওয়া যায়।

কালীকীর্তনের তিন স্থলে রামপ্রসাদের এক পৃষ্ঠপোষক “রাজকিশোরের” নাম পাওয়া যায়। তাঁহার পরিচয় নিঃসন্দেহরূপে নিণীত হয় নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাজকিশোরের নামের সহিত কোন বিশেষণ-পদ নাই। তিনি সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের কোন ধনী আত্মীয় ছিলেন এবং “তীর্থমঙ্গল” গ্রন্থোক্ত ভগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায় ঠিক এই সময়েই নিকটে বিভাশ্বন্দর থাকায় তাঁহাকে অভিন্ন ধরাই যুক্তিযুক্ত (প্রসাদী কথা, পৃ. ৩৫৭-৫৭) ; যদিও এই দেওয়ানের কোন পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায় না।

রচনাবলী : রামপ্রসাদের “কালীকীর্তন” গ্রন্থই প্রথম প্রচার লাভ করে। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে (*The Hindoos*, London, 1822, Vol. II, p. 478) ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—*Kalee-Keerttunu by Ramu prusadu a Shoodru (?)*। অগ্রভাগ (Vol. III, p. 300-1) “গীত” রচনার বিবরণীমধ্যে কালীকীর্তনের নাম পাওয়া যায়।

কালীকীর্তন বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তই ১৮৩৩ সনে, বোধ হয় সর্বপ্রথম ইহা মুদ্রিত করেন (শা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩, এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। ঐ সময়ে আর একটি সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিবরণ উদ্ধার করা যায় নাই।^{২৩}

২১। দয়াল ঘোষ ১২৮২-৩ সনে রামপ্রসাদের পৌত্র হর্গাদাস এবং দুই জন প্রপৌত্র গৌরাচাঁদ ও গোপালকৃষ্ণকে জীবিত পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জানিয়া ২য় সংস্করণে যে সকল নূতন কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই—“দ্বাবিংশ বৎসর বয়স্ক কালে তিনি দারপরিগ্রহ করেন” (পৃ. ৭৬)। সুতরাং বিভাশ্বন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের বয়স নূনকল্পে ৩৫ ধরা যায়।

২০। রামমোহনের পৌত্র গোপালকৃষ্ণ ২২৪৪/১৮২৫ তারিখে “৭০” বৎসর বয়সে বগী হন অর্থাৎ তাঁহার জন্মসন ১৮২২-৩ খ্রীঃ—তৎকালে রামমোহনের বয়স নূনকল্পে ৫০ ধরিলে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ১৭৭২-৩ খ্রীঃ। দ্বিতীয়তঃ রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র হর্গাদাস সন ১২৯৩-৪ সনে “প্রায় ৮০” বৎসর বয়সে বগী হন অর্থাৎ অন্ত্যমান ১৮১০ সনে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তৎকালে রামমোহনের বয়স ৪০ ধরা যায়। আমরা সবাদ দুইটি গোপালকৃষ্ণের পৌত্র মানসবাবু এবং হর্গাদাসের পৌত্র রামরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

২১। ১৭৭৭ শকের ভাদ্রের সংস্করণ ২২-২৩ বৎসর পূর্বের “দুইটি” সংস্করণের উল্লেখ আছে (পৃ. ৩৩ পাটটিকা)। লজ্জ সাহেব (দীনেশ সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 704) ১৮৪৫ সনের একটি ২০ পৃষ্ঠার সংস্করণের উল্লেখ করেন। ১২৬২ সনের ৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যা সংবাদপ্রভাকরে “নিউপ্রেস” হইতে প্রকাশিত কালীকীর্তনের বিজ্ঞাপন আছে (মূল্য ৮০)। ১৭৭৭ শকের ভাদ্রের সংস্করণ হইতে ইহা পৃথক।

১৭৭৭ শকে দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। রামপ্রসাদের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ “কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর”। লঙ্কা সাহেব (দীনেশ সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 680) “হালি সহরের রামপ্রসাদ” রচিত বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক “কবিরহস্ত” (৭) গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া “রামপ্রসাদ সেন” রচিত “কলি (৭ বি) রঞ্জন” গ্রন্থের পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, এক বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থেরই দুইটি পৃথক সংস্করণ এইরূপ বিকৃত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল সংস্করণ এখন অপ্রাপ্য। পরিশেষে ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খ্রিঃ) “কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ” নামে বটতলা “বিদ্যারত্ন যন্ত্র” হইতে বিস্তৃত জীবনী সহ রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৩), “আমরা কবিরঞ্জনের যে কিছু রচনা গ্রাপ্ত হইয়াছি, তত্তাবতই এই গ্রন্থে গ্রন্থিত হইয়াছে।” এই মূল্যবান সংস্করণই দয়াল ঘোষের উপজীব্য ছিল। ইহাতে বিদ্যাসুন্দর (পৃ. ১-১৮৭), কালীকীর্তন (পৃ. ১৮৯-২১৯) ও কৃষ্ণকীর্তন (পৃ. ২২১-২) ব্যতীত সর্বপ্রথম রামপ্রসাদের মোট ৯১টি পদাবলী (পৃ. ২২৩-৭৭) মুদ্রিত হয়, মধ্যে (পৃ. ২৪৩-৪৬) “সীতার বিলাপোক্তি”ও আছে। একজন প্রাণিতনামা সাহিত্যিক (ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃ. ৮৮৭) অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন, কবিরঞ্জনই যে গীতকার, জনশ্রুতি ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ নাই। তিনি লক্ষ্য করেন নাই, অতুলবাবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদে “হালিসহর পরগণায় বসন্ত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী” লিখিত আছে। উক্ত সংস্করণে গুপ্ত কবির সংগৃহীত উপকরণ লইয়া “নন্দলাল দত্ত” যে বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত (পৃ. ১০-৩০/০) লিখিয়াছেন, তাহা স্বরচিত এবং প্রায় প্রমাদহীন। গুপ্তকবি সংবাদপ্রভাকরের ১৮৬০ সনের ১লা আশ্বিন-সংখ্যায় ৭টি গান প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্তী ১লা পৌষ সংখ্যায় জীবনীর সহিত মোট ৩০টি পদাবলী মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে একটি (‘এই সংসার ধোকার টাটি’) পূর্বপ্রকাশিত, দুইটি কালীকীর্তনের এবং একটি (‘প্রথম বয়স’) কৃষ্ণকীর্তনের। বাকী ২৬টি নূতন—১০টি সমর-সঙ্গীত, একটি আগমনী (‘ওগো বাণি ! ’), বিজয়া (‘ওহে প্রাণনাথ’), ঘটচক্রভেদ, রূপবর্ণন (‘জগদম্বা কুঞ্জবনে’, কালীকীর্তনের অন্তর্গত, কিন্তু অপ্রকাশিত) ও ১২টি মালসী। ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যায় সীতার বিলাপোক্তি, শিবসঙ্গীত (১), শবসাধন (১), নৌকাখণ্ড (২), প্রথমাবস্থার গীত (৭টি), নামমালা ও স্তব (৩টি), আগমনী (১), কালীকীর্তনের গৌরচন্দ্রী, রূপবর্ণনা (১), মধ্যমাবস্থার গীত (১২টি) ও শেষাবস্থার গীত (৫টি)—মোট ৩৫টি নূতন প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার পর শেষাংশ পাওয়া যায় নাই—তাহাতে আরও কয়টি গান ছিল, জানিবার উপায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রায় সমস্তই গুপ্তকবিই কালগ্রাস হইতে রক্ষা করেন এবং বটতলা সংস্করণের ৯১টি পদের মধ্যে অন্ততঃ ৬৬টিই গুপ্তকবি দ্বারা প্রকাশিত বটে।^{১২}

১২। অতুলবাবু ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা (তন্মধ্যে মোট ১৩টি পদ আছে) দেখেন নাই এবং ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যায়ও সন্ধান পান নাই। “গুপ্তকবি যাত্রা কুড়িটি পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন”—তাহার এই উক্তি (প্রসাদী-কথা, পৃ. ৩৯০ পাদটীকা) সম্পূর্ণ জমাটক।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

গুপ্তকবি এবং দয়াল ঘোষ, উভয়েই মৌলিকভাবে রামপ্রসাদের গান সংগ্রহ করিতে গিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পূর্ববঙ্গের অপর একজন সাধনসঙ্গীতকার রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন (প্রভাকর, ১২৬০, ১লা পৌষ, পৃ. ৭) :—

পূর্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পণ্ডা এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ, ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্মাত থাকে তখন মুখাণ্ডে উচ্চারণ করে না। কহে “বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।”

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে যে সকল গানের প্রচার ছিল না, তাহার রচয়িতা কবিরঞ্জনও নহে এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদও নহে। গুপ্তকবি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কবিওয়ালা শক্তি-সাধক ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

দয়াল ঘোষ প্রথমেই পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক এই দ্বিতীয় রামপ্রসাদের পরিচয়ের সূত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়াভাবে এবং গবেষণার অপরিপক্কতায় এ বিষয়ে তথ্যলাভে সমর্থ হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

কেহ বলিল, তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ. ৯) ...এক্ষণ আর একটি গুরুতর গোলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ববঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, স্মরণ সর্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ ‘দ্বিজ’ ছিলেন। (ঐ, পৃ. ১৩)

মূল্যবান নির্দেশ পাইয়াও দয়াল ঘোষ কিরূপ অস্বাভাবিক মত স্বকাতরে তাহা বিসর্জন দিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মহেশ্বরদি ঢাকা জিলার একটি নাতিবৃহৎ পরগণা। রামপ্রসাদের বাসগ্রামের সন্ধান তিনি অন্বেষণেই পাইতে পারিতেন। উভয় রামপ্রসাদের গানের বিভাগও কেবল তিনিই পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

—‘কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে’ যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোম কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। (ঐ, পৃ. ১৫)

বর্তমানে উভয়ের সঙ্গীত পৃথকভাবে মুদ্রিত করা অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত দুর্লব। দয়াল ঘোষের গ্রন্থপ্রকাশের ২৫ বৎসর পরে “সাধকসঙ্গীতে”র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৬ সন) ৩৮লাস সিংহ পূর্ব-বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদ ব্রাহ্মচারীর অস্তিত্ব সর্বপ্রথম স্বীকার করেন। কিন্তু জন্মস্থান ব্যতীত তিনিও তাঁহার বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল, উভয়ের তুলনামূলক আলোচনায় (অবতরণিকা, পৃ. ৪৬-৫২) স্বকীয় মজাগত বৈচিত্র্যবিশেষের ফলে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের উপর স্থানে স্থানে অত্যাশ্চর্য্যভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন।

অতঃপর “দ্বিজ রামপ্রসাদ” সম্বন্ধে ষাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, প্রায় সকলেই গবেষণার পবিত্র ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে ক্রটি করেন নাই। অতুলবাবুর গ্রন্থের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ (পৃ. ২৪৬-৫৮) এইরূপ একটি বিবোধগার—বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের বিস্তৃত বিবরণ তদীয় বংশধর ৮৮শ্রীকিশোর চক্রবর্তী (মৃত্যু, অগ্রহায়ণ ১৩৩০) “আধ্যদর্পণ” পত্রিকায় প্রকাশ করেন^{১০}। পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত বহু তথ্য তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকিলেও আমরা সর্বাগ্রে তাঁহার একটি মারাত্মক ভ্রম সংশোধন করিব। অদ্ভুত স্বপ্ন ও তিন জন মাত্র ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি সর্বপ্রথম প্রচার করেন (মাঘ ১৩১২, পৃ. ২৩২-৪০) যে, সাধক রামপ্রসাদ রাজসাহীনিবাসী ছিলেন এবং রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভাই ছিলেন। দত্তক গ্রহণের পর তিনি বিবেকী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। আমরা রামপ্রসাদের সাধন-পীঠ চিনীশপুর অঞ্চলে এই অমূলক প্রবাদের কথা শুনিয়াছি। রাজসাহীতে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার ভ্রম বন্ধিতে পারিতেন। রাজা রামকৃষ্ণের পিতা হরিদেব রায়কে ১১৬৮ সালের ২১ জ্যৈষ্ঠ রাণী ভবানী “তালুক পত্র” দ্বারা মূল্যবান সম্পত্তি দান করেন (দুর্গাদাস লাহিড়ী : রাজা রামকৃষ্ণ, ২য় সং, ১৩১৮, পৃ. ৪৫১-৫২)। ঐ সময়ে ভবানীপ্রসাদ, রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ, তিন সহোদরই বাল্য অতিক্রম করেন নাই। এই “অতিপ্রসিদ্ধ এবং মাননীয়” বংশের নামমালা মুদ্রিত হইয়াছে (কালীনাথ রায় : রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ৩১৩ (পরিশিষ্ট) ৫নং বংশলতিকা)। তদুপরি জানা যায়, রামপ্রসাদের দুই পুত্রের বংশই এখনও বিद्यমান এবং তাঁহার এক পৌত্র হরনাথ নাটোরের রাণী জয়মণির দত্তক পুত্র ছিলেন। আমরা কুলগ্রন্থে দেখিয়াছি, এই রামপ্রসাদ পাকুড়িয়ার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে ২টি বিবাহ করিয়াছিলেন। দুই পুত্র বর্তমান রাখিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও ১৭৭০-৮০ সনের পূর্বে তাহা ঘটে না। আমরা পরে দেখিব, চিনীশপুরের রামপ্রসাদ প্রায় এক পুরুষ পূর্ববর্তী। বস্তুতঃ এই রামপ্রসাদের গৃহত্যাগের কথা অলীক। রাজা রামকৃষ্ণই বিবেকী হইয়া ভবানীপুর তীর্থে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বে নিজ “সহোদরগণ”কে সম্পত্তি দিয়াছিলেন (রাজা রামকৃষ্ণ, পৃ. ৪২৫)। দ্বিতীয়তঃ, চিনীশপুরের রামপ্রসাদের সম্পত্তি সকলেই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী বারেন্দ্র সম্বন্ধ তৎকালে সামাজিক হিসাবে প্রায় অসম্ভব ছিল এবং সম্ভব হইলেও তাহার স্মৃতি সহজে বিলুপ্ত হইত না। এইরূপ কোন প্রবাদ ঘৃণাকরেও তদঞ্চলে বিद्यমান নাই।

দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান। আমরা সন্দেহ অপনোদনের

১০। ১৩১২, জ্যৈষ্ঠ (পৃ. ৮২-৯১), আশ্বিন (পৃ. ১৪১-৪২), কার্তিক (পৃ. ১৪৫-৬), অগ্রহায়ণ (পৃ. ১৮৫-৯০), পৌষ (পৃ. ১৯০-৬), মাঘ (পৃ. ২৩২-৪০) ও ফাল্গুন (পৃ. ২৪১-৪৩)। ১৩২০, বৈশাখ (পৃ. ১৯-২৩), জ্যৈষ্ঠ (পৃ. ২৫-২৮), আশ্বিন (পৃ. ১৩০-৩২ সম্পাদকের মন্তব্য)।

জন্ম দুইটি লিখিত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। দয়াল ঘোষের অনুসন্ধানকালে বিক্রমপুরের বিখ্যাত শক্তিসাধক রাজমোহন আশ্রম তর্কালঙ্কার (১২৩১-২৩) জীবিত ছিলেন (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ভূমিকা, পৃ. ১৩)। তাঁহার গান ও জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে (“সাধক রাজমোহন”, ১৩২৪)। তাঁহার জীবনী পাঠে জানা যায়, চিনীপুরে অর্থাৎ রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠে তিনি আত্মকর্ষ্য সম্পাদন করিয়াছেন (পৃ. ১১০)। তিনি স্বয়ং তাঁহার তিনটি গানে (৮৪, ৯২ ও ১০৩ সংখ্যক) সাধনপথে “রামপ্রসাদের রা” পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে ‘রা’ পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ২২২ সংখ্যক গানে যে সকল শক্তিসাধকের নাম কীর্তিত হইয়াছে—ব্রহ্মাণ্ড গিরি, গোসাই ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র, সর্কবিজা, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ—তাঁহারা সকলেই পূর্ববঙ্গে পরিচিত।

ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণাংশে খগুল পরগণার “মধুগ্রাম” এক সময়ে পাণ্ডিত্যের জন্ম বিখ্যাত ছিল। ঐ গ্রামের অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য ১৮২৫ শকে “আদিবৃত্ত” নামে একটি বংশবৃত্তান্ত রচনা করেন, তাহার পুঁপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। এক স্থলে সিদ্ধ পুরুষদের একটি অভূত নামমালা আছে (পৃ. ১০)। যথা, “ত্রিধর স্বামী, ব্রহ্মাণ্ডগিরি, শঙ্করাচার্য, ভাণ্ডারী স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী, জয়দেব গোস্বামী, গুরু রামানন্দ স্বামী, গুরু নানকজী, সর্কবিজা-সর্কানন্দ ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, গোবিন্দনাথ, মৌননাথ, অভিরাম স্বামী, মুকুন্দরাম স্বামী, ত্রৈলোক্য স্বামী, নয়ন ভট্টাচার্য ঠাকুর, গুণতিবন, গোসাই ভট্টাচার্য, মহারাজ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।” কবিওয়ালা রামপ্রসাদও “ঠাকুর” ছিলেন বটে, কিন্তু “যে সকল সিদ্ধ পুরুষের নাম স্মরণেও ধর্মসংকল্প হইয়া থাকে”, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না নিশ্চিত।

রামপ্রসাদের পূর্বজীবন এখন পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত রহিয়াছে। আধাদর্পণে (বৈশাখ, ১৩২০, পৃ. ২০) লিখিত হইয়াছে, “তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, অর্ধোপার্জনের জন্ত বিদেশে গেলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রটী ও সহধর্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।” এই প্রবাদের সমর্থন দারিদ্র্য-সূচক কোন কোন গান হইতে পাওয়া যায়। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ বায়ের পূর্বজীবনের সহিত এ স্থলে ঘূণা-করও কোন মিল নাই। স্বর্গত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার “স্বপ্নলঙ্কা” বৃত্তান্তের সহিত বিরোধ তলাইয়া না দেখিয়া অকপটে একটি তথ্যমূলক প্রাচীন প্রবাদই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার সাধন-সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা আমরা বৃদ্ধমুখে এইরূপ শুনিয়াছি।—কামাখ্যায় সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। রামপ্রসাদের প্রার্থনামুসারে দেবী প্রসঙ্গা হইয়া তাঁহার গৃহে^{১০} যাইতে স্বীকৃত হন, রামপ্রসাদ পথপ্রদর্শন করিয়া অগ্রে যাইবেন, পশ্চাতে দেবী নৃপুবধনি করিয়া চলিবেন, কিন্তু রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসিয়া বর্তমান চিনীপুত্র গ্রামে চবের

১০। প্রবাদ অনুসারে রামপ্রসাদের বাড়ী ছিল ব্রহ্মপুত্রের ‘পূবপারে’ ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশে স্থিত কোন অখ্যাত পল্লিতে। তিনি নিজ বাড়ীর নিকটেই আর পৌছিয়াছিলেন।

বালুকা ঢুকিয়া নৃপুত্রধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্তমানে যে স্থানে “ত্রিবট” রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ কিরিয়া তাকাইলেন এবং দেবীও দর্শন দিয়াই অদৃশ হইলেন। ঠিক যে স্থানে দেবী-দর্শন হয়, সেই স্থানেই পঞ্চমুণ্ডী স্থাপন ও পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

চিনীশপুর অতি দুর্গম স্থান ছিল এবং ভৈরব-টঙ্কি রেল খোলার পরও যুগম নহে। দয়াল ঘোষ হইতে অতুল বাবু পর্যন্ত কেহই চিনীশপুর আসেন নাই। বিজ্ঞ রামপ্রসাদের বিষয়ে ষাঁহার আলোচনা করিয়াছেন, একজন ভিন্ন^১ তাঁহাদের মধ্যে কেহই স্থানীয় গবেষণা লক্ষ শ্রদ্ধা ও আনন্দ খুঁজিয়া পান নাই।

রামপ্রসাদের বংশাবলী :—চিনীশপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিষয়ে বহুতর প্রাচীন দলীলপত্রাদি বিদ্যমান আছে। আমরা তাহার অনেকাংশ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ পাইয়াছি। রামপ্রসাদ চিনীশপুরের সংলগ্ন টেঙ্গুরীপাড়ানিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যাকে দেবীর আদেশে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা জগদীশ্বরীকে সংলগ্ন ব্রাহ্মণদি গ্রামনিবাসী কেবলচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। জগদীশ্বরীর দুই পুত্র—শঙ্কুচন্দ্র ও মধুসূদন। মধুসূদনের তিন পুত্র,—কালিদাস, গজাদাস (১২৬০ সনের শেষ ভাগে, ১৮৫৪ খ্রিঃ স্বর্গী হন) ও জগন্নাথ (১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্গী হন)। মধুসূদনের কন্যা ভৈরবী দেবী অনতিদূরবর্তী মাধবদি গ্রামের পাকড়াশীবাংশীয় রামনরসিংহ চক্রবর্তীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র (রাজচন্দ্র) এবং তিন কন্যা—বিশেষ্বরী, রাধালক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। বিশেষ্বরী, মহেশ্বরদির ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় পারলীয়ার চক্রবর্তীবাংশীয় পণ্ডিত যতীন্দ্র শিরোমণির দ্বিতীয় পত্নী। বিশেষ্বরীর একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী ১৩২৬ সনের ২৬ কাতিক ৮৬ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন। উক্ত নামমালা ঈশানচন্দ্রই মাতুল ও মাতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—চন্দ্রকিশোর ও কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান কুলভূষণ চক্রবর্তী এম এ এখন বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদের স্বস্তর জয়নারায়ণের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তৎপুত্র বলরাম, স্বদাম ও শ্রীদাম। বলরামের পুত্র কালিদাস, গজাদাস (জাত্যন্তর) ও শঙ্কুনাথ। শঙ্কুনাথ, সংক্ষেপে শঙ্কু ঠাকুর, অতি বিখ্যাত সাধক ছিলেন। চিনীশপুরের পরবর্তী অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহার সময়েই ঘটে। তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবনাথের মৃত্যুর পর তিনি দানপত্র করিয়া (২৬ আষাঢ় ১২৫৬ সনে) দেবোত্তর সম্পত্তির স্বকীয় অর্দ্ধাংশের এক অংশ ভাগিনেয়ীপুত্র রামকানাই চক্রবর্তীকে এবং অপর অংশ স্বর্গত ভাগিনেয় শিবনাথের তিন পুত্র ঈশান, ভৈরব ও রাজচন্দ্রকে দিয়া যান। ইহারা সকলেই নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে অগ্রা উত্তরাধিকারী সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

রামপ্রসাদের কালনির্ণয় : ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৩৭ সনে। বিশেষ্বরী ও ভৈরবীকে সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ধরিয়া, প্রথম সন্তানোৎপত্তির বয়স ন্যূন পক্ষে স্ত্রীলোকদের ১৫ এবং

১৫। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত প্রবন্ধই (প্রতিভা, ১৩১০, পৃ. ৬১৬-১০৪) বিজ্ঞ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ।

পুরুষের ২৫ ধরিয়া জগদীশ্বরীর জন্মসন হয় ১৭৬২ খ্রিঃ। চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরে আনা যায় না। পক্ষান্তরে, শঙ্কু ঠাকুরের দানপত্রকালে (১৮৪২ খ্রিঃ) তাঁহার ভাগিনেয়পুত্র দৈশানের বয়স ন্যূনকল্পে ২০ ধরিয়া ঐরূপ চূড়ান্ত গণনায় শ্রীনারায়ণের জন্মসন হয় ১৭৪০ খ্রিঃ। তাঁহার ভগিনী, অর্থাৎ রামপ্রসাদের পত্নী, সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কারণ, শ্রীনারায়ণের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়পুত্র (ভাগিনেয় নহে) শঙ্কুচন্দ্রের সম্পত্তি-ঘটিত বিরোধ চলিয়াছিল। সকল দিক্ বিবেচনা করিলে ১৭৫০-৫৫ সন মধ্যে জগদীশ্বরীর জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত এবং রামপ্রসাদের চিনীশপুত্রের আগমন ১৭৪৫-৫০ সন মধ্যে নির্ণয় করা যায়। সুতরাং তিনি কবিরঞ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়েই অত্যাশ্চর্যকাল প্রায় এক। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ যে ইহাদের অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

দেবোত্তর সম্পত্তি : চিনীশপুত্র প্রভৃতি গ্রাম বস্তুতঃ মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্ভূত নহে, পরন্তু ত্রিপুরা জিলার প্রসিদ্ধ পরগণা বরদাখাতের ১০ আট আনা হিস্তার অন্তর্ভূত “তপে পাঁচ ভাগ”এর অধীন জোয়ার নন্দিপাড়ার অন্তর্গত। উক্ত জোয়ারের ৫টি গ্রামের মধ্যে নিজ নন্দিপাড়াই প্রকাশ্য চিনীশপুত্র বটে। সংলগ্ন টেকাইবশাড়াও এই জোয়ার মধ্যে অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে, রামপ্রসাদ কোলমার্গী চীনাচারের সাধক ছিলেন, তদনুসারে গ্রামের প্রকাশ্য নাম প্রচারিত হয়। কুমিল্লা কালেক্টরীর মহাক্ষেত্রধানায় উক্ত পরগণার যে লাখেরাজ রেজেষ্টার রক্ষিত আছে (১২৩৩ ভৌজীর ৫নং বস্তা), তন্মধ্যে ১৮৩৯ সনের কএ-ছলাম পাওয়া যায় :—

৩২নং—দেবত্র ৮কালীঠাকুরাণী : দখলকার শঙ্কুনাথ, কালিদাশ, রাধানাথ ও লোকনাথ চক্রবর্তী। মোজে নন্দিপাড়া জমি বাজেআপ্তি ২৬৮/১১/০ (প্রায় ৩ ধ্রোণ)।

জনশ্রুতি অনুসারে মির্জা মাহান্দার ইব্রাহিম (বরদাখাত ঘোল আনার জমীদার) এই দেবত্র প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (অনুমান ১৭৬২ খ্রিঃ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জাআলী ১০ হিস্তার জমীদার ছিলেন। ১১৮২ সনে (১৭৭২ খ্রিঃ) মির্জা আলীর মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী ওজিয়রিসাখানম ও জামাতা প্রসিদ্ধ মির আশ্রফ আলী (মৃত্যু, মার্চ ১৮৩১) জমীদারী ভোগ করেন। তৎকালে মির আশ্রফ আলীর কর্মচারিগণকে বাধ্য করিয়া শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী সমস্ত দেবত্রভূমি নিজ নামে লেখাইয়া লইয়াছিলেন। ১২১১ সনে বর্তমান ঢাকার নবাব-বংশের পূর্বপুরুষ খাজে হাফেজউল্লা অনেক টাকা সেলামী দিয়া তপে পাঁচ ভাগ পত্তনী লইয়াছিলেন। ১২১২ সনের আষাঢ় মাসে রামপ্রসাদের দৌহিত্র শঙ্কুচন্দ্র শ্রীনারায়ণের বিকক্ষে দাবী উত্থাপন করিলে ঐ সনের ৩০ মাঘের হুকুমনামা দ্বারা শঙ্কুচন্দ্র তাত্ত্বিকস্বত্রে অর্দ্ধাংশ এবং শ্রীনারায়ণের পুত্র বলরাম পূজকস্বত্রে অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন।

রামপ্রসাদের সহচর : চিনীশপুত্রের অনতিদূরবর্তী জিনাদী গ্রামের চক্রবর্তীবংশে হুই জন সাধক রামপ্রসাদের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে একজনের নাম রামপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনিও রামপ্রসাদের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং

“লীন রামপ্রসাদ” ভণিতায়ুক্ত তদীয় কোন কোন গান পদাবলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি রামপ্রসাদ অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তদীয় পৌত্র কালীকুমার ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র ষাণিকোর চিত্রশিল্পক ছিলেন।

উক্ত বংশের প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক সাধক অক্ষয়রাম চক্রবর্তীও রামপ্রসাদের ঘানষ্ঠ সহচর ছিলেন। রামপ্রসাদের সংগৃহীত নিমকাঠ লইয়া তিনি কালীমূর্তি নির্মাণ করেন (আখ্যাদর্পণ, ১৩১২, পৃ. ১৮৭)। তদুপরি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষট্‌কোণ যজ্ঞাকৃতি কালীমন্দির ভগ্নাবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি প্রথম জীবনে বরদাখাতের ৯/১৩০/০ হিন্দার জমীদার বিখ্যাত শক্তিসাধক মির্জা হুসেন আলী (মৃত্যু, চৈত্র ১২৩০ সন) সাহেবের স্বাম্যরনবীশ ছিলেন। তিনি রমণার কালীবাড়ীতে হরচন্দ্র গিরির সহিত এক সংক্ষেপে তত্ত্বালোচনা করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, কিন্তু জনশ্রুতি অনুসারে ‘গুরুর ছলে’ তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি “তত্ত্বপ্রকাশ” নামে একটি তাত্ত্বিক নিবন্ধ ১৭৩০ শকে রচনা করেন।^{১০} মির্জা মাহাফর ইব্রাহিম ১১৬৯ সনের ১৫ ষাফাৎ তাঁহাকে ভূমিদান করেন। স্বয়ং মির্জা হুসেন আলীও ১২১০ সনের ২রা অগ্রহায়ণ জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মময়ী মূর্তির সেবার্থ বৎসর ২৬ টাকা দেবত্র করিয়া দেন। আমরা উভয় সনদ পরীক্ষা করিয়াছি।

দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ করার চেষ্টা কেহই করেন নাই এবং বর্তমানে তাহা প্রায় সমস্ত চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। ‘আখ্যাদর্পণ’র প্রবন্ধ হইতে আমরা কতিপয় ছিন্ন তত্ত্ব এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ৬কৈলাস সিংহ দ্বিজ রামপ্রসাদকে “রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী” বলিয়া লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকে তাঁহাকে “পেহু-ঠাকুর” বলিয়া ডাকিত (আখ্যাদর্পণ, ১৩১২, পৃ. ১৮৭ ও ২৩২)। তদনুসারে “রামপ্রসাদ ঠাকুর”ই তাঁহার প্রচলিত নাম ধরা যায়। তিনি “নৈবেদ্য বাম হাতে লইয়া নিবেদনাঙ্কে ‘খা, খা’ বলিয়া স্বয়ংই উদরস্থ করিতেন” (ঐ, পৃ. ২৩২)। তাঁহার ষোড়শবর্ষের মধ্যে “বেড়া দাঁধা” ঘটনাই অতি প্রসিদ্ধ। রাজমোহন আব্দুলীর তিনটি গানেই (৩২, ১১৫ ও ২২২ সংখ্যক) বেড়া বান্ধার উল্লেখ আছে। আমরা একজন প্রাচীন গায়কের মুখে শুনিয়াছিলাম, জয়ন্তিয়া রাজবাড়ীতে বুদ্ধাবনজীর মন্দিরমধ্যে শক্তিদ্বীত গাতিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

১০। এই গ্রন্থের প্রথম “কল্প” মাত্র (“বিরামে” বিভক্ত) আবিস্কৃত হইয়াছে (পত্রসংখ্যা ৪৭)। গ্রন্থলেখক (H. P. Sastri : *Notices*, Vol. I. p. 140-1)

বঙ্গাণীযমুনাদিভাঙ্করীযুতঃ তীর্থঃ ত্রিশস্ত্যাস্বকঃ
লৌহিত্যং খলু তন্ত পশ্চিমতটে গ্রামে জিনাদ্যাধ্যকঃ ।
কালীমন্দিরসন্নিধৌ নিজপুরে বজ্রে কুজে বাসরে
ত্রিশংসপ্তবিধৌ শকে কৃত ইহ গ্রন্থো রবৌ কর্কটে ॥

পদাবলী : বর্তমানে রামপ্রসাদের যে সকল গান মুদ্রিত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত হইবে। ১৫টি মাত্র পদে “দ্বিজ রামপ্রসাদে”র ভণিতা দেখিয়া অতুলবাবুর গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (প্রসাদী-কথা, পৃ. ২৫৬-৫৭), তাহা পক্ষপাতভূষ্ট এবং প্রমাণবিরুদ্ধ। দয়াল ঘোষ যখন গান সংগ্রহ করেন, তখন সবগুলিই দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। তাঁহার প্রথম সংগৃহীত ৫০টি গানের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গে প্রচারিত ছিল বলিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা হওয়াই সম্ভব। বর্তমানে ভাষা ও সংগ্রহস্থানের সাবধান আলোচনা দ্বারা পদাবলীর বিভাগ দূরূহ হইলেও কর্তব্য। তৎপূর্বে উভয়ের তুলনা অসাধ্য এবং অমুচিত। গুপ্তকবির গবেষণার ফলে কবিরঞ্জনের কীষ্টি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কবিরঞ্জন একাধারে সাধক, কবি এবং সঙ্গীতকার। সাধনা বিষয়ে উভয়ের তুলনা পাপজগতের অননিকারচর্চা। দ্বিজ রামপ্রসাদের গান ভিন্ন পৃথক্ কাব্য নাই। স্তব্ধাং সঙ্গীত-রচয়িতারূপেই উভয়ের তুলনা করিতে হইবে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। নিরঙ্কর নাবিক বাসি কাপড়ে যাহার গান গাইতে পরাশ্রুততা অবলম্বন করে, দয়াল ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া অতুলবাবু পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে লঘুভাব, অম্লকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ আবিষ্কার করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এবং অপর কেহ কবিরঞ্জনেরও ব্যবসাদারী আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভ হইয়াছেন। উভয়ই বিপথগামীর বিকার। আমরা বলি, কবিরঞ্জনের গান যেমন অপূর্ণ, তেমনই দ্বিজ রামপ্রসাদের গানও অপূর্ণ। উভয়ই সাধক, সমসাময়িক এবং স্ব স্ব ব্যবসায় প্রথম সৃষ্টিকর্তা।

উপসংহারে দুইটি অপ্রকাশিত পদ মুদ্রিত হইল—কোন রামপ্রসাদের রচিত, পাঠকগণ নির্ণয় করুন।

আমার মোন কেন পায়াছ, এতো ভয় রে।
পথে জেতে চোকীদারে জদি কিছু কয় :
তবে পরিচয় দিয় কাইলা মাএয়ের তনয় রে।
তুফান দেখে ভৈর না মোন তুফান কিছু নয় :
শ্রীগুরু দিয়াছে তরি বাহিএ গেলে হয় রে।
প্রসাদ বোলে ঝড়ী তুফান দিবানিশি হয় :
হাইল আটে ধৈর মানি শ্রীগুরু সহায় রে ॥

(রাজসাহী হইতে সংগৃহীত, ১২৩৫ সনে লিখিত একটি কুলপঞ্জীর পৃষ্ঠ পাইয়া ‘বথাদুষ্ট’ মুদ্রিত হইল।)

তায়া, আমার বুধায় বৈয়া গেল দিন।

মনে ছিল সাদ করিতে সন্ধ্যা পৈরিতে ডোর কপিন :

কি মর ভ্ৰশার তরে পৈরি ভব ফেয়ে জালে বন্দি যেমন মিন।

মনে ছিল আশ করি কাশিবাস উদ্ধারিতে মায়ের রিণ :

দ্রবন্ত কপাল কি হৈল মায়াজাল

ঘোড়ার মোখে জেমুন জিন ।

এ ভবে আশিয়া তোমা না ভজিয়া এমনি বহিল দিন :

মনে ছিল যত সব হইল হত বলে রামপ্রসাদ হিন ॥

(ত্রিপুরা জেলার এক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত । ইহাও প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বের লেখা একটি পত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত ।)

গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্বলিত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিচারবিনোদ

জন্ম : ইং ১৮৬৪ (৭), মৃত্যু : ৪ জুলাই ১৯২৭।

ইং ১৮৯৪

- ১। ফুল-শয্যা (বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য)। ইং ১৮৯৪ (২ মে)। পৃ. ১৮৯।

ইং ১৮৯৬

- ২। প্রেমাজলি (পৌরাণিক নাটক)। ইং ১৮৯৬ (১৮ জুলাই)। পৃ. ১৫৭।
৩। কবি-কাননিকা (রত্নভাস)। ১৩০৩ সাল। পৃ. ১২৬।

ইং ১৮৯৭

- ৪। আলিবাৰা (রত্ননাট্য)। ১৩০৪ সাল। পৃ. ১১০।...ক্লাসিক।

ইং ১৮৯৮

- ৫। প্রমোদরঞ্জন (রত্ননাট্য)। ১৩০৫ সাল (১৯ অক্টোবর)। পৃ. ১০২।...রয়েল
বেঙ্গল, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।

ইং ১৮৯৯

- ৬। কুমারী (নাট্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল। পৃ. ৮০।...রয়েল বেঙ্গল, ২৪ পৌষ ১৩০৫।

ইং ১৯০০

- ৭। জুলিয়া (গীতিনাট্য)। ১৩০৬ সাল (২৪ জানুয়ারি)। পৃ. ১৫২।...মিনার্ভা, ১৬
পৌষ ১৩০৬।

- ৮। বল্লবাহন (নাট্যকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১১৯।...রয়েল
বেঙ্গল, ১০ ভাদ্র ১৩০৬।

ইহার দ্বিতীয় অভিনয় হয় ঠাঁর থিয়েটারে 'উলুপী' নামে।

ইং ১৯০২

- ৯। সাবিত্রী (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০২ সাল (৪ অক্টোবর)। পৃ. ১৩৪।...ঠাঁর।
১০। সপ্তম প্রতিমা (নাটক)। ১৩০২ সাল (১৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৫১।...ঠাঁর।
৩ প্রাবণ ১৩০২।

ইং ১২০৩

- ১১। বেদোরা (গীতিনাট্য)। ইং ১২০০ (১৩ জানুয়ারি)। পৃ. ১৪০।...টার,
২৫ ডিসেম্বর, ১২০২।
- ১২। বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক)। ভাদ্র ১৩১০ (২২ আগষ্ট)।
পৃ. ১৮৪।...টার, ১৫ আগষ্ট ১২০৩।
- শ্রীমদ্বাংমোহন বসু-লিখিত ভূমিকা সহ।
- ১৩। রঘুবীর (নাটক)। ১৩১০ সাল (১৮ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৭৪।...মিনার্ভা,
২১ কার্তিক ১৩১০।

ইং ১২০৪

- ১৪। বৃন্দাবন-বিলাস (গীতিনাট্য)। ২২ পৌষ ১৩১০ (৩১ জানুয়ারি)। পৃ. ৮৪।...টার।
- ১৫। রঞ্জাবতী (নাটক)। ১৩১১ সাল (৪ অক্টোবর)। পৃ. ১৮৬।...টার।
- ১৬। নারায়ণী (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩১১। পৃ. ৩৪৬।
- এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড কার্তিক ১৩১০—শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত
হইয়াছিল।

ইং ১২০৬

- ১৭। উলূপী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ জুলাই)। পৃ. ১৪০।...টার।
- ১৮। পদ্মিনী (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৭ নবেম্বর)। পৃ. ২০১+১।...টার।

ইং ১২০৭

- ১২। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (৫ জানুয়ারি)।
পৃ. ২১৭।...টার।
- ২০। রক্ষঃ ও রমণী (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১০ জানুয়ারি)। পৃ. ৭৮।...টার।
- ২১। চাঁদ বিবি (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট)। পৃ. ১৮৮।...কোহিনূর,
২৬ শ্রাবণ ১৩১৪।

ইং ১২০৮

- ২২। নন্দকুমার (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১৭৬।...টার।
- ২৩। দাদা ও দিদি (রঙ্গনাট্য)। ১৩১৪ সাল (৮ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৫৫।...কোহিনূর।
- ২৪। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৫ জুন)। পৃ. ১৬৪।...কোহিনূর,
২৪ ফাল্গুন ১৩১৪।

- ২৫। বাসন্তী (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (৫ জুলাই)। পৃ. ৪৮।...কোহিনূর, ২১ চৈত্র ১৩১৪।
- ২৬। বরুণা (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (১০ জুলাই)। পৃ. ১২৭।...কোহিনূর, ২৭ আষাঢ় ১৩১৫।
- ২৭। ভূতের বেগার (রঙ্গনাট্য)। ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৫।...কোহিনূর, ১০ পৌষ ১৩১৫।

ইং ১৯০৯

- ২৮। দোলতে ছুনিয়া (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫ জাহুয়ারি)। পৃ. ১৩৫।...কোহিনূর।
- ২৯। বিরামকুঞ্জ (গল্প-লহরী)। ? (২০ আগষ্ট ১৯০৯)। পৃ. ১২৬।
- সূচী :—কর্মফল, নির্বাসিত, চিত্রকর্ষন, “পো’দালা”, প্রায়শ্চিত্ত।
- ৩০। দুর্গা (পৌরাণিক আখ্যান)। ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৯ অক্টোবর)। পৃ. ১২৮।

ইং ১৯১০

- ৩১। বাজালার মসনদ (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৭ সাল (১৬ জুলাই)। পৃ. ১৫২।...মিনার্তা।

ইং ১৯১১

- ৩২। পলিন (গীতিনাট্য)। ১৩১৭ সাল (২ মার্চ)। পৃ. ১০৭।...মিনার্তা।

ইং ১৯১২

- ৩৩। মিডিয়া (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩১৯ সাল (১৪ জুলাই)। পৃ. ১১৭।...মিনার্তা, ২২ আষাঢ় ১৩১৯।
- ৩৪। খাঁজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৯ সাল (২৫ জুলাই)। পৃ. ১৪০।...কোহিনূর।
- ৩৫। পুনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১৯ সাল (২৮ অক্টোবর)। পৃ. ৩৫৫।

ইং ১৯১৩

- ৩৬। ভীষ্ম (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২০ সাল (১৫ জুন)। পৃ. ১৩২।
- ৩৭। রূপের ডালি (রঙ্গনাট্য)। ? (২৩ অক্টোবর)। পৃ. ১৩১।...মিনার্তা, ৪ আশ্বিন ১৩২০।

ইং ১৯১৪

- ৩৮। নিয়তি (নাটক)। ১৩২০ সাল (২ এপ্রিল)। পৃ. ১১৫।...মিনার্তা, ৭ চৈত্র ১৩২০।

ইং ১৯১৫

- ৩৯। আবেহরিয়া (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২১ সাল (২০ জানুয়ারি)। পৃ. ১৭১।
...মিনার্ভা, ১১ পৌষ ১৩২১।
- ৪০। বাহুশাজাদী (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩২২ সাল (৩১ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৫৬।
...মনোমোহন, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২২।

ইং ১৯১৬

- ৪১। রামানুজ (ধর্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (৩০ জুলাই)। পৃ. ২০৮।

ইং ১৯১৭

- ৪২। বজ্র রাঠোর (ঐতিহাসিক নাটক)। ১ (৮ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৮৮।...মিনার্ভা,
২৩ ভাদ্র ১৩২৪।

ইং ১৯১৮

- ৪৩। কিয়রী (গীতি-নাট্য)। ১ (১৭ আগস্ট ১৯১৮)। পৃ. ১৬৯।...মিনার্ভা, ৩২
শ্রাবণ ১৩২৫।

ইং ১৯১৯

- ৪৪। নিবেদিতা (উপন্যাস)। ১১ মাঘ ১৩২৫ (৩ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৪৩১।

ইং ১৯২০

- ৪৫। জুহামুখে (উপন্যাস)। পৌষ ১৩২৬ সাল (১২ জানুয়ারি)। পৃ. ২৪৬।

ইং ১৯২১

- ৪৬। মন্ডাকিনী (গৌরাণিক নাটক)। ১৩২৮ সাল (১৪ এপ্রিল)। পৃ. ১০০।...ট্যার,
২০ চৈত্র ১৩২৭।
- ৪৭। আলমগীর (ঐতিহাসিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (২ ডিসেম্বর)। পৃ. ২৬০।
...কর্ণওয়ালিস, ১০ ডিসেম্বর ১৯২১।

ইং ১৯২২

- ৪৮। রক্তেশ্বরের মন্দিরে (নাটক)। ১ (২৮ ডিসেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১১২।...
কর্ণওয়ালিস, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২২।

ইং ১৯২৩

- ৪৯। বিদূরথ (ঐতিহাসিক নাটক)। ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ মার্চ)। পৃ. ১৫৭।...বেদনী
বিষেট্টরিক্যাল কোং, আলফ্রেড ব্লকমন্ডে, ১০ মার্চ ১৯২৩।
- ৫০। জুহামুখে (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১৩৩০ সাল (২৯ জুলাই)। পৃ. ১০২।

ইং ১৯২৪

৫১। পতিভার সিজি (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৩০ সাল (২০ মার্চ)। পৃ. ৩২২।

৫২। চাঁদের আলো (উপন্যাস)। ? (১৯২৪ ?)। পৃ. ১৯১।

ইং ১৯২৫

৫৩। গোলকুণ্ডা (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৫৬।...
আর্ট থিয়েটার, ষ্টার বঙ্গমঞ্চে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।

ইং ১৯২৬

৫৪। জয়ন্তী (নাটক)। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৫১।...মিত্র থিয়েটার,
১ প্রাবণ ১৩৩৩।৫৫। রাধা-কৃষ্ণ (গীতি-নাট্য)। ?। পৃ. ৪৮।...নাট্যমন্দির, ১৩ ভাদ্র ১৩৩৩।
“বন্দাবন-বিনাস হইতে গৃহীত।”৫৬। নর-নারায়ণ (পৌরাণিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩। পৃ. ২০১।...নাট্য-মন্দির,
১ ডিসেম্বর ১৯২৬।

সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনা

কীবোদগ্রন্থাদেব কিছু কিছু রচনা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এগুলি সংগৃহীত হওয়া উচিত। তাঁহার কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি :—

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব... ‘চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীক্ষণ’, ১৩০০, ১ম-৩য় সংখ্যা।

শব্দ সংবাদ... ঐ, ১৩০২, বৈশাখ—আষাঢ়।

জয়ভূমি (কবিতা)... ‘জয়ভূমি’, ১৩০১ ভাদ্র।

নাটক... ‘জয়ভূমি’, ভাদ্র ১৩০২।

দধীচির অস্থিধান (কবিতা)... ‘জাহ্নবী’, কার্তিক ১৩১১।

দ্বিতীয় কবীন্দ্র... ‘ভারতী’, বৈশাখ-কান্তন ১৩১৩।

বঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি... ‘নাট্য-মন্দির’, প্রাবণ ১৩১৭।

আমি ও তুমি (কবিতা)... ‘ভারতবর্ষ’, কার্তিক ১৩২০।

ফুলী (গল্প)... ‘বার্ষিক বহুসভা’, ১৩৩৪।

‘দধীচির অস্থিধান’ কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১)

পার হ’য়ে গেল সূর্য্য পশ্চিম আকাশ,
জাহ্নবী কাঁদিল যুদ্ধবরে;
ভাঙে ব্রত, বৃদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ—
অতিথি এল না বৃষ্টি ঘরে!

(২)

একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত সাগরে
মাথা তুলি স্থিমনেজে চায়,
“এ দরিত্রে ঋষিরাজ দেখ দয়া করে
স্ব্থানলে বুক জলে বায়।”

(৩)

“আয় বাপ কি চাহিব, তোরে দিব দান,”

ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া ;

বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান

ধ্যানে বসে নয়ন মুদ্রিয়া ।

(৪)

পলকে প্রলয় এল যুগ এল পলে !

কে কঁাদে রে সক্রমণ স্বরে ?

“স্থান দাও হে ব্রাহ্মণ চরণকমলে

অতিথি দাঁড়ায়ে তব দ্বারে ।”

(৫)

চেয়ে দেখে ঋষিবাজ অস্থিচর্মসার

উপবাসী মূর্ত্তি তপস্কার—

কে অতিথি নতজাহ্নু দেবতা আকার

সহস্র লোচনে বহে ধার ?

(৬)

“অন্তরের পদভরে কঁাপে জন্মভূমি

পলায়িত দেবতাবাহিনী ।

ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি আমি

ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মুনি ।”

(৭)

“হে পুণ্য অতিথি এস, পাতহ অঞ্জলি

ব্রত আজ করি উদ্‌ঘাপন ।

বুক ছিঁড়ি হে ভিখারী লহ অস্থি তুলি

ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ ।”

(৮)

ক্ষুদ্র সে জলদশি শু হইল বিপুল

গগনে ছুটিয়া গেল ঝড় ;

নিমেঘে দানবশক্তি হইল নিশ্চূর্ণ

আকাশ করিল কড় কড় ।

(৯)

ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর,

জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে ;

দধীচির জয়গান গাহিল অমর

এ কি ভিক্ষা দিলে জননীয়ে ।

মাসিক-পত্র সম্পাদন

কীরোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে ‘অলৌকিক রহস্ত’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার অনেক রচনা স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। আমরা ইহার ৬ষ্ঠ বৎসরের চতুর্থ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২২) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

হৈহয়কুলের শাখ্যাত-শাখা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

হৈহয়েরা স্ববিখ্যাত যুগবংশের শাখা। কালক্রমে তাহারা পাঁচটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পাজিটার সাহেব লিখিয়াছেন যে, হৈহয়-বংশের এই পঞ্চ উপশাখার নাম—বীতিহোত্র, শাখ্যাত, ভোজ, অবন্তি এবং তুস্তিকের। তাহার মতে, এই উপশাখাগুলির সাধারণ নাম ছিল—তালজজ্ব। প্রকৃতপক্ষে পাজিটারের মত ভ্রমাত্মক। মূল পুরাণগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হৈহয়-বংশের শাখ্যাতসংজ্ঞক কোন উপশাখা ছিল না। উল্লিখিত পঞ্চ উপশাখার বিবরণ মৎস্তপুরাণ (৪৩।৪৮-৪৯), বায়ুপুরাণ (৯৪।৫১-৫২), ব্রহ্মপুরাণ (১৩।২০৩-৪), পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড, ১২।১৩৫-৩৬), হরিবংশ (১৩৩।৫১-৫২) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মৎস্তপুরাণের বিবরণটি উদ্ধৃত করিব; কারণ, ইহা হইতেই পাজিটার শাখ্যাত উপশাখার নাম পাইয়াছেন।

মৎস্তপুরাণকার বলিয়াছেন :—

তেষাং পঞ্চ কুলাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাস্বনাম্।

বীতিহোত্রাশ্চ শাখ্যাতা ভোজাশ্চাবন্তরন্তথা।

কুস্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তান্তালজজ্বান্তথৈব চ।

উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলির ভাষা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হৈহয়দিগের পঞ্চ উপশাখার অন্ততমের নাম ছিল—তালজজ্ব। পাজিটার যে বলিয়াছেন, তালজজ্ব পাঁচটি উপশাখার সাধারণ নাম ছিল, তাহা সত্য নহে। তাহা হইলে, উপশাখার সংখ্যা পাঁচটি বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছয়টি নাম পাইতেছি—বীতিহোত্র, শাখ্যাত, ভোজ, অবন্তি, কুস্তিকের (শুদ্ধ পাঠ—তুস্তিকের) এবং তালজজ্ব। এই অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে হইলে মৎস্তপুরাণের বিবরণে কোন ভুল আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্য কোন বিবরণেই শাখ্যাত উপশাখার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বায়ুপুরাণের মতে—

তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাস্বনাম্।

বীরহোত্রা হুসংখ্যাতা ভোজাশ্চাবন্তরন্তথা।

তুস্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তান্তালজজ্বান্তথৈব চ।

ব্রহ্মপুরাণের মতে—

তেষাং কূলে যুনিশ্রেষ্ঠা হৈহয়ানাং মহাস্বনাম্।

বীতিহোত্রাঃ স্ত্রবতাস্চ ভোজাশ্চাবন্তরঃ স্তুতাঃ।

ভৌতিকেরাশ্চ বিখ্যাতান্তালজজ্বান্তথৈব চ।

পদ্মপুরাণের মতে—

তেষাং পঞ্চ কুলাভাসন্ হৈহয়ানাং মহাস্বনাম্।

বীতিহোত্রাশ্চ সজ্জাতা ভোজাশ্চাবন্তরন্তথা।

তুস্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তান্তালজজ্বাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

হরিবংশের মতে—

তেষাং কুলে মহারাজ হৈহয়ানাং মহান্ননাম্ ।

বীতিহোত্রাঃ সূক্তাতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ ।

তুন্তিকেরা ইতি খ্যাতান্তালজজ্ঞাস্তুধৈব চ ।

বিভিন্ন পুরাণের পাঠ আলোচনা করিলে দেখা যায়, মৎস্তপুরাণের “শাৰ্ঘ্যাতাঃ” স্থলে পুরাণান্তরের পাঠ—[অ] সংখ্যাতাঃ, সূত্রতাঃ, সজ্ঞাতাঃ, সূক্তাতাঃ, ইত্যাদি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তৃতীয় পঙ্ক্তিতে “বিক্রান্তাঃ” বা “বিখ্যাতাঃ” যেমন একটি বিশেষণ শব্দ, দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতেও তদন্তরূপ একটি বিশেষণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য অসংখ্যাতাঃ, সূত্রতাঃ, সজ্ঞাতাঃ এবং সূক্তাতাঃ, এই চারিটি শব্দের মধ্যে কোন বিশেষণটি সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রামাণিক এবং মৌলিক, তাহা নির্ণয় করা দুৰূহ। তবে বিভিন্ন পুরাণের বিবরণে যে একই মূল পাঠ অথবা উহার অল্পকৃতির অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বায়ুপুরাণের “অসংখ্যাতাঃ” বিশেষণটি মৌলিক। পাল্লিটার সাহেব নিজেই দেখাইয়াছেন যে, বায়ুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। আবার ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোধ হয়, সে কালে ভোজবংশীয়েরা সত্যিই “অসংখ্যাত” অর্থাৎ অসংখ্য ছিলেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) অনুসারে সাত্বতদিগের রাজগণ ভোজসংজ্ঞা লাভ করিতেন এবং তাঁহারা মধ্যদেশের দক্ষিণ দিকে রাজত্ব করিতেন। কালিদাস (রঘুবংশ। ৫।৩৯-৪০) বিদর্ভদেশ অর্থাৎ বেরাবের নরপতিকে ভোজবংশীয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী কালের বাকাটক-বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনেও বেরাবের অন্তর্গত ভোজকট রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১।৬) হইতে দন্তক অর্থাৎ মহারাষ্ট্র অঞ্চলের জনৈক নরপতির ভোজসংজ্ঞা দেখিতে পাই। অশোকের অনুশাসনে এবং খারবেলের হাতীশুদ্ধলিপিতে যে ভাবে ভোজদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারি, ভোজবংশীয়েরা দীর্ঘকাল মহাপরাক্রমে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্যাশাসন করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ভোজগণ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একাধিক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ভোজদিগকে অসংখ্য বলিয়া বর্ণনা করা অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিবেচনায়, পূর্বোক্ত পৌরাণিক বিবরণের মৌলিক বিস্তৃত পাঠ অনেকটা এইরূপ—

তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহান্ননাম্ ।

বীতিহোত্রা অসংখ্যাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা ।

তুন্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তান্তালজজ্ঞাস্তুধৈব চ ।

অতএব, প্রাচীন হৈহয়কুলের পঞ্চ উপশাখার নাম—বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তুন্তিকের এবং তালজজ্ঞ। হৈহয়বংশের শাৰ্ঘ্যাতসংজ্ঞক কোন উপশাখা ছিল না। মৎস্তপুরাণের “শাৰ্ঘ্যাতাঃ” শব্দটি মৌলিক শুদ্ধ পাঠ নহে।

অনুবাদাত্মক সমাস

শ্রীপ্রণবশ সিংহ রায়

কোন দেশে যখন বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহারা তথায় মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে থাকে, তখন জাতিগত বা রক্তের সংমিশ্রণের সহিত সংস্কৃতি তথা ভাষাগত মিশ্রণও অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর যে যে দেশেই এইরূপ একভাষাভাষীর সহিত অপরভাষাভাষীর সংঘর্ষ ও পরিশেষে মিলন ঘটিয়াছে, সেই সেই দেশেই দুই বা ততোধিক ভাষার ছাপ বর্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে আর্ধ্যবিজয়ের কাল হইতে এইরূপ ভাষাগত সংমিশ্রণ চলিয়া আসিতেছে। কালক্রমে দেশী ভাষাগুলি আর্ধ্যদের ভাষার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশ্য অল্পসংখ্যক স্বাধীনতাপ্রিয় বশুতাবীকারপরাশ্রুত আর্ধ্যের জাতি অতাপি দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে জাতি ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মোটামুটি দেশভুক্ত অনাৰ্য্যভাষাভাষিগণ যখন আর্ধ্যের ভাষাই গ্রহণ করিতেছিল, তখনকার পরিস্থিতি সহজেই অস্ময়ে। দেশে বৈভাষিক অবস্থা ঘুচিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল। ভাষার দ্বন্দ্ব কাটিয়া গিয়া কখন যে বৈদেশিক আর্ধ্যভাষাই পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা কোন বিশেষ তারিখের মাপকাঠিতে নিশ্চিত বলা সম্ভবপর নহে। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, একটি সম্পূর্ণ নূতন গোষ্ঠীর ভাষা গৃহীত হইতেছিল। তাহার মালমশলা ও গঠনপ্রণালী দেশপ্রচলিত ভাষা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ভাষাটির শব্দসম্পদও ছিল প্রচুর ও জটিল। এক কথায় তাহার ধরণই ছিল আলাহিন্দা ও তাহা আদৌ সহজবোধ্য ছিল না। দেশীভাষাগুলির তুলনায় সেই অভিনব ও বিশেষ আয়ামসাধ্য ভাষার শিক্ষানবিশী করিতে দেশবাসীদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল বলিলে অসম্মান বুঝা হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে দেশবাসীরা যে তাহাদের সহজ সরল অতিপরিচিত আবাল্যলব্ধ জন্মগত মাতৃভাষার সাহায্যেই বিদেশী ভাষাটি আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইবে, তাহা একান্তই স্বাভাবিক। তার পর দেশপ্রকৃতিগত যাহা কিছু—বিশেষ বিশেষ দেশজ জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, আচার অসুষ্ঠান, স্থানীয় নাম ইত্যাদি সংক্রান্ত শব্দ যাহা নবাগত আর্ধ্যদের অভিধানে থাকিবার কথা নহে, সে সব বুঝাইতে নবাক্ষিত ভাষাটির উপাদানে নূতন নূতন শব্দ গঠন করা এরূপ অবস্থায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে স্বভাবতই খাটি দেশী শব্দগুলিই ছবছ বা দ্বয়ং বিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হইত। বহু স্থলে দেবভাষা আর্ধ্যভাষার গৌরব ও মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্ত অপাঙ্কত্রে দেশী শব্দের উপর সংস্কৃতির ধাতুগত রঙচঙ ঢালিয়া বর্ণচোরা শব্দ খাড়া করা হইত। রূপান্তরিত এই সকল শব্দের ঠাট দেখিয়া তাহারা যে নকল সংস্কৃত শব্দ, সাধারণে তাহা ধরিতে পারিত না। বর্তমানে বিশেষজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা দেশী ভাষার গঠনরীতি পর্যালোচনা করিয়া এইরূপ বহু ভোল-ফেরা শব্দ যে দেশীভাষা হইতে আগত, তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। আবার ক্ষেত্র-

বিশেষে এমনও দেখা যায় যে, আর্থীদের ভাষায় কোন সংজ্ঞা বর্তমান থাকেও (বাহা আলোচ্য বস্তু বা ভাব অনেকাংশে প্রকাশ করে) অপেক্ষাকৃত সহজ, তদর্থপ্রকাশক দেশী শব্দটিও ভাষায় চালু রহিয়াছে। প্রথমোক্ত শব্দটির টীকা হিসাবে শেষোক্ত শব্দটি বহু স্থলে আগে বা পিছে বসিয়া উভয়ের সমন্বয়ে যেন একটি যৌগিক শব্দ গঠন করিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি-দোষের কথাই উঠে নাই ; একটি নূতন ও দুর্বোধ্য আর্থ্যভাষার শব্দের সহিত সুপরিচিত ও সমার্থক মাতৃভাষার শব্দটি যোগ করিয়া ভাষাশিক্ষার শব্দসাধন সুগম করা হইয়াছিল। কদাচিৎ এই শ্রেণীর শব্দের মৌলিকত্ব বৈয়াকরণপ্রসাদে এরূপ বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, শব্দটিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহার দ্বৈতভাব হ্রদয়ঙ্গম করিবার প্রব্রী মনে জাগে না—শব্দটিকে সর্বতোভাবে আমরা অবিভাজ্যই জানিয়া আসিতেছি। আর্থ্যভাষার উপর এই যে দেশী ভাষার প্রভাব, ইহা ইদানীং শনৈঃ শনৈঃ প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইতেছে। ধ্বনি-সমষ্টি, শব্দাবলী ও বাক্যবিজ্ঞান, সকল দিক্ দিয়াই ভারতীয় ভাষাগুলি দেশী ভাষার স্পর্শ এড়াইয়া চলিতে পারে নাই। তন্মধ্যে শব্দ গঠনের একটি দিক্ লইয়া আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সূত্রপাত। সেই দিক্ হইতেছে—কেমন করিয়া ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি সমার্থজাতক শব্দ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া একীভূত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্থ্যভাষার যুগ হইতে মধ্যভারতীয় আর্থ্যভাষার ভিতর দিয়া উপযুক্ত প্রণালীর শব্দ সৃজন নব্য ভারতীয় আর্থ্যভাষায় চালু রহিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় আর্থ্যভাষায় আবার* কাসী, ইংরাজি, পোর্তুগীস ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষা হইতে আগত শব্দ প্রবেশ করিয়া আলোচ্য শব্দের সংখ্যা বাড়াই-তেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে অনুবাদাত্মক সমাস নামে অভিহিত করিয়াছেন ; কেন না, এ স্থলে একটি শব্দ অপর শব্দের অর্থ যেন তর্জমা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করা হইল। লোকমুখে সুপ্রচলিত ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত অনুবাদাত্মক সমাসগুলি ছাড়া কতিপয় এরূপ শব্দও এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে, যেগুলি আজিও সঠিক অনুবাদাত্মক সমাসের পর্ধ্যায়ে উঠে নাই, তবে উদ্ভাবন সম্ভাবনা আছে বা যেগুলি কথক্ৰিয় বাক্তিবিশেষগত বা সমাজ ও উপভাষাবিশেষগত, আশা করি, সেগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে। স্থলবিশেষে অনুকার শব্দ ও যথায় শব্দের একটি উপাদান অপরটির আভাস বা ব্যঞ্জনামাত্র দিতেছে, তাহাও উদাহরণস্বরূপ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু কৃত্রাপি সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করা হয় নাই। অধুনা স্বীকৃত কতিপয় অনার্য্যভাষার শব্দ, যাহা প্রাচীন ও মধ্য-ভারতীয় আর্থ্যভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরাধিকার

* আরবী, তুর্কী ভাষার শব্দাবলী তত্ত্বতোভাবে হইতে সরাসরি বাঙ্গালায় আইসে নাই বলিয়া সেগুলি কাসী বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। পোর্তুগীজ, ক্রাসী ইত্যাদি পাক্কা ভাষা হইতে প্রাপ্ত শব্দের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ও তাহাদের মূল লইয়া অল্পবিস্তর মতবৈত আছে ; অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ কার্য্যমতিকে বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্তান্ত নব্য ভারতীয় আর্থ্যভাষা হইতে গৃহীত শব্দ দ্বারা সৃষ্ট কোন অনুবাদাত্মক সমাসের উদাহরণ নকরে পড়ে নাই।

সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলিকে দেশী শব্দ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় ভাষার নিজস্ব সম্পদ বলিয়া প্রতীয়মান কয়েকটি বিদেশী শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় নাই ; যথা, ‘ধীরেন্দ্রেন্দ্র’ শব্দটির ‘স্ব’ অংশের মূল হইতেছে ফার্সী ‘স্বস্ত’—অলস। এক্ষেত্রে ব্যাকরণের সাদৃশ্যগত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। চীনাভাষার “সহকারী” শব্দের গ্রায় বাঙ্গালা ভাষায় ‘পত্রে’, ‘পাত’, পাতি, পাট ইত্যাদি কতগুলি শব্দ বহু স্থলে অপর শব্দে সংযুক্ত হইয়া ভাববিশেষ প্রকাশে সহায়তা করে। আমাদের তালিকায় এই ধরনের শব্দগুলি তারকাচিহ্নিত করা হইয়াছে। স্ত্রীসমাজে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ ঘাঁহার চলন প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নাই বলিলেই হয়, উদাহরণস্বরূপ. সেগুলিকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে।

১। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক সমাসের উভয় উপাদানই ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে পড়ে :—

(ক) তদ্ভব+তদ্ভব। যথা :— আলোবাতি, সহস্রাঙ্গাতি, সাধইচ্ছা, বামুনপুং, পূজারী বামুন, বাঁধাবন্ধক, কানামাটি, শিকলবেড়ী, ঘাফোড়া, কাটাছেড়া, কেওকেটা, বাঁধাধরা, ধরে-বঁধে, সাজপোষাক, দাদেইজি, জাজ্জাউলি, মাতালভাঙ্গড়, জানবিং, রুখুহু, গাইবলদ, নাচাকৌদা, মাজাঘসা, তেড়াবাঁকা, বাঁকাচোরা, মারধর, মারকাট, মেলামেশা, ভরপুর, বাজনাবাজ, নাতিপুতি, নাতিনাতকুড়, জাতগুটি, ছারখার, পাঁজিপুখি, ডোরসূতা, কাঁসা-পিতল, কাছেপিঠে, খেতভুঁই, গাঁজাভাঙ্গ, সোনারগাঁথা, চুরিচামারি, চেনাশোনা, চুরিবাটপাড়ি, চালচলন, জানাশোনা, যাগযোগ, টাকাপয়সা, খিতভিত, ধারদেনা, নীতকিত, পাড়াগাঁ, বাজ্রিবাঙ্গনা, বাড়ীঘর, বাড়বাড়ন্ত, ভাগবীটোয়ারা, ভজনপুজন, ভজনসাধন, ভরাতর্জি, ভাইভায়দ, ক্ষেপাবাউল, নামভাক পসার, নাওয়াধোওয়া, চানধান, কাঁকরবালি।

(খ) তদ্ভব+তৎসম। যথা :— কাজকর্ম, সঙ্গীসাথী, ছলচাতুরী, জাড়েণীতে, কানকর্ণ, সহসামাই, জরজাড়ি, বামুন পুরোহিত, ঠাইআশ্রয়, ধুলাবালি, জ্ঞানীমানী, ভয়তরাস, সোহাগ-যত্ন, যত্নআতিয়, মামোতাল, চেনাপরিচয়, কলকৌশল, পসার প্রতিপত্তি, দে দেবতা, দেখা সাক্ষাৎ, দিনচুপুর, সাজসজ্জা, বিদেশবিভুঁই, রাজারাজড়া, লতাপাতা, শাকপাত, শ্রীহাদ, স্নেহভালবাসা, স্নেহমমতা, ছলছুতা, কাপাসতুলা, দেশগাঁ, মাখামতি, জনমামুখ, মাখামমতা, আদরসোহাগ, যোগাডবন্ধ, শিশুচেলা, গোছব্যবস্থা, নিবেদমানা, পরপরেয়া, ঘরনৌগৃহিণী, যত্নসোহাগ, যাগবজ্র, খিতব্যবস্থা, দীনভিখারী, দেশেগাঁয়ে, ফুড়িআমোদ, ভিতপত্তন, সাত্ত্বীপাহারা, সন্ধানস্বলুক, স্ববাদসম্বন্ধ, ঘড়াকলসী, ভূষাকালি, পাখীপক্ষী, লাজলজ্জা।

(গ) তদ্ভব+অর্দ্ধতৎসম। যথা :— ছিরিছাঁদ, গা গতর, তিত্তিবেরক্ত, আগুগরজে, আগুতুটম, পুহুরপুহুরী, বাড়াবাড়ি, আদিখেতা, বামুনবোষ্টম।

(ঘ) তদ্ভব+দেশী। যথা :— ঘরবাড়ী, তেতেপুড়ে, বেটাপুত, চৈতনচুটকী, টানা-হেঁচড়া, রোগাপটকা, ছালচামড়া, আংপোটা, পিঠাপুলি, মাখামুণ্ড, মাখামোড়, মারপিট, পুঁজিপাটা, ঘাচোট, শিকনিপোটা, ল্যাঙ্গটকপি, আঁকচেরা, বাসাবাড়ী, মাপজোক, গোবরনাদ,

কাঁটারডালী, কাঁটারঘোঁচা, মরাহাজা, আঙ্গাটিল, কাদাকিচড়, খেতখামার, মাঠখেত, ক্ষেপাপাগল, গাছপালা, ডালপালা, গল্পগাছা, শামুকগেঁড়ি, গেরোফাঁড়া, লগাষি (লগা + আঁকষি), ছাঁটকাট, নিধাওনিডুবি, ভাঙ্গাফুটা, দৌড়ধাপ, ধরশাকড়, সাজগোজ, হাঁচিকাশি, হাড়পাঁজড়া, ছালা-ক্ষেপা, বুড়াহা(ব)ড়া, ঘোরাফেরা, বলাকওয়া, ধরাছোয়া, বুড়োহাড়ি, লেখাজোকা, লোহালকড়, হাসিঠাট্টা, হাড়ডক্ষেপা, পাকতুড়ো, সেয়নাচড়কো, জালাতনপোড়াতন, জলেপুড়ে, লাঠিডাঙা, ভালচান্দা, ডাবনারকেল, দোষঘাট, খাটপালক, খুঁজেপেতে, পুরিয়ামোড়ক, পাকারুনো, আঁচলখুঁট, ইটপাটকেল, এড়াবাসি, এলাকাড়ি (আলাকাড়ি), কানাকুরুটে, কুষ্টিঠিকুজী, ক্ষুদকুঁড়া, গুগোবর, গড়ালুটি, ঘষডান, চুরিডাকাতি, চোরছেঁচড়, চোরডাকাত, চেয়েপেতে, চেয়েচিন্তে, ছাইপাশ, ছুতানাতা, যোগাড়পত্র.* টাকাকড়ি, টুটাকুটা, টাইসশাসন, ঠাইঠিকানা, ঠিকুরবাদ, ঠগজুয়াচোর, ভোরকপ্পি, পয়সাকড়ি, বৈটেখেটে, ভিটামাটি, মিশালভেজাল, ভাঁড়কুঁড়, মিলজুল, সরমাটা, হেলাফেলা, ফোড়াফুসুড়ি, ধুমগ্যাংটা।

(৬) তৎসম + তৎসম। যথা :—সভাসমিতি, আত্মীয়স্বজন, রীতিনীতি, অহুনয়বিনয়, সন্তানসন্ততি, সাধুসন্ন্যাসী, স্বযোগসুবিধা, উপায়উপার্কজন, মনমতি, কথাবার্তা, আভাসইঙ্গিত, ভব্যসভা, ভয়ভাবনা, বাগ্‌বিত্তা, আপদবিপদ, ব্রাহ্মণপুরোহিত, শিষ্যস্বজন, প্রভাবপ্রতিপত্তি, হিংসাদ্বেষ, বিন্দুবিসর্গ, শূরবীর, দুঃখকষ্ট, ভয়ভ্রাস, স্বভাবচরিত্র, ইষ্টবন্ধু, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়বন্ধু, আদরবন্ধু, আদরআপ্যায়ন, গর্ভঅহঙ্কার, আদরঅভ্যর্থনা, আলাপআলোচনা, আলাপপরিচয়, কক্ষভঙ্গ, বাদবিসম্বাদ, বিবাদবিসম্বাদ, গ্রামবসতি, জ্ঞানবুদ্ধি, মানসম্ভ্রম, জন্তুব্যস্ত, সাধঅভিলাষ, আচারব্যবহার, ছলাকলা, জীবজন্তু, জনমানব, জনপ্রাণী, জাতজন্ম, জটিলবিচ্যুতি, দোষক্রটি, স্থলনবিচ্যুতি, নর্ন্তনকুর্দ্দন, দুঃখকুর্দ্দশা, দুঃখদৈন্ত, অভাবঅনটন, দয়ামায়া, দোষঅপাধ, দুঃখশোক, শোকতাপ, দয়াদাক্ষিণ্য, অস্থিরপঞ্জর, বেশভূষা, পালনপোষণ, লালনপালন, লালিত-পালিত, ভরণপোষণ, শৌর্যবীৰ্য, বাধাবিপত্তি, বাধাবিঘ্ন, বিলাসব্যাসন, জীর্ণশীর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, ভাবনাচিন্তা, ভূতপ্রেত, ভোগবিলাস, ধনৈশ্বর্য, ক্রিয়াকলাপ, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্যথাবেদনা, লোকজন, লণ্ডভণ্ড, বাসনাকামনা, সাধবাসনা, ভীতচকিত, পরিস্কারপরিচ্ছন্ন, জনসাধারণ, সাধআহ্লাদ, সেবাসত্ত্ব, সেবাসুক্রিয়া, আমোদআহ্লাদ, আমোদপ্রমোদ, ঈর্ষাদ্বেষ, সারনির্ঘর্ষ, অশ্লীল, অল্পবল্প, ছলকপট, পূজাপার্কণ, মুনিঋষি, ইষ্টকুটুম্ব, চীরবাস, লতাগুচ্ছ, আত্মীয়কুটুম্ব, বিদ্বানপণ্ডিত, কলহবিবাদ, টীকাগল্পনী, অজ্ঞানঅর্চৈতন্য, দৈত্যদানব, আদিব্যাদি, দীনহীন, আশাভরসা, কীটপতঙ্গ, কৃতকৃতার্থ, গ্রন্থনকৃত, জ্ঞানীমানী, গণ্যমান্য, ছিন্নভিন্ন, জলবৃষ্টি, যুক্তিপরাশর, বন্দকলহ, বন্ধাবটিকা, তপতপস্তা, তুচ্ছতাচ্ছল্য, তটবেলা, তর্কবিতর্ক, দিনকাল, দীনদয়িত্ব, দীনদুঃখী, দীপবর্তিকা, দর্শনসাক্ষ্য, ধীরস্থির, নষ্টভ্রষ্ট, নামঘণ, পল্লীগ্রাম, ব্যবসাবাগিজ, বিষয়-আশয়, বিষয়সর্লস্ব, বিবেকবুদ্ধি, লক্ষ্যবাস্প, বিহিতবিধান, ভীতসম্ভ্রস্ত, ভ্রমপ্রমাদ, মায়াদয়া, মেদমজ্জা, মদভাজ, রূপলাবণ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, রত্নকৌতুক, শাখাপল্লব, শক্তসমর্থ, শ্রদ্ধাভক্তি, শান্তশিষ্ট, শুচিত্ত্ব, শিক্ষাদীক্ষা, স্নেহসত্ত্ব, সর্বসাধারণ, মণিযুক্তা, আগতঅভ্যর্থনা, কলসঘট, নিজস্ব, লক্ষ্যসঙ্কোচ, অস্থিরচঞ্চল, অধীরউত্তলা, বেশভূষা, ধনবত্ত্ব, চরিত্রশীল।

(চ) তৎসম+অর্দ্ধতৎসম । যথা :—ছেদাভক্তি, পূজাআছা, আপুবন্ধ, সাধিসাধনা, রণযুদ্ধ, শাপমন্ত্রি, দানউচ্ছুণ্ড ।

(ছ) তৎসম+দেশী । যথা :—খাটপালক, পাকেপ্রকারে, পাকেচক্রে, চিঠিপত্র, ভুল-ভ্রান্তি, ভারবোঝা, পালপার্কণ, কালাহিম, আসনপিঁড়ি, ফলপাকুড়, ফলফুলরি, ভয়ভর, বাস্ত-ভিটা, কুটকচাল, হিংসাআড়ি, ঝগড়াবিবাদ, খোজসন্ধান, খোজপত্র, * আড়ালেঅসাক্ষাতে, ইতরছোটলোক, ইতরবাগদৌ, গালমন্দ, ছাইভস্ম, ঝড়ঝঞ্ঝা, তিলকখোঁটা, পাহাড়পর্বত, বাছবিচার, বর্ষাবাদল, মেঘবাদল, বৃষ্টিবাদলা, বিছানাপত্র,* রসকষ, সাড়াশজ, হাবভাব, নোংড়াঅপরিস্কার ।

(জ) অর্দ্ধতৎসম+অর্দ্ধতৎসম । যথা :—ঘেমাপিপ্তি, গুছনখিতন, পাতনখালী, আগা-বাচ্ছ, কাছাবাচ্ছা, কেটেবিষ্টে, সেয়নাধুর্ন্তু, ছিরিছকা ।

(ঝ) অর্দ্ধতৎসম+দেশী । যথা :—চিঠিপত্ৰ, ইত্তিনাড়ি, শোকামাকড়, ডাকাবকো, দুখানাকা, আক্রামাঙ্গা, আক্রাগণা, আদ্বাআহিকে, ঝগড়াকুলুখেত্তর, খোজপাতি, চকরটহল, ছ্যানাফুটা, ছেকপোড়া, দস্তিদামাল, ঘুমনিদে ।

(ঞ) দেশী+দেশী । যথা :—হাংলাক্যাংলা, গ্রাকডাকানি, চিঠিচাপাটি, লুচিপুয়ি, মোটঘাট, মোটবোঝা, খিণ্ডিখেউড়, চড়চাপড়, খাদাবোচা, লুটপাট, লাঠিঠাঙ্গা, নাড়িভুঁড়ি, হাজাপাকুই, বোকাহাবা, হাবাগোবা, পো(য়া)লকুটি, খড়বিচালি, হাংলাপেটুক, ভেয়োডোকলা, ঢিলচাপরা, খোলাখাপরা, চাছিপুঁছি, ছেলেচেঙ্গরা, ডালকড়াই, দালকলাই, ঝাঝরাফুটা, ভুট্টা-জনর, মিঠাইমণ্ডা, ছানাপোনা, ঝগড়াকৌদল, টুকরাফালি, ঠাটঠমক, কাঠিখোঁচা, খোঁচে-পোঁজে, ভীড়জটলা, খটকিমামড়ী, কোটালজোয়ার, ভুলচুক, ঝুলিঝাকড়া, জোড়াতালি, উলটপালট, ধুতিপাটা, পেতেচূপড়ি, ঝগড়াখুনসুড়ি, কাঁথাকানি, কাঁথাখোকড়া, কাপড়চোপড়, গলিঘুঁজি, গৌড়িগুগলি, কচিকাঁচা, কুঁচোকাঁচা, কোঠাবাড়ি, ছিটাকোঁটা, কাড়ানাকাড়, গোদাধুমসো, আড়িআকচ, আঁটসাঁট, আড়ালেআবডালে, অলিগলি, উড়কুড়, কড়াগগণায়, কালিজুলি, ঝুলকালি, খাটাখাটুনি, খালবিল, গালিগালাজ, গুমবগ্যানা, গোলামরাই, গুণচট, চাটপোঁছ, চাঁছাছোলা, চারাপোনা, চেয়েমেঙ্গে, চব্বচহলট, চিমটাসাঁড়াশি, ছেলেপিলে, ছোটখাট, ছোলাকড়াই, ছাপোন, ছোলামটর, ছেলেছোকরা, ঝগড়াঝাঁটি, ঝোপঝাড়, ঝড়-ঝাপ্টা, ঝাঁতলামাহুর, টাইটুসুর, টকজোঁদা, পাল্লাটকর, ঢাকঢোল, তালতোবড়া, তালগোল, তাড়াহড়া, ঝামেলাঝকি, দামালহুরন্ত, দড়িকাছি, ঝাতাকানি, নেড়াবোচা, ফুটকাঁকুড়, বনবাদাড়, বনঝোড়, বনজঙ্গল, বিছানাচাকড়া, বিছানা-খোকড়া, মালসাট, মেগেপেতে, মাহুরচাটাই, মাহুরপাটি, কটিপরোটা, কটিচাপাটি, লাঠিসোটা, ল্যান্ডঝাখোঁড়া, লুকাছাপি, লুটঘাট, শাপলাশালুক, হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁকডাক, হাউড়পাগল, হ্যাংলাকুটে, হামাগুড়ি, গুদাম-আড়ৎ, ডামাডোল, প্যান্ডার্থেচা, ফাঁকতালে ।

দেশী+বিদেশী :—দোস্তাতামাক, গুডুকতামাক, তোলোহাড়ি, ভিজেলহাড়ি, কড়িবরগা,

চাবিকাঠি, কামরাকুঠরি, কুটিবিস্টুট, চোঙ্গিকৌদল, বেস্তকঁড়ি, ক্ষিতাদড়ি, দুহাভেড়া, কাটারেক, টালিখোলা, তোরঙ্গপ্যাটরা, পাজিনচ্ছার, জরিবুটি, পকেটখলে।

২। যে ক্ষেত্রে অতুবাদাত্মক সমাসের একটি উপাদান বহির্ভারতীয় বিদেশী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে পড়িতেছে—

(ক) তদ্ভব+বিদেশী : চেরাগবাতি, ময়লাআবর্জনা, খেলতামাসা, গোমস্তাকর্ষচারী, চাষআবাদ, কোমরকাঁকাল, জামপেষ, তাসপাশা, ভাগবথরা, ব্যয়বরাদ্ধ, ভোগদখল, রাজাবাদশা, দোকানপসার, লজ্জাসরম, স্কুলপাঠশালা, সোনাদানা, মানইজ্জৎ, আতরফুলেল, হাসিখুসি, হাওয়াবাতাস, কাঁটাপেরেক, হাসতামাসা, প্যাকেটমোড়া, আগামবায়না, গরীবভিখারী, হাসিমসকরা, নেশাভাজ, বাধাবন্দোবস্ত, দম্বজাকপাট, রৌদপাহারা, কাকুতিমিনতি, তেজারতীমহাজনী, বছরশালিয়ানা, ঠাকুরদেবতা, ধীরেন্দ্রস্বৈ, চাকুছুরি, আস্তেবাস্তে, ছুতাঅছিলা, ছুতাঅজুহাত, মশলাপাতি, দরদাম, আচারমোরকা, কাজঘর, হলঘর, আইলপইল, আস্তিনহাতা, ওজনদাড়ি, খোরপোষ, খাদখন্দক, খানাখন্দর, শাস্তিসাজা, ডনবৈঠক, তোয়ালেগামছা, দাক্ষামারামারি, দগুগুগার, দেনাকর্জ, নেকারবমি, নিক্তিদাড়ি, পাকাপোস্ত, বিধর্মীকাফের, ভিতবনিয়াদ, মুচকিহাসি, লাভমুনাক, হাওলাংদেনা, কারসুতা, তোলাওজন, খুসীপিড়ে, ঘোরপ্যাচ, বাজিখেলা, ল্যাঙ্গড়াখোড়া।

(খ) তৎসম+বিদেশী : কুলকিনারা, ধনদোলং, শলাপরামর্শ, দুঃখমেহনং, সাক্ষীসাবুদ, আসবাবপত্র*, কাগজপত্র*, আক্কেলবুদ্ধি, রাগগোসা, দানখয়রাত, দাসীবাঁদি, মনমেজাজ, তত্ত্বতাবাস, তত্ত্বতালাস, মনমজ্জি, সাধুপীর, সহসবুর, সখসাধ, আদরআব্দার, ডাক্তারকবিরাজ, হাকিমকবিরাজ, স্বভাবতরিবং, স্বভাবসোহবং, দেমাকঅহকার, চিহ্ননিশানা, ওজরআপত্তি, আসানউপশম, সৈন্তসিপাই, বিচারকয়শালা, ইয়ারবন্ধু, ইসারাইজিত, কৌশলফিকির, খাতির-যত্ন, খাতাপত্র, চালাকচতুর, জঙ্জানোয়ার, নদীনালা, লোকলস্কর, বিয়েসাদী, দৈত্যদানা, ইস্তকঅবধি, ফলফসল, কলহকাজিয়া, মেওয়াফল, সুবুদ্ধিসুআক্কেল, আনাজপত্র*, সহৈসাকর, শাকসজ্জী, খোসামোদ, নির্লজ্জবেহায়া, অস্থখবায়রাম, অস্থখবায়ো, আশ্রয়আস্তানা, অবস্থাগতিক, আক্কেলজ্ঞান, খাজনাপত্র*, গল্পগুজব গহনাপত্র, চেনহার, জিনিসপত্র*, যাত্রাখিয়েটার, দায়বিপদ, দৃষ্টিনজর, নথিপত্র*, মালপত্র*, র্যাগকফল, তেজঅহকার, পেশাব্যবসা, সংস্কারমেরামত, রফানিম্পত্তি, ব্যবস্থাসলিকে, সাঁইকালি, পোষাকপরিচ্ছদ।

(গ) অর্দ্ধতৎসম+বিদেশী : দলিলপস্তর, বেসাদী, দক্ষিমানা, দতিয়ানা, অতিথফকির, ডাক্তারবত্তি, জায়গাআশ্রা, উক্খুস্ক, আনাজপাতি, খাইখোরাক, খুচরারেজকি, গয়নাপস্তর।

(ঘ) দেশী+বিদেশী : ঘাড়গর্দান, রাঁড়বেওয়া, মুটেমজুর, মাঝিমাঝা, পরচুল, ঠাট্টাতামাসা, টালবাহানা, ফন্দিফিকির, খোজখবর, খোজতল্লাস, খানকিছিনাল, ভেঙ্কিষাছ, নলখাগড়া, খেংরাকোস্তা, সাদামাটা, ক্রুশকাটি, ডালিমবেদানা, বিড়িসিগারেট, টাটকাতাজা, ভিগিতবলা, মালকুস্তি, মাঠময়দান, চশমারুলী, আক্রআটক, আড়ালআক্র, কুস্তিলড়াই, ইয়ারকিঠাটা, কুলিমজুর, ঝাণানিশান, জামাজোড়া, ঝড়তুফান, ঠারইসারা, হাটবাজার,

সাটেইসারায়, ধাকড়মুর্দক্ষরাশ, পাউরুটি, গরীবকানাল, ফাঁকফুরসৎ, ফাঁকেফিকিরে, হাড়ীমুর্দক্ষরাশ, ঠাট্টাবোটকারা, হুড়কোতশলা, গোনাগাটি, গুণাঘাটি, লেপকাঁথা, আস্তগোটা, আটাময়দা, ফোক্তরফাজিল, আসাসোটা, আপদ্যাঠা, আটকালআন্দাজ, কলকাটি, খোসপাঁচড়া, খোসচুলকনা, খানাডোবা, পগারনালা, গয়নাগাঁটি, গচ্চাগুণগার, চিকুটময়লা, চূকাপালং, চাখড়ি, ছুটবাদ, জালজোচ্চুরি, ঝঞ্ঝাটঝামেলা, ডাকাতিরাহাজানি, তক্তাপাটাতন, দায়বাকি, ধারকর্জ, ধাকড়মেথর, নকলভেজাল, গুণাবদমাইস, বাস্তপেটরা, রসিদড়ি, লুটতরাজ, সিন্দুকপেটরা, সেলাইফোড়, গজালপেরেক ।

৩। যে ক্ষেত্রে অমুবাদাত্মক শব্দটির উভয় উপাদানই অভ্যর্থিত বিদেশী ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে ।

(ক) ফার্সী + ফার্সী :—তরিতরকারি, আনাজতরকারি, মালমশলা, দলিলদস্তাবেজ, পেশাবাদাম, ফর্দফিরিস্তি, বাকিবকেয়া, বখেয়াসেলাই, আবদারবায়না, গরীববেচার, আসরমজলিশ, পীরপয়গম্বর, তরসবুর, নাস্তানাবুদ, বাগবাগিচা, বাগানবাগিচা, দরদস্তুর, সাফমুখরা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, হাঙ্গামাহুজুত, খততমস্ক, জোতজমা, জমিজায়গা, গোলাবারুদ, টোটারুদ, বৈঠকখানা, ফরাসজাজিম, ফৌজসিপাই, পাইকবরকন্দাজ, জাপংখানা, তাকিয়াবালিশ, শালদোশালা, শালআলোয়ান, সহিদসুখত, আরামআয়েস, আদবকায়া, কায়দাকাহুন, আইনকাহুন, আইনআদালত, আমীরওমরা, জঞ্জালময়লা, অছিলাঅজুহাত, ওজরঅছিলা, কুচকাওয়াজ, কারকারবার, কলকারখানা, জোরজুলুম, জোরজবরদস্তি, খাতিরনদারং, খাতিরতোয়াজ, খুনজখম, গরীবগুরবো, গরীবফকির, নাকচবাতিল, জাঁকজমক, তদ্বিতদারক, তাকতদ্বির, মেথরমুর্দক্ষরাশ, মুচিমুর্দক্ষরাশ, ধুমধড়াকা, নালিশমকর্দমা, পা(ই)কপেয়াদা, মামলামোকর্দমা, নালানর্দমা, খেয়ালখুসি, কুজিরোজগার, তকমাচাপরাস, মস্তবমাত্রাসা, হিসাবনিকাশ, খেলাতখেতাব, তালুকমূলক, কালিয়াকোণ্ডা, কালিয়াকোন্দা, কলকজা, উকিলমোক্তার, চোগাচাপকান, বাবুজিখানসামা, সাহেবসুবো, আবদারআসকারা, আদায়উম্মুল, আপদ্বালাই, ইজেরপাজামা, ওজরঅজুহাত, কুলিকাবারি, কমিকম্বর, ঘালজখম, চাকরখানসামা, তসরগরদ, নিরীহবেচার, নকলমেকি, পীরফকির, ফাইকরমাস, বাগেকায়দায়, বইদপ্তর, বায়নাআবদার, মুচিমেথর, সিপাইসাজী, সাদাসিধা, সনতারিখ, হাওলাৎকর্জ, হরীপরী, বিবিবেগম, কাচপরকলা, হরহামেশা, সোরগোল, লেপতোষক, খসড়াশুশাবিদা, রদবাতিল ।

(খ) ফার্সী + ইংরাজী :—ছিপিকাক, লটবহর, হোটেলসরাই, আর্দালিচাপরাসী, ফাইন-জরিমানা, হোজচোবাচ্ছা, আপিসকাছারি, খেতাবটাইটেল, পিওনহরকরা, ডাকপিওন, ডাকহরকরা, সিন্দুকবাজ, বেহারাখানসামা, চাপরাসীবেহার, শীলমোহর, শানপালিস, লাটসাহেব, ইজেরপেনী, কাপপেয়ালা, পেনকলম, পাংলুনপায়জামা, বেয়ারাচাপরাসী, রেকাবডিস, জেলকয়েদ ।

(গ) ফার্সী+পোর্টুগীজ :—শিশিবোতল, ইজেরপ্যাণ্ট, কারিগরমিস্ত্রি, খানখন্দক, ছাপমার্কী, বদমাসবোম্বটে, পিস্তলবন্দুক, সারুদানা, কাজুদানা, রসদরেষ্ট, কিরিচবন্দুক।

(ঘ) ইংরাজী+ইংরাজী :—জজম্যাজিস্ট্রেট, আলপিন, বাকসতোরজ, ডিসপ্রেট, বডি-ব্লাউজ, সিনেমাবায়োস্কোপ।

(ঙ) ইংরাজী+পোর্টুগীজ :—জেলগারদ, বালতিটব, টিনক্যানেস্ট্রা, সার্টকামিজ, মেজটেবিল, হকপ্রেক, স্যাকালিপ্যাকেট, সালসটনিক, প্লেটপিরিচ, ড্রামপিপা, দেবাজ-আলমারি, রেলিংগরাদে, জারবয়েম, ফানেলকোঁদল, টেপফিতা।

(চ) পোর্টুগীজ+পোর্টুগীজ :—কোচকেদারা, নোনাআতা, চাবিচাবলা।

(ছ) পোর্টুগীজ+ফরাসী—সায়াসেমিজ।

পরিশেষে বলব্য এই যে, বস্তুজগতে যেরূপ কোন পদার্থ একক অবস্থা হইতে যুগ্ম অবস্থায় দৃঢ়তর হয়, খুব মনে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। কোন ভাব প্রকাশে যখন আমরা শব্দবিশেষের সহায়তা গ্রহণ করি, তখন কখনও কখনও আমাদের সঙ্কল্প সাধনের পথে যেন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কোন ধারণা কাহারও মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে চাই। আমরা ভাবি; বোধ হয় বলাটা বেশ জোরাল বা যুৎসই হইল না। তখন হয় আমরা একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার বলি, স্বরাঘাতের আশ্রয় গ্রহণ করি, নয় যে শব্দটির উপর আমাদের লক্ষ্য, সেটি পুনরুল্লেখ করি—বাহ্য্যভয়ে বিরত থাকি না। ভারতবর্ষের দেশী ভাষাগুলির ইহার প্রায় সমদৰ্শী একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহাকে আমরা ধ্বন্যাত্মক বা অমুকার শব্দ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে মূল ও সংশ্লিষ্ট শব্দ দুইই অবিকৃত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অমুকার শব্দটির আদিধ্বনি মূল শব্দের আদিধ্বনি হইতে পৃথক্ থাকিত, তাহাও আবার নির্দিষ্ট কতিপয় ধ্বনির গণ্ডীর মধ্যে। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় গঠিত অমুকার শব্দকে 'লেজুড়'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন হইবে না। যাহাই হউক, ভাবের আতিশয্য ও ভাবের স্তূর্হ প্রকাশের বাসনা হইতে উদ্ভূত এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আসা হইতেছে এবং দেশী ভাষাগোষ্ঠীর নিকট আমাদের ভারতীয় ভাষাসমূহ এ বিষয়ে ঋণী। অমুবাদাত্মক সমাসের বিকাশে উপযুক্ত মনোবৃত্তি পরোক্ষভাবে কাজ করিয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ‘মদিরা-গৃহ’

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

কৌটিল্যের নামে প্রচলিত ‘অর্থশাস্ত্র’ নামক গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের সুদীর্ঘ বিবরণী পণ্ডিত-সমাজে প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কৌটিল্য নামধারী কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি সত্যি এই গ্রন্থের রচয়িতা কি না বা সত্যি এ পুস্তকের রচনাকাল কি, ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্ন লইয়া বিস্তর মতবিরোধ থাকিলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বস্বীকৃত। এবং এই কারণেই ইহাকে কেন্দ্র করিয়া টীকা, ভাষ্য, আলোচনা, অনুবাদ প্রভৃতিও রচিত হইয়াছে প্রচুর। অর্থশাস্ত্র অত্যন্ত দুরূহ পুস্তক—তাঁই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহার কোনও কোনও অংশের সম্পূর্ণ অর্থ এখনও পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে উক্তপ্রকারের একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই সামান্য আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধিকরণের “দুর্গনিবেশ” নামক প্রকরণে দুর্গনির্মাণ ও বিশেষভাবে দুর্গের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হইয়াছে—

“অপরাজিতাপ্রতিহতজয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্চীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েত।”^১

সামশাস্ত্রিকৃত উপরিউক্ত অংশের ইংরেজী অনুবাদ এই রকম,—In the centre of the city, the apartments of gods such as aparajita, apratihata, jayanta, vajayanta, siva, vaisravana, Asvina (divine physicians) and the abode of Goddess Madira (Sri-Madira Griham) shall be situated।” দেখা যাইতেছে, সাম শাস্ত্রী মহাশয় ‘শ্রীমদিরা-গৃহ’ কথাটিকে স্বতন্ত্র ধরিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—“মদিরা দেবীর গৃহ” বা মদিরা দেবীর পূজা-মন্দির। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর কৃত অর্থ-শাস্ত্রের যে নির্ধষ্ট প্রস্তত করিয়াছেন, তাহাতেও “মদিরা-গৃহ” শব্দটিকে স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবেই স্থান দিয়াছেন।^২ এই অনুবাদ স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। কেন না, “শ্রীমদিরা-গৃহ” কথাটিকে পৃথক করিয়া Abode of Goddess Madira অনুবাদ করা যে চলে না,—সংস্কৃত অংশটির বিশ্লেষণ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। “গৃহ” শব্দটি ওখানে কেবলমাত্র ‘শ্রীমদিরা’র সঙ্গে নয়, তার পূর্বের “শিববৈশ্রবণাশ্চি”—র সঙ্গেও যুক্ত। আর, এতগুলি প্রসিদ্ধ দেবতাকে বাদ দিয়া “শ্রী” শব্দটি মদিরা দেবীর সম্মানার্থে বসানো হইয়াছে—Goddess বা দেবী অর্থে,

১। Arthashastra Text (edited by R. Samasastri), pp. 55-56।

২। সামশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রদ্বয়ী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩৭৪।

এ কথা মানিয়া লওয়াও কঠিন। উহাকেও আলাদা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। জার্জান পণ্ডিত মাইয়ার উক্ত অংশটিকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন।

এখানে মাইয়ার সাহেব ‘শ্রী’কেও একটি স্বতন্ত্র দেবতা বা দেবী হিসাবেই দেখিয়াছেন। সূতরাং তাঁর অনুবাদ অনুযায়ী দেবতার সংখ্যা বাড়িয়া নয় হইতে দশ হইয়াছে; যথা— অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী এবং মদিরা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার, সম্পাদন এবং অনুবাদ করেন পণ্ডিত সামশাজী। তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণ বাহির হওয়ার পরে অর্থশাস্ত্রের আরও দু’একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সবগুলিতেই এই অংশের পাঠে শেষ ভাগে “মদিরা-গৃহ” শব্দটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ যাবৎ কাল পণ্ডিতমণ্ডলী এই পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক বেগীমাধব বড়ুয়া “On the Antiquity of Image Worship in Ancient India” নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থশাস্ত্রের এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের যুগে অপ্রতিহত, অপরাজিত ইত্যাদি হইতে মদিরা পর্যন্ত দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের বিধি সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল।^১ ডাঃ বড়ুয়া এখানে শ্রী এবং মদিরা, এই দুইটিকে পৃথক্ করিয়াছেন, অথচ সাম শাস্ত্রীর অনুসরণে “মদিরা” শব্দটিকে ঐ নামধেয়া দেবী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে “মদিরা”নামী কোনও দেবীর উল্লেখ আমরা পাই না। অর্থশাস্ত্রের উপরিউক্ত অংশবিশেষে অগ্ন্যন্ত যে সকল দেবদেবীর নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই অগ্ন্যন্ত আমাদেবের পরিচিত। জৈন উত্তরাধায়নসূত্রে “অনুত্তরা সূরা” বা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে “বিজয়”, “বৈজয়ন্ত”, “অপরাজিত”, “জয়ন্ত” এবং “সর্বার্থসিদ্ধ”-গণের নাম পাওয়া যায়।^২ শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শ্রী বা লক্ষ্মী এতই সুপরিচিত যে, ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি দেবদেবীই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং তৎকালীন সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধেয়। ইহাদের সঙ্গে “মদিরা”র মত অজ্ঞাত-নামী কোনও দেবীকে যুক্ত করা এবং মঙ্গলকামনায় ইহাদের সকলের সঙ্গে “মদিরা” দেবীর জগুও দুর্গমধ্যে প্রকোষ্ঠ স্থাপন করা অস্বাভাবিক ও প্রায় অবিশ্বাস্য। জৈন উত্তরাধায়নসূত্রের উল্লিখিত তালিকায় বা বাদবাকী অগ্ন্যন্ত দেবদেবীর নামের সঙ্গে সাহিত্যে বা প্রাচীন লিপিতে কুত্রাপি “মদিরা”র নাম যুক্ত পাওয়া যায় নাই।

অধ্যাপক বড়ুয়া তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মদিরা দেবী আপস্তম্ব কথিত মিচুবীর সঙ্গে অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এই “মিচুবী”র পূজা যে অত্যন্ত সমারোহ সৎকারে কোন দিন প্রচলিত ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই, অল্পত কোথাও ঐ দেবীর

১। Journal of the Indian Society of Oriental Art, vol xi (1943), p. 66

২। H. Jacobi, Jaina Sutras, Part II (Sacred Books of the East, vol. XLV) p. 227

উল্লেখও নাই। এ ধরণের একটি অখ্যাত-নাম্নীর সঙ্গে “মদিরা” দেবীকে অভিন্ন বলিয়া অহুমান করিলেও (ইহা শুধু অহুমানই মাত্র) শেষোক্তার গোষ্ঠী এবং পরিচয় নির্ধারণে কোনও সাহায্য হয় না। জাৰ্গণ পণ্ডিত মাইয়ার অহুমান করিয়াছেন, “মদিরা” কোনও তাত্ত্বিক দেবীর নাম হইবেও বা। এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীনতম তত্ত্বসাহিত্যে “মদিরা”নাম্নী কোনও পূজনীয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা বিশেষভাবে মনে হয় যে, অর্থশাস্ত্রের উল্লিখিত অংশটিতে “মদিরা” শব্দটি একেবারেই অর্থসঙ্গতিহীন। যদি সংশোধন করিয়া “মন্দির” কথাটি বসান যায়, তাহা হইলে একটি সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ “শিব-বৈশ্রবণাশ্ব-শ্রীমন্দিরগৃহং” এই পদটিকে শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শ্রীদেবীর মন্দির-গৃহ বলিয়া অহুবাদ করিলে অর্থটি স্পষ্ট ও শোভন হয়। দ্বিতীয়তঃ “কোষ্ঠকান্” এবং “মন্দিরগৃহং” এই দুইটি শব্দ থাকাতে পরবর্তী “চ”এর প্রয়োগও অর্থহীন হইয়া পড়ে না। “মন্দিরগৃহ” কথাটি অবশ্য রচনাভঙ্গীর দিক্ হইতে স্তূৰ্ণ নয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, রচনাসৌষ্ঠ্যের জন্য কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষভাবে পুৰি-সাহিত্য লইয়া যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা জানেন, এই সব পুথির লিপিকারেবা কিরূপ অবিশ্বাস্ত্র রকমের ভুল করিতেন। এক লিপিচাতুর্য্য ছাড়া বিজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টির বালাই ইহাদের বিশেষ ছিল না। স্তত্রাং ইহাদের অজ্ঞতা বা অযত্ন-প্রসূত ভুলের বোঝা পরবর্তী যুগের পাঠক ও গবেষককে বহিতে হয়। খুব সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে ঠিক তাহাই। অশিক্ষিত লিপিকারের লেখার ভুলে “মন্দির” শব্দ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে “মদিরা”।

ত্রিনাথ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্ এ

পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এক লৌকিক দেবতার নাম ত্রিনাথ। ইহার কোনও মূর্তি, মন্দির বা উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান নাই। সাধারণ দেবতার পূজার মত ইহার পূজায় পুষ্প বিষ্ণপত্র বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বা বারান্দায় কয়েক জনে মিলিত হইয়া ইহার আরাধনা করা হয়। একজ্ঞ দরকার মাত্র তিনটা পয়সার—এক পয়সার সরিষার তেল, এক পয়সার পান-সুপারি এবং এক পয়সার গাঁজা। ত্রিনিষগুলি তিন ভাগে সাজাইতে হয়। সরিষার তেলে তিনটা প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। পান-সুপারি তিন ভাগে রাখিতে হয় এবং তিন কলিকা গাঁজা তৈয়ার করিতে হয়। এইগুলিই পূজার অপরিহার্য উপকরণ। তবে সমাগত লোকদের জ্ঞত কিছু বাতাসারও ব্যবস্থা সাধারণতঃ করা হয়। উপকরণগুলি সামনে সাজাইয়া দেবতার উপাখ্যান বা কথা বলা হয়। তার পর দেবতার মাহাত্ম্যসূচক গান ও ছড়া^১ আবৃত্তি, প্রসাদগ্রহণ ও গল্পিকাসেবন। কয়েক জনে মিলিত হইয়া অমুষ্ঠান করা হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রিনাথের মেলা। সংসারের নানাবিধ বিপদ-আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জ্ঞত ত্রিনাথের মেলা মানত করা হয়।

১। করিমপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি হয় করিয়া আবৃত্তি করা হয় :—

আমার ঠাকুর তেননাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার ত্যাল দিয়া তিন বাতি জ্বালায়।
আমার ঠাকুর তেননাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার পানগুয়া তিন ভাগে সাজায়।
আমার ঠাকুর তেননাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কলিকি সাজায়।
আমার ঠাকুর তেননাথ বে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে বন হইবে কালা।
আমার ঠাকুর তেননাথ বে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে চউখ দিয়া বাইর হবে ডালা।
কলিতে তেননাথের মেলা।
খোড়ায় নাচে কাণায় দেখে বোবার বোলে বোমডোলা।
সাধু রে ভাই দিন গেলে তেননাথের নাম লইও।
তেল খায় ব্রহ্মা[র]ে ভাই বিষ্ণু[র] খায় রে পান।
মহাশেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে গ্রাণ।

বিক্রমপুরে প্রচলিত রমাই কবিরের রচিত কয়েকটা ছড়া শ্রীবোমেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ—পৃ. ৩৭২) প্রদত্ত হইয়াছে।

চৌধুরী বিশ্বনাথ ধনন্তরি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ডে (পৃ. ২৫-৭) ত্রিনাথের মাহাত্ম্যচক এক উপাখ্যানের বিবরণ দিয়াছিলেন।^১ তাঁহার এই উপাখ্যান কোন স্থান হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দেবতার কোনও পাঁচালি তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন—‘আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।’ দুঃখের বিষয়, পরিষৎ-পত্রিকায় পাঁচালি লইয়া এ পর্যন্ত আর কোনও আলোচনা হয় নাই। ত্রিনাথের পাঁচালির কোনও পুঁথি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালি নামে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এইগুলির মধ্যে কোন কোনখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন—অধিকাংশই আধুনিক। ইহাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র দাস-রচিত পাঁচালি ১০৫নং অপার চিংপুর রোড হইতে কানাইলাল শীল কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৩৬) ও ৮২নং আহিরাটোলা ষ্ট্রীট হইতে তারাচাঁদ দাস কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৪১) প্রকাশিত। তারাচাঁদের প্রকাশিত পুস্তিকা নবম সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাঁচালি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হওয়া সম্ভব। প্রধানতঃ ইহাতে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞারত্ন (১৬২নং নিম্ন গোস্বামীর লেন হইতে শ্রীজগন্নাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত—সন ১৩৩৫ সাল) ও অশ্বিনীকুমার সোম তত্ত্বনিধি (১৩৬৮—এ. কে. সোম এণ্ড সন্স, সোমলাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী) দুইখানি পাঁচালি রচনা করেন। খুলনার ভাতার অধিকাচরণ বিশ্বাস (বাইসান্তা, পোঃ—চালনা) ১৩২৫ সালে উড়িয়া ভাষা হইতে অনূদিত একখানি পাঁচালি প্রকাশ করেন। তাঁহার অবলম্বিত মূল উড়িয়া পুঁথি ত্রিনাথমেলা নামে কাঁথির নীহার প্রেস হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে (সপ্তবিংশ সংস্করণ—সন ১৩৪০ সাল)।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তিকা ত্রিনাথের জনপ্রিয়তার নিদর্শন সম্বেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বর্ণিত মূল কাহিনীর ঐক্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়*। এই কাহিনীতে দেবতার স্বরূপের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক।

ওহে হরি দীনবন্ধু

অনাথ জনার বন্ধু

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর।

তিনি দেব একত্তরে

পূজা প্রকাশের তরে

ত্রিনাথ হইল ভদ্রস্বর।—মহেশচন্দ্রের পাঁচালি।

বাংলা কাহিনী হইতে উড়িয়া কাহিনীটি বিস্তৃততর। মূল কাহিনীটি এইরূপ—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব একটা গরু হারাইয়া যায়। আত্মহত্যা করিতে উক্তত নিরুপায় ব্রাহ্মণ

২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঞ্চ মহাশয় তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৭২) ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রীবট্টের ইতিবৃত্তে (১৮৮৭) বিক্রমপুর ও ত্রিপুরায় এই দেবতার পূজার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। আশুর্ভের বিবরণ, ধনন্তরি মহাশয় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এই কাহিনীর কোনও মিল নাই।

ଦେବବାଣୀସାରା ଜିନାଥେର ପୂଜା କରିতে ଆদিষ্ট হন । দেବতার নির্দেশে তিনি নদীতীরে তিনটী পয়সা পাইয়া উহা দিয়া তেল, গাঁজা ও পান কেনেন । তিনি କୌଚାର କାପଡ଼େ ତେଲ ଲହିତେ ଚାହିଲେ ମୁଦ୍ରି ତାହାକେ ଠକାହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ନିଜେ ଅପମନ୍ତ ହୁଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନାଥେର ଧ୍ୟାନେ ଯମ୍ଭ ହইଲେ ତାହାର ଖୁରୁ ଆସିয়া ଉପସ୍ଥିତ ହନ ଏବଂ ଲାଧି ଯାରିয়া ସମସ୍ତ ପୂଜାପକରଣ ନଷ୍ଟ କରିয়া ଦେନ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିয়া ଚାଲିଯା ଯାନ । ଏଦିକେ ତାହାର ଜ୍ଞୀ-ପୁତ୍ର ସ୍ବତ୍ତ୍ୱାୟୁଧେ ପତିତ ହୁଏ । ପରେ ଶିଶ୍ବର ଅହୁଗ୍ରହେ ଜିନାଥେର କଢ଼େପୋଡ଼ା ଭସ୍ମ ଗାୟେ ଯାଧାହିୟା ତାହାଦିଗକେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିତେ ସମର୍ଥ ହନ । ତିନି ନିଜେଓ ଜିନାଥେର ମେଲାର ଆୟୋଜନ କରେନ । ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେ ତାହାର ବାଡ଼ି ଆସିତେ ଥାକେ । ପଥେ ଏକ ବୋବା ଓ ଏକ ଧନ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଦେର ନିକଟ ଜିନାଥେର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁନିଯା ପୂଜା ମାନତ କରିଲ ଏବଂ ତାହାଦେର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଓ ଧନ୍ଧତ୍ୱ ଦୂର ହଇଲ ।

ଉଡ଼ିୟା କାହିନୀର ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଏହି ନବୀନ ଦେବତାର ପୂଜାୟ ରାଜା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହইୟା ତାହାର ପୂଜାୟ ବାଧା ଦେନ ଏବଂ ନାନାକ୍ରମେ ବିପନ୍ନ ହନ । ପରେ ଜିନାଥେର ପୂଜା କରିୟା ବିପନ୍ନୁକ୍ତ ହନ । ଏକ ସନ୍ତାଗର ଜିନାଥେର ପୂଜା ବିସ୍ତୃତ ହইୟା କିରୁପେ ବିପନ୍ନ ହନ ଓ ଜିନାଥେର କ୍ରପାୟ ଉଦ୍ଧାର ପାନ, ତାହାର କାହିନୀଓ ଉଡ଼ିୟା ପାଚାଲିତେ ଦେଓୟା ହইୟାଛେ । ଖୁରୁର କାହିନୀ ଉଡ଼ିୟା ପାଚାଲିତେ ଏକଟୁ ପୃଥକ୍ । ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ଜିନାଥେର ମେଲାୟ ଆସିତେନ, ତାହାର ଖୁରୁ ଏକଦିନ ତାହାର ଅସ୍ବେଷ୍ଣ କରିତେ କରିତେ ମେଲାୟ ଆସିୟା ତାହାକେ ତିରସ୍କାର କରେନ ଏବଂ ମେଲାର ଜିନିଷପତ୍ର ଲାଧି ଦିୟା ଭାଜିୟା କେଲେନ । କେଲେ ତିନି ନାନା ବିପଦେ ପଡ଼େନ ଓ ପରେ ଜିନାଥେର କ୍ରପାୟ ଉଦ୍ଧାରଲାଭ କରେନ ।

সভাপতির অভিভাষণ

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একশতাব্দী বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

শ্রীযুক্তনাথ সরকার

আমার জীবনকাল এখন এক শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করিতে চলিল। তাহার উপর আমার কতকগুলি আরও গবেষণা-কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং আজ আমি পরিষদের সেবা হইতে বিদায় লইবার শ্রাঘ্য দাবী করিতে পারি।

যদিও আমি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি প্রথম বার নির্বাচিত হই ২৭ বৎসর পূর্বে, সেটা নামমাত্র ছিল, মফস্বলবাসিরূপে। কিন্তু কলিকাতায় বাস আরম্ভ করিয়া গত এগার বৎসর ধরিয়া সভাপতি ও ~~সহকারী~~ সভাপতিরূপে আমি ইহার পরিচালনার কাজ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করিতে পারিয়াছি। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সঙ্গে পালাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, তাহার শেষ জীবনে সাহিত্য-পরিষদের যে আশ্রয় উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার সব প্রচেষ্টায় তাহার সহযোগ লাভ করিয়া, তাহার কার্য সফল করিতে সাহায্য করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কর্ম-জীবনের অন্তে আজ আমি এখানকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ তুলিয়া যাইতেছি; কিশোর বয়সে আমরা দুজন প্রেসিডেন্সি কলেজে আগপাছ সহপাঠী ছিলাম; জীবন-সন্ধ্যায় আমাদের দুজনের এই যুক্ত চেষ্টার সফলতার আনন্দই আজ আমার মনে আর সব স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতেছে।

এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণের সম্পত্তি। এরূপ প্রতিষ্ঠানের গৌরব—গৌরব কেন, স্বস্থ জীবন পর্য্যন্ত—নির্ভর করে কর্মীদের সমবেত চেষ্টা ও উচ্চ চরিত্রের উপর। যখন এক দল লোক একই মহান উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং স্বার্থহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ সম্পূর্ণ নমন করিয়া, কোন ক্ষেত্রে জনহিতকর কাজ করেন, এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ কাজটি অবিচ্ছিন্নভাবে চালাইতে সক্ষম হন, তখনই তাহারা নিজেদের পরিকল্পিত কার্যটিকে সফলতায় পৌছাইতে পারেন। নহিলে তাহাদের সাধনার সিদ্ধি সম্ভব নহে। এইরূপ ক্রমাগত সুব্যবস্থা না থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানটি বৎসর বৎসর এক এক নূতন ওলটপালটের ফলে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিতে থাকে। ক্রান্তদেশের গণতন্ত্রে গত ২১ বৎসরে ৪২ বার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার ভাঙন-গড়ন হয়; এবং তাহার ফল ক্রান্তের বর্তমান দুর্দশা।

এইরূপ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সজীব জনসেবার প্রাণালীকে দল পাকান বলিয়া নিন্দা করিবার পূর্বে ইহার কৃত কার্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ক্ষমতার যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা দিয়াই সেই ক্ষমতার নৈতিক মূল্য বুঝা যায়। বাহিরের জগতে যে সব প্রলয়ঝঞ্ঝা গত সাত বৎসর বাঙ্গলার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন,—অর্থহীন, লোকনাশ, বাড়ীঘর হইতে উচ্ছেদ, সংস্কৃতির কাজে বিপত্তি, এ সব আপনারা সকলেই বঞ্চে

সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও ইহার কোনটি হইতে অব্যাহতি পায় নাই । তাহার উপর কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণে পরিষদের কার্যপরিচালনা সব সময় সহজ বা সুখপ্রদ হয় নাই ।

কিন্তু হীরেনবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন কার্যনির্বাহক এবং বেতনভোগী কর্মচারী পর্যন্ত যাহারা সকলে অক্লান্ত চেষ্টায় পরিষদকে সফলতার এই উচ্চ চূড়ায় তুলিয়াছেন, আমার কর্মজীবনের সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । একজন জগৎ-বিখ্যাত ইংরাজ স্থপতির সমাধিক্ষেত্রে লেখা আছে, “ইহার স্মৃতিচিহ্ন যদি চাও, তবে এই মন্দিরের চারি দিকে তাকাও ।” সেই মত যদি কেহ আমাকে বলেন, “তুমি যে কর্মীদের এত প্রশংসা করিলে, তাঁহারা এমন কি করিয়াছেন ?” তবে তাহার উত্তরে আমি বলিব, “তাঁহাদের কীর্তির জন্ত দেখুন, এই পরিষদহলের বর্তমান রূপ, এই রমেশ-ভবনের দ্বিতল গৃহ, এই সব সুদৃশ সংস্কার বঙ্গ-সাহিত্য-বহু-গ্রন্থমালা ও সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রমাণপঞ্জী,—আর আজকার উদ্ভূতপত্রে প্রকাশিত আমাদের পুঞ্জির অঙ্ক এবং বারো বৎসর আগে ঐ ঐ ফণ্ডের কি দশা ছিল ।”

আমাদের বয়স্হ সদস্যদের স্মরণ থাকিবে, বারো বৎসর আগে পরিষদের আর্থিক অবস্থা কি ভীষণ শঙ্কাজনক ছিল ; তখন কর্মচারীদের বেতন দু মাস করিয়া বাকী থাকিত, কাগজের দাম, দৈনিক খরচ ও প্রেসের দেনার জের চলিত ; এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িক-ভাবে ধার লইয়া তাহাতে ও বাজার-দেনায় আট হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল । দেনা শোধের পথ দেখা যাইত না, আট নয় হাজার টাকার উপর অনান্যদায়ী মাসিক টাঙ্গা খাতায় লেখামাত্র ছিল । আর, আজ ক’বৎসর ধরিয়া সব কর্মচারীই ঠিক সময়ে বেতন পাইতেছেন, দুঃসময় দেখিয়া সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং বোনাস দিয়া রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তের কাজ পাওয়া যাইতেছে । স্থায়ী তহবিলের সব পূর্বস্ৰবণ শোধ করিয়া, ঐ তহবিল বাড়াইয়া বোল হাজার করা হইয়াছে ।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ঝাড়গ্রামের বদান্ত রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর দশ হাজার টাকা দান করিয়া সদ্যঃ প্রকাশের এক ফণ্ড স্থাপিত করেন । এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্মীদের পরিচালনায় ফণ্ডের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮০০ হইয়াছে, এবং ফণ্ডের প্রকাশিত ২৬,০০০ দামের পুস্তক বিক্রয়ের জন্ত মজুদ আছে—অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাদে ফণ্ডের মূলধন প্রায় চারি গুণ হইয়াছে । সর্বপ্রথমে লালগোলাব বদান্ত মহারাজ শ্রম বোণীজনাথ রায় বাহাদুর একটি প্রকাশন-কণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন । পরিষদের এই আজ্ঞা-সুহৃদ শতায়ু হইয়াও আমাদের আশীর্বাদ করিতেছেন ; তাঁহাকে এবং বর্গীয় মহারাজ শ্রম বণীজনাথকে আজ আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ করি ।

কিন্তু উচ্চ অট্টালিকা বা ক্ষীত কোষাগার দিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানকে বিচার করা হয় না । আমার গত এগার বৎসরে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় কি কাজ করিয়াছি, তাহাই দেখি । নবভাবার শ্রেষ্ঠ সেবকদের মধ্যে বিভাসাগরের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রথমে স্বন্দর সংস্করণে ছাপা

হয়, আমাদের অর্থে নহে, কিন্তু আমাদের কর্মীদের স্বত্বে। তার পর আমাদের নিজস্ব মাইকেল, বক্সিম, দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্র, এ সকলের গ্রন্থাবলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ শেষ করিয়া রামমোহনের রাজলা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি, একখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এর পর রামমোহন শেষ এবং হেমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আরম্ভ করা যাইবে স্থির হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালের পরিষৎসংস্করণ দুই বার ছাপিতে হইতেছে, বক্সিম ও মাইকেলের কতকগুলি গ্রন্থ দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় বার প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি; কারণ, পণ্ডিতসমাজে ও শিক্ষাজগতে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণই প্রামাণিক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের “পালার্মো” গুচ্ছ ও সম্পূর্ণ আকারে আমরা ছাপিয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার পঞ্চাশ সংখ্যা বাহির হইয়াছে এবং কোন কোন খণ্ড দুই তিন বার ছাপিতে হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৬৭ হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা বই প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত তালিকা বহু পরিশ্রমে সংকলন করা হইতেছে। ইহা ছাপিলে আমাদের সাহিত্য-গবেষণাকারীদের বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিষদ এই সব কাজ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না লইয়া সম্পন্ন করিয়াছে, বাহার দৃষ্টান্ত অগ্র দেশে দুর্লভ।

সম্পত্তি রক্ষার দিক্ হইতে গত কয়েক বৎসরে নিয়মাবলী ও ট্রস্টডাউ (ট্রাসপজ) সরকারের নির্দেশ অনুসারে সংশোধিত করা হইয়াছে, নূতন নিয়মের দ্বারা কাজের সুব্যবস্থা ও পরিষদের স্বার্থরক্ষা করার পথ সুগম করা হইয়াছে। আইনের কাজে স্বর্গীয় হীরেন্দ্রবাবুর মত সুহৃদ-সহায়কের পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত স্বেচ্ছাক্রমে পূরণ করিয়াছেন।

এই সুদীর্ঘ কাল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-পরিষদের কার্য দেখিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কটি কথা আমার মনে স্থান পাইয়াছে, তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ, আমাদের তরুণ আগ্রহশীল কর্মী চাই। আপনাদের সভাপতিগণ অনেক বর্ষ ধরিয়া ব’হাস্তরের নিকটে বা তদুর্দ্ধে পৌছিয়াছেন, সহকারী সভাপতিগণও প্রায়শই তজ্জপ। এগুলি যেন ভব্যতার খাতিরে করা হয় ধরলাম। কিন্তু প্রকৃত কর্মীগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হইয়া ক্রমে মারা যায়। আমরা নানা বিভাগে শ্রমী, সজাগ, স্বার্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য-সেবক চাই। আমাদের ব্রজেননাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশচন্দ্র ও চিন্তাহরণ, সকলেই পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন। ইহাদের স্থান লইবার মত লোক কোথায় তৈয়ারী হইতেছে, আমি তা দেখিলাম না। দ্বিতীয়, একজন শিক্ষিত সাহিত্যিক অথচ কর্মকুশল বেতনভোগী সেক্রেটারি আবশ্যক, যিনি প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা করিয়া পরিষদে আসিয়া কার্যচালনা করিবেন। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল এ জন্ত একজন পণ্ডিত প্রকেষরকে মাসিক দেড়শত টাকা পাথের দিয়া নিযুক্ত করিয়া এই দু’তিন বৎসরে আরও কার্যে বেশ উন্নতি করিয়াছে। তৃতীয়, আমাদের স্থায়ী তহবিলে যদি আরও দশ বারো হাজার টাকা বাড়ান যায়, তবে উহার-সুদ হইতে অন্ততঃ অর্ধেক মাসিক বেতন পূরণ হইবে; কর্মচারীরা নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবে। চতুর্থ, আরও একজন লাইব্রেরিয়ান আবশ্যক, কারণ, গ্রন্থসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং ক্রতবেগে অসম্ভব বাড়িতেছে। এগুলির বহু

ও রক্ষা করার জন্ত বেহারারা যথেষ্ট নহে। পঞ্চম, আমেরিকার বিখ্যাত পুস্তকাগারে যেমন মহাপণ্ডিত উপদেষ্টা বসিয়া থাকেন, সেইরূপ পাঠে সাহায্যকারী অধ্যাপকদের কিছুক্ষণ করিয়া যদি পরিষদে আনিয়া বসান যায়, তবেই আমাদের এই বিশাল গ্রন্থাগার সার্থকজীবন এবং ফলপ্রসূ হইবে। এজন্ত তাঁহাদের কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। ষষ্ঠ, কলাগৃহের দ্রব্য ও মুদ্রাগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে বিলম্ব করিলে আমাদের দুর্নাম ও পার্শ্বিক ক্ষতি হইবে। আমাদের ইংরাজী পুস্তক-সংগ্রহও অমূল্য, তাহার ক্যাটালগ ছাপিতে হইবে। সপ্তম, সকলের উপর চাই সদস্তগণের মধ্যে সহায়ত্বভূতি ও সাহচর্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হারায়। এইরূপ সজ্জবদ্ধ স্থিরবুদ্ধি কন্ঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাধিয়া আছি। ইহাই আমার বিদায়-প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যাবিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—১। মহারাজ শ্রী ব্রজেননাথ রায় বাহাদুর, ২। রাজা শ্রী নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫১ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শ্রী যদুনাথ সরকার, ২। রায় শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং ৩। ডক্টর শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রী গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রী শরৎকুমার রায়, ৩। শ্রী কীরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রী গণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রী বিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রী সত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রী সজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রী যুগলকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রী সতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রী হরিশ্বর শেঠ, ১৩। ডক্টর শ্রী মেঘনাদ সাহা, ১৪। শ্রী নেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৫। শ্রী লীলামোহন সিংহ রায় এবং ১৬। শ্রী প্রশান্তকুমার সিংহ।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

মৌলভী-সদস্য—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্বাচিত হন নাই।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১১৫৯ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১৫ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ—(ক) আজীবন-সদস্য—১। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ২। লালবিহারী দত্ত।

(খ) সাধারণ-সদস্য—১। অমৃতনাথ গুপ্ত, ২। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ৩। কেশবচন্দ্র রায়, ৪। গজাধর ঘোষ, ৫। নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, ৮। বাহাদুর সিংহ সিংহী, ৯। যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ১০। রামশশী মিত্র, ১১। সতীশচন্দ্র আচা, ১২। সন্তোষকুমার দত্ত, ১৩। ডাক্তার সরসীলাল সরকার।

ইহাদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য এবং বিজ্ঞান-শাখার আস্থানকারিরূপে বহু দিন পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী—১। গিরিজাকুমার বসু, সহকারী সম্পাদক ও আয়-ব্যয়পরীক্ষকরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। ২। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩। মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, ৪। চারুচন্দ্র রায়, ৫। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য—ইহারা সকলেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন, এবং ৭। সরোজনাথ ঘোষ।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক)

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—৩১এ ভাদ্র, (খ) মাসিক অধিবেশন—২২এ পৌষ প্রথম, এবং ২৬এ চৈত্র দ্বিতীয়। এই সকল অধিবেশনে নিদিষ্ট কার্য—সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—আলোচ্য বর্ষে ১। ২৬এ চৈত্র বন্ধিমচন্দ্রের, বর্তমান বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রস্বন্দ্রের ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয় এবং বর্তমান বর্ষে ১৫ই আষাঢ় (২২এ জুন) লোয়ার সাকুলার রোড গবর্ণমেন্ট গোরস্থানে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান এবং কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও প্রদ্বাজলি অর্পিত হয়।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব—আলোচ্য বর্ষে স্থানভাববশতঃ পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় নাই।

কার্যালয়—সভাপতি—শ্রী শ্রীহরনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—মহারাজ শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্নথমোহন বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুদত্ত, শ্রীমণালকাঙ্কি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদক—শ্রীহরনাথ ঘোষ, শ্রীস্ববলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্খল্যতাবশতঃ কৰ্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্ত (ক) সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) পূজার সময় এক মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩০ বা তদ্বিশ্ব বেতনভোগীদিগকে একখানি করিয়া ধুতি ও পিয়নের সকলকে একটি করিয়া জামা দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের কৰ্মচারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল কার্য্য ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীনির্মলচন্দ্র চক্রবর্তীকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—(ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত—

১। শ্রীসত্যনাথ সেন, ২। শ্রীমণীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৪। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা, ৫। রেভারেন্ড কাদাব এ দৌভেন, এস-জে, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৯। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ১০। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৩। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৪। শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, ১৫। শ্রীজ্যোতিঃ-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। শ্রীমণীনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ১৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২০। প্রফুল্লকুমার সরকার, পরলোক গমনের পর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসুসদার। (খ) সাধা-পরিষদের নির্বাচিত—২১। শ্রীকিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীব্রজানন্দ সেন, ২৪। শ্রীঅজিতকুমার বসু বন্দিক। (গ) কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে—২৫। শ্রীহরীন্দ্র-চন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত কার্যনির্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলির মন্তব্য গৃহীত ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারশিপ সমিতিতে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচার নির্বাচন সমিতিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (ঘ) সরোজিনী পদক-সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও (ঙ) লীলা দেবী পুরস্কার সমিতি ও লীলা দেবী লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। আগামী মাঘ মাসে কবির নবীনচন্দ্র সেনের শত-বার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

৩ নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল—

(০) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা, (খ) আয়-ব্যয়, (গ) পুস্তকালয়, (ঘ) চিত্র-পাঠ্য, (ঙ) ছাপাখানা, (চ) বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন এবং (ছ) প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্মেণ্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(ক) চুঁচুড়ার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমন্ননাথ মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেনের দুইখানি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ১২খানি, স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২খানি এবং কৃষ্ণদাস পালের ১০খানি স্বহস্তলিখিত পত্র এবং (খ) শ্রীহরিশর শেঠ চন্দ্রনগরের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানাদির নক্সা ও চিত্র মোট ১২খানি চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

বাক্সালার লার্ট-পত্নী শ্রীমুকু কেসি লার্ট-ভবনে (২৬ এপ্রিল হইতে ৩ মে ১৯৪৫) প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে পরিষদের কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তি প্রদর্শনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় মাত্র ৪ চারিখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি উপহার দিয়াছেন শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্মা মণ্ডল। অপর তিনখানি পুরাতন পত্ররাশি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত টীকাসম্বিত বাক্সালা পুথি একখানি এবং সংস্কৃত পুথি তিনখানি। এই চারিখানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাক্সালা ৩২৪৬, সংস্কৃত ২৩২৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২, ফার্সী ১৩—মোট ৫২০৬।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩১৬ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুস্তকালয়-সমিতির নির্দেশ-মত ক্রীত ২০৫ খানি ও উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ১১১ খানি। ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—১। রামমোহন রায় (রবীন্দ্রনাথ) ১ম সং, ২। ঔপনিষদ ব্রহ্ম (ঐ), ৩। স্বরূচির কুটীর (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ১২৯১, ৪। এই এক গ্রন্থন, ১২৮৮, ৫। প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী ১ম সং (প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস), ৬।

রাজা রামমোহন বাবের গ্রন্থাবলী (আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ), ৭। রোমের ইতিহাস ১ম সং, (ভূদেব), ১৮৬২, ৮। বিদ্রোহ ১ম সং, ১২২৭, ২। হুগলীর ইমামবাড়ী ১ম সং, ১২২৪, ১০। ভারতী ১২৮৬।

যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,— ১। Bengal Library, ২। Archaeological Survey of India, ৩। Smithsonian Institution, ৪। Geological Survey of India, ৫। Manager of Publication, Delhi, ৬। কৰ্ম্মদণ্ডিৎ বিখ্যাতরতী, ৭। Manager, Asutosh Library.

পূৰ্ণ পূৰ্ণ বৎসরের গায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জ্ঞান কলিকাতা কর্পোরেশন ৫০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। পরিষৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এই জ্ঞান কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের জ্ঞান নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে—পরিষৎগ্রন্থাগারে পুস্তক আদান-প্রদান করিতে হইলে বিশিষ্ট-সদস্য ও আজীবন-সদস্য ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সদস্যকেই আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৫২ হইতে পরিষৎকার্যালয়ে পাঁচ টাকা জমা রাখিতে হইবে।

বিশেষ বিধি—যে সকল সদস্য বার্ষিক ১২ বা ২০ টাকা বা তদুর্দ্ধ টাকা টানা দিয়া থাকেন, তাহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থাগারে ৫ আদানত জমা দেওয়ার নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির গ্রন্থকারস্মারিকী তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ—(ক) সাধারণ তহবিল হইতে—(১) “আলোচ্য বর্ষে ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত সাহিত্য-সাদক-চরিতমালায় নিম্নোক্তসংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ৫০। রাজকৃষ্ণ রায়। ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বাগল-রচিত ৪২ সংখ্যক গ্রন্থ ‘রাজনারায়ণ বসু’ যন্ত্রস্থ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনেকগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

(২) ডক্টর ত্রিগিরীন্দ্রশেখর বসু-রচিত ‘স্বপ্ন’ গ্রন্থের পরিবদ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩-৪) স্থির হইয়াছে যে, ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিভুজেন্দ্রনাথ দাসের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত ‘শকুন্তলা’র এক প্রামাণিক সংস্করণ এবং টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত ‘আলালের ঘরের দুলালে’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে।

(খ) ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর অন্তর্গত চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, রংধারালী, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

- (২) মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।
 (৩) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।
 (৪) রামমোহন বায়ের 'সহমরণ' বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'চারি প্রহর' বিষয়ক আলোচনার মুদ্রণ চলিতেছে।

বাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থপ্রকাশ তহবিলভুক্ত উক্ত গ্রন্থগুলির সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। বর্ষমধ্যে এই তহবিলভুক্ত গ্রন্থগুলির বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ২৬২৫০/- পাওয়া গিয়াছিল, গ্রন্থমুদ্রাদির ব্যয় বাদে ১৩,৮০০/- টাকার কিছু বেশী উদ্ধৃত আছে এবং প্রায় ২৫২০০/- মূল্যের গ্রন্থ মজুদ আছে।

(গ) লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল।—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিঃশেষিত হওয়ায় শ্রীবসন্তরঞ্জন বায়ের সম্পাদনায় এবং এই তহবিলের অর্থ উহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

(ঘ) 'সাহিত্য-নিকেতন' হইতে প্রকাশিত এবং পরিষদগ্রন্থাবলীভুক্ত 'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালায় "ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—একপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ—এই দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। চারি সংখ্যায় এই কয় শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—২, প্রাচীন সাহিত্য—১ এবং বিবিধ বিষয়ে ২টি প্রবন্ধ।

বঙ্গীয় রাজসরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্ত বার্ষিক সাহায্য ১২০০/- বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্ত পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদগ্রন্থাগারের জন্ত পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০০/- টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ। করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অগ্রতম শর্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কাণ্ডারীক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক অমুসন্ধানকারী ব্রজমোহন দাস বাবাজীকে (অধুনা পরলোকগত) এককালীন ৫০/- সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্ত যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষা—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বীপ্তিক্তা কনকলতা দত্তের সৌজাত্য এবং শ্রীহরেশচন্দ্র রায় (ক) অক্ষয়কুমার দত্ত ও (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে ৪২৥৮/৬ আয় হইয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৮৫১৮/৭ উদ্ধৃত আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তহবিলে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, বঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গোহাটী, শিবপুর, বাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও জাঁকীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর তমলুকে নূতন শাখা-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসিয়াছে।

বিশেষ দান—আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ বাতীত শ্রীহরেশচন্দ্র মল্লিকের নিকট হইতে ১০০ এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্বনীকান্ত দাসের নিকট হইতে ১৫০ দান পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে স্বাস্থ্যকর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

আয়-ব্যয়—পরিষদের ১৩১১ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্ধৃত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে টাকা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পক্ষ উপকার করিয়াছেন। এই জন্ত তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার—বিগত পাঁচ বৎসর দেশের অতিশয় দুঃসময়ে রাষ্ট্রীয় বহুবিধ বিপর্দ্যের মধ্যে আমি আমার সহকর্মীদের সাহায্যে ও দেশবাসীর সহানুভূতির মধ্যে যথাসাধ্য আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি। যে আর্থিক অবচ্ছলতার মধ্যে আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় এই দুর্দিনেও তাহা অতিক্রম করিয়া একটা আর্থিক দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে দাঁড় করাইতে পারিয়াছি। আশা করি, বাঙালী জাতির এই সর্কাপেক্ষা গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানটি অতঃপর উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া ভারতবর্ষেরও গৌরব হইয়া উঠিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গাব্দ ১৩১২,
৬ আশ্বিন।

}

কাঞ্চানীকাক-সমিতির পক্ষ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

জীবনযাত্রার পাথের



জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মাছুষের
প্রধান পাথের।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ,
কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।
বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রুঢ় বাস্তবের
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের
জগৎ যেমন তাদের হৃদিস্তা, ছেলেমেয়ে
ও আত্মীয় পরিজনদের জগৎ তেমনি
তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী
সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান হৃদিনে
ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্
পাথের নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান
পাথের—হৃদিনের সর্বোত্তম আশ্রয়।
উপার্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই
পাথের সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

শ্বাসদেহের স্লেজার দাত, একটু হিমে ইঁচি, সদি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা ইঁপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা স্থনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেবা ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশাতিবিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫২শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২২৩০১, আগার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

বইতে প্রচারিত হইতে কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপ্রকাশভূম বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীমন্তমোহন বসু এম.এ

सहकारी सभापति

শ্রী বঙ্গনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট, সি, আই, ই শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ

শ্রীরায় হরেকৃষ্ণনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

শ্রীহরিহর শেঠ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

जम्भादक—श्रीमन्नोकासु नाम

सहकारी जम्मादक

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

ଶ୍ରୀଧ୍ୟାୟକ : ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ

কোষাধ্যক্ষ : কুমার জীবনমল্লিক সিংহ এম-এ

चित्रशालाध्यक्ष : श्रीजिनिदनाथ राय, एम-ए, बि-एल

পুথিমালাধ্যক্ষ : শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ

આશ્વવ્યસ-પરોક્ષક

ক্রীডলাইটসান কুর্, বি-এনসি, জি-ডি-এ, আর-এ

কীটপেস্তামোহন চৌধুরী স্বাক্ষর-এ

कार्यानिर्वाहक-समितिद्वारा सहायता

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীমঙ্গল হোষ,
৪। ভট্টর শ্রীবীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল,
৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেন্ড কাহার এ দৌভেন, এম-জে, ৮। শ্রীশোণালচন্দ্র ভট্টাচার্য,
৯। শ্রীহরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীজনানন্দকৃষ্ণ দত্ত, এম-এ,
১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল,
১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীজীল্লামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীদীনালচন্দ্র রায়,
১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রীকীৰ্ত্তীচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল,
২২। শ্রীললিতামোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু বরদিক, ২৪। শ্রীঅতুলচরণ বে পুসপিতর,
২৫। শ্রীস্বধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানন্দ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

১। বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান—ডক্টর শ্রীবৈদ্যনাথ বড়ুয়া	৪৯
২। রচনাপঞ্জী : অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৩
৩। রূপ-মন্দিরের বিবর্তন—শ্রীনির্মলকুমার বসু	৮৯
৪। বাংলাবঙ্গভীতুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৯৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও পত্রাবলী (সচিত্র)—মূল্য ৮০

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাহিত্য-আনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূলা তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২০।

গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিজুষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সংকলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তৃদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ণয় আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যভৌর্য এম. এ. সম্পাদিত

বলরাম কবিশেখর-কৃত

১। কালিকামঙ্গল বা বিद्याসুন্দর

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

২। সংস্কৃত পুথির বিবরণ

মূল্য ছয় টাকা চারি আনা

৩। বাংলা পুথির বিবরণ—(প্রথম ভাগ)—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের

পুথির বিবরণ এই ভাগে আছে। মূল্য—দুই টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া ভূমিকা ও টীকা সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।
দুই খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ১৮। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

নৌদর্পণ ২৯, সধবার একাদশী ১১০, জামাই বারিক ১০,
বিয়েপাগলা বুড়ো ১০, লীলাবতী ১৫০, ছাদশ কবিতা ১০,
বিবিধ—গল্প-পদ্ম ২৯, নবীন তপস্বিনী ১১০, সুরধুনী কাব্য ২৯,
কমলে কামিনী ১১০

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্তর শ্রীযুক্তনাথ সরকার ঐতিহাসিক
উপস্থাপনের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য—রাজসংস্করণ—২ খণ্ডে বাঁধানো, ৬০। ডাক-
মাণ্ডল স্বতন্ত্র। এতোক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

১২ খানি পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী বাঁধাই
দুই খণ্ড ১৮ টাকা। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড—‘অন্নদামঙ্গল’, মূল্য ৪।

২য় খণ্ড—‘বিজ্ঞানসুন্দর’, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি, মূল্য ৫।

দুই খণ্ড একত্রে বাঁধানো, মূল্য ১০।

প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। দুর্লভ শব্দের অর্থসংলিখিত।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

শতাধিক বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনী সহ এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। পাঠকের
বোধসৌকর্য্যার্থ ইহাতে রামমোহনের প্রতিপক্ষের বক্তব্যও মুদ্রিত হইতেছে। রাম-
মোহনের এই বাংলা গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ড—মূল্য ১৫০ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ৩০ টাকা।

শকুন্তলা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত ‘শকুন্তলা’র নির্ভরযোগ্য

সংস্করণ, মূল্য ১।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত জাতি-বৈবর

বা আমাদের দেশাভিবোধ। উক্তর শ্রীশ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত।
প্ৰত শতাব্দীতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভীষণ
সংঘাত উপস্থিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল পর্য্যন্ত এই সংঘাতের আনুগুণিক বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া
হইয়াছে। অমৃতবাভার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, নেশনালিষ্ট" প্রভৃতিতে উদ্ধৃতিসংগৃহীত।
বহু চিত্রে সুশোভিত।

জাতীয়তাবাদ নবমস্ত্র	মূল্য ৩/-
মুক্তির সন্ধানে ভারত (২য় সংস্করণ)	১৪/-
সাহসীর জয়যাত্রা (৪র্থ সংস্করণ)	১১/-
জগৎ কোন্ পথে (৫ম সংস্করণ)	২/-
জাতির বহুবিধ শাসন (২য় সংস্করণ)	১০/-
নীলত্বের রাজত্বিকা (২য় সংস্করণ)	১৬/-
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত—অদৃশ্য মানুষ (৫ম সংস্করণ)	১০/-
শ্রীসতীশ শাস্ত্রী প্রণীত	
গল্পে ভাগবত ১০	গল্পে চন্দ্রিতাম্রত ১১/-
শ্রীধরকুমার সেন প্রণীত	
সুভাসচরিত্র	২১/-
সাত নম্বরে এক রাজি	১/-
স্বপ্নের সাথে সুখোমুখি	১/-
শ্রীগৌরগোপাল বিজাবিনোদ প্রণীত—মহানন্দ (নাটক)	১০/-
৮কেশব সেন প্রণীত—কেদার রাস (২য় সংস্করণ)	১০/-

Brajendra Nath Banerjee's

BEGAMS OF BENGAL

Rs. 1-6

এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—১২, নারিকেলবাগান লেন, কলি:

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

অল্প পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের প্রামাণিক জীবনী

১ হইতে ৪৫ সংখ্যক পুস্তক তিন খণ্ডে সুদৃশ্য বঁধাই, মূল্য ২২/-

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১০/- আনা

নাৎলাল কবি ও কবিতা গ্রন্থমালা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

১। স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার মূল্য ১০/- ২। বলদেব পালিত মূল্য ১০/-

৩। প্রশান্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ১০/-

ছায়াদর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। মূল্য ১২১/-
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,

মূল্য ১ম খণ্ড ৫/-, ২য় খণ্ড ৭/-

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সংস্করণ): শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৩/-

পালাচৌ (ভ্রমণবৃত্তান্ত): সঙ্গীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূল্য ১০/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাজশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত
কালিদাসের মেঘদূত

মূল, অনুবাদ, অম্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকাসংবলিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি লইয়া সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না, অথচ মূল রচনার রসগ্রহণের জন্য অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলানুবায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার সরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য পুনর্বীর অম্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুই প্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরথানন্দনাথ ঠাকুর অনূদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে— তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদি পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে—কিন্তু বোধ হয় হিন্দি ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।

নারী-কবিগণ কর্তৃক রচিত

শ্রীরমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত

সংস্কৃত ও প্রাকৃত

কবিতাবলী

॥ প্রকাশিত হইল ॥ মূল্য দুই টাকা ॥

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষিগণের ও পরবর্তী কালের নারী-কবিগণের রচনা এতকাল সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক্, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।



বিশ্বভারতী

॥ কলিকাতা বিক্রয়কেন্দ্র ॥

২, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা

। যৎখন হইতে অর্ডার দিবার টিকানা।

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা



বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান

ডক্টর শ্রীবৈণীমাধব বড়ুয়া

প্রত্যেক দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ কিংবা পরিবারের এমন এক সময় আসে, যখন আমরা জানিতে চাহি, ইহার কোন ঐতিহ্য আছে কি না, যাহা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে। ঐতিহ্য মাত্রের দুইটি দিক্ আছে। ইহার ভিতরের দিক্ সংস্কৃতি বা কৃষ্টি, যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলি কালচার। ইহার বাহিরের দিক্ সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন্। চিন্তা, কল্পনা, ভাবধারা, ধর্মবিশ্বাস এবং যাবতীয় জ্ঞান-সম্পদ সংস্কৃতির অন্তর্গত। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এবং যাবতীয় জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং ধার্মিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সভ্যতা। সংস্কৃতি ঐতিহ্যের অধ্যাত্ম রূপ এবং সভ্যতা ইহার স্থায়ী বাহ্য রূপ। সংস্কৃতিতে আছে, নব নব আদর্শ রূপের উদ্ভাবনী শক্তি এবং সভ্যতায় পাই অভিনব নির্মাণ-কৌশল। যেমন একদিকে সংস্কৃতিতে দেখি, অধ্যাত্মজীবনের উৎস এবং প্রবাহ, তেমন অপর দিকে সভ্যতায় পাই ইহার যথার্থ প্রকাশ, পরিচয় ও নিদর্শন। ঐতিহাসিক, সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া উহাদের সাহায্যে অধ্যাত্মজীবনের প্রগতির ধারা ও ক্রম, স্বরূপ ও আকার নির্ণয় করিতে যান। শুধু তাহাতেও বিচক্ষণতা দেখাইয়া তাঁহার কর্তব্য সম্পন্ন হয় না, উপযুক্ত কারণ সহ সৃষ্টির উৎকর্ষ অপকর্ষ দেখানও তাঁহার বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে। মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যথার্থ সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করিতে হইলে ধীরতা ও বিজ্ঞতার সহিত নানা দিক্ হইতে বিচার ও নির্ধারণ করা আবশ্যক—কোথায়, কখন এবং কাহার দ্বারা কি ভাবে, কি পরিমাণে ও কিরূপে ওরে তাহা উন্নীত হইয়াছে এবং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষও বা কিরূপে ঘটিয়াছে। নচেৎ কবিতা লিখিয়া জন-সমাজে প্রকাশ করিলেই কবি হইলেন, যা তা লিখিয়া ছাপাইলেই লেখক ও সাহিত্যিক হইলেন, তুলী হাতে নিলেই চিত্রকর হইলেন, ধর্মকথা বলিলেই ধর্মকথিক হইলেন অথবা দুই চারিটা ঘোরে আলাপ করিতে পারিলেই দার্শনিক হইলেন ধারণা জনসাধারণের মনে বন্ধমূল হয়। ইহাতে শুধু প্রশংস দেওয়া হয় পল্লবগ্রাহিতাকে এবং হেয় করা হয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত সাধকের জীবনব্যাপী সাধনাকে।

অবশ্য এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই নহে যে, সব ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে বিচারের সমান মাপকাঠি। প্রগতির ধারায় এই মাপকাঠিরও পরিবর্তন হয়, হইয়াছে, হইতেছে, হইবেই। আমি এমন কথাও বলিতে চাহি না যে, বনানীর মধ্যে শুধু বনম্পতিই জন্মাইবে ও বিরাজিত থাকিবে, এবং অপর কোন উদ্ভিদ ও গুল্মলতার আপন আপন ভাবে ও শক্তিতে জন্মিবার ও বিরাজ করিবার অধিকার থাকিবে না। আমি জানি, বনানীর বহু উদ্ভিদ-পরিবারের মধ্যে

বিরাজ করিয়াই বনস্পতির মহত্ব, মর্যাদা ও গৌরব। কবি শশাকমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে, সহস্র জন কবিতা রচনা করিলেও “কবি হয় একজন” এবং শত জন হাতে তুলী ধরিলেও চিত্রকর হয় একজন। যেমন একদিকে বনস্পতি লইয়াই বনানীর মর্যাদা, তেমন অপর দিকে বনানীর সমষ্টিগত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের গৌরব প্রকাশ করিয়াই বনস্পতির জীবন ধন্য। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায় বলিতে গেলে,

“শুধু ভদ্রী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি

ভালো নয়, ভালো নয় সকল সে শোখিন মজ্জুরি।

... ..

সাহিত্যের ঐক্যতান-সংগীতসভায়

একতার বাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়।”

আমার শুধু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে দেশ, জাতি, সম্প্রদায় অথবা সমাজ যতই নব নব আদর্শ রূপ রচনা করিয়া অগ্রসর হইতে পারে, ততই তাহা প্রগতিশীল।

বাংলা-সাহিত্যে বৌদ্ধগণের উল্লেখযোগ্য কোন দান আছে কি না এবং থাকিলে তাহার গতি ও প্রকৃতি কিরূপ, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্নটা তুলিয়াছেন চট্টলের প্রাচীন পুথির তালিকা-সংগ্রাহক শ্রদ্ধাঙ্গদ :মোলবী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় মাসিকপত্র ভারতবর্ষে। “মঘা খমুজা”ই আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহা একটি অম্মবাদ-গ্রন্থ, যাহাতে মূলগ্রন্থের নাম পরিবর্তন করা হয় নাই। বাংলার বৌদ্ধগণের নিকট “মঘা” শব্দের পারিভাষিক অর্থ বস্মিজ অক্ষরে লিখিত এবং পালি কিম্বা ত্রক্ষদেশীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ। শব্দটা সংস্কৃতিগত, জাতিবাচক নহে, যেমন মৌননাথ ও মংশেজ্ঞনাথ প্রভৃতি নাথগুরুদের নাম অধ্যাত্মসাধনাসূচক, জাতিসূচক নহে। “মঘা খমুজা” পুস্তকের পুথির পরিচয় দিতে গিয়া আব্দুল করিম সাহেব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বড়ুয়াদের জাতিগত কতকগুলি অবাস্তব কথা লিখিয়াছেন। তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবশত: উক্ত মাসিকপত্রে তাহার বিবৃতির প্রতিবাদ করি নাই। তিনি তাহার ব্যক্তিগত স্নেহবশত: বাংলাভাষায় বড়ুয়াদের সাহিত্যচর্চাপ্রসঙ্গে কর্ণফুলীর উত্তর কূলে আমার এবং দক্ষিণ কূলে বঙ্গুবর ৮গজেন্দ্র-লাল চৌধুরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন না যে, পালি মজ্জিমনিব্বাণের প্রথম খণ্ডের অম্মবাদক আমি এবং বেসসম্বরজাতকের অম্মবাদক গজেন্দ্রলাল, এই দুইয়ের মধ্যে কেহই বাংলাভাষায় বড় সাহিত্যিক নহি। বাংলায় বড়ুয়াদের মধ্যে ধাঁহার বংশীয় লেখক, কবি কিম্বা সাহিত্যিক, তাহাদের কাহারও নাম তিনি ভুলক্রমেও করেন নাই।

যদি আমরা “মঘা খমুজা”কে বাংলা ভাষায় আদি বৌদ্ধগ্রন্থ মনে করি, তাহা হইলে ইহার রচনাকাল হইতে আজ পর্যন্ত অন্তত: এক শতাব্দী অতীত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে এই শত বর্ষের বৌদ্ধ অবদানকে “গুরু-ঠাকুরী”, “বিজ্ঞাসাগরী”, “নবীনসেনী”, “নবং” এবং “পাশ্চাত্য”—প্রধানত: এই পাঁচ-ষুগপর্ধ্যয়ে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক ষুগপর্ধ্যয়ে আদি, অন্ত ও

মধ্য, এই তিন যুগক্রম কল্পনা করা চলে। গুরু ঠাকুরী ও নবযুগের মধ্যে পণ্ডিত ঐশ্বর্যরাজ বড়ুয়া, পণ্ডিত ঐশ্বর্যরাজ বড়ুয়া, স্বর্গত অগ্গসার মহাস্থবির, ডাক্তার ঐশ্বর্যরাজ বড়ুয়া এবং কবি ঐশ্বর্যরাজ বড়ুয়ার আবির্ভাব হয়। নবরাজের জন্মস্থান বৈষ্ণুপাড়া গ্রাম, অগ্গসারের জন্মস্থান হোয়ারাপাড়া এবং অপর তিন জনের জন্মস্থান আবুরখিল গ্রাম। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার ঐশ্বর্যরাজ বড়ুয়ার জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে, এবং মৃত্যু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার; পণ্ডিত ঐশ্বর্যরাজের জন্ম ১২২২ মঘীর (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের) ১০ই কার্তিক এবং মৃত্যু ১২৩৬ মঘী (১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের) ১লা চৈত্র, রবিবার; এবং কবি ঐশ্বর্যরাজের জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস এবং মৃত্যু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ)। ডাক্তার ঐশ্বর্যরাজ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে, পণ্ডিত ঐশ্বর্যরাজ মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে স্বাস্থ্যরোগে এবং কবি ঐশ্বর্যরাজ মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। বৌদ্ধসমাজে ঐশ্বর্যরাজের অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্যাঁতনামা বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতা নোয়াপাড়া গ্রামবাসী স্বর্গত ফুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং অব্যবহিত পরবর্তী লেখক বৈষ্ণুপাড়াগ্রামবাসী স্বর্গত পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া। ফুলচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বড়ুয়াদের মধ্যে জনৈক অল্পপ্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, “মঘা গম্ভীরা” ঠাঁহার রচনা। হুঁতাগ্যবশতঃ ঠাঁহার নাম ধাম কিছুই এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও ঠাঁহার আবির্ভাবকাল ফুলচন্দ্রের আবির্ভাব-কালের খুবই কাছাকাছি। সম্ভবতঃ পার্কত্যা চট্টগ্রামের চাকমা জাতির মধ্যে প্রচলিত ও সমাদৃত সাতটি “গোজেনের লামা”ই আধুনিক যুগে বাংলায় বৌদ্ধসমাজের প্রথম উপাধ্যায় পালা-গান, যাহাতে পুরাতন “বৌদ্ধ গান ও দোহা”র ধারা কিছু না কিছু রক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয়। নবরাজ পণ্ডিতের জন্ম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এবং মৃত্যু মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জাম্বয়ারী। অগ্গসারের উপসম্পদা (ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দেহত্যাগ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ঐশ্বর্যরাজ ও অগ্গসারের জীবন যেমন দীর্ঘ, তেমনই কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল। অপর তিন জনের জীবন দীর্ঘ না হইলেও অমূল্য। বাংলায় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতারূপে ঐশ্বর্যরাজ পাঁচ জনের মধ্যে সকলেরই পূর্ববর্তী এবং ঐশ্বর্যরাজ সকলেরই পরবর্তী।

“নীতিরত্ন”, “বৌদ্ধালঙ্কার”, “শিক্ষাসার”, “প্রকৃত স্বামী কে?” “প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা”, “প্রসন্নজিতোপাখ্যান” ও “পালি ব্যাকরণ” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া-বিরচিত “বুদ্ধ-পরিচয়”র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা অংশে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির লিখিয়াছেন, “ছাত্রবৃত্তি পড়িবার সময় হইতেই ঠাঁহার প্রকৃত ধর্মজীবনের বিকাশ হইতে থাকে। ‘সম্ভাবশতক’ ঠাঁহাদের পাঠ্য ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন স্বেচছাধ্যাপক ঐশ্বর্যরাজ কালীধর গুপ্ত ঠাঁহাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঠাঁহারই সংশিক্ষাপ্রভাবে এবং ‘সম্ভাবশতক’ পাঠে বালক নবরাজ বাকসংগ্রহ ও সত্যভাবণে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। পূর্বে হইতেই ঠাঁহার মন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট ছিল। এখন এই সংগৃহীতপ্রভাবে ঠাঁহার ধার্মিক হইবার বাসনা বাড়িয়া গেল। এই সময়ই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ

৮কাশীমোহন মুন্সির সহায়তায় ‘উবুকাশীল’ নামে বৌদ্ধদের নিত্যাবশ্যকীয় একটি পুস্তিকা প্রচার করেন।” এই পরিচয়ের মধ্যে কোথায়ও ভুলক্রমে পণ্ডিত ধর্মরাজের অথবা ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার উল্লেখ করা হয় নাই।

ধর্মরাজ, নবরাজ, অগ্গমার, রামচন্দ্র এবং সর্দানন্দ জীবিতকাল হিসাবে সমসাময়িক হইলেও বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতারূপে ধর্মরাজ শুধু যে নবরাজের পূর্ববর্তী, তাহা নহে; তিনি বহুগুণে শক্তিশালী এবং দক্ষ লেখকও বটে। তাঁহাদের দুই জনেরই আদর্শ চরিত্র, সন্ধর্ষে গভীর আস্থা এবং গ্রন্থ রচনায় ও কার্যে উভয়েই লোকশিক্ষক। পণ্ডিত নবরাজের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে, “সধু নবরাজ যে বিশ্বাসপূত নীরব জীবনের আভাস দিয়া গিয়াছেন, ঐরূপ জীবনের পরিচয় অল্প স্থানেই পাইয়াছি। মুখে কথা নাই, হাতে কাজ আছে, বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, অন্তরে বিশ্বাস ভক্তি জমিয়া জমিয়া শান্তিনিকেতনে পরিণত হইতেছে, সংসারের প্রতি আসক্তি বা স্পৃহা নাই, অন্তরে মহাবৈরাগ্যের উদার চরিত্র পবিত্র ও উজ্জ্বল হইতেছে। কঠোর আত্মসংযমে মহাদেবত্বের অভ্যাস হইতেছে— ইহা দেখিয়াছি শুধু নবরাজের অক্ষুট মহাজীবনে। অক্ষুট বলি এই জগৎ—তাহা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু নিয়তির অলজ্ঞা বিধানে সম্যকরূপে ফুটে নাই। জাগিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সম্যকরূপে জাগিতে পারে নাই।” নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইলেও একাতীয়া মন্তব্য কম-বেশী দুই-চারিজনের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে নবরাজকৃত “বুদ্ধ-পরিচয়ে”র উপসংহারে তিনি যে ‘আত্ম-নিবেদন’ রচনা করিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত সেকলে, নিতান্ত মেয়েলী, পাঁচমিণ্ডলী ও বেমানান। ইহার প্রথম সাতটি শ্লোকে আছে শুধু সত্তা বিধবার বৈষ্ণবী বিরহবিলাপ।

“কোথা গেলে ওহে প্রভু বুদ্ধ ভগবান !

এ দাসেরে সঙ্গী কেন না কৈলে তখন ?

সে কালে আমার কথা কেন না স্মরিলে ?

কিরূপে থাকিব আমি এই ভবানলে !

তুমিই ত মম প্রভু জীবনের ধন।

সে ধন বিহনে কিসে ধরিব জীবন !

কি হবে আমার গতি ওহে দয়াময় ?

ডুবে গেল শোক দুঃখে এ মম হৃদয়।

হায় রে ! এ মুখে আর বাক্য নাহি সরে।

মর্মগ্রস্থি ছিঁড়ে যেন গেল চির তরে।”

ইহার ৮ম ও ৯ম শ্লোকে ঋষিপ্রজ্ঞা ও ভিক্ষু-প্রজ্ঞার মধ্যে আচারগত গোলযোগ ঘটিয়াছে।

“কাষায় বসন কবে করিয়া ধারণ।

নগর নগরান্তরে করিব ভ্রমণ।

বহু ফলমূলে করে জীবন তোষিব ।

ভিক্ষা হেতু দ্বারে দ্বারে কখন ভ্রমিব ॥”

কিন্তু পরবর্তী দুই শ্লোকে দেখা যাইবে, উহার মধ্যে বৌদ্ধভাবধারার কেমন এক গম্ভীর অভিব্যক্তি আছে ।

“পর্যতকন্দরে কিম্বা গহন কানন ।

সিংহ ব্যাঘ্র সনে কবে হইবে মিলন !

তোমার বিমুক্ত ধর্ম করিয়া কীর্তন ।

দেশ দেশান্তরে কবে হবে তৃপ্ত মন ॥”

তালপুট স্থবির তাঁহার অতুলনীয় প্রাচীন গীতিগাথার প্রথম দুই গাথায় বৈরাগ্যসূচক পেমোক্তি করিয়াছেন :—

কদা হু’হং পর্যতকন্দরাসু একাকিয়ো অদুতিয়ো বিহস্‌সং

অনিচ্ছতো দলভবং বিপস্‌সং—তং মে ইদং তং হু কদা ভবিম্‌সতি !

কদা হু’হং ভিন্নপটঙ্করো মুনি কাশাববথো অমমো নিরাসযো

রাগঞ্চ দোসঞ্চ তথৈব মোহং হস্তা স্তখী পবনগতো বিহস্‌সং ।

“কদা আমি পর্যতকন্দরে একা অদ্বিতীয় করিব বিহার

অনিত্য সকল ভব হেরি—

সে মোর এ’ শুভদিন, তাও যে কবে হবে !

কদা আমি ছিন্নপটুধারী মুনি কাষায়বসন অমম নিরাশয়

রাগ দ্বেষ তথা মোহ নাশি’ স্তখী উপবনগত করিব বিহার ।”

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশবিখ্যাত “বুদ্ধদেবচরিত” নাটকের “চল ভাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান” পদযুক্ত শেষ গানটির প্রতিধ্বনি আছে ।

আবুখিল গ্রামের দক্ষিণ ঢাকাখালী পল্লীবাসী কালীচরণ ও পরমার পঞ্চম বা সর্ককনিষ্ঠ পুত্র ধর্মরাজ তাঁহার সময়ে শুধু বৌদ্ধসমাজে নয়, সারা বাংলা দেশে পালি ভাষায় ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন । বাংলা ভাষায়ও তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল, শব্দসম্পদও অসাধারণ । নবরাজের ত্রায় তিনি বাল্যে ও কৈশোরে একজন কৃতী ছাত্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন । সে কালের পক্ষে ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার অধিকার কম ছিল না । তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের এক্ট্রাঙ্গ ক্লাস হইতে নির্বাচন-পরীক্ষা না দিয়া পালি ভাষা ও ত্রিপিটক অধ্যয়নের জন্ত সিংহলে যান এবং তথায় দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ঐ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন । পরে স্বদেশে ফিরিয়াও কলিকাতা হইতেই পাণ্ডেয়ের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া, উক্ত বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রামরাজ্যে গমন করেন এবং সেখানে পালি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে ও স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন । তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ কিম্বা সাতাশ বৎসর মাত্র । ঐ বৎসরেই

পাঁচগাইন গ্রামের ৮ কানীনাথ বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা নবকুমারীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন হইতেই তিনি বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হন।

ধর্মরাজকৃত প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ ‘সূত্র নিপাত’ পালি সূত্র-নিপাতের “সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পণ্ডিত্যবাদ”রূপে ২৪৩০ বুদ্ধাব্দে, ১২৪৮ মগাব্দে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ “ধর্ম-পুরাবৃত্ত” পূর্বোক্ত “মধা খম্জা”রই ঈষৎ পরিবর্তিত ও মার্জিত বাংলা সংস্করণ। তৃতীয় গ্রন্থ “সিদ্ধালকসূত্র” পালি সিদ্ধালোবাদসূত্রেরই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণ এবং শেষ গ্রন্থ “সিদ্ধালকসূত্র” উহারই বাংলা অনুবাদ, যাহা ১২৫১ মগাব্দে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ গ্রন্থ “হস্তসার”, ১ম ভাগ, ২৪৩৬ বুদ্ধাব্দে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং ২৪৭৯ বুদ্ধাব্দে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। পঞ্চম গ্রন্থ “জ্ঞানাবতী” পালি উদ্দেশনবথু অবলম্বনে রচিত। ষষ্ঠ গ্রন্থ “জ্ঞানসোপান”, উহার পাণ্ডুলিপি মূল গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর হস্তগত করিয়া আব্রখিলবাসী জৈনক ভিক্ষু “জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানসোপান” নাম দিয়া নিজের নামেই ছাপাইয়াছিলেন। সপ্তম গ্রন্থ “সত্যসার”, অষ্টম গ্রন্থ “হস্তসার” ২য় ভাগ, নবম গ্রন্থ “হস্তসার” ৩য় ভাগ এবং দশম গ্রন্থ “মাতৃদেবী”। ইহাদের কোনটাই মুদ্রিত হয় নাই এবং পাণ্ডুলিপিও উধাও হইয়াছে।

পালিভাষায় ধর্মরাজের কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বাংলা সাহিত্যেই বা তাঁহার চিরস্থায়ী দান কি, তাহা বিচার করিতে গেলে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সূত্র-নিপাতের পণ্ডিত্যবাদ “সূত্র-নিপাত”ই যথেষ্ট। অধুনা শ্রীমৎ ভিক্ষু শীলভদ্র উহার যে গণ্যবাদ করিয়াছেন, তাহা মূলের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গান্ধীর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সূত্রনিপাতের গ্রন্থ শব্দ বই নাই বলিলেও চলে। সাবলীল গতিতে মূলের শব্দবিজ্ঞাস ও অর্থ বজায় রাখিয়া সূত্রনিপাত পণ্ডে ভাষান্তরিত করা দুর্লভ কাজ, তাহা ধর্মরাজ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। পয়ার, একান্তর মিল পয়ার, লঘু ত্রিপিদী ও দীর্ঘত্রিপিদী, এই চারিটি ছন্দের ব্যবহার যেমন ধর্মরাজের এই পণ্ডিত্যবাদে, তেমন তাঁহার অগ্ৰাগ্র রচনাতে। বলা অনাবশ্যক যে, কবি সর্বানন্দের পূর্বে “গোজেনের লামা” ব্যতীত অপর সকল বৌদ্ধ রচনার মধ্যে মাত্র এই চারিটি ছন্দেই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজাপদ্ধতি ও ধর্মমঙ্গলজাতীয় বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের রচনার ধারাই যেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণের রচনার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

সূত্রনিপাতের পণ্ডিত্যবাদে যে ভাবে ধর্মরাজের অনন্তসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে প্রশংসার্কি বিন্যস্তকৃতিও প্রস্তুতি হইয়াছিল, তাহা প্রদত্ত নমুনাগুলি হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

১। স্তম্ভরিকভারদ্বাজসূত্র (পয়ার)

ভগবান্ বলে,—‘অতএব হে ব্রাহ্মণ।

তোমাকে শিখাব ধর্ম, কর হে শ্রবণ ॥

যদি নহে কষ্টকর, হে গৌতম বিশেষর,
বর্ণনা করুন শুনি তাহা ॥

পুরাতন ঋষিগণ, করি আত্ম-সংযমন,
করি আরো তপঃ আচরণ ।

পঞ্চেন্দ্রিয়ামোদ সার, করি সবে পরিহার,
আত্মস্থত করিত চিস্তন ॥

পশু আদি ধাত্ত ধন, না ছিল কাঞ্চন ধন,
পূর্বতন ব্রাহ্মণ সদনে ।

ধান ছিল ধাত্ত ধন, ধ্যানই পরম ধন,
রক্ষিত যা অতীব যতনে ॥

প্রস্তুত করিয়া অন্ন, ভিক্ষুকে প্রদান জগু,
রাখিত গৃহস্থ দরজায় ।

জানি তাহা দ্বিজগণ, বিশ্বাস করিয়া মন,
গ্রহণ করিত সবে তায় ॥

বিবিধ বরণ বাস, নানাবর্ণ শয্যা বাস,
সহ দেশবাসী নরগণ ।

সমস্ত প্রদেশবাসী, ধনবান্গণ আসি,
করিত সে ব্রাহ্মণ পূজন ॥

অবধ্য অদমনীয়, অজেয় অলঙ্ঘনীয়,
ছিল পূর্বতন দ্বিজগণ ।

গিয়া কার দরজায়, ব্রাহ্মণ যদি দাঁড়ায়,
নাহি বিরোধিত কোন জন ॥”

ধনিস্থত স্তুতিনিপাতের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট সূত্র, ইহার ভাষা সহজ সরল স্তম্ভের অথচ গভীর ভাবচোতক এবং ইহা এ দেশের প্রাচীন পল্লীজীবনের শাস্ত্র ও স্তম্ভ চিত্রাবহ। ধর্ম-রাজ্যের অম্বাদের পর এই সূত্রের আরও তিনটি পৃষ্ঠ অম্ববাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ১৩১৫ সালের আষাঢ়-সংখ্যা “ভারতী” পত্রিকায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ স্বর্গত সত্যোজনাথ ঠাকুর উহার দ্বিতীয় অম্ববাদ প্রকাশ করিলে প্রথম বর্ষ “জগজ্যোতিঃ” পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় উহার তীত্র সমালোচনা হয় এবং তৃতীয় সংখ্যায় স্বর্গত কবিকব্জ গুণালঙ্কার মহাশ্ববির উহার তৃতীয় অম্ববাদ এবং “তরুণ বোধক” পত্রিকায় রাঙ্গুনিয়া ঘাটচেক গ্রামবাসী শ্রীমান্ মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার, এম্ বি, উহার চতুর্থ বা শেষ অম্ববাদ প্রকাশ করেন। বলা নিম্প্রয়োজন যে, শেষোক্ত দুই অম্ববাদে আমার স্বকিঞ্চিৎ সহায়তা ছিল। প্রথম ও তৃতীয় অম্ববাদে কিয়দংশ তুলনা করিলে দুইয়ের পার্থক্য জানা যাইবে।

সূত্রের তৃতীয় গাথার অনুবাদ :—

(১) ধর্মরাজকৃত :—

ধনীয় গোপাল কহে সম্বোধি' আকাশ ।
গোচারণে জন্মিয়াছে আশাতীত ঘাস ॥
নাহি তথা মশক দংশক উপদ্রব ।
নিরাপদে বিচরণ করে গাভী সব ॥
যত্বপি কখন হয় বৃষ্টি বরিষণ ।
অক্লেশে সহিতে পারে মম গাভীগণ ॥
অতএব, হে আকাশ! শুন হে বচন ।
ইচ্ছা হয় যদি তব কর হে বর্ষণ !

(২) গুণালঙ্কারকৃত :—

ধনীয় গোপ :—

“অন্ধক মশক নাহি হেথা নদীতীরে,
জাত তুণে গরুগুলি চরিয়া বিচরে ।
আসিলেও বৃষ্টি এরা করিবে সহন,
যদি চাও দেব তুমি বরিষ এগন ।”

বাসিষ্ঠসূত্রের মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ ধর্মপদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবর্ণের বহু গাথা আছে। ধর্মরাজের “সূত্র-নিপাত” গ্রন্থে আমরা উহাদের প্রথম আদর্শ পত্তানুবাদ পাই। পরবর্তী কালে কবি সর্কানন্দ, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ভূতপূর্ব অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, পার্বত্যচট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্কুল ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছদী (মুংসুদি) এবং ফেণী কলেজের পালি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া-প্রমুখ অনেকেই পত্তানুবাদ করিয়াছেন। উহার গত্তানুবাদ প্রকাশ করেন স্থলেখক চারুচন্দ্র বসু মহাশয়। ইংরেজী ভাষায় জেমস্ গ্রে ও মোক্ষমূলর-প্রমুখ বহু কৃতী পুরুষ উহার গত্ত অনুবাদ প্রকাশ করিলেও বর্তমানে উদ্ভূত-কৃত পত্তানুবাদই সব চেয়ে সমাদৃত। ধর্মপদের বাহিত গত্তানুবাদ এখনও সম্ভব হয় নাই। ধর্মরাজকৃত দুইটি গাথার অনুবাদ নমুনারূপ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অক্রোধী যে জন, সাধুধর্মবিভূষিত ।
শাস্ত, দাস্ত, ধাম্বিক, বাসনা-বিবর্জিত ॥
চরম শরীর যিনি কোরেছে ধারণ ।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥
পদ্বপজে জলবিন্দু লিপ্ত যেন নয় ।
সূচ্যগ্রে সর্বপ যেন স্থির নাহি হয় ॥
এতাদৃশ কামভোগে নিলিপ্ত যে জন ।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ॥

পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, ধর্মবাজের “ধর্ম পুরাবৃত্ত” পূর্ববর্তী “মধা খমুজা”রই পরবর্তী মাজ্জিত বাংলা সংস্করণ। একদিন ছিল, যখন চট্টলবাসী বৌদ্ধগণের ঘরে ঘরে উহার পুথি ছিল এবং তাহা অতি সমাদরে পঠিত হইত। ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ, আরাকানবাজের আধিপত্যের আমল হইতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও যাহা তিরোহিত হয় নাই, তাহার এক নিখুঁত চিত্র তাহাতে আছে। দ্বিতীয়তঃ, উহারই রচনার মধ্যে আমরা বর্মী ভাষা ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষায় মধা মাগধী বা পালি ভাষায় নিবদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে প্রকাশ করিবার মূল প্রচেষ্টা দেখি। সাহিত্যবিশারদ মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব উহার মাত্র একখানি পুথির দুখানি পাতা পাইয়াছেন। আমার কাছে ইহার তিনখানি পুথি আছে। মদীয় পূজ্যপাদ শিক্ষক স্বর্গত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের সংগ্রহ হইতে যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা ১২১২ মগাব্দে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। ধর্মবাজের পূর্ববর্তী “গুরুঠাকুরী” যুগের ইহাই পূর্বোক্ত চারি ছন্দে বাংলায় আদি বৌদ্ধ রচনা ও ধর্মগ্রন্থ। খমুজা বস্মিজ শব্দেরই বাংলা বানান, ইহার অল্পঘাটী পালি শব্দ অপদান বা অবদান। বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন ফল বর্ণনা করিয়া লোকসমাজকে পুণ্যকাণ্ডে উৎসাহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে গভীর জ্ঞানের কথা কিছুই নাই। ইহার ভণিতা অংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে স্থানীয় বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ছিল যে, বাড়বকুণ্ডের সান্নিধ্যে পবিত্র চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নাগরাজ বাসুকি ভগবান্ বুদ্ধের এক কেশধাতু আনিয়া উহার উপর এক চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পূর্বদেশে অল্পপাম, চাটিগ্রাম যার নাম (১)

চন্দ্রশীকর সেই স্থান।

সেই গিরিতে (২) পুণ্য যথ, তাহা না কহিব কথ,

[বর্ণনাতে না হয় বাখান (৩)] ।

নিকটে দাবের কুণ্ড (৪), অগ্নি জ্বলে প্রচণ্ড,

তাতে স্নান করে নর লোকে।

যেই জনে করে স্নান, সেই পাএ পরিভ্রাণ,

দেবলোকে জাএ মনস্থপে (৫) ॥

আর এক আছে হ্রদ, প্রবেশে পাতাল পথ,

মারুত উঠএ বহুশএ।

পূর্বে জেদি দ্বিজ দানা খমুজাতে আছে জানা,

বিস্তারিয়া বজালাতে কহে ।

১। পাঠান্তর, চাটিগ্রাম রাষ্ট্র নাম। ২। গিরিতে। ৩। আদর্শ পুথি, পূর্বে ছিল শিল-কাঁজা পাঠান্তর, পূর্বে দিল কায়ভাগ করি। ৪। বারবকুণ্ড। ৫। আদর্শ পুথি মনস্থপে।

দ্বিজ দানা পদতলে, তথা বশী আছে চূলে (১),
 অস্তি (২) সব করি দিল ভাগ (৩)।
 শিরে (৫) এক রাখি ছিল, ইন্দ্র তাহা হরি নিল,
 এই তক্ত (৪) জানিল সব নাগ ॥
 তবে ত বায়ুকি কপি (১), হৃদ করি' মেঘনি (৬),
 দ্বিজ থাকি (৬) দস্ত হরি নিল।
 নিআ দে বায়ুকিরাজ, মনে মনে চিন্তে কাজ,
 "চূন্দা" নামে সেই জেদি (৭) দিল।
 সেই ত হইআছে হৃদ জানে (৮) সবে শাস্ত্র মত,
 অবগেতে অমৃতের গাথা।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে "ওঁ নমঃ গনেশায়, নমঃ সরস্বতি, অথ মঘা ঋজু পুষ্পক লীখ্যতে" বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। প্রারম্ভে তিনি 'প্রভু নিরঞ্জন'কে প্রণাম করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ। এই নিরঞ্জন প্রভু বুদ্ধ নছেন, ইনি পরমেশ্বর; যিনি ব্রহ্মরূপে প্রজা সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন ও শিবরূপে সংহার করেন। তিনি সাংখ্য-প্রকৃতির রজোগুণে বিস্তার সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে বিনাশ সাধন করেন। গ্রন্থের উপসংহার অংশে লিখিত আছে :

"ধন জন সব মিছা, সত্য কিছু নএ।
 মিছা কাজে লোক সবে মোর মোর কএ।
 জীবন কুসুম ফুল সম্পদ নিষ্ফল।
 মিছা কাজে লোক সব হইআছে পাগল।
 বুজীআ চাহত সবে হএ কি না হএ।
 মঘা ভাঙ্গা ভাঙ্গিআ বাজালা ভাসে কএ।
 ঋজুর ধর্মকথা অমৃতের ধার।
 হএ কি না হএ চাহ করিআ বিচার ॥

"গুরুঠাকুরী" যুগে "মঘা ঋজু"র অজ্ঞাত রচয়িতার অব্যবহিত পরেই বশস্বী লেখক ফুলচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার জন্মস্থান আবুখিলের পূর্বসীমায় অবস্থিত নোয়াপাড়া গ্রাম, যাহা কবিবর ৩নবীনচন্দ্র সেনের এবং 'বাঙ্গালীর জয়' ও 'The cosmic dust' লেখক ৩রজনীকান্ত সেনের জন্মস্থান হইয়াছে। ফুলচন্দ্র প্রথম জীবনে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করিয়া প্রোঢ়ে গৃহী হইয়াছিলেন। পালি ও বাংলা, এই দুই ভাষায় সমান অধিকার লইয়া তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত ঐ অঙ্ককার-যুগে এ দেশে দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না।

১। খাএত রাখিয়াছিলে। দানা জোপ। ২। অস্থি। পাঠান্তর, বার সব। ৩। শীরে। ৪। তক্ত= তক্তা। ৫। কপি। ৬। মেঘনি। ৭। চৈত। ৮। জান।

পার্কাত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ধরমবন্ধ খাঁর রূপে গুণে, বিজ্ঞায় বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে চরিত্রে, ধর্মপ্রাণতায় ও দূরদর্শিতায় অলোকসামাগ্রা পত্নী অক্ষয়কীতি রাণী কালিন্দী ১৮৪৪ সালে “মৃত স্বামীর ব্যবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিণী”র পদ লাভ করিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সংঘ-সংস্কারক আরাকান-বাসী সংঘরাজ ও হাবুবাঙর কৃত্তী গুণামেব্বর অথবা কৃতবিদ্য হরি (হারিচাঁদ ?) ঠাকুরের শ্রীমুখে “সমুদ্রের চরিতামৃতকাহিনী” শুনিয়া সন্ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি “বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্ত ১২৭৬ বাঙ্গালার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ চৈত্র দিবসে” পাহাড়তলী গ্রামে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মহামুনির অম্বকরণে উত্তর রাজমুনিয়ার রাজনগরে শ্রীশ্রীশাক্যমুনিবিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাহা এক অপূর্ব পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। সর্কাগ্রে বড়ুয়াদের মধ্যে প্রচলিত বস্মিজ অক্ষরে লিখিত এবং দুর্বোধ্য বস্মিজ অক্ষর (অনেক) যুক্ত বা বিযুক্ত সতেরটা পালি স্তুত সংগ্রহ করাইয়া তিনি বস্মিজ হইতে ঈষৎ রূপান্তরিত চাকমা অক্ষরে লিখাইলেন। ঐ সংগ্রহই চাকমা বৌদ্ধ সমাজে “আগর তারা” নামে পরিচিত ও সমাদৃত হইল। তার পর তিনি ভাবিলেন, কি উপায়ে রামায়ণ-মহাভারতের জ্ঞায় নিত্য পাঠ করিতে পারে, বাংলায় এরূপ অমিয়বুদ্ধচরিত রচনা করাইয়া বিতরণ করা যায়। এই দুর্লভ কার্যের জন্ত ফুলচন্দ্রের নামোল্লেখ হইলে তিনি তাঁহাকে স্বগ্রাম হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। পালি ধাতুবংসের সরল পছাদুবাদ করাই স্থির হইল। উহার রচনাকার্যে ফুলচন্দ্র কৃষ্ণবৈপায়নের এবং বেতাঙ্গী গ্রামবাসী সহদয় নীলকমল দাস গণেশের কার্য করিলেন। অম্ববাদ-গ্রন্থকে “বৌদ্ধরঞ্জিকা” নাম দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলেন, ফুলচন্দ্রের গল্প অম্ববাদ এবং নীলকমলের পছরচনার ফলেই “বৌদ্ধরঞ্জিকা” রচিত হয়, যাহা চট্টগ্রামবাসী রডুয়াদের ঘরে ঘরে “তাধুয়াইং পুথি” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যাহার সামান্য সামান্য ভিন্নপাঠযুক্ত বহু পাণ্ডুলিপি রডুয়া ও চাকমা সমাজ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রাণী কালিন্দীর একান্ত বাসনা ছিল, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এই অমিয়বুদ্ধচরিত ছাপাইয়া উহার এক হাজার কপি বিতরণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার সে মহদিচ্ছা উত্তরকালে তাঁহার পৌত্র সন্ধর্মসেবী ভুবনমোহন রায় কতকাংশে পূর্ণ করিয়াছিলেন। “চাকমা জাতি”র কৃত্তী লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষের ভাষায় বলিতে গেলে “ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্মপ্রচার, নির্বাণ ঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।”

রচনা হিসাবে “বৌদ্ধরঞ্জিকা” অনেকাংশে উন্নত হইলেও তাহা পূর্ববর্তী “মঘা থমুজা”রই ধুরবাহী; ইহাতেও সেই চারিটা ছন্দের প্রাচুর্য। ইহার লঘুত্রিপদীতে রচিত “কল্পতরুর বর্ণনা” যেমন সরল ও সুন্দর, তেমনিই কবিস্বব্যঞ্জক :—

১। পুরাকালেও পাণিনির পূর্ববর্তী মহাভারতের পরিবর্তে জাতক-গ্রন্থ এবং বাণীকির রামায়ণের পরিবর্তে বেঙ্গসত্তর জাতক রচিত হইয়াছিল।

“তরু মনোহর, দেখিতে সুন্দর, কাঞ্চন সদৃশ অঙ্গ ।
 বহু পল্লবিত, অতি সুশোভিত, বিহঙ্গাদি করে বঙ্গ ॥
 কুসুম সৌরভে, অলি মধুলোভে, পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে কথ ।
 কুকিলে কুহরে, ময়ূরি ময়ূরে, বিহরয়ে অবিরত ॥
 সরসি সারসে, আছে রত্নরসে, শামাপাখি কত শত ।
 সারীষক স্থখে, বিরহে কৌতুকে, সংখ্যা বা করিব কত ॥”

“মঘা খমুজা” এবং “বৌদ্ধরঞ্জিকা” এই দুই পূর্বযুগের বাংলা বৌদ্ধগ্রন্থের প্রধান অপূর্ণতার মধ্যে আমরা দেখি, বর্ষিষ্ণ উচ্চারণ-বিকৃত পালি নাম ও পরিভাষাগুলি তাহাতে আছে, যথা—আনন্দের স্থানে ‘আনাইংদা’, চেতিয়র (চৈতোর) স্থানে ‘জেদি’, মহাথেরর স্থানে ক্ষাথে, কসসপর (কাশপার) স্থানে খাচবা, ককুচ্ছন্দর (ককুংসন্দর) স্থানে ধাকুচান্দ ।

ঐ যুগে ফুলচন্দ্র কবিরের সহিত ভিক্খু পাতিমোক্খের গত্যাত্মবাদ করিয়াছিলেন, যাহা পাদিমুখ নামে পরিচিত ও আদৃত হয় । পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত গুরামন ঠাকুর (গৌরমোহন তালুকদার) তাঁহার ১২৪২ মগাদ্দে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ফুলচন্দ্র পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারে বসিয়া “পাদিমুখ” গ্রন্থন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন^১ । পরে চটল বৌদ্ধসমাজের নেতৃস্থানীয় পূজ্যপাদ হরগোবিন্দ মুচ্ছন্দী ও পাহাড়তলীবাসী পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া একত্রে উহার এক মাজ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন । পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার “বুদ্ধদেবচরিত” গ্রন্থে পাতিমোক্খের সরল বদ্ব্যত্মবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ সকল প্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি হয় দীর্ঘগ্রন্থ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য-সঙ্কলিত ভিক্খু ও ভিক্খুনীপাতিমোক্খে । ফুলচন্দ্রের অত্মবাদের দোষ হইল, তিনি পালি শব্দের উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা দিতে পারেন নাই, নচেৎ তিনি যাহাদের জ্ঞাত লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বহু উপকারে আসিয়াছিল । উদ্ধৃত নমুনা হইতে তাঁহার গল্পরচনার পরিচয় মিলিবে :—

“৪১ । গ্রাস মুখের দ্বারের নিকট নেওয়ার পূর্বে হাক্ করিবে না । ৪২ । মুখে গ্রাস দিবার সময় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিবে না । ৪৩ । মুখে গ্রাস দিয়া কথা কহিবে না । ৪৪ । মুখে গ্রাস ক্ষেপণ করিয়া খাইবে না ।”

ধর্মরাজকৃত ‘হস্তসার’ ১ম ভাগ, নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে বাংলার প্রতি বৌদ্ধগৃহে স্থান পাইয়াছিল । ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, মঙ্গলসূত্র, বৃত্তসূত্র ও করণীয় মৈত্রীসূত্র প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের উপযোগী পাঠ ও সূত্রসমূহ সাহস্র ব্যাখ্যা এবং সরল গল্প ও পদ্যাত্মক সহ উহাতে সন্নিবেশিত ছিল । এই ‘হস্তসার’ পড়িয়া বাংলার বৌদ্ধ নরনারী তাঁহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য ধর্মের মহিমা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । ইহাতে বৌদ্ধ

১ । আবুরখিলবাসী আত্মীয় বিধুশর বড়ুয়াও স্বগ্রামবাসী তিন জন পঞ্চপ্রদর্শকের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া একসহকারে ফুলচন্দ্রের গুণের কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

জনসাধারণের মধ্যে ধর্মরাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গৌরব প্রচারিত হইয়াছিল। যতদিন ‘হস্তসার’ নামটি থাকিবে, ততদিন ধর্মরাজের পুণ্যস্মৃতি বাংলার বৌদ্ধসমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে।

ধর্মরাজের ‘হস্তসার’ প্রকাশিত হইবার পূর্বে এবং ‘শুকঠাকুরী’ যুগের শেষ ভাগে পাহাড়তলী গ্রামবাসী স্বর্গত শরু পণ্ডিত (শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া) পণ্ডাকারে ‘মহামঙ্গলমুদ্র’ ছাপাইয়াছিলেন “বৌদ্ধমঙ্গল” নামে। ইনিও ভিক্ষুব্রত ছাড়িয়া পরে গৃহী হইয়াছিলেন। যে বৎসর হস্তসারের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়, ঐ বৎসরেই অগ্গসার তাঁহার উপদেশ প্রথম বই “বুদ্ধভজনা” প্রণয়ন করেন। পরবর্তী কালে হস্তসারের অভাব পূরণের জগ্ন বর্দ্ধিত আকারে সমণপিয়সীল বহুসূত্র পুন্নানন্দ সামী রত্নমালা, আন্ধারমাণিকগ্রামবাসী শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু সদ্ধর্মবীপিকা এবং বেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণোপাধ্যায়গ্রামবাসী শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্ববির সদ্ধর্মসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। নবরাজকৃত উবুশীল এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-লাল মুংসুদিকৃত উপোসথসহচর এই শ্রেণীরই গ্রন্থ। প্রথমোক্ত দুইটি গ্রন্থে আমারও যৎকিঞ্চিৎ সহযোগিতা ছিল। ধর্মরাজ ও নবরাজের শুদ্ধ গজ রচনা সমস্তই বিজ্ঞাসাগরী।

ধর্মরাজ-প্রণীত গ্রন্থগুলি পালি সূত্রপিটকের ধারায় বিরচিত হয়। মহা ধর্মজার ধারা পালি অপদান-সাহিত্যের। বৎসজাতীয় সাহিত্যের ধারায় ফুলচন্দ্রের বৌদ্ধরঞ্জিকার এবং বিনয়পিটকের ধারায় পাদিমুখ গ্রন্থের উৎপত্তি। অভিধর্মপিটকের ধারায় এদেশে গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে রামচন্দ্র ডাক্তারই পথ-প্রদর্শক।

তাঁহার জীবনেতিহাসে আমরা দেখি, আশৈশব সদ্ধর্মে তাঁহার অহৈতুকী রতি, বাল্যে ও কৈশোরে বিজ্ঞাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য পালন, যৌবনে কবিরাজ ও ডাক্তারীতে অধীতবিজ্ঞতা, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে দক্ষতা, ক্ষিপ্ততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সহিত সাময়িক ও সিভিল মেডিক্যাল বিভাগে চাকুরী, ক্রমশঃ পদোন্নতি, বহুদশিতা এবং রুগ্ন ও আর্ন্তের চিকিৎসা ও সেবা, এবং বার্ককে ধ্যানসমাধি, সমাজ-সংস্কার, লোকশিক্ষা ও গ্রন্থ-প্রণয়ন। তাঁহার ঋষিতুল্য জীবনে দৃঢ় সঙ্কল্প, বিপুল উৎসাহ, নির্ভীক সংসাহস, নির্লোভ হৃদয়, পাপবিরত ও প্রলোভনজয়ী চিত্ত, সুস্ব দর্শন ও দূরপ্রদারী দৃষ্টি ছিল। শ্রামণের ও ভিক্ষু অবস্থায় উপাধ্যায় ফুলচন্দ্র মহাস্থবিরের সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভ এবং কর্মজীবনে বাঙ্গালোরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের চিকিৎসা ও পরিচর্যা, দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের সময় উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে বিভিন্ন সাময়িক হাসপাতালে নির্ভয়ে কর্তব্য সম্পাদন এবং পেলিটুয়ায় অস্থায়ী ভাবে দীর্ঘ সাত বৎসর সিভিল সার্জন ও জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ করিয়াও ধর্মসাধনার জগ্ন অকাতরে ঐ উচ্চ পন্থত্যাগ, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের কাছে স্মরণীয় অবদান। তিনি তাঁহার জীবনে পর পর বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কৃতিত্বের সাহিত সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সব চেয়ে তাঁহার বড় কৃতিত্ব হইল এই যে, তিনি চরিত্রপরীক্ষায় জয়মালা পাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধপ্রধান এবং অভিধর্ম ও ধ্যান শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশে যাইতে পারিলে তাঁহার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বিশ্বাস করিয়া তিনি রাওলপিণ্ডি হইতে স্বেযোগ নিয়া তথায়

ট্রান্সফার নিষা ছিলেন। ঐ দেশে তিনি অন্যান্য দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ও ধ্যানমার্গে উন্নীত সান্ন্যাস(আচার্য্য)গণের সাহচর্য্য লাভ এবং তাঁহাদের সহিত অভিধর্ম্মাদি নিগূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিয়া, তাঁহার শেষ কার্য্যস্থান হইয়াছিল আকিয়াবের পার্শ্ববর্তী মহকুমার প্রধান শহর পেলিটুয়া। এই স্থানে অবস্থানকালেই ইংরাজীতে বিখ্যাত পালি ব্যাকরণ-প্রণেতা ডাক্তার থাডুয়াইংএর পিতৃদেবের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন, যিনি আকিয়াবের যেমন অভিধর্ম্মে, তেমনই ধ্যানসমাধিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই নিকট কর্ম্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) গ্রহণ করিয়া তিনি কেয়রু পোকতলীর শ্রাশানে অনগ্রাণধ্যানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়ে পাহাড়তলীবাসী ধ্যানপ্রিয় বিপ্রদাস মুচ্ছদী এবং সঙ্কর্ম্মসেবী মদীয় পিতৃব্য দনঞ্জয় তালুকদার তাঁহার বাসাহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহারই পরিণতিতে তিনি ক্রমশঃ চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া লোভনীয় সরকারী পদ পরিত্যাগ করিয়া অভিধর্ম্ম ও ধ্যানসমাধি বিষয়ে নিপুণতা লাভের জন্ত ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

রামচন্দ্র তাঁহার স্বগ্রামে অবস্থানকালে পরিণত বয়সে শিশু-চিকিৎসা, বডুয়াদের ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এক একপানি এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে চারিপানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ “শ্রমণ কর্তব্য” :২৬৩ মগাদ্কে, ১৯৩১ সালে, দ্বিতীয় গ্রন্থ “অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ” ১২৭২ মগাদ্কে, ১৯৪১ সালে, তৃতীয় গ্রন্থ “নির্বাণ দর্শন কর্ম্মস্থান” পরবর্ত্তী বর্ষে মুদ্রিত হয়। তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ মহাসতিপট্টান স্তম্ভের বাংলা অলুবাদ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বিনয়পিটকের ধারায় “শ্রমণ কর্তব্য” এবং অভিধর্ম্ম ও স্তম্ভপিটকের ধারায় অবশিষ্ট বইগুলি লিখিত হয়।

অভিধর্ম্ম ও ধ্যানসমাধি মনোবিজ্ঞানসম্মত ও নীতি-প্রধান হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের অতি নিগূঢ় ও জটিল বিষয়। মূল অভিধর্ম্মপিটকের বইগুলি দেখিলে মনে হইবে, যেন উহাতে কতকগুলি ছুরুহ শব্দের বিস্তার ও সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নাই। পারিভাষিক শব্দের তালিকার পর পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা চলিয়াছে অর্থনির্দেশ বা অর্থবিভাগ। এহেন জটিল বিষয়গুলিকে বাংলার পাঠকগণের নিকট সুবোধ্য করিবার চুঃসাহস লইয়াই রামচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্যে ত্রুতী হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যেমন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, তেমন সম্পূর্ণ নিষ্ফলও হয় নাই। প্রতি চেষ্টার ইতিহাসে প্রগতির ক্রম আছে। তাঁহার অকৃতকার্য্যতাও ক্রমে আমাদিগকে কৃতকার্য্যতার পথে আনিয়াছে। তাঁহার প্রধান ব্যর্থতার কারণ ছিল, পালি পরিভাষার অলুযায়ী বাংলা পরিভাষার অভাব। এই ব্যর্থতা আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য্য নহে, তাহা উহার বিশদ আলোচনায় ও খুঁটিনাটিতে।

সতিপট্টানের অলুযায়ী বাংলা শব্দ স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান। ইহা বুদ্ধ-উপদ্রষ্ট ধ্যানযোগের ব্যাকরণ। অনগ্রাণ সাধনার মূল প্রাণায়াম অভ্যাস। পূর্বাচরিত প্রাণায়ামের মধ্যে বুদ্ধ যোগ করিলেন—স্মৃতির অলুশীলন। যখন যাহা করিতেছি, যখন যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, অলুভব করিতেছি, চিন্তা করিতেছি, যখন যাহা উৎপন্ন হইতেছে,

তখনই তাহা সেই সেই ভাবেই জানিতে হইবে। কাজেই এই স্বতির সহিত যুক্ত আছে অপর একটি প্রয়োজনীয় শব্দ, যথা—সম্প্রজ্ঞান, অর্থাৎ যথাযথ জানা। জহরী সহজে রত্ব চিনিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মাস্তুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর কৃপাশরণ মহাহাবিরের অমুরোধে আমি ছাত্রাবস্থায় সতিপট্টানস্থতের যে সামান্য অনুবাদ পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলাম, অনায়াসে তাহার সারমর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ অজ্ঞপা নামসামক, বিজয়কৃষ্ণের একান্ত অনুরাগত শিষ্য, অমূল্য “শ্রীশ্রীসদগুরুপ্রসঙ্গ”-প্রণেতা স্বনামধন্য ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ।

পালি অভিধর্ম সাহিত্যের চরম পারিভাষিক গ্রন্থ আচার্য্য অনুকল্পকৃত অভিধর্মসংগ্রহ। ইহাকে আশ্রয় করিয়া সিংহলে পোরণ টীকা ও বিভাবনী টীকা প্রণীত হয় এবং পরবর্তী কালে ব্রহ্মদেশে এক বিরাট অভিধর্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আধুনিক যুগে ইহার শেষ স্বাধীন ভাষ্যকার ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধাচার্য্য লেডিসড, যিনি মগ্গঙ্গদ্বীপনীর প্রভৃতি বহু মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা। গভীর গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনী সহ ইংরেজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া লেডিসডের শিষ্যস্থানীয় আরাকানবাসী সোয়েজান অজ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। পালি টেক্সট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাণ অধ্যাপক রৌজ্ ডেভিডসের বিদুষী পত্নী মিসেস রৌজ্ ডেভিডসই অভিধর্মনিহিত বৌদ্ধ চিন্তা ও জ্ঞানের প্রচারের পক্ষে প্রতীচ্যে পথ-প্রদর্শক। রামচন্দ্রের পর প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুংসুন্দি অনেকাংশে সুবোধ্য করিয়া অভিধর্মার্থসংগ্রহ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্রই ত এ বিষয়ে বাংলায় পথ-প্রদর্শক। মুংসুন্দি মহাশয়ও এতটা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেন না, যদি তিনি ব্রহ্মদেশে থাকিয়া পালি ও বর্মিজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করিতেন এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত অভিধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও সন্দর্ভগুলি অধ্যয়ন করিতে না পারিতেন। লেডিসড-প্রণীত মগ্গঙ্গদ্বীপনীর প্রভৃতি দু একটি বইএর ছায়ায়ত্র অবলম্বনে আকিয়াবের চিকিৎসাব্যবসায়ী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া বাংলা ভাষায় “আধ্যাত্মিকমার্গ” নাম দিয়া একটি ছোট বই ছাপাইয়াছিলেন। যদিও তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, পুস্তকবিহিত তত্ত্বকথা-গুলি তাঁহার ধ্যানলব্ধ জ্ঞান, বস্তুতঃ তাহা অলৌক না হইলেও নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা।

পালি অভিধর্ম-সাহিত্যে যাহা এখন আমরা দর্শনশাস্ত্র বা ম্যাটাফিজিক বলিয়া জানি, তাহার অতি অল্পই আছে। অভিধর্মার্থসংগ্রহ-বর্ণিত শমথ ও বিমর্শন ভাবনা ঠিক দার্শনিক চিন্তা নহে, যেহেতু তাহাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা নাই, অধ্যাত্মসাধনাই ইহার উদ্দেশ্য। পালি অভিধর্মের চারি বিষয়বস্তু, যথা—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ঝাঁপ।

মনোবিজ্ঞানসম্মত অর্থেই অভিধর্মের পরমার্থ। ইহাতে আছে বিশ্লেষণ ও অনেকগুলি ‘ধরবাধা’ কথা, উহাদের স্বার্থ দার্শনিক বিচার নাই বলিলেও চলে।

যেমন ভগবদগীতায় প্রকৃতির তম ও রজোগুণ অতিক্রম করিয়া এবং উগার সম্বন্ধে বাড়াইয়া অধ্যাত্মযোগসাধন দ্বারা আপন চরিত্র গঠন ও সাক্ষিচৈতন্যরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সাম্রিক্য হইতে মুক্ত করিবার কথা আছে অথবা জৈনশাস্ত্রে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গুণস্থানে

আরোহণ করিয়া ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ, এই চারিটি কষায় ও কর্মক্লেশ হইতে আত্মাকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা আছে, তেমনই পালি অভিধর্মে লোভ, ঘেব ও মোহ, এই তিন অকুশল মূল হইতে চিত্তকে বিমুক্ত করিয়া, কুশলমূল ক্রমে বদ্ধিত করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ বেদনার পথে চিত্তকে চালিত করিয়া, শমথ বা যাবতীয় ক্লেশের উপশম সাধন করা এবং সকল জাগতিক বস্তুর অনিত্যতা, দুঃখ ও অসারতা দেখিয়া বিদর্শন ভাবনার পথে চালিত করিয়া, ষাছাতে চিত্ত কিছুতেই ক্লেশ ও অকুশলের অভিমুখী হইতে না পারে, তাহার সঙ্গায় বিধান করা। চক্রিংশটি প্রত্যয় বা কার্য্যাকারণ সম্বন্ধের ভাবে চিত্ত চৈতন্যিক এবং নামরূপের জটিল ও স্থূলসূক্ষ্ম সম্বন্ধগুলি অহুভব করিয়া এবং জ্ঞানতঃ বুঝিয়া যে যে সম্বন্ধে আমরা সুখদুঃখ ও কুশলাকুশলের অধীন হই, ঐ সকল সম্বন্ধ বর্জন করিয়া, যে যে সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত, স্বভাব ও চরিত্র অধোগমনের পথে না গিয়া উর্দ্ধগামী ও সমুন্নত হয়, তাহার মনোবিজ্ঞানসম্মত ও ধ্যানস্থলভ উপায় দ্বারা তদনুযায়ী ইন্দ্রিয় ও বলগুলির উৎকর্ষ সাধন করা। আভিধম্মিক রামচন্দ্রের আবহাওয়া “গুরুঠাকুরী”, রচনা “বিজ্ঞাসাগরী” এবং ভাষা বহু স্থানে দুর্ব্বহ, তথাপি তাঁহার মূল বক্তব্য বিষয়গুলি অম্পষ্ট নহে।

মুদ্রদর্শন বিহার ও পালি টোলের প্রতিষ্ঠাতা অগ্গসার মহাস্থবিরের তথা চট্টগ্রাম শহরের বৌদ্ধবিহার-প্রতিষ্ঠাতা নীরব কর্ম্মী ও উদারচেতা ভগীরথ ডাক্তারের জন্মে হোয়ারাপাড়া গ্রাম ধন্য হইয়াছে। “বুদ্ধভজনা” প্রকাশের পর অগ্গসার তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ সাহুবাদ “গাথাংগ্রহ” সঙ্কলন করেন ১২৫৬ মগাব্দে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা অর্থ সহ তৃতীয় গ্রন্থ পালি শব্দসংগ্রহ প্রণীত হয় ১২৬০ মগাব্দে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থ গ্রন্থ সিংহলী পূজাবলীর গাথাংগ্রহের রচনাকাল ১২৭৫ মগাব্দ, ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এবং পঞ্চম গ্রন্থ সাহুবাদ ধর্ম্মপদ-অষ্টকথার সঙ্কলন কাল ১২৭৮ মগাব্দ, ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ। বলা আবশ্যক যে, অগ্গসারের রচনাও সর্ব্বাংশে “বিজ্ঞাসাগরী”। এ স্থলে পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়াকৃত “প্রোতসুত্র”ও উল্লেখযোগ্য।

প্রগতির ধারায় ফুলচন্দ্রের আরক্ত কার্য্যের পরিণতির প্রয়োজন ছিল এবং এই বাহ্যিক পরিণতি সাধিত হইয়াছে কবি সর্ব্বানন্দের লেখনীতে। কৃতিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের ত্রায় এবং উহাদের পরিবর্তে বাংলার বৌদ্ধগণ প্রত্যাহ পাঠ করিতে পারে, এমন এক অমিয়বুদ্ধচরিতের প্রয়োজনীয়তা অহুভব করিয়াছিলেন রাণী কালিন্দী এবং ফুলচন্দ্রের “বৌদ্ধরঞ্জিকা” অনেকাংশে ঐ অভাব দূর করিয়াছিল “গুরুঠাকুরী” যুগে। “বিজ্ঞাসাগরী” যুগে “বুদ্ধপরিচয়” রচনা করিয়াছিলেন নবরাজ। “নবীন সেনী” যুগে লেখনী হাতে লইলেন সর্ব্বানন্দ, যিনি বহুসমুদ্র স্রম পূরানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে “আমাদের মধ্যে অধিতীয় মনস্বী, কবি ও লেখক।” ইংরেজ কবি সারু এডুইন্স আর্পল্ড-বিরচিত “দ্য লাইট অব এসিয়া”র অত্যন্তকৃষ্ট বাংলা পত্নাহুবাদরূপে “জগজ্জ্যাতিঃ” এবং উহারই সাধারণ

১। শেরপুরের জমিদার নদীর সত্যীর্থ শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর অর্ধাঙ্গকুল্যে কৃত পুরানন্দ নামীর “বিত্তভিষার্গ” সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুক্ত।

পাঠকের উপযোগী সংস্করণরূপে “শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত” রচনার সমুদ্বিগ্নে ও গৌরবে সর্বানন্দের কবিপ্রতিভা উদ্ভাসিত হইল। একটি পালি অভিধানের প্রয়োজনও অল্পভূত হইয়াছিল। নবরাজ ঐ অভাব মোচনের জন্য অমরকোষের আদর্শে সিংহলদ্বীপে রচিত অভিধানপ্ৰদীপিকার এক বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে শৈলক গ্রামবাসী জ্ঞানানন্দ স্বামী (মহেন্দ্রলাল ভিক্ষু) ২৪৫৭ বুদ্ধাব্দে, ১৯১৩ সালে উহার এক সুন্দর বাংলা সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে শুধু অমরকোষজাতীয় কোষগ্রন্থের দ্বারা অল্পভূত অভাব দূর হইবে না দেখিয়া সর্বানন্দ রিচার্ড চিল্ডার্স-কৃত ডিক্সনারী অবলম্বনে পালি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে শব্দগুলি সজ্জিত করিয়া একটি পালি অভিধান প্রণয়ন করেন। “জগজ্জ্যোতিঃ”র পাণ্ডুলিপি সর্বানন্দের স্বযোগ্য পুত্র বন্ধিমচন্দ্র চট্টগ্রামস্থ বুদ্ধিষ্ট অর্কান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ লইয়াছিল। আমার সংবাদ, বন্ধিম তাহার দেয় ঋণ পরিশোধ করে নাই, অথচ উক্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত পাণ্ডুলিপির সন্ধানও মিলিতেছে না, এ বলে ওর কাছে, সে বলে এর কাছে। পালি অভিধানের পাণ্ডুলিপিও পরহস্তগত হইয়াছে।

দি লাইট অব্ এসিয়া এবং দি লাইট অব্ দি ওয়ারল্ড নাম দিয়া এডুইন আর্গল্ড্ যে দুইখানি অমিয়চরিত কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রথমটী বাংলা পত্ন্যমুদ্রাবাদরূপেই রচিত হইয়াছিল নবীনচন্দ্র সেনের “অমিতাভ” এবং দ্বিতীয়টীর অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল তাঁহার “অমৃতভ” বা চৈতন্যচরিত। ভগবান্ বুদ্ধ শুধু এসিয়ার আলো এবং বীণা খ্রীষ্টই জগতের আলো—আর্গল্ডের এই তুলনাগত প্রভেদে মনোব্যথা পাইয়া সর্বানন্দ “জগজ্জ্যোতিঃ” নাম দিয়াই তাঁহার প্রথমোক্ত চরিতকাব্যের পত্ন্যমুদ্রাবাদ করিলেন, যাহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “সর্বানন্দ, তুমি তোমার জগজ্জ্যোতিঃ লিখিবে জানিলে আমি আমার ‘অমিতাভ’ লিখিতাম না।”

আর্গল্ডের “এসিয়ার আলো”র বিষয়বস্তু ও রচনা অতি সুন্দর এবং তাঁহার এই মনোহর চরিতকাব্য পড়িয়া সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মূলের তুলনায় সর্বানন্দের অনুবাদ কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহাতেও মূলের অনুরূপ শব্দবিভাগ ও বাঞ্জনা, ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ও মধুর স্বরস্বর, সারল্য ও গাভীর এবং বর্ণনা ও ভাবের চমৎকারিত্ব আছে। তথাপি ইহা অনুবাদগ্রন্থ এবং ইহার ছন্দও মিষ্টাক্ষর পয়ার, যদিও তাহা মূলের ধ্বনিতরঙ্গ-হিজলো হিজলিত। আমার বেশ স্মরণ আছে, তিনি তাঁহার অনুবাদগ্রন্থে দীর্ঘ ভূমিকার পরিবর্তে শুধু এই কথাটাই লিখিয়াছিলেন—“সুন্দর বস্তুর ছায়াও সুন্দর।” কথাটিতে বস্তুগত দোষ আছে; কেন না, সুন্দর বস্তুর ছায়া সুন্দর না হইতেও পারে। উহাতে বস্তুগত দোষ থাকে না, উহা নিভূল যদি আমরা তাঁহার ছায়া শব্দে বুঝি আদর্শে প্রতিবিম্বিত চিত্র। ইহাই তাঁহার লক্ষিত অর্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহার উক্তি ষথার্থ। যিনি পূর্ব অর্থাবহ কোন সত্যকে পূর্ণাযুগে অথচ একটি “ছোট্ট কথায়” এত সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় ‘উচুদরের’ কবি ও লেখক।

সর্বানন্দ তাঁহার অম্লবাদগ্রন্থটিকে তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেবের স্মৃতি-অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কাজেই এই উৎসর্গ অংশের কবিতা তাঁহার মৌলিক রচনা। ইহার চরণগুলি ঠিক আমার মনে পড়িতেছে না। তবে তিনি ইহাতে তাঁহার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—“পিতা ! তুমি আজ আর মরণদেহে বর্তমান নহ। এখন আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বে দেখি (তোমা হেঁরি বিশ্বময়)। তোমার শুদ্ধপ্রায় ডালে এক শাখাপল্লব মঞ্জুরিত হইয়া (মঞ্জুরিল) যে ফুলটি ফুটিল, তাহা তোমারই পবিত্র স্মৃতির অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিলাম।”

কল্পিত ভাবটী যেমন সুন্দর ও মহান, ইহার প্রকাশভঙ্গীও তেমন মনোহর। প্রকৃত কবিত্ব না থাকিলে এমন ভাবোদ্দীপক রচনা সম্ভব নহে।

গ্রন্থের উপসংহার অংশের কবিতাও তাঁহার মৌলিক রচনা। ইহাতে তিনি তাঁহার ধৃষ্টতার জ্ঞাত ভগবান্ বুদ্ধের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন :

“ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার,
নগণ্য প্রতিভা মম মাপিল তোমার।”

ধৃষ্টতার কারণ এই যে, তাঁহার নগণ্য কবিপ্রতিভা বুদ্ধের অপার করুণার পরিমাণ করিতে গিয়াছে, অর্থাৎ উহার অসীমতা ও অপরিমিততা ঘুচাইয়াছে। কবির এই ক্ষমা ভিক্ষার পশ্চাতে আছে মহাভারতকার ও পুরাণ-উপপুরাণকার ব্যাসপ্রোক্ত দুইটি শ্লোক, বাহাতে তিনিও জগদীশ্বরের নিকট কৃত অপরাধের জ্ঞাত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার তিন অপরাধ, যেহেতু তিনি তাঁহার ধ্যানে, স্তবস্তুতি ও বর্ণনাবৈচিত্র্যের দ্বারা ভগবানের নিরাকারত্ব, অনির্কচনীয়তা ও সর্বব্যাপিত্ব দূর করিয়াছেন :

রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তত্যানির্কচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃত্য যন্নয়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনি।
ক্ষম্যব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

“জগজ্জ্যোতিঃ”র শেষ শ্লোকের প্রথম চরণে কবি নব উষার, অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধের অপার করুণাসিক্ত ও অতুল মহিমামণ্ডিত ভাবী বিশ্বের, দীর্ঘ আগমনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া (হেব ওই আসিতেছে উষা), উহার দ্বিতীয় চরণে যেন বেদান্তের ভাবেই বলিতে গিয়াছেন, তখন তাঁহার জীবন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যাইবে (মিশে যাবে অনন্ত সাগরে)। কবির এই শেষের উক্তির পশ্চাতেও আর্থভারতের দার্শনিক ঋষিমুখ-বিনিঃসৃত উপনিষদের অমৃতবাণী :

যথা নন্তঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে

অন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। (মুণ্ডক, ২-৬-৮)

“শুকঠাকুরী” যুগের “বৌদ্ধরঞ্জিকা”র পূর্ণ পরিণতি “নবীন সেনী” যুগের “শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতা-মৃত”, বাহার মাত্র প্রথম খণ্ড গ্রন্থকার ছাপাইতে পারিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি খৈয়াখালীগ্রামবাসী শ্রীমৎ রমেশচন্দ্র মহাস্থবির সযত্নে নিজের কাছে

বৌদ্ধগণের গৃহে গৃহে পঠিত হইত দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। নীবন সেনের প্রভাবও অস্পষ্ট নহে। তাঁহার “কাঁপাইয়া নভস্তল” বাক্যের পশ্চাতে আছে “পলাশীর যুদ্ধে”র “কাঁপাইয়া নভস্তল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল”।

প্রাচীন মহাভারতে কৃষ্ণমহিমা কীর্তন এবং ত্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অবতারণার প্রভাবও সর্বানন্দ এড়াইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

“শুধু লোকশিক্ষা আর সম্ব পরিপাক,
মানব উদ্ধার হেতু নাশিয়া বিপাক,
ভুবনের হর্তা কর্তা হইয়া আপনি,
লোকশিক্ষা হেতু শুধু এসেছ ধরণী।”

(ত্রীশ্রীবুদ্ধ, ১ম খঃ, পৃঃ ৬৭)

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের কোথাও বুদ্ধকে বিশ্বের হর্তা কর্তা বলা হয় নাই ; কারণ, তাহা বৌদ্ধচিন্তার বিপরীত ধারণা। ভগবান্ বুদ্ধ ভুলক্রমেও কৃষ্ণবাসুদেব অথবা প্রভু বীশ্বর গ্রায় নিজেকে অপরের ত্রাণকর্তা বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই ; তিনি শুধু পথ-প্রদর্শক। ঐ যুক্তি আছে গুপ্ত-যুগের মহাভারতের সভাপর্বে (৬৮-২৩) কৃষ্ণ সম্পর্কে :—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাং উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ ।

কৃষ্ণস্ত হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥

ইহা নিশ্চিত যে, কবি সর্বানন্দ মহাভারতাদি-প্রভাবিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৌদ্ধতত্ত্ব-সাহিত্য হইতেই উদ্ধৃত রচনার অন্তপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপে একলবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তত্ত্বের নামোল্লেখ করা ষাইতে পারে, যাহাতে বুদ্ধের মুখে নিম্নোক্ত উক্তিটা দেওয়া হইয়াছে :—

সর্বোহং সর্বব্যাপী চ সর্বকৃত্বং সর্বনাশকঃ ।

সর্বরূপধরো বুদ্ধো হর্তা কর্তা প্রভুঃ স্থখী ॥

যেন যেনৈব রূপেণ সম্বা যাস্তি বিনেয়তাং ।

তেন তেনৈব রূপেণ স্থিতোহহং লোকহেতবে ॥^১

সর্বানন্দ বাংলায় বুদ্ধ-কীর্তন এবং বৌদ্ধগান রচনা সম্পর্কেও পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার “ত্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত” রচনার পূর্ব হইতেই বাংলার বৌদ্ধসমাজে বুদ্ধ-সং কীর্তন ও বৌদ্ধ গান রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ঠেগরগুণি গ্রামবাসী হ্রেফ মগধ বেসসন্তরজাতকের উপাখ্যান অবলম্বনে সে কালের যাত্রার ধরণে “উইচান্দ্রা” নাটক লিখিয়াছিলেন গুরুঠাকুরী ভাষায়। উহাতে কয়েকটা গানও সন্নিবেশিত ছিল। পাশ্চাত্যযুগে তাহারই পরিণতিতে পাহাড়ভলীবাসী শ্রীমান্ কিরণবিকাশ মুংহুদি উন্নত ধরণে পঞ্চাঙ্ক নাটক “বেসসন্তর” রচনা

করেন, যাহা “সংঘশক্তি” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৫৭ মগাঙ্গে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আবুখিলবাসী আত্মীয় ৮ বিশ্বস্তর বড়ুয়া অনেকগুলি “বুদ্ধ-সংকীৰ্ত্তন” রচনা করেন, যাহাদের একটিও মুদ্রিত হয় নাই। চট্টগ্রাম শহরে মাঘোৎসবে গীত ব্রাহ্মসংকীৰ্ত্তনের প্রভাবে ত্রিযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুংসুদ্দি ও পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া কতকগুলি বুদ্ধ-সংকীৰ্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালিয়া গ্রামের গুরুদাস কবিরাজও দুই একটি সংকীৰ্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন স্থানীয় কুমোরদের অত্নকরণে। বীরেন্দ্র দাদার রচনায় ছিল সঙ্গীতের অভাব ও গণ্ডের শুদ্ধতা। তাঁহার রচিত এক সংকীৰ্ত্তনের প্রথম পদ ছিল :

“তোরা আয় রে পূরবাসিগণ, সবে করি বুদ্ধ-সংকীৰ্ত্তন।”

গোবিন্দচন্দ্রের রচনা কিছুটা সঙ্গীতের অভিমুখী হইলেও, তাহাতে পাই কষ্টকল্পনা ও সোজাসজি আখ্যানের ভাব। উদাহরণ স্থলে :

“আজি শাক্যসিংহ চলে রে, আজি শাক্যসিংহ চলে রে,
জীবগণের উদ্ধার তরে।

পরিহরি রাজপুরী পিতামাতা সবারে,
মুকুলিতা স্বর্ণলতা দণ্ডমুতা ছেড়ে রে।”

গুরুদাস কবিরাজের রচনায় ছিল বুদ্ধের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার, যথা :—

“অঙ্গুলিমাল ব্যাধ ছিল হে,
ওরে নামের গুণে তরে গেল,—কি মধুর নাম !”

ঐ ধারায় মতিলাল দাদা (৮মতিলাল তালুকদার) তাঁহার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৌদ্ধধর্মমূলক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য “শীলবক্ষিতে”র প্রস্তাবনায় ঈষৎ উন্নত ধরণে নিম্নোক্ত গান বা কীৰ্ত্তনটা রচনা করিয়াছিলেন :

“আয় রে ভাই সবে মিলে বুদ্ধনামের গুণ গাই।

বুদ্ধনামে ঋণ চলে মৃতদেহে জীবন পাই ॥

নিরবাণ সুখার ভাণ্ডার, নিরবাণ শান্তির আগার,

বুদ্ধনামের গুণে চল, সেই নিত্যধামে যাই।

তথা নিত্য শান্তি ভাই,—

রোগ শোক মনস্তাপ তথা নাহি পাই।

ঐ নামতরুর শান্তি-ছায়ায় চল রে জীবন জুড়াই।”

আমার বিশ্বাস, মতিলাল দাদার দ্বিতীয় গানটিতে হুবহু বীরেন্দ্র দাদার চরিত এক বিশিষ্ট সংকীৰ্ত্তনের পদগুলির সম্যাবহার করা হইয়াছে, যথা :—

“এস দয়াময়ে পূজি ভকতি-কুসুম লইয়ে।

হৃদয়ে হৃদয়ে এস রে মিলায়ে পড়ি তাঁর পদে লোটায়ে।

দয়াময় তিনি দয়ার আলয়, বিপদের বন্ধু সম্পদ-আশ্রয়।

ওত আশীর্বাদ মাগিগে উভয়ে নব প্রেমভূষা পরিয়ে ॥

স্বর্গ্যরশ্মি কিংবা বিমলচঞ্জিকা নারে আলোকিতে হৃদয়-কণিকা—

পারে শুধু তাঁর রূপালোকে একা আলোকিতে হৃদি-আলয়ে ।

এ আশীর্বাদ কর হৃদয়-রঞ্জন, পেয়ে সুহৃৎ ভঁর তনয়-রতন ।

পাই যেন মোরা শান্তিনিকেতন যাব যবে ভব ত্যজিয়ে ।”

বীরেন্দ্র দাদার “মাগিগে সবাই”র স্থানে “মাগিগে উভয়ে” এবং “ধরম-রতন” স্থানে “তনয়-রতন” বসাইয়াই মতিলাল দাদার গানটা রচিত । বীরেন্দ্র দাদার “পারে শুধু তাঁর রূপালোকে একা” পদটির পশ্চাতে ছিল ব্রাহ্মধর্মের “ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্” সত্যটি । পালি অধ্যাপক শ্রীমান্ সুব্রহ্মনাথ বড়ুয়া তাঁহার এক অভিভাষণে সাতবাড়িয়াবাসী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চৌধুরীরও কিছু কৃতিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সন্দেহ এই অভিমতও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কেহ যদি সাধনরস উৎসারিত করিতেন, তবে কীর্তন অভিব্যক্তির মর্মস্পর্শ করিতে পারিতেন ।

শুনিয়াছি, উনাইনপুরবাসী জন্মেজয় পণ্ডিত (শ্রীযুক্ত জন্মেজয় বড়ুয়া) অনেকগুলি বুদ্ধ-সংকীর্তন রচনা করিয়াছেন । উহাদের নমুনা যাহা পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার রচনার ধরণ অনেকাংশেই “গোবিন্দপণ্ডিত” । পাহাড়তলীর মোহন মাষ্টার (শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র বড়ুয়া) বুদ্ধের জন্ম, বিবাহ, সম্রাণ ও মারবিজয়, এই চারি স্তরে বিভক্ত করিয়া স্বরচিত প্রথম খণ্ড “বুদ্ধসংকীর্তন” ছাপাইয়াছেন । তাহা আমার হাতে এখনও আসে নাই । কেবল লোকমুখে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার রচনাভঙ্গী ও স্বর সমস্তই বৈষ্ণব ধরণের । বৌদ্ধসঙ্গীতাচার্য পাঁচখাইননিবাসী উপেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিভিন্ন স্তরে ও রাগ-রাগিণীতে কতকগুলি বৌদ্ধগান রাখিয়াছিলেন অনেকটা বাংলা থিয়েটার ও বৈঠকের ধরণে । তাঁহার রচিত গানগুলি বৌদ্ধধর্মাস্ক্রম সভার অধিবেশনগুলিতে বৌদ্ধ বালকসমিতি দ্বারা প্রায়ই গীত হইত । ডি. এল. রায়ের ধরণে ও স্তরে রচিত দুইটি আধুনিক বৌদ্ধ গানের কথা আমি জানি, একটি বীরেন্দ্র দাদার, যাহা “জগজ্জ্যোতিঃ” পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় এবং অপরটি আমার, যাহা “বিশ্ববাণী” পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । প্রথমটির প্রথম পদ : “বাজাও সকলে আশার রাগিণী গাও রে সকলে আশার গান” এবং শেষের পদ : “জাগিবে জাগিবে তাহার জাগিবে হইলে শুধু তারা আগুয়ান ।” দ্বিতীয়টির প্রথম পদ : “উঠিল বিখে সাম্য মন্ত্র গাহিতে সামবেদ ।”

আমার চন্দননগর অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ-চন্দ্র ঘের সনির্বন্ধ অহুরোধে ১৯২৯ সালে পাঁচ ছয়টি বৌদ্ধগান রচনা করি স্বাধীনভাবে । তাহাদের একটি হইল বৌদ্ধ জাগরণগীতি :—

“সুপ্ত ভারতে লুপ্ত গৌরব উঠিল পুনঃ জাগিয়া ।

শুভ্র উষার স্নিগ্ধ কিরণ পূরিল বিশ্ব ভাতিয়া ।

১। কবিগোত্র শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বড়ুয়া-রচিত “শ্রীশ্রীসিদ্ধার্থচরিতামৃত গীতা”, ১ম ভাগ সর্বানন্দের “শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত” এবং মোহন মাষ্টারের “বুদ্ধসংকীর্তন” দ্বারা প্রভাবিত ।

জয় জয় জয়, ভেদী নিনাদয়, মেদিনী উঠে কাঁপিয়া ।
 অভয় অভয়, উঠে বিশ্বময়, স্থল-জল-ব্যোম ব্যাপিয়া ॥
 ভুবন-চক্রে বায়ু-তরঙ্গ নাচে হিল্লোল তুলিয়া ।
 গর্জে সিদ্ধ নাচে উর্মি কল্লোল সাথে মিলিয়া ॥”

এখন দেখিতেছি, আমার এই বৌদ্ধ জাগরণ-গীতি এবং মতিলাল দাদার গান ও কীর্তন-যুক্ত “শীলরক্ষিত” নাটিকার বিষয়বস্তু সমস্তই স্থললিত ভাষা পাইয়াছিল সর্বসমান্বয়ের ত্রিভুবনচরিতামৃতে, বুদ্ধের মহিমা কীর্তনে—

“কি স্থখ সময়, হইল উদয়, অমৃত ব্রহ্মাণ্ডে আজ ।
 নাচে দেবগণ, পুলকিত মন, পরিয়া বিচিত্র সাজ ॥
 গেল মৃত্যুভয়, শোকতাপচয়, আনন্দে কাটাব কাল ।
 মোহ যাবে দূরে, এ ভবসংসারে, ছিড়িবে মায়াব জাল ।
 কিবা শুভদিন, হইল বিলীন, হিংসাদেহ শাস্তিজলে ।
 ‘অহিংসা’ এ বাণী, কি মধুর ধ্বনি, গাইবে সকলে মিলে ॥
 কেহ না হিংসিবে, কেহ না কাঁদিবে, সকলে শাস্তিতে রবে ।
 জাতিভেদ ঘেষ, হইল নিঃশেষ, ভাই ভগ্নী সবে ভবে ।
 নাহিক ঘাতক, সকলি পালক, ঘুচিল শমনভয় ।
 জয় জয় জয়, ত্রিভুবনের জয়, হিংসা ঘেষ হ’ল ক্ষয় ॥”

বৌদ্ধ গান ও অধ্যাত্মগীতিগাথার ধারা বহু প্রাচীন । ভারতীয় আৰ্যসংস্কৃতির ইতিহাসে ঋক্ ও সামের পরেই পালি থের-থেরী গাথার স্থান । এই গীতিগাথাসমূহে তালপুট এবং আত্মপালীর গাথাগুলি স্তর তাল ও লয়যুক্ত অধ্যাত্মভাবের গান । আমরা দীঘনিকায়ের সঙ্গপঞ্চহ স্তোত্রে বীণাযোগে স্বর্গীয় গায়ক পঞ্চশিখ-গীত একটি দীর্ঘ দ্ব্যর্থক গান পাই, বাহার প্রথম দুই পদে আছে :—

বন্দে তে পিতরং ভদ্রে তিস্বরং সুরিয়বচ্চসে,
 ঘেন জাতাসি কল্যাণী আনন্দজননী মম ।

যেমন ভারতচন্দ্রের “বিজ্ঞানসুন্দরে” বিজ্ঞাপক্ষে ও কালীপক্ষে বচনগুলির দ্বিবিধ অর্থ, তেমন উদ্ধৃত গানে তিস্বরপক্ষে ও সঙ্কল্পপক্ষে পদগুলির দুইটী স্বতন্ত্র অর্থ ।

আমরা সম্বলজাতকে পাই, নির্জনবনস্থিত আশ্রমে বিশ্বের সকলের নিকট শরণভিখারিণী দানবহস্তমুক্তা ও স্বামিপরিভাক্তা সতী রাজকুহিতা সম্বলার করুণগীতি :—

সমনে ব্রাহ্মণে বন্দে সম্পন্নচরণে ইসে ।
 রাজপুত্রং অপস্ফস্তী তুম্হম্হি সরণংগতা ॥
 বন্দে সৌহে চ ব্যাগঘে চ বে চ অঞ্ঞে বনে মিগা ।
 রাজপুত্রং অপস্ফস্তী তুম্হম্হি সরণংগতা ॥

বন্দে ভাগীরসিং গঙ্গং বসন্তিনং পটিগ্গংহং ।

রাজপুত্রং অপসুসত্ত্বী তুম্হম্হি সরণংগতা ॥

খের-খেরীগাথার ধারায় বহু শতাব্দী পরে রচিত হয় গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, পটমঞ্জরী, দেবকী, দেশপ, ভৈরব ও কামোদ ইত্যাদি বিবিধ রাগে দ্ব্যর্থক ও অধ্যাত্মভাবেছোতক বহু পাশাচার্যের বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গান, যাহাতে আমরা পাই যেমন একদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভ, তেমনি অপর দিকে হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের আদি। সরহপাদ গুঞ্জরী-রাগে গাহিলেন :—

অপনে রচি রচি ভবনির্বাণা

মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥

অন্তে ন জানই, অচিস্ত জোই

জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো

জীবন্তে মঅলে গাহি বিশেষো ॥ ধ্রুপদ ॥

উড়িয়ার গড়জাত অঞ্চলের মহিমাধর্মী বৈষ্ণবগণ গুপ্ত মহাযানী বৌদ্ধ কি না বলা শক্ত, কারণ, তাঁহাদের “অজুঁন বুদ্ধ হৈলে জীব, পরম হৈলে কৃষ্ণ” উক্তিভে ‘বুদ্ধ’ অর্থে বদ্ধ। তবে প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রদত্ত পাঠ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদের ভজ্ঞনগীতিতে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানের ধারা অব্যাহত আছে বলিতে হয় :—

“চাহি কলিমধ্যরে ভকতে ছস্তি রহি

বুদ্ধ অবতার রূপ দর্শন না পাই ।

বিহারমণ্ডলে শূত্রগাদি তুলাইবে

সে অলেখ প্রভু ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত নিবে ।

মায়াৰূপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী

ভক্তজনহিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাই ।”

এই ভজনপদগুলির মধ্যেও আমি দেখি, ‘বুদ্ধ’ শব্দটী বস্তুতঃ ‘বদ্ধ’, “মায়াবদ্ধ” অর্থেই ব্যবহৃত এবং তাহাতে কৃষ্ণের নরদেহধারী অবতাররূপের কথাই আছে। বুদ্ধের সহিত মায়াৰূপের সম্বন্ধ কল্পনা নিতান্ত অবৌদ্ধজনোচিত। আমরা পূর্বে “মহাধর্মজ্ঞা” আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, প্রভু নিরঞ্জন বা অলেখ বুদ্ধ নহেন; তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সহিতই প্রকৃতি বা মায়ার সম্বন্ধ। এই সত্যটী প্রাচীন বৌদ্ধগানের ধারায় রচিত সাধু শিবচরণের “গোঞ্জেনের লামা”তেও সুস্পষ্ট, যথা :

“গোঞ্জেন মেইয়া (ঈশ্বরের মায়া) উদ (অস্ত) নেই,

বুঝি পারি কে ভাই সেই ?

পরম বুদ্ধে ভর দিয়া (দেহ ধারণ করিয়া)

বুঝি পারে কে তোরা মেইয়া (মায়া) ।”

যতই না কেন বৌদ্ধ চিন্তা ও বেদান্তের ধারা একত্রে মিলিত হউক, বৌদ্ধরা জানে কোনটা কি। কাজেই গোলে হরিবোল দিয়া একের সহিত অপরের গোলযোগ ঘটাইলে চলিবে কেন? এই ভাবেই সর্বানন্দ এবং বাংলার অগ্ৰাণ্ণ বৌদ্ধ কবি ও লেখকগণের ভাবধারা গ্রহণ করা আবশ্যক।

“জগজ্জ্যোতিঃ” ও “শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত” ব্যতীত কবি সর্বানন্দের “ঋষি-সন্দর্শন” নামে অপর একটা অপ্রকাশিত পত্ৰরচনার সংবাদ পাই। “সন্দর্শন”-জাতীয় রচনার ধারাও আমরা বাংলার বৌদ্ধ কবি ও লেখকগণের মধ্যে দেখি। “ঋষি-সন্দর্শন”র পূর্বে নবরাজ-রচিত “মহাবোধিসন্দর্শন” এবং পরে “তরুণ বৌদ্ধ” পত্রিকায় প্রকাশিত অতুল ৬দীনেন্দ্র-কুমারের “মহামুনি সন্দর্শনে” শীর্ষক সুন্দর কবিতাটি।

পাঁচরিষার অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ বিপিন মাষ্টারের (৬বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার) সম্পাদকত্বে এবং পরে নিজ সম্পাদকত্বে “বৌদ্ধ পত্রিকা”র প্রচার ও পরিচালন সর্বানন্দের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তখন তিনি ছিলেন চট্টল বৌদ্ধ-সমিতির বিরুদ্ধবাদী মোক্তার সর্বানন্দ। উক্ত পত্রিকার জন্মকাল ১৯০৬ সাল এবং পরমাষু মাত্র দুই বৎসর। ইহাতেই ধারাবাহিকভাবে তাঁহার “জগজ্জ্যোতিঃ” প্রকাশিত হইতেছিল। “বৌদ্ধ পত্রিকা”র কঠোর মন্তব্য ও টিপ্পনীর ঠেলায় স্থানীয় বৌদ্ধ-সমিতি সতীশ কাকার (সর্বজনপ্রিয় সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার) সম্পাদকত্বে সমিতির পূর্ব মুখপত্র “বৌদ্ধবন্ধু”কে পুনর্জীবিত করিতে বাধ্য হইলেন। এ স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, বাংলার বৌদ্ধগণের নবজাগরণের আদিত্যে তাঁহাদের অবিসম্বাদিত নেতা সাতবাড়িয়াবাসী কৃষ্ণ নাজির(কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী)ই উহার জনক ও পরিচালক। তখন উহার পর পর বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইত। “বৌদ্ধবন্ধু” বহু বার মরিয়া বহু বার বাঁচিয়াছে। প্রতিদ্বন্দী “বৌদ্ধ পত্রিকা”র সঙ্গে মরিয়া বহুদিন পরে বৌদ্ধ ধর্মাস্কুর সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত দীর্ঘকালস্থায়ী জগজ্জ্যোতিঃর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পুণ্যানন্দ সামীর সম্পাদকত্বে পুনর্জীবিত হইয়া আবার অন্তর্দান করে বিপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে তাহা আবার শ্রীযুক্ত জয়প্রতাপ চৌধুরী ও শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার বড়ুয়ার যুক্ত-সম্পাদকত্বে পুনর্জীবন লাভ করে বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সমিতি-পরিচালিত “জাগরণী”র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে এবং বর্ষকালের মধ্যেই পুনরায় অন্তর্মিত হয় “জাগরণী”কে মোহনিদ্রাবিভোর করিয়া, এমন কি, অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়ার হুলিখিত ‘পাপলোভাতুর’ গল্পটি সহ। ধ্যাতনামা রাজদূত (রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর)-স্থাপিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটির বহু-তথ্যপূর্ণ জর্নেল, অনাগারিক ধর্মপাল-স্থাপিত মহাবোধি সোসাইটির মুখপত্র “দি মহাবোধি”, আমার ও নেপালবাসী ধর্মাদিত্য ধর্মচার্যের যুক্ত-সম্পাদকত্বে পরিচালিত এবং রেজুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত “বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া”, শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্ববিদ্য-স্থাপিত রেজুন বুদ্ধিষ্ট মিশনের মুখপত্র “সংঘসক্তি”, করলনিবাসী ৬নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বৈষ্ণোপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত “বৌদ্ধবাণী”, আবুরগিলবাসী শ্রীমান্ নির্মলচন্দ্র বড়ুয়া-সম্পাদিত “উদয়” এবং শ্রীযুক্ত (অধুনা রায় বাহাদুর) ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও

৩গজেন্দ্রলাল চৌধুরীর যুক্ত-সম্পাদকত্বে পরিচালিত “সম্বোধি” প্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণচন্দ্রের “বৌদ্ধবন্ধুর” পরবর্তী।

“বৌদ্ধ পত্রিকা”র প্রকাশিত সর্বানন্দের মন্তব্য ও টিপ্সনীতে চট্টল বৌদ্ধগণের চমক ভাঙিয়াছিল, সকলেই যেন ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠার সহিত আপক্ষা করিত—না জানি এবার কাহার পালা। “লালদীঘির পাড়ে ত্রিমূর্তির আবির্ভাব”, “বেণী আর কোষে ফটিকচাঁদ কোষাধ্যক্ষ”, “কোথায় সে দিনের রসিকতা আর কোথায় এ দিনের রসিকতা”, ইত্যাদি হেয়ালিপূর্ণ উক্তিগুলির কটাক্ষ কাহার প্রতি ছিল, তাহা স্থানীয় বৌদ্ধ পাঠকসহজে অনুমান করিতে পারিতেন। ইহাতে সর্বানন্দের প্রত্যাশপন্নমতিত্ব, অহুসন্ধিংসা ও সংসাহসের পরিচয় ছিল।

সর্বানন্দ মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। বৌদ্ধছাত্রদের মধ্যে যাহারা সেকালে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া চট্টগ্রাম কলেজে এল-এ ক্লাসে পড়েন, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া তিনি নিলেন দারোগাগিরি, তাহা ছাড়িয়া নিলেন মহামুন্সি মধ্য-ইংরেজী স্কুলের মাষ্টারী এবং শেষে তাহা ছাড়িয়া শহরে করিতে গেলেন মোক্তারী। দারোগা সর্বানন্দ উগ্রপ্রকৃতি ও ক্রোধী, মাষ্টার সর্বানন্দ কঠোর ও কোমল এবং মোক্তার সর্বানন্দ অগ্ন্যবিরোধী ও স্পষ্টবাদী। নিভীকতা এবং সত্যবাদিতাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি একাধারে ছিলেন রুদ্র ও শিব। তবে দারোগা ও মোক্তার সর্বানন্দ দিয়া কবি সর্বানন্দের অন্তর্জীবনের পরিচয় হয় না। কবি ছিলেন বহু উদ্বে, বুদ্ধের নিতান্ত অহুগত ভক্ত ও সেবক।

তথাপি তাঁহার কবিজীবনের যোগসূত্র ছিল স্বদূর অতীতের সঙ্গে। আমরা জাতক গ্রন্থে, ললিতবিস্তর ও বুদ্ধচরিত প্রভৃতি প্রচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে যে সকল বর্ণনা ও ভাববৈচিত্র্য পাই, ঠিক তাহা পাই তাঁহার রচনার মধ্যে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এত অল্প যে তাহা নাই বলিলেও চলে। অতএব তাঁহার লেখা এবং ভাবধারাও পুরাতনী। বাংলা গল্পরচনায় তাঁহার প্রতিভা সামান্য। তাঁহার রসিকতার মধ্যে পাই ব্যঙ্গোক্তি ও বিরক্তিকর তীব্রতা; তেমন সরসতা ও নিবিকারচিত্ততা উহাতে নাই। বুদ্ধাদর্শ তাঁহার মানসচক্ষে সব চেয়ে উজ্জ্বল হইলেও তিনি বৌদ্ধ-চিন্তাকে অপর ভাবধারা হইতে সর্বক্ষেত্রে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। কাজেই প্রগতির ধারায় এ সকল অভাব ও ত্রুটি পূরণের জন্ত অপর লেখক, কবি ও সাহিত্যিকের প্রয়োজন ছিল। সেই সন্ধিক্ষণে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে উদ্ভিত হইলেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছদী।

বীরেন্দ্র দামার যুগকে বলা যাইতে পারে বাংলার বৌদ্ধসাহিত্যের এক নবযুগ। তিনি তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে রচনাপটুতার জন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তখনকার চট্টগ্রাম কলেজ ও কলেজাধীন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল-প্রমুখ শিক্ষকগণের চরিত্রবিচারে। যদিও পূজনীয় শিক্ষকগণের চরিত্রবিচারজনিত অপরাধের জন্ত তিনি পরজীবনে লঙ্ঘিত, তথাপি ইহাই

তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা বলিয়া তাঁহারই অনুমতিক্রমে বিনীতভাবে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ১৮৯৬ সালে লিখিয়াছেন :—

“এ কে সেন লার্ণেড ম্যান বাক্যবাণ বিষম,
এস্ কে রায় ফিস্ফিসায় ভীকৃতায় পরম।
রেবতীর মতি ধীর শাস্ত ভদ্র গন্তীর,
বেণী ব্রাহ্ম মৈত্রী সাম্য স্বাধীনতা লাভার।
বি কে মিত্র কৃষ্ণগাত্র অকৃশাস্ত্রে নিপুণ,
উমাকান্ত অতি শাস্ত বয়সেও প্রাচীন।
পি লঙ্কর ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে অল্লোতে,
কে কে চক্ৰ কুজ বক্র ঘৃণা জাগে ভেটকিতে।
কৃষ্ণদাস বারমাস রোগারোগা চেহারা,
পূর্ণ দন্ত নিয়োজিত সপ্তমেতে তাহার।
দুর্গাদাস অভ্যুচ্চাশ বিনয়ের আগার,
আমিরালী একা খালি মোস্লেম মাষ্টার।”

তাঁহার রচিত ‘আমার সংকল্প’, ‘বাসনা’ ও ‘জীবন’ শীর্ষক চারিটি কবিতা আমি পড়িয়াছি। চারিটিই জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকার ১ম ও ২য় ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি ‘জীবন’ নামীয় দুইটি চতুর্দশপদী কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনই প্রথম চতুর্দশপদী কবিতার রচয়িতা। বীরেন্দ্র দাদার বিষয়-বস্তু মাইকেল হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রথম কবিতায় আছে বৌদ্ধ সন্ততির সত্যতা, যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনধারার অর্থ ও পরিণতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় কবিতায় আছে মানবজীবন ও চরিত্রের বিকাশ পদের উপমা। এই উপমা ও উদ্দিষ্ট স্তনের ভাবটি বুদ্ধের উপদেশে স্থলভ হইলেও, কবিতায় তাঁহার প্রকাশভঙ্গী ও বর্ণনারীতি নূতন ও হৃদয়গ্রাহী।

জীবন

(১)

দৃষ্টির সীমান্তে হেথা সুনীল গগন
ঢলিয়া পড়েছে নীল আকাশের গায়।
এথা শিলাময় তীরে শিলাময় শৈল
ধরি দেবীমূর্তি বুকে কিবা শোভা পায়।
সে দিগন্ত কোল হ’তে শক্তি হুজুয়ে
তরঙ্গের মাঝ দিয়া তরঙ্গ আকারে,
উঠিয়া মিলিয়া পুনঃ মিলিয়া উঠিয়া
আসিছে মিলিছে এই শৈলময় তীরে—

কহিয়ে আমারে,—যেন বুঝি মনোভাব,
 “জীবন এমন তব জীবন এমন,
 মোহ চক্রবাল হ’তে লভিয়া জনম,
 এই তরঙ্গের মত উঠিয়া পড়িয়া
 চলিয়াছে অবিরাম, বহু জন্ম পরে
 আপনি মিলিয়া যাবে নিকরানের তীরে।”

(২)

সর্বোপরে পঙ্কমাঞ্জে লভিয়া জন্ম
 যেমন পঙ্কজ ওই ধীরে ধীরে ধীরে
 শিকড়, মৃণাল, পত্র, পাপড়ি, কোরক
 একে একে স্তম্ভপূর্ণে করিয়া সঞ্চয়,
 নিরমল বারিবাশি করি অতিক্রম,
 উদার আলোক-রাজ্যে, উন্মুক্ত অনিলে
 ফুটাইয়া আপনারে বিতরে স্ববাস
 চারিদিকে, ধরি হৃদে উষার শিশির,
 তেমনি জীবন অবিচার অঙ্ককারে
 লভিয়া জন্ম, সাধু কৰ্মে সাধু কৰ্ম
 করিয়া যোজনা অপ্রমত্তে, দিনে দিনে,
 বিকাশি আপনা জ্ঞানালোকে প্রেমানিলে।
 করে দয়া রিতরণ ভুলিয়া আপনা,
 নিরন্তর রাখি হৃদে অহিংসা করুণা।

তাঁহার পূর্বে ও পরে এবং সমসময়ে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে গল্প প্রবন্ধ ও বই লিখিয়াছেন, কিন্তু এ জাতীয় রচনা সাহিত্যে স্থান পায় না। উদাহরণ স্বলে, খুল্লমাতামহ কালীকির মূচ্ছদী গল্পে বহু সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা নিস্তরঙ্গ, উহাতে রচনা-বৈশিষ্ট্য নাই। বীরেন্দ্র দাদা “বৌদ্ধবন্ধু” ও “জগজ্জ্যোতিঃ” পত্রিকায় কয়েকটি গল্প প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন। তাঁহার তিনটি রচনা প্রসিদ্ধ, যথা, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-সমিতির এক বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, এবং “স্বর্ণ মন্দির” ও “সর্ব ধর্ম অনাত্মা” শীর্ষক প্রবন্ধ। উক্ত অভিভাষণ সম্বন্ধে “দীপমতি” পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বড়ুয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই : “ইহার ভাষা আড়ম্বরহীন, স্বচ্ছ, প্রবাহমানা ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট; এ রচনা-প্রণালী সুন্দর, বিশুদ্ধ ও মধ্যাদাসম্পন্ন; বর্ণনাত্মক নিতান্ত আধুনিক; সর্বোপরি সাজাইবার সুন্দর কৌশল ইহাতে আছে। অতি অল্প-সংখ্যক লোকই এই গুণের অধিকারী।” এই সুচিন্তিত মন্তব্যের অল্পকালে বীরেন্দ্র দাদার “স্বর্ণ

মন্দির" সন্দর্ভের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি ইহার উপসংহার অংশে লিখিয়াছেন : “মন তখন লোভহীন, ঘেঘনহীন, জ্ঞানময় হইয়া উঠে। বাহ্য ঘটনা তখন আর তাহাকে হেলাইতে পারে না। মন বুঝিয়াছে, সমুদয় অনিত্য, কাহার প্রতি লোভ করিব, সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছে,—আর ঘেঘ করিয়া কাজ নাই। অসত্যে মোহিত হইব না। দুঃখময় সংসারের দুঃখ লাঘব করিব, সকলকেই দয়ার শীতল ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিব। এইরূপে সমস্ত দিনের সমস্ত চিন্তা জুড়াইয়া আর একটা নিত্য সত্য শাস্তিরাজ্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, সাধু-জীবন, প্রেম-জীবন যাপনের নিমিত্ত নবীন বঙ্গ সঞ্চয় করিয়া আরো ভালবাসিবার জন্ত, আরো জীবিত করিবার জন্ত বৌদ্ধ নরনারী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পুণ্যমুষ্টি স্বর্ষ মন্দিরের পুণ্যময় ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, জীবনের” এক পুণ্যময় মুহূর্ত্তে এই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার প্রাণও গাহিতে পারিয়াছিল :—

উঠ—এস ভাই ; এখা নাহি উঠে ধূলা,

ফুলবাগ বহিছে স্নন্দর ;

জীবন হইবে তব আনন্দের মেলা

শাস্তিময়ী প্রেমের নির্ঝর।”

রেবতী কাকার অভিমত অনুযায়ী আরও দুইটি গল্পরচনা পাই ঐ সময়ে গগন কাকার দুইটি ছোট লেখাতে। দুইটিই “জগজ্জ্যোতিঃ” পত্রিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়। একটীর নাম “কি লিখিব ছাই ভস্ম”; দ্বিতীয়টি “বুড়দাদার পত্র”। প্রথমটির শেষভাগে কাকা লিখিয়াছেন : “যে ভাষায় ভাষ্য লিখিয়া বুদ্ধঘোষ অমর কীৰ্ত্তি লাভ করিয়াছেন, যাহা মহাজন-বাক্য বলিয়া অচিত্ত হইত, এখন তাহা মৃতভাষা। সেই দেবভাষা আজ উচ্চমূল্যে খেতবীপ হইতে ক্রীত হইয়া থাকে। তাই বলি, আজ ভারত অন্তরতলে সেই ভস্মরাশি রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গৌরব পৃথিবীব্যাপ্ত। সেই ভস্মরাশির কিয়দংশ চিরমলয়ানিলসঙ্গাত সিংহল-দ্বীপে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাও একটি পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া আছে। রক্ততণ্ড্র রাজনিকতন হইতে এই ভস্মরাশি বক্ষে করিয়া রাজপুত্র মহেন্দ্র ও রাজকন্যা সংঘমিত্রা উর্মিমালা অতিক্রম করিয়া এই রম্যদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও মহাবংশ উজ্জ্বল অক্ষরে গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

“যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই,

পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।”

বীরেন্দ্র দাদার গল্পপত্র সকল রচনাই বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে। যদিও ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তিনি বৌদ্ধগণ্ডী ছাড়াইয়া বিশেষ কিছুই লিখিতে যান নাই। এই সংকীর্ণ গণ্ডী পরিহারের পথে কালীকঙ্কর মুচ্ছদী-লিখিত “চট্টল উল্লাস” এবং মতিলাল দাদার কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুণ্ডানন্দ সামী মতিলাল দাদার পরিচয়গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি-উন্মেষের মূলে ছিল একদিকে পিতৃ-শুণ এবং অপর দিকে বীরেন্দ্র দাদার ছোট ভাই রাজেন্দ্রলাল মুচ্ছদীর সহিত প্রতিযোগিতা।

আমরা পূর্বে তাঁহার ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য “শীলরক্ষিতে”র বিষয় আলোচনা করিয়াছি, যাহার উপাখ্যান-অংশ তিনি শীলকবানী কবিরাজ ঝনগেন্দ্রলাল বড়ুয়ার “বৌদ্ধ কাহিনীসংগ্রাহ” হইতে পাইয়াছিলেন। ইহার একটা উক্তি হৃদয়স্পর্শী :—

“যেমন সবার প্রাণ উহারো তেমন।

যেই প্রাণ দিতে নারি, কেমনে কাড়িয়ে

স্বেচ্ছায় লইব তাহা, বলুন রাজনু!”

তাঁহার রচিত কবিতাগুলি সমস্তই “নবীন সেনী”। “অবকাশরঞ্জিনী”র নামের সঙ্গে মিলাইয়াই তিনি তাঁহার কবিতাসংগ্রহের নামকরণ করিয়াছিলেন “অবসরতোষিনী”। ইহার মাত্র একটা কবিতা আমার ভাল লাগিয়াছে,—‘উদ্যান ভ্রমণ, প্রথম দিবস ও দ্বিতীয় দিবস’। কবি-কল্পনার সাথে প্রকৃতির সকল বস্তু ও জীব নিরীক্ষণ করিয়া সকলের মধ্যে সৌন্দর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় দেখিয়াছিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া “ব্রহ্মসুন্দরী” নামে এক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। ইহার প্রারম্ভে তিনি বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিলেন, যাহাতে ব্রহ্মদেশের নরনারীর বাভিচার ও কুংসিত জীবন বর্ণনা করিয়া ঐ বিষয়ে দেশবাসীকে সাবধান করিতে পারেন। ইহাতে বাণী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই এবং তাঁহার প্রথম সর্গ শেষ না হইতেই তাঁহার কাব্যরচনা বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মজাতির সব কিছূতে কুংসিতদর্শী “ব্রহ্মসুন্দরী”র ১ম সর্গের রচয়িতা ‘উদ্যান ভ্রমণে’ প্রকৃতির সর্বত্র সৌন্দর্যদর্শী কবির প্রেমমুগ্ধি মাত্র।

তাঁহার পরে বাংলার বৌদ্ধসমাজে দুই একজন সামান্য সামান্য কবি দেখা দিলেন, যাহাদের প্রতিভার বিকাশ হইতে পারিল না পরমাযুর অভাবে। আমরা তাঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ এবং অপর বিষয়ের প্রতি সম অধুরাগ দেখি। আমার জানিত দুই জন বৌদ্ধকবি এই নূতন পথের পথিক, প্রথম, আবদুল্লাপুরবাসী হরিশ্চন্দ্র বড়ুয়া, যাহার রচিত কতকগুলি কবিতা “বৌদ্ধবন্ধু”তে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়, সাতবাড়িয়াবাসী সহপাঠী বিমলবিনোদ বড়ুয়া, যাহার ‘উচ্ছ্বাস’, ‘ভিক্ষুগণের প্রতি’, ‘জীবন সংগীত’, ‘বর্ষকথা’, ‘বুদ্ধত্ব’, ‘আশা’ ইত্যাদি নানা বিষয়ে রচিত ছোট বড় কবিতাগুলি “জগজ্জ্যোতিঃ” পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অত্যাগ বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়া থাকিলেও, বিমলবিনোদের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য যে, তাঁহার বৌদ্ধ-বিষয়ক ‘বুদ্ধত্ব’ কবিতাটাই সর্বোৎকৃষ্ট :—

“শাস্ত-স্নিগ্ধ-তরুণায়ে দাঁড়ায় আপনহারা—

গভীর ভাবনাবশে আধেক নয়ন মুদ্রি’

চিস্তিল যুবক যোগী—কেন ব্যাধি, মৃত্যু, জরা,

এ অনন্ত জগতের কোথা অন্ত কোথা আদি?”

মহিম দাদার (শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রডুয়া), বেবতী কাকার, আমার এবং অপূর্বরঞ্জনর বি-এ ও এম-এ পাশের দিন হইতে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য যুগের সৃষ্টি হয়, যাহার বর্তমান উচ্ছ্বল অধ্যায়ে শিক্ষিত বৌদ্ধদের অনেকেই বহিমুখী। পূর্ব ও পরের

মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে পূর্ব প্রিয় ছাত্র ও আত্মীয় শীশকনিবাসী কবি ও লেখক শ্রীমান্ মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া, এম্-এ। “সিদ্ধার্থের সাধনা”, “কল্পণা”, “মিন্টির স্বপ্ন” (তরুণ বৌদ্ধ), “জুমিয়া সঙ্গীত”, “রবিকল্যাণ—রবীন্দ্রনাথের প্রতি”, “ধর্মশব্দ হইতে অনুবাদ” (দেশ), “নারীর আবরণ”, “অঙ্গুলিমালা”, “অঙ্ককাশী”, “অনোমা”, “ভিক্ষু”, “লীলাময়ী”, “রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণে”, “বুদ্ধের জীবনের কয়েকটা ঘটনা”, “কালি ও কলম” (সংঘ-শক্তি) পথ” ও “শেষ দীক্ষা” (বঙ্গশ্রী) তাহার রচিত কবিতাবলী। “অকৃতজ্ঞ” (তরুণ বৌদ্ধ) “মহাস্থবির কালীকুমার” ও “বৌদ্ধগার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ” (সংঘ-শক্তি), “নাট্যাচার্য অমৃতলাল” (শ্রামবাজার এ-ভি-স্কুল মাগাজিন) এবং “বুদ্ধবর্ণিত স্বাধীন জাতির আদর্শ” (দেশ) তাহার গল্প রচনাবলী। বীবেক দাদা ও গগন কাকার গল্পের সম্ভবিস্বরূপে তাহার “অমৃতলাল” প্রবন্ধ পাঠ ;—

“মাহুষের স্বভাবধর্ম অনুভূতিই প্রধান। যাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার হৃদয়ে ঔদার্য ও প্রসারতা মোটেই স্থান পায় না। অনুভূতি না থাকিলে মাহুষ অপরের হৃদয় জয় করিতে পারে না। সেই জন্ত যাহারা নির্মল, কঠোর, সহানুভূতি বা সমবেদনা যাহাদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তাহারা বাস্তবিকই এ পৃথিবীতে বড়ই একা ও দীন।”

আবুরবিলাসী শ্রীমান্ শশাঙ্কবিমল বড়ুয়া স্বগ্রামের পথ-প্রদর্শকত্রয়কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন : “হে চিরজীবিত, চির অমর দার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র, পণ্ডিত ধর্মরাজ ও কবির সর্বানন্দ ! তোমরা আমাদের লহ লহ প্রণাম, লহ অভিবাदन, লহ হৃদয়ের অর্ঘ্য, অন্তরের প্রীতি, প্রাণের কুসুম ও নয়নাশ্রম অঞ্জলি ।.....লক্ষা-বিজয়ী রাবণজয়ী রামচন্দ্র অপেক্ষা জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী তৃষ্ণাজয়ী রামচন্দ্র হীন কিসে ? সংগ্রামে সহস্র সহস্র সৈন্যকে জয় করার চেয়ে নিজকে নিজে জয় করা শ্রেয় নহে কি ? সত্যতত্ত্বী ধর্মরাজ যুদ্ধিষ্ঠির অপেক্ষা প্রাণী ইত্যাদি পাপবিরত সর্ববিষয়ে সংঘত সত্যতত্ত্বী ধর্মরাজের স্থান নীচে হইবে কেন ? সর্দানন্দ সর্বানন্দ অপেক্ষা দিব্যালোকবিহারী দিব্যানন্দপ্রচারী কবি সর্বানন্দ ও বা কম কিসে ?” নবযুগের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সমাজে সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টাগুলিকে প্রধানতঃ ছয়টি ধারায় বিভক্ত করা চলে, যথা, (১) গল্প ও পদ্য অনুবাদ, (২) অপর গ্রন্থের সংক্ষেপ কিম্বা বিস্তার, (৩) সংগ্রহ, (৪) বিবিধ ব্যাখ্যা ও সম্বর্ত, (৫) প্রতিবাদ ও সমালোচনা এবং (৬) মৌলিক রচনা। মাতুল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুন্সুন্দির “জাপানী বৌদ্ধসম্প্রদায়”, শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবিরের “মিলিন্দ প্রশ্ন” ও “স্থবির গাথা”, ৮জ্যোতিপাল ভিক্ষুর “উদান”, শ্রীমৎ মুণীন্দ্রপ্রিয় (প্রজ্ঞানন্দ) ভিক্ষুর “মহাবর্গ”, শ্রীমৎ বংশদোপ মহাস্থবিরের “কচ্ছায়ন”, “বালাবতার” ও “প্রাতিমোক্ষ”, শ্রীমৎ আর্দ্রবংশ ভিক্ষুর “সুবোধালঙ্কার” এবং শ্রীমৎ বিজ্ঞানন্দ মহাস্থবিরের “ভক্তি শতক” প্রথম ধারার অন্তর্গত। শ্রীমৎ ধর্মতিলক ভিক্ষুর “সারসংগ্রহ” ও “কায়বিজ্ঞান” এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোকস্থবির-কৃত “গৃহিকর্তব্য”, “ভিক্ষুকর্তব্য”, “দানমঞ্জরী” ও “ধর্ম সংহিতা” প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত। ৮কবিশ্বজ্ঞ গুণালঙ্কারের “ধর্মপ্রসঙ্গ”, ৮কালীকুমার মহাস্থবিরের

“চন্দ্রকুমার জাতক”, কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু বড়ুয়ার “নাগলীলা” এবং শ্রীমান্ বিমলানন্দ ভিক্ষুর “বেশস্তর” প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর “বুদ্ধের অভিযান”, শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের “প্রজ্ঞাভাবনা”, শ্রীযুক্ত স্ববলচন্দ্র বড়ুয়ার “শাস্তিপদ” ও “প্রজ্ঞাদর্শন”, রাউজাননিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার “নামরূপ”, ঔষনজয় বড়ুয়ার “কর্মফল” এবং শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের “পালি প্রবেশ” প্রভৃতি চতুর্থ ধারার সহিত যুক্ত। “নারায়ণ” পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় ঔহরপ্রসাদ শাস্ত্রী-লিখিত “বৌদ্ধধর্ম” শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ (বড়ুমামা ঔদক্ষিণারঞ্জন মুংসুদ্দি-লিখিত) এবং “শনিবারের চিঠি”তে রায় বাহাদুর ঔদীনেশচন্দ্র সেনের “শ্রামল ও কচ্ছল” গল্প বইয়ের সমালোচনা পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। বাগ্মী ঔস্বরেন্দ্রলাল মুচ্ছকী-রচিত বৌদ্ধ-নাটিকা, শ্রীমান্ (অধুনা অধ্যাপক) স্বরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া-রচিত “পরশমণি” নামক ছোট নাটক, মোক্তার শ্রীযুক্ত কিরণবিকাশ মুংসুদ্দি-প্রণীত “বেসুসস্তর” নাটক ও কবিতা, পণ্ডিত ঔঅনন্তকুমার বড়ুয়া-রচিত “সম্বোধি” শীর্ষক কবিতাটি, শ্রীযুক্ত বহুভূতি মুংসুদ্দী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া বি-এল, ঔনিবারণচন্দ্র বড়ুয়া বি-এ এবং মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চৌধুরী-রচিত বিবিধ কবিতা, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুংসুদ্দির “মাতৃপূজা ও মানবধর্ম”, পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিত্তাবিনোদের “অঙ্কের দৃষ্টি” এবং জ্যোতির্খালার (শ্রীমতী জ্যোতির্খয়ী রায় চৌধুরী) “সঙ্কানে”, “বিলাত দেশটা মাটির” ও ‘শকুন্তলার স্বপ্ন’ এই তিনটি উপগ্রাস পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। বিত্তাবিনোদের “অঙ্কের দৃষ্টি” বস্তুতঃ তাঁহার আত্মজীবনী, ইহাতে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য অতি অল্প। জ্যোতির্খালার কবিতাগুলির কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী যেমন সুন্দর, ভাবগুলি তেমনই অস্পষ্ট।

যদি বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ-অবদান প্রগতির ধারা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রত্যেক গুণীর গুণের সঙ্গে সঙ্গে দোষও প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহার কৈফিয়ৎ জীবনারম্ভেই ত সাদির “দিশ্ফলার” কবিতার “অধ্যয়ন” শীর্ষক অল্পবাদে দিয়া রাখিয়াছি :—

“অতীতের সহবাসে যাপি এ জীবন

যখন যে দিকে চাই

কেবল দেখিতে পাই

প্রাচীনের গতপ্রাণ সাধু মহাজন।”

“তাঁহাদের লয়ে মম কল্পনা চিস্তন

বহুকালগত ভবে করি বিচরণ ;

তাঁহাদের গুণে ভজি,

কেবল দোষেরে ভাজি,

আশা ভয় সকলই তাঁদের মতন।”

আমার এই সামান্য বিবৃতিতে হয় ত বহু কৃতী কবি, ধার্মিক, সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করি নাই। সে অপরাধ আমার অনিচ্ছাকৃত। এ ক্ষেত্রে আমার কৈফিয়ৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

“বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ।
 দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
 মাহুঘের কত কীৰ্ত্তি, কত নদী গিরি সিদ্ধ মরু,
 কত না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
 রয়ে গেল অগোচরে । বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
 মন মোর ছুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তার এক কোণ ।
 সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
 অক্ষয়—উৎসাহে—
 যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
 কুড়াইয়া আনি ।
 জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
 পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে ।”

বাংলার মুষ্টিমেয়, দুঃখদৈন্তগ্রস্ত ও অসহায় বৌদ্ধগণ গত একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে । তাঁহাদের পশ্চাতে এক দীর্ঘ অর্ধসংস্কৃতির অবদান না থাকিলে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ । যদি তাঁহাদের মধ্যে খুব বড় কবি, লেখক, সাহিত্যিক কিম্বা দার্শনিক না জন্মাইয়া থাকেন, তাহাতে লক্ষিত হইবার কিছু নাই, কারণ, সারা বাংলায়, ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতেও বা এই সকল গুণীব্যক্তি সংখ্যায় কয়জন ! “আমরা এ ভাবে যাত্রা করিয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের চলার পথ শেষ হয় নাই । এবং কখনও শেষ হইবে না, আমরা চলিতেই থাকিব ধীর মন্থর গতিতে, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও চিন্তার নব নব আদর্শরূপ রচনা করিতে করিতে”—এই ভাবটা সত্যত স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলেই বাংলার বৌদ্ধগণের তথা আর সকলের প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকিবে ।*

* ১৯৩৬ইং বার্ষিক আবুখিল গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখা কর্তৃক আহৃত বিশেষ অধিবেশনে গঠিত সভাপতির অভিভাষণ ।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

অমৃতলাল বসু

জন্ম : ১৭ এপ্রিল ১৮৫৩ মৃত্যু : ২ জুলাই ১৯২৯

১। হীরকচূর্ণ নাটক। ১৯৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম “By an Actor” ছিল।

২। চোরের উপর বাটপাড়ি (প্রহসন)। ১৯৮৩ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৭৬)।

পৃ. ৩৪।...গ্রেট থ্যাশনাল ১৮৭৫।

৩। ভিলতর্পণ। (৪ জাহুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩

৪। ব্রজলীলা (নাট্যরাসক)। ১৯৮২ সাল (৫০ নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩।

৫। ডিস্মিশ (প্রহসন)। ১৯৮২ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ৩১।...বেঙ্গল ১৯৮২।

৬। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে। ইং ১৮৮৪ (৭)...টার ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪।

১৮০৪ সালে ‘ব্রজলীলা’ ও ‘চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে’ একত্রে প্রকাশিত হয়।

৭। বিবাহ বিভ্রাট। ১৯২১ সাল (২ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৯।...টার ১৯২১।

৮। নিমাইচাঁদ (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৪।

৯। ভাজ্জব ব্যাপার (গীতিরঙ্গ)। ১৯২৭ সাল (২ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ৩০।

১০। ভুরুবালা (সামাজিক নাটক)। ১৯২৭ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭।

...টার।

১১। বিলাপ ! বা বিজ্ঞানগণের স্বর্গে আবাহন। ১৯২৮ সাল (২২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ.

২৬।...টার ৬ ভাদ্র ১৯২৮।

১২। রাজা বাহাদুর (সং—রং)। ১৯২৮ সাল (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮।...টার বড়দিন

১৮৯১।

১৩। কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা। ১৯২৯ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।...টার

১১ পৌষ ১৯২৯।

১৪। বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত (পারিবারিক নাটক)। ১৯০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ.

১৫১।...টার ১১ ভাদ্র ১৯০০।

১৫। বাবু (সামাজিক নক্সা)। ১৯০০ সাল (২৭ জাহুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ২১।...টার

১৮ পৌষ ১৯০০।

১৬। একাকার। ১৯০১ সাল (১৯ জাহুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ২৫।...টার ১১ পৌষ ১৯০১।

- ১৭। বৌ-মা (সামাজিক নক্সা)। ২৫ পৌষ ১৩০৩ (১১ জাহুয়ারি ১৮২৭)। পৃ. ১০০।
...টার ১১ পৌষ ১৩০৩।
- ১৮। অবলা বল (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮২৭)। পৃ. ১২৫
- ১৯। চকলা (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮২৭)। পৃ. ১৬২।
- ২০। গ্রাম্য-বিভাট (সামাজিক নক্সা)। মাঘ ১৩০৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৮)। পৃ.
১১৬।...টার ১৮ পৌষ ১৩০৪।
- ২১। হরিশ্চন্দ্র (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৬ সাল (ইং ১৮২৯)।
- ২২। সাবাস আটাশ (নক্সা)। আশ্বিন ১৩০৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১২০০)। পৃ. ৬৫।
...টার ৭ আশ্বিন ১৩০৬।
- ২৩। কুপণের ধন (প্রমোদ-প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (২ জুন ১২০০)। পৃ. ৮০।...টার
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।
- ২৪। আদর্শ-বন্ধু (নাটক)। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট ১২০০)। পৃ. ২১৪।...টার
১৬ বৈশাখ ১৩০৭।
- ২৫। যাদুকরী (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ জাহুয়ারি ১২০১)। পৃ. ৭৮।...টার
১০ পৌষ ১৩০৭।
- ২৬। বৈজয়ন্ত-বাস। মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১২০১)। পৃ. ১৭।...টার।
মহারাজী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গ-গমন উপলক্ষে লিখিত।
- ২৭। নবজীবন (মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছাসপূর্ণ একাক্ষ নাট্যলীলা)। ১৩০৮ সাল
(২৫ মার্চ ১২০২)। পৃ. ৩৫।...টার ১ জাহুয়ারি ১২০২।
- ২৮। অবতার (প্র-পর-অপ-সং-হসন)। মাঘ ১৩০৮ (২ এপ্রিল ১২০১)। পৃ. ২০ + ১।
...টার ২৫ ডিসেম্বর ১২০১।
- ২৯। অমৃত-মদিরা (কবিতা)। কার্তিক ১৩১০ (২০ অক্টোবর ১২০৩)। পৃ. ২২০।
- ৩০। সাবাস বাজালী (সামাজিক নক্সা)। ১৩১২ সাল (২৮ জাহুয়ারি ১২০৬)।
পৃ. ৬২।...টার ১০ পৌষ ১৩১২।
- ৩১। খাস-দখল (নাট্যলীলা)। ? (২৮ এপ্রিল ১২১২)। পৃ. ১৪৩।...টার ১৭ চৈত্র
১৩১৮।
- ৩২। নব-যৌবন (নাটিকা)। ? (১৫ ফেব্রুয়ারি ১২১৪)। পৃ. ২১১।...মিনার্ভা
২০ ডিসেম্বর ১২১৭।
- ৩৩। বিষবৃক্ষ (নাট্য-রূপ)। ? (২৩ মার্চ ১২২৫)। পৃ. ১২১।
- ৩৪। চন্দ্রশেখর (নাট্য-রূপ)। ? (১৫ সেপ্টেম্বর ১২২৫)। পৃ. ১৭২।
- ৩৫। রাজসিংহ (নাট্য রূপ)। ? (১৮ মে ১২২৬)। পৃ. ১৮৮।
- ৩৬। কৌতুক-যৌতুক (নক্সা ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল (১২ জুন ১২২৬)। পৃ. ২৫৬।

হুচী :— আমের ধুমধাম, পতিত ভাস্কর, কৌলিক দুর্গোৎসব, শারদা-মঙ্গল, বোদ-দা, বিজ্ঞা “অমূল্য ধন”, বৃন্দার আনন্দ, মাতৃভক্তি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, বিশ্বকর্মা পূজা, কবির ভাব এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, যষ্টির প্রভাত, প্রতাপের গল্প, উমাকান্তের গল্প, গো-গোল-যোগ, ইলিশ, নলের নব কলেবর, বিষম সমস্তা, আগমনী, থিয়েটারের পিছু, প্রেমের আবেগ।

৩৭। ব্যাপিকী-বিদ্যাক্ষ (প্রমোদ-প্রহসন)। ১ (ইং ১৯২৬)। পৃ. ৮২।...মিনার্ভা
২৫ আষাঢ় ১৩৩৩।

৩৮। দ্বন্দ্ব মাতনম্ (হান্তোৎসব)। কার্তিক ১৩৩৩ (১৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ৫০।...
ষ্টার ২৪ কার্তিক ১৩৩৩।

৩৯। বাজসেনী (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ. ১৭৬।...মিনার্ভা ২২
বৈশাখ ১৩৩৫।

পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়। আশ্বিন ১৩৩০ (ইং ১৯২৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ সালে অমৃতলাল কর্তৃক বিবৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অমৃত-গ্রন্থাবলী, ১—৪ ভাগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১।

অমৃতলালের জীবিতকালে বহুমতী কার্যালয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক ‘সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন’ প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা (‘শনিবারের চিঠি’, আশ্বিন ১৩৫২ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত ‘সম্মতি-সঙ্কট’, বিরাট বৃহস্পতি, বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই; এগুলি কোন-না-কোন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্মতি-সঙ্কট দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত ‘মজলিস’ পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত : ‘বীণার ঝঙ্কার’, সচিত্র (নির্ধাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি)। ১৩১৯ ত্রীপঞ্চমী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

অমৃতলালের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি বহু রচনা ‘বিভা’ (১২৯৪), ‘অল্পসঙ্কান’ (১৩০১), ‘চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ’ (১৩০১), ‘ভারতী’ (১৩১২, ১৩৫০, ১৩৩২), ‘নাট্য-মন্দির’ (১৩১৭, ১৩১৯-২০), ‘বঙ্গবাণী’ (১৩২৯, ১৩৩১-৩২), ‘সচিত্র শিশির’ (১৩৩১-৩৩) ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ (১৩২৩), ‘মাসিক বহুমতী’ (১৩২৯-৩৬), ‘বার্ষিক বহুমতী’ (১৩৩২-৩৪) প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; ইহার অনেকগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৮৭৬ মৃত্যু : ৬ জানুয়ারি ১৯১৬

- ১। **উষা** (গীতি-নাট্য)। ৭ (১ মার্চ ১৮৯৩)। পৃ. ৬২।
কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। 'উষা' 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।
- ২। **মানকুঞ্জ** (গীতিনাট্য)। ১৩০০ সাল (১১ এপ্রিল ১৮৯৪)। পৃ. ২৭
অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি।
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই গীতি-নাট্যখানি 'শ্রীরাধা' নামে প্রকাশিত হয়।
- ৩। **কাজের ষড়ম্বর** (বড়দিনের পঞ্চরং)। ইং ১৮৯৮ (১৫ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫০।
...ক্লাসিক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭।
- ৪। **নির্ম্মলা** (গীতিকাব্য)। চৈত্র ১৩০৫ (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ১৩৮।
...ক্লাসিক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮।
- ৫। **শ্রীকৃষ্ণ** (গীতিনাট্য)। ভাদ্র ১৩০৬ (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ৪৬।
...ক্লাসিক থিয়েটার ২৬ আগষ্ট ১৮৯৯।
সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি পুস্তকালয়ে ইহার এক খণ্ড আছে।
- ৬। **মজা** (সামাজিক নক্সা)। ১৩০৬ সাল (৩ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৭৪।
...ক্লাসিক ১ জানুয়ারি ১৯০০।
- ৭। **কটিক জল** (নাটিকা)। ইং ১৯০২ (৭)।...ক্লাসিক ১২ এপ্রিল ১৯০২।
- ৮। **শ্রীরাধা** (গীতি-নাট্য)। ১৩১১ সাল (২ জুন ১৯০৪)। পৃ. ২৭।...ক্লাসিক ১০ জুলাই ১৯০৪।
ইহা 'মানকুঞ্জ' গীতিনাট্যের নামান্তর।
- ৯। **শিবরাত্রি** (পৌরাণিক গীতি-নাটিকা)। ১৩১১ সাল (১০ মার্চ ১৯০৫)। পৃ. ২৪।
...ক্লাসিক ৪ মার্চ ১৯০৫।
- ১০। **ঘুমু** (নক্সা)। ৭ (২০ মে ১৯০৫)। পৃ. ৩৪।...গ্রাণ্ড থিয়েটার ২০ মে ১৯০৫।
- ১১। **বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা Partition of Bengal** (নাট্যরূপক)। ৭ (১২ আগষ্ট ১৯০৫)। পৃ. ৭।...গ্রাণ্ড থিয়েটার ৯ আগষ্ট ১৯০৫।*
- ১২। **প্রণয় না বিষণ্ণ** (নাটক)। ইং ১৯০৫ (৭)। পৃ. ৬৩।...ক্লাসিক থিয়েটার ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৫।

* এই পুস্তিকার মলাট বা আখ্যাপত্রে প্রকাশ :—“২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ বুধবার গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।” ‘রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ’ পুস্তকে (পৃ. ৫৪৬) এই রূপকের প্রথম অভিনয়কাল ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

ইহার আখ্যানভাগ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয়-পরিণাম' উপন্যাস হইতে গৃহীত।
আখ্যাপঞ্জীহীন এক খণ্ড 'প্রণয় না বিষ?' শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ-সংগ্রহে দেখিয়াছি।
নাটকখানি অমর-গ্রন্থাবলীতে স্থান লাভ করে নাই।

১৩। এল যুবরাজ (রূপক)। ইং ১৯০৫ (৭)।...ক্লাসিক ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৫।

১৪। দলিতা-ফণিনী (নাটিকা)। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ (৭ মে ১৯০৮)। পৃ. ১২৩।...

মিনার্ভা ৩০ নবেম্বর ১৯০৭।

১৫। কেয়া মজেন্দার (প্রমোদ রজন্যাট্য)। পৌষ ১৩১৫ (৮ জানুয়ারি ১৯০৯)।

পৃ. ৫৩।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৮।

১৬। আশা-কুহকিনী (ঐতিহাসিক নাটিকা)। পৌষ ১৩১৬ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০)।

পৃ. ৭২।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৯।

১৭। জীবনে-মরণে (নাটিকা)। ১৩১৮ সাল (২৪ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১০৮।...

গ্রেট থ্যাশনাল ১৭ জুন ১৯১১।

রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" গল্প অবলম্বনে রচিত।

১৮। অভিনেতৃ-কাহিনী (জীবনী)। ১৩২১ সাল (২০ জুন ১৯১৪)। পৃ. ১২৮।

এই সচিত্র জীবনী অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে গিরিশচন্দ্র, মনো-
মোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, ধর্মদাস শূর, তিনকড়ি, স্থানীলাবালা,
দানি বাবু প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে।

১৯। অভিনেত্রীর রূপ (উপন্যাস)। ? (২২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ২৫৪

২০। প্রেমের জেপ্লিন (রজন্যাট্য)। ? (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ৪৫।...

ষ্টার ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫।

[স্বত্বের পরে প্রকাশিত]

২১। কিস্মিস্ (রজন্যাট্য)। ১৩২৫ সাল (ইং ১৯১৮)। পৃ. ৪৮।...ষ্টার ৩ মে ১৯১৩।

২২। আদম্ (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ. ২৫।

ইহা প্রথমে "সমাজচিত্র" নামে 'সৌরভ' পত্রে (প্রাবণ-আশ্বিন ১৩০২) এবং পরে
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৩। ভ্রমর (নাটক)। ? (ইং ১৯৩২ ?)। পৃ. ১৪২।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ের নাট্য-রূপ।

২৪। ইন্দিরা ও কমলাকান্ত (নাট্যাকারে গ্রথিত)। ? (১ জুন ১৯৪০)।

পৃ. ১৫২

অমর-গ্রন্থাবলী :— ১৩০৯ সালে (১০ মে ১৯০২) প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে
অমরেন্দ্রনাথের 'দুটা প্রাণ' (গীতিনাট্য), 'ধিয়েটার' (প্রহসন), 'চাবুক' (প্রহসন), ও
'দোল-লীলার গীতাবলী' প্রথম মুদ্রিত হয়; এগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১৩১৩ সালে (জুলাই-আগষ্ট ১৯০৬) বহুমতী কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত অমর-

গ্রন্থাবলীতে ‘আদর’ (উপন্যাস) ও ‘হরিরাজ’ (ঐতিহাসিক নাটক) অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে। ‘হরিরাজ’ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর রচনা, ১৩০২ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ইহাকে অমরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একাধিক-বার-প্রকাশিত ‘অমর-গ্রন্থাবলী’র অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

বসুমতী-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরবর্তী একটি সংস্করণে অমরেন্দ্রনাথের ‘রোকশোধ’ ও ‘বড় ভালবাসি’ সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়াছে।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

শৈশব হইতেই অমরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতেন। ১৩০১ সালের মাঘ ও ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ‘জন্মভূমি’ পত্রে তাঁহার রচিত দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা জন্মভূমিতে স্থান পাইয়াছিল।

‘সৌরভ’।—রচনাধি প্রকাশের সুবিধার জন্য অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়া এবং নিজে সহকারী সম্পাদক হইয়া ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ‘সৌরভ’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, তিন সংখ্যা বাহির হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। ‘সৌরভে’ গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা ছাড়া, অমরেন্দ্রনাথের অনেক রচনা—প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, নকশা প্রভৃতি—স্থান পাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে আমরা এই তিন সংখ্যা ‘সৌরভ’ দেখিয়াছি।

‘নাট্য-মন্দির’।—১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাস হইতে অমরেন্দ্রনাথ ‘নাট্য-মন্দির’ নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। চতুর্থ বর্ষের (১৩২০ সাল) অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত তিনি এই পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের অর্ধাঙ্গকুল্যে দুইখানি সাপ্তাহিক নাট্য-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমখানি ‘রঙ্গালয়’, ১ম সংখ্যার তারিখ—১ মার্চ ১৯০১; দ্বিতীয়খানি ‘বিদ্যেটার’, প্রথম সংখ্যার তারিখ—১০ জুলাই ১৯১৪। এই উভয় পত্রেরই অমরেন্দ্রনাথের কোন কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

রেখ-মন্দিরের বিবর্তন

ত্রিনিশ্বলকুমার বসু

ওড়িয়ায় পুরী অথবা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গড়ন যে ধরণের, শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় তাহাকে রেখ-দেউল বলে। ফাগুসন ইহাকে ‘ইণ্ডো-এরিয়ান’ জাতীয় মন্দির বলিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইহাকে শিখর, নাগর বা কলিজ নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ষাঁহারা রেখ-মন্দিরের আকৃতিগত বিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অল্পসংখ্যার জ্ঞাত ঠাঁহারা প্রধানত একটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনী লিখিবার সময়ে যেমন তাঁহার জন্মের সন-তারিখ লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, এবং বংশ-পরিচয় দিতে হয়, রেখ-মন্দিরের ইতিহাসের সম্পর্কেও তেমনই অনেকে প্রথমে ইহার উদ্ভব কোথায় হইয়াছিল এবং কি করিয়া ইহার বর্তমান আকৃতি পাঁড়াইল, প্রথমে সেই সমস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অগণিত রেখ-দেউলের মধ্যে কয়েকটির গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। সকল ক্ষেত্রে যে মন্দির-নির্মাতা স্বীয় নামধাম খোদাই করিয়া দিয়াছেন, তাহা নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে মন্দির নির্মাণের পরে কোন ব্যক্তিবিশেষ হয় ত মন্দিরের সংস্কার করিয়া স্বীয় কীর্তির প্রমাণ স্বরূপ কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল শিলালিপি হইতে মন্দিরের প্রথম নির্মাণকাল না পাইলেও আমরা ইহা অন্তত কত দিনের পুরানো, তাহা জানিতে পারি। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ সন-তারিখ জানা মন্দিরগুলিকে পর পর সাজাইয়া, তাহাদের লক্ষণ বিচার করিয়া, কালবশে ক্রমশ মন্দিরের রূপে কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহু সাধকের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই উপায়ে আমাদের রেখ-মন্দিরের বিবর্তনের সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ফাগুসন, হাভেল, কুমারস্বামী, রাখালবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্সি ব্রাউন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কীর্তি আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন রমাপ্রসাদ চন্দ, স্টেলা ক্রামরিশ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সরসীকুমার সরস্বতী প্রভৃতি পণ্ডিতগণও উপরোক্ত গবেষণাপদ্ধতি অল্পসংখ্য করিয়া রেখ-মন্দিরের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে-সকল নূতন ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকটেও ঐতিহাসিকগণের ঋণ কম নয়।

১৯২২ সালে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় রত থাকিয়া ওড়িয়ায় ভ্রমণকালে রেখ-মন্দিরের সম্বন্ধে প্রথম আমার কৌতুহল জাগ্রত হয়। সেই সময়ে রেখ-মন্দিরের বিভিন্ন অংশের নাম কি, কেমন করিয়া তাহা গড়া হয়, অর্থাৎ মন্দিরের শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে জানিবার জন্ত আগ্রহ হয়। ফাগুসনের পুস্তক বহুসহকারে পড়িবার ফলে রেখ-মন্দিরের বিবর্তনের সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইলেও আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম, সে সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত সংবাদ পাই না। তখন যে পুস্তকে প্রথম রেখ-মন্দিরের বিষয়ে নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম, তাহা মনোমোহন

গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত Orissa and her Remains—Ancient and Medieval (1912)। সেই পুস্তকের সহায়তায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আমি ওড়িয়া শিল্পিগণের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্র এবং মন্দিরের তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি। ক্রমশ বৃদ্ধিতে পারি যে, রেখ-মন্দির শুধু ওড়িয়াতেই আবদ্ধ নয়, এমন কি, ইহার উদ্ভবও সম্ভবত এই প্রদেশে হয় নাই। কোথায় উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত বলা কঠিন হইলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন কাল হইতেই ওড়িয়ায় রেখ-মন্দির এক বিশেষ আকৃতি লাভ করিয়াছিল। সেই রূপের সহিত অপরাপর প্রদেশের রূপ তুলনা করিবার জ্ঞাতখন রেখ-মন্দিরের সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করি। ক্রমে ক্রমে বিহার ও ছোটনাগপুর, সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, বোম্বাই, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে নানাবিধ স্থানীয় লক্ষণবিশিষ্ট রেখ-মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।* কয়েকটি অঞ্চল আমার এখনও অদেখা আছে, যথা—গুজরাট, আলমোড়া, নেপাল, আসাম এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণাংশ। সেই সকল স্থানে পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইলে রেখ-মন্দিরের স্থানীয় বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান আরও পরিপূর্ণ হইবে। যাহাই হউক, ভারতের নানা স্থান পরিদর্শনকালে উপলব্ধি করিলাম যে, অসংখ্য রেখ-দেউলের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মন্দিরের দেহেই শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তখন প্রচলিত গবেষণারীতি ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে মন্দিরের বিবর্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায় কি না, সে-বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করি।

নৃতত্ত্বের গবেষণায় কন্দিগণকে দরিদ্র, অশিক্ষিত, বনবাসী জাতিসমূহের আচার ব্যবহার, সমাজ-পদ্ধতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানাবিধ উপাদান বা আয়োজনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়। মানব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এই সকল বস্তুর সন-তারিখ দেওয়া থাকে না; অথচ এক বিশেষ গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতির কোন অঙ্গ প্রাচীন, কোনটি অপেক্ষাকৃত নূতন, তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে মাহুঘের তৈয়ারি অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া হাড়িকুড়ি, এমন কি, পূজা পার্বণের রীতি পর্যন্ত কালবশে কিরূপে কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া বিবর্তিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাহা অনেকাংশে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং যে সকল প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়িয়া পুরানো বসতির স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে উপরে বাণত গবেষণার দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্ত সত্য কি না, তাহা যাচাই করিবারও ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকাতে উইসলার, ক্রোবর, স্পিয়ার, নেলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা করিয়া, আবার খনন-পদ্ধতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাহার সত্যাসত্য যাচাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার রূপ এবং বিবর্তন সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯২৪ সালে ভারতবর্ষের বসন্ত উৎসব, অর্থাৎ হোলি বা দোলযাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে

* প্রবাসী, আবার ১৩৩৮; আধুনিক, ১৩৩৮; অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮; বাস, ১৩৩৮; ভাষা, ১৩৪০; বৈশাখ, ১৩৪১
সংখ্যা।

উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আমি আশাতীত ফল লাভ করি। ইহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া রেখ-মন্দিরের গবেষণাতেও সেই পদ্ধতি বা কৌশলটি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়। ফাগুসন, কুমারস্বামী অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির-বিবর্তনের প্রাচীন গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, স্বতন্ত্র গবেষণা-পদ্ধতির দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলে উভয়ের তুলনার দ্বারা আমার সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য যাচাই করা সহজে সম্ভব হইবে। এই কাজে এখনও ইচ্ছামত সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই; তবু আপনাদের মত পণ্ডিতসমাজে অপরিপক্ক ফল পরিবেশন করিতে সাহসী হইয়াছি। আপনারা আজ আমাকে রূপা করিয়া স্বরণ করিয়াছেন, তাই আমার এই দুঃসাহস। নতুবা নৃতত্ত্বের যে গবেষণা-পদ্ধতি আমি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহার জগু সম্যক তথ্য আহরণের দুই আনা মাত্রাও আমার পক্ষে আজও সম্ভব হয় নাই। ইহা বিনয়ের বশে আপনাদিগকে বলিতেছি না; পদ্ধতিটি বর্ণনা করিলে এবং ওড়িয়ার বিশেষভাবে কিরূপে আমি ইহা প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন—ইহার জগু কত তথ্যের প্রয়োজন, এবং রেখ-মন্দিরের বিবর্তন সম্বন্ধে কি আশ্চর্য তত্ত্বের সন্ধানই না আমরা ইহার সহায়তায় লাভ করিতে পারি।

ওড়িয়া শিল্পিগণ মন্দির দেহকে মানব-দেহের সমতুল বলিয়া মনে করেন। মাহুসের মত মন্দিরের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ আছে; এবং মানবশরীরের মত মন্দিরেরও পাদ, জংঘা, গণ্ডী (= দেহের মধ্যভাগ), বেকি (= গলা), খপুরি (= শরীর) প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ আছে। প্রথমে আমাকে মন্দিরের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের বিজ্ঞা আয়ত্ত করিতে হয়। ওড়িয়ার বিভিন্ন মন্দিরের পাদ কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদের জংঘা কত প্রকারের হয়, গণ্ডীতে কি কি অলংকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার গড়ন কেমন ভাবে করা হয়, বেকি, আমলক, খপুরি এবং শীর্ষদেশের আকৃতি কত রকমের হইতে পারে, সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করি। ইহার পর এক একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত পাদ বা গণ্ডী, বিসম বা বাড় ধরিয়া কোন্ কোন্ মন্দিরে তাহা পাওয়া যায়, মানচিত্রের উপরে তাহা অঙ্কিত করিতে থাকি।

উদাহরণস্বরূপ, যে মন্দিরের বাড় জি-অঙ্গবিশিষ্ট*, তাহা মানচিত্রে লিখিবার সময়ে দেখা গেল যে, শুধু ওড়িয়ার বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জেলায় আইহোলি এবং পট্টাচল গ্রামদ্বয়ে, হিমালয়ের কাংড়া জেলায়, রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে ওসির্দী গ্রামে ঐরূপ বাড়বিশিষ্ট মন্দির আছে। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উপরের সকল স্থানেই জি-অঙ্গবিশিষ্ট বাড়যুক্ত মন্দির রহিয়াছে। তেমনই আবার পাভাগ তিন অথবা চার অথবা পাঁচ কাম বিশিষ্ট, তাহার মানচিত্র অঙ্কন করি। কোন কোন

* এই সকল শব্দের অর্থবোধের জন্ত *Canons of Orissan Architecture* (1932) পুস্তকখানি ঐষ্টব্য।

তৎসং 'কণারকের বিবরণ' (১৩৩৩) হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইবে।

মন্দিরের সম্মুখভাগে রাহা অতিমেলিত হয় এবং সেখানে গোলাকার ভো-র মধ্যে নৃত্যশীল শিবের বিশেষ কোন মূর্তি খোদিত থাকে। এই লক্ষণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহাও মানচিত্রে লিখি। বহু মন্দিরের বিষয় পগ-বিভক্ত নয়, অনেকগুলি আবার পগ-বিভক্ত, উভয়ের অবস্থান মানচিত্রে সাজাই। কোন কোন রেখ-মন্দিরের রাহা উপরে শৃঙ্গপ্রায় হইয়া আমলককে স্পর্শ করিয়া থাকে; এই লক্ষণটিকেও মানচিত্রে সাজাইয়া ফেলি। এইরূপ চেষ্টার দ্বারা ক্রমশ উপলব্ধি করিলাম যে, রেখমন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন লক্ষণগুলি ভারতবর্ষের সর্বত্র এলোমেলোভাবে দেখা যায় না, বরং তাহাদের ব্যাপ্তিতে কতকগুলি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ত্রি-অঙ্গ বাড় উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব-ভারতের সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। আমলকচূষী শৃঙ্গ-প্রায় রাহা যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজাপুর জেলা পর্যন্ত শাখা বিস্তার করিয়াছে। পঞ্চাঙ্গ বাড় ওড়িশা এবং মানভূমের একটি মন্দিরে দেখা যায়। হিমালয়, রাজপুতানা বা বৃন্দেলখণ্ডে মন্দিরের গড়ন উচু করিবার ফলে সেখানেও বাড়কে দুই বা তিন জাংঘে বিভক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্মৃষ্কৃষ্টিতে সেরূপ বাড়ের সহিত ওড়িশার পঞ্চাঙ্গ বাড়ের মধ্যে কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়। একই প্রয়োজনের বশে দুই ক্ষেত্রে বাড়ে অম্লরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; এবং দুইটির জগৎ পৃথক্ ব্যাপ্তির মানচিত্র রচনা করিতে হইবে। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও আমরা অম্লরূপ বিবর্তনের (parallel evolution) প্রমাণ কোথাও কোথাও পাইয়া থাকি।

রাহাই হটক, মানচিত্রের সাহায্যে রেখ-মন্দিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাপ্তি বা বিস্তারের তুলনা করিয়া আমরা পরীক্ষা করি, কোন লক্ষণ ভারতব্যাপী, কোনটির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, কোনটি বা ক্ষুদ্র সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ। নৃতত্ত্বের গবেষণার ফলে মোটামুটি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমশ্রেণীর লক্ষণ-নিচয়ের মধ্যে যদি একটি বহুব্যাপ্ত হয় তাহার উৎপত্তিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহার তুলনায় যে লক্ষণটি সংকীর্ণ দেশে আবদ্ধ, তাহার উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে হইয়াছিল, এরূপ মনে করা সংগত।

এই সূত্র অনুসারে ওড়িশার মন্দির-বিবর্তনের যে ধারাটি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, তাহা এইবার বর্ণনা করি। প্রথমে ত্রি-অঙ্গ বাড়বিশিষ্ট, মধ্যম অথবা অতিমেলান বিশিষ্ট ছান্দু-রাহা-সংযুক্ত, অবিভক্ত বিশম-সমন্বিত রেখ-মন্দির ওড়িশায় রচিত হইত। তাহার পাদ তিন কামযুক্ত এবং কুস্তের পরিবর্তে নোলিসংযুক্ত। গণ্ডী ত্রিবিধ; কনিক বহুবিস্তৃত। এরূপ কনিক কদাকার দেখাইতে পারে বলিয়া মধ্যভাগে উপর হইতে নীচে পর্যন্ত একটি অংশ খাঁজ কাটিয়া দেওয়া হইত। ভূমি-ঈলা গোলাকার না হইয়া চতুর্ভুজের মত ছিল; মস্তকে কলসের পরিবর্তে লিঙ্গাকার এক বস্তু থাকিত; শাজ্জাহুয়ারী ইহার কোনও নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। গর্ভ হইতে জলনিকাশ একটি নাগমুণ্ডিয় হস্তে ধৃত কলসের ভিত্তর দিয়া হইত।

মন্দিরের গর্ভের তুলনায় উচ্চতা ৩।০ গুণ হইতে ৪ গুণের কাছাকাছি হইত। মন্দিরের অন্তর মৃদ-যুক্ত ছিল না, নীচে হইতে বেকির তল পর্যন্ত লহরী-সংযুক্ত ছিল।

পরবর্তী কালে মন্দিরের উচ্চতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, হয় ত যজ্ঞমানের ঐশ্বর্য বাড়িয়াছিল এবং শিল্পীগণেরও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছোট মন্দির যে কৌশলে গড়া চলে, বড় মন্দিরের বেলায় তাহার ইতরবিশেষ করিতে হয়। ফলে মন্দির বত উঁচু হইতে লাগিল, ভিতরে গড়নেও সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল। প্রথমে একটি চওড়া পাথরের পাটা দিয়া গর্ভের উপরে দুইটি বিপরীত দেওয়ালের মধ্যে বাঁধন দেওয়া হইত। পাথের কাঁক পাংলা পাংলা পাথরের পাটা দিয়া মুদ্রিত করা হইত। পরে কিন্তু দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী সমস্ত অংশটি কয়েক খণ্ড মোটা চওড়া পাথরের সাহায্যে বুজাইয়া দেওয়া হইত। শিল্পীদের ভাষায় ইহার নাম গর্ভমুদ। ক্রমে গর্ভমুদ এবং বেকির মধ্যে রত্নমুদ নামে আরও একটি কামরা দেখা দিল। তাহার পর আবার বড় বড় পাথরের পাটার পরিবর্তে লহরীসংযুক্ত একাধিক মুদের (corbelled arches instead of broad slabs of stone) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।*

মন্দিরের অন্তর-গঠনে যেমন পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল, মন্দিরের উচ্চতা যেমন গর্ভের অল্পপাতে তিনগুণ হইতে পাঁচগুণ বা ততোধিক সংখ্যায় পৌছিল, তেমনই আবার বাহিরের সাজেও ক্রমশ নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল। পাদ তিনকাম হইতে চারকাম, চারকাম হইতে পাঁচকামে দাঁড়াইল। নোলি ক্রমে কুন্তে রূপান্তরিত হইল, জংঘাকে বাঁকনার দ্বারা বিভক্ত করা হইল; বিস্তৃত দেহকে ত্রিখণ্ডের পরিবর্তে পঞ্চ, সপ্ত অথবা নবরথের বিভক্ত করা হইল; বিসম পগবিভক্ত হইল। এইরূপ নানা পরিণতির মধ্য দিয়া মন্দিরের ক্রমবর্ধমান উচ্চতা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

উপরে যে পদ্ধতির অতি ক্ষীণ আভাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে প্রথমে প্রাতি মন্দিরের শিল্পশাস্ত্রানুসারে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তৎপরে মন্দিরগুলিকে সম্ভব হইলে খিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে মাপা প্রয়োজন। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভিন্ন অপর কেহ ভারতবর্ষে এই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না। তাহার প্রদর্শিত বিশ্লেষণপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমি সামান্য সেক্সট্যান্ট, এব'নীর হ্যাণ্ড-লেভেল ও ফিতার সাহায্যে ওড়িশার কিছু মন্দির মাপিয়াছি। এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে একাঙ্কত মাপের কাজ সারিলে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবু না মাপা অপেক্ষা কিছু মাপও ভাল, ইহা স্বরণ করিয়া সেক্সট্যান্ট-লব্ধ অঙ্কের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী মন্দিরগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অল্পপাত নির্ধারণ করিয়াছি। তাহার ফলে বিবর্তনের যে আভাস অতি অস্পষ্টভাবে ছুটিয়া উঠিতেছে, তাহাই আপনাদের মত স্বধী জনের সম্মুখে জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করিয়া আজ নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্ত মনে করিতেছি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি রেখ-মন্দিরকে শিল্পশাস্ত্রানুসারে তন্ন তন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক হইয়াছে। তৎপরে প্রতি অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গের লক্ষণ ধরিয়া, এমন কি, বিভিন্ন অঙ্গের অন্তর্গত কোন্ কোন্ মন্দিরে কিরূপ, তাহা দেখিয়া, ব্যাপ্তিসূচক মানচিত্রে লিপিতে হইবে। সেই ব্যাপ্তি-চিত্রগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেখ-মন্দিরের মধ্যে কালক্রমে কোন্ লক্ষণের পর কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেই আরম্ভ হইল কঠিন কাজ। লক্ষণের পর লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, মন্দিরের দেহে রূপান্তর সাধিত হইতেছে, এইটুকু জানিয়াই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। রূপান্তরের হেতু কি, তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ওড়িষায় একটি কারণের আভাস দিয়াছি : মন্দির কালবশে উচ্চ হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, এবং তাহারই সহিত সংগতি রাখিয়া উহার অন্তর এবং বহিরঙ্গ রূপান্তরিত হইতেছে। ওড়িষার সমাজে ধনসঞ্চার হইয়াছিল, রাজা ছোট মন্দিরের পরিবর্তে বড় মন্দির গড়িবার জন্ত হয় ত শিল্পীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাই যে সবটুকু নয়, আমরা তাহারও বশেষট প্রমাণ পাই।

শিল্পীগণ বড় মন্দির রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মন্দিরের বৃহৎ রূপের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ শিল্পের ভাষার সাহায্যে তাঁহারা কতকগুলি ভাবকেও প্রকাশ করিতেন। খাজুরাহোর মন্দিরের শিল্পীও ওড়িষার মত সু-উচ্চ মন্দির গড়িতেন, কিন্তু তাহার শিল্পগত ব্যাখ্যানবস্তু ছিল ওড়িষার শিল্পীগণের ব্যাখ্যানবস্তু হইতে স্বতন্ত্র। ওড়িষার শিল্পী বিশ্বের মধ্যে যে বিশাল সর্বব্যাপী, মানবজীবনের সর্বরসগ্রাহী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে, তাহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজুরাহোর শিল্পী তৎপরিবর্তে অপরিণত যৌবনচাপল্যে উদ্বেল ভাবধারাকে মন্দিরের সাহায্যে রূপায়িত করিয়াছিলেন।* তাহার ফলে মন্দিরের দেহে, রেখায়, অলংকারে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা ওড়িষায় সচরাচর দেখা যায় না। ওড়িষার শিল্পীগণ মন্দিরদেহে উর্দ্ধগামী রেখাকে আশ্রয় করিলেও ধরিত্রীর সহিত মন্দিরের সংযোগকে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। তাঁহারা অঙ্গশিখরগুলিকে কখনও মূল রেখ-মন্দিরের রেখাকে আচ্ছাদিত করিতে দেন নাই। গভীর গতির সহিত তাল রাখিয়া, বরং তাহার গাভীর্য্যকে আরও পরিপুষ্ট করিবার জন্তই অঙ্গশিখর ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে ওড়িষার রেখ-মন্দিরে যে গাভীর্য্য, প্রশান্তি ও দৃঢ়তার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খাজুরাহোর অতিরিক্ত শিখর-মণ্ডিত, পিঠের পর পিঠ, পাভাগের পর পাভাগ, জজ্বার পর জজ্বাসম্বিত চঞ্চল গতিবিশিষ্ট, যৌবনহুল্লভ অসহিষ্ণুতার ভাবযুক্ত কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দিরে কখনও পাওয়া যায় না।

আমার বলার তাৎপর্য্য এই যে, মন্দিরের রূপের বিবর্তন শুধু গঠন-কৌশলের প্রয়োজনবশেই সাধিত হয় নাই, ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পীর শিল্পানুভূতির প্রভেদের কারণেও তাহার তারতম্য

* ইহার জন্ত "নবীন ও প্রাচীন" (১৩৩৭), পৃ. ৩০-৩১; "প্রবাসী", কার্তিক, ১৩৪০, পৃ. ১২-১৭; *The Visva-Bharati Quarterly*, Aug, 1935, পৃ. ৫৭-৬৬; ঐ, Nov, 1935, পৃ. ৭৩-৭৫; *4 Arts Annual*, 1936-37, পৃ. ২০-২৫ উল্লেখ্য।

ঘটিয়াছে। অতএব সারা ভারতের রেখমন্দিরগুলিকে মাণিবার পর, বিশ্লেষণ, তুলনা এবং ব্যাপ্তিপরীক্ষার সাহায্যে আমরা যেমন তাহার বহিরঙ্গের বিবর্তনের চিত্রটি প্রকাশ করিব, তেমনই আবার গূঢ় মর্ম্মকথার সম্বন্ধেও আমাদেরিগকে সম্মাগ থাকিতে হইবে। কোথাও হয় ত রূপবিবর্তনের কারণ হইল মন্দিরকে আরও উচু করিয়া গড়ার আকাঙ্ক্ষা; কোথাও বা পাথরের পরিবর্তে ইট ব্যবহারের ফলে রূপভেদ ঘটিয়াছে; আবার কোথাও হয় ত দেখা যাইবে, শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবধারার তারতম্যের কারণে বহিরঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিবর্তন সাধিত হইয়াছে।*

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেখ-দেউলের বিবর্তনের সমগ্র চিত্রটি যখন বহু ঐতিহাসিকের চেষ্টার দ্বারা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে, তাহার পর ফার্গুসন, হাভেল, কুমারস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের পদ্ধতি অনুসারে লব্ধ সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব, নূতন ব্যবহৃত গবেষণাপদ্ধতির সার্থকতা কতটুকু। হয়ত তখন দেখা যাইবে যে, উল্লিখিত মহাত্মগণের বহু পরিশ্রমলব্ধ অমূল্য ইতিহাসরচনাকে আমাদের চেষ্টার দ্বারা কিছু নূতন তথ্যসঙ্কলনের ফলে আরও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। সেইটুকু কাজে সমর্থ হইলে নিজের পরিশ্রমকে আমরা সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারিব।†

* *The Calcutta Review*, Oct, 1935, পৃ. ২৫-২৮ জট্টা।

† ১৫ই বৈশাখ ১৩৫৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার বিতরণী সভায় পঠিত।

বালবলভৌভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

চতুর্বদনসদ্বাস্থ-চতুর্বেদকুটুম্বিনে ।

দ্বিজানুষ্ঠেয়-সংকর্মসাক্ষিণে ব্রহ্মাণে নমঃ ॥

বঙ্গদেশে সামবেদীয় বিবাহাদি-সংস্কারের অস্থানকালে এখনও ঘরে ঘরে ভবদেব-রচিত কন্যাস্থানপদ্ধতির উদ্ধৃত মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পুরোহিতগণ কুশগিকাদি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শ্লোকটি ব্রহ্মার নমস্কারস্বরূপ। ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ইতিহাসে ব্রহ্মা কোন উপাসক-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা নহেন—তিনি দ্বিজানুষ্ঠেয় বেদোক্ত সংকর্মের সাক্ষিস্বরূপ বলিয়াই ভবদেব বিষ্ণুভক্ত^১ হইয়াও তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন। নবদ্বীপের “নবদ্বৈপায়ন” স্মার্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন চেষ্টা করিয়াও ভবদেবপদ্ধতির সংশোধন-কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই। রঘুনন্দনের “সংস্কারতত্ত্ব” ও “সংস্কারপ্রয়োগতত্ত্ব”র পরিবর্তে ভবদেবপদ্ধতিই প্রতি গৃহে প্রচার লাভ করিয়াছিল। আট শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রচারলাভ ভারতীয় অল্প কোন স্মার্ত গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। সৌভাগ্যক্রমে ভট্ট ভবদেবের সম্বন্ধে বহু তথ্য কালের কবাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় তাহার উৎকৃষ্ট বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (J. A. S. B., 1912, pp. 333-48)। বর্তমানে নূতন গবেষণার ফলে চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরণ এবং সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

ভবদেবের গ্রন্থপঞ্জী

১। **ভৌতাতিভমতভিলকম্** : কানীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থ সম্প্রতি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টের “তত্ত্ববাস্তিক” (অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের ১১২ হইতে ৩০৪ পাদ পর্য্যন্ত) গ্রন্থের উপরি ইহা একটি প্রকরণগ্রন্থ—ধারাবাহিক টীকা নহে। মীমাংসাসাধার্মিক অধিকরণসমূহের পঞ্চাঙ্গ-পরিপূর্ণ অতিবিশদ ব্যাখ্যা এবং স্থানে স্থানে প্রভাকরসম্প্রদায়ের মতখণ্ডন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বাহিরে ভবদেবের পাণ্ডিত্য-ব্যাতি এই গ্রন্থের উপরই দীর্ঘকাল স্প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে ভট্ট-মীমাংসা ও প্রভাকর-মীমাংসার পঠন-পাঠনা প্রচলিত ছিল এবং এক সময়ে রাঢ়দেশই প্রভাকরসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। প্রকরণপঞ্চিকাকার শালিকানাথ এবং

১। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের প্রায়শ্চে ভবদেব ‘বাহুদেব’ের নমস্কার এবং ভিলকগ্রন্থে বিষ্ণু ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। তদীয় সূত্রং বাচস্পতির প্রশস্তিলিপিতেও বাহুদেবের বন্দনা ও ভবদেবনির্মিত নারায়ণ-মন্দিরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্তবরাং ভবদেব বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই।

“নয়রত্নাকর”কার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র বাদ্যলী ছিলেন।^১ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (রচনা-কাল প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) “দক্ষিণরাতা”-নিবাসী অহংকার কানীতে আসিয়া যে দর্পোক্তি করেন, তন্মধ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাধিগণের একটি মূল্যবান পাঠ্য পুস্তকতালিকা লিপিবদ্ধ আছে—যাহার অধ্যাপনা কানী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না।

অহো মূর্বহলং জনং।

নৈবাজ্জাবি গুরোর্যতং ন বিদিতং তৌতাতিতং দর্শনং

তৎ জাতমহো ন শালিকগিরাং বাচম্পতেঃ কা কথা।

হস্তিনৈব মহোদধেরধিগতা মাহাত্মতী নেক্তিতা

স্মৃতা বস্তবিচারণা নৃপত্ততিঃ স্বইঃ কথং স্বীয়তে। (২য় অঙ্ক)

এই শ্লোকে “গুরু”-মতের প্রথম উল্লেখ দ্বারা প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকাকার নাগেন্দ্রগোপ (নির্ণয়সাগর-সংস্করণ দ্রষ্টব্য) এ স্থলে গ্রন্থবাজির অতি প্রামাণিক বিবরণ দিয়াছেন (৩য় সং, পৃ. ৫৩)। প্রভাকর গুরুর গ্রন্থদ্বয় “নিবন্ধন” ও “বিবরণ”। তদুপরি শারিকানাথের টীকায় “ঋজুবিমলা” ও “দীপশিখা”। মহোদধি হইলেন “শারিকানা(থ)-সহব্রহ্মচারী গুরুমতে নিবন্ধনকর্তা ভবনাথ-বৎ”—তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম “সিদ্ধান্তরহস্যম্”। মহাব্রত হইলেন “ভট্টমতামুত্তমী মহোদধি-প্রতিপ্রস্পর্শী ভবদেব-বৎ”। টীকাকারের সময়েও (১৬শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে) ভট্টমতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকাররূপে ভবদেবের নাম প্রসিদ্ধ ছিল এবং টীকার ভাষা হইতে মনে হয়, ভবনাথ ও ভবদেব সমকালীন ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভবদেবের ত্রায় ভবনাথও বাদ্যলী হওয়া বিচিত্র নহে। ভবনাথের “নয়বিবেক” গ্রন্থের তর্কপাদ মুদ্রিত হইয়াছে (মাত্রাজ সং, ১২৩৭), গ্রন্থমধ্যে শ্রীকর (পৃ. ২৭১), মহোদধি (পৃ. ২৭১), মহাব্রত (পৃ. ২৭৩) ও বাচম্পতির (পৃ. ২৭৫) নাম পাওয়া যায়। মৈথিল স্মার্ত বাচম্পতি মিশ্রের সময়ে (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ভবদেবের এই গ্রন্থ পরম প্রমাণরূপে পরিগণিত ছিল। বাচম্পতির বিচারবহুল “ঐতিনির্ণয়” গ্রন্থে পাওয়া যায় :—“ইতি চেৎ, ভূতীয়াধ্যায়-ভবদেব-বিরোধঃ, তথা চ ভবদেবফক্তিকা...” (দারভাঙ্গা সং, পৃ. ১৩)।

২। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার চণ্ডিবাস (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এক স্থলে লিখিয়াছেন :—“বদি তু প্রাত্যকরৈঃ সার্ব্জং বিজিগীষুধাকর্ষত্বদ্রো দেহন্তরা তামেব সৃগয়িঃ; রাঢ়াদিরাষ্ট্রং গচ্ছতি।” (কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির G. 3783 সংখ্যক পুথির ৭ ক পত্র, পঞ্চমোক্তাস) চণ্ডিবাস উৎকলবাসী ছিলেন। কুম্ভমাঞ্জলির টীকাকার (কান্দীরনিবাসী) বরদরাজ উদয়নোক্ত “গৌড়গ্রীমানসক”কে “পক্ষিকাকরঃ” (কুম্ভমাঞ্জলিবোধনী, কান্দী সং, পৃ. ১২৩) অর্থাৎ শালিকানাথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র “নয়রত্নাকর” গ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন :—“অদৌ চন্দ্রঃ শ্রীমানকৃত নয়রত্নাকরমিৎ, নিবন্ধং পোশালীকুলকমল-কেদারবিহিরঃ।” (H. P. Sastri : Nepal Cat. I, p. 113) “পোশালী” রাষ্ট্রীয় কান্তপন্থোক্ত শ্রোত্রিয়বংশ, বর্ডমানে পুর্বিলাল নামে পরিচিত। এই চন্দ্ররচিত “অমৃতবিন্দু” প্রকরণ বিধিবাদ ও অপূর্ববাদ বিষয়ে গল্পের অস্ততম উপকীর্ষ ছিল।

গ্রন্থারম্ভে ভবদেব লিখিয়াছেন :—

অজিতা নৈব স্তবোধা, সংক্ষিপ্তং নাংমুপদম্ অতো লোকাঃ ।

(বি-)হতোৎসাহা জাতা ন জানতে তত্ত্বটীকার্শম্ । ৪ শ্লোক

অর্থাৎ তত্ত্ববক্তিকের তৎকালপ্রচলিত প্রাচীন টীকাধ্বয়ের একটি দুর্বোধ এবং অপরটি বিস্তৃত ছিল। তজ্জন্ত সংক্ষেপে অথচ উচিত বাক্যবিশ্রাসে (“উচিতস্ববর্ণোপরচিতমল্পং চ” ৫ম শ্লোক) ভবদেব এই “তিলক” গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পরিতোষ মিশ্র-রচিত অজিতাগ্রন্থের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে (R. 368 প্রভৃতি)। ইহাই বোধ হয়, তত্ত্ববক্তিকের প্রাচীনতম টীকা। “অমুপদ” গ্রন্থ অনাবিস্কৃত রহিয়াছে, ইহা পূর্বোক্ত মহাব্রত-রচিত হইলেও হইতে পারে। ভবদেবের এই গ্রন্থে কতিপয় নূতন তথ্যের উল্লেখ আছে। আমরা দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক) দৃশ্যস্ত চান্ত্রেপি বেদবাবহারিণামেব ধর্ম্মবোধেনাচারঃ স্মৃতিবিস্মৃতাঃ । যথা দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণীনা-
মমুমরণম্ । তথা চ অরস্তু,

সুতাসুপমমং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাং ।

ইতরেষান্ত বর্ণানাম্ জীধর্ষ্যোয়ং ব্যবস্থিতঃ । (পৃ. ১০০)

(খ) দুর্গোৎসব এবং বরাটাদৌ (? ব্রাহ্মটাদৌ হইবে) জম্বাললীলাহঠানং, বঙ্গ-পাশ্চাত্যানাং
তু চৈত্রশুদ্ধচতুর্দশ্যমেব । (পৃ. ১২৩)

জম্বাললীলা অর্থাৎ পঙ্কোৎসব এখনও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দুর্গাপূজার সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু চৈত্রশুদ্ধচতুর্দশী অর্থাৎ মদনচতুর্দশীর উৎসব বর্তমানে লোপ পাইয়াছে।

২। **প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্** : বরেন্দ্র অমৃতদান সমিতি হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। শূলপানি, রঘুনন্দন প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ইহা একটি আকর বটে। ভবদেব এই গ্রন্থে এক স্থলে মাত্র “জিকনে”র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১০২), কিন্তু শূলপানি প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থে জিকনের সন্দর্ভ বহু বার (অন্ততঃ ২৩ বার) উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভবদেব এই গ্রন্থে যে সকল পূর্বতন নিবন্ধকারের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে “ধারেশ্বর” (পৃ. ৮২) অর্থাৎ ভোজদেব ব্যতীত সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়—জিকন, বালক, বিশ্বরূপ (পৃ. ৮২) ও শ্রীকর। এই বিশ্বরূপ একজন অনতিপ্রাচীন নিবন্ধকার এবং যাজ্ঞ-বল্ক্যের সুপ্রাচীন টীকাকার বিশ্বরূপাচার্য্য হইতে পৃথক্। দুই জনকে অভিন্ন ধরিয়া অনেকই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জিকন ব্যতীত বাঙ্গালার এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারের নাম জীমূতবাহনও তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, জীমূতবাহনের দায়ভাগ অধ্যাপনাকালে নবদ্বীপের কোন কোন অধ্যাপক একটি প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন যে, শ্রীকর জীমূতবাহনেরই পিতৃস্বপাতি ছিলেন এবং বিশ্বরূপও তাঁহার নিকট-স্বাত্মীয় ছিলেন। এই শ্রীকর—ভবনাথ, গঙ্গেশ প্রভৃতি দ্বারা উল্লিখিত (ভট্টমতাবলম্বী) কুজশক্তিবাদী মীমাংসকা-
চার্য্য শ্রীকর হইতে অভিন্ন হইতেও পারেন।

৩। **সম্বন্ধবিবেক :** এই ক্ষুদ্র নিবন্ধও মুদ্রিত হইয়াছে (New Indian Antiquary, Vol. VI., No. 8), রঘুনন্দন ও কামরূপীয় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (প্রেতকৌমুদী, পৃ. ১৫৭) এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুষ্পিকায় যথার্থ ভবদেবের উপাধি “বাল-বলভী-ভূজঙ্গ” লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং ভবদেবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

৪। **কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি :** এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বহু বার মুদ্রিত হইলেও ইহার কোন প্রামাণিক সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সর্কশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি “সংস্কারপদ্ধতিরহস্ত” নামে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। (L. 2177, রচনাকাল ১৫৪৪ শক = ১৬২২-৩ খ্রী:) এই গ্রন্থোক্ত ভবদেবের কতিপয় মত গোড়ীয় স্মার্তসম্প্রদায়ে বিতর্কের অবতারণা করে। একটি স্থল উল্লেখযোগ্য। ভবদেবের মতে “পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা” প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোমের ব্যবস্থা আছে এবং প্রকৃতকর্ম্মের বৈগুণ্যসমাদানার্থ “শাট্যায়ন” গোম করিতে হয়। উভয় স্থলেই ভবদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী গোভিলভাঙ্গকার ভট্ট-নারায়ণ ভীষ্মভাষ্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। যথা, “অত্র কেচিদ্ব্যজ্ঞতদ্বানভিজ্ঞাঃ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহেত্যাদিঃ প্রায়শ্চিত্তমধিকং কুর্যন্তি, তৎ তেষাং বাল-ক্ষেড়িতবদনর্থকং মন্ত্যামহে। কৃতঃ ? স্ত্রীতাবিহ চ তস্তাত্মপদেশাৎ। যদি শাট্যায়নকং কুগ্রন্থান্তরম্ অপপাঠভৃতমদীয়তে, তদপ্যগ্রমাণম্। কৃতঃ ? অনার্থেয়ত্বাচ্চ পরিশিষ্টমধ্যান্তঃপাতিত্বাসংভবাচ্চ তস্ত।” (গোভিলভাঙ্গ, কলিকাতা সংস্কৃতগ্রন্থমালা সং, পৃ. ২২৩-৪) ভবদেবের সুপ্রসিদ্ধ উপাধি বালবলভীভূজঙ্গের উপর কটাক্ষ করিয়াই এ স্থলে “বাল-ক্ষেড়িতবৎ” লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং ‘কুর্যন্তি’ ও ‘অদীয়তে’ পদের বর্ত্তমান কালে প্রয়োগদ্বারা সূচিত হয় যে, ভবদেবের জীবদ্দশায়ই ভট্ট নারায়ণ ভাঙ্গগ্রন্থ রচনা করেন। ভট্ট-নারায়ণও সুতরাং গোড়দেশীয় বলিয়াই অনুমান করা যায়। রঘুনন্দন এ স্থলে ভট্ট-নারায়ণের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণের শেষে পাওয়া যায় :—“যত্ত্ব প্রকৃতবৈগুণ্যদোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমাভিধানং ভবদেবভট্টসম্মতং, তন্ন, তন্মাদপি মহাপ্রামাণিকৈকভট্টনারায়ণচরণৈর্গোভিলভাঙ্গে তদপ্রমাণী-কৃতত্বাৎ.....।” উভয়ের প্রামাণ্য বিষয়ে তারতম্যের কোন সূত্র পাইয়াই রঘুনন্দন উক্তরূপ স্পষ্টোক্তি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টপ্রকাশ ও সময়প্রকাশকার “কালিবিজয়ী” নারায়ণোপাধ্যায় ভট্ট-নারায়ণ হইতে পৃথক্ এবং পরবর্ত্তী।

৫। ভবদেবের বহুতর গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠ হইল ব্যবহার-ভিলক। মিসর মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, নব্যবর্দ্ধমান প্রভৃতি মৈথিল এবং রঘুনন্দন (ব্যবহার-তত্ত্বে) প্রভৃতি গোড়ীয় বহু গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের প্রতিলিপির সন্ধান পাইয়াছিলেন (Proc. A. S. B., May 1869, p. 130), কিন্তু এখনও ইহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভবদেব-রচিত ‘দত্তকতিলকে’র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক নহে (প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের Introd. pp. 2-3 দ্রষ্টব্য)।

৬। ভবদেবের অপর প্রসিদ্ধ অথচ অধুনাবিলুপ্ত গ্রন্থের নাম নির্ণয়। এই মূল

গ্রন্থের সহিত পার্থক্য সূচনার জন্ত রঘুনন্দন “পাশ্চাত্য-নির্ণয়ামৃত” গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ‘পাশ্চাত্য’ বিশেষণ হইতেই প্রতিপন্ন হয়—মূল গ্রন্থটি গোড়ীয়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে অনিরুদ্ধ-রচিত “কর্ষোপদেশিনী” গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আছে (Eggeling : I. O. Cat. pp. 474-5 ; পত্রসংখ্যা ১-৮২) ; তাহার সহিত সংযুক্ত দুইটি পৃথক্ গ্রন্থ আছে—একটি কোন অজ্ঞাতনামা (মৈথিল ?) গ্রন্থকারের শুদ্ধিপ্রকরণ (পত্রসংখ্যা ৮২-১১৪) এবং অপরটি স্বপ্রাচীন গোড়ীয় স্মার্ত বলভদ্র-রচিত “অশৌচসার” (পত্রসংখ্যা ১১৫-২৪)। শুদ্ধিপ্রকরণের এক স্থলে আছে—নির্ণয়ামৃতে ভবদেবভট্টঃ (৮৪ ক পত্র)। রঘুনন্দন-রচিত “আহ্নিকাচারতত্ত্বে”র একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ আমরা পাইয়াছিলাম :—

“তথা চ ভবদেবীশ্বরনির্ণয়ামৃতে হমঃ

রাগে: পশ্চিমবঙ্গস্থ মুহুর্তো বহুতীক্ষকঃ।

স ব্রাহ্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে।” (প্রথম পত্রে)

নির্ণয়ামৃতের বচন মলমাসতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭। তিথিনির্ণয় : এই বিলুপ্ত গ্রন্থের বচন রায়মুকুট-রচিত “স্মৃতিরত্নহারে” উদ্ধৃত হইয়াছে (I. H. Q., XV11, p. 460)। যথা,

ভবদেবেনাপি তিথিনির্ণয়ে উক্তম্ (৩৪ ক পত্র)।

তথা চ তিথিনির্ণয়ে ভবদেবেন (১৫০ খ পত্র)।

এই গ্রন্থ নির্ণয়ামৃতের পরিচ্ছেদও হইতে পারে।

৮। নিশ্চল কর-রচিত চক্রদত্তসংগ্রহটীকায় ভবদেবীশ্বরগঙ্গশাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূনার ১৮২৫-১৯০২ সনের ৬২০ সংখ্যক পুথির ২৫০ ক ও ২৩২ ক পত্র দ্রষ্টব্য। প্রশস্তিকারের মতে ভবদেব জ্যোতিষাদিশাস্ত্রেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বালবলভীভূজঙ্গ উপাধি

ভবদেবের উপলভ্যমান গ্রন্থে এবং কুলপ্রশস্তিতে তাঁহার বিচিত্র উপনাম বালবলভীভূজঙ্গ লিখিত আছে। পদটির অর্থ দুর্ভহ। অনেকের মতে “বালবলভী” ঐ নামের স্থানবিশেষ হইতে অভিন্ন—রামচরিতে তাহার উল্লেখ আছে। ভবদেব তৎস্থানের অধিবাসী বলিয়া এই উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু স্থাননামের সহিত অব্যবধানে সংযুক্ত ‘ভূজঙ্গ’ শব্দ কোন সন্দর্ভেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। বারবিলাসিনী কিম্বা ঐরূপ কোন পদ ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। কাব্যপ্রকাশের কোন কোন টীকাকার অজ্ঞতাবশতঃ অভিনবগুপ্তপাদকে ভবদেবের উক্ত উপাধির পর্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, গুপ্তপাদ শব্দ সর্বপাচক ভূজঙ্গের সমার্থক। শ্রীবৎসলাঞ্জন ভট্টাচার্য্যরচিত কাব্যপ্রকাশের সারবোধিনী টীকায় আছে,—“অভিনবগুপ্তপাদা ইতি চ তন্ত বালবলভীভূজঙ্গ ইতি নাম। তদেব ভদ্রান্তরেন উক্তং যথা

ভৌতাত্তিতা ইতি ।” (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ৫৪৬ সং পুথির ২৯ ক পত্র) । কমলাকর ভট্টও লিখিয়াছেন, “অভিনবগুপ্তপাদা ইতি বলভীভূজঙ্গ-নাম্নো ভবদেবস্ত সংজ্ঞা, বহুবচনত্রীপদাভ্যাং সংমতস্তমুক্তম্ ।” (কালী সং, ৮ পত্র) ভীমসেন দীক্ষিতকৃত কাব্যপ্রকাশের ‘স্বধাসাগর’ টীকায় বালবলভীভূজঙ্গ পদের রহস্য বিবৃত হইয়াছে :—“ইদমত্র রহস্তম্ । পুরা কিল কাচিং বলভী পঠতাং বহুনাং ব্রাহ্মণবালানামধ্যয়নশালা আসীৎ । তত্র পঠন্ কশিদ্-গৌড়বালোহতিসৌবধ্যান্মুখরত্মাক নিখিলবালানাং ভয়প্রদত্বেন বালবলভীভূজঙ্গ ইতি গুরুণা ব্যপদ্বিষ্টঃ স চাচার্য্যতামুপগত ইতি সকলরহস্তাভিজ্ঞঃ শ্রীবাগ্দ্বেবতাবতারো (মন্তঃ) গুঢ়ং তন্মায় অভিনবগোপানদীপ্তপাদঃ ইতি বৈদধ্যামুখেনাভিব্যক্তোতি । অতএব মধুমত্যাং রবিভট্টাচার্য্যৈকুক্তম্—অভিনবপদেন ধ্বনিটীকাকর্তৃপূরণ-গুপ্তপাদলিখনবিরোধোহত্র ন দেয়ঃ ইতি ।” (চৌধাঙ্গা সং, পৃ. ১২১) অর্থাৎ কোন অধ্যাপক-গৃহের বলভীতে অর্থাৎ উচ্চতম কক্ষে বালকদের অধ্যয়নশালা ছিল । পঠদশায় ভবদেব তাক্ষবুদ্ধিবলে গুরুর নিকট এই পদবী লাভ করেন । এই ব্যাখ্যার অনেকাংশে সমর্থন ভবদেবের নিজের উক্তি হইতেই পাওয়া যায় । ভৌতাত্তিতমততিলকের প্রারম্ভে আছে :—

মামধ্যয়নদশায়ম্বাচ বাচ দশি (?) স্বপ্নে ।

বালবলভীভূজঙ্গাপরনামা ভূমসি ভবদেব । ।

ভেনায়মুত্তমো মে বিভাদর্পার জাতু সংজাতঃ ।

ভস্মাদিহাবধানং বিভাতুমধিকুরুতে হৃদিঃ । (২-৩ শ্লোক)

‘দাশ’ পদটি অর্থহীন । সম্পাদক ‘দেবী’ পাঠ অস্বাভাবিক করিয়াছেন । আমাদের মনে হয়, ‘দেশিকঃ’ পাঠ হইবে । শ্লোকাঙ্কসারে পঠদশায় স্বপ্নে ভবদেব এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভূজঙ্গ শব্দ দ্বারা এখানে বিভাদর্প কিংবা ভীতি সূচিত হয় নাই । সহাধ্যায়ী বালকদের উপর অল্পকম্পামূলক প্রভুত্বই সূচিত হইয়াছে—পরবর্তী শ্লোকে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় । তদন্তরোধে রচিত হওয়ায় গ্রন্থে পাণ্ডিত্যবিজ্ঞপ্তি অপেক্ষা সরল বিবৃতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহা নিঃসন্দেহ যে, বালবলভী পদে কোন স্থাননাম গৃহীত হয় নাই ।

ভবদেবপ্রশস্তির নূতন সম্বাদ

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত প্রিন্সিপ সাহেব ভবদেবের কুলপ্রশস্তির পাঠোদ্ধার করেন (J. A. S. B., 1837, pp. 88-97) । তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তরলিপি কাহার দ্বারা উপহৃত হইয়াছিল জানিতে পারা যায় নাই (We cannot discover by whom the stone was presented to the Society. p. 88) । ঐ বৎসরই প্রস্তরটি ১৮:০ খ্রীষ্টাব্দে General Stewart কর্তৃক ভুবনেশ্বর হইতে আনীত প্রস্তরঘরের অন্তরত্বয়ে ভুবনেশ্বরমন্দিরে প্রেরিত এবং সংযোজিত হইয়া শতাব্দব্যাপী এক বিচিত্র ঐতিহাসিক সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছিল । ১০০ বৎসর পরে এই ভ্রম ধরা পড়িয়াছে—ভবদেবের

কুলপ্রশস্তি ভুবনেশ্বরমন্দিরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবর্জিত বটে (Proc. Indian Hist. Congress, Calcutta, 1939, pp. 287-315)। ভবদেবপ্রশস্তি বঙ্গদেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে অভিনব তথ্য অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইল। নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিজ্ঞানভূষণ নদীয়া জিলার বহিরগাছিনিবাসী ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকরাশির মধ্যে পুরাতন পুরু বিলাতী কাগজে লিখিত ভবদেবপ্রশস্তির পাঠ আবিষ্কৃত হয়। কাগজটি ৪ টুকরা হইয়াছিল, মধ্যের একটি টুকরা পাওয়া যায় নাই। কাগজটির জলছাপ Portal & Bridget। লিপিপাঠের পর পাঠোদ্ধারকারী তিনটি স্থরচিত শ্লোকে নামধাম লিখিয়া অতি মূল্যবান তথ্য সূচনা করিয়াছেন।

ইত্যেধা কবিরাজিরাজরচিতা রম্যা সুপদ্যাবলী

পাষাণোপরি ভট্টপাদবিদ্যুৎ সঙ্ঘলকীর্তুঃসুতা।

চক্কায়াং পুরি পার্থিবেন কৃতিনা পদ্যার্থজিজ্ঞাসন্য।

চানীতা বুধবর্ষাসংসদি মুদা সন্দর্শিতাপ্যাদরাং।

রাজাজয়া রাকপুরকুতেন শ্রীরাজচন্দ্রদ্বিজপণ্ডিতেন।

উদ্ধারিতান্ত্রিংশতুরীয়সংখ্যাঃ শ্লোকান্ত শেষে বিলুপ্তবর্ণঃ।

ধরাধীশ্বরনিগাতগুণিসংসদি সাপ্ততঃ।

সংগ্রেষাতে সুবোধার্থী পঞ্চম্বত্রান্তি সংশয়ঃ।

প্রথম শ্লোকে “পাটিসেনকৃতিনা” লিখিত ছিল, পরে ‘পার্থিবেন’রূপে পরিবর্তন করা হয়। J. D. Paterson এক সময়ে ঢাকার জজ ছিলেন (১৭২১-২৫ খ্রীঃ মধ্যে)। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁহার কর্মস্থল আমরা জানিতে পারি নাই। ১৭৮১ খ্রীঃ হইতে তিনি মুর্শিদাবাদ ছিলেন। Asiatic Researches, Vol. 1X (1807)এ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার এক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে তাঁহার চিত্র রক্ষিত আছে। ঢাকা অবস্থানকালে তিনিই (সম্ভবতঃ ১৭২১-২৫খ্রীঃ মধ্যে) ভবদেবের প্রস্তরলিপি আবিষ্কার করিয়া পাঠোদ্ধারের জন্য জজপণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কারের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত রাজচন্দ্র দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রিভিসিয়েল কোর্টের পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ পদে অবস্থানকালে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গী হন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৫০)। তাঁহার নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বেলগড়ে মালিপোতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক কুলগ্রন্থের মধ্যে একটি পৃথক পত্রে তাঁহার নামধাম সহ “সাং বাঙ্গলাবাজার” লিখিত আছে। ঠিক কোন্ সময়ে উক্ত প্রস্তরখণ্ড সোসাইটিতে অপিত হয়, নির্ণয় করার উপায় নাই। সোসাইটির শিলালিপি-সংগ্রহে ইহার ক্রমিক সংখ্যা ২ (“marked no 2”) এবং প্রথম লিপিটির উপহারকাল ১৭২৩ শকাব্দ (১৮০১-২খ্রীঃ) বলিয়া জানা যায় (J.A. S.B., Vol. VI., p. 663)। স্মরণ্যঃ অল্পমান হয়, প্রায় ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবদেবপ্রশস্তি সম্ভবতঃ উক্ত Paterson কর্তৃক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রিন্সেপ সাহেবের প্রায় ৪০ বৎসর

পূর্বে উক্ত মহাপণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার শিলালিপিটির প্রায় বিপ্লব পাঠোদ্ধার করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ স্বাধাযথ মুদ্রিত হইল। তিনি স্বয়ং পাঁচ স্থলে সংশয়াপন্ন ছিলেন।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ গাঢ়োপগৃঢ়কমলাকূটকুম্বপত্র-মুদ্রাক্ষিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ মানুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোল্ল হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥

বাল্যাং প্রভৃত্যহরহর্ষদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ। বক্তাশ্মি ভট্ট-ভবদেবকুলপ্রশস্তিসুত্ৰাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়ে ত্বা ॥ (পরে শ্রয়েথাঃ করা হয়)

সাবর্ণস্য মুনৈর্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়াশ্চেষাং শাসনভূময়ো জনিগৃহং গ্রামাঃ শতং সন্ত তে। আধ্যাবর্ত্তভূবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্ত সর্বাগ্রিমো গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥

সংপন্নবঃ স্থিতিময়ো দৃঢ়বদ্ধমূলঃ শাখাগ্রলম্বমুখরদ্বিজশীলিতশ্রীঃ। ন গ্রহিলো ন কুটিলঃ সবলঃ সুপর্ক্য সর্কোন্নতঃ স্তম্ভমিহ প্রসসার বংশঃ ॥

তৎশোভাসংসমণেঃ শ্রীদাতাপি (x) তাপণপ্রতি(মঃ)। ভব ইব বিঘাততৎপ্রভবঃ প্রবভূব ভবদেবঃ ॥ (৬-১৫ শ্লোকের পাঠ নাই) যন্নম্নশক্তিসচিবঃ স চিরং চকার রাজ্যং স্বধর্মবিজয়ী হরিবর্ষদেবঃ। তন্নম্ননে চলতি যন্ত চ দণ্ডনীতিবদ্ব্যাসুগা বহলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ ॥

সংপাত্তম্ মহাশয়ম্ কমলাধারম্ যন্ত ক্ষমাবিশ্রাণম্ গুণানুধেবকলিতশ্চাধ্বর্ন দীনাশ্রয়নঃ। মর্যাদামহিমপ্রসাদশুচিতাগাভীর্ধৈর্ধ্যস্থিতপ্রায়ঃ প্রায়শ এব বাকপদমতিক্রান্তান্তদন্তে গুণাঃ ॥

মহাগৌরীকীর্তিঃ ক্ষুরদসিকরালা ভুজলতা বর্ণকৌড়া চণ্ডীবিপ্লবধিরচর্চা বর্ণভূবঃ। মহালক্ষ্মীমুক্তিঃ প্রকৃতিললিতাস্তা গির ইতি প্রপঞ্চঃ শক্तीনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥

যদ্বন্ধতেজসি বলীয়সি মন্দবীর্ধ্যাঃ খণ্ডোতপোতকরণিং তরণিস্তনোতি। উচ্চৈরুদধতি বদীয়বশঃশরীরে জাতস্তবারশিখরী নহু জাহ্নবঃ ॥

ব্রহ্মদৈবতবিদ্যামুদাহরণভূকৃতবিঘাছুতশ্রষ্টা ভট্টগিরাং গভীরিমগুণপ্রত্যক্ষদৃশ্য কবিঃ। বৌদ্ধান্তোনিধিকুন্তসন্তবমুনিঃ পাণ্ডুবৈতণ্ডিকপ্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোয়মবনৌ সর্বজ্ঞ লীলায়তে ॥

সিদ্ধান্ততত্ত্বগণিতার্ণবপারদৃশ্য বিশ্বাস্তুতপ্রসবিতা ফলসংহিতাস্থ। কর্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরাশান্তম্ যঃ স্মৃটমভূদপরো বরাহঃ ॥

যো ধর্মশাস্ত্রপদবীষু জরম্বিবন্ধানক্ষীচকার রচিতোচিতসংপ্রবন্ধঃ। অব্যাখ্যয়া বিশদদ্বন্দ্ব-নির্ধর্মগাথাঃ স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়সংশয়মুন্মার্জ ॥

মীমাংসায়ামুপায়ঃ স খুল বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা বহু ত্রায়াঃ সহস্রং রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি। কিং ভূয়া সৌমি সায়ানং সকলকবিকলাস্বানমের্থশাস্ত্রেষাযুর্কোদান্ত্রবেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়েয়মেব ॥

যন্ত খলু বালবলভীভূজঙ্গ ইতি নাম নাদৃতং কেন। মীমাংসয়াপি সপুলকমাকর্ণিতোদগীতং ॥ দণ্ডালদৃষ্টভূজঙ্গব্রণমোহব্রজি-প্রভাবতুর্ধ্যানিন্দৈরিব মন্ত্রবর্গৈঃ। যো জীবয়ন্ জগদশেষম-ভূদপূর্ব্বমুভাঙ্গয়ো গরলকেলিষু নীলকণ্ঠঃ ॥

বাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-সীমাসু শ্রমময়পাহপরিষৎ-প্রাণাশয়গ্রীণনঃ ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-বক্ত্রাজপ্রতিবিশ্বমুগ্ধমধুগীশূন্তাজিনীকাননঃ ॥

তেনাযং ভগবান্ ভবান্নবসমুত্তারায় নারায়ণঃ শৈলঃ সেতুরিব প্রসাধিত-ধরাপীড়ঃ
প্রতিষ্ঠাপিতঃ । যঃ প্রাচীবদনেন্দুনীলতিলকো লীলাবতঃসোৎপলং ভূমেভূতলপারিজাতবিটপী
সঙ্কল্পসিদ্ধিপ্রদঃ ॥

তেন প্রাসাদ এষ ত্রিপুরহরগিরিস্পর্ধিয়া বহ্নিতন্ত্রী: স্রীমান্ স্রীবৎসলক্ষ্মা হরিরিব বিহিতো
বিস্মুরচক্রচিহ্নঃ । জিহ্বা যোদৈর্জয়ন্তং বিষতি বিতহুতে বৈজয়ন্তীবিলাসান্ কৈলাসেনাভিলাষং
কলয়তি গিরিশো যশ্চ সংলক্ষ্য লক্ষ্মীং ॥ গুবীবিশদেহ্মনি তত্র বিষ্ণোঃ স নির্ভরং গর্ভগৃহাস্তরেণ ॥
নারায়ণোহনন্তনৃসিংহমূর্ত্তীবিধাতৃবক্ত্রে দিব বেদবিজ্ঞাঃ ॥

এতস্মৈ হরিমেধসে বহ্নমতীবিপ্রান্তবিজ্ঞাধরোবিপ্রান্তিন্দধতী: শতং স হি দদৌ শারঙ্গ-
শারাদৃশঃ । দধ্বশ্রোগ্রদৃশা দৃশেব দিশতী: কামশ্চ সংজীবনং কারা: কামিজনশ্চ সঙ্গমগৃহং
সঙ্গীতকলিপ্রিয়াং ॥

প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপাঠ্যক(×)-বীথিং চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছ-
সুচ্ছায়তোয়াং । মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিষাদর্শয়ন্তীব তাদৃগ্ বিক্ষোধামাভুতমহিকূলশ্রাদিকং
যা চকাস্তে ॥

বাধিতবিবুধায়া: সৌমি সংসারসারং স খলু নিখিলনিত্যানন্দনিশ্চন্দপাত্রং । ত্রিভুবন-
জয়ধ্বজানকবিপ্রামধ্যম প্রথিতরতিবিভাবস্থানমুত্তানরত্নং ॥

তন্ত্রৈব প্রিয়মুহুরা বিজ্ঞাগ্রিমেণ স্রীবাচস্পতিকবিনা কৃত্য প্রশস্তিঃ । আকল্পং
শুচিস্বরধামমুক্তিকৌত্তিরধ্যাস্তাং জঘনমিয়ং সুপত্তাকাকী ॥

যশসি ধিয়ং বাসবলভৌজ্জয়মনায়ো ভট্টস্রীভবদেবশ্চ ॥

প্রশস্তির বর্তমান পাঠের সহিত (Ins. of Bengal, pp. 32-35) উদ্ধৃত পাঠ তুলনা
করিলে খ্রী: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুপণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কারের লিপিপাঠে অপূর্ব
সাফল্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় । প্রিন্সিপ কিম্বা তদীয় দক্ষিণহস্ত কমলাকান্ত বিজ্ঞা-
লঙ্কারও এত দূর সাফল্য লাভ করেন নাই । রাজচন্দ্রই বঙ্গদেশে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিয়া
চিরস্মরণীয় হইবেন ।

প্রশস্তিটির “চক্কাপুরী”তে প্রথম “আনয়নে”র এই নূতন সন্ধান হইতে ইহার আবিষ্কারস্থান
সম্বন্ধে অভিনব আলোচনা কর্তব্য হইয়াছে । ১৭৯১-৯২ খ্রী: মধ্যে জজ্ পাটিসেন সাহেব ইহা
আনিয়াছিলেন । তৎকালে Judge ও Magistrate সংযুক্ত পদ ছিল এবং তাঁহাকেই জিলা
পরিদর্শন করিতে হইত । Collector পৃথক পদ ছিল । সুতরাং অনুমান করা চলে যে,
ঢাকা জিলার মধ্যেই কোন স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়া উক্ত সাহেব কর্তৃক ঢাকা শহরে আনীত
হইয়াছিল । তখন Asiatic Society স্থাপিত হইয়াছে এবং রাজচন্দ্র তাঁহার পাঠোদ্ধার যে
“ধরাধীশ্বরনির্গীতগুণিসংসদি” প্রেরণ করেন, তাহা উক্ত Society হওয়াই সম্ভব । পশ্চিমবঙ্গে
বাঢ় অঞ্চলে এই প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে কলিকাতা ডিভাইয়া ঢাকায় আনা অসম্ভব

বলিয়া মনে হয়। প্রশস্তির মধ্যেই আমাদের অহুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। ষোড়শ শ্লোকের শেষার্ধ্বে এই—“তন্নন্দনে বলতি যন্ত চ দণ্ডনীতিবন্ধ্যগুণা বহলকল্পলভেব লক্ষ্মীঃ।” ‘চলতি’ অপেক্ষা ‘বলতি’ (বল প্রাণনে ধাতু হইতে) পাঠ সাধোয়ান। ‘যন্ত’ পদের অর্থ লক্ষ্মীর সহিত নহে, পরন্তু দণ্ডনীতিবন্ধ্যের সহিত। ভবদেবের নীতিপথ অহুবর্তন করিয়া রাজ্যলক্ষ্মী হরিবর্ষদেবের তনয়ে সজীব অবস্থান করিতেছেন। ‘বলতি’ পদের বর্তমানকালে প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, প্রশস্তিরচনাকালে উক্ত রাজতনয় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সর্বজনবিদিত নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক ছিল। ভবদেবও তখন মস্তিষ্ক করিতেছিলেন—নিশ্চয়ই উত্তর-রাঢ়ে তাঁহার পৈতৃক ভূমি হইতে নহে, পরন্তু হরিবর্ষের রাজধানী “বিক্রমপুরে” বসিয়াই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরও বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল, অজ্ঞাত নহে। ২৬ ও ২৭ শ্লোকদ্বয়ের মূল বাক্য হইল, “রাঢ়ায়াং যেন জলাশয়ঃ অকারি তেনায়াং শৈলঃ নারায়ণঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ।” অর্থাৎ যিনি রাঢ়দেশে জলাশয় করিয়াছিলেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাক্যের অর্থ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মন্দিরটির অবস্থান রাঢ়দেশের মধ্যে হইতেই পারে না, রাঢ়বহির্ভূত দেশেই ছিল। ২৭ শ্লোকের “অয়াং” এবং ২৮ শ্লোকের “এষ” পদ হইতে বুঝা যায়, মন্দিরের অবস্থান তৎকালে সর্বজনবিদিত ছিল। যদি তাহা রাঢ়ে হইত, তবে ২৬ শ্লোকের ‘বিষেয়াংশে’ রাঢ়ের উল্লেখ ব্যাকরণহুই এবং অর্থহীন হইত। ১৬ শ্লোকের সহিত একাধর্য করিলে সন্দেহ থাকে না যে, মন্দিরটি রাজধানী বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল। ভবদেবের পিতামহ বঙ্গরাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন (১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৩ পুরুষ যাবৎ তাঁহারা বঙ্গের অধিবাসী। কিন্তু আদিভূমির মর্যাদা তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভবদেবের কীর্তিগণনায় তজ্জগুই নিজ-রাজ্য ‘বঙ্গে’র বাহিরে রাঢ়দেশে জলাশয় করার উল্লেখ রহিয়াছে। ভবদেব প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির বর্ণনায় একটি বিশেষণপদ আছে “প্রাচী-বদনেন্দুনীল-তিলকঃ” (২৭ শ্লোক)। বাঙ্গালীর রচনায় প্রাচী বলিতে উত্তররাঢ় অপেক্ষা, বিক্রমপুর অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে। ভবদেবের বিপুল পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্য সুতরাং বিশেষভাবে বিক্রমপুরেরই লুপ্তোদ্ধৃত কীর্তিরূপে গ্রহণযোগ্য।

ভবদেবের অভ্যুদয়কাল

অর্ঘ্যত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বিচারপূর্ব্বক খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে (১০৫০-১১০০খ্রীঃ) ভবদেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা প্রায় অসম্ভব। ভবদেব খারেশ্বর ভোজদেবের (১০১০-৫৫খ্রীঃ) নাম করিয়াছেন, সুতরাং ১০৭৫খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের উর্দ্ধতন সীমা ধরা যায়। পক্ষান্তরে বিজয়সেন কর্তৃক বিক্রমপুর অধিকারের পূর্বেই তাঁহার কুলপ্রশস্তি রচিত হয়, তখন তাঁহার উন্নতি চরম সীমায় পৌছিয়াছে। ১১৫০খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের অধস্তন সীমা ধরা যায়। হরিবর্ষের কালনির্ণয় ইহা সমর্থন করিবে

সন্দেহ নাই। বর্তমানে হরিবর্ষা জাতবর্ষার জ্যেষ্ঠ পূজা ও অব্যবহিত পরবর্তী এবং সামলবর্ষার পূর্ববর্তী রাজা বলিয়া ধরা হয় (Hist. of Bengal, 1, pp. 200-304)। তাঁহার অন্যান্য ৪৬ বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ রাজত্বকাল ১০৫০-১১২৫ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। কালচক্রটীকার পুথির লিপিকাল “মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎহরিবর্ষদেবপাদীয় সম্বৎ ৩৯। স্বর্গাগত্যা আষাঢ়দিনে ২৯।” Des. Cat. of Buddhist Mss., A. S. B., p. 79) ইহার পর ভিন্নহস্তে তিনটি দ্রুতহার্য শ্লোক লিখিত আছে :

ষট্চত্বাশিংশতি গতে বৎসরে হরিবর্ষমণঃ।

মাঘশ্র কৃষ্ণসপ্তম্যাং একাদশদিনে গতে।

স্বতরা চুক্ষুহুকয়া গোষ্ঠ্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাধায় পৃষ্ঠয়েদমুদ্রিতম্।

পূর্বোত্তরে দিশো ভাগে বেংগনগ্নাস্তথা কুলে।

পঞ্চমঃ ভাষিতবতঃ সপ্তসম্বৎসরৈরিতি।

প্রক্বেয় ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় এই লিপির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার সহিত আলোচনায় শ্লোকত্রয়ের এইরূপ অর্থ আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর আত্মীয় “গৌরী” নাম্নী কোন রমণী স্বপ্নে যুতা চুক্ষুহুকানায়ী অপর রমণীর দর্শন পাইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ধরিয়া তাহাকে (চুক্ষুহুকাকে) প্রসন্ন করায় (পৃষ্ঠয়া, চুক্ষুহুকয়া পদের বিশেষণ) ইহা পাঠ করা হয়। হরিবর্ষার ৪৬ অতীত বৎসরে অগ্ন মাঘের ১১ দিবসে কৃষ্ণা সপ্তমীতে ৭ বৎসরে ৫ বার পড়া হইল। “মাঘের ১১ তারিখ কৃষ্ণা সপ্তমী” প্রতি বৎসর ঘটে না—স্বতরাং ইহার গণনা দ্বারা হরিবর্ষার রাজ্যাবস্থার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হস্তগত হইল। ১১০০-১১৫০ খ্রীঃ মধ্যে তিনটি যাত্রা বৎসরে মাঘের ১১ তারিখে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি ঘটিয়াছিল—১১০০, ১১১২ ও ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠারি সৌর মানে ১১ মাঘ কৃষ্ণা সপ্তমী যথাক্রমে ৪০ দণ্ড, ৪২ দণ্ড ও ৩ দণ্ডব্যাপী ছিল। ‘৪৬ গতে বৎসরে’ অর্থ বর্তমান ৪৭ বৎসর। কিন্তু “একাদশ দিনে গতে” অর্থ মাঘের ১২ তারিখ নহে; কারণ, বঙ্গদেশে সৌর মান “অতীত”-রূপেই গণিত হয়। আমাদের ১১ মাঘ পশ্চিমাঞ্চলে ১২ মাঘ। উক্ত তিনটি বৎসরের মধ্যে ১১১২ সনই গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই। তদনুসারে ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে হরিবর্ষার রাজ্যারম্ভ পাওয়া যায় এবং ভবদেবের অভ্যুদয়কাল ১০৭৫-১ ২৫ সন মধ্যে নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায়।^৩ জীমূতবাহন তাঁহার সমসাময়িক, কল্পতরুকার লক্ষ্মীধর কিঞ্চিৎ পরবর্তী এবং বিজ্ঞানেশ্বরও সমসাময়িক। একমাত্র স্মৃতিমঞ্জরীকার গোবিন্দরাজ ইহাদের সকলেরই পূর্ববর্তী ছিলেন। গোবিন্দরাজও বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করার সম্ভব কারণ রহিয়াছে।

৩। ১১৩৮ সন গ্রহণ করিলে হরিবর্ষার রাজ্যারম্ভ হয় ১০৯১ সনে এবং ভবদেবের অভ্যুদয়কাল হয় ১০৯০-১১৪০ সন। ইহাও অসম্ভব নহে, কিন্তু সামলবর্ষাকে তাহা হইলে হরিবর্ষার পূর্বে স্থাপন করিতে হয়।

ভবদেবের কুলপরিচয়

ভবদেবের কুলপ্রশস্তির ৩-১৩ শ্লোকে তাঁহার কুলপরিচয় ও উর্দ্ধতন ৭ পুরুষের নামমালা লিখিত আছে। রাঢ়াস্তর্গত 'সিদ্ধল' গ্রাম তাঁহার বংশের আদিস্থান এবং তিনি সাবর্ণ গোত্রীয় ('সাবর্ণি' নহে) ছিলেন। তাঁহার পিতামহের সঙ্গে বোধ হয় এই বংশেরই অপর একটি শাখা বঙ্গে আশ্রয় নিয়াছিলেন। ভোজবর্মার বেলাবশাসনে রাজার শাস্ত্যাগারাদি-কৃত বহুবর্ষের এই শাখার পরিচয় প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত তথ্য লিখিত হইয়াছে—বংশটি "মধ্যদেশবিনির্গত উত্তররাঢ়ায়াং সিদ্ধলগ্রামীয়"। রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে সাবর্ণ গোত্র সিদ্ধল-গাঞি ষথাষথ উল্লিখিত হইয়াছে এবং "মধ্যদেশবিনির্গত" পদে কুলশাস্ত্রোক্ত কাণ্ডকুজ প্রবাদের সমর্থনও পাওয়া যাইতেছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর গাঞিগুলি যে রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত কুলস্থান হইতে উদ্ভূত, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। ভবদেবের উর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ আদি "ভবদেব" গোড়াধিপতির নিকট শাসনগ্রাম অর্জন করিয়াছিলেন (৭ শ্লোক)। ভবদেবের জন্মাব্দ ১০৫০ খ্রিঃ খরিয়া এবং এক পুরুষের গড়পড়তা ৩৫ বৎসর খরিয়া (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১১৮) আদি ভবদেবের জন্মাব্দ হয় ৮৪০ খ্রিঃ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গোড়নূপ স্ততরাং নারায়ণপাল হওয়া সম্ভব। সিদ্ধলগ্রামীদের আদিপুরুষ আদি ভবদেব হইতে অন্ততঃ ৪।৫ পুরুষ পূর্ববর্তী হইবেন। স্ততরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের 'গাঞি' উৎপত্তির কাল পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে হওয়াই সম্ভব।

সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয়বংশ এখন অত্যন্ত বিরল। আমরা একটি রাজ বংশের সন্ধান পাইয়াছি। ত্রিবেণীর পালধিবংশীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মাতামহ বাহুদেব ব্রহ্মচারী সিদ্ধলগ্রামী ছিলেন। এই ব্রহ্মচারিবংশ এখনও বিত্তমান আছে। কুলগ্রন্থেও সিদ্ধলগ্রামীর উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। অবসথী চট্ট দোকড়ির সন্তান জয়পতির পৌত্র ও গোপালের পুত্র ভৈরব সম্বন্ধে লিখিত আছে, "ততঃ কন্যা সিদ্ধলগ্রামীতপনেন নীতা হানিঃ।" [(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সং পুথির ২৪৫ খ পত্র)] কুলীনের কন্যাগ্রহণ সম্বন্ধি স্মৃচনা করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয় এখনও বিত্তমান আছে কি না অহুসন্ধানযোগ্য। ভট্ট ভবদেবের বংশধারা এখনও আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বিত্তমান থাকিতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে যে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইল, তাহা সবই পুথি আলোচনার ফলে। কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সঞ্চিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কিম্বা পৃথিবীর অত্র কোন একটি স্থানে এত পুথি আছে কি না সন্দেহ। আমরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়াই বলিতে পারি, এই সকল পুথির মধ্য হইতে অজ্ঞাতপূর্ব বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গালার এবং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিত্য নূতন আলোকপাত করিবে। কিন্তু কলিকাতায় সংস্কৃতপুথি আলোচনাকারী গবেষক প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ঘরের জিনিষ পরের হাতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম

হইয়াছে। কলিকাতার পুঁথি হইতেই বহু বিদেশী পণ্ডিত নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গলার শিক্ষিতসম্প্রদায় উৎসুক হইয়া বাঙ্গলার মুখ রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের কামনা। উপসংহারে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত ভবদেবের কর্ম্মভূতানপদ্ধতির একটি ১৭১৫ শকের প্রতিলিপিতে যে বিচিত্র ‘পুঁথিকা’ পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত হইল : (Des. Cat. Smriti., p. 465) — “ইতি বালবড়ভীভূজ-ভূজাভিমতবিপক্ষপ্রতিবৈনতেয়-পাষণ্ডখণ্ডননাগরিগোক্তক-বাচস্পতিশরণ-কেলিনীলকণ্ঠ-ভট্ট-শ্রীভবদেব...।” এ স্থলে পাঁচটি পদবীর মধ্যে চারিটিতে তিনি ভূজ, গরুড়, নাগরিকোত্তম (? অর্থাৎ পুলিশ-কমিশনার) ও নীলকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরের সহিত তুলিত হইয়াছেন। “বাচস্পতি-শরণ” পদে যদি কুলপ্রশস্তিকার তদীয় স্বহৃৎ কবি বাচস্পতির আশ্রয় অর্থ হয়, তাহা হইলে আশ্চর্যের কথা যে, এত আধুনিক পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া বাইতেছে। ভবদেবের এই গ্রন্থ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিস্তারিত আছে, কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত পুঁথিকা অন্ত কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধানযোগ্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। অল্পবাদাত্মক সমাস—শ্রীপ্রণবশ সিংহ রায়		২৫
২। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ‘মদিরা-গৃহ’—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস		৩৩
৩। গ্রন্থপঞ্জী :	—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত		৮৬
অমৃতলাল বসু		৮৩
কীর্ত্তিদেবপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ		১৭
৪। ত্রিনাথ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী		৩৬
৫। বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য		২৬
৬। বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-মবদান—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া		৪২
৭। রামপ্রসাদ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য		১
৮। রেখ-মন্দিরের বিবর্তন—শ্রীনির্মলকুমার বসু		৮২
৯। হৈহয়কুলের শাখ্যাংশাখা—ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার		২৩
১০। সভাপতির অভিভাষণ—শ্রী ব্রহ্মনাথ সরকার		৩২

জীবনযাত্রার পাথর



জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মাছুষের
প্রধান পাথর।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ,
কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।
বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রূঢ় বাস্তবের
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের
জন্তও যেমন তাদের হুঁচিড়া, ছেলেমেয়ে
ও আত্মীয় পরিজনদের জন্তও ভেমনি
তাদের উৎসেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী
সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান হুঁচিনে
ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন
পাথর নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান
পাথর—হুঁচিনের সর্বোত্তম আশ্রয়।
উপার্জনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবিলম্বে এই
পাথর সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৮ সালে নূতন বীমা ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।



কাসাবিন

খাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

স্বাস্থ্যের স্লেয়ার খাত, একটু হিমে হাঁচি, সর্দি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা হাঁপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা অনিবার্যত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেবা ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশাতিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে প্রস্তুতকৃত হইবে, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৩শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২০৩১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরাঘবকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বছরীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিগুণাশতম বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সভাপতি

শ্রী ব্রজনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট, সি, আই, ই শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমন্ড

শ্রীমণ্ডলকান্তি ঘোষ ভক্তিকৃষণ

শ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

শ্রী রাজশেখর বসু, এম-এ

শ্রী হরিহর শেঠ

ডক্টর শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস-সি

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীমজনোকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রী অনাথনাথ ঘোষ

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

শ্রী যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রী ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রী নীলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রী উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, আর-এ

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। মহারাজ শ্রী শ্রীচন্দ্র নন্দী, এম-এ,
- ২। শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ,
- ৩। শ্রী অমল হোস,
- ৪। ডক্টর শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল,
- ৫। শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল,
- ৬। শ্রী পুলিনবিহারী সেন, এম-এ,
- ৭। রেভারেন্ড কান্দার এ দৌভেন, এম-জে,
- ৮। শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য,
- ৯। শ্রী হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
- ১০। শ্রী জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল,
- ১১। শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ,
- ১২। শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, এম-এ,
- ১৩। শ্রী বিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ,
- ১৪। শ্রী জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল,
- ১৫। শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রী লীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রী দশানচন্দ্র রায়,
- ১৯। শ্রী কামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রী ক্রীতশ্রীচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল,
- ২২। শ্রী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রী অজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রী অতুলচন্দ্র দে পুরাণরত্ন,
- ২৫। শ্রী হৃদীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রী রাধানাথ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

১। বঙ্গ নব্যভাষ্যচর্চা—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	১
২। রচনাপঞ্জী : (ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, (খ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
৩। ভূষণকার ও ভূষণমত—শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর এম-এ	২২
৪। বিদ্যাপতির শিবগীত—শ্রীস্বধীরচন্দ্র মজুমদার বি-এ	৩৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও পত্রাবলী (সচিত্র)—মূল্য ৮০ স্বপ্ন

প্রস্তুতকার—শ্রীগুরুদেবশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২।০

গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে খ্রীষ্টোত্তম সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈক্য-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধারিত আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

খ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যভাষ্য এম. এ. সম্পাদিত

বলরাম কবিশেখর-কৃত

১। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

২। সংস্কৃত পুথির বিবরণ

মূল্য ছয় টাকা চারি আনা

৩। বাংলা পুথির বিবরণ—(প্রথম ভাগ)—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের

পুথির বিবরণ এই ভাগে আছে। মূল্য—দুই টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীরত্নেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমজনা কান্ত দাস সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া ভূমিকা ও টীকা সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।
ছই খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ১৮। প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

নীলদর্পণ ২৮, সধবার একাদশী ১৥০, জামাই বারিক ১৥০,
বিয়েপাগলা বুড়ো ১৥০, লীলাবতী ১৮০, ছাদশ কবিতা ৥০,
বিবিধ—গল্প-পদ্ম ২৮, নবীন তপস্বিনী ১৥০, সুরধুনী কাব্য ২৮,
কমলে কামিনী ১৥০

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

শ্রীরত্নেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্তর শ্রীবহুনাথ সরকার ঐতিহাসিক
উপভাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য : রাজসংস্করণ—১ খণ্ডে বাঁধানো, ১০৮। ডাক-
মাওল স্বতন্ত্র। প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

১২ খানি পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী বাঁধাই
ছই খণ্ড ১৮ টাকা। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

‘অন্নদামঙ্গল’, ‘বিদ্যাসুন্দর’, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি

একত্রে বাঁধানো, মূল্য ১৮।

প্রাচীন পুথি ও শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। দ্রুতহ শব্দের অর্থসম্বলিত।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-টোলনী সহ এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। পাঠকের
বোধগম্যার্থার্থ ইহাতে রামমোহনের প্রতিপক্ষের বক্তব্যও মুদ্রিত হইতেছে। রাম-
মোহনের এই বাংলা গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ড : মূল্য ১৮০ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড : মূল্য ৩০ টাকা।

শকুন্তলা

ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত ‘শকুন্তলা’র নির্ভরযোগ্য

সংস্করণ—মূল্য ১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাজশেখর বসু কতৃক অনূদিত
কালিদাসের মেঘদূত

মূল, অনুবাদ, অম্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকাসংবলিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পড়ানুবাদ আছে। পড়ানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি লইয়া সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না, অথচ মূল রচনার রসগ্রহণের জন্য অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার সরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য পুনর্বীর অম্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুই প্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে— তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদী পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে—কিন্তু বোধ হয় হিন্দি ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।

নারী-কবিগণ কতৃক রচিত

শ্রীরমা চৌধুরী কতৃক অনূদিত

সংস্কৃত ও প্রাকৃত

কবিতাবলী

॥ প্রকাশিত হইল ॥ মূল্য দুই টাকা ॥

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষিগণের ও পরবর্তী কালের নারী-কবিগণের রচনা এতকাল সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক্, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।



বিশ্বভারতী

॥ কলিকাতা বিক্রয়কেন্দ্র ॥

২, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা

। বন্ধন হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ।

৬৩ ষারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা



ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত

জাতি-বৈবর

বা আমাদের দেশাত্মবোধ। ডক্টর ত্রিভামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত।
প্ত শতাব্দীতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভীষণ
সংঘাত উপস্থিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত এই সংঘাতের আনুপূর্বিক বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া
হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বেশজাগিষ্ট প্রভৃতিতে উদ্ধৃতিসহ।
বহু চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য ৩/-

জাতীয়তাবাদ নবমন্ত্র

১১০

মুক্তির সন্ধানে ভারত (২য় সংস্করণ)

৫/-

সাহসীর জয়যাত্রা (৪র্থ সংস্করণ)

১১০

জগৎ কোন্ পথে? (৫ম সংস্করণ)

২/-

জাতির বহুগীষ ঝাঁপ (২য় সংস্করণ)

১১০

বীরত্বের রাজতীকা (২য় সংস্করণ)

১৫০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত—অদৃশ্য মানুষ (৫ম সংস্করণ)

১১০

শ্রীসতীশ শাস্ত্রী প্রণীত

গল্পে ভাগবত ৫০

গল্পে চরিতামৃত

১১০

শ্রীহৃদীরকুমার সেন প্রণীত

সুভাষনাহিনী

২১০

সাত নম্বরে এক নাজি

১/-

স্বভূতের সাথে মুখোমুখি

১/-

শ্রীগৌরগোপাল বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত—মহানন্দ (নাটক)

১০

৮কেশব সেন প্রণীত—কেদার নার (২য় সংস্করণ)

১১০

BEGAMS OF BENGAL -- Brajendra Nath Bauereje

Rs. 1-6

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—১২, নারিকেলবাগান লেন, কলি:

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

স্বল্প পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের প্রামাণিক জীবনী

১ হইতে ৫০ সংখ্যক পুস্তক চারি খণ্ডে সুদৃশ্য বাঁধাই, মূল্য ২৮/-

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৫০ আনা

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্কনৌকান্ত দাস সম্পাদিত।

১। স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার মূল্য ৫০

২। বলদেব পালিত মূল্য ৫০

৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ১১০

চায়দর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। মূল্য ১২১০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত,

মূল্য ১ম খণ্ড ৫/-, ২য় খণ্ড ৭/-

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সংস্করণ): শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৩/-

পালামো (ভ্রমণবৃত্তান্ত): সঙ্কীৰ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ)

মূল্য ৫০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কলিকাতা

বঙ্গে নব্যশ্রীচর্চা। (প্রাক্‌শিরোমণি যুগ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নব্য শ্রীর ইতিহাসে চারিটি সুনির্দিষ্ট যুগের পরিকল্পনা করা যায়। উদয়নাচার্য্য হইতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম যুগ প্রায় ২৫০ বৎসরব্যাপী (১১০০-১৩৫০ খ্রীঃ সন) এবং গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই যুগের বিবরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুর্লভ। দ্বিতীয় যুগ গঙ্গেশ হইতে শিরোমণি পর্য্যন্ত। গদাধরের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের বিবরণ আংশিক ভাবে অনেকেই অবগত আছেন। বর্তমান প্রবন্ধে দ্বিতীয় যুগের অর্থাৎ শিরোমণির পূর্ববর্তী কতিপয় বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের বিবরণ সংগৃহীত হইল। শিরোমণির যুগান্তকারী গ্রন্থ অহুমানদীপ্তির রচনাকাল নির্ণীত হইলে এই যুগের অধস্তন সীমা পাওয়া যাইবে। আমরা এক প্রবন্ধে (সা-প-প, ১০৫০, পৃ ১৪-১৫) শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল ১৫০০-১৫১০ সন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। নিম্নলিখিত প্রমাণ-বলে ইহা কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া ১৫০০ সনকেই শিরোমণির রচনাকালের শেষ সীমা বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। অহুমানদীপ্তির বহু স্থলে পাঠভেদ বিদ্যমান আছে এবং প্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে তজ্জন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। হেতুভাষ্য-প্রকরণের অসিদ্ধিগ্রন্থে শিরোমণিকৃত অসিদ্ধির সিদ্ধান্ত লক্ষণ দীপ্তির প্রচলিত পাঠানুসারে এই :—

উচ্যতে। সাধারণ্যকথিতাসাধারণ্যানুপসংহারিবভিন্নং জ্ঞানস্ত বিষয়তয়া পরামর্শবিরো-
দিতাবচ্ছেদকং রূপমসিদ্ধিঃ। (ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশেও পাঠভেদ আছে, বাহুল্য বোধে উদ্ধৃত হইল না)।

এ স্থলে জগদীশ তর্কালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন :—উচ্যত ইত্যনন্তরমস্মৎসম্প্রদায়-
সিদ্ধঃ পাঠো লিখ্যতে। (জাগদীশী, চৌখাষা সংস্করণ, পৃ. ১১৮৪) এই পাঠই গদাধর-সম্মত
বটে; বুঝা যায়, গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশ এবং জগদীশের গুরু রামভদ্র সার্কভৌম
এক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

১। ৬১ব্রলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে হরিরাম ‘সম্ভবতঃ’ রামভদ্রের পুত্র
ছিলেন। (নব্যভারত, ১০০৫, পৃ. ৪৮৪ ও ১০০৭, পৃ. ১৮২) ইহা নিম্নমাণ উক্তি হইলেও
বর্তমানে আলোচনার অযোগ্য নহে। সম্প্রদায়ের সাম্য ও আবির্ভাবকাল বিবেচনা করিলে
উক্ত অনুমানের যৎকিঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া যায়।

অপর সম্প্রদায়ের পাঠ বখা,—সাধারণ্যাসাধারণ্যভিন্নঃ তজ্জ্ঞানশ্চ বিষয়তাপরামর্শ
বিরোধিতাবচ্ছেদকরূপমসিদ্ধিঃ। এই পাঠ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের সম্মত (জাগদীশী,
পৃ. ১১৮৪ পাদটীকা এবং অন্যান্যকটে রক্ষিত ভাবানন্দীর ২৫৬থ হইতে ২৫৯থ পত্র দ্রষ্টব্য)।
এই স্পষ্ট সম্প্রদায়ভেদ সত্ত্বেও আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণ জগদীশকে যে ভবানন্দের ছাত্র
বলিতেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। শেষোক্ত পাঠ ভবানন্দের গুরু কৃষ্ণদাস সার্কর্ভোম্বরচিত
দীপ্তিপ্রসারিণী গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে এ স্থলে সম্পূর্ণ এক
অভিনব বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিরোমণির উক্ত ‘নিকৃষ্ট’ লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পূর্বে
“ইতঃ প্রাচীনপাঠানুসারেণ ব্যাখ্যা” বলিয়া দীপ্তির এক সুদীর্ঘ সন্দর্ভের উপর কৃষ্ণদাস
যথায়ণ টীকা করিয়াছেন।^৩ দীপ্তির এই সন্দর্ভ প্রায় সমস্ত প্রতিলিপিতেই বিপ্লুপ্ত
হইয়াছে। আমরা একটি মাত্র প্রতিলিপিতে দীপ্তির এই চিরলুপ্ত সন্দর্ভ আবিষ্কার
করিতে পারিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ১০২-১১১
পত্র)। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কৃষ্ণদাস এই টীকাংশের দুই স্থলে প্রাচীনতর টীকা-
সম্মত পাঠান্তর উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন :—

অত্র চ কচিং পুস্তকে...ইতি পাঠঃ, তত্র চ . ইতি ভাবার্থঃ বর্ণয়ন্তি, তন্ন...। বস্তুতত্ত্বা
পাঠঃ প্রামাণিক এবং (৩১০থ পত্র)।

অনুপাদেশ্যচ পক্ষ ইতি কচিং পাঠঃ। স তু প্রামাণিক এবং...। (৩১২থ পত্র)।

২। কৃষ্ণদাস যে ভবানন্দের গুরু ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা প্রকৃষ্টান্তরে উল্লেখ
করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৯৯)। সম্প্রতি দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।
ভবানন্দরচিত “অনুমানালোকসার” নামে পক্ষধর মিশ্রের অনুমানখণ্ডের টীকা-গ্রন্থ অত্যন্ত
দুপ্রাপ্য। কাশীর সরস্বতীভাণ্ডনে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৫৩ মাত্র) আমরা
পরীক্ষা করিয়াছি। ১১ পত্রে তাহার গুরুর একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—“অত্র গুরুবঃ,
ঘটকমিত্যানৌ রুপশক্তেরেব প্রকৃতার্থলাভঃ। তত্র হি ঘটেরারবৃত্তিষে সতি সকলঘটবৃত্তিষ্ব-
প্রকারেণ ঘটকমুপস্থাপ্যতে। তত্র ঘটপদাদেব ঘটস্ত লাভঃ...ইত্যাহঃ।” এই সন্দর্ভ অবিকল
কৃষ্ণদাসরচিত দীপ্তিপ্রসারিণী হইতে গৃহীত (অনুমানখণ্ড, সোসাইটি সং, পৃ. ১০-১১)।
সুতরাং কৃষ্ণদাস সার্কর্ভোমই ভবানন্দের গুরু ছিলেন সন্দেহ নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার
দীপ্তিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে নামোল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণদাসের এই সন্দর্ভই তীব্র ভাষায় খণ্ডন
করিয়াছেন—“বালভাবিতমিদমতিমনোহরমিব ভাসমানমপি ব্যাকরণস্তুতিবিরোধং ধর্মস্তুতি-
বিরুদ্ধমল্লীলভাষণমিব নিবারণীয়মেব।” (কাশীর পুথি, ১৫থ পত্র) কৃষ্ণদাস সুতরাং রঘুনাথ
বিদ্যালঙ্কারের পূর্ববর্তী হইতেছেন (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৪৬-৮ দ্রষ্টব্য)।

৩। কৃষ্ণদাসের অনুমানদীপ্তিপ্রসারিণীর পুথি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ছিল, কিন্তু
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুথার একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি (B. O. R. I. No.
263 of 1895-1902, লিপিকাল ১৬২২ সনৎ ও ১৫২৮ শক অর্থাৎ ১৬০৬ খ্রীঃ) আমরা
পরীক্ষা করিয়াছি। ৩০৯ক হইতে ৩১২থ পত্রে টীকা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে টীকাকারদের পৌরসাপর্য্য ও রচনাকাল আলোচনা করিলে দেখা যায়, জগদীশই ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং অল্পমান, জাগদীশীর রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬০০ সন।^৪ জগদীশ নিজগ্রন্থে মথুরানাথ তর্কবাগীশের মত খণ্ডন করিয়াছেন; একটি স্থল নির্দিষ্ট হইল : সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে মথুরানাথের টীকাংশ—“ইদমিতি দ্রব্যস্ত ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণোঃ সাধ্যাত্তমনিরাসায় ইদমিতি পক্ষনির্দেশঃ।” (দীধিতি-মাথুরী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি, ১৮-২ পত্র—এই ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস কিংবা ভবানন্দ-সম্মত নহে) জগদীশ ‘যত্’ বলিয়া ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (চৌখাষা সং, পৃ. ২১৩)। মথুরানাথ রামভদ্রের ছাত্র (সা-প-প, ১৩৫১, পৃ. ৭০-১) এবং ভবানন্দের পরবর্ত্তী। ভবানন্দের বহুপূর্ববর্ত্তী কৃষ্ণদাসের রচনাকাল সুতরাং কিছুতেই ১৫৫০ সনের পরে নহে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ ১০১ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণদাস অসিদ্ধিগ্রন্থীয় দীপ্তির “প্রাচীন” পাঠ এবং ভ্রম্যে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ করায় বুঝা যায়, শিরোমণির সহিত তাঁহার ব্যবধান ন্যূনকমে ৫০ বৎসর হইবে। শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল সুতরাং ১৫৯০-১৫০০ সন মধ্যে অবধারিত হয় এবং নিঃসন্দেহরূপে তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এক পুরুষ পূর্ববর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাকে চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ধরিয়া নববীপ-বিজ্ঞাপীঠের প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৫১৪ সন বলিয়া অনুমিত এবং দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে ভ্রান্ত এবং প্রমাণহীন।^৫

৪। ৩৬রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুণ্ডিসংগ্রহমধ্যে একটি জাগদীশী সামান্ত-লক্ষণগ্রন্থের প্রতিলিপিতে লিপিকাল ও পুষ্পিকা পাওয়া যায় :—(৩০খ পত্রে, ইতি সকল-নববীপাধ্যাপকাগগণা-মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুত জগদীশতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতা দ্বিতীয়মণি-দীপ্তিপূর্ব্বখণ্ডটপ্পনী সমাপ্তা ॥ শয়ত্রিপুরবৈরিদৃক-শরপরেন্দুসংখ্যে শকে, রবৌ নভসমাগতে হরিত্তিধৌ সিতে পক্ষকে । অলেখি কবিবিষ্ণুনা গুরুপদাজসংসেবিনা, দ্বিতীয়মণিদীপ্তি-প্রথমখণ্ডটীকা শ্রমাৎ ॥ শ্রীবিষ্ণুদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকং স্বাক্ষরঞ্চ ॥ ইহার অর্থাৎ, ১৫৩২ শকাদের প্রাষণ শুক্লা একাদশী অর্থাৎ ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই। কীথ সাহেবও লিখিয়াছেন, “Jagadisa is to be dated about A. D. 1600” (I. O. II, p. 555 ; Bodleian Cat., I, App. p. 74 ; Logic and Atomism p. 38). কিন্তু তখনও এইরূপ নির্দেশের কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বালীনিবাসী তদানীন্তন স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টার মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত সর্দারপ্রথম এক প্রবন্ধে রঘুনাথ কর্তৃক মিথিলাজয়ের এই তারিখ অনুমান করেন (Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867, p. 82)। রঘুনাথ চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক এবং প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে মিথিলা জয় করেন, এই মাত্র যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছিল। পরে Mookerjee's Magazine এ (Sept., 1872, p. 130) ইহা পুনর্নির্মিত হয়। বিজ্ঞানদ্রুণ মহাশয় (Hist. of Indian Logic, p. 464) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে স্থান দান করিয়া এই তুচ্ছ নির্দেশকে অযথা গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

১। বাসুদেব সার্কভোম

রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বাসুদেব সার্কভোম প্রাক্‌শিরোমণি যুগের একজন অতি প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ যে তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তাহা উৎকৃষ্ট লিখিত প্রমাণ আমরা এত দিনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। রঘুনাথ বিজ্ঞানস্ফারিত অমুমানদীপ্তি-প্রতিবিম্ব গ্রন্থের ঋণিতাংশেই বহুতর স্থলে সার্কভোমের গ্রন্থ হইতে বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচ স্থলে তাঁহাকে শিরোমণির গুরুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,

দ্বন্দ্বস্ত ভেদাদিতি (অনুমিত্তিপ্রকরণে)। নবস্তাভেদোহপ্রসক্তঃ কিমিতি নিষিধ্যতে। অতএব এবংবিধবিষয়োপি দ্বন্দ্বে কর্মধারণোচ্ছেদ এব এতদ্গুরুভিরাশঙ্ক্য যত্রাভেদে তাৎপর্যং তত্র কর্মধারণো যত্র তু ভিন্নোপাধিমদ্ব্যর্থিনি ভেদাভেদোদাত্তন যুগপদুপস্থিত্যা ক্রিয়ান্বয়ে তাৎপর্যং তত্র দ্বন্দ্ব ইতি পরিকৃত্ত ইতি চেন... (১৮ ক পত্র)। ইহা অবিকল সার্কভোম-রচিত “অমুমানমণিপরীক্ষা” গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত (ন চৈবং কর্মধারণোচ্ছেদঃ। যত্রাভেদে...দ্বন্দ্বঃ। ৪ক পত্র)।

অনুমিত্তিভজাত্যাশ্রয়করণত্বমেবামুমানলক্ষণং তদেব চ ইতচ্ছভেদানুমিত্তৌ হেতুকার্য্যং তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্তেতরভেদজ্ঞাপনায়ৈবোক্তানুমিত্তিলক্ষণমিতি অগুরুভ্যং তৎকরণমমুমান-মিতি মণিবিক্রমিত্যুপেক্ষিতম্। (৪৮ক পত্র) ইহাও অবিকল সার্কভোমবচনের অনুবাদ (ধুমপ্রাগভাবাদিত্যত্র বৈষয়্যপক্ষে তু অনুমিত্তিভ্য জ্ঞাতিস্তদাশ্রয়করণত্বং হেতুকার্য্যম্। তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্ত ইতরব্যাবৃদ্ধিজ্ঞাপনায়ৈব হি উক্তানুমিত্তিলক্ষণোপযোগঃ। ১০ পত্র)।

আমরা বাহ্য্য বোধে বাকী তিনটি স্থল (ইতি তদগুবরঃ ৪৮খ, ইতি স্বগুরুভ্যং ৪৯ক ও ইতি গুরুভ্যং ৪৯খ) উদ্ধৃত করিলাম না। তত্তৎস্থলেও আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, সার্কভোমবচনেরই অনুবাদ করা হইয়াছে।

এই নবাবিকৃত প্রমাণবলে কতিপয় সন্দিগ্ধ বিষয়ে এখন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ, খণ্ডনভূমণিকার রঘুনাথ শিরোমণি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। খণ্ডনভূমণিকার সার্কভোমকে “পরমগুরু” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৪২, পৃ ১২৫)। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের কিশা অপার কাঁহারও ছাত্র ছিলেন না—রঘুনাথ বিজ্ঞানস্ফারের ভাবা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। বিজ্ঞানস্ফার মিশ্রমতও অনেক স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্রাপি তাঁহাকে গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উভয়ে শিরোমণির গুরু হইয়া থাকিলে মিশ্রকে বাদ দিয়া কেবল সার্কভোমকে একক গুরু-গৌরবে মণ্ডিত করার অর্থ হয় না, “এতৎপ্রথমগুরুভিঃ” প্রভৃতি পদে অনায়াসে তাহা স্থচনা করা যাইত। তৃতীয়তঃ, রঘুনাথ অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই। চৈতন্তের সহায়্যনের জায় ইহাও একটি কল্পিত আখ্যায়িকা

৬। জায়ের একটি পুণির মধ্যে পৃথক্ এক পত্রে নবদীপের সারস্বত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ১০টি প্রশ্ন লিখিত আছে। সম্ভবতঃ নবদীপে অধ্যয়নকালে কোন ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা ইহার

মাত্র পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। সার্কভোমের বহু পূর্ব হইতেই নব্য জাত্যে “গৌড়ীয়” মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ বিষয়ে দুইটি নূতন প্রমাণ উল্লিখিত হইল। মৈথিল ভোয়ালকুলোদ্ভব গোপীনাথ ঠাকুর-রচিত মণিসার গ্রন্থের অন্তর্মানখণ্ড ত্রিবাঙ্কুরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বহু স্থলে “গৌড়” মতের খণ্ডন দৃষ্ট হয় (পৃ. ৭, ১১, ৪৫, ৪৮, ৮৫ ও ৯৯ দ্রষ্টব্য) — এই মতগুলি শিরোমণি, সার্কভোম কিম্বা প্রগল্ভাচার্যের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তাঁহাদের পূর্ববর্তী কিম্বা সমকালীন অপর কোন গৌড়ীয় গ্রন্থকারের বিলুপ্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। গোপীনাথ পক্ষধর মিশ্রের পরবর্তী এবং শিরোমণির সমকালীন। কারণ, নবদ্বীপের ৪০২ ল-সংএর গ্রন্থতালিকায় (সা প-প, ১৩৫০, পৃ. ১৪) আমরা “শব্দ-গোপীনাথের” উল্লেখ দেখিয়াছি।^১ মধুসূদন ঠাকুর-রচিত আলোককণ্টকোদ্ধার গ্রন্থের অন্তর্মানখণ্ডেও প্রগল্ভের নাম ব্যতীত বহু স্থলে “গৌড়াস্ত্র” বলিয়া বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ১৫৭২ সং পৃথির ২১১, ২৩১, ২৮১, ৩১১, ৭১২, ৮১১, ৯১২ এবং ১০৩২ পত্র দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে একটি (৩১ পত্রে) সার্কভোমের কুট-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ, দুইটি (২৮২ ও ৭১২ পত্রে) দীর্ঘিতি হইতে গৃহীত এবং বাকী পাঁচটি বিলুপ্ত-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

অন্তর্মানমণিপরীক্ষা

সার্কভোমের দুইটি গ্রন্থ মাত্র এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্মান খণ্ডের আত্মস্ব খণ্ডিত টীকা এবং বেদান্তপ্রকরণ অবৈতমকরনের টীকা। প্রথমটি কাশীর সরস্বতী-ভবনে রক্ষিত এবং তদ্রূপ অধ্যক্ষের রূপায় আমরা সম্যক পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৪-২০৫ (মধ্যে দুইটি পত্র নাই, ১১২-১৩), অন্তর্মুদ্রিত হইতে বাধপ্রকরণের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত (সোসাইটি সং, পৃ. ৯৭৪ পর্য্যন্ত) গিয়াছে। কিন্তু মধ্যে মূল। শেষ প্রসঙ্গটি এই — “রঘুনাথ শিরোমণি কি কেবল বিচার করিতে কিম্বা পাঠ করিতে মিথিলায় যান?” স্মৃতরাং শিরোমণি পাঠ করিতে মিথিলায় যান নাই, এইরূপ প্রবাদও পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। ৩শঃ চক্র শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯৯ সনে মিথিলা গিয়াছিলেন। তিনি একটি বিষয়স্বতী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মিথিলাধিপতি ভৈরব সিংহের রাজত্ব-কালে তৎখনিতে এক বৃহৎ জলাশয়োৎসর্গে “নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট) আগমন করিয়াছিলেন।” (ভারতী, পৌষ ১৩০৮, পৃ ২৮৮) পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থের ১ম সংস্করণে প্রায় অস্পষ্টরূপে প্রবাদ লিখিত হইয়াছে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১২)।

১। গোপীনাথের কুলপরিচয় (“ভোয়ালকুলোদ্ভব”) বিদেশী লেখকের হস্তে বিকৃত হইয়া নানাবিধ অন্তত আকারে পরিণত হইয়াছে — “গোঘোট”, “সোমহুত” (মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরের পুথিতে) প্রভৃতি। কাশীর সরস্বতীভবনে “শব্দমণিসারে”র পুথিতে আমরা উদ্ধৃত বিস্তৃত পাঠ দেখিয়াছি। গোপীনাথের কালনির্ণয়ে এ যাবৎ সকলেই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন।

অবয়বপ্রকরণের টীকা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। হেত্বাভাসপ্রকরণের প্রারম্ভে একটি মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে (১৮৩ খ পত্র) :

কথ্যোমকমলাসীনং তত্ত্বসাধকমমৃতং ।

অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্রামমহং ভজে ॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আশার বহু পূর্বেই সার্কভোমের হৃৎকমলে ঘনশ্রাম বিরাজমান ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি তথ্য বটে। অনেকেই অদৈতমকরন্দের টীকায় তাঁহার উৎকট অদৈত-মত দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবেন ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহু দার্শনিক মত বুদ্ধির বিলাসের জন্ত এবং সভাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্ত যে ব্যক্তি অবলম্বন করেন, তিনিই আন্তরিক অন্তর্ধানকালে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। শঙ্করাচার্য্যও “শাক্ত” ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সার্কভোমের এই টীকাগ্রন্থের নাম প্রতিলিপিটির উপরে এবং পুথির তালিকায় “পারাবলী” বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি এই নাম নাই। পরন্তু ১১৪ক পত্রে “(বিশেষ) বস্তু প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষায়াং বোধ্যঃ”, ১০৫ক পত্রে “তন্নিরাসঃ প্রত্যক্ষ-মণিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টব্যঃ”, ১৭৫খ পত্রে উক্ত নিয়মে তর্কজ্ঞ শব্দমণিপরীক্ষায়ামপূর্ব্ববাদে দ্রষ্টব্যঃ” প্রভৃতি উক্তি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম “অনুমানমণি-পরীক্ষা।” ইহা দীর্ঘিতি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় এবং মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যানবলিত, দীর্ঘিতির বহু অংশের জায় কেবল বিষমপদব্যাখ্যা নহে। সার্কভোমের প্রমাণশক্তি এ স্থলে সংগৃহীত হইল।

আচার্য্য (১৬২১২ প্রভৃতি) কিংপাবলী ৩৯১২)

কুম্মাঞ্জলিপ্রকাশ (১০৫১২)

খণ্ডন (৪১১)

গুরুচরণ (৮.২ প্রভৃতি, ১৫ বার) টীকাকার (৮১১, ১০১২)

তত্ত্ববোধিকার (১০০১১)

দর্পণ (৫০১১)

দ্রব্যাকিরণাবলীপ্রকাশ (১৭২১১) নরসিংহ (৫৩১, ৫৭১২)

নিবন্ধ (১১০১২, ১৮৭-৮, ১৯১১২)

পরিমল (এষ পরিমলললিতঃ পদ্মাঃ ২৬১১)

প্রকাশ (১৯২১১)

প্রত্যক্ষপরীক্ষা (৪১১)

প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষা (১০৫১১, ১১৪১১, ১ ৪১১)

প্রমাণপ্রকাশ (১১১২)

প্রমাণভাষ্য (১২৯.২)

প্রমাণোদ্যোত (৬।১)

প্রমেয়তত্ত্ববোধ (১৭৪।১, ১৯৩।২)

প্রমেয়প্রকাশ (১৪৯।১)

প্রমেয়ভাষ্য (১৪৬।১)

প্রাভাকর (৫।১, ৭৬।১ প্রভৃতি)

মণিকণ্ঠ (৩২।১ প্রভৃতি, ১০ বার) মহার্ণব (৫৭।২)

মিশ্র (৩৬।১, ৪৭।১, ৭৯।১, ১৭৭।১)

যজ্ঞপতি (২৯।১ হইতে, ৫২ বার)

রত্নকোষকার (৯৪।২)

লীলাবতীকার (১৮৮।১)

লীলাবতীপ্রকাশ (১৩৩।২)

লীলাবত্যাশ্রয় (৭২।২)

বন্ধমান (৪৫।২ প্রভৃতি, ৫ বার)

বার্ত্তিক (৮।১)

শব্দমণিপরীক্ষা (৮।১, ১৬৮।১, ১৭৫।২)

সোজড় (১৩।১, ১৩১।১, ২০৫।১)

সার্কভোমের ভাষা হইতে বন্ধমানোপাখ্যায়ের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সূচিত হয়—
“ইতি শ্রীবন্ধমানচরণায়ীতঃ পদ্মঃ” (১৪৫।১), “অত্র শ্রীবন্ধমানানুগৃহীতো মণিকণ্ঠঃ পদ্মঃ”
(১৪৮।১)। পক্ষান্তরে যজ্ঞপতির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁহার মত তিনি ৫২ বারই
খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই—“অত্র যজ্ঞপতিঃ
তৎপ্রত্যাদিতস্ত” (৬৬।১), “তৎ কো যজ্ঞপতেরত্তঃ প্রাজ্ঞমত্তো ভাবেত,” “ইতি যজ্ঞপতি-
পাছপর্ষ্যটিতঃ পদ্মঃ” (১৫০।১)। যজ্ঞপত্যাখ্যায়ের মত প্রায় একই সময়ে তিন জন
মহানৈয়ায়িক খণ্ডন করেন—প্রগল্ভাচার্য্য, যজ্ঞপতির ছাত্র পক্ষধর মিশ্র এবং বাহুদেব
সার্কভোম। তন্মধ্যে সার্কভোমের খণ্ডনের ভাষাই তীব্রতম হইয়াছে। যজ্ঞপতির পুত্র
“নরহরি উপাখ্যায়” দ্ব্যগোন্ধার নামক গ্রন্থে এই তিন জনেরই উত্তর দিতে চেষ্টা
করিয়াছেন। নরহরি স্বয়ং পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন।^৮ সার্কভোম চারি বার “মিশ্র”-

৮। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতির অভ্যুদয়কাল লইয়া অনেক
বিচারালোচনা হইয়াছে। নরহরি-বিরচিত “দ্ব্যগোন্ধার” গ্রন্থের অনুমানখণ্ড (বরোদা ও
তাজোরে পুঁথি আছে) পরীক্ষা করিয়া আমরা পূর্বতন বহু মনীষীর পণ্ড শ্রম দেখিয়া বিস্মিত
হইয়াছি। নরহরির গ্রন্থ প্রধানতঃ তাঁহার “গুরুচরণে”র প্রতি উত্তর। এই গুরুচরণ যে
পক্ষধর মিশ্র, তাহা অনুমানালোকে সন্দর্ভ মিলাইলে অসামান্যে বুঝা যায়।
তদুত্তর নরহরি একাধিক বার প্রগল্ভ ও সার্কভোমের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র নহেন। আলোক গ্রন্থের মত কিম্বা সন্দর্ভ কুত্রাপি সার্কভৌম উল্লেখ করেন নাই। নরহরির প্রচেষ্টা হইতেও বুঝা যায়, সার্কভৌম ও পক্ষধর মিশ্র সমকালীন ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই বচন সার্কভৌম উক্ত স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা পূর্বে এক প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ. ৪২৫) সার্কভৌমের গুরুর পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়া লিখিয়াছিলাম। সোভাগ্যের বিষয়, অতঃপর আমরা তৎসম্পর্কে মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অমুমিতিলক্ষণে সার্কভৌম তাঁহার গুরুর একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮১২ হইতে ৯২ পত্র), তাহার প্রথমংশ এই :—**অজ্ঞানজ্ঞানোহসাক্ষাৎকার্যশান্দোহমুভবোহমুমিতিরিত্যর্থঃ** ইত্যাহঃ । রঘুনাথ বিজ্ঞানস্বার অমুমানদীপ্তিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে অমুমিতিপ্রকরণে চক্রবর্তীলক্ষণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দীপ্তির ‘যাং কাক্ষিদমুমিতিব্যক্তিমাক্ষ্য’ বচনের ব্যাখ্যাশেবে লিখিয়াছেন (৪২১১ পত্র) :—

“তস্মাজ্জ্ঞাতজ্ঞানোহসাক্ষাৎকার্যশান্দোহমুভবোহমুমিতিরিতি **বিশারদ-শারদামুমুত্যা-বেদমিতি ।**” (পার্শ্বে একটি টিপ্সনী আছে—জ্ঞাতং যং তং ব্যাপ্তিঃ বিশিষ্টপক্ষধর্মজ্ঞানং তেন জ্ঞাতঃ ।) সুতরাং **সার্কভৌম তাঁহার পিতা নরহরি** বিশারদের নিকটই নব্য জ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং **অধ্যয়নের জ্ঞান মিথিলায় বান নাই**। পিতাকে গুরুরূপে উল্লেখ করা নৈয়ায়িকসমাজে অজ্ঞাত নহে। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় কতিপয় স্থলে ‘গুরুচরণান্ত’ বলিয়া গঙ্গেশের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সার্কভৌমের সময় পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই। তিনি স্বয়ং যদুদর্শনে কৃতবিদ্ব ছিলেন। তৎপুত্র বাহিনীপতির পিতৃবন্দনা-শ্লোকেও সার্কভৌমের বেদান্ত, জ্ঞানবৈশেষিক ও মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা কীর্ণিত হইয়াছে (শঙ্কালোকোদ্যোতের প্রথম শ্লোক) :—

নৈগমে বচসি নৈপুণং বিধেঃ, সার্কভৌমপদসাভিধং মহঃ ।

জীর্ণতর্কতত্ত্বজীবনৌষধং, জৈমিনেজয়তি জগদমং যশঃ ॥

যজ্ঞদেশেও তখন বেদান্তের প্রভাব অকুণ্ঠ ছিল। অবৈতমকরণের টীকায় পিতৃপরিচয়স্থলে নরহরি বিশারদকে “বেদান্তবিদ্যাময়াং” বিশেষণে মণ্ডিত করা হইয়াছে। নব্য জ্ঞানের টীকা রচনা করিলেও বেদান্তেই সার্কভৌমের স্বরস ছিল বোধিতে হইবে। ঋগুণভূবামণিকার দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকে সার্কভৌম শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের উপর “ব্রহ্মজ্ঞান” নিক্ষেপ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৭৯, পৃ. ১২৫) :—

বাচস্পতিশঙ্করয়োর্গৌভমকৃতবুদ্ধিশাস্ত্রগর্বিষতয়োঃ ।

নির্দীপনামি গর্ভমেবং ব্রহ্মজ্ঞানমাহার ॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার বেদান্ত-মতে আসক্তি পরিস্ফুট :- ৯

জ্ঞাতং কাণভূতং মতং পরিচিঁতৈরাবীক্ষিকী, শিক্ষিতা

মীমাংসা, বিদিতৈব সাঙ্গ্যসরণিধৌগে বিতীর্ণা মতিঃ ।

বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরসসং, কিন্তু ক্ষুরমাধুরী-

ধারা কাচন নন্দহুমুরলী মচ্ছিত্তমাকর্ষতি ॥ (পদ্যাবলী, ৯৯ শ্লোক)

কিন্তু বঙ্গদেশে নব্য গ্রন্থের প্রথম প্রবর্তকরূপেই সার্কভোমের নাম চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার বেদান্তাদি শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে । অষ্টমতমকরন্দের টীকা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তাহার পুঁথি বর্তমানে পুরীধামে আছে কি না সন্দেহ ।

কাশীর সরস্বতীভবনে “শঙ্করমণিরীক্ষা” (২৫- ৪৩ পত্র) নামে একটি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে । সার্কভোমের ভ্রাতৃপুত্র সুবিখ্যাত “বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের” গ্রন্থালয়ে ইহা রক্ষিত ছিল । বিদ্যানিবাসের বংশধারা কাশীতে বিলুপ্ত হইলে ইহা কাশীবাসী নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থপঞ্চানন সংগ্রহ করেন এবং ক্রমে ৬হরিহর শাস্ত্রীর হস্তগত হয় । ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই । খুব সম্ভবতঃ ইহাও সার্কভোম-রচিত এবং অপূর্ববাদ হইতে শঙ্করগুপ্তের শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত । আমরা রচয়িতার বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় এই মূল্যবান গ্রন্থের বিবরণ দিতে বিরত থাকিলাম । আমাদের নিকট সার্কভোমের শঙ্করগুপ্তীকার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র (৩ পত্র) রক্ষিত আছে ; পুঁথিকা যথা, “ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়সার্কভোম-কৃতা বেদলক্ষণটিপ্পনী” । ইহা রামভদ্রী টীকা হইতে পৃথক্ বটে ।

সার্কভোম নবদ্বীপ অবস্থানকালে অর্থাৎ (জয়নন্দের মতে চৈতন্যের জন্মের পূর্বে) তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন । ইহার রচনাকাল ১৪৭০-৮০ সনের পরে যাইবে না । তৎকালে তাঁহার বয়স ৩০।৪০ হইতে নূন হইবে না । কারণ, ফ্রবানন্দের “মহাবংশাবলী” (পৃ. ১২৯) এবং অন্ত্যান্ত বহু রাষ্ট্রীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, সার্কভোমের পুত্র “জলেশ্বর বাহিনীপতি” খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যা বিবাহ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন । এই বিবাহের সময় ১৫০০ সনের পূর্বে, পরে হইবে না । বাহিনীপতির দশ কন্যা ছিল, তন্মধ্যে অন্ততঃ একজন জামাতার নামও (ঘোষালবংশীয় হৃদয়) মহাবংশাবলীতে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৯) । বাহিনীপতির জন্ম ১৪৬০-৭০ সনে ধরিয়া সার্কভোমের জন্মাব্দ হয় অল্পমান ১৪৩০-৪০ সন মধ্যে এবং প্রায় ১৪৫০ সনে সার্কভোম নবদ্বীপে তাঁহার পিতার নিকট নব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন । মিথিলা হইতে তৎকর্তৃক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আনয়নের কথা সম্পূর্ণ অলীক ।

৯। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাব বর্ণনাকালে গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রায়শঃ সার্কভোম অপেক্ষা প্রবোধানন্দের মনীষারই বেশী উল্লেখ করিয়া থাকেন । অথচ তৎকালীন বিখ্যাতগোষ্ঠীতে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সার্কভোমের নিকট প্রবোধানন্দ অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি ছিলেন ।

২। প্রগল্ভাচার্য্য

সার্বভৌম ব্যতিকরণপ্রকরণে লিখিয়াছেন (১৪১১ পত্র) :—

উত্তানাস্ত, সাধাভাববতি বহুতৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তৎ লক্ষণমাহঃ ।
তন্ম, সাধাভাববতীত্যন্ত বৈষয়ত্যাং সৰ্বশেষে সাধাভাববত্যাং । কিং চানুমিতিবিরোধিত্বম্
অনুমিতিপ্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বং তদভাবঃ স্বরূপসম্ভবানুমিতিনিয়ামকো ন তু জ্ঞায়মানোপযোগী
ব্যাপ্তিবটকঃ । ইহা গোড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ কল্প দীধিতিগ্রহেও উল্লিখিত হইয়াছে
এবং মিথিলার কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । মথুরানাথ ভিন্ন দীধিতির টীকাকারগণ
সকলেই ইহা “প্রগল্ভে”র লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এ স্থলে দীধিতিতে প্রগল্ভের
অপর দুইটি লক্ষণও খণ্ডিত হইয়াছে । রঘুনাথ বিজ্ঞানস্বরূপ স্পষ্টাকরে লিখিয়াছেন, সার্বভৌম
উক্ত স্থলে প্রগল্ভের মতে দোষ দিয়াছেন—“সার্বভৌমস্ত চ প্রগল্ভমতদুৎপত্তং সাধাভাব-
পদবৈষয়ত্যাং...” (প্রতিবিম্ব, ৭৯২ পত্র) সুতরাং প্রগল্ভাচার্য্য সার্বভৌমের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী
ছিলেন । প্রগল্ভ বারেন্দ্রশ্রেণী লাহিড়ীবংশের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন । (সা-প-প, ১৩৪৭,
পৃ. ৭১-৭৩) । তাঁহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে লিখিত হইল । তিনি
কাশীতে পঠন-পাঠন করিয়াছেন—তাঁহার বেদান্তাধ্যাপকের নাম “অনুভবানন্দ” ।
তদ্রচিত “খণ্ডনদর্পণ”গ্রন্থের একটি মূল্যবান পুস্তিকা যথা, “ইতি শ্রীজ্ঞানানন্দভগবৎপাদশিষ্য-
শ্রীমদনুভবানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্চ শ্রীপ্রগল্ভাচার্য্যশ্চ কৃতৌ খণ্ডনদর্পণে বিজ্ঞানাগরাচার্য্যাদি-
কৃতখণ্ডনোপায়াদিসংগ্রহে পরপ্রকাশখণ্ডন-স্বপ্রকাশত্রয়স্থাপনপরিচ্ছেদঃ ।” (কলিকাতা,
সংস্কৃত কলেজের পুথি, ২ ১২ পত্র) অনুমানপরিচ্ছেদের শেষে একটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে—

অনেন জগতাং নাথঃ প্রীণাতু মধুহৃদনঃ ।

শ্রীবিবেকচরভূমৌ যঃ কাশ্যাং মোক্ষপ্রদঃ শিবঃ ॥

সুতরাং তিনি কাশীতেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার “পরমগুরু” জ্ঞানানন্দ
‘বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী’-কার প্রকাশানন্দের গুরু ছিলেন । এই প্রকাশানন্দ সুতরাং প্রায়
১৪৫০ সনেই কাশীর বৈদান্তিকগোষ্ঠীর নায়ক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত চৈতন্ত্য-পার্বদ
প্রবোধানন্দের অভেদকল্পনা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত । খণ্ডভুবামণির এক স্থলে “অত্র প্রকাশানন্দ-
সরস্বতীশ্রীপাদাঃ” বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কলিকাতার পুথি,
১০৭২ পত্র) । প্রগল্ভাচার্য্যের শ্রায়গুরু ছিলেন তাঁহার পিতা ‘নরপতি মহামিশ্র’—
‘পিতৃনরপতের্য্যাপাং হৃদি কৃত্বা’ (প্রত্যক্ষচিন্তামণি ও দ্রব্যপ্রকাশের টীকায়) । ইহার
অর্থ হইল এই যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তত্ত্বচিন্তামণির পঠনপাঠন বঙ্গদেশে
প্রচারিত হইয়াছিল ।

কাশীতে প্রগল্ভাচার্য্যের নব্যতায়সম্প্রদায় প্রায় একশতাব্দীকাল গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত
ছিল । তাঁহার সর্বপ্রধান ছাত্র ‘জগদগুরু’ বলভদ্র মিশ্র দ্রব্যপ্রকাশের “বিমল” নামক
টীকার প্রারম্ভে তাঁহার গুরুর নাম করিয়াছেন—“মহা তর্কবিচারচক্রবর্তনঃ শ্রীমৎ-প্রগল্ভাৎ
শ্রয়োঃ ।” বলভদ্রও বাঙ্গালী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । তাঁহার ও

তদীয় পুত্র পদ্মনাভ মিশ্রের বিবরণ পৃথক প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য—বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর চিরবিলুপ্ত কীর্তির মধ্যে তাঁহাদের গ্রন্থরাজি সর্কাপেক্ষা সন্মুজ্জল কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল। প্রগল্ভের গ্রন্থরচনাকাল শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৪৫০-৭৫ মধ্যে) স্থাপন করিতে হইবে। মিথিলায় পঞ্চদশ মিশ্রের সমকক্ষরূপে কাশীর বাঙ্গালী পণ্ডিত প্রগল্ভ এবং নবদ্বীপের সার্কর্ভোম হই জন দিক্‌পাল ছিলেন। প্রগল্ভের অনুমানখণ্ডের টীকায় ৭ স্থলে “মিশ্রাস্ত” বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুণ্ডি, ১৪৮১২, ১৫৭ ১, ১৬৭১২, ১৭৪১১, ১৮২১২, ১৮৪১২ ও ১৮৬১১ পত্র দ্রষ্টব্য)—তিনি পঞ্চদশ মিশ্র হইতে পূর্ণক। উপমানখণ্ডের টীকা প্রায় কোন প্রশিদ্ধ নৈয়ায়িকই রচনা করেন নাই। প্রগল্ভরচিত উপমানসংগ্রহ নামক টীকার কতিপয় অতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে পূর্বতন টীকার অত্যন্তাভাব তিনিও অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন :—

উপায়াঃ প্রত্যক্ষে চরমমন্ত্যানে চ কৃতিভিঃ।

কৃতাঃ শব্দে চিত্রং ন বিলিখনমন্ত্যাস্ কিমপি ।

ন চোচ্ছাসোপ্যত্রোপমিতিকরণেহকারি গহনে

নিরালম্বে কিঞ্চিল্লিখতি ভূবি যঃ সোত্র বিরলঃ ॥

তত্র প্রবৃত্তস্ত গুরুপদেশমাত্রৈকবিত্তস্ত মমোৎসুকস্ত ।

টীকাং বিধাতুং ভবতু পসন্না বাণী বথা পূর্ণমনোরথস্ত ॥

(উপমানসংগ্রহ, দোসাইটির G. 1752 পৃথি লিপিকাল ১৬৪৩ বিক্রমাদ) ।

৩। নরহরি বিশারদ

সার্কর্ভোম তদীয় গ্রন্থে ১৫ স্থলে নানা প্রকরণে তত্ত্বচিন্তামণির উপর তাঁহার গুরুর ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনাথ বিজ্ঞানস্বাক্ষরের উক্তিবলে প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদই এই গুরু। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন, মৌখিক উপদেশমাত্র ঐ সকল স্থলে উদ্ধৃত হয় নাই। এক স্থলে (৭২-৮০ পত্রে) “গুরুবস্ত” বলিয়া উদ্ধৃত বচনের উপর “কস্তাচিং দূষণং...নিরস্তং” হইয়াছে। অপর এক স্থলে (১০৭ পত্রে) পাওয়া যায়, ‘যচ্চ তৈরুক্তং (পূর্ববাক্যে “গুরুচরণৈঃ” আছে), যদ্যাবৃত্ত্যানুমিতিবিরোধী সাধ্যসাধনসংবন্ধাভাবঃ স উপাধিরিত্যাদিলক্ষণত্রয়ং, অত্র কশ্চিৎকি...’ এতদ্বারাও স্পষ্ট লিখিত গ্রন্থই স্থচিত হয়, মৌখিক উপদেশ হইলে “ইত্যাদিলক্ষণত্রয়ং” পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষথণ্ডেও তাঁহার টীকা রচিত হইয়াছিল। সার্কর্ভোমের ভ্রাতৃপুত্র (কাশীনাথ) বিজ্ঞানবাসরচিত অতিদুর্লভ চিন্তামণিটীকার প্রত্যক্ষথণ্ডে তিন স্থলে বিশারদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুণ্ডি, ৪৬১১, ৫১১২ ও ৬০১১ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থ নবদ্বীপে ১৪৫০ সনের পূর্বেই রচিত হইয়া থাকিবে। তিনি মিথিলায় যজ্ঞপত্ন্যপাধ্যায়ের সমকালীন ছিলেন সন্দেহ নাই ; কারণ, যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি স্বগ্রন্থে সার্কর্ভোমের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময়ে গোড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন।

সার্কভোমের পুত্র বাহিনীপতি তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়া পিতামহের প্রভাব ও বংশবিস্তৃতি স্মৃচনা করিয়াছেন :—

কংশরিপোরবতারে বংশে বৈশারদে জাতম্ ।

উত্তংসং খলু পুংসাং তং বন্দে সার্কভোমাখ্যম্ ॥ (শব্দালোকোদ্যোতের ২ শ্লোক)

বিশারদের পারিবারিক বহুতর নূতন তথ্য আমরা কুলগ্রন্থে পাইয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইল না । তিনি প্রায় ১৪০০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে বার্কক্যে কাশী গমন করিয়াছিলেন—“বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী” (জয়ানন্দের চৈতন্যমঞ্জল) । তাঁহার স্মৃতি-নিবন্ধ হইতে বহু বচন হরিদাস তর্কাচার্য (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৫২), গোবিন্দানন্দ, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত গ্রন্থকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । হরিদাস-উদ্ধৃত একটি অভিমূল্যবান্ সন্দর্ভ হইতে জানা যায়, তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থ ১৩৯৭ শকাব্দের (১৪৭৬ সনের) পরে বার্কক্যে রচিত হইয়াছিল এবং গোড়-মুলতান বারবক সাহ তাঁহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।

৪। ত্রীনাথ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তী

দীর্ঘায়িত্ব অমুমিত্যপ্রকরণে এবং ব্যাধিকরণ-প্রকরণে টীকাকারগণের ব্যাখ্যানুসারে “চক্রবর্তী”-লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে । পরবর্তী কালে “চক্রবর্তী” উপাধি বৈয়াকরণদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বর্তমানে অনেকেই অবগত নহেন যে, ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নৈয়ায়িকসমাজে “ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তী” অর্থাৎ সংক্ষেপে “চক্রবর্তী” উপাধি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল ।^{১০} আমরা শতাধিক “ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তী” উপাধিধারী পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধর । রঘুনাথ বিজ্ঞানস্বারসই প্রতিবিম্বগ্রন্থে শিরোমণি-উদ্ধৃত চক্রবর্তীর উপরিলিখিত পুরা নামটি উদ্ধার করিয়া অতি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন (৭৪১২ পত্র) । অমুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও এই ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তীর টীকা রচিত

১০। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে নৈয়ায়িকগণের সর্বসাধারণ “ভট্টাচার্য্য” উপাধি সর্বশেষে না বসিয়া তত্ত্বপাধিবিশেষের অব্যবহিত পূর্বে বসিত । “ভট্টাচার্য্য-বিশারদাং নরহরেঃ” (অষ্টমতমকরন্দের টীকা), “ভট্টাচার্য্যসার্কভোমং” (সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণব-তোষিণী), “ভট্টাচার্য্যশিরোমণিভিঃ” (ভবানন্দ), “ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়ঃ” (রামভদ্র), “ভট্টাচার্য্যসার্কভোমরামভদ্রেণ ধীমতা” (রামভদ্রের সমাসবাদ), “ভট্টাচার্য্যচক্রবর্তি-রামকৃষ্ণ জগদগুরুঃ” (যাদবব্যাসের মঞ্জরীসার) প্রভৃতি প্রয়োগ প্রণিধানযোগ্য । সংক্ষেপকালে “ভট্টাচার্য্য” পদটি সর্বত্র বর্জিত হইয়া বিশারদ, সার্কভোম, শিরোমণি প্রভৃতিরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । সুতরাং এই যুগের “চক্রবর্তী” উপাধি উপেক্ষার বিষয় নহে । গদাধরের সময়ে “চক্রবর্তী” উপাধির বিপর্যয় সাধিত হওয়ায় তাঁহার “ভট্টাচার্য্য” উপাধিমাত্র প্রচার লাভ করে ।

হইয়াছিল। কারণ, বিদ্যানিবাসও প্রত্যক্ষগুণের টীকায় তিন স্থলে “ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তিনঃ” বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০।১, ৩০।১ ও ৬২।১ পত্র)। ব্যখিকরণগ্রন্থে যে চারি জনের সন্দর্ভ দীক্ষিতিকার উদ্ধৃত করিয়াছেন—চক্রবর্তী, প্রগল্ভ, মিশ্র ও সার্কভোম—তন্মধ্যে কালানুযায়ী উৎকৃষ্ট ক্রম হ্রাসিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে চক্রবর্তী মহারণি-ত্রয়ের কিস্কিৎ পূর্ববর্তী এবং বিশারদের সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বহু কুলগ্রন্থে নরহরি বিশারদের এক ভ্রাতার নাম আমরা পাইয়াছি “শ্রীনাথ চক্রবর্তী” এবং তিনিই যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীনাথ নাম, চক্রবর্তী উপাধি এবং বিশারদের সমকালীনতা—অত্র কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে এই তিনটির সমাবেশ একত্র পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ কুলগ্রন্থে ভ্রাতাদের ক্রমান্বয়ে আছে—“বিশারদ-ভট্টাচার্য্য-শ্রীনাথচক্রবর্তী-শ্রীকান্তগণ্ডিতাঃ।” অর্থাৎ শ্রীনাথ বিশারদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুণ্ডিশালায় রক্ষিত একটি মাত্র কুলপঞ্জীতে (১৬৫।১ পত্র) কিন্তু পাওয়া যায়—“শ্রীনাথচক্রবর্তী-বিশারদভট্টাচার্য্য-শ্রীকান্তাঃ।” শ্রীনাথ তদনুসারে ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ইহারা সকলেই নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন, আপাততঃ এইরূপ অনুমান করাই সম্ভব। শ্রীনাথের অশস্তন বংশধারার উল্লেখ কোন কুলপঞ্জীতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি

বাসুদেব সার্কভোমই ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির উপাধিটি মাত্র চৈতন্যসম্প্রদায়ে এবং অধিকাংশ কুলপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামীর গুরুকীর্তনশ্লোকে প্রথম গুরু সার্কভোম এবং দ্বিতীয় গুরুই বিদ্যাবাচস্পতি—“ভট্টাচার্য্যসার্কভোমঃ বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরুন্।” তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, তৎপুত্র বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যরচিত চিন্তামণির টীকায় প্রামাণ্য-বাদাংশে তিন বার “অশ্বংপিচরুণাঃ” বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (২০-৩০, ৩২।১, ও ৫৬।২ পত্র দ্রষ্টব্য—প্রথম সন্দর্ভটি দীর্ঘ)। তদ্বিত্ত বিদ্যানিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র মহানৈয়ায়িক রুদ্র তায়বাচস্পতি শব্দালোকের চৌদ্দ টীকায় এক স্থলে একটি হ্রস্ব বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—“প্রয়োগো হেতুভূতো যত্মাংতত্ত্বজ্ঞানশ্চেতি ব্যংপত্যা শাস্ত্রপ্রমোদস্থিতৌ তজ্জ্ঞাং যশ্চেতি বহুব্রীহিণা শাস্ত্রপ্রমাকরণত্বমেব উক্তলক্ষণার্থ ইত্যশ্বংপিচামহচরুণাঃ।” (পুণার পুণি, ১০।২ পত্র)। রুদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ পঞ্চাননও শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের টীকায় এক স্থলে “ইতি অশ্বংপিচামহচরুণাঃ” বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (পুণার পুণি, ২৭।১ পত্র)। সুতরাং শব্দশ্রেণীও বিদ্যাবাচস্পতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের উপর রত্নগর্ভভট্টাচার্য্যরচিত “বৈষ্ণবাকৃতচন্দ্রিকা” নামক টীকা বহু কাল হইল মুদ্রিত হইয়াছে। রত্নগর্ভ খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি এক “বিদ্যাবাচস্পতির” বচনানুসারে টীকা রচনা করিয়াছিলেন—“ততো বিদ্যাবাচস্পতিবচনদীপাবলিমতা” (শেষে ১ শ্লোক)। রত্নগর্ভের

এই গুরু আমাদের আলোচ্য বিদ্যাবাচস্পতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তিনি তৎকালের একজন অতিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নাই। রুদ্র ভাষ্যবাচস্পতির “ভ্রমরদূত” কাব্যের শেষে তাঁহার অতি উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায় :—

**যোহুদগোড়াক্তিপতিশিখারত্নমুদ্রাভিষেক-
বিদ্যাবাচস্পতিরিত্তি জগদগীতকীর্ত্তিপ্ৰপঞ্চঃ।**

বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম সম্বন্ধে এখন বিতর্কের অবসান হওয়া কর্তব্য। নগেন্দ্রনাথ বসুদেব ‘বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’, ১ম ভাগ ১ অংশের ১ম সংস্করণে (১৩০১ সনে মুদ্রিত, পৃ. ২৫০-৬) আখণ্ডলবংশ মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে মনোহর শ্লোকে লিখিত আছে, কেশবের পুত্র নরহরি বিশারদ প্রভৃতি এবং বিশারদের ছই পুত্র বাসুদেব ও রত্নাকর (বিদ্যা-বাচস্পতি)। ২য় সংস্করণেও (১৩১৮ সনে, পৃ. ২৪৮-৪৯) ইহাই অবিকল মুদ্রিত হয়। এই বংশলতাটি কোন চক্রান্তকারীর জঘন্য কৃত্রিমতার পরিচায়ক ; বসু মহাশয় স্বয়ং চক্রান্তের মধ্যে নাও থাকিতে পারেন। রাণাঘাটনিবাসী ৬সাতকড়ি ঘটকসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে ইহা গৃহীত বলিয়া লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৩৬ পাদটপ্পনী)। নরহরির এক ভ্রাতা ধনঞ্জয় মিশ্রের পৌত্র হইলেন স্মার্ত্তভট্টাচার্য রঘুনন্দন—ইহা অসম্ভব। কারণ, স্মার্ত্তভট্টাচার্য ১৫০০ সনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। নলডাঙ্গা রাজশাখার আদিধারাটিও কৃত্রিম (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ. ৪২৮-৯ দ্রষ্টব্য)। আমরা এ যাবৎ যতগুলি কুলপঞ্জীতে সার্কভৌমের বংশধারা লিপিবদ্ধ পাইয়াছি (সংখ্যা প্রায় ২০ হইবে), সর্বত্র বিশারদের পিতার নামই “রত্নাকর” লিখিত আছে, কুত্রাপি তাহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। পিতামহ-পৌত্রের এক নাম বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। কুলপঞ্জীসমূহে সার্কভৌম প্রভৃতির উপাধি মাত্রই লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। মৌভাগ্যবশতঃ ছইটি পুঁথিতে পুরা নাম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—“রত্নাকরন্তু . তংসুতা চক্রপাণি-নরহরিবিশারদ-মীনকেতন-নারায়ণ শ্রীনাথ-শ্রীকণ্ঠাঃ। বিশারদন্তু...তংসুতা বাসুদেবসার্কভৌম-কৃষ্ণবিজ্ঞা-বিরিকি-বিষ্ণুবিদ্যাবাচস্পতি-চণ্ডীদাসাঃ। (বঙ্গীয় সা-প-প, ২:০২ সং পৃথি, ১৩১২ ক্রোড়পত্র)। রাজসাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত পুঁথিতে (১১৮২ পত্রে) পাঠ-ভেদ এই :—চক্রপাণি-নরহরি-মীনকেতন...শ্রীকণ্ঠ-বিশারদাঃ...বাসুদেবসার্কভৌম কৃষ্ণানন্দ বিজ্ঞানন্দনিধি :—বিষ্ণুদাসবিদ্যাবাচস্পতি-পণ্ডীদাসাঃ। (কুলপঞ্জীমাত্রই কিরূপ লিপিদোষবহুল, ইহা তাহার একটি নিদর্শন।) জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে উল্লিখিত অভিভূত “বিজ্ঞাবিরিকি”-উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নামনির্দেশই এ স্থলে কুলপঞ্জীর অকৃত্রিমতার প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যাবাচস্পতির রত্নাকর নামই প্রবন্ধপুস্তকাদিতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে ; আমরা তজ্জন্ত তাহার অমূলকতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলাম।

৬। পুণ্ডরীকাক্ষ বিজ্ঞাসাগর

অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইহার বিবরণ আমরা পূর্বে লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭,

পৃ. ১৪২-১৪৮)। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির একজন টীকাকার (ঐ, পৃ. ১৫২) এক শিরোমণির পূর্ববর্তী। তাঁহার পিতা “শ্রীকান্ত পণ্ডিত” এবং পিতামহ “রত্নাকর” (ঐ, পৃ. ১৪৮)। সুতরাং তিনি সার্কভৌমেরই পিতৃব্যপুত্র সন্দেহ নাই। কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতার “পণ্ডিত” উপাধিটি যথার্থ লিপিবদ্ধ থাকায় তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইল। বঙ্গদেশে একই সময়ে রত্নাকরের পুত্র শ্রীকান্ত পণ্ডিত ছই জন থাকার সম্ভাবনা নাই। বরিশাল, কাশীপুরনিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের পিতা-পিতামহের নাম জানা যায় না। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ভিন্নবংশীয় (কাশ্যপ গোত্র, চট্টবংশীয়) ছিলেন সন্দেহ নাই, যদিও স্থানীয় ইতিহাসে তাঁহাকেই কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে। (বন্দাবনচন্দ্র পুতভূক্তের চন্দ্রধীপের ইতিহাস, পৃ. ৬-১২)।

৭। পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

দীর্ঘিতির অনুমিতিগ্রহে অনুমানস্বরূপ প্রস্তাবে মূলের “তচ্চেতি” বাক্যের ব্যাখ্যায় একজন পূর্বটীকাকারের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—“অনুমিতেজ্ঞানাকরণকজ্ঞানহেন প্রত্যক্ষমিতিমধ্য-নিবেশে তৎকরণশ্যপি প্রত্যক্ষপ্রমাণান্তর্ভাবঃ শ্রাদ্ধিতি তন্নিরশ্চতি তচ্চেতীত্যাপি কশ্চিৎ।” এ স্থলে একজন মাত্র টীকাকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রতিবিশ্বগ্রহে পূর্বতন টীকাকারের নামটি লিখিতে বিস্মৃত হন নাই—“পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্যমতঃ লিখতি, অনুমিতেরিতি।” (৪৮।১ পত্র) কেবল তাহাই নহে, বাহারা এ স্থলে পুরুষোত্তমমতে শিরোমণির অশ্বরস উদ্ভাবন করিয়াছেন, “মংসরাঃ” বলিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া বিদ্যালঙ্কার স্বয়ং উপসংহার করিয়াছেন, “নাস্ত্যেব বাহস্বরসঃ।” অনুমান হয়, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পুরুষোত্তমের আশ্রয় ছিলেন। অনুমিতি-লক্ষণে মিশ্রমতের আলোচনায় দীর্ঘিতে আছে, “পরেতু পক্ষধর্ম্যতেতাত্ত্র পক্ষতাবিশেষণং ইত্যাদি।” বস্তুতঃ কিন্তু পক্ষধর মিশ্রের আলোক টীকায় “পক্ষতাবিশেষণং” এইরূপ কোন স্পষ্টোক্তি নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পূর্বে এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ন চ বক্ষ্যমাণপক্ষতাজ্ঞানস্বরূপবিশেষণাবাদেব নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, পুরুষোত্তম-ভট্টাচার্য্যায়ং-হেতুত্বং তৈস্ত (মিশ্রৈঃ) তন্ন দত্তম্। যদি চ তদীয়তে...” (১৮।২ পত্র) সুতরাং এখানেও বিদ্যালঙ্কার অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের পরিচয় অজ্ঞাত। কুবানন্দের ‘মহাবংশাবলী’তে বাজিলালবংশীয় এক পুরুষোত্তমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি বিদ্যাবাচস্পতির জামাতা ছিলেন—“বিদ্যাবাচস্পতে: কস্তা বৃঢ়া চ পুরুষোত্তমৈঃ” (পৃ. ১১৫, পুথির বিসৃদ্ধ পাঠ দেখিয়া ছন্দোদৃষ্ট অসুদ্ধ পাঠ সংশোধিত হইল)। উভয় পুরুষোত্তম অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

৮। কবিমণি ভট্টাচার্য্য

বিদ্যানিবাস প্রত্যক্ষযণ্ডের মঙ্গলবাদের টীকায় অজ্ঞাতপূর্ব এই নৈয়ায়িকের “শিষ্ট”-লক্ষণ প্রজ্ঞা সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—“কবিমণিভট্টাচার্য্যাস্ত, বাবদোবানন্তসংসর্গাভাববৎ তত্ত্বং, তেন নাতিব্যাপ্তির্ন বা জৈশোলক্ষ্যঃ। পুরুষত্বঞ্চ বাচ্যমতো নাচেতনেইতিব্যাপ্তিরিত্যাহঃ।”

(২২।১ পত্র)। ইহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অবসরী চট্টবংশীয় দিগম্বরপ্রকরণ বিজয়-পুত্র মুকুন্দের কুলবিবরণে পাওয়া যায়, “মুকুন্দশ্রু...ততঃ কন্যা কবিমুনিভট্টেন নীতা” (বঙ্গীয়-সা-প, ২১০২ সং পৃথির ২৬২।১ পত্র)। উভয়ে অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কুলগ্রন্থোক্ত কবিমণি কিন্তু বিজ্ঞানিবাসের সমকালীন। কারণ, উক্ত মুকুন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণাই সার্কভৌমপুত্র বাহিনীপতির এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

২। কালীনাথ বিজ্ঞানিবাস

এই বিখ্যাত পণ্ডিত নিঃসন্দেহ শিরোমণির বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আইন্-ই-আকবরীতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে ইহার নাম আছে (I. H. Q., XII., p. 35)। ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৮ সনে) ইনি “সচ্চরিতমীমাংসা” রচনা করেন—খণ্ডিত প্রতিলিপি বরোদায় রক্ষিত আছে। ১৫১০ শকেও (১৫৮৯ সনে) তিনি জীবিত ছিলেন, কৃত্যকরতরুর এক পুত্র তাঁহার জন্ম তখন লিখিত হইয়াছিল। লিপিকার “শূদ্রবিচক্ষ” তৎকালে বিজ্ঞানিবাসের দিগন্তব্যাপী কীর্তি ও সন্মানের পরিচয় একটি মনোহর আখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

সর্বজগতীপ্রতিষ্ঠিতভট্টাচার্য্যোঘমৌলিরত্নানাং ।

নৈয়তকালিকপুস্তকমেতদ্বিজ্ঞানিবাসানাম ॥ (L. 2183)

তৎকালে তিনি কালীধামে স্নপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র রুদ্র শ্রায়বাচস্পতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, শিরোমণি এক স্থলে তাঁহার পিতা বিজ্ঞানিবাসের “বিবক্ষা” উদ্ধৃত করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১৮)। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি যৌবনারম্ভে অতি অল্প বয়সেই তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়া অলৌকিক প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন এবং শাক্তোক্ত প্রায় ১২০ বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষখণ্ডের যে টীকাংশ আবিস্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিরোমণির নাম কিম্বা সন্দর্ভ পাওয়া যায় না। এই মূল্যবান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৬৮, মঙ্গলবাদ হঠতে জ্ঞপ্তিবাদ পর্য্যন্ত উপলব্ধ। লিপিকাল যথা, শুভমস্তু শকাব্দা ১৫০৫ ২৬ মাঘ, মহোপাধ্যায় ত্রিবিজ্ঞানিবাসভট্টাচার্য্যস্ত পুস্তকমিদং ত্রীকৃষ্ণদাসঘোষণে লিখিতমিতি। প্রারম্ভ যথা,

মনঃসমাকর্ষণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাঙ্গনং সন্তমসপ্রচারে ।

জীবাভুরাভীরকশোদরীণাং জীয়াগুরারেমূরলীনিদাঃ ॥

সানন্দং ত্রিদশৈঃ সকৌতুকমুমাংসখ্যা গণৈঃ সাক্ষতঃ

সাক্ষতঃ গিরিকণ্ঠয়া সচকিতং চেতোভূবা বীক্ষিতাঃ ।

তৎকুলৈকসরোরুহোদরমিলদৃষ্টালিভঙ্গীভূতাং

পাস্ত দ্বাং শশিশেখরস্ত গিরিজাবজ্জে দৃশাং বিভ্রমাঃ ॥

বিশারদতনুজন্ত বিজ্ঞাবাচস্পতেঃ স্ততঃ ।

বিজ্ঞানিবাসস্তত্বতে চিস্তামণের্বিবেচনম্ ॥

পূর্বোক্ত বিশারদাদির নামোন্মেষ ব্যতীত ইহাতে “অশ্রুপাধ্যায়ান্ত” (৪ বার, ৬, ১, ৪১।১-২

ও ৫৩১ পত্র), উপাখ্যায়ান্ত (২০১২), তত্ত্বালোককৃত: (৪০১১), ত্রিস্ত্রীনিবন্ধ (৩১২), ত্রিস্ত্রীপ্রকাশ (২৪), দর্পণোস্ত্র (২৪), মিশ্রাস্ত (২৫, ২৮, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪১), প্রভাকৃত: (৫৫১২, ৫৭১১), প্রভাকর (৫২১১), যজ্ঞপতি (৪১১১, ৪৩১১), ভাণ্ড (৪১১ প্রভৃতি), “বর্দ্ধমান-গঙ্গাদিত্যামৃত:” (৫৩১১), শশধর (২২১১), শোভাড (৪২১২) এবং “সার্কভৌম-চরণা:” (২০১১) বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। মিশ্র এখানে পক্ষধর মিশ্রই বটে। ৫১১২ পত্রে “ইতি শ্রীবিশারদচরণা বদন্তি” বাক্যের ভাষা দেখিয়া অল্পমান করা যায় যে, গ্রন্থরচনাকালে বিশারদ অতি বার্কক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন এবং খুব সম্ভবত: ১৫২০ সনের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স অনধিক ২৫ হইবে। তৎকালে সম্ভবত: তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অল্প পূর্বে সার্কভৌম পুরী হইতে বারাণসী গিয়া বাস করেন। তৎপূর্বে এই পরিবার স্থায়ীভাবে কাশীর অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

নগেন বসুর উদ্ধৃত কৃত্রিম কুলপঞ্জীর শ্লোকে বিদ্যানিবাসের প্রকৃত নাম নাই, কিন্তু সংস্কৃত বংশলতায় “কাশীনাথ” নাম মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা রাজসাহীর কুলপঞ্জীতে “কাশীনাথ বিদ্যানিবাস” এবং পরিষদের পৃথিতে “কাশী বিদ্যানিবাস” নাম দেখিয়া তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কাশীতে বিদ্যানিবাসের কীর্তিকথা এবং কুলপঞ্জীতে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত পারিবারিক কথা অপ্রাসঙ্গিক বোধে বিবৃত করিলাম না। বিদ্যানিবাসের একটি বংশধারা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় এখনও পূর্ববঙ্গে জীবিত আছে।

উল্লিখিত নয় জন মহাত্মনৈয়ায়িক ব্যতীত আরও বহুতর নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে শিরোমণির পূর্বে ছিলেন, ইহাদের নাম ও গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে পুথি আলোচনার ফলে কতিপয় নাম আরও আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। সার্কভৌমের গ্রন্থে প্রায় অগণনীয় পূর্বব্যখ্যাবচন ‘কশিৎ,’ ‘কেচিৎ,’ ‘অন্তে,’ ‘উক্তানাঃ’ প্রভৃতি নির্দেশপূর্বক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং “ইতি মূর্খপ্রলাপঃ” (২৫১১), “তদ্ব্যন্তভাষিতং” (১০৮১), “কশ্চিদ্বিপশ্চিন্নাত্মা” (১০৮২) প্রভৃতি ভাষায় বহুতর সমকালীন ও পূর্বকালীন নৈয়ায়িকের উপর আক্রমণ আছে। ইহাদের অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নাই। স্মার্ত্তচর্চাচার্য্য রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে বহু স্থলে শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তান্তি তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অথচ শ্রাদ্ধতত্ত্বে ও একাদশীতত্ত্বে শব্দখণ্ডের একটি বিচারে—অব্যয়পদানুবাংদে তু বিভক্ত্যনুবাংদকতা—প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন, “এবমেব জ্ঞানানুভাষাচার্য্যঃ।” এ স্থলে সহজেই অনুমিত হয়, জ্ঞানানুভাষাচার্য্য শিরোমণির পূর্ববর্ত্তী একজন পরম প্রামাণিক নৈয়ায়িক ছিলেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ নাম গ্রন্থান্তরেও হ্রস্পাণ্য হইবে না।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ শতাধিক বর্ষ ধাবৎ নব্য জ্ঞানের ইতিবৃত্তমূলক অনেক গল্প শিক্ষা-পরম্পরায় প্রচারিত করিয়াছেন এবং তাহাই ভারতবর্ষের সর্বত্র পণ্ডিতসমাজে বহুমূল

হইয়াছে। শিরোমণি সার্কভোমের ছাত্র ছিলেন, এই একটি মাত্র তথ্য ব্যতীত গল্পগুলি প্রায় সর্বাংশে অমূলক ও কাল্পনিক বলিয়া এক্ষণে নির্ণীত হইতেছে।

প্রবন্ধোক্ত নয় জন পণ্ডিতের মধ্যে প্রগল্ভ বারেন্দ্রশ্রেণীয়, পুরুষোত্তম ও কবিমণির পরিচয় সন্দেহযুক্ত। বাকী ছয় জনই বিশারদ ও তাঁহার স্নাতকগোষ্ঠী অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বন্দ্যবংশীয়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বংশধারার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাসে এত দীর্ঘকালব্যাপী একটিমান পরিবারের অপূর্ণ অবদান তুলনারহিত সন্দেহ নাই।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

(ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ৭ ; মৃত্যু : ১৯০১

- ১। মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য। (১ আগষ্ট ১৮৭৮)। পৃ. ৩২
- ২। আচাভুয়ার বোম্বাচাক (সামাজিক নক্সা)। ৭ (১০ আগষ্ট ১৮৮০)।
পৃ. ৮৪
- ৩। অহল্যা-হরণ (পৌরাণিক নাট্য-গীতি)। (ইং ১৮৮১)। পৃ. ৩২
- ৪। রাবণ-বধ (পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য)। মার্চ ১২৮৮ (২ মার্চ ১৮৮২)। পৃ. ১০৪
- ৫। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (নাটক)। ১২৯১ সাল (১৪ মে ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪
- ৬। রাজসূয় যজ্ঞ (পৌরাণিক নাটক)। (৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ৮৫
- ৭। প্রভাস-মিলন (পৌরাণিক গীতিনাট্য)। কার্তিক ১২৯৪ (১৩ নবেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ৬২
- ৮। সীতা-স্বয়ম্বর (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। (১৫ এপ্রিল ১৮৮৮)। পৃ. ৭০
- ৯। নন্দবিদায় (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। ভাদ্র ১২৯৫ (৭ নবেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ৭৪
- ১০। পরীক্ষিতের ব্রজশাপ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। অগ্রহায়ণ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৬৩
- ১১। জন্মাষ্টমী। (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ৬০
- ১২। মোহশেল (চম্পূনাট্য)। (৫ মার্চ ১৮৯২)। পৃ. ২০
- ১৩। ধনুপ্রায়। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩)।
- ১৪। মুই হাঁড়। (পঞ্চরং)। ১৩০০ সাল (১৩ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৫৫
- ১৫। মিলন (সামাজিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৪)। পৃ. ১৪৮
- ১৬। হরি-অবেশণ (পৌরাণিক নাট্যগীতি)। ১৩০১ সাল (ইং ১৮৯৪)। পৃ. ৬৪
- ১৭। যমের ভুল (পঞ্চরং)। ১৩০১ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪)। পৃ. ৪৫
- ১৮। রক্ত-গজ। ১৩০২ সাল (২৩ অক্টোবর ১৮৯৫)। পৃ. ২৮
- ১৯। গ্রুব। ৫ অধ্বিন ১৩০৩ (ইং ১৮৯৬)। পৃ. ৭৫
- ২০। নবরাহি। (পঞ্চরং)। ১ জানুয়ারি ১৮৯৭। পৃ. ৬৩
- ২১। নরোত্তম ঠাকুর (ধর্মমূলক দৃশ্যকাব্য)। ২০ পৌষ ১৩০৩ (ইং ১৮৯৭)।
পৃ. ১২৮

প্রস্থাবলী, ১ম ভাগ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) :—পাণ্ডব নির্কাসন, দ্রৌপদ-বধ, রাবণ-বধ, নন্দবিদায়, প্রভাস মিলন, বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী, অকুর সংবাদের গীত, হুডড্রাহরণ, কুমার-সন্তক নাটকের গীত, বাণ-যুদ্ধ, মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ :—ভীষ্ম-মহিমা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, সীতা-স্বয়ম্বর, গোলোক বিহার, কাসকালী, আচাভুয়ার বোম্বাচাক, পরীক্ষিতের ব্রজশাপ, অহল্যা-হরণ।

(খ) অপারেশনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২০ জুলাই ১৮৭৫ ; মৃত্যু : ১৫ মে ১৯৩৪

১। রঞ্জিতা (কৌতুক নাটিকা)। ১৩২১ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ৬৮।

...মিনার্ভা, ১১ পৌষ ১৩২১।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই।

২। আছতি (প্রেম ও ধর্মমূলক নাটক)। চৈত্র ১৩২১ (৫ মার্চ ১৯১৫)। পৃ. ৯৮।

...মিনার্ভা, ২২ ফাল্গুন ১৩২১।

‘সাইন্স অব দি ক্রসেস’র ছায়াবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার “নিবেদনে” লিখিয়াছেন :—
“নাটক প্রণয়নে এই আমার প্রথম উদ্ভাস।”

৩। শুভদৃষ্টি (সামাজিক নাটক)। শ্রাবণ ১৩২২ (৫ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৪২।

...মিনার্ভা।

‘Lady of Lions’ অবলম্বনে লিখিত।

৪। রামানুজ (ধর্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (১৭ জুলাই ১৯১৬)। পৃ. ২০৪।

...মিনার্ভা, ৩১ আষাঢ় ১৩২৩।

৫। উর্বশী (পৌরাণিক গীতিনাট্য)। ? (২৭ মে ১৯১৯)। পৃ. ১১৪। ...টোর,

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৬। দুমুখো সাপ (কৌতুক নাটিকা)। ? (২০ আগষ্ট ১৯১৯)। পৃ. ৯১।

...টোর, ২৪ শ্রাবণ ১৩২৬।

উইলিয়ম কনগ্রীভের The Double Dealer অবলম্বনে।

৭। রাধী-বন্ধন (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২৭ সাল (৮ জুলাই ১৯২০)। পৃ.

১১৬। ...টোর, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

ইব সেনের The Warriors at Helgeland অবলম্বনে।

৮। ছিন্ন-হার (সামাজিক নাটক)। ১৩২৭ সাল (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। পৃ.

২০৭। ...টোর, ৫ ভাদ্র ১৩২৭।

৯। বাসবদত্তা (প্রাচীন চিত্র)। ফাল্গুন ১৩২৭ (১১ মার্চ ১৯২১)। পৃ. ১৬৯।

...টোর, ২ মাঘ ১৩২৭।

১০। অযোধ্যার বেগম (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১০ ডিসেম্বর ১৯২১)। পৃ.

১৭৫। ...টোর, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

১১। অঙ্গরা (গীতি-নাটিকা)। ভাদ্র ১৩২৯ (৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। পৃ. ৩৬।

...টোর, ২ ভাদ্র ১৩২৯।

১২। সুদামা (ভক্তিমূলক গীতিনাটক)। ? (১৫ নবেম্বর ১৯২২)। পৃ. ৭৫।

...টোর, ৬ আশ্বিন ১৩২৯।

১৩। ভদ্রা (গার্ভস্থ উপভাস)। বৈশাখ ১৩৩০ (২৫ মে ১৯২৩)। পৃ. ১৭৬।

- ১৪। **কর্ণাভূম** (সচিত্র পৌরাণিক নাটক)। ? (২২ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ১৭৭।
...আর্ট থিয়েটার, ঠার রঙ্গমঞ্চে, ১৫ আষাঢ় ১৩৩০।
- ১৫। **ইরাণের রাণী** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১২ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ.
১০০।...আর্ট থিয়েটার, ঠার রঙ্গমঞ্চে, ১৭ পৌষ ১৩৩০।
“ইংরাজী নাটক অবলম্বনে।”
- ১৬। **বন্দিনী** (নাটক)। পৌষ ১৩৩১ (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪)। পৃ. ৯৪।...আর্ট
থিয়েটার লিঃ, ঠার রঙ্গমঞ্চে, ১০ পৌষ ১৩৩১।
- ১৭। **শ্রীকৃষ্ণ** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ (১৫ মে ১৯২৬)। পৃ. ২৩৮।
...ঠার।
- ১৮। **চণ্ডীদাস** (প্রেম-ভক্তিমূলক নাটক)। ? (২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১২৪।
...ঠার, ১০ পৌষ ১৩৩৩।
- ১৯। **শ্রীরামচন্দ্র** (পৌরাণিক নাটক)। ? (১৯ জুলাই ১৯২৭)। পৃ. ২০৪।
...আর্ট থিয়েটার, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে, ১৬ আষাঢ় ১৩৩৪।
- ২০। **মগের মূলুক** (ঐতিহাসিক নাটক)। (১০ ডিসেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ৬৮।
- ২১। **পুষ্পাদিত্য** (গীতিনাট্য)। (২৪ ডিসেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১০৪।
- ২২। **কুল্লরা** (পৌরাণিক নাটক)। ? (৭ ডিসেম্বর ১৯২৮)। পৃ. ১৪৬।... ঠার,
৪ কার্তিক ১৩৩৫।
- ২৩। **মল্লশক্তি** (সামাজিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯৩০)। পৃ. ১৮৪।...আর্ট
থিয়েটার, ঠার রঙ্গমঞ্চে, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।
শ্রীমতী অম্বরূপা দেবীর উপস্থাপন হইতে নাট্যকারে রূপান্তরিত।
- ২৪। **শকুন্তলা** (পৌরাণিক নাটক)। ? (ইং ১৯৩০ *)। পৃ. ১৬০।... ঠার।
- ২৫। **মুক্ত** (গ্রহসন)। ? (১০ জুন ১৯৩১)। পৃ. ৪৭।...আর্ট থিয়েটার, ঠার রঙ্গমঞ্চে,
১৬ পৌষ ১৩৩৭।
- ২৬। **শ্রীগোবিন্দ** (ভক্তিমূলক নাটক)। আশ্বিন ১৩৩৮ (১ অক্টোবর ১৯৩১)। পৃ.
১৭৯।... ঠার, ২ আশ্বিন ১৩৩৮।
- ২৭। **পোষ্যপুত্র** (সামাজিক নাটক)। চৈত্র ১৩৩৮ (১১ এপ্রিল ১৯৩২)। পৃ.
১৬৯।...আর্ট থিয়েটার, ঠার রঙ্গমঞ্চে, ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮।
শ্রীমতী অম্বরূপা দেবীর উপস্থাপন হইতে নাট্যকারে রূপান্তরিত।
- ২৮। **বিজোহিনী** (নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ (২ ডিসেম্বর ১৯৩২)। পৃ. ১২৮।
...আর্ট থিয়েটার, ঠার রঙ্গমঞ্চে, ১৯ কার্তিক ১৩৩৯।
- ২৯। **রজালয়ে ত্রিশ বৎসর** (আত্মকথা)। শ্রাবণ ১৩৪০ (ইং ১৯৩৩)। পৃ. ১২৫।
- ৩০। **মা** (সামাজিক নাটক)। ১৪ পৌষ ১৩৪০ (১ জানুয়ারি ১৯৩৪)। পৃ. ১২৭।
...নাট্যনিকেতন, ১ পৌষ ১৩৪০।
শ্রীমতী অম্বরূপা দেবীর উপস্থাপন হইতে নাট্যকারে বিরচিত।

ভূষণকার ও ভূষণমত

শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর

নৈসর্গিক সম্প্রদায়ে 'ভায়সার'কার ভাসর্বজের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার গ্রন্থের পঠন-পাঠন ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল এবং উহার অনূন অষ্টাদশখানি টীকাগ্রন্থ^১ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ভায়ভূষণনামক তাঁহার স্বকৃত টীকা^২ অত্রা টীকাগ্রন্থ, এমন কি, মূল ভায়সারকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অতিক্রম করিয়াছিল। ঙ্গরত্ন হুরি এবং মলধারী রাজশেখর হুরি ভায়ভূষণকে ভায়সারের সমস্ত টীকার মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন। বস্তুতঃ পরবর্তী গ্রন্থ-কারেরা ভায়ভূষণের মতই উদ্ধার এবং খণ্ডন করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই ভায়সারের নাম করেন নাই। ইহাকে তৎকালে ভায়ভূষণমত্ৰ এবং ভাসর্বজকে ভায়ভূষণমত্ৰকার^৩ বলা হইত। ভায়সারপদপঞ্জিকাকর্তা বাসুদেব ভায়ভূষণকে মহাসাগরের^৪ সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি ভায়ভূষণ ভূষণ^৫ নামক ভূষণগ্রন্থের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। পুনা হইতে প্রকাশিত ভায়সারের ভূমিকায় দেবধর বলেন, বাসুদেবই ভূষণকার। কিন্তু রাঘব ভট্টের টীকা^৬ এবং প্রবাস্তমান অত্রা প্রমাণ হইতে ভাসর্বজই যে ভূষণকার, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ভায়সারপদপঞ্জিকায় বাসুদেবের গ্রন্থের নাম 'ভায়ভূষণভূষণ'রূপেই গৃহীত হইয়াছে।

১। ভাসর্বজ-প্রণীতে ভায়সারে অষ্টাদশ টীকা: তাসু মুখ্যা ভায়ভূষণাখ্যা [।] ভায়-কলিকা জয়ন্তরচিতা [।] ভায়কুম্ভমাঞ্জলিতর্কচ। ষড়্-দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি [Bibl. Ind.] ঙ্গরত্ন। এখানে ভায়কলিকা এবং ভায়-কুম্ভমাঞ্জলির সহিত ভায়সারের কোন সম্বন্ধ নাই। ষড়্-দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তির পাঠে গোলমাল থাকায় মহামহোপাধ্যায় ৮সতীশচন্দ্র বিদ্যভূষণ মহাশয় গ্রন্থ দুইখানিকে ভায়সারের টীকা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাসর্বজে ভায়সারতর্কমত্ৰবিধায়ক:

ভায়সারাভিধে তর্কে টীকা অষ্টাদশ ক্ষুণ্ডা:

ভায়ভূষণনামী তু টীকা তাসু প্রসিদ্ধিভাক্।

ষড়্-দর্শনসমুচ্চয়, রাজশেখর।

২। ভূষণে তু ভাসর্বজেরজ্ঞানস্ত যোগাদেরিতি ব্যাকুর্ত্তিরীদৃশ এব পাঠ: কণ্ঠতোষপি প্রতিষ্ঠিত ইতি—P. V. Vaidya's Notes on Nyāyasāra, পৃ. ২।

৩। যদিপি ভায়ভূষণমত্ৰকারেণোক্তম্... শ্রাবাদমঞ্জরী [Ed. Dhruva, Intro. p. Lvi]

৪। ভায়ভূষণমহাশুরো বুঝা যেহলমাবিচারিতুং ন জানতে

তৎকৃতে কৃতিরিয়ং যয়া কৃতা ভায়সারপদপঞ্জিকাত্তিধা।—ভায়সার, পুনা, পৃ. ৯৮।

৫। প্রতিজ্ঞাবিশেষরহস্যাদয়োঃস্মাতিভূষণভূষণমত্ৰবিহিতাঃ। ভায়সার, ত্রিভুজম, পৃ. ৮২।

৬। পাদটীকা ২।

কিন্তু চুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্তও গ্রামভূষণ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থসমূহে ইতস্তত উদ্ধৃত অংশসমূহেই নিবদ্ধ। স্বর্গত দালাল মহাশয় গ্রামভূষণের একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন। উহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ভাসবজ্ঞের প্রকৃত নাম ভাবসর্বজ্ঞ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি উক্ত পুঁথির বিবরণ অথবা প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ না করিলেও গ্রামভূষণ যে ভাসবজ্ঞেরই অন্ততম রচনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন^১।

বিভিন্ন গ্রন্থে গ্রামভূষণ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি 'গ্রামভূষণকার:', 'ভূষণকার:', 'ভূষণীয়া:', 'ভূষণ:', অথবা 'ভূষণমতম্' এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ৩৮২ প্রসাদ শাস্ত্রী Six Buddhist Nyaya Tracts গ্রন্থের ভূমিকায় চারি জন ভূষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামভূষণ নামক যীমাংসাগ্রন্থ এবং কণাদগ্রামভূষণ ব্যতীত অত্র দুইখানি গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিরণাবলী এবং তর্কিকরক্ষায় উক্ত ভূষণ-মতের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামভূষণ নামক গ্রামস্থত্রের কোন বৃত্তি ছিল, ৩ বিক্রোখরী প্রসাদের এই অনুমান এবং তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমোদন সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশই গ্রামসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু গ্রামভূষণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন কথা বলা বাইবে না।

এ পর্যন্ত বর্তমান গ্রন্থে ভূষণমত উদ্ধৃত দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে রত্নকীর্তিকৃত (১৪০০-১০০০ খৃঃ অব্দ) অপোহনিকি ও ক্ষণভঙ্গসিকি এবং উদয়নাচার্য্য- (১৮৪ খৃঃ অব্দ) কৃত কিরণাবলী সর্বপ্রাচীন। বাদিদেব হরির (১১৪৭ খৃঃ অব্দ) শ্রাবাদরত্নাকর, বল্লভাচার্য্যের (১২শ শতাব্দী) গ্রামসীলাবতী, বরদবাজের (১১৫০ খৃঃ অব্দ) তর্কিকরক্ষা, মাধবাচার্য্যের (১৩৩-১৩৯১ খৃঃ অব্দ) সর্বদর্শনসংগ্রহ, জয়সিংহ হরির (১৩৩৫ খৃঃ অব্দ) গ্রামতাত্ত্বিক-দীপিকা, ভট্ট রাঘবকৃত গ্রামসারবিচার, জ্ঞানপূর্ণকৃত খণ্ডনখণ্ডাণ্ডবিজ্ঞাসাগরী, মল্লিনাথকৃত তর্কিকরক্ষানিকটিকা, বেঙ্কটনাথকৃত তত্ত্বমুক্তাকলাপ এবং ভট্ট দিনকরকৃত মুক্তাবলী-প্রকাশেও ভূষণমত উদ্ধৃত হইয়াছে। তালিকাটি অসম্পূর্ণ। মদুচ্ছাক্রমে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ কালে দৃষ্ট ভূষণমতগুলিই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই খণ্ডনের উদ্দেশ্যে গ্রামভূষণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে গ্রামদর্শনে ভূষণকারের দান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না। কারণ, বিক্রবাদীরা সাধারণতঃ প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছর্বল যুক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়া থাকেন। অনেক সময় মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় পরস্পরাপ্রাপ্ত ভ্রান্ত মতও অন্তের উপর আরোপ করিতে দেখা যায়। বাহা ইউক, বিভিন্ন গ্রন্থে ভূষণের মত বলিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—ইহাতে ভূষণমত বুঝিবার কিছু সুবিধা হইতে পারে।

রত্নকীর্ত্ত

রত্নকীর্ত্তি বলেন, স্বর্ঘ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইলে তাহা দ্বারা আলোকিত সমস্ত বস্তুরই প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ হইবে, ইহা ভূষণের মত^৮ ।

অতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধমতে প্রতীত্যসমুৎপাদ স্বীকার করিলে যে সন্নিকর্ষদ্বারা দণ্ড সূত্র প্রভৃতি কুত্রাপি সম্বন্ধ হয়, সেই একই সন্নিকর্ষ ভিন্নদেশস্থিত পুরুষ এবং ক্ষটিকে দণ্ডী সূত্রী প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ কেন হইবে না^৯ ?

অপর এক স্থলে শ্রায়ভূষণমতে যেখানে অসিদ্ধ হেতুভাস, রত্নকীর্ত্তির মতে তাহা বিরুদ্ধ^{১০} ।

ভূষণমতে স্থির পদার্থে প্রথম কার্যোৎপাদনকালেই পরবর্তী কার্যোৎপাদনের স্বভাব বর্তমান থাকে । সুতরাং প্রথম ক্ষণেই সমস্ত কার্য করুক, বৌদ্ধদের এই আপত্তি ‘আমি বন্ধ্যার পুত্র’ এই বাক্যের মত স্ববচনবিরোধী । ভাবী কার্যোৎপাদনস্বভাববস্তুর বর্তমানে কার্য করিবে কিরূপে ? নীলদ্রব্যের কারণ হইতে পীতদ্রব্য কোন দিনই উৎপন্ন হইবে না ।^{১১}

উদয়ন

উদয়ন বলেন, ভূষণমতে ‘লক্ষণ’ ‘চিহ্ন’ এবং ‘লিঙ্গ’ এই তিনটা শব্দ সমানার্থক ।^{১২} চীকাকার বর্ধমান এই প্রসঙ্গে বলেন, লক্ষণ মাত্র কেবলব্যতিরেকী হইয়া থাকে । কিন্তু ভূষণকার উহাকে অব্যব্যতিরেকী ধরিয়াছেন ।^{১৩} অতঃ উদয়ন বলেন, বৈশেষিকসম্মত

৮ । সচ্চাত্ত শ্রায়ভূষণেন স্বর্ঘাদিগ্রহণে তদ্ব্যপকার্যশেষবস্তুরাশিগ্রহণপ্রসঙ্গনমুক্তং তদভি-
প্রায়ানবগাহনফলম্ । অপোহসিদ্ধিঃ, পৃ. ১১ ।

৯ । যৎ পুনরতঃ শ্রায়ভূষণোক্তং ন হেবং ভবতি । যত্র প্রত্যাসত্তাঃ দণ্ডসূত্রাদিকং প্রসঙ্গতি
কটিনাগ্রতং নৈব প্রত্যাসত্তিঃ পুরুষক্ষটিকদণ্ডিসূত্রাদিব্যবহারনিবন্ধনমন্ত কিং দণ্ড-
সূত্রাদিনা ? ঐ, পৃ. ১৫ ।

১০ । অথ [ক্ষণভঙ্গপক্ষে সামর্থ্যপ্রতীতিরূপো] দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ তদাহতি তাবৎ
সামর্থ্যপ্রতীতিঃ সাচ ক্ষণিকস্তে যদি নোপপত্ততে তদাবিরুদ্ধং বস্তুমুচিতম্ । অসিদ্ধমিতি তু
শ্রায়ভূষণীয়ঃ প্রায়ো বিলাপঃ । ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিঃ, পৃ. ৩১ ।

১১ । শ্রায়ভূষণোহপি লপতি প্রথমকার্যোৎপাদনকালে হি উত্তরকার্যোৎপাদনস্বভাবঃ ।
অতঃ প্রথমকাল এবাশেষানি কার্যাণি কুর্ঘাদিতি চেৎ তদিতং মাতা মে বন্ধ্যোত্যাদিবৎ স্ববচন-
বিরোধাদমুক্তম্ । যো হ্যন্তরকার্যজননস্বভাবঃ স কথমার্দো তৎ কার্যং কুর্ঘাৎ । ন তর্হি তৎকার্য-
করণস্বভাবঃ । নহি নীলোৎপাদনস্বভাবঃ পীতাদিকমপি করোতীতি । পৃ. ৫৮ এবং ৪১ ।

১২ । যৎ পুনরাহ ভূষণো লক্ষণং চিহ্নং লিঙ্গমিতি পরীয়াঃ, তদসৎ । কিরণাবলী (Bibi
Indica) পৃ. ১২৭ ।

১৩ । লক্ষণন্ত কেবলব্যতিরেকিকত্বম্ । অবিহ্বা ভূষণেনাব্যব্যতিরেকিকত্বমত্যা-
পাদিতং ভূষণমুপপত্ততি যৎপুনরিত্তি । কিরণাবলী প্রকাশ, ঐ, পৃ. ১৯৭ ।

কর্মপদার্থ গুণপদার্থের অন্তর্ভুক্ত।^{১৪} এই মতটি দার্শনিকসমাজে বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন মীমাংসার্য বাদরি এই মতাবলম্বী ছিলেন, ইহা মণ্ডনমিশ্রকৃত ভাবনাবিবেকের উদ্বেককৃত টীকা পাঠে বুঝা যায়।^{১৫} পরবর্তী কালে লীলাবতীকণ্ঠভরণ,^{১৬} মুক্তাবলীপ্রকাশ^{১৭} এবং তার্কিকরক্ষার টীকা নিষ্কটকায়^{১৮} ভূষণের এই মতটি উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রায়কুমুদচন্দ্রকার কোন নাম না করিয়া পরপক্ষের এই মতটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, কোন কর্মে আলোকযুক্ত অবয়বদ্রব্যের সংযোগ এবং বিভাগপরম্পরা ব্যতীত অস্ত্র কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। এই সংযোগ বিভাগ-পরম্পরা উর্দ্ধদেশে নিয়ত হইলে তাহাকে উৎক্ষেপণ এবং অধোদেশে নিয়ত হইলে তাহাকে অপক্ষেপণ বলে।^{১৯} সংখ্যা পরীক্ষাকালে উদয়ন, ভূষণের অপর একটা সন্দর্ভের উল্লেখ ও বিচার করিয়াছেন। উক্ত মতে স্বরূপভেদকে একত্ব, এবং স্বরূপভেদকে দ্বিত্ব বলা হইয়াছে।^{২০} শঙ্করমিশ্র স্বীয় বৈশেষিকসূত্রোপস্থারে এই ভূষণমতটি অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন।^{২১} পরে তিনি এই সম্বন্ধে ভূষণের মতান্তরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সমুচ্চয়কে একত্ব এবং অসমুচ্চয়কে অনেকত্ব বলে।^{২২} এখানে উদয়নের গ্রন্থে ভূষণকারের নামোল্লেখ নাই। শ্রায়-লীলাবতীকারও বলিয়াছেন,—ভূষণকার দ্বিত্বাদিব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র দ্বিত্বাদিসংখ্যা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে একত্ব সমুচ্চয় অথবা অপেক্ষাবুক্তি বৈচিত্র্য হইতেই দ্বিত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয়।^{২৩} ইহার সমালোচনা করিয়া উদয়ন

১৪। তস্মাদবরং ভূষণঃ কর্মাপি গুণস্তল্লক্ষণযোগাৎ। কিরণাবলী, চৌখাষা, পৃ. ১৬০।

১৫। দ্রব্যগুণয়োর্গ্ৰীহকৃণিম্নোর্থগক্রয়রূপয়োর্ধাতুবাচ্যসংযোগবিভাগরূপক্রিয়য়োঃ.....

ভাবনাবিবেক, পৃ. ৪২।

১৬। ভূষণমতে চ কর্মণো গুণত্বেন.....চৌখাষা, পৃ. ৯৪।

১৭। সংযোগাপেক্ষয়া কর্মণোহতিরিক্তত্বং নাস্তীতি ভূষণমতম্ [জীবানন্দ] পৃ. ১৩।

১৮। কর্মাপি গুণ ইতি ভূষণঃ [পণ্ডিত] পৃ. ১৪১।

১৯। সালোকাবয়বিদ্রব্যসংযোগবিভাগব্যতিরিক্তেণ নাপরং কিঞ্চিং কর্ম প্রতীয়তে উর্দ্ধপ্রদেশালোকাবয়বিদ্রব্যসংযোগবিভাগপরম্পরাহি উৎক্ষেপণমুচ্যতে। এবমপক্ষেপণাদাবপি বক্তব্যমিত্যান্যে। [M.C. Jain Series] ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

২০। স্বরূপভেদ একত্বং স্বরূপভেদস্ত নানাং দ্বিত্বমিতি ভূষণঃ। কিরণাবলী, চৌখাষা, পৃ. ১৯২।

২১। স্বরূপভেদ একত্বং...স্বরূপভেদো দ্বিত্বাদিকমিত্যপি ভূষণমতম্...কলিকাতা, পৃ. ৩১১।

২২। সমুচ্চয়াসমুচ্চয়াবেকত্বানে[ক]ত্বে ইতি চেৎ? কিরণাবলী, চৌখাষা, পৃ. ১৩৩।

২৩। নহু তথাপি দ্বিত্বাদিকং ন সিধ্যতি। একত্বসমুচ্চয় এব তদ্যবহারোপপত্তেঃ... ধুমজ্ঞানস্ত বিষয়াভেদেহপি শক্তিবৈচিত্র্যাৎ [স্বভাববৈচিত্র্যাদিতি প্রকাশঃ] ধুমবিষয়কদহন-জ্ঞানজনকত্বং তদ্বিকল্পন এব দ্বিত্বাদিব্যবহারোহস্ত। পৃ. ৩১৩-৩৫৫।

বলেন, তোমারও সংখ্যাবিশেষের উৎপত্তির জন্য অপেক্ষাবৃদ্ধি হইতে বিশিষ্ট কিছু [দ্বিত্বাদি] স্বীকার করিতে হইবে।^{২৪}

শ্রায়লীলাবতীকার বলেন, ভূষণমতে অনধ্যবসায় বলিয়া কোন জ্ঞান নাই। উহা অসমুচিত্ত নানাবিষয়ক, অতএব সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত।^{২৫} উদয়ন এই মতের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন, সংশয় হইতে অনধ্যবসায় পৃথক্ জ্ঞান।^{২৬} শ্রাবাদরত্নাকরেও উক্ত ভূষণমত খণ্ডিত হইয়াছে।^{২৭} শ্রায়সার গ্রন্থে ভাসবজ্ঞ নিজেই বলিয়াছেন, সমান অনবধারণত্ব থাকায় উহা এবং অনধ্যবসায় সংশয় হইতে পৃথক্ নহে।^{২৮}

বাদিদেব

অন্ধকার স্বতন্ত্র দ্রব্য কি না, এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভূষণ বলেন যে, ভাবপদার্থ যে কারণকূটের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহার অভাবও সেই কারণকূটের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইবে। এই নিয়ম অনুসারে আলোক-প্রত্যক্ষের কারণকূটই অন্ধকার-প্রত্যক্ষে বর্ণিত বলিয়া অন্ধকার আলোকের অভাব ব্যতীত কিছুই নহে। প্রাচীন নৈয়ায়িক শঙ্করও এই মত পোষণ করিতেন।^{২৯}

বাদিদেব বলেন, মুক্ত আত্মার স্মৃতি এবং গুণের অমুহূতি আছে, ইহা স্বীকার করিয়া ভূষণ জৈনমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।^{৩০} শ্রায়সার গ্রন্থের অন্তিম সূত্রদ্বয়ে এই মত উক্ত

২৪। স্বয়ংপি সংখ্যাবিশেষোৎপত্তয়ে অপেক্ষাবৃদ্ধির্বিশেষোহভ্যুপগন্তব্যঃ, কিরণাবলী, চৌখাড়া, পৃ. ১৯৩।

২৫। অনধ্যবসায়োহপি... অসমুচিত্তনানাবিষয়ঃ সংশয় এব ইতি ভূষণঃ, শ্রায়লীলাবতী, চৌখাড়া, পৃ. ৪৫১-২।

২৬। অত এবাং সংশয়াত্তিষ্ঠতে, কিরণাবলী, চৌখাড়া, পৃ. ২৬৯।

২৭। নব্বয়মনধ্যবসায়ঃ সংশয়ান্ন বিশিষ্ট্যতে বিশেষানবধারণাশ্চকত্বাং ইতি তু ন তর্কীয়ম্। স্বরূপভেদাৎ। অনবস্থিতানেককোটসংস্পর্শিত্বং হি সংশয়স্ত স্বরূপম্। সর্বথা কোট্য-সংস্পর্শিত্বং চানধ্যবসায়শ্চেতি মহাননয়োভেদঃ। শ্রাবাদরত্নাকর, (Y.V. Jaina Series), ৬৪।

২৮। অনবধারণত্বাবিশেষাবদুহানধ্যবসায়য়োর্ন সংশয়াদর্থান্তরভাবঃ, শ্রায়সার, [Bibl. Ind.] পৃ. ২।

২৯। যচ্চ শঙ্করজ্ঞায়ভূষণকারাবাচক্যতে যো হি ভাবো যাবত্যা সামগ্র্যা গৃহ্যতে তদভাবোহপি ভাবতোবেত্যালোকগ্রহণসামগ্র্যা গৃহ্যমাণঃ তমন্তদভাব এব। শ্রাবাদরত্নাকর, পৃ. ৮:২।

৩০। ভূষণোহপি মোক্ষে স্মৃতিতৎসম্বন্ধনসনাধমাআনমার্তিষ্ঠমানোহনন্দমুচর এব। ঐ, পৃ. ১১১৪।

হইয়াছে।^{৩১} বলা বাহুল্য, মতটী অতি প্রাচীন। গ্রায়ভাষ্যে বাৎস্তায়ন উহার সমালোচনা করিয়াছেন।^{৩২} এই উপলক্ষ্যে বাদিদেব ভূষণ হইতে যে কয়টি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা গ্রায়সারের ভাষার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়।^{৩৩} বেকটনাথ গ্রায়পরিভূক্তিগ্রন্থে মোক্ষ-সম্বন্ধে ভূষণকারের মতটী উদ্ধার করিয়াছেন।^{৩৪}

চক্ষুর উদ্ভূত রূপ নাই। ইহা দ্বারা কিরূপে অর্থপ্রকাশ সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরে ভূষণ বলেন, অর্থপ্রকাশে প্রদীপাদির প্রকাশ চক্ষুর সহায়ক হয়। অদৃষ্টবশতঃ বাহাদের চক্ষুর উদ্ভূত রূপ আছে, তাহারা অর্থপ্রকাশের জন্য বাহ দ্রব্যের অপেক্ষা করে না। কোন কোন নিশাচর প্রাণীর নয়নরশ্মি প্রত্যক্ষ দেখা যায়।^{৩৫} এখানে ভূষণ প্রচলিত গ্রায়মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।^{৩৬}

বল্লাভাচার্য

ভূষণ কালিক পরত্ব এবং অপরত্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বহুতর তপনপরিম্পন্দব্যবহিত জন্মত্ব কালিক পরত্ব ব্যবহারের কারণ। সেইরূপ অল্পতর তপন-পরিম্পন্দব্যবহিত জন্মত্ব কালিক অপরত্ব ব্যবহারের কারণ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, উহা ব্যতীত কালিক পরত্ব এবং অপরত্বের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে 'মধ্যত্ব' স্বীকারেই বা আপত্তি কি?^{৩৭}

৩১। তৎ সিদ্ধমেতৎ নিত্যসম্বন্ধম্। অনেন স্মৃথেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী হঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষ ইতি। গ্রায়সারঃ, Bibl. Indica. পৃ. ৪১।

৩২। গ্রায়ভাষ্য ১. ১. ২২।

৩৩। ন চক্ষুর্ঘটয়োঃ কুড্যাৎদেবিব স্মৃথসম্বন্ধনয়োঃ বিবয়বিবয়িসম্বন্ধপ্রত্যনীকস্মার্ষ-স্মৃথাদেঃ সংসারাবস্থায়াং সত্তাবাৎ তন্নাশে চ মুক্তাবস্থায়াং ভবতি স্মৃথসম্বন্ধনয়োঃ সম্বন্ধঃ। কুড্যাৎদিনাশে চক্ষুর্ঘটসম্বন্ধবদিত্তি—শ্রাবাদরত্নাকর, পৃ. ১১১৪। ভুলনীয় :—গ্রায়ভাঃপর্বদীপিকা (Bibl. Indica) পৃ. ২৮৯ এবং গ্রায়সার (Ed. Vaidya) পৃ. ৩১, ১৫-১৮ পংক্তি।

৩৪। অতএব হি ভূষণমতে নিত্যস্মৃথসম্বন্ধনসিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা—চৌখাষা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

৩৫। যত্নু ভূষণেনাবভাবে বধমমুদৃতরূপাণামর্থপ্রকাশকত্বমিতি চেৎ ন প্রদীপাদিপ্রকাশ-সহিতানাং তদ্রূপপত্তেঃ অতএব যেবামদৃষ্টসামর্থ্যাহুদৃতরূপা নাযনা রশ্ময় উৎপন্নাস্তেবাং বাহপ্রকাশনিরপেক্ষা এবার্থং প্রকাশয়ন্তি। যথা নক্তকরণাণাম্। তপাচ কেসাক্ষিনক্তকরণাং নাযনা রশ্ময়ঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যন্তে। শ্রাবাদরত্নাকর। পৃ. ৩২২।

৩৬। নক্তকরণাং নয়নরশ্মির্দর্শনাচ্চ। ন্যাঃসুত্র, ৩. ২. ৪৪।

৩৭। ন চ পরাপরত্বসিদ্ধিরপি। বহুতরতপনপরিম্পন্দান্তরিতজন্মযেইনব তদ্রূপপত্তেঃ অত্রথা মধ্যমত্বস্তাপি স্বীকারপ্রসঙ্গাদিত্তি ভূষণঃ। গ্রায়লীলাবতী, চৌখাষা, পৃ. ২৮৩।

বলভাচার্য ভূষণমতে পরত্ব এবং অপরত্বের লক্ষণ দুইটীও উদ্ধার করিয়াছেন। এই মতে পূর্বোৎপন্নত্ব পরত্ব এবং পশ্চাৎ উৎপন্নত্ব অপরত্ব, ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলভ বলেন, এখানে কেবল কণাদমতটীই অনুদিত হইয়াছে।^{৩৮}

শ্রায়ণীলাবতীকার বলেন, ভূষণ কারণ এবং অকারণের বিভাগ হইতে উৎপন্ন বিভাগ স্বীকার করেন না। উক্ত বিভাগের উদাহরণ যথা, অঙ্গুলি তরুবিভাগ হইতে হস্ত তরুবিভাগ। এখানে অঙ্গুলি হস্তের কারণ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, এই বিভাগের প্রমাণ কি? উত্তরে বলা হইয়াছে,—বিভক্তবুদ্ধিই প্রমাণ। ভূষণমতে তাহা অসিদ্ধ। অর্থাৎ অঙ্গুলি তরু বিভাগ হইতে হস্ত তরুবিভাগ হয়। এইরূপ প্রত্যয় অসিদ্ধ। যদি বল, বিভক্ত বুদ্ধি ব্যতীত বিভাগ হয়, তবে অঙ্গুলিকর্ম দ্বারা শরীরকর্ম হয়, ইহাই বা বলিব না কেন? কারণ, অঙ্গুলিজনিত বিভাগ হইতে শরীর তরুসংযোগ নাশ উৎপন্ন হয়।^{৩৯} এই সম্পর্কে বৈশেষিক সূত্রোপকারে শঙ্কর মিশ্র [ভা] সর্বজ্ঞের একটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।^{৪০}

বরদরাজ

তार्কিকরক্ষা গ্রন্থে বরদরাজ নিগ্রহস্থান সম্বন্ধে ভূষণকারের কয়েকটি মত উদ্ধার করিয়াছেন। বাদী কর্তৃক তিন বার উচ্চারিত হইলেও প্রতিবাদী ও সভ্যবৃন্দ কেহই বাদীর উক্তির অর্থ বুঝিতে না পারিলে অবিজ্ঞাতার্থনামক নিগ্রহস্থান হয়।^{৪১} ভূষণকার বলেন, সভ্যগণের অগুজ্ঞা হইলে বাদী তাঁহার বক্তব্য আরও বেশী বার বলিতে পারিবেন।^{৪২}

শ্রায়বাক্যে অবয়ব প্রয়োগের শাস্ত্রসিদ্ধ ক্রম লঙ্ঘন করিলে অপ্রাপ্তকাল নিগ্রহস্থান হয়।^{৪৩} ভূষণমতে নিয়মকথায় অর্থাৎ যে স্থলে বাদী প্রতিবাদী শাস্ত্রীয় ক্রম করিবেন না

৩৮। যত্নু ভাসর্বজ্ঞীয়মতং পূর্বোৎপন্নত্বং পরত্বং পশ্চাৎপন্নত্বমপরত্বমিতি তৎ কণভক্ষ-
পক্ষমাত্রবিজৃম্বিতম্। ঐ, পৃ. ৪০৫-৬।

৩৯। তথা কারণাকারণবিভাগজ্ঞত্ববিভাগঃ। যথা অঙ্গুলিতরুবিভাগাৎ পানিতরু-
বিভাগঃ। নম্রত্ব কিং প্রমাণম্? বিভক্তবুদ্ধিরিতি চেৎ? ন। তদসিদ্ধেঃ। অত্থথা কৰ্ম্মাপি
কিং নাঙ্গুলিকর্ম্মজং শ্রাদিতি ভূষণঃ। ঐ, পৃ. ৮৫৬।

৪০। আশ্রয়ান্ত্রিতপন্নপ্পাসংযোগৈশ্চৈব ব্যাধিকরণকর্ম্মনাশ্রয়ভূতপগমাদিভি সর্বজ্ঞেন
যদুক্তং তদপি ন বৃজ্যম্। কলি. পৃ. ৩২৯।

৪১। পরিষৎপ্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্। শ্রায়নুত্ৰ, ৫. ২. ৯।

৪২। পরিষদসূত্রোপলক্ষণং ত্রিরভিধানমিতি ভূষণকারঃ। তार्কিকরক্ষা (পণ্ডিত),
পৃ. ৩৩৭।

৪৩। অবয়ববিপর্যায়বচনমপ্রাপ্তকালম্। ন্যায়নুত্ৰ, ৫. ২. ১১।

বলিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, সেই স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, অতীত নহে।^{৪৪} টাকা-
কার জয়সিংহ স্মরিও ভূষণমতের অনুবর্তন করেন।^{৪৫}

যদি বাদীর বাক্য বুঝিবার পর প্রতিবাদীর উত্তর স্মৃতি না হয়, তবে তিনি ‘অপ্রতিভা’
দ্বারা নিগৃহীত হন।^{৪৬} এই সম্বন্ধে উদ্যোতকর বলেন, “প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ
বুঝিয়া এবং তাহারই অনুবাদ করিয়া উত্তর করিবার সময় নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি
অবজ্ঞাপ্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা ঐ ভাবে অস্ত্র কাহারও বাতীর অবতারণা
প্রভৃতি করেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার যে উত্তর স্মৃতি হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। কারণ,
উত্তরের স্মৃতি হইলে তিনি কখনই উত্তর না বলিয়া শ্লোকপাঠাদি করেন না।^{৪৭} ভূষণ এবং
অতীত অনেকে বলেন, শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করিলে অর্থান্তর, অপার্থক প্রভৃতির প্রসঙ্গ হওয়ায়
প্রতিবাদী তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেই অপ্রতিভা নিগ্রহস্থান হইবে।^{৪৮}

বাচস্পতি তাৎপর্যটীকায় উদ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, অর্থান্তরনিগ্রহ-
স্থানে অবজ্ঞা প্রকাশ হয় না। কিন্তু অপ্রতিভায় হয়।^{৪৯}

বাচস্পতির উত্তরটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কি ভূষণকারের পূর্বোক্ত মত
জানিতেন? তাহা হইলে ভূষণকার বাচস্পতির পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক হইয়া পড়েন।
রাঘব ভট্ট বলেন, ন্যায়সার গ্রন্থেই ত্রিলোচন গুরুর মতের পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে।^{৫০}
সুতরাং ভূষণকার বাচস্পতি মিশ্রের বিদ্যাপুত্র ত্রিলোচনের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

৪৪। ভূষণকারস্ত বিপর্যয়েনার্থপ্রতীতিসম্ভবাদপশকবল্লিয়মকথায়ামেবৈবতনিগ্রহস্থানমিতি
মন্যতেস্ম। তর্কিকরক্ষা, পৃ. ৩৪১।

৪৫। ইদং চ নিগ্রহস্থানং নিয়মকথায়ামেব ন অনিয়মকথায়াম্। ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা,
(Bibl. Ind.) পৃ. ১২২।

৪৬। উত্তরস্তাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা। ন্যায়হৃত, ৫. ২. ১৮।

৪৭। ন্যায়দর্শনটীকানী, মহামহোপাধ্যায় ৮ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ব. সা. প. পঞ্চম খণ্ড,
পৃ. ৪৬৪। শ্লোকাদিপাঠাদিভিন্নবজ্ঞাং দর্শয়ন্তোরং প্রতিপত্তত ইতি তদপ্রতিভা নিগ্রহস্থানং
সূচ্যৎ। ন্যায়বার্তিক, ২য় খণ্ড, (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ), পৃ. ১১২১।

৪৮। ভূষণকারাদয়স্ত শ্লোকাদিপাঠে অর্থান্তরাপার্থকাদিপ্রসঙ্গাৎ তুষ্ণীভাবমেবাপ্রতিভা-
নিগ্রহস্থানমাহঃ। তর্কিকরক্ষা, পৃ. ৩৫১।

৪৯। অর্থান্তরে হি নিগ্রহস্থানে প্রসঙ্গাতুপ্রসঙ্গং তৎসিদ্ধার্থভাব্যাজেনাবতারয়তা ন
প্রকৃতাভজ্ঞানং ক্রিয়তে ইহ ভবজ্ঞানম্ এতাবতা ভেদোপন্যাসঃ। তাৎপর্যটীকা, কলিকাতা
সংস্কৃত সিরিজ, পৃ. ১১২১।

৫০। দ্রষ্টব্য History of Indian Logic, পৃ. ৩৫৮ এবং অস্ত্রে ভু সন্দেহদ্বারোপপন্ন-
ঠাব্দাহরণাভাসানু বর্ণয়ন্তি। ভ্রায়সার (Bibl. Ind.) পৃ. ১৩।

বাচস্পতির নির্দিষ্ট কাল 'বস্তুবস্তুবৎসর'কে বিক্রমাদ বলিয়া অনুমান করা হয়।^{৫১} সূত্রাং ৮৪১ অথবা ৮৪২ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মিশ্র জীবিত ছিলেন। এবং ঐ সময়ে ভাসবজ্ঞের মত কান্দীর হইতে মিদীলা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশ্য এই অনুমান দৃঢ়তর প্রমাণসাপেক্ষ।

আমাদের বিষয়বস্তুতে ফিরিয়া আসা যাউক। স্বপক্ষে পরাপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া পরপক্ষে [সমান] দোষ প্রসঙ্গের নাম মতামুক্তা।^{৫২} এ সম্বন্ধে ভূষণকার বলেন, যিনি স্বপক্ষের দোষ উদ্ধার না করিয়া কেবল পরপক্ষে দোষ প্রসঙ্গ করেন, তিনি প্রতিপক্ষের প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করিয়া মতামুক্তা দ্বারা নিগৃহীত হন।^{৫৩} এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ভূষণ সূত্রব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সঙ্গে অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ে একমত হইলেও 'পরপক্ষে সমান দোষ প্রসঙ্গের' কথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে ভাষ্যকার উহার উপর জোর দিয়াছেন।^{৫৪}

মাধবাচার্য্য

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকের মত ব্যাখ্যায় ভূষণমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য হইলে সর্বদা উপলব্ধি অথবা অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হয়। মূল গ্রায়সার গ্রন্থেই এই কথাটি দেখা যায়।^{৫৫}

জয়সিংহ সূরি

গ্রায়সারের অন্ততম টীকাকার জয়সিংহ গ্রায়তাৎপর্যদীপিকায় কয়েকটা ভূষণমতের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রায়সার, ১.১ সূত্র-ব্যাখ্যায় জয়সিংহ ভূষণমত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, সম্যক্ শব্দের অর্থ তথাভূতার্থনিশ্চয়স্বভাবঃ। এবং অসম্যক্ শব্দের অর্থ তদ্বিপরীতামুভবস্বভাবঃ।^{৫৬}

সংশয়লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভূষণ বলেন, বাঁহারা কেবল উপলব্ধির দ্বারা শব্দে

৫১। History of Indian Philosophy—Das Gupta. Vol. II. পৃ. ১০৭ এবং গ্রায়পরিচয়—জাতীয় শিক্ষা-সমিতি, ২য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৪৭-৮।

৫২। স্বপক্ষে দোষাত্ম্যপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতামুক্তা, গ্রায়সূত্র, ৫২।২০।

৫৩। ভূষণকার: পুনরবৎ ব্যাখ্যাতবান্। বস্তু স্বপক্ষে দোষমুক্ত্য কেবলং পরপক্ষে দোষং প্রসঙ্গয়তি নতু পরাপাদিতদোষাত্ম্যপগমাৎ পরমতমমুজানাতীতি মতামুক্তয়া নিগৃহ্যতে। তর্কিকরক্ষা, পৃ. ১৫৩।

৫৪। ভবৎপক্ষেইপি সমানো দোষঃ। গ্রায়ভাষ্য, ৫২।২০।

৫৫। যো হি নিত্যশ্চে সর্বদোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গো গ্রায়ভূষণকারোক্তঃ সোহপি ধ্বনি-সংস্কৃততোপলভ্যাত্ম্যপগমাৎ প্রতিক্ষিপ্তঃ। Govt. Oriental Series, পুনা, পৃ. ২৭৮-৯।

তুলনীয়—সর্বদোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ। গ্রায়সার (Bibl. Ind.) পৃ. ২৯।

৫৬। ভূষণকারস্ত তথাভূতার্থনিশ্চয়স্বভাবঃ সম্যক্‌ম্। তদ্বিপরীতামুভবস্বভাবঃ-সম্যক্‌মিতি সম্যক্‌সাম্যক্‌স্বরূপমাহ। গ্রায়তাৎপর্যদীপিকা, পৃ. ৫৬।

স্বায়িত্ব এবং কেবল অনুপলঙ্কির দ্বারা স্বর্গ জন্মের প্রভৃতির অভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ উপলঙ্কি এবং অনুপলঙ্কিকে পৃথক্ ভাবে সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে।^{৫৭}

পদার্থগুলির মধ্যে তর্কের পৃথক্ গণনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ভূষণ বলেন, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের জন্তই তর্ক পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে।^{৫৮}

ভাসবজ্ঞ বিপর্যয়ের দুইটা উদাহরণ দিয়াছেন। যাহারা স্বপ্নজ্ঞানকে প্রমাণফল, স্মৃতি, সংশয় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন এবং সকল বিপর্যয় সংগ্রহ করিবার জন্ত দ্বিতীয় উদাহরণটা গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভূষণের বক্তব্য।^{৫৯}

জয়সিংহ ইতরথ্যাতি নিরাস সম্বন্ধীয় আলোচনা ভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিবার উপদেশ দিয়াছেন।^{৬০}

শ্রায়সার গ্রন্থে অভাবের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে [শ্রায়সার, ১. ৩৭-৩৮]— ভূষণ বলেন, বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ নিয়ত না থাকায় দুইটা উদাহরণেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।^{৬১}

‘অনুমানসূত্র (শ্রায়সার, ২.১) ব্যাখ্যাবসরে জয়সিংহ ভূষণকারের অপর একটি মতের সম্মান দিয়াছেন। কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিতেন, অর্থসম্বন্ধবশতঃ ভ্রান্তিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ভূষণ বলেন, ভ্রান্তি কখনও প্রমাণ হইতে পারে না। ইহা দেখাইবার জন্তই সূত্রে ‘সম্যক্’ এই পদটা গৃহীত হইয়াছে।^{৬২}

আনন্দপূর্ণ

খণ্ডনখণ্ডখণ্ডের বিভাগাগরী টীকায় আনন্দপূর্ণ ভূষণকারের নামে শ্রায়সার হইতে পাঁচটা সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন।^{৬৩} উক্ত গ্রন্থে অন্ততঃ বিরুদ্ধ হেতুভাস সম্বন্ধীয় বিচারপ্রসঙ্গে ভূষণকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।^{৬৪} উহার ভাষাও শ্রায়সারের অনুরূপ।

৫৭। ভূষণকারস্ত যে উপলঙ্কিমাত্রাণ শব্দে স্বায়িত্বমুপলঙ্কিমাত্রাণ—স্বর্গেশ্বরাদীনাম-সংস্কং চেচ্ছন্তি তন্মতপ্রতিক্ষেপার্থমুপলঙ্কানুপলঙ্কোঃ পৃথক্ সংশয়হেতুত্বমিত্যাচিন। ঐ, পৃ. ৬৪।

৫৮। ভূষণকারস্ত বাদাদিপ্রবৃত্তিবিশেষণার্থং তর্কঃ পৃথগুপদিষ্ট ইত্যাচটেতি। ঐ, পৃ. ৬৫।

৫৯। ভূষণকারস্ত যে স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণফলস্মৃতিসংশয়াদিভ্যোহর্থান্তরমিচ্ছন্তি তন্মত-প্রতিক্ষেপার্থং সকলবিপর্যয়সংগ্রহার্থঞ্চ দ্বিতীয়মুদাহরণমিত্যুদাহার্য। ঐ, পৃ. ৬৭।

৬০। ইতরথ্যাতিনিরাসো ভূষণাদিশান্তেভ্যো জ্ঞেয়ঃ। ঐ, পৃ. ৬৭।

৬১। ভূষণকারস্ত বিশেষণবিশেষ্যভাবস্তানিয়তত্বাৎ উভয়ধাপ্যুদাহরণং যুক্তমিত্যাহ। ঐ, পৃ. ৮০।

৬২। ভূষণকারস্ত ভ্রান্তিরপ্যর্থসম্বন্ধতঃ প্রমেতি শাক্যমত-বুদ্ধাসায় সম্যগিতি পদং ভ্রান্তেঃ প্রমাণত্বাবোগাদিত্যাহ। ঐ, পৃ. ৮৭।

৬৩। শ্রায়সার, ৩২-৬ সূত্র ; খণ্ডনখণ্ডখণ্ড, চৌখাষা, পৃ. ৭৫৬।

৬৪। বিপর্যয়-ব্যাগুণ্যে নৈশ্চিত্তো বিরুদ্ধো হেতুভাস ইতি বচনাৎ পক্ষবিপক্ষয়োরেব বর্তমানো বিরুদ্ধ ইতি ভূষণকৃত্যং পক্ষতাপ্যর্থতো ন ভেদঃ। খণ্ডন, চৌখাষা, পৃ. ৮৪১।

তত্ত্বযুক্তাকলাপের পঞ্চম সরে বেকটনাথ অদ্রব্যাহৃত বুদ্ধি নিত্য, এই ভূষণমতটী উদ্ধার করিয়াছেন। ৬৫ কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভূষণকার বুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন, তাহা বুঝা শক্ত। গ্রায়সারে উপলব্ধিসম্মা জ্ঞাতি ব্যাখ্যাকালে ভাসবজ্ঞ বরং বুদ্ধিকে অনিত্যই বলিয়াছেন। ৬৬ তবে প্রচলিত জ্ঞায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য।

পরবর্তী কালে ভাসবজ্ঞ অথবা ভূষণকারের মত একদেশিমত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ৬৭

৬৫। জ্ঞায়ভূষণকারাণ্ড বুদ্ধেরদ্রব্যাহৃতায়। নিত্যস্বমাহ্মিত্যদ্রব্যাসরে বক্ষ্যতে। তত্ত্বযুক্তা-
কলাপটীকা, অভিনবরজনাপ, মহীশূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

৬৬। জ্ঞায়সার, আগমপরিচ্ছেদ, স্থ ১০০।

৬৭। জ্ঞায়ৈকদেহুশিনো ভূষণীয়াঃ নিকটকা (পণ্ডিত) পৃ. ৫৬।

বিদ্যাপতির শিবগীত

শ্রীস্বধীরচন্দ্র মজুমদার

মিথিলাকোকিল মহাকবি বিজ্ঞাপতি ঠাকুরের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আজ চারি পাঁচ শতাব্দী যাবৎ তাঁহার মধুর গীতলহরী সমস্ত বঙ্গভূমি প্রাবলিত করিয়া রাখিয়াছে। বহু দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর এ ধারণাই ছিল না যে, বিজ্ঞাপতি বাঙ্গালী নহেন—মিথিলাবাসী। আজকাল যদিও এ সংশয় দূর হইয়াছে, তথাপি তাঁহার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। পরন্তু বাঙ্গালীরা বিজ্ঞাপতিকে একরূপ ভাবে আপনাত করিয়া লইয়াছে যে, কখনও তাঁহাকে বাঙ্গালী ভিন্ন অস্ত্র কিছু ভাবিতেই পারে না। বাঙ্গালা ও মিথিলা উভয় প্রদেশের লোকই বিজ্ঞাপতিকে নিজেদের জাতীয় কবি বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কেবল ভাবে নহে—ভাষায়, ছন্দে এবং সুরেও বিজ্ঞাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্বকালে মিথিলা সংস্কৃতচর্চার, বিশেষতঃ ত্রায়শাস্ত্র চর্চার অস্ত্র বিশেষ বিখ্যাত ছিল এবং বঙ্গদেশ হইতে বহু ছাত্র ত্রায়শাস্ত্র শিক্ষার্থ মিথিলায় বাইতেন। মনে হয়, তাঁহাদের দ্বারাই বিজ্ঞাপতির মধুর পদাবলী বাঙ্গালায় আনীত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সকল গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন; সুতরাং তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপতির লোকপ্রিয়তাও অনেক বাড়িয়া গেল। এইরূপে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপতির গান বাঙ্গালায় আমদানী হইতে থাকে এবং অস্ত্রান্ত্র কবিগণ তাঁহারই অনুকরণে পণ্ড রচনা করিতে থাকেন।

শিবগীত

বিজ্ঞাপতি বাঙ্গালীদের নিকট সুপরিচিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে কেবল বৈষ্ণব কবি বলিয়াই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক বিজ্ঞাপতি অশাস্ত্রাদায়িক কবি ছিলেন। তাঁহার রাধাকৃষ্ণের পদ বেক্ষণ বিশাল, তাঁহার হরগৌরীবিষয়ক পদও সেক্ষণ বিশাল। তিনি বে হুর্গার ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ ‘হুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ হইতেই বুঝা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞাপতির শিবগীতগুলি বাঙ্গালায় বৈষ্ণব পদের ন্যায় লোকপ্রিয়তা লাভ করে নাই। অনেকে জানেন না যে, তাঁহার রচিত শিবগীত আছে এবং তাহাও কাব্য-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞাপতি-পদাবলীর বিরাট সংগ্রহে সর্ব্বপ্রথম কিছু হরগৌরীবিষয়ক পদাবলী বাঙ্গালা লিপিতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু আমি কিছু কাল মিথিলাতে বাস করিয়াই জানিতে পাই যে, একরূপ আরও বহু বিজ্ঞাপতির শিবগীত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, বাহা বাঙ্গালায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা জানিতে পারিয়া আমি ঐ সকল গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এ কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। ফলতঃ তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এ সংগ্রহ প্রকাশিত করা কখনও সম্ভব হইত না।

মিথিলার শিবগীতগুলি ‘নাচারী’ ও ‘মহেশবাণী’ নামে পরিচিত। বিজ্ঞাপতির পর স্ববংশলাল, কুমর, জয়মঙ্গল, পুলকিত প্রভৃতি কবিগণ আরও অনেক নাচারী রচনা করেন। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে মিথিলার জীলোকেরা এইরূপ অনেক গীত গাহিয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও এরূপ অনেক গান জানেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিজ্ঞাপতির নামে প্রচলিত কতগুলি আধুনিক নাচারী এবং হিন্দী গানও পাওয়া যায়, স্ততরাং কোনটা বধার্থ বিজ্ঞাপতির রচনা, নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

বিজ্ঞাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদে আদিরস ও করুণ রসের প্রাধান্য, সেইরূপ তাঁহার হরগৌরীর পদে বাৎসল্য, করুণ, হাস্য ও অদ্ভুত রসের এক অপূর্ণ সংমিশ্রণ। শিব বিবাহ করিতে আসিয়াছেন বুড়া বলদে চড়িয়া—তাঁহার হাতে ত্রিশূল, গলে রুদ্রমাল, পরণে বাঘছাল, সর্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপিত ও সঙ্গে ভূত প্রেত। এই অদ্ভুত বর দেখিয়া প্রতিবেশিনীগণ বড়ই কৌতুক অমুভব করিল এবং নানা ভাবে তাঁহাকে বিদ্রুপ করিতে লাগিল, আবার সাপের ফোস-ফোসানিতে ভয়ে পলাইয়া গেল। কিন্তু ভোলানাথ আপন ভাবে বিভোর—তাহাদের উপহাসে মোটেই লজ্জিত হইলেন না। কবি মহাদেবের বেশভূষা ও গতিবিধি লইয়া রঙ্গরস করিতেছেন, কিন্তু তিনিই যে গৌরীর আরাধ্য দেবতা ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—‘গৌরী উচিত বর পাওল,’ ‘ইহোথিকা ত্রিভুবননাথ’ ইত্যাদি।

বরের রূপগুণ দেখিয়া এবং আদরের মেয়ে গৌরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাতা মেনকার বিলাপ বড়ই হৃদয়স্পর্শী—‘কথিলে গৌরী হমর কোথি জন মল, কথিলে ভেল বিবাহ গে মাই। হুপ পিয়ায় গৌরী থিয়া পোসলহ’, রহতহ’ আশ লগায়, গে মাই। কমলক ফুল সন গৌরী হমর ছথি সভকক প্রাণ আদার গে মাই। সে গৌরী কোনা তপোবন জায়তী মরব জহর বিষ খায় গে মাই।’ শিবের মা, বাপ, ভাই কেহ নাই, গৌরী স্বত্তরালয় গিয়া কিরুপে দিন কাটাইবে?

হরকে মায় বাপ নহি থিকইন

নহি ছৈন সোদর ভায়।

মোর থিয়া জে সাখুর জায়তী

বৈসতী ককর লগ জায়।

আবার,

থর নহি ধন নহি ভাই সহোদর

জাতিক কোন বিচার।.....

সাহু সসুর নহি ননদ জেঠোনী

জায় বৈসতী থিয়া কেকর ঠহিয়া।

শুধু তাহাই নহে, সেখানে গিয়া গোঁরীকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে এবং ক্রটি হইলেই তিরস্কার শুনিতে হইবে।

ঘাস কাটি লায়তী বসহা চরৈতী

কুচতী ভাগ ধতুর।...

সাস সম্বর সুখ নে জানতী

উপরাগ হুনি নিত কালতী।

শঙ্করের ঘরে গিয়া পার্কতীর বিরূপ অবস্থা হইল, তাহা কবি একটা করুণ গানে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শিব ভিক্ষা মাগিয়া সামান্য কিছু ধান লইয়া আসিয়াছেন, ব্যাঘ্রচর্মে তাহা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও বুঝ খাইয়া ফেলিয়াছে। ভাতের জল চড়াইয়া দিয়া গোঁরী চাউল ধার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নগরের লোক এমনই যে, কেহ ধারণা দিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সদাশিব আসিবেন, তখন তাঁহাকে কি দিয়া বুঝাইবেন ?

মাঁগি টাঙ্গি লায়লা সদাশিব তামা ছুই ধান,

বাঘছাল দেলৈনহি পসারি সেহো বসহা খুঁজি খায়লহে।

আদহন দেলৈনহি চড়ায় পাইচ লাবয় গেলী হে।

কেহন নগরকের লোককি পাইচ নহিঁ দেল কহে।

আদহন দেলৈনহি উতারি বৈসলি মন ভারিয়ে হে

সাম্বখন আওতা সদাশিব কি লয় বুঝায়ব হে।

সাংসারিক হ্রবস্থা দেখিয়া পার্কতী শিবকে কৃত্তিকর্ম করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু স'সারে অনভিজ্ঞ ও নির্দিষ্ট সদাশিব বিরূপে সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহাও ছুই একটি হাত্তরসপূর্ণ গানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবি ভোলেন নাই যে, শঙ্করের এই দারিদ্র্য সম্পূর্ণ তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাকৃত। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী, দাতা, বাস্তবিক তাঁহার কোনই অভাব নাই।

আর নিরখন ভোরা, আপনে ডিখারী বিলহ নহি খোড়া,

ফড়ি কচোরা হর ঈশ্বর বোলাবে, ভগতজন সব কোটি কোটি দেবে।

সবকৈ ওঢ়াবে ভোলা সাত সাত দোসাঝরা, আপ ওঢ়ে মৃগছালরা।

সবকৈ থিয়াবে ভোলা পাঁচ লাক বনবা, আপ খায় ভাগ ধতুসরা।

ভাষা ও বানান

যে সকল বাঙ্গালী পাঠক বিজ্ঞাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, শিবগীতের ভাষা তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। কৃষ্ণগীতের ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্তু শিবগীতের ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলী। ইহার কারণ, বঙ্গদেশে বিজ্ঞাপতির বৈষ্ণব পদ-সকল অনেকটা বিকৃত ও বঙ্গভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে নগেন্দ্র বাবু মিথিলায় প্রচলিত বিশুদ্ধ পাঠের যে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলেও

বাংলাপাঠে বিশেষ প্রভেদ ধরা পড়িবে না। মিথিলায় প্রচলিত পাঠ—“হমর দুখক নহি ওর”, বাঙ্গালায় “আমার দুঃখের নাহি ওর”। কতকগুলি কৃষ্ণগীতের শব্দ (মিথিলায় প্রচলিত গানেও) যথার্থ বাঙ্গালা (যথা, ডাকে ডাহকী)। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে—(১) দ্বিভাষিতার উপর জয়দেবের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা প্রভাব পড়িয়াছিল; অথবা (২) বাঙ্গালায় দ্বিভাষিতার কৃষ্ণগীত যেরূপ সুরক্ষিত হইয়াছিল, মিথিলায় সেরূপ হয় নাই এবং মিথিলাতেও গানগুলি অনেকাংশে বাঙ্গালা পুথি দৃষ্টে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নিকট এই ঋণ মিথিলাবাসীরা অকপটে স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গালীরাই দ্বিভাষিতার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীদের জন্যই তাঁহারা দ্বিভাষিতাকে পুনরায় চিনিতে পারিয়াছেন।

আমার এই সংগ্রহের কতকগুলি গান পুরাতন পুথি দৃষ্টে পাইয়াছি, কতকগুলি আমার ছাত্রদের সাহায্যে (গ্রামের বৃদ্ধ ও জীলোকদের নিকট হইতে) পাইয়াছি, কিছু আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকে* পাইয়াছি এবং কিছু নগেন্দ্রবাবুর সংগ্রহ হইতে পাইয়াছি। পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকগুলি প্রায়ই দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। মৈথিলী লিপিতে লিখিত পুথি আজকাল দুপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। মৈথিলী ভাষার অক্ষর ও বানান বাঙ্গালারই অমুরূপ, কিন্তু দেবনাগরী অক্ষরে শুদ্ধ বানান বিকৃত হইয়া হিন্দীর আকার ধারণ করিয়াছে।

হিন্দীতে জকার ও উকারের ব্যবহার অত্যন্ত বেদী। তাই ‘হুই’ স্থলে ‘হুঁ’, ‘চলি’ স্থলে ‘চলী’ পাঠ দেখা যায়। আবার বাঙ্গালা পুথিতে সংস্কৃত মূলানুযায়ী ‘ভনহি’ স্থলে ‘ভগহি’, ‘হুহু’ স্থলে ‘গুহু’, ‘কুল’ স্থলে ‘কুল’, ‘তুঅ’ স্থলে ‘তুয়’, ‘জখন’ স্থলে ‘যখন’ পাঠ দেখা যায়। মিথিলায় প্রাচীন পুথিতে ণ, শ, ষ ও সএর প্রয়োগ অতি বিরল, তাই ‘শিব’ স্থলে ‘সিব’, ‘নারায়ণ’ স্থলে ‘ন রা এ ন’ দেখা যায়। আবার ‘বএস’, ‘জৌবন’, ‘সরীর’ পাঠও আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সকল পুথিতে সামঞ্জস্য নাই। শিব, নারায়ণ, বয়স, যৌবন প্রভৃতি পাঠও দেখা যায়। এ জন্ত এবং উপরোক্ত বানানগুলি বাঙ্গালা লিপিতে অত্যন্ত বিসদৃশ হইবে ভয়ে আমি তৎসম শব্দগুলির রূপ অবিকৃত রাখিলাম। অতীত স্থলে আমি ঐ সকল পুথির বানানেরই অনুসরণ করিয়াছি। মৈথিলী ভাষাকে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা করি নাই। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব নাই, স্ততরাং অসমীয়ার অক্ষর দ্বারা তাহা নির্দিষ্ট করিয়াছি, যথা—বুড়া। আবার বাঙ্গালায় ন্+হ যুক্তাক্ষর নাই, সে স্থলে ‘হ’ অক্ষর প্রচলিত। কিন্তু তাহা হ্+ন অন্তর্ভুক্ত বলিয়া করলনহি, আয়লনহি প্রভৃতি শুদ্ধ বানানই রাখিলাম।

* রামকৃষ্ণ বেণীপুরী-সম্পাদিত “দ্বিভাষিত,” ভোল ঝা-সংগৃহীত “মিথিলা-গীত-সংগ্রহ,” কালীকুমার দাস-সম্পাদিত “মৈথিলী গীতাঞ্জলি,” রঘুবর সিংহ-প্রকাশিত “মহেশবাণী” এবং গঙ্গেশ ঝা-সম্পাদিত “মহেশবাণী”। ভকী গ্রামনিবাসী ব্রহ্মকৃত কালীকুমার দাস মৈথিলবাচস্পতি মহাশয় আমার বিশেষ পরিচিত এবং স্বয়ং “কুমর” ভণিতায় বহু গানের প্রণেতা।

উপসংহার

ভবিষ্যতে অন্যান্য কবিগণের শিবগীত, রামগীত, কৃষ্ণগীত প্রভৃতিও প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে। বর্তমান সংগ্রহে বিশুদ্ধ শিবগীত ছাড়াও কিছু গান দৃষ্ট হইবে। যথা— দেবীস্তুব, গঙ্গাস্তুব, রামগীত, বৃদ্ধ বয়সের গান, যোগ ও উচিতি। বিজ্ঞাপতির যে সব গান বাঙ্গালা দেশে অজ্ঞাত, তাহারই প্রচার করা এই সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবাহের পর জীলোকেরা জামাতাকে বশ করিবার জন্ত যে সকল গান গাহে, তাহার নাম যোগ (অর্থাৎ জাহ্) এবং জামাতার স্ততির জন্ত যে সকল গান গাহে, তাহার নাম উচিতি (অর্থাৎ উচ্চতা)। বহু যোগ ও উচিতি গানে বিজ্ঞাপতির ভণিতা আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিক শিববিবাহ-সম্পর্কিত। লোকসাহিত্য হিসাবে যে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আমার ইচ্ছা, বিজ্ঞাপতির শিবগীতগুলি তাঁহার কৃষ্ণগীতের মতই বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়। কিন্তু উহাদের মূর বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। এই সকল গানে নাচগী, ঐজন, তিরহতি প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ মূর অবলম্বিত হয়।

যুগলস্তুব

১ অর্জনারীশ্বরস্তুব

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি ।
 জয় অধ পুরুষ জয়ন্তি অধ নারী ॥
 আধ ধরল তমু আধা গোর।
 আধ সহজ কুচ আধ কটোরা ॥
 আধ হাড়মাল আধা গজমোতী ।
 আধ চানন শোভে আধ বিভূতি ॥
 আধ চেতন মতি আধা ভোরা ।
 আধ পটোর আধ মুঞ্জ ভোরা ॥
 আধ যোগ আধ ভোগরিলাসা ।
 আধ পিধান আধ নগরাসা ॥
 আধ চান্দ আধ সিন্দূর শোভা ।
 আধ হিরণ আধ জগলোভা ॥

ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে ।

ছুই কএ বাটল এক পরানে ॥

১। অধ=আধ=অধা। কটোরা—বাটি (অর্থাৎ বাটির ভায়)। চানন—চন্দন।
ভোরা—ভোলা, বিভোর। পটোর—পটুবস্ত্র। মুঞ্জডোরা—মুঞ্জ বাসের ডোরা বা কটিবন্ধ।
বিরাপ—বিক্রপ। কবিরঞ্জন—বিজ্ঞাপতির উপাধি। কএ—কায়ের।

২ হরিহরস্তব

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা ।

খনে গীতবসন খনহি বঘছলা ॥

খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি ।

খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি ॥

খনে বৃন্দারন চরাইয় গায় ।

খনে ভীখ মাগধি ডমরু বজায় ॥

খনে যমুনাতট লেখি মহাদান ।

খনে ঝাড়ীখণ্ড মেঁ ধরধি ধোয়ান ॥*

এক শরীর লেল ছুই রাস ।

খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস ॥

ভনহি রিজ্ঞাপতি রিপরীত বাণী ।

জো নারায়ণ সো শূলপাণি ॥

২। ভল—ভাল। তুঅ—তোমার। কলা—কৌশল, লীলা। বঘছলা—বাঘছাল।
ঝাড়ীখণ্ড—ছোটনাগপুর অঞ্চল, ৬বৈষ্ণবনাথ এই অঞ্চলে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাকে
ঝাড়ীখণ্ডনাথ বলে। কাঁথ—কাঁধের। বোকান—ঝুলি। ভরু—ভরিয়।

৩ দেবীস্তব

জয় জয় ভৈরবী অম্বরভয়াউনি পশুপতি ভাবিনী মায়া ।

সহজ স্মৃতি রর দিঅ ও গোসাউনি অমৃগতি গতি তুঅ পায়া ॥

বাসর রৈণি শরাসন শোভিত চরণ, চন্দ্রমণি চূড়া ।

কত ওক দৈত্য মারি যুঁহ মেলল কত ও উপিলি কৈল কুড়া ॥

সামর বরণ নয়ন অম্বরঞ্জিত জলা যোগ ফুল কোকা ।

কট কট বিকট ওঠ পুট পাড়রি লিখুর ফেন উঠ ফোকা ॥

* খনে গোবিন্দ ভয় লিয় মহাদান ।

খনহি ভলয় ভরু কাঁথ বোকান ॥ ইতি পাঠান্তর ।

ঘন ঘন ঘনয় ঘুঘুর কত বাজয় হন হন কর তুঅ কাতা ।

বিজ্ঞাপতি করি তুঅ পদ সেবক পুত্র বিসক জম্ম মাতা ॥

৩। ভয়াউনি—ভীতিজনক। গোসাউনি—গোবামিনী, দেবী। ডারিনি—পত্নী। সহজ...পায়া—তোমার শরণই আমার গতি, বর দাও—যেন স্বাভাবিক সুগতি হয়। বাসর রৈনি—দিনরাত। কত ওক--কত। মেলল—নিষ্কপে করিল। উগিরি কৈল কুড়া—উদ্বিগ্ন করিয়া জড় করিল। সামর—শ্রামল। কোকা—কোকনদ। জলদ...কোকা—যেন মেঘে পদ্ম ফুটিয়াছে। ওঠ পুট—ওঠ পুট। পাড়রি—পাটল বর্ণ। লিধুর—রক্ত। ফোকা—ফোকা, বৃদ্ধদ। ঘুঘুর—ঘুঘুর। কাতা—খজা। জম্ম—না। বিসক জম্ম—বিস্মৃত হইও না।

৪

জয় জয় ভগবতী জয় মহামায়া ।

ত্রিপুরসুন্দরি দোর কর দায়া ॥

দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবি ।

তখনে উদ্দিত ভেল জনি ররি ॥

ধনুশর পাশ অঙ্কুশ হাত ।

তেতিস কোটি দেব নার মাধ ॥

চন্দিন উপমা ন পাও ।

কামরমণী দাসী পদ দাও ॥

৪। দায়া—দয়া। ছবি—রং, ছটা। জনি—যেন। নারমাধ—নতমস্তক। চন্দিন—চাঁদ। কামরমণী...দাও—(তোমার রূপ) কামপত্নী রতিকে দাসীপদ দান করে।

৫

জয় জয় ভগবতী ভীমা ভরানী ।

চারি রেদে অবতর ব্রহ্মবাদিনী ॥

হরিহর ব্রহ্মা পুছইত ভরমে ।

একও ন জানে তুঅ আদি মরমে ॥

ভনই বিজ্ঞাপতি রায় মুকুটমণি ।

জীও রূপ নারায়ণ নৃপতি ধরণী ॥

৫। অবতর—অবতীর্ণ হইয়াছে। পুছইত ভরমে—জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়। একও—এক জনও। মরমে—মর্ধ্য।

৬

বিদিতা দেবী বিদিতা হো অধিরল কেনা সোহস্তী ।

এ কানেক সহস কো ধারিনী অধিরক্ষা পুরনস্তা ॥

কজ্জল রূপ তুমি কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুমি বাণী ।
 রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅ গঙ্গা কহিঅ পানী ॥
 ব্রহ্মা ঘর ব্রহ্মাণী কহিঅ হরঘর কহিঅ গোরী ।
 নারায়ণ ঘর কমলা কহিঅ কে জানে উত্তপতি তোরী ॥
 বিষ্ণুপতি করিবর ইহো গাওল যাচক জনকে গতি ।
 হাসিনী দেবীপতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি ॥

৬। বিদিতা—প্রকাশমানা, জ্ঞাতা। হো—হও। সোহস্তী—শোভমানা। অরিরল—ঘন। একানেক—একে অনেক। সহস—সহস্র। অরিরঙ্গা—শত্রুর যুদ্ধক্ষেত্র। পুরনস্তী—পূর্ণকারিণী। উজ্জল—সাদা। বাণী—সরস্বতী। পরচণ্ড—প্রচণ্ড। উত্তপতি—উৎপত্তি। যাচক জনকে গতি—দেবসিংহ নরপতি—হাসিনী দেবীর পতি রাজা গরুড়—নারায়ণ দেবসিংহ যাচকগণের গতি।

৭

আদি ভরানী বন্দি তুমি পাএ ।
 তুমি সুমিরত তুরত দুখ জায় ॥
 সিংহ চটলি মৈয়া যোগিনী বেশ ।
 বাঘছাল পহিরণ লেল পরিবেশ ॥
 সিংহ চটলি মৈয়া পৈসলি রণ ধায় ।
 তখমুক কহিনী কহল নহি জায় ॥
 বাম লেল খপর দহিন লেল কাঁতি ।
 বধয় চললি অসুর নিশি রাতি ॥
 মারল অসুর গাঁধল গ্রিবহার ।
 বিছি বিছি পহিরল রক্তক মাগ ॥
 রক্তে ভিজলি মৈয়া মারলি অসুর ।
 জন্বে পুজু জাণ্য সারি পৈর মুপূর ॥
 চুহ চুহ শোণিত পীউল লক্ষ ধায় ।
 দস্তক শাফে মহিমা অপার ॥

৭। পাএ—পা। সুমিরত—স্বরণ করিতে। পহিরণ—ধরিধান। পরিবেশ—প্রবেশ। পৈসলি—প্রবেশ করিল। খপর—খর্পর। কাঁতি—খড়্গ। গ্রিবহার—গ্রীবহার (পলার) হার। জন্বে পুজু জাণ্য—তোমার জন্মাদেশে (অসুরদের) জন্মাসকল পূজীকৃত? পীউল—পান করিল। কহিনী কাছি—কাপড়ের আঁচল কাছিয়া। ভাউরি—যুদ্ধে ভ্রমণ। টরি—কাঁপিয়া। দাহিন ভেলি—কপাল হইয়া।

জীবনযাত্রার পাথের

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ,
কত শান্তির ও স্বথের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।
বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রুঢ় বাস্তবের
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের
জ্ঞাও যেমন তাদের দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে
ও আত্মীয় পরিজনদের জ্ঞাও তেমন
তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী
সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান দুদিনে
ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্
পাথেয় নিয়ে দাঁড়াবে ?—



জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান
পাথেয়—দুদিনের সর্বোত্তম আশ্রয়।
উপার্জনশীল ব্যক্তিমাাত্রেরই অবিলম্বে এই
পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৫ সালে নুতন বীমা ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।



কাসাবিন

শ্বাস ও কালরোগে আশু ফলপ্রসূ

বাহাদুরের প্লেয়ার খাত, একটু হিমে হাঁচি, সর্দি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা ইনফ্লুয়েন্সার প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা স্থনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেব্য ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশাতিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরাগে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৩শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২০৩১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

ইহাতে প্রকাশকাল লিখে কর্তৃক প্রকাশিত

বছরীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রীমদ্রথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সভাপতি

শ্রী ব্রজনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট, সি, আই, ই শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বাস

শ্রী যুগলকান্তি বোষ ভট্টাচার্য

শ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

শ্রী রাজশেখর বসু, এম-এ

শ্রী হরিহর শেঠ

ডক্টর শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস-সি

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রী সমন্বিত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রী অনাথনাথ বোষ

শ্রী বোমেন্দ্রনাথ বাগল, বি-এ

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

শ্রী বোমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রী চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রী বিদ্যনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রী বোমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রী বলাইচাঁদ কুন্ডু, বি-এসসি, ডি-ডি-এ, আর-এ

শ্রী উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, আর-এ

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। মহারাজ শ্রী শ্রীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ২। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ বোষ, ৩। শ্রী অমল হোসেন, ৪। ডক্টর শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল, ৫। শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রী পুণ্ডিতবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেন্ড কাহার এ ধোভেন, এম-জে, ৮। শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৯। শ্রী যুগলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রী নরেশ ভট্টাচার্য, এম-এ, ১৩। শ্রী বিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রী নরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৫। শ্রী কীরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রী লীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রী শশীচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রী কামিনীকুমার বসু রায়, এম-এ, ২০। শ্রী বনোদরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রী কীর্তীচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, ২২। শ্রী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রী অজিতকুমার বসু মলিক, ২৪। শ্রী অতুলচন্দ্র দে পুরাণরায়, ২৫। শ্রী বীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রী রাধানাথ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সূচী

১। নবাবিকৃত রাতশাসন—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	৪১
২। রচনাপঞ্জী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫
৩। চৌরপঞ্চাশিকা—শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম-এ, বি-এল	৬১
৪। বিজ্ঞাপতির শিবগীত (২)—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বি-এ	৭০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও পত্রাবলী (সচিত্র)—মূল্য ১-

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কোতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২০-

গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিকুসুম

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তৃগণের পরিচয় এবং বৈকুণ্ঠ-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধাট আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যভৌষণ এম. এ. সম্পাদিত
বলরাম কবিশেখর-কৃত

১। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

২। সংস্কৃত পুথির বিবরণ

মূল্য ছয় টাকা চারি আনা

৩। বাংলা পুথির বিবরণ—(প্রথম ভাগ)—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের

পুথির বিবরণ এই ভাগে আছে। মূল্য—দুই টাকা।

শ্রীরত্নেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনাকান্ত দাস সম্পাদিত

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া ভূমিকা ও টীকা সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।
দুই খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ১৮। অত্যন্ত পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

নীলদর্পণ ২২, সধবার একাদশী ১১০, জামাই বারিক ১১০,
বিয়েপাগলা বুড়ো ১১০, লীলাবতী ১৫০, দ্বাদশ কবিতা ১১০,
বিবিধ—গল্প-পঞ্চ ২২, নবীন তপস্বিনী ১১০, সুরধুনী কাব্য ২২,
কমলে কামিনী ১১০

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী

শ্রীরত্নেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও শ্রীসজ্জনাকান্ত সরকার ঐতিহাসিক
উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য : রাজসংস্করণ—২ খণ্ডে বাঁধানো, ৩০। ডাক-
মাওল স্বতন্ত্র। প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

১২ খানি পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী বাঁধাই
দুই খণ্ড ১৮ টাকা। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

‘অন্নদামঙ্গল’, ‘বিদ্যাসুন্দর’, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি

একত্রে বাঁধানো, মূল্য ১০।

প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। চুক্রহ শব্দের অর্থসম্বলিত।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

শতাধিক বর্ষ পূর্বে রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-টঙ্গনী সহ এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। পাঠকের
বোধসৌকর্য্যার্থ ইহাতে রামমোহনের প্রতিপক্ষের বক্তব্যও মুদ্রিত হইতেছে। রাম-
মোহনের এই বাংলা গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

প্রথম খণ্ড : মূল্য ১৫০ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড : মূল্য ৩০ টাকা।

শকুন্তলা

ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত ‘শকুন্তলা’র নির্ভরযোগ্য

সংস্করণ—মূল্য ১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত

জাতি-বৈবর

বা আমাদের দেশান্ত্রবোধ। ডক্টর ত্রিগ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত।
প্ৰত শতাব্দীতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিক্কা, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভীষণ সংঘাত উপস্থিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত এই সংঘাতের আনুগুণিক বিষয় এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দেশভালিষ্ট" প্রভৃতিতে উচ্চপ্রশংসিত।
বহু চিত্রে হুশোভিত।

মূল্য ৩.

জাতীয়তাবাদ নবমস্ত্র

১।০

মুক্তির সঙ্কানে তান্নত (২য় সংস্করণ)

১.

সাহসীর জন্মযাত্রা (৪র্থ সংস্করণ)

১।০

জগৎ কোন্ পথে ? (৫ম সংস্করণ)

২.

জাতির বন্ধনীক যাত্রা (২য় সংস্করণ)

১।০

বীরত্বের রাজতিকা (২য় সংস্করণ)

১।০

ত্রিহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত—অদৃশ্য মানুষ (৫ম সংস্করণ)

১।০

ত্রিসতীশ শাস্ত্রী প্রণীত

পঙ্কে ভাগবত ১০

পঙ্কে চন্দ্রিতাম্রত

১।০

ত্রিধীরকুমার সেন প্রণীত

সুভাসনাহিনী

২।০

সাত নম্বরে এক নাত্রি

১.

স্বপ্নের সাথে মুখোমুখি

১.

ত্রিগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত—মহানন্দ (নাটক)

১।০

৮কেশব সেন প্রণীত—কেদার নন্দ (২য় সংস্করণ)

১।০

BEGAMS OF BENGAL—Brajendra Nath Banerjee

Rs. 1-6

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—১২, নারিকেলবাগান লেন, কলি:

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

স্বল্প পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের প্রামাণিক জীবনী

১ হইতে ৫৩ সংখ্যক পুস্তক চারি খণ্ডে স্বেচ্ছা বঁধাই, মূল্য ২৬.

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

ত্রিভজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১০ আনা

নাৎলান্ন কনি ও কান্য প্রভৃতি

ত্রিভজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিভজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

১। স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার মূল্য ১০

২। বলদেব পালিত মূল্য ১০

৩। দেশানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ১।০

জায়দর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। মূল্য ১২।০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—ত্রিভজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,

মূল্য ১ম খণ্ড ৫., ২য় খণ্ড ৭.

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সংস্করণ) : ত্রিভজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মূল্য ৩.

পালার্মো (ভ্রমণবৃত্তান্ত) : সক্রিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ)

মূল্য ১০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কলিকাতা

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাজশেখর বসু কতৃক অনূদিত কালিদাসের মেঘদূত

মূল, অনুবাদ, অথবাসহ ব্যাখ্যা ও টীকাসংবলিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পড়ানুবাদ আছে। পড়ানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। যাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি লইয়া সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না, অথচ মূল রচনার রসগ্রহণের জন্ত অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহাদের জন্ত এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলানুবাদী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্ত পুনর্বার অথবাসহ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুই প্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরথোদ্যনাথ ঠাকুর অনূদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে— তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদী পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে—কিন্তু বোধ হয় হিন্দি ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।

নারী-কবিগণ কতৃক রচিত

শ্রীরমা চৌধুরী কতৃক অনূদিত

সংস্কৃত ও প্রাকৃত

কবিতাবলী

॥ প্রকাশিত হইল ॥ মূল্য দুই টাকা ॥

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-কবিগণের ও পরবর্তী কালের নারী-কবিগণের রচনা এতকাল সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-কবির ২৫০টি ঋকৃ, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী



। কলিকাতা বিক্রয়কেন্দ্র ॥

২, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা

। বন্ধন হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ॥

৬০ স্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা



নবাবিস্কৃত রাত-শাসন*

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত “কৈলাইন” নামক গ্রামে বিগত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়। উক্ত গ্রাম কুমিল্লা নগরী হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং লালমাই স্টেশন হইতে প্রায় ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটির সীমা অতিক্রম করিয়াই চাঁদপুর মহকুমার আরম্ভ। গ্রামের প্রাচীনতার নিদর্শনস্বরূপ একটি পূর্ব-পশ্চিম লম্বা ‘মহাপুষ্করিণী’ এবং অপর এক পুকুর হইতে প্রাপ্ত একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি বিদ্যমান আছে। ‘পাচকড়ার বাড়ী’ নামে একটি পরিত্যক্ত ভিটি হইতে মাটি তুলিতে বাইয়া গ্রামস্থ জনৈক মুসলমান ৪-৫ হাত মাটির নীচে তাম্রপট্টটি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে ঐ গ্রামের শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী মহাশয় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করিয়া প্রশংসনীয় উত্তোগ সহকারে তাহার পূর্ব-পরিচিতি শ্রীযুত পুলিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয়কে সম্বাদ জ্ঞাপন করায় মূল্যবান বস্তুটির উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, কিছুকাল পূর্বে জনৈক গ্রাম্য কবিরাজ প্রায় ৬ সের ওজনের একটি তাম্রপট্ট আলাইয়া ওষধে লাগাইয়াছে! বর্তমান শাসনটি ঐরূপ অসদৃশ্য প্রাপ্ত না হইয়া যে লোকলোচনের গোচর হইতে পারিয়াছে, তজ্জন্ত সর্বোপায়ে শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারি মাসে আমরা পুলিন বাবুর প্রমুখ্যে জ্ঞাত হইয়া তাম্রপট্টটি দেখিবার জন্ত ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের গৃহে গিয়াছিলাম। তখনও শাসনটি সম্যক পরিষ্কৃত হয় নাই। পাঠোদ্ধারের পূর্বে তৎকালে ডক্টর বড়ুয়া দ্বিতীয় পণ্ডিত্তিতে শ্রীধারণ নাম দেখিয়া লোকনাথ-শাসনের জীবধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ

* ১৩৫৩ সনের বৈশাখের ‘ভারতবর্ষ’ (পৃ. ৩৬৯-৭৪) ‘সমতটের রাত রাজবংশ’ শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি মহাশয় এই তাম্রশাসনের প্রথম ১৮ পণ্ডিত্তির পাঠ সংশোধনপূর্বক উদ্ধৃত করিয়া নান্দ্র-সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। তাহার আলোচনায় ঐতিহাসিকোচিত অভিনিবেশ ও যুক্তি-বিচারের অবতারণা থাকিলে বর্তমান প্রবন্ধের আবশ্যকতা ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৩৫৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ‘ভারতবর্ষ’ প্রকাশের জন্ত প্রেরিত হয়। প্রবন্ধের সম্পাদক মহাশয়ের শীঘ্র প্রকাশের প্রতিশ্রুতি সন্ধ্যাসময়েও প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া আমরা ইহা প্রকাশ করিতেছি।

কল্পনা করিতেছিলেন, যদিও ইহা বৈজ্ঞানিকের শাসন কি না, সে চিন্তাও তাঁহার মনে ছিল।^১ তৎকালে আমরা বিষয়াস্ত্রের মধ্য থাকায় পাঠোদ্ধারে সাহায্য করার জন্ত তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। বিগত মে মাসে পুলিশ বাবুর নিকট হইতে পরীক্ষার জন্ত তাত্ত্বিকশাসনটি আনিয়াছিলাম।

পাঠোদ্ধার :—শাসনলিপির মোট পঙ্ক্তিসংখ্যা ৪৯—সম্মুখে ২৮ পঙ্ক্তি, পশ্চাৎ ২১ পঙ্ক্তি। আমরা কোনরূপ সংশোধন না করিয়া যথাযথ সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি। শেষাংশ সুখপাঠ্য নহে এবং অনেক স্থলেই পাঠে সন্দেহ থাকিয়া গেল।

১। ওঁ স্বস্তি বিলসন্তি যস্য শব্দদিতিসুতদমনেন বিক্রমোদগারাঃ সূস জয়তি
হরিরেকাঙ্গ বমধ্যোদ্ধৃতমেদিনীভারঃ ॥ প্রজ্ঞাতিশয়বিশো-

২। ধিতগুণরানৌ দুষ্কসিদ্ধুবদ্ধোতা যস্য জীৱপি সস্ত্রীঃ স শ্রীশ্রীধারণো
জয়তি ॥ অথ মন্তমাতঙ্গশতসুখবিগাহমানবিবিধতীর্থয়া নৌভি-

৩। রপরিমিতাভিরুপরচিতকূলয়া পরিকৃতাদভিমতনিম্নগামিতা কীরোদয়া
সর্ববতোভদ্রকাদেবপর্বতা-চ্ছৌমৎসমতটেশ্বরপাদানু-

৪। ধ্যাতাঃ কুমারামাতা অধিকরণঞ্চ গুপ্তানাটন-পটলায়িকয়োবিষয়পতী^২
অধিকরণঞ্চ বোধয়ন্তি বিদিতম-

৫। স্ত্র বো নিরুপমগুণগণৌঘশালিনি জগদুদয়স্থিতিনিরোধবিবিধপ্রপঞ্চ-
ধামনি বিবুধসত্তমে শতমখশত্ৰুশাতনব্যাস-

৬। নবিলসিতায়তো ভগবতি পুরুষোত্তমে পরময়া বিনিবেশিতাশয়শ্রদ্ধয়া
শব্দবিদ্যাদিবিবিধসময়পরিগমজ্ঞানিত স্বক-

৭। স্বকগুণবিশেষঘনঘটিতবুদ্ধিরবিকলশক্তিত্রিতয়সম্পদুদগতো যথাক্রটি
প্রবর্তিতষাড়্গুণ্যগোচরশ্চাপচক্রবিক্রী-৩

৮। ডিত ইব গতঃ কলাসু কোশলমনতিশয়সুন্দরমতিমধুরচিত্রগীতরুৎ-
পাদয়িতা কবিরপরিমিতগোহিরণ্যভূমিপ্র-

১। বর্তমান শাসনলিপির পাঠোদ্ধারের পর ইহা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকের উল্লেখ সর্বথা পরিবর্জনীয় ছিল। কিন্তু ডক্টর সরকার তাঁহার প্রবন্ধের মূখবন্ধে অনর্থক আড়ম্বর সহকারে বৈজ্ঞানিকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রদ্ধেয় ডক্টর বড়ুয়াকেও পঙ্কলিপ্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

২। বিষয়পতী, এখানে দ্বিচিন্তাস্ত পাঠই মূলে আছে। বিষয়পতীন-রূপে সংশোধন করার কোন হেতু নাই।

৩। ডক্টর সরকার নিম্নোক্ত পড়িয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে।

৯। দানপুণ্যকীর্ত্তেরসমসমপ্রতাপোপনতসামন্তচক্রস্য স্মৃগ্ৰহীতনাম্নো দেবস্য
সমতটেশ্বরশ্রীজীবধারণরাতভট্টা-

১০। রকস্ম স্মুরুদিতোদিতকুলায়ামপরিমিতপ্রজাধারিণ্যাং সাক্ষাদিব
বস্করায়ামগ্রামহিষ্যামুৎপন্নঃ শ্রীবন্ধুদেব্যাং প্রসাদা-

১১। তিশয়স্মুখেন পিত্রা স্বয়মপিতাধিরাজ্যঃ পিতের পালয়িতাঃ জগতো
বুদ্ধিনিগ্রহাদনভিমতপ্রাণনিগ্রাহে মমুরপর ই-

১২। ব পরমকরুণাশ্রয়ঃ কুববসতিরিব সহসম্পদো জন্মভূমিরিব প্রিয়বচন-
জাতস্য গজতুরগসততপীড়ন-

১৩। ক্রমোচিতশ্রমবলিততনুবিভাগরম্যদর্শনঃ পরমবৈষ্ণবো নেক-প্রাণিকোটি-
শতসহস্রজীবিতস্য প্রদায়কতয়া

১৪। পরমকরুণিকো মাতাপিতৃপাদানুধ্যাতঃ প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দঃ সমতটেশ্বরঃ
শ্রীজীবধারণরাতদেবঃ কুশলী

১৫। পিতৃচরণশুশ্রূষণৈকশীলস্য বিজিতচক্ষুরাদিকরণগ্রামতয়াঃ বিনয়সোব
মূর্ত্তিমতো হস্ত্যশ্বপ্রহরণবিছা-

১৬। ভিরগুগতশব্দিদ্বাপরিশ্রমসাপযা (+ পিত +) পিতৃপিতামহ-ক্রমো-
চিতপ্রবয়সঃ শ্রীযেব নায়কগুণসম্পদা সঃ

১৭। সমাপূর্যমাণসন্ততেরাজ্ঞাশতপ্রাপিণো যুবরাজপ্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দশ্রীবল-
ধারণরাতভট্টারকস্য

১৮। মুখেন স্মুটচিত্রবজ্রভাষিণা সমাদিশতি স্ম। বিজ্ঞাপিতস্মহাসন্ধি-
বিগ্রহাধিকৃতশ্রীজয়নাথেন যৎকিঞ্চি-

১৯। লোকধিতয়স্মুখনিবন্ধনকর্ম্য কর্তব্যামস্মাদৃশৈস্তৎসর্কদম্পসা (+ দা +) দেব-
পাদানামেতন্মূলত্বাদাশয়শ্চ বিদিতো বৎসলঃ পাদী-

২০। যো যথা জন্মশতমপ্যনুগ্রহীতুমিচ্ছতি লোকমনুজীবিনমতোর্গম্ কথ্যতে
(৭) পাদীয়াসংবিধানসংব্যাপেক্ষণপুণ্যক্রিয়া-

২১। গাশ্বেনার্হসি ভূম্যাঃ স্তোত্রয়া প্রসাদকর্তৃত্বামহমবাণা শ্রীতশ্রীতবুদ্ধি-
রপগতসংসারদোষনির্মলস্তাসংস্কৃত্য-

৪। ডক্টর সরকার (অ) পগতো পড়িয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

৫। ডক্টর সরকারের করণারামতয়া পাঠ শুদ্ধ নহে।

৬। স একটি অতিরিক্ত উৎকীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২২। পি সংস্কৃতস্য জগতি মহাকরণয়া সর্বজ্ঞস্য ভগবতস্তথাগতোরত্নস্য গন্ধধূপদীপমাল্যানুলেপনার্থস্তদুপদিষ্ট-

২৩। মাগর্গস্য ধর্মস্য লেখনবাচনার্থমার্যসজ্জস্য চ চীবরপিণ্ড-পাতাদিবিবি-
ধোপচারার্থমধিগতবিদ্যানামপি ত্রাঙ্গণার্য-

২৪। গাম্পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্তনার্থং মাতাপিত্রোরাশ্রয়ঃ পুত্রপৌত্রসন্ততের্জগতশ্চ
পুণ্যোপচয়ার্থম্বিজ্য প্র(+ দ +)দামিতি বিজ্ঞাপন-

২৫। যানয়া যুক্ততুরমাবেদিতমিতি প্রসঙ্গমানসৈঃ পঞ্চবিংশতিরস্মাভি-
র(স্য) ক্ষেত্রপাটকাঃ প্রসাদীকৃতান্তে যুয়মস্মৎকটক-

২৬। শাসনসনাথমারোপ্য ক্রীতাপতাত্রাপ্রযচ্ছত তানিতি পিতৃচরণপ্রসাদাদ-
বাপ্তস্য সমতটাত্তনেবদেশাধিরাজ্যাস্যাচ্চ-

২৭। মে সস্বৎসরে শ্রাবণমাসস্য তিথৌ সিতসপ্তম্যাং শ্রাবিতনির্জাতা-
য়ামাজ্জায়াং সীমলিঙ্গানি দাতুং লিখিতে বিষয়পতাবধিকরণেন

২৮। তৎপ্রতিলিখিতকদর্শনেন ভবন্তি সীমলিঙ্গানি যত্র ॥ গুপ্তীনাটনে
খড়োবালোকাএতুবা (?) পাটকোরবল্লুযু দণ্ডানা-

পশ্চাচ্ছাটগে

২৯। স্প্রাপিণামফদশানাম্পাটকানাং সীমলিঙ্গানি যত্র পূর্ব্বগ দশগ্রামে
নায়বিড্ডিকাবিল্লভঙ্গাননোপ-

৩০। খীক্সীক্ষেত্রং ত্রিফ্রাস্তকপ্রবিষ্টকভঙ্গাননোপুখীক্সীডঙ্কেল্লনোদ্বিরবেগা-
ক্ষেত্রাণি দক্ষিণেন নোদ্বিরবেগা প-

৩১। শ্চিমেদ দ্বিস্বলিকা নদী উত্তরেণাপি দ্বিস্বলিকা নদী নায়বিড্ডিকাবিল্লশ্চ ॥
নিধানী-খাডোকা-রক্সুপৌত্তকে বঙ্গ-

৩২। বশঃপ্রাপিণাং পঞ্চানাং পাটকানাং প্রথমথণ্ডে পূর্ব্বগ তীরদেশীয়তাত্রাং
দক্ষিণেন নৌশিবভোগা পশ্চিমেদ

৩৩। স্বতাত্রাং উত্তরেণাঙ্কিত্রিকশতকুলপুত্রকাণাং ক্ষেত্রং দ্বিতীয়ে পূর্ব্বগ
স্বতাত্রাং দক্ষিণেন দণ্ডজয়সেনক্ষেত্রং প-

৩৪। শ্চিমেদাঙ্গা উত্তরেণাঙ্কিত্রিকশতকুলপুত্রকানাং(২) ক্ষেত্রং ।
পটল্যিক-করলকোটোপি বহিঃক্ষেত্রপাটক-

৩৫। ষয়স্য পু(+ বর্ব +)ণ দেবীমঠতাত্রাপ্রবিষ্টকপুস্তবলৌক্ষমপশ্চিমালৌ
(১) সব্যজনেদ মিত্রবলবিহারতাত্রা-

৩৬। মাদিত্যমণ্ডপো নৌদগুদশ্চ দক্ষিণেন কাঞ্চীরকপুষ্করিণী নৌদগুদশ্চ পশ্চিমে নৌদগুকঃ

৩৭। প্রবিশ্য জৈষদ্ব্যজ্ঞেন গগুদেবমেডেঃপূর্বালী নিজ্জাম্বকব্যজ্ঞেন বিজ্ঞানাদী (৭) মল্লকস্ম-

৩৮। কারাণাং ক্ষেত্রং সবাজ্ঞেন নিজ্জাম্ব মহাকাংস্বভাস্করচন্দ্রতাম্রমুদ্রেণ করলবিহারনৌস্কগুহারাদ (৭)

৩৯। ব্রভজেন চ সবাজ্ঞনশ্রীতাপসধনদেবক্ষেত্রক্ষেতি এবমবধৃতসীমানঃ পঞ্চ-
বিংশতিপাটকা ইতি পূরি-

৪০। তে মহতি ভূতে (৭) বিভজ্য প্রতিপাদিতা ইতি গৌরবাং যস্য যস্য
যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলমিতি স্বদানপা-

৪১। লাপেক্ষাপ্যুপরি লিখিতৈরিমে দানেনুমোদনবিধৌ পরিপালনীয়্য মোক্ষে-
পভাবগণনৈরুচিতানুভাবাঃ শ্লো-

৪২। কা যুনেরপি পরাশরবংশকেতোর্ভাব্য। সদা ভুবনরক্ষণবন্ধকত্রৈতি ॥
বহুভির্বিস্বধা দত্তা রাজভিস্গগরাদিভি-

৪৩। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ ষষ্টিষ্বর্ষসংক্রান্তি স্বর্গে
মোদতি ভূমিদ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা

৪৪। চ তান্বেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তান্ধ্র(+ দ +)তান্ধ্রা যো হরেত
বস্তুদ্ধরাং স বিষ্ঠায়াঙ্কমিভূত্বা পিতৃভিস্গহ পচ্যাতে ॥

৪৫। বিভাগশ্চাযং ভগবতো রত্নত্রয়স্য রক্ষুপ্রোতকস্তত্রার্কপাটকো ভিক্ষদস্ত
খণ্ডোবালোকা ব্রাহ্মণাধ্যাণাং ভিক্ষ-

৪৬। দস্ত তত্রাপি পঞ্চপাটকাঃ করলকোট্রিপাটকদ্বয়ঞ্চ ভোক্তৃণাষ্ট্রাক্ষণান-
মেয়ানি পদানি চ ভট্টদিবাকর

৪৭। তস্য পঞ্চপদানি ॥ ভট্টভুবঃ প ৫ ॥^১ ভট্টবৎসঃ প ৫। বলীবর্দঘশাঃ
বৃষভঘশাস্ত্রয়েঃ প ৫ ॥ ভট্টভদ্রঃ প ৫

৪৮। ॥ ভট্টললিতঃ প ৫ ॥ কুরমণঃ প ৫। আলোকঃ প ৫ ॥ বলীবর্দচন্দ্রঃ
প ৩। চন্দ্রস্বামিনঃ প ২। সাধারণঘো-

৪৯। যঃ প ২ ॥ পশুপতেঃ প ৫ ॥

৭। খড়্গ-শাসনের দ্বিতীয় খণ্ডে মাস-তারিখের দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত বর্তমান
সংখ্যাকটির মিল আছে। ৬গঙ্গামোহন লস্কর তাহা ৫ পড়িয়াছিলেন। ডক্টর বসাকের মতে
৫ কিছা ৬।

ব্যাখ্যা ও আলোচনা:—এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাসনলিপি হইতে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসের এক তমোময় যুগের উপর মূল্যবান আলোকপাত করিয়াছে। আমরা অতিসংক্ষেপে তাহার আলোচনা সূচিত করিতেছি। সর্কাণ্ডে ইহার কালনির্ণয় আবশ্যক। ত্রিপুরার লোকনাথ-শাসন রচনাকালে (৬৬৩-৪ খ্রীঃ) রাত-শাসনোক্ত ত্রিধারণের পিতা জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং ত্রিধারণের অষ্টম রাজ্যাক্ষ কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্বে যাইবে না। ত্রিধারণের পুত্র যুবরাজ বলধারণ তৎকালে ‘প্রবয়াঃ’ (১৬ পঙ্ক্তি) অর্থাৎ প্রবীণ বয়স্ক এবং তৃতীয় ‘সমুত্তি’গণও নায়কোচিত গুণ-সম্পদে বর্দ্ধমান ছিল। (১৭ পঙ্ক্তি)। সুতরাং রাতলিপির কাল নিঃসন্দেহে প্রায় ৭০০ সন নির্ণয় করা যায়, কিছু পরেও হইতে পারে, কিন্তু পূর্বে নহে। রাতলিপির জ-অক্ষরের রূপ লোকনাথ-লিপির পরবর্তী। পক্ষান্তরে ইহা এখন নিঃসন্দেহে অবধারণ করা যায় যে, খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ রাতবংশের পরবর্তী। খড়্গশাসনের আ-কার, ই-কার, ঙ্গ-কার, ঙ-কার, জকার প্রভৃতির রূপ নিশ্চিতই রাতলিপির পরবর্তী। রাতশাসনের আবিষ্কারের ফলে দেবখড়্গের বালনির্দেশ ৭৫০ সনের পূর্বে হয় না। এতদনুসারে সেঙ-চি-বর্ণিত সমতটেশ্বর ‘রাজভট্ট’ের সহিত দেবখড়্গের পুত্র ‘রাজরাজভট্ট’ের অভেদকরনা সর্কাণ্ডে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পূর্বে যাহারা বিচারপূর্বক ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতই সমীচীন প্রতিপন্ন হইতেছে। সেঙ-চির মতে সমতটাদিপতির নাম ছিল Hoh-lo she-po-t’a অর্থাৎ ‘হর্ষভট্ট’—ইহা কেন ‘রাজভট্ট’রূপে পরিবর্তনীয়, আমরা ঠিক বুঝি না। আর, রাজভট্টের সহিতও রাজরাজভট্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রথম খড়্গশাসনে ভূমিদান “রাজরাজভট্টস্বাম্যুসাম্যর্থং” (১৩ পঙ্ক্তি) হইয়াছিল। ইহার একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা এই যে, ধর্ম্মশীল লেখক পূরদাস যুবরাজের প্রতি স্নেহ-গোরব সূচনার জন্ত ‘ভট্টারক’ কথা নাটকীয় ‘ভট্টিনী’ পদের স্থায় ভট্ট পদ প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহা কিছুতেই যুবরাজের নামের অংশ হইতে পারে না। সুতরাং সেঙ-চির হর্ষভট্ট কথা রাজভট্টের সহিত উক্ত যুবরাজের কোনই সম্পর্ক নাই। উভয়ে অভিন্ন হইলে দ্বিতীয় শাসনে “তৎসুতো রাজভট্টঃ” না লিখিয়া “তৎসুতো রাজরাজঃ” লিখিত হইত না (৫-৭ পঙ্ক্তি)। লোকনাথের স্থায় দেবখড়্গও এক ‘বৃহৎ পরমেশ্বরে’র উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং উভয়েই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত। রাত-শাসনের সহিত তুলনায় খড়্গশাসনের মুদ্রা, রচনা, লিপিলেখা প্রভৃতি সবই নিরুপ্ত এবং ভ্রমসঙ্কুল। এতদ্বারাও উভয় বংশের তারতম্য এবং রাত-বংশেরই সর্ববিষয়ে উৎকর্ষ সূচিত হয়।^৮

৮। রাজভট্টের মায়া কাটাইতে না পারায় ডক্টর সরকারের সমস্ত প্রবন্ধটি প্রমাদগ্রস্ত ও শিথিল-যুক্তি হইয়াছে। একবার লিখিলেন, খড়্গবংশের রাজত্বকাল ৭ম শতাব্দীর শেষে ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই মতই ‘সমীচীন’ (পৃ ৩৭০)। আবার লিখিলেন,

আমরা স্থানীয় অনুশ্রদ্ধানে জানিয়াছিলাম, লোকনাথ-শাসনটি ত্রিপুরাধিপতির জমিদারীর ম্যানেজার Mcminn সাহেব ময়নামতীর Settlement Camp হইতে আনিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ময়নামতী অঞ্চলেই ইহা আবিকৃত হইয়াছিল। উক্ত শাসনদত্ত “অটবীভূথণ্ডে”র পূর্বসীমা ‘কণামোটিকা’পর্বত ময়নামতী পাহাড়েরই একটা ‘মুড়া’ (মোটিকাশব্দের অপভ্রংশ, মৃগশব্দের নহে) হইবে, পার্শ্বত্যা ত্রিপুরার কোন মুড়া নহে। কারণ, সীমানির্দেশমধ্যে অত্র কোথায়ও পর্বতের উল্লেখ নাই। ইহা ঠিক হইলে লোকনাথ-শাসনের কিছু কাল পয়ে জীবধারণের সমতটেশ্বর স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্বে নহে। শশাঙ্ক-হর্ষ-ভাস্করবর্ষার তিরোধানের পর দেশব্যাপী অরাজকতার সময়ে অজ্ঞাতকুলশীল জীবধারণ স্বপ্রতিভাবে সমতটে আধিপত্য অর্জন করিয়াছিলেন— ইহা একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই রাত-লিপি হইতে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু কোন কোন ‘সামন্ত’ ও ‘বিষয়পতি’র সহিত তাঁহার সজবর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সমতটের যে অংশে যৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই অংশে সম্ভবতঃ সেঙ-টির রাজভট জীবধারণের বশুতঃ তখনও স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জীবধারণের দুইটি সজবর্ষের বিবরণ লোকনাথ-শাসনে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত শাসনের ৭-৯ শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট নহে। আমরা একটি অভিনব ব্যাখ্যা দিতেছি। ৭ম শ্লোকে লোকনাথের স্তুতিচ্ছলে লিখিত আছে—“যন্নিঞ্ছ্রীপরমেশ্বরস্ত বহুশো যাতং ক্ষয়ং সৈনিকং।” এই পরমেশ্বর স্বয়ং জীবধারণ হওয়াই সম্ভব। তিনি বহু সৈন্যক্ষয় করিয়াও অটবীভূথণ্ডের অধিপতি লোকনাথকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তৎপর, “হলজ্যে জয়তুঙ্গবর্ষসমরে সত্ত্বঃপ্রয়োগার্থিতো” (৮ম শ্লোক, সত্ত্বঃপ্রয়োগার্থিনাং পাঠ মূলানুগত কিম্বা বিস্কৃত নহে বলিয়া মনে হয়) অর্থাৎ জীবধারণ জয়তুঙ্গবর্ষের সহিত সমরে লোকনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং লোকনাথও সত্ত্বঃ তাহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে জয়মণ্ডিত

রাতবংশ ও খড়্গাবংশ উভয়ই ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রাজত্ব করেন (পৃ. ৩৭২) এবং “ই-সিঙে সমতট আগমনের কিয়ৎকাল পূর্বে খড়্গাবংশীয় বৌদ্ধরাজা দেবখড়্গা রাতবংশ দমন করিয়া সমতটে আধিপত্য স্থাপন করেন।” (পৃ. ৩৭৩) অর্থাৎ ই-সিঙের (৬৭১-৯৫) কিছু পূর্বে সেঙ-টি ও রাজভট, তৎপূর্বে দেবখড়্গা, তৎপূর্বে শ্রীধারণ ও তৎপূর্বে জীবধারণ, সুতরাং ৬৫০ সনের বহু পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন এবং রাত-খড়্গা সংঘর্ষ তাহা হইলে শশাঙ্ক-হর্ষ-ভাস্করবর্ষার জীবদশায়ই সংঘটিত হয়। পরিশেষে ডক্টর সরকার রাতবংশকে খড়্গাবংশের সামন্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন (পৃ. ৩৭৩)। খড়্গাবংশের উন্নত খড়্গের আঘাতে অভিনব রাতবংশের মাথা তুলিবার সাধ্য নাই, “সমতটাত্মনৈকদেশাধিরাজ্য” খড়্গাঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডক্টর সরকার তাঁহার প্রবন্ধ ‘স্বদীর্ঘ করিতে’ না চাহিয়া (পৃ. ৩৭০-১১) মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মসংবাদের ফলে আমরা এই জাতীয় অনেক মূল্যবান বুদ্ধিপরিপূরা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

করেন। ফলে, জীবধারণ সম্বন্ধে হইয়া “যত্নে দদৌ অবিসয়ং সহ সাধনেন, শ্রীপটপ্রাপ্তকরণায় বিহার যুদ্ধং।” (৯ম শ্লোক) পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাঁহার কি সাধন সহ বিষয়দানের অধিকার আছে? “জয়তুঙ্গ” নামে সমতটের অন্তর্গত একটি বিষয় ছিল। কেম্ব্রিজের একটি পুথিতে যে সকল বৌদ্ধমূর্তির চিত্র অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে একটির বর্ণনা হইল—“সমতটে জয়তুঙ্গলোকনাথঃ” (Fouche : Iconographie, p. 200)। সুতরাং জয়তুঙ্গবর্ষ ব্যক্তিবিশেষের নাম না ধরিয়া বিষয়ের নামরূপে ধরা যায়। রাত-শাসনের উজ্জ্বলবে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জীবধারণের জীবদশায়ই বিষয়পতিদের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছিল এবং সমতটাদি নানা দেশের নিষ্কটক আধিরাজ্য শ্রীধারণ ‘পিতৃচরণ প্রসাদে’ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, লোকনাথ-শাসনের ‘গঙ্গলক্ষ্মী’-মুদ্রায় প্রথম শুধু “কুমারামাত্যাধিকরণস্ত” লিখিত ছিল, পরে “লোকনাথস্ত” লিখিত হয়। কিন্তু রাতশাসনের মুদ্রায় “শ্রীমৎসমতটেশ্বরপাদানুধ্যাতস্ত কুমারামাত্যাধিকরণস্ত” অঙ্কিত আছে। রাজার নাম অঙ্কিত ছিল না, পরে লক্ষ্মীর দক্ষিণ পার্শ্বে অতিক্রুদ্রাক্ষরে “শ্রীশ্রীধারণরাতস্ত” কোন প্রকারে উৎকীর্ণ হইয়াছে। অসুমান হয়, গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে পৃথক হওয়ার পূর্বেকার মুদ্রাই লোকনাথ ব্যবহার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাতশাসনের মুদ্রানিৰ্মাণকালে সমতট স্বাধীন হইয়াছে। সুতরাং উভয় শাসনের মধ্যে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রাতশাসনের রচয়িতার নাম পৃথক উল্লিখিত হয় নাই। শাসনটি ‘শব্দবিজ্ঞা’-বিং যুবরাজ বলধারণরাতের মুখ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং যুবরাজ ‘ক্ষুটিচিব্রবক্তাভাবী’ ছিলেন (১৮ পঙ্ক্তি)। সুতরাং অসুমান হয়, স্বয়ং যুবরাজই শাসনের পাঠ রচনা করিয়াছিলেন। ‘পরমবৈষ্ণব’ রাজার শাসনারম্ভে দুই শ্লোকে বিষ্ণুবন্দনা আছে। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কার দ্বারা রাজা শ্রীধারণ ব্যতীত শ্রীধারণ অর্থাৎ লক্ষ্মীধর বিষ্ণুরও বন্দনা আছে। শ্লেষ ও অশ্লুপ্রাসের সহযোগে এই মনোহর আৰ্ঘ্যাটি গোড়ীয় রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণযোগ্য। আবিষ্কৃত অগ্ৰাণ্ড তাম্রশাসনের তুলনায় বর্তমান শাসনের পাঠ ও বিষয় নির্দেশ বৈশিষ্ট্য আছে—ইহাতে তৎকালীন শাসনপদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগের একটা ক্ষুটি চিত্র পাওয়া যায়, যাহা অগ্ৰত্ব হ্রস্ব। প্রথমতঃ মহাসন্ধিবিশিষ্টাধিকারী জয়নাথ রাজাকে নিবেদন করিলেন (১৮-২৪ পঙ্ক্তি)—“আমাদের বা কিছু পুণ্যকার্য্য দেবপাদের অশ্লুগ্রহসাপেক্ষ; জন্মে জন্মে অশ্লুজীবির প্রতি পাদীয় বাৎসল্য জানিয়া কিছু ভূমি প্রার্থনা করি, তাহা পাইয়া আমি রত্নতয়ের জন্ত এবং ব্রাহ্মণাৰ্য্যগণের পঞ্চমহাধজ্জপ্রবর্তনের জন্ত বিভাগ করিয়া প্রদান করিব” (‘প্রদামিতি’ সংশোধন করিয়া ‘প্রদদামিতি’ কিম্বা ‘প্রদাতামিতি’ পড়িতে হইবে)। শাসনে রত্নতয়ের অধিষ্ঠান কোন বিহারের উল্লেখ নাই। জয়নাথ নিঃসন্দেহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৈষ্ণবরাজার শ্রীতির জন্ত একসঙ্গে উভয় ধর্মের পুণ্যকার্য্য করিতে চাহিয়াছেন। অসুমান হয়, স্বয়ং জয়নাথই রাজধানীতে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রথম ভূমির বিভাগস্থলেও শুধু রত্নতরই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ ব্রাহ্মণাৰ্য্যগণের নামের সম্পূর্ণ হ্রুটি ও প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ সাবধানে

লিখিত হইয়াছে। রাজা তদীয় কুমারামাত্যগণ (গৌরবে বহুবচন নহে) 'ও' অধিকরণকে আদেশ করিলেন, "এই যুক্তিবৃত্ত বিজ্ঞাপনের পর আমরা প্রসন্নচিত্তে ২৫ পাটক ক্ষেত্র দান করিলাম। তোমরা ('যুয়ং' অর্থাৎ কুমারামাত্য ও অধিকরণ) আমাদের কটকের শাসন সহ তপ্ত তাম্রে লিখিয়া তাহা প্রদান কর।" রাজার এই আদেশ অষ্টম সম্বৎসরের শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পড়িয়া শুনাইয়া প্রচারিত হইলে পর ('শ্রাবিতনির্জাতায়াং') অধিকরণ বিষয়পতিকে ভূমির সীমা নির্দেশ করিতে লিখিলেন এবং তাহার প্রতিলিখিতক (অর্থাৎ উত্তর) পাইয়া সীমা লিপিবদ্ধ হয় (২৭-৪০ পং)। শেষাংশে (৪০-৪৯ পং) দানপালন ও অমুমোদনের বাক্য এবং ভূমির বিভাগ লিখিত হইয়াছে।

রাজার আদেশটি স্পষ্টতঃ তাহার 'কটক' অর্থাৎ রাজধানী হইতে প্রচারিত হয়—কটক শব্দের অতীতম প্রসিদ্ধ অর্থ "সেনায়াং রাজধান্যাং চ" (হেমচন্দ্রের অনেকার্থসংগ্রহ)। এ স্থলে রাজধানীর নাম পরিচয় লিখিত হয় নাই। কুমারামাত্যগণ ও অধিকরণ যে স্থান হইতে বিষয়পতিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়াছেন—ক্ষীরোদানদী-পরিবেষ্টিত দেবপর্কত—তাহাই সমতটেশ্বরের কটক অথবা রাজধানী সন্দেহ নাই। রাজার আদেশ তদীয় 'পাদানুধ্যাত' কুমারামাত্য ও অধিকরণ রাজকটক হইতে পৃথক স্থানে বসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। বর্তমান তাম্রলিপি হইতে যে সকল নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে সর্কপেক্ষা মূল্যবান হইল রাতবংশীয় সমতটাম্বিপতি ও পুরুষের নাম—জীবধারণ (পত্নী বন্ধুদেবী), পুত্র শ্রীধারণ এবং তৎপুত্র যুবরাজ বলধারণ—এবং তদ্বিগ্ন সমতটের তৎকালীন রাজধানীর নাম ও অবস্থান। এই রাজধানীর বর্ণনায় জয়স্বক্কাবার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শব্দের পরিবর্তে বোধ হয় সর্কপ্রথম একটি অভিনব পদ প্রযুক্ত হইয়াছে "সর্কতোভদ্রকাং"। সমতটের অন্তর্গত ক্ষীরোদাবেষ্টিত দেবপর্কতের অবস্থান নির্ণয় সহজসাধ্য। কুমিল্লানগরীর পশ্চিমে ১০ মাইলব্যাপী লালমাই-ময়নামতীর অচ্ছত পাহাড় চারি দিকেই সমতলভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে পাইটকারা পরগণা মধ্যে "ক্ষীর" (অথবা গ্রাম্য ভাষায় 'খির') নদীর প্রাচীন খাত এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার উৎপত্তিস্থান ও প্রবাহ এখন নূতন করিয়া গবেষণার বিষয় হইয়াছে। প্রবাদ অনুসারে প্রাচীন কালে ইহা একটি বিশাল নদী ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ এই নদীর মধ্য দিয়া ময়নামতী পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত আসিত। বর্তমানে ইহার ক্ষীণ ধার বড়কান্তার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া গৌরীপুরের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই যে তাম্রশাসনোক্ত "ক্ষীরোদা" নদী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ স্থানীয় প্রবাদে লুপ্ত নদীটির নামের রূপান্তর "ক্ষীরদ" ছিল (প্রতিভা, ১৩১৯, পৃ. ৬১৮) যে নদীতে শত শত মন্ত মাতঙ্গ নানা তীর্থে অবগাহন করিত, অথচ বাহা সমতটের অন্তর্গত এবং নাম দ্বারাই পার্কত্য গোমতী নদী হইতে পৃথক্, তাহা পার্কত্য ত্রিপুরার অনতিদূরবর্তী অবশ্যই হইবে। এই নদী লালমাই পাহাড়ের পূর্বদিকেও প্রবাহিত ছিল এবং সম্ভবত কোন উপত্যকার মধ্য দিয়া পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছিল। লালমাই পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ

যাঁহারা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন যে, ময়নামতী টিলার প্রায় ওই মাইল দক্ষিণে পাহাড়ের পূর্ব উপকণ্ঠে “আনন্দরাজার বাড়ী” বলিয়া পরিচিত একটি বিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ বিद्यমান আছে। এই বাড়ীতে আরোহণ করার পথে একটি ক্ষুদ্র খাত পার হইতে হয়—খাতটি ঘুরিয়া রাজবাড়ীর পশ্চিম ধারে গিয়াছে। স্থানীয় লোকে ইহাকেই “ক্ষীর” নদী বলিয়া নির্দেশ করে। সুতরাং “আনন্দরাজার বাড়ী”র ধ্বংসাবশেষই পূর্বকালে দেবপর্কত বলিয়া পরিচিত ছিল বুঝা যায়। ইহার আশ্চর্য্য-জনক সমর্থন পাওয়া যায়। বর্তমান শাসনে দেবপর্কতকে “সর্কতোভদ্রক” নামে পরিচিত করা হইয়াছে। মানসার-গ্রন্থানুসারে (৯ম অধ্যায়) “সর্কতোভদ্র” অষ্টবিধ গ্রামের অন্ততম। অমরকোষে (২।২, ১০) ইহা একপ্রকার রাজভবন এবং টীকাকার সর্কানন্দের মতে তাহা “বিহারাকৃতি”। বরাহমতে ইহা চতুর্দার-সমন্বিত, আগ্নিদ্ব্যুক্ত এবং “সমন্ততো বাস্তু”। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে “ভবিষ্যোত্তর” গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত রাশটুসারে ষাটশবিধ রাজ-গৃহের অন্ততম সর্কতোভদ্রের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

দ্বৌ রাজহস্তাবায়ামে পরিণাহে তথৈব চ।

ইত্যয়ং সর্কতোভদ্রঃ শুক্রশাস্ত্রাধিদেবতা ॥

দানবা রক্ষকাশ্চৈব পূজ্যান্তে চাত্র যন্ত্রতঃ।

চতুর্দশাশ্রু দ্বারানি কৃষ্ণচিহ্নাবৃতানি চ ॥

পীতপট্টাবৃতো হেযঃ সর্কানিষ্ঠবিনাশনঃ।

অত্র স্থিত্বা মহীপালঃ সর্কান্ শত্ৰূন নিকৃন্ততি ॥

(যুক্তিকল্পতরু, ১ম সং, পৃ. ৩৮-৯)

দেবপর্কত নামক কটককে “সর্কতোভদ্রক” বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমান দীর্ঘ প্রস্থ তাদৃশ “সর্কতোভদ্র” গৃহময় ছিল, কিম্বা ইহা দেখিতে সর্কতোভদ্রের মত ছিল। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। বিগত যুদ্ধের সময় লালমাই পাহাড়ের বহু মুড়া ইষ্টকরাশির জন্ত খনিত হয় এবং তাহার ফলে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। “আনন্দ রাজার বাড়ী”টি এই প্রকারে একটি সর্কতোভদ্র-জাতীয় বিরাট বৌদ্ধবিহার ছিল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। (B. C. Law Volume, Part II, Poona, p. 220 দ্রষ্টব্য) ইহার এক একটি ভূজ প্রায় এক ফাল্গু অর্থাৎ ৬৫০ ফুট দীর্ঘ।

এই ধ্বংসাবশেষ হইতে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বুঘলাহন মুদ্রার অনুরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি মুদ্রায় “পটিকের” লিখিত আছে (ঐ প্রবন্ধের Plate V দ্রষ্টব্য)। অক্ষরগুলি প্রায় রাত-শাসনের লিপির অনুরূপ, কিন্তু ট-কারের আকৃতি বিভিন্ন এবং পরবর্তী। অনুমান হয়, ৮ম শতাব্দীতে রাতবংশের পরে এই অঞ্চল চন্দ্রবংশের অধীনে আসে এবং অভিনব ‘দেবপর্কত’ নাম পরিবর্তিত হইয়া ‘পটিকের’ নাম (পুনঃ)

প্রবর্তিত হয়। পট্টকের নগরের নাম বটে—রাতশাসনের প্রমাণবলে অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্ত ইহা সমতটমণ্ডলের অন্তর্ভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।^{১০}

রাত-শাসনের আবিষ্কারের ফলে সমতটের রাজধানী “বড়কান্তা”য় ছিল বলিয়া যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সর্বাংশে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, খজ্ঞাশাসনের ‘জয়কর্মান্তবাসকাং’ পদে কর্মান্ত-শব্দের পূর্বে জয়-শব্দের প্রয়োগদ্বারা ই বুঝা যায়, কর্মান্ত শব্দ স্বাক্ষারের আয় জাতিবাচক পদ, বিক্রমপুরাদির আয় সংজ্ঞাবাচক নহে। দ্বিতীয়তঃ, এক ত্রিপুরা জেলায়ই বড়কান্তা ছাড়া বহু গ্রাম বিদ্যমান আছে, বাহার শেষে ‘কান্তা’ শব্দ সংযুক্ত আছে। মেহার পরগণায় ‘কামতা’ নামে জোয়ার ও গ্রাম বিদ্যমান আছে। ঐ অঞ্চলেই একটি গ্রামের নাম ‘দেওকান্তা’। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের নিকটে দুইটি ঠিক ‘জয়কামতা’ গ্রামই বিদ্যমান আছে। তদ্বিগ্ন আশকান্তা, নয়কান্তা প্রভৃতি বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় ‘কামতা’ নামে গ্রাম আছে—৩৬২৭১০ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বপুরুষ রাজেন্দ্র চক্রবর্তী ঐ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং ‘কর্মান্ত’ নামে কোন রাজধানীর অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রোক্ত কর্মান্ত পদই রাজকীয় শস্তাগার অথবা যন্ত্রাগার অর্থে এই সকল গ্রামের নামমধ্যে ঢুকিয়াছে। বড়কান্তায় আবিষ্কৃত নর্ত্তেশ্বরলিপির ‘কর্মান্তপাল’ শব্দ ও অর্থশাস্ত্রোক্ত ‘কর্মান্তিক’ (২।৪।১৬) পদের পর্যায়ায়রূপে এইরূপ, কর্মান্তনামক কোন রাজধানীর নাম বৃক্ত নহে।

যে গ্রামে তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা “দোল্লাই” নামক পরগণার অন্তর্গত। এই পরগণাটি এখনও স্থানে স্থানে জলাভূমিতে পরিপূর্ণ এবং শাসনের সীমানির্দেশ অংশে যেরূপ নৌ-ঘটিত শব্দের বাহুল্য তদ্বারা বুঝা যায়, প্রদত্ত ভূমি এই পরগণারই অন্তর্ভূত ছিল। প্রাচীন দলীলপত্রে পরগণার নাম “দোল্লাই” কিম্বা “ডোল্লাই”রূপে লিখিত পাওয়া যায়। ১০৮২ হিজরি সনের সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক সনদেও “দোরলাই” (Dorlai) নাম

৯। ডক্টর সরকারের মতে শাসনোক্ত দেবপর্কত সমতটের রাজধানী নহে, পরন্তু তাহার অন্তর্গত প্রদেশবিশেষের শাসনকেন্দ্র মাত্র (পৃ. ৩৭১) কিম্বা একটি গির্জাঘর। পার্কত্যা ত্রিপুরার “দেবতামুড়া”র সহিত ইহার অভেদ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু নিবিড় পার্কত্যা অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, গোমতী নদীর (ক্ষীরোদানদীর নহে) তটস্থ (কিন্তু তদ্বারা পরিবেষ্টিত নহে) দেবতামুড়া সমতটের অন্তর্গত দেবপর্কত কোন প্রকারেই হইতে পারে না। সমতটের সমতটস্থই একান্তভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং হিউএন-সেঙ প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। তাহার প্রবন্ধে ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য (১৫৯৭—১৬১১) ও ধর্মমাণিক্যের (১৪৩৯—১৫১৫, ধনমাণিক্য নহে) নাম ও রাজত্বকাল উল্লেখ করার (পৃ. ৩৭১ ও ৩৭৩) কোনই সার্থকতা ছিল না, তদ্বারা ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে কেবল অজ্ঞতাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অভিযেকমুদ্রাদির প্রমাণবলে ঐ দুই রাজার রাজত্বকাল যথাক্রমে ১৫৭৭—৮৬ এবং ১৫৯০—১৫২৫ সন বহু পূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে।

গৃহীত হইয়াছে। সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত এই প্রাচীন পরগণার নাম আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরগণার অল্পতম আদি জমীদার “দিলাওয়ার খাঁর” নামানুসারে ইহা “দিলাওয়ারপুর” নামে পরিচিত ছিল কিম্বা সংলগ্ন “নারায়ণপুর” পরগণার কুক্ষিগত হইয়াছিল। দোলাই নামটি প্রাকমুসলমান যুগের প্রাচীন নাম বলিয়া মনে হয়। বর্তমান শাসনে একটি বিষয়ের (অর্থাৎ পরগণার) নাম আছে “পটলায়িকা”। ১১৫৬ শকাব্দীয় দামোদরদেবের মেহার-শাসনে “সমতটমণ্ডলান্তর্গত পরগায়ি-বিষয়” পটলাইকা হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই। মেহারশাসনে ল ও ন দেখিতে প্রায় একরূপ—সুতরাং ‘পরলায়ি’ পাঠই বিস্তৃত বলিয়া মনে হয়। পটলায়িকা হইতে “পোরলাই” এবং তাহা হইতে বর্ণবিকারদ্বারা দোরলাই হওয়া অসম্ভব নহে। অপর বিষয়ের নাম “গুপ্তীনাটন”। সিংহেরগাঁও পরগণার অন্তর্গত “গুপ্তী” গ্রাম হয় ত তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কৈলাইনের অনতিদূরে “আড্ডা” অথবা “আড্যা” গ্রাম ও তৎসংলগ্ন একটি খাল আরাগঙ্গা হইতে অভিন্ন মনে হয়। শাসনোল্লিখিত অজ্ঞাত নাম এখনও বাচিয়া আছে কি না, স্থানীয় গবেষণা-সাপেক্ষ।

সীমানির্দেশের দুই স্থলে “দণ্ডানাং প্রাপিণাং” এবং “বপ্পয়শঃ প্রাপিণাং” পাটকের বিশেষণরূপে পাওয়া যায়। দেবখড়্গের দ্বিতীয় শাসনেও দুই স্থলে (বুদ্ধমণ্ডপপ্রাপি ও চাটপ্রাপি) এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ বর্তমানে তত্তৎস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপী (reaching up to) না করিয়া তত্তৎব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য করাই সমীচীন। শাসনের শেষে ১৩ জন দানীয় ব্রাহ্মণের নাম আছে—নামগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ৫ জন ভট্ট উপাধিধারী অর্থাৎ কৃতবিত্ত। পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে ঐ স্বাধীন যুগে ব্রাহ্মণের মধ্যেও John Bull-এর অভাব ছিল না। বলীবর্দ্ধবংশঃ, বৃষভযশাঃ ও বলীবর্দ্ধচন্দ্র তিনটি বিচিত্র নাম বটে। ব্রাহ্মণের মধ্যে সাধারণ ঘোষ নামটিও অসাধারণ। বাঙ্গালীর সাধের ‘বড়বাবু’র পদটিও “মহাকায়স্থ”রূপে ঐ প্রাচীন যুগেও প্রচলিত ছিল (৩৮ পঙ্ক্তি)। ব্রাহ্মণদের প্রাপ্যংশের ‘বিবরণমধ্যে’ ‘পদ’ নামক (ভূমি-) পরিমাপের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তের জন ব্রাহ্মণের ‘নেয়’ মোট পদসংখ্যা ৫২। ইহার সহিত পাটকের কিরূপ সম্বন্ধ বুঝা যায় না। ‘নেয়’ পদদ্বারা ভূমিপরিমাণ না বুঝাইয়া লাভাংশও বুঝাইতে পারে। সীমানির্দেশমধ্যে “অর্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকানাং” একটি অদ্ভুত পদ দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, কুলপতির অধীন কুলপুত্রক অর্থাৎ সম্ভ্রান্তবংশীয় মাণবকদের জন্ত পৃথক্ প্রতিষ্ঠান ও ভূদানের সূচনা ইহাতে পাওয়া যায়। সীমানির্দেশ মধ্যে ‘স্বতাত্র’ (অর্থাৎ স্বকীয় তাত্ত্বাগান দ্বারা প্রদত্ত ভূমি) প্রভৃতির সঙ্গে এক স্থলে ‘তীরদেশীয়-তাত্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহা স্বতাত্র অর্থাৎ সমতটেশ্বর-প্রদত্ত শাসন হইতে পৃথক্ ধরিতে হইবে। ‘তীরদেশ’ তাহা হইলে সমতট হইতে পৃথক্ বলিতে হয়, যদিও “সমভট্টাশ্বনেক-দেশাধিরাজ্য” বিশেষণ হইতে সীমারূপের ঐ দেশের উপর সাময়িক আধিপত্য স্থচিত হয়। তৎকালে লৌহিত্য নদই সমতট অঞ্চলের প্রধান নদী এবং তাহার উভয় তীর লইয়া একটি

পৃথক্ 'দেশ' বা রাজ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। হর্ষ-শশাঙ্ক-ভাস্করবর্মার অব্যবহিত পরবর্তী অরাজকতার কালে সমতটের বিভিন্ন অংশ কিয়ৎকাল স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল বুঝা যায়। এই সময়ই সম্ভবতঃ হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সমতট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভূমির বিভাগ স্থলে "ভিক্ষদে"র নাম দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া একটি রাজকীয় কর্মচারীর পদ বলিয়া মনে হয়। ভিক্ষু-ধাতুর এক অর্থ লাভ—যিনি দানভাজন ব্যক্তিদের লভ্যাংশ বিভাগ করিয়া বিতরণ করিতেন, তাঁহাকেই সম্ভবতঃ ভিক্ষদ-পদে অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রদত্ত ভূমির একটি বিশিষ্ট অংশ তাঁহার বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর্তমান শাসনোক্ত রাজবংশের 'রাত' উপাধিটি অভিনব। বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজে 'রাউত' ও 'রাহা' উপাধি বিদ্যমান আছে, ত্রিপুরা জেলায়ও পাওয়া যায়। ইহাই রাত-বংশের পরিণতি কি না বিবেচ্য।

মোট ২৫ পাটক ক্ষেত্রের মধ্যে ১৮ পাটক 'দণ্ডানাং' অর্থাৎ দণ্ডাধিকারীদের 'প্রাপি' অর্থাৎ প্রাপ্য ছিল—দণ্ডজয়সেন শব্দেও (৩৩ পং) দণ্ডাধিকারী পদই সংক্ষেপে দণ্ডরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৫ পাটক বঙ্গবংশঃ নামক ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্য ছিল এবং অবশিষ্ট ২ পাটক 'বহিঃক্ষেত্র' অর্থাৎ কাহারও প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল না। এক পাটকের পরিমাণ বৈষ্ণুগুপ্ত-শাসনোক্ত প্রমাণবলে ৪০ দ্রোণাবাপ অর্থাৎ দ্রোণ। পূর্ববঙ্গে কুল্যাবাপের প্রয়োগ নাই এবং কোন শাসনেও পাওয়া যায় নাই। গুপ্তীনাটন বিষয়ে অবস্থিত মোট ২৩ পাটক ভূমির বর্ণনায় খাড়োকা, রক্তপোত্তক প্রভৃতি আপাততঃ গ্রামনাম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিভাগস্থলে রক্তপোত্তক ও খড়োকা লোকাঃ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামনাম না হইয়া শত্রুক্ষেত্রের বর্ণনাত্মক কি না সন্দেহ হয়। সীমা বর্ণনায় নৌ-ঘটিত শব্দের প্রাচুর্য দেখিয়া মনে হয়, প্রদত্ত ভূমি 'বিদ্র'জাতীয় নিয়ক্ষেত্রই ছিল। দোলাই পরগণার স্থানে স্থানে এখনও এইরূপ বিল ও জলাভূমি বিদ্যমান আছে।^{১০}

১০। ডক্টর সরকারের প্রবন্ধে বহুতর নিম্নমাণ উক্তি স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের স্বরূপপ্রকাশ ও আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু অনবহিত চিত্তে তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইল। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন—“শীলভদ্র সমতটের যে ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উহাই কি কইলান লিপির রাত রাজবংশ?” (পৃ. ৩১২) হিউএন্-সঙ্গের সহিত সাক্ষাৎকালে শীলভদ্র অতিবুদ্ধ ছিলেন, কোন কোন চীনদেশীয় প্রামাণিক উক্তি অল্পসারে তৎকালে তাঁহার বয়স ছিল ১০৬ বৎসর (H. M: Vaisesika Philosophy, 1917, p. 10)। অর্থাৎ তাঁহার জন্মাব্দ প্রায় ৫৩০ সন এবং তিনি রাত-বংশীয় হইলে রাত-শাসন অবশেষে বৈষ্ণুগুপ্তের রাজত্বকালীনই হইয়া পড়ে।

পরিশিষ্ট

বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় (যাঁহার অকস্মাৎ পরলোক-প্রাপ্তিতে বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ আজ শোকগ্রস্ত) রাতশাসন সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন (I. H. Q., Vol. XXII, pp. 169-71)।^{১১} তন্মধ্যে কতিপয় অভিনব মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। লোকনাথশাসনের কালনির্দেশস্থলে তিনি “দ্বিশতাব্দিকে” পাঠ আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত শাসন ২৪৪ গুপ্তাব্দে (৫৬৩-৪ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। শাসনোক্ত ‘সুবুদ্ধ’ বিষয় তাঁহার মতে বর্তমান কাছার অঞ্চল এবং কামরূপাধিপতি ভূতিবর্মাই (ভাস্করবর্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ) সম্ভবতঃ লোকনাথের “পরমেশ্বর” ছিলেন। লোকনাথ-শাসনের এই অভিনব কালনির্দেশ ঠিক হইলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। লোকনাথ-শাসনটি বর্তমানে কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। আমরা মূল শাসনে এবং তাহার প্রতিলিপিতে “দ্বিশতাব্দিকে” পাঠ উদ্ধার করিতে অসমর্থ। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ শাসনটি পরীক্ষা করিয়া নূতন পাঠোদ্ধারের শুদ্ধাণুচ্ছিন্ন ও ফলাফল বিচার করিয়া প্রকাশ করিবেন। অক্ষরতত্ত্বের প্রমাণানুসারে কালনির্দেশ সকল সময়ে নির্ভরযোগ্য না হইলেও রাতশাসনের অক্ষর যে শশাঙ্ক ও ভাস্কর-বর্মার তাম্রশাসনের পূর্ববর্তী কিম্বা সমকালীন নহে, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভাস্করবর্মার শ জ প্রভৃতি অক্ষর পূর্ববর্তী। সুতরাং লোকনাথের নূতন কালনির্দেশ সন্দেহনির্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রাতশাসন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত আলোচনার পুনর্বিচার অনাবশ্যক। আর, ভাস্করবর্মার রাজ্যারোহণের মাত্র ৪০৪৫ বৎসর পূর্বে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের রাজত্বকাল নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং ভূতিবর্মার বরগঙ্গালিপির সখ্য ২৩৪ কিম্বা ২৪৪ গুপ্তাব্দ না হইয়া অভিনব কোন কামরূপাব্দ কি না বিবেচ্য।

১১। আমরা অবগত আছি, রাতশাসন সম্বন্ধে একটি নাতিক্ষুদ্র বাঙ্গলা প্রবন্ধও তিনি “ভারতবর্ষে” প্রকাশের জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১—১৯৩০

‘সিরাজদ্দৌলা’, ‘মীরকাসিম’, ‘ফিরিকী বণিক্’ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে তিনি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় রীতিমত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩০২ সালে তাঁহার লিখিত “সিরাজদ্দৌলা”র প্রথমমাংশ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘সাধনা’য় (ভাদ্র-কার্ত্তিক) ও “সীতারাম” সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ‘সাহিত্যে’ (মাঘ-চৈত্র) প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার রচনার সন্ধান প্রধানতঃ ‘সাহিত্য’, ‘ভারতী’, ‘প্রদীপ’, ‘উৎসাহ’, ‘ঐতিহাসিক চিত্র’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘প্রবাসী’, ‘বঙ্গভাষা’, ‘মানসী’, ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ ও ‘ভারতবর্ষ’র পৃষ্ঠায় মিলিবে। মাতৃভাষায় রচিত এই সকল রচনার অতি অল্পমাত্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; অধিকাংশই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলি একত্র করিয়া একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য করিবার আশায় আমরা বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের সাহায্যে তাঁহার একটি নির্ভরযোগ্য কালাঙ্কুমিক রচনাপঞ্জী সংকলন করিয়া দিলাম। এই তালিকাকে কেহ যেন চরম বলিয়া গ্রহণ না করেন; কারণ, সকল রচনার সন্ধান হয় ত আমরা পাই নাই।

১৩০৩,	বৈশাখ	...	‘সাহিত্য’	...	কান্দাল হরিনাথ
	ভাদ্র	...	”	...	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
	কার্ত্তিক	...	”	...	মহাস্তর
	ফাল্গুন	...	”	...	গোলাম হোসেন
	চৈত্র	...	‘ভারতী’	...	হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র
১৩০৪,	বৈশাখ, শ্রাবণ-আশ্বিন,				
	অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন		‘সাহিত্য’	...	রাণী ভবানী
	জ্যৈষ্ঠ	...	”	...	হুর্ভিক্ষ না অন্তকষ্ট ?
	কার্ত্তিক	...	”	...	কাজির বিচার
	মাঘ-চৈত্র, বৈশাখ-				
	আষাঢ় ১৩০৫		‘প্রদীপ’	...	লাল পণ্টন
	মাঘ	...	‘উৎসাহ’	...	বাকীলা ভাষার লেখক

১৩০৫,	বৈশাখ, আষাঢ়	‘সাহিত্য’	... মহারাজ রামকৃষ্ণ
	আষাঢ় ...	”	... সেকালের ‘কলিকাতা গেজেট’
	বৈশাখ ...	‘উৎসাহ’	... পুণ্যাহ
	আষাঢ় ...	”	... হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী
	পৌষ-ফাল্গুন ...	‘ঐতিহাসিক চিত্র’	... সম্পাদকের নিবেদন
		”	... ‘রিয়াজ-উদ্-সালাতিন’
			(উপক্রমণিকা)
		”	... নবাবিস্কৃত [মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষণসেন দেবের] তাম্রশাসন
	পৌষ ...	‘প্রদীপ’	... হিন্দু-সমুদ্রযাত্রা
	জ্যৈষ্ঠ ...	‘ভারতী’	... ঢাকা
	আষাঢ় ...	”	... পটুভঙ্গ
			... প্রসঙ্গ কথা
	শ্রাবণ ...	”	... বঙ্গরঞ্জন-বিজা
	অগ্রহায়ণ ...	”	... এণ্ডি
১৩০৬,	চৈত্র (১৩০৫)-জ্যৈষ্ঠ	‘ঐতিহাসিক চিত্র’	... ‘চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত’ কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভূমিকা সহ (সমালোচনা)
			... তাম্রশাসন সমালোচনা
		”	... নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন
	আষাঢ়-ভাদ্র ...	”	... নবাবিস্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য
	জ্যৈষ্ঠ ...	‘প্রদীপ’	... বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য
	মাঘ ...	”	... সেকাল
	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ...	‘উৎসাহ’	... খুমুগির ছড়া (সমালোচনা)
	আষাঢ়-মাঘ ...	”	... শাহ আলম
১৩০৭,	ফাল্গুন ...	‘প্রদীপ’	... অল-বেকুগী
	পৃ. ১৪ ...	‘উৎসাহ’	... চৈনিক তীর্থযাত্রী
	পৃ. ৪৩ ...	”	... গুজব
	পৃ. ৯১, ১২৪, ১৮৭	”	... ফা হিয়ান
	পৃ. ২৪২	”	... ‘রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ (সমালোচনা)
	পৃ. ৩৪৮	”	... শিক্ষা-সমস্যা
১৩০৮,	ভাদ্র ...	‘প্রদীপ’	... ‘কথা’ (সমালোচনা)
	পৌষ ...	”	... ‘গাজি মিয়াব বস্তানি’ (সমালোচনা)

১৩০৮,	মাঘ ও ফাল্গুন	‘প্রদীপ’	...	‘দেবীষুদ্ধ’ (সমালোচনা)
	অগ্রহায়ণ	...	‘বঙ্গদর্শন’	...
				‘বঙ্গালার ইতিহাস । নবাবী আমল ।’ (সমালোচনা)
	চৈত্র	...	„	গৌড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্য । উপক্রমণিকা
	জ্যৈষ্ঠ	...	„	... বাঙ্গালী
	অগ্রহায়ণ-পৌষ	...	„	... ‘খিচুড়ী’ (সমালোচনা)
	অগ্রহায়ণ-চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ-			
	আষাঢ় ১৩০৯...	‘প্রবাসী’	...	ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ
১৩০৯,	ভাদ্র	...	‘উৎসাহ’	... ‘রঞ্জিনী’ (সমালোচনা)
	জ্যৈষ্ঠ	...	‘বঙ্গদর্শন’	... গোড়ের পূর্বকাহিনী
	আষাঢ়	...	„	... পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত
	শ্রাবণ	...	„	... পঞ্চ পাল-নরপাল
	ভাদ্র	...	„	... যবন
	আশ্বিন	...	„	... রাজতরঙ্গিণী
	ভাদ্র	...	‘প্রবাসী’	... কপিলবন্ত
	আশ্বিন	...	„	... পাটলিপুত্র
	বৈশাখ	...	„	... ভারত শিল্প-সম্ভার
১৩১০,	ভাদ্র	...	‘সাহিত্য’	... অব্যক্তাঙ্কুরণ
	চৈত্র	...	„	... মুসলমান-শিক্ষাসমিতি
	ভাদ্র	...	‘প্রদীপ’	... ‘রাঘব-বিজয় কাব্য’ সমালোচনা
	ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ‘বঙ্গদর্শন’			... বক্তৃতার খিলিজির বঙ্গবিজয়
	পৌষ	...	„	... শ্রমণ
১৩১১,	বৈশাখ	...	‘সাহিত্য’	... কবিকল্পদ্রুম
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ	‘বঙ্গদর্শন’ ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য
	কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন			
	১৩১১ ; জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র,			
	আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১২	„ রামায়ণের রচনাকাল
	অগ্রহায়ণ	...	„	... ব্রাহ্মণ
	কার্তিক	...	‘ঐতিহাসিক চিত্র’	... দান-সাগর
	অগ্রহায়ণ	...	„	... ব্রাহ্মণ সর্বস্ব
১৩১২,	বৈশাখ	...	‘বঙ্গদর্শন’	... প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা
	শ্রাবণ	...	„	... সাহিত্য ও ব্যাকরণ

১৩১২,	কার্তিক	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	মর্দুচ্ছেদ
	পৌষ	...	„	...	নবজীবন
	কার্তিক	...	‘ভাণ্ডার’	...	প্রমোত্তর (পৃ. ২৬৮)
১৩১৩,	পৌষ	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব
	ভাদ্র	...	‘বঙ্গভাষা’	...	কাব্য-সমালোচনা
	অগ্রহায়ণ	...	„	...	‘তারাবাই’ (সমালোচনা)
	পৌষ-ফাল্গুন	...	„	...	ঐতিহাসিক ব্যংগচিত্র
	বৈশাখ	...	‘ভাণ্ডার’	...	প্রমোত্তর (পৃ. ৪১)
১৩১৪,	অগ্রহায়ণ-পৌষ	...	‘বঙ্গভাষা’	...	কপূর-মঞ্জরী
	মাঘ	...	„	...	রামায়ণ-তত্ত্ব
	আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র ১৩১৪। বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১৫...				
	চৈত্র	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	গোড়-কাহিনী
	ভাদ্র	...	‘প্রবাসী’	...	আদিনা
	শ্রাবণ	...	„	...	গোড়-দুর্গ
	আশ্বিন	...	„	...	গোড়ীয় ধ্বংসাবশেষ
	কার্তিক	...	„	...	গোড়ীয় নগরোপকর্ষ
	অগ্রহায়ণ	...	„	...	পুরাতন মালদহ
	আষাঢ়	...	„	...	পৌণ্ড্র বর্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব
	মাঘ	...	„	...	লক্ষণাবতী
	বৈশাখ	...	‘ঐতিহাসিক চিত্র’	...	হজরত পাণ্ডুরা
	ভাদ্র-আশ্বিন	...	„	...	বাল্মীকীর ইতিহাস
১৩১৫,	আশ্বিন	...	‘জাহ্নবী’	...	খুরশিদ জাহানামা
	শ্রাবণ	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	বাল্মীকীর ইতিহাস
	কার্তিক	...	„	...	উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন
	অগ্রহায়ণ	...	„	...	গোড়-তত্ত্ব
	বৈশাখ	...	‘প্রবাসী’	...	প্রাচ্য ভারত
	কার্তিক	...	„	...	পাণ্ডুরা কীর্তিচিহ্ন
	অগ্রহায়ণ	...	„	...	উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বসংগ্রহ
	মাঘ	...	„	...	একডালা-দুর্গ
	শ্রাবণ-আশ্বিন	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক

শ্রাবণ-আশ্বিন ... ‘বঙ্গদর্শন-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বসংগ্রহ

১৩১৫,	মাঘ-চৈত্র	‘রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’	বাল্লবী কায়
১৩১৬,	পৌষ-চৈত্র	... ‘বঙ্গদর্শন’	... শ্রীমূর্তি-বিবৃতি
	মাঘ	... ‘প্রবাসী’	... উৎকল-চিত্র
	অগ্রহায়ণ	... ‘মানসী’	... খণ্ডগিরি
	শ্রাবণ-আশ্বিন	‘রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’	বোধিসত্ত্ব-লোকনাথ
১৩১৭,	বৈশাখ	... ‘সাহিত্য’	... বঙ্গ-পরিচয়
	ভাদ্র	... ”	... ধীমানের ভাঙ্কর্য
“	মাঘ, জ্যৈষ্ঠ (১৩১৮)	... ”	... দেশের কথা
	ফাল্গুন	... ‘মানসী’	... উদয়গিরি
১৩১৮,	কার্তিক	... ‘সাহিত্য’	... নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন
	চৈত্র	... ”	... ভারতীয় শিল্পদর্শ
	শ্রাবণ, ভাদ্র	... ‘জাহ্নবী’	... গোড়-কাহিনী
	কার্তিক	... ‘মানসী’	... নাট্যাভিনয়
	বৈশাখ	... ‘ঢাকা রিভিউ ও সপ্তিলন’	বিশ্বকর্মা
	ভাদ্র, আশ্বিন	... ”	... সারনাথ
১৩১৯,	বৈশাখ	... ‘সাহিত্য’	... ভারতশিল্পের ইতিহাস
	জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ। আষাঢ়-		
	শ্রাবণ, কার্তিক (১৩২০)	... ”	... সাগরিকা
	পৌষ	... ”	... প্রত্নবিজ্ঞা
	ফাল্গুন	... ”	... উড়িয়া ও তাহার ধ্বংসাবশেষ
	চৈত্র	... ”	... গোড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী
	চৈত্র	... ‘মানসী’	... ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়
	কার্তিক	... ”	... কাস্তকবির স্মৃতি-সম্বর্ধনা
১৩২০,	বৈশাখ	... ‘সাহিত্য’	মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন
	জ্যৈষ্ঠ	... ”	... গোড়-কবি মনোরথ
			... ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন
[প্রশস্তি-পাঠ]			
	আষাঢ়	... ”	... গোড়-কবি চতুর্ভূজ
			... মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ
	ভাদ্র	... ”	... তন্ত্র-পরিচয়
	অগ্রহায়ণ	... ”	... ভারত স্থাপত্য
১৩২১,	বৈশাখ	... ‘সাহিত্য’	ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
	আশ্বিন	... ”	... মহিষমর্দিনী

১৩২১,	কার্ত্তিক	...	‘সাহিত্য’	...	ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক
	অগ্রহায়ণ	..	„	...	ঐতিহাসিক রচনা-গরজ
	আষাঢ়	...	‘মানসী’	...	‘পাষণের কথা’ (সমালোচনা)
১৩২৩,	বৈশাখ	...	‘সাহিত্য’	...	বাস্তবালীর আদর্শ
	জ্যৈষ্ঠ । অগ্রহায়ণ ১৩২৭ „	গঙ্গবংশানুচরিতম্
	মাঘ-চৈত্র	...	„	...	বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ
	বৈশাখ	...	‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’	...	কলিকাতা অবরোধ
	ফাল্গুন	...	„	...	বাস্তবালীর জীবন-বসন্তের স্মৃতি-নিদর্শন
	চৈত্র	...	„	...	আলেকজান্দারের অভিযান
	বৈশাখ	...	‘ভারতী’	...	অন্ধকূপহত্যা
	জ্যৈষ্ঠ	...	„	...	‘নরজহান’ (সমালোচনা)
	আষাঢ়	...	‘প্রতিভা’	...	মধ্যযুগে বঙ্গদেশ
১৩২৪,	আশ্বিন	...	‘সাহিত্য’	...	সিদ্ধ (কবিতা)
	বৈশাখ	...	‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’	...	বৌদ্ধ কলাবিজ্ঞান
১৩২৭,	ফাল্গুন চৈত্র	...	‘সাহিত্য’	...	সুরেশ-স্মৃতি
১৩২৮,	বৈশাখ	...	‘সাহিত্য’	...	কোন পথে ?
	কার্ত্তিক	...	„	...	গঙ্গা-দেবী
	চৈত্র	...	„	...	‘বাস্তবালীর বল’ (সমালোচনা)
১৩২৯,	শ্রাবণ, ভাদ্র	...	‘সাহিত্য’	...	ভারত-শিল্পতত্ত্ব
	ফাল্গুন	...	‘ভারতবর্ষ’	...	ভারত-শিল্পচর্চার নববিধান
	চৈত্র	...	„	...	বঙ্গভাস্কর্য্য-নিদর্শন
	আশ্বিন	...	„	...	ভারত চিত্রচর্চা
১৩৩০,	বৈশাখ	...	‘বঙ্গবাণী’	...	পাহাড়পুর
	পৌষ	...	‘ভারতবর্ষ’	...	‘পোলাও’ (সমালোচনা)
১৩৩১,	১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১	...	‘সচিত্র শিশির’	...	অর্ধেন্দুশেখর
	ভাদ্র	...	‘প্রাচী’	...	প্রাচ্যশিল্প সম্বন্ধে
১৩৩২,	মাঘ	...	‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’	...	শেষ দেখা [জগদীন্দ্রনাথ রায়]
১৩৩৩,	অগ্রহায়ণ	...	‘ভারতবর্ষ’	...	আতঙ্ক-নিগ্রহ
১৩৩৪,	ফাল্গুন	...	‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’	...	মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র
১৩৩৫,	কার্ত্তিক	...	‘ভারতবর্ষ’	...	শাক্যবুদ্ধ—বোধিজ্ঞান
[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]					
১৩৩৭,	আষাঢ়	...	‘ভারতবর্ষ’	...	ভৌগোলিক তথ্য

চৌরপঞ্চাশিকা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বঙ্গ সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকেই ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ বা ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ এই নামের সহিত সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর কয়েকটি সংস্করণে সাল্লাবাদ ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ কাব্য ভারতচন্দ্র-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী’র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়* দেখান হইয়াছে যে, এই সাল্লাবাদ ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ কাব্য ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনন্দকুমার দত্ত শ্রীকানীনাথ সার্কভোম-রচিত টীকা অবলম্বনে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সহিত এই পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা এফগে মূল ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

‘চৌরপঞ্চাশৎ’ বা ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ কাব্য একটা আদিরসাত্মক শ্লোকসমষ্টি। ইহার একটা শ্লোকের সহিত অপর শ্লোকের সম্বন্ধ নাই; অমরশতক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি কাব্যের ত্রায় ইহার শ্লোকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যেকটি অগ্ৰতীর অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কোন নায়ক প্রণয়িনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার সহিত অতিবাহিত সুখ-মুহূর্তগুলির বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই কাব্যের বিষয়বস্তু।

এই কাব্যের রচয়িতা কে, তাহা লইয়া বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ কাব্য ‘বিদ্যাহৃন্দরম্’ কাব্যের পরিশিষ্টরূপে প্রচারিত এবং সকল শ্লোকই দ্ব্যর্থবোধক; পশ্চিমাংশ ইহার কাশ্মীরপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ইহাকে ‘বিহ্বলনকাব্য’ নামক একটি আদিরসাত্মক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই ‘বিহ্বলনকাব্য’ বিখ্যাত কাশ্মীরদেশীয় পশ্চিম বিহ্বলনের রচিত। কিন্তু ইহা যে বিহ্বলনের নিজের রচিত নহে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্বোল্লিখিত ‘ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী’র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় দেখান হইয়াছে যে, বিহ্বলনের জীবনের সাহিত্য কাব্যে বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য করা যায় না। এতদ্ব্যতীত উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দুইটি বিভিন্ন ‘কাব্যের উপাখ্যানের নায়ক বিহ্বলন হইলেও নায়িকা, নায়িকার পিতামাতা, ঘটনাস্থল প্রভৃতি সকলই বিভিন্ন। আমরা পাঠকগণের সুবিধার জন্ত সেই বিষয়ের পুনরবতারণা করিতেছি।

উত্তর-ভারতে প্রচলিত ‘বিহ্বলনকাব্য’ নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত ‘কাব্যমালা’র ত্রয়োদশ গুচ্ছকের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে এই ভাবে কাহিনীটা লিখিত আছে :—

* ভূমিকার এই অংশ সম্পাদকব্রহ্ম মল্লিখিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির সাহায্যে রচনা করিয়াছিলেন।

গুজরদেশে মহিলপত্তন নামক এক নগরীতে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অবন্তীনৃপতির কন্যা স্নতারাকে বিবাহ করিয়া পাটরাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ‘শশিকলা’নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। রাজা তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্ত কাশ্মীরবাগী কবি বিহ্লনকে নিযুক্ত করেন। সুপুরুষ বিহ্লনের নিত্য সাহচর্যে রাজকুমারী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হন এবং গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা হন। অন্তঃপুররক্ষিণ রাজকন্যার এই গোপন প্রেমের কথা জানিতে পারিয়া রাজার কর্ণগোচর করে; কিন্তু রাজা তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে কবি স্বয়ং রাজপুরোহিতের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া রাজার সমীপে রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ক্রুদ্ধ নৃপতি চৌর কবিকে শুলে চড়াইয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। বধ্যভূমিতে নীত হইয়া কবি রাজকন্যার সহিত অতিবাহিত সুখমুহূর্তগুলির কল্পনা করিয়া পঞ্চাশটী শ্লোক রচনা করেন। তাহাই ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ কাব্য।

দাক্ষিণাত্যের কাহিনীটী* এইরূপ,—পঞ্চালদেশে লক্ষ্মীমন্দির নামে এক নগরে মদ্যভিরাম নামক এক রাজার ‘মন্দারমালা’নাম্নী এক মহিবীর গর্ভে যামিনীপূর্ণতিলকা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক কন্যা জন্মে। রাজা কন্যার শিক্ষার নিমিত্ত বিহ্লন নামক এক রূপবান পণ্ডিতকে কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পাছে কন্যা বিহ্লনের রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন, এই আশঙ্কায় মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজা, শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে এক জবনিকা অন্তরাল করিয়া দিলেন। এবং রাজকন্যাকে বলা হইল, শিক্ষক অন্ধ এবং বিহ্লনকে বলা হইল, ছাত্রী কুষ্ঠরোগগ্রস্তা। একদা পূর্ণিমা-রজনীতে কবি পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া তত্ক্ষণে এই শ্লোকটী রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন,—

জাতং সৃজন্ম বিফলং ভুবনে নলিথাঃ ।

দৃষ্টং যয়া ন বিমলং তুহিনাংসুবিধং ॥

অর্থাৎ, ‘নলিনীর পৃথিবীতে জন্মই বৃথা, যেহেতু সে বিমল হিমাংসুবিধকে দেখিতে পায় না।’ ইহা শুনিয়া রাজকন্যা শ্লোক রচনা করিলেন,—

হৃষ্টানি কোকমিথুনানি ভবন্তি বৈশ্চ

স্বর্ঘ্যাংসুভিজ্জগদিদং নিখিদ্ধার্থমেতি ।

সম্পূর্ণতাপি শশিনশ্চ হি নিফলৈব

দৃষ্টা যয়া ন নলিনী পরিপূর্ণরূপা ॥

অর্থাৎ, ‘যে স্বর্ঘ্যাংসু সকল দেখিয়া চক্রবাকমিথুন সকল হৃষ্ট হয়, সেই স্বর্ঘ্যাকিরণ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ বাহা কিছু সকলই লাভ করে, কিন্তু চন্দ্র সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা নিফল; কারণ, সে পরিপূর্ণরূপ নলিনীকে দেখিতে পায় না।’

* উত্তর-ভারতের কয়েকটি পুথিতে এই জবনিকান্তরালই প্রেম-কাহিনীটী অতিরিক্ত শ্লোকসংযুক্ত করিয়া কাব্যাস্তর্গত করা হইয়াছে।

এই কবিতা শুনিয়া কবি ও রাজকন্যা উভয়েই বুঝিলেন যে, তাঁহারা এত দিন প্রতারণিত হইয়াছেন। রাজকন্যা জবনিকা সরাইলেন ও উভয়ে উভয়কে দেখিয়া প্রেমে পড়িলেন। ক্রমে এই প্রেমের কাহিনী রাজার কর্ণগোচর হইল এবং কবির মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইল। বধ্যভূমিতে কবি ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ রচনা করিলেন।*

সংস্কৃত বিজ্ঞানসুন্দর কাব্যেও বধ্যভূমিতে সুন্দর কর্তৃক ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ রচনার কথা আছে। ‘চৌরপঞ্চাশিকা’র বঙ্গদেশীয় টীকাকার শ্রীরাম তর্কবাগীশ এই পঞ্চাশতের আদিতে ও অন্তে কয়েকটি শ্লোক জুড়িয়, দিয়া সংক্ষেপে বিজ্ঞানসুন্দর কাব্যের বিষয়বস্তুটা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেও লিখিত আছে, রাজা সুন্দরকে বধ্য করিতে উদ্যত হইলে তিনি পঞ্চাশ শ্লোকে বিজ্ঞান সহিত সুখ বর্ণনাচ্ছলে কালিকার স্তুতি করেন। সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী সুন্দরের জিহ্বায় আশ্রয় করিয়া রাজার মুখ হইতে বলাইয়া দিলেন—‘ইনিই বিজ্ঞান পতি।’ সুন্দর তখন রাজাকে বলিলেন,—রাজন, আপনি আপনার কথা রক্ষা করিয়া ধর্মভাজন হউন। রাজা তখন বিজ্ঞান সহিত সুন্দরের বিবাহ দিলেন।

পঞ্চাশিকার সকল সংস্করণেই শেষ শ্লোকে নায়িকার পিতার কোন অঙ্গীকারের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—

“অথাপি নোজ্জ্বতি হরঃ কিল কালকূটং

শেষো [কুর্যো] বিভর্তি ধরণীং খলু মম্বতকেন [পৃষ্ঠকেন]।

অস্তোনিধির্বহতি দুঃসহ[দুর্বহ]বাড়বাগিঃ

অঙ্গীকৃতং স্কৃততিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥”

বিহ্বলন-কাব্যে কিন্তু এই অঙ্গীকারের কথা নাই, কিন্তু বাঙ্গালা বিজ্ঞানসুন্দরে আছে,—

“প্রতিজ্ঞা করিল সেই

বিচারে জিনিবে যেই

পতি হবে সেই সে তাহার।”

[ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ২১৩]

“প্রতিজ্ঞা করিল এই ভূপতির বালা।

যে জন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা ॥” [কৃষ্ণরাম]

রামপ্রসাদ বিজ্ঞান বিষয় ধম্মকভাঙ্গা পণ ব্যতীত রাজার মুখ দিয়া সুন্দরকে ‘জামাই’ বলিয়া স্বীকার করাইয়াছেন,—

“রাজা বলে, মিথ্যাবাক্যেলে কাষ নাই।

মসানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই ॥”

এই ত গেল চৌরপঞ্চাশতের উৎপত্তির কাহিনী। এখন দেখা যাউক, এই বিহ্বলন-রাজ-কন্যাঘটিত প্রেমের কাহিনীর মূলে কতখানি সত্য আছে। আমরা কবি বিহ্বলনরূপ ‘বিক্রমাস্বদেব-চরিত’ কাব্যের শেষ সর্গ হইতে তাঁহার জীবনীর অনেক বিবরণ জানিতে পারি।

* মল্লিখিত প্রবন্ধ ‘বিজ্ঞানসুন্দরের উপাখ্যান’ দ্রষ্টব্য [‘আজকাল’, বাসন্তী সংখ্যা, ১৩১১]

বিহ্লন কাশ্মীরদেশে প্রবরপুর নগরের নিকটবর্তী খোনমুখগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জ্যেষ্ঠকলশ ও মাতার নাম নাগাদেবী। কাশ্মীরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিহ্লন কাশ্মীররাজ কলশের রাজত্বকালে (১০৮০-৮৮ খ্রীঃ) দেশ ভ্রমণে নির্গত হন [রাজতরঙ্গিনী, ৭৯৩৬]। কাশ্মীর হইতে বাহির হইয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কাশ্মুকুজ, প্রয়াগ, বারাণসী ও অযোধ্যা পরিদর্শন করেন এবং চেদীরাজ কর্ণের রাজসভায় কবি গঙ্গাধরকে পরাস্ত করেন। বিহ্লনের ধার্মিণ্যভি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা পূর্ণ হয় নাই।* সোমনাথ দর্শন করিয়া তিনি ভোজের অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করেন। বিহ্লন গুজ্জররাজধানী অনহিলবাড়ে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন নাই। কারণ, তিনি গুজ্জরদিগের বেশভূষা ও আচারের নিন্দা করিয়াছেন।† এই সময়ে অনহিলবাড়ের রাজা ছিলেন ভীমদেব। বিহ্লন তথা হইতে সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। চালুক্য নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল বিহ্লনকে ‘বিদ্যাপতি’ উপাধি দিয়া তাঁহার সভাকবি করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বিহ্লন-কাব্যের ‘মহিলপত্তন’ যদি ‘অনহিলপত্তন’ বা ‘অনহিলবাড়’ হয়, তবে সেই স্থানে বীরসিংহ নামে কোন নরপতি ছিলেন কি না দেখা যাউক। আমরা ‘রাসমালা’ হইতে জানিতে পারি, অনহিলবাড়ে চাপোৎকটবংশীয় বৈরীসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তিনি ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল পরমার্জি ১০৭৮—১১২৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সভাকবি বিহ্লন বৈরীসিংহের সমসাময়িক হইতে পারেন না।‡ কবি নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না।

বিহ্লন-কাব্যের রচনাকাল নির্দেশের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়—ইহার অন্তর্গত কয়েকটি শ্লোক হইতে। বিহ্লন ও শশিকলার স্মরণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি কয়েকটি রতিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) সম্পূটিক, (২) পীড়িতক, (৩) পদ্মাসন, (৪) দোলা এবং (৫) নাগরিক। এতদ্ব্যতীত ‘জ্ঞানৈপুণ্য’ ও ‘পুরুষায়মানা’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা পুরুষায়িত বক্সসমূহের নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা বাৎস্তায়নের ‘কামসূত্রে’ সম্পূটিক, পীড়িতক ও পদ্মাসন বন্ধের উল্লেখ পাই। কিন্তু দোলা বা নাগরিক বন্ধের উল্লেখ বাৎস্তায়নে নাই। বাৎস্তায়ন ব্যতীত লক্ষপ্রতিষ্ঠ কামশাস্ত্রকার হইতেছেন কোক্কোক।

* সম্ভবতঃ সেই সময়ে ভোজ পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

† “কল্যাবন্ধং বিদধতি ন যে সর্বদৈবাবিশুদ্ধান্তদ্বাবস্তে কিমপি ভজতে যজ্ঞগুপ্তাস্পাদত্বম্।

তেষাং মার্গে পরিচয়বশাদর্জিতং গুজররাগাং যঃ সন্তাপং শিথিলমকরোৎ সোমনাথং

বিলোক্য ॥” [বিক্রমাদিত্যচরিতম্, ১৮৯৭]

‡ এই প্রসঙ্গে ‘ঐতিহাসিক রহস্তে’ (১৮৭৯৩—পৃঃ ৭৪-৫) রামদাস সেন-লিখিত

‘বিদ্যাপতি বিহ্লন’ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—পত্রিকাধাক্ষ।

তাঁহার রত্নিরহস্তে ‘নাগরক’-বন্ধের উল্লেখ আছে, কিন্তু দোলা-বন্ধের উল্লেখ নাই। কোক্কোকেয় ও রত্নিরহস্তের রচনাকাল পণ্ডিতগণের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক। পদ্মশ্রী-বিরচিত নাগরসর্কস্ব কামশাস্ত্রের আর একটি প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু রত্নিরহস্তের গ্রাম তাহার সমাদর ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নাগরসর্কস্ব অবশ্য ‘নাগরক’ ও ‘দোলা’ উভয় বন্ধের উল্লেখ আছে। নাগরসর্কস্বের রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। রুদ্রকৃত অরদীপিকায় নাগরক ও দোলায়িত-বন্ধের উল্লেখ আছে। রুদ্রকৃত অরদীপিকার রচনাকাল ঠিক নির্ণীত না হইলেও দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে নহে। এই সকল হইতে স্পষ্টই মনে হয়, বিহ্লনকাব্য কখনও বিহ্লনের রচিত হইতে পারে না। ইহা বিহ্লনের রচিত হইলে বিহ্লন কামস্বত্বেরই মতাহুসরণ করিতেন। নাগরসর্কস্ব বা রত্নিরহস্ত প্রভৃতি অর্ধাচীন গ্রন্থকে তিনি কখনই গ্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

অধিকন্তু বিহ্লন-কাব্যটি একটি কাল্পনিক উপাখ্যান, সুতরাং বিহ্লনের রচিত নহে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা ইহার প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

“ধ্যাত্বা গণেশমখিলাগমসারভূতঃ
 ত্রিশারদাং সুরনমস্কৃতপাদপদ্মাম্।
 কিঞ্চিং স্বকীয়মতিসংস্কুরিতেন নব্যং
 কাব্যং করোমি বিহ্বাং সুখবোধনার্থং ॥”

অর্থাৎ অখিলসারভূত গণেশকে ও সুরগণ কর্তৃক বন্দিত পাদপদ্ম ষাঁহার, সেই শারদাকে ধ্যান করিয়া বিদ্বান্গণের সুখবোধনার্থ নিজকল্পনাপ্রসূত একটি নব্য কাব্য রচনা করিতেছি। এই স্থানে “কিঞ্চিং স্বকীয়মতিসংস্কুরিতেন” শব্দে এই কাব্যের কাল্পনিকত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ‘বিহ্লনকাব্য’টি বিহ্লনের রচিত নহে। বিহ্লনের মৃত্যুর পর অপরাপর কয়েকটি কবি তাঁহাকে নায়ক করিয়া বিভিন্ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন* এবং তাঁহারা ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ নামক ক্ষুদ্র কাব্যটিকে নিজ নিজ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন অথবা চৌরপঞ্চাশতের পরিপূরক হিসাবে ‘বিহ্লনকাব্য’ বা ‘বিজ্ঞানসুন্দর কাব্য’ রচিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, চৌরপঞ্চাশৎ বিহ্লনের রচনা কি না। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানসুন্দর নামক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা বরকৃষ্ণ বলিয়া পরিচিত এবং তিনি আপনাকে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বরকৃষ্ণকে, এ সম্বন্ধে আমরা

* বেকটেশ্বর ষ্টীম প্রেস হইতে মুদ্রিত রামকৃষ্ণকৃত গুরুপরম্পরাচরিত্রের উত্তরার্ধে (২।১১) কতিপয় শ্লোকে বিহ্লন ও শশিকলার প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে কিন্তু ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ নাই।

এখন আলোচনা করিব না।* কারণ, তিনি যিনিই হউন না কেন, ‘চৌরপঞ্চাশৎ’ তিনি রচনা করেন নাই। ডক্টর সলফ কর্তৃক প্রকাশিত ‘চৌরপঞ্চাশিকা’র কাশ্মীর-সংস্করণে কাব্যের পরিচয়ে লেখা আছে—“অথ চৌরীস্বরতপঞ্চাশিকা পণ্ডিতবিহীনকৃতা” এবং প্রারম্ভে দুইটি শ্লোক আছে, তাহার সহিত পঞ্চাশিকার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার দ্বিতীয় শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি।

“অয়ি কিমনিশং রাজদ্বারে সমুদ্রর কঙ্করে

কুবলয়দলনিষ্টে বিমুঞ্চসি লোচনে।

অমররমণীলীলা বরুদবিলোচনবাস্তুরা-

বিষয়পতিতো ন ব্যাবৃন্তিঃ করিষ্যতি বিহীনঃ ॥”

ইহা হইতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, বিহীনই এই কাব্যের রচয়িতা এবং তিনি যেন স্বর্গগমনোত্তম হইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। অপর দিকে চৌরপঞ্চাশিকা এই নাম হইতে চৌর নামক কোন ব্যক্তি যে এই কাব্যের রচয়িতা, তাহা মনে করা অযুক্তিসঙ্গত হইবে না। চৌর শব্দের অর্থ তস্কর ধরিয়া সম্ভবতঃ বিহীন-কাব্য প্রভৃতি রচনা হইয়াছিল। অথচ চৌর কবি এবং বিহীন একই ব্যক্তি নহেন, তাহা মনে করিবার হেতু আছে।

চৌর নামক কোন কবি অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নাম আমরা বহু স্মৃতিস্মরণের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই এবং জয়দেব তাঁহার প্রসঙ্গ-রাঘব নাটকের প্রারম্ভে চৌরকবি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

“যন্তাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপুরো ময়ুরো” ইত্যাদি। চৌরকবি সম্বন্ধে আরও শ্লোক আছে—

“কবিরমরঃ কবিরমরঃ কবী চৌরময়ুরকৌ”

এবং “মাঘশ্চোরো ময়ুরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিথঃ।” এতদ্ব্যতীত ভোজ তাঁহার ‘শৃঙ্গারপ্রকাশ’ নামক অলঙ্কারগ্রন্থে পঞ্চাশিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজরাজ বিহীনের দক্ষিণাত্য গমনের কিছু পূর্বে সম্ভবতঃ পরলোকগমন করিয়াছিলেন† এবং পণ্ডিতগণ মনে করেন, বিহীনের সাহিত্য-সেবার কাল একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। সুতরাং তিনি বিহীনের কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত জঙ্কন নামক এক তেলেগু কবি তাঁহার ‘বিক্রমার্কচরিত’ নামক কাব্যে কবিপ্রশস্তিতে বিহীন ও চৌরকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ধনঞ্জয়ের ‘দশরূপ’ নামক অলঙ্কারগ্রন্থে চৌরপঞ্চাশতের একটি শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে।‡

* বিজ্ঞানন্দর উপাখ্যান [‘আজকাল’, বাসন্তী সংখ্যা, ১৩৫১]

† ভোজরাজের রাজ্যকাল ১০১৮—১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

‡ ধনঞ্জয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, চৌর কবি ও বিহ্লন এক ব্যক্তি নহেন। ছুংখের বিষয়, চৌর কবি সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে ইহার অধিক কিছু জানি না ও তাঁহার রচিত অপর কোন কাব্যের নামও অবগত নহি। তবে তিনি যে বিহ্লনের পূর্বে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইবার দেখিব, ‘চৌরপঞ্চাশং’ কাব্য কোথায় কি আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বঙ্গদেশে প্রচারিত সংস্কৃত ‘বিজ্ঞানন্দর’ কাব্যের পরিশিষ্টরূপে আমরা চৌর-পঞ্চাশিকার পঞ্চাশটী শ্লোক দেখিতে পাই। ইহার কয়েকটী মাত্র বিভিন্ন বাঙ্গালী কবি তাঁহাদের রচিত ‘বিজ্ঞানন্দর’ কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলির দুইটী করিয়া অর্থ করা হইয়াছে এবং তজ্জন্ত আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচারিত ‘চৌরপঞ্চাশং’ কাব্যের দুইটী বিখ্যাত টীকার সহিত আমরা পরিচিত। একটীর নাম ‘কাব্যসন্দীপনী’, তাহা শ্রীরাম তর্কবাগীশ ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬ খ্রীঃ) রচনা করেন ও অপরটীর রচয়িতা কালীনাথ সার্কভোম, তাঁহারই টীকা অনুসারে নন্দকুমার দত্ত চৌরপঞ্চাশতের বাঙ্গলায় কালীপক্ষে ও বিজ্ঞাপক্ষে কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গণপতি শর্মা, রামোপাধ্যায় ও বাসবেশ্বর নামক তিনটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারি।

ভারতচন্দ্রের সময় চৌরপঞ্চাশতের এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক টীকা বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি বলিতেছেন—

“চৌর বিজ্ঞারে বর্ণিয়া

চৌর বিজ্ঞারে বর্ণিয়া

পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অতয়া ভাবিয়া।

শুনি চমকিত লোক

শুনি চমকিত লোক

কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক ॥” [বিজ্ঞানন্দর, পৃ. ১৩৭]

পুনরায়

“লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।

সভাজন কহে চৌর মামুষ ত নয় ॥

ভূপতি বুঝিলা মোর বিজ্ঞারে বর্ণয়।

মহাবিজ্ঞাস্ততি করে গুণাকর কয় ॥

হুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।

বুঝিবে পণ্ডিত চৌরপঞ্চাশী টীকায় ॥” [বিজ্ঞানন্দর, পৃ. ১৩৯]

বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌরপঞ্চাশং ব্যতীত অত্যাশ্চর্য চৌরপঞ্চাশতে যে পাঠ আছে, তাহার সম্ভবতঃ কেহ এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক টীকা করেন নাই।

কাশ্মীর-সংস্করণে সর্বসমেত ৫৬টী শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীর সহিত চৌরপঞ্চাশিকার কোন সম্বন্ধ নাই। অপর দুই সংস্করণে অর্থাৎ বিজ্ঞানন্দর ও বিহ্লন-

কাব্যান্তর্গত পঞ্চাশিকার শ্লোকগুলির সংখ্যা ৫০। বিভিন্ন পঞ্চাশিকার বিভিন্ন শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে কোন্ শ্লোক কোন্ সংস্করণে আছে, তাহার একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল।

এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে মিলাইলে দেখা যায়, মাত্র পাঁচটি শ্লোক সম্পূর্ণভাবে তিন সংস্করণেই আছে। বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধ কাশ্মীর-সংস্করণের ৩৬ শ্লোকের* প্রথমার্দ্ধের সহিত মিলে; এই অংশ বিহ্লন-কাব্যে নাই। অপসর্গ কাশ্মীর-সংস্করণের পঞ্চম শ্লোকের এবং বিহ্লন-কাব্যের ষষ্ঠ শ্লোকের শেষার্দ্ধ। এই শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিভিন্ন সংস্করণে দৃষ্ট হয়।

(ক)

বঙ্গীয়	১	২	৩	১০	১১	৫০
কাশ্মীর	১	৩	৩৬	৩৫	৩৩	৫৪
বিহ্লন-কাব্য	১	৪	—১৬	৫	৩	৫০

(খ) এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর-সংস্করণের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বঙ্গীয় সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে রহিয়াছে—

কাশ্মীর	৫১	৫২	৩৫	৩৩	৪০	৩৯	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৫৩	৫০	৪৯	
বঙ্গীয়	৮	৯	১০	১১	১৬	১৭	১৮	২১	২২	২৪	২৩	২২	৩৬	৩৭	৪৩	৪৪	৪৬

(গ) সেইরূপ কাশ্মীর-সংস্করণের কতকগুলি শ্লোক বিহ্লনকাব্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে দৃষ্ট হয়—

কাশ্মীর	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
বিহ্লনকাব্য	২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৬	১৪	১৫	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২১	২৪	২৩	২৫	২৬
কাশ্মীর	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২														
বিহ্লনকাব্য	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩৪	৩২														

কাশ্মীর-সংস্করণের ৩৪ এবং ৩৬—৫৩ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই। বঙ্গীয় সংস্করণের ৪—৭, ১২—১৫, ১৯, ২০, ২৫—২৮, ৩০—৩৫, ৩৮—৪২, ৪৫ এবং ৪৭—৪৯ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই। এবং বিহ্লনকাব্যান্তর্গত পঞ্চাশিকার ৩৩—৪৯ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই।

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যে সংস্কৃত বিভাষ্যন্দরের পুঁথি আছে, তাহাতে চৌরপঞ্চাশতের ৫০টি শ্লোক ব্যতীত বিভাষ্য মুখ দিয়া আরও ঐরূপ ৫০টি শ্লোক বলান হইয়াছে। ইহা চৌরপঞ্চাশতের পান্টি জবাব। বলা বাহুল্য, এই শ্লোক কয়টাই উক্ত সংস্কৃত বিভাষ্যন্দরের আধুনিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

* আমরা Dr. Salfএর পুস্তকের প্রথম ছইটি শ্লোক বাদ দিয়া হিসাব করিয়াছি। বিহ্লন-কাব্যে পঞ্চাশিকার শ্লোকসংখ্যা ৭৫ হইতে ১২৪।

আমরা এক্ষণে বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিতে উদ্ধৃত চৌরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ কৃষ্ণরামের কাব্যে চৌরপঞ্চাশতের ৮টি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম ও শেষ শ্লোক দুইটি সকল বিদ্যাসুন্দরে ও পঞ্চাশিকায় আছে। প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তিটি “বিদ্যাং প্রমাদগণিতা[গুণিতা বা গলিতা]মিব চিন্তয়ামি [সংস্রয়ামি]”। ইহা কাশ্মীর সংস্করণের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ পংক্তি। ঐ সংস্করণের প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তি “মধুলভাং সমদ-হংসগতিং স্রয়ামি”। এই “বিদ্যা” শব্দ এবং বিহ্বলনের “বিদ্যাপতি” উপাধির সহিত ‘বিদ্যাসুন্দর’ উপাখ্যান রচনার কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটি ভারতচন্দ্র ব্যতীত অপর দুইটি বিদ্যাসুন্দরে* আছে এবং অত্রাণ্ড পঞ্চাশিকাতেও রহিয়াছে।† কৃষ্ণরাম-উদ্ধৃত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক কেবলমাত্র বলরামের বিদ্যাসুন্দরে আছে, অপর বিদ্যাসুন্দরে নাই। কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত ষষ্ঠ শ্লোকটি কেবলমাত্র বলরামের কাব্যে আছে, অপর কোন পঞ্চাশিকাতেও ইহা নাই।‡ কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত সপ্তম শ্লোকটি বলরাম ও ভারতচন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাত্র তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—প্রথম ও শেষ শ্লোক, কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোক ও বঙ্গীয় সংস্করণের ২৮ ও ৩৩ সংখ্যক শ্লোক। বলরাম কৃষ্ণরাম কর্তৃক উদ্ধৃত আটটি শ্লোক ব্যতীত আরও সাতটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে একটি শ্লোকের অনুবাদমাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, শ্লোকটি পুঁথিতে না থাকায় ভ্রষ্ট হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, মূল চৌরপঞ্চাশিকা রচনার পর বহু কবি নিজ নিজ কাব্যে মূলের কয়েকটি শ্লোকের সহিত নিজ নিজ রচিত শ্লোক সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের কবি মূল হইতে মাত্র ২০টি শ্লোক লইয়া বাকী ৩০টি দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত উদ্ধৃত ২০টি শ্লোকও দ্ব্যর্থবোধক করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। মূল পঞ্চাশিকা আদিরসাত্মক কবিতা। তাহাতে কালীমাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা আদৌ ছিল না। বিহ্বলন-কাব্যের রচয়িতাও অমুরূপভাবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে মূল পঞ্চাশতের ৩৪টি শ্লোক লইয়া বাকী ১৬টি শ্লোক স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

* রামপ্রসাদ ও বলরাম।

† “অদ্যাপি তাং শশীমুখীং” ইত্যাদি।

‡ “অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং পশ্যামি দীর্ঘবিরহগ্নপিতাঙ্গযষ্টিম্।

অদৈবরহং সমুপগুহ্য ততোতিগাঢ়ং প্রোদ্বীলয়ামি নয়নে নতু তাং ত্যজামি ॥”

বিজ্ঞাপতির শিবগীত

[৫৩শ বর্ষের ১ম-২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

শ্রীস্বধীরচন্দ্র মজুমদার

কছনী কাছি মৈয়া ভাউরি দেলি ।
অজুঠাক শব্দ মেদনী টরি গেলি ॥
ভনহি বিজ্ঞাপতি কালীক কেলি ।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি ॥

৮

কোন ফুল হরিঅর কোন ফুল লাল ।
কোন ফুল গাঁথব কালী গ্রিবহার ॥
বেলি ফুল হরিঅর চমেলী ফুল লাল ।
ওটুল ফুল গাঁথব কালী গ্রিবহার ॥
সেহো হার পহিরথু কালিকা দেবি ।
সেরকে অশীষ দেখু ॥
পহিরি ওড়িয় মৈয়া ভয় গেলি ঠায় ।
স্বর্ধ্যক জ্যোতি মলিন ভেল জায় ॥
ভনহি বিজ্ঞাপতি কালিক কেলি ।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি ।

৮ । হরিঅর—হরিবর্ণ । ওটুল—রক্তজবা । পহিরথু—পরন । দাহিন—দক্ষিণা, দয়ালু ।

৯

কনকভূধরশিখরবাসিনি চন্দ্রিকাচয় চাক হাসিনি
দশনকোট বিকাশবন্ধিমতুলিতচন্দ্রকলে ।
কুঙ্কমররিপুবলনিপাতিনি মহিবগুন্ডনিগুন্ডঘাতিনি
ভীতভক্তভয়াপনোদনপাটল প্রবলে ॥
জয় দেবি হুর্গে হুরিতহারিনি হুর্গমারিবিমর্দকারিণি
ভক্তিনন্দনসুপ্রাধিপমঙ্গলায়তরে ।
গগনমণ্ডলগর্ভগাহিনি সমরভূমিষু সিংহবাহিনি

পরশুপাশকৃপাংশয়কশঙ্খচক্রধরে ॥
 অষ্টভৈরবীমঙ্গশালিনি স্করকৃত্তকপালকদধমালিনি
 দমুজশোণিতপিণ্ডিতবর্জিতপারগারভসে ।
 সংসারবন্ধনিদানমেচিনি চন্দ্রভানুকৃশামুলোচিনি
 যোগিনীগগণীতশোভিতনৃত্যভূমিরসে ॥
 জগতপালনজননমারণরূপকার্যসহস্রকারণ
 হরিরিষিক্ৰিমহেশশেখরচূষ্যমানপদে ।
 সকলপাপকলাপরিচ্যুতি স্করবিদ্বাপতিকৃতস্ততি
 তোষিতে শিরসিংহ ভূপতি কামনাফলদে ॥

৯। কঙ্কভূধর—সুমেরু পর্বত । শায়ক—বাণ । পাটল—পটু । পিণ্ডিত—মাংস ।
 দশনকোট—দন্তপংক্তি । মঙ্গলায়তরে—মঙ্গলের আলায় । জগত্তবন্ধনিদান—সাংসারিক
 বন্ধনের মূল কারণ । কৃশামূল—অগ্নি । বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা । পরিচ্যুতি—মুক্তি ।

গঙ্গাস্তব

১০

কত সুখসার পাওল তুঅ তীরে ।
 ছোট্টিত নিকট নয়ন বহ নীরে ॥
 কর জোড়ি বিনমণ্ড বিনমতরঙ্গে ।
 পুনি দরসন হোয় পুনমতি গঙ্গে ॥
 এক অপরাধ ছমব মোর জানী ।
 পদ পরসল মাতু তুঅ পানী ॥
 কি করব জপ তপ যোগ অরু ধোয়ানে ।
 জনম কৃত্তারথ একহি সনানে ॥
 ভনহি বিজ্ঞাপতি সমদৌ তে হি ।
 অন্তকাল জহু বিসরব মোহি ॥

১০। বহ নীরে—জল বহে । বিনমণ্ড—বিনয় করি, প্রার্থনা করি । ছমব—ক্ষমা
 করিবে । কৃত্তারথ—কৃত্তার্থ । সনানে—স্নানে । সমদৌ—প্রার্থনা করি । জহু—না ।

১১

স্বরসরি সেলি কিছুও ন ডেলা ।
 পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥
 জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে ।
 স্নন ডেল জটা ও মলিন ডেল চানে ॥

উঠবহ বনিয়া তেঁ হাট বজারে ।
 এহি পথ আওতা সুরসরি ধারে ॥
 ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে ।
 সে কোনা লও তাই সুরসরি ধারে ॥
 বিজাপতি ভন রিমল তরঙ্গে ।
 অস্তে শরণ দেব পুনমতি গঙ্গে ॥

১১। সুরসরি—সুরসরিং, গঙ্গা। পুনমতি—পবিত্র। কয়ল—করিলেন। হন—শূন্য। চানে—চন্দ্র। উঠবহ—উঠাও। বনিয়া—বণিক্। আওতা—আসিবে। ধারে—ধারা। ছিতনী কপারে—চেপ্টা মাথা। লও তাহ—লইয়া আসিবে।

১২

পুণিত গঙ্গাজী লয় ভগীরথ বেহাল ।
 জয় জয় গঙ্গাজীক ধার ।
 কেও নীপে আগু পাছু কেও পছু আর
 ভগীরথ নিঠৈত ছথি শিবক হয়ার ।
 কেও জোহে অক্ষত চন্দন কেও বেলপাত
 ভগীরথ জোহৈত ছথি শিরজীক লাভ ।
 কানি কানি ভগীরথ গঙ্গা মাঁগি লেল ।
 হাঁসি হাঁসি শিবজীজটা ফোলি দেল ।
 সমটু সমটু বস্তু সব বানিয়া হো বেকাল
 এই বাটে আওতী সুরসরিধার ।
 ছোট ছথি ভগীরথ ছিতরল কপার
 ইটৈহ মুনি লোতাহ সুরসরিধার ।
 আগা আগা ভগীরথ দৌড়ল জাথি
 পাঁছা পাঁছা সুরসরি সসরল জাথি ।
 ভনহি বিজাপতি সুর হে মহেশ
 একবের হেরহ মিটত কলেশ ।

১২। বেহাল—বিত্রত। নীপে—লোপ। জোহে—জোটায়া। লাভ—পদ। কানি কানি—কোনওরূপে। ফোলি—খুলিয়া। সমটু—সামলাও। বাটে—পথে। কলেশ—ক্লেশ।

১৩

ত্রক্ষকমণ্ডলুবাগহুসিনি সাগরনাগর গৃহবালে ।
 পাতকমহিববিদারণকারণ ধৃতকররালবীচিমালে ॥
 জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে, শরণাগত ভয়ভঙ্গে ॥
 সুরমুনিমন্ত জরচিতপূজোচিতকুসুমবিচিত্রিততীরে ।
 ত্রিনয়নমৌলিজটাচয়চূষনভূতিভূষিতসিতনীরে ॥
 হরিপদকমলগলিতমধুসোদরপুণ্যপুণিতস্বরলোকে ।
 প্রবিলসদমরপূরীপদদানবিধানবিনাশিতশোকে ॥
 সহজদয়ালুতয়া পাতকিজননরকবিনাশনিপুণে ।
 রুদ্রসিংহনরপতিররদায়ক বিজ্ঞাপতিকবিভণিতগুণে ॥

১৩। সাগরনাগর—সাগররূপী নাগর। বীচি—চেউ। মৌলি—মস্তক। ভূতি—
 বিভূতি। সিত—সুত্র। সোদর—স্তায়, মত। প্রবিলসদ্—বিলাসময়।

শিবস্তব

১৪

শির হো উত্তরব পার কোন রিধি ।
 লোচব কুসুম তোড়ব বিলুপাত, পূজব সদাশির গৌরীক সাধ ।
 বসহা চটল শির ফিরখি মশান, ভাজিয়া জঠর দরদ হই জান ।
 জপ তপ নহি কৈলছ নিত দান, বীত গেলা তিন পণ করইত আন ।
 ভনহি' রিদ্যাপতি স্নহ মহেশ, নিরধন জানি হরহঁ কলেস ॥

১৪। উত্তরব—উত্তীর্ণ হইব। লোচব—তুলিব। তোড়ব—ছিঁড়িব। বসহা—বৃষভ।
 ভাজিয়া জঠর—পেটে ভাজ ; বীত গেলা—অতীত হইয়া গেল। আন—অন্ত। কলেস—ক্লেশ।

১৫

শিব শঙ্কর তোলা ।
 ছথ মোরা ছরি করু অপব মৈ তোরা ।
 আগরক উথরী চন্দন মুশরা
 গোরা দাই কুটখি ভাজ ধথুরা ॥
 বড়রে জতন শিব সেবলহঁ তোরা ।
 লছ অপরাধ ছয়া করু মোরা ॥

ଭନହି ରିଦ୍ୟାପତି ସୁହ ଜଗନ୍ନାଥ ।

ଏହି କଳି ଯୁଗ ଯେଁ ତୋହିଁ ଅବଳୟା ॥

୧୫ । ଆଗର—ଅଗନ୍ନି କାଟିବିଶେଷ, ଅଗୁରୁ । ଉଧରୀ—ଉଦୁଧଳ । ମୁହରା—ମୁସଲ ।
ଗୌରା—ଗୌରୀ । ଦାହି—ମେଘେ । ଧଧୁରା—ଧୁତୁରା । ଲଛ—ଲକ୍ଷ । ଛମା—କ୍ଷମା ।

୧୬

କଥନ ହରବ ଦୁଃଖ ମୋର, ହେ ଭୋଳାନାଥ ।

ହୁଅହି ଜନମ ଭେଳ ହୁଅହି ଗମାୟବ ।

ସୁଅ ସମ୍ପନ୍ନ ନହି ଭେଳ, ହେ ଭୋଳାନାଥ ।

ଆହତ ଚାନନ ଅଗର ଗଞ୍ଜାଞ୍ଜଳ

ବେଳପାତ ତୋହି ଦେବ ; ହେ ଭୋଳାନାଥ ।

ଯଦି ତର ମାଗର ଧାହି କତହଁ ନହି ।

ଭୈରବ ଧରୁ କର ଆସେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ ।

ଭନ ରିଦ୍ୟାପତି ମୋର ଭୋଳାନାଥ ଗତି

ଦେହ ଅଭୟ ରର ମୋହି, ହେ ଭୋଳାନାଥ ।

୧୬ । ଗମାୟବ—ସାପିବ । ଆହତ—ଅକ୍ଷତ, ଧାନ । ଅଗର—ଅଗୁରୁ । ଧାହି—ଧାହି ।
ଭୈରବ ଧରୁ କର ଆସେ—ହେ ଭୈରବ, ଆସିଯା ଆମାର ହାତ ଧର ।

୧୭

ବମ ବୈଶ୍ଣବାଧ ସିଂହେଶ୍ବର ଶିଖର ଆର୍ଜୀ ଲିଞ୍ଜେ ଝଟି ଦୈ ।

ନାତା ଦିଗନ୍ଧର ଓଡ଼ତ ବାସାନ୍ଧର ଚଟୁତ ବୟେଲପର ଝଟି ଦୈ ।

ବ୍ୟାଳ ବିଶାଳ ଶୋଭନ ଶିର ଉପର ଗଞ୍ଜା ବହତ ହୈ ଲଟି ଦୈ ।

ଫିରତ ଶାତଞ୍ଜା ଭୂତନ ସଞ୍ଜା ଚମକତ ଚପଳା ଚଟି ଦୈ ।

ଧାକ ଲପେଟିତ ଝଟା ବଢ଼ାଓତ ଡମରୁ ବଞ୍ଜାଓତ ଲଟି ଦୈ ।

କୁଣ୍ଡି ନିକାଳତ ମୌଟେଲେ ରଗରତ ପିରତ ଭାଞ୍ଜ ଶୋରି ଝଟି ଦୈ ।

ଜୋ ଜନ ତେରା ନାମ ପୁକାରତ ବଞ୍ଚା ଚଳତ ହୋ ଝଟି ଦୈ ।

କରୁଛୁ କୃପା ଭକ୍ତନକେ ଉପର କାଟିଛୁ ସଞ୍ଜଟି ଝଟି ଦୈ ।

ଭନହି ରିଦ୍ୟାପତି ସୁନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏକବେର ହେରୁଛୁ ଝଟି ଦୈ ।

୧୭ । ଆର୍ଜୀ—ପ୍ରାର୍ଥନା । ଝଟି ଦୈ—ଶୀଘ୍ର କରିଯା । ଓଡ଼ତ—ପରେନ । ଭୂତନ—
ଭୂତଗଣ । ଧାକ ଲପେଟିତ—ଛାହି ମାଧେନ । କୁଣ୍ଡି—ପାଖରେର ବାଟି । ମୌଟା—ଭାଞ୍ଜ ଶୋଟା
ବେଳେର ଡାଳ । ଶୋରି—ସୁଟିଯା । ପୁକାରତ—ଡାକେ ।

ସନ୍ଧ୍ୟା—ଏହି ଗାନଟି ଆଧୁନିକ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ରଚନା ବଳିଯା ମନେ ହୁଏ ।

১৮

তৌহ প্রভু ত্রিভুবননাথ ।
 হে হর হম নিরুদেস অনাথ ॥
 করম ধরম তপহীনে ।
 পড়লহ পাপ অধীনে ॥
 বেড় ভাসল মাঝ ধারে ।
 ভৈরব ধরু করুয়ারে ॥
 সাগর সম দুখভারে ।
 অবহু করিয় প্রতিকারে ॥
 ভনহি বিজ্ঞাপতি ভানে ।
 সঙ্কট করিঅ তরানে ॥

১৮। নিরুদেস—নিরুদেহ। বেড়—ভেলা, নৌকা। ধার—স্রোত। ভৈরব—
 হে মহাদেব। করুয়ার—নৌকার হাল। সাগর—সাগর।

১৯

শিব শঙ্কর হে
 ভলি অনুগতি ফল ভেলা ।
 এতয়ে সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
 মনোরথ মনহি রছল ।
 তৌহে হোয়ব পরসন পাওব অমোল ধন
 জনম বহলি এহি আশে ।
 যমহ সঙ্কট গুমু উপেখি হলহ জুমু
 সেওলা হে বড়ে পরয়াসে ॥
 শ্রবণ নয়ন গেল তুমু অরসন ভেল
 যদি তোহে হোয়ব পরসনে ।
 কি করব তহিথনে হয় গজ মণিধনে
 ঝথইতে বেয়াকুল মনে ॥
 ইন চান গণ হরি কমলাসন
 সবে পরিহরি হমে দেয়া ।
 ভকত বহল প্রভু বাণ মহেশ্বর
 ই জানি কইলি তুমু সেবা ॥

বিজ্ঞাপতি ভন

পূরহ হমর মন

ছাড়ও যমক ভরাসে ।

হরহ হমর হুখ

তখিহ তোহর সুখ

সব হোয়ত তুঅ পরসাদে ॥

১১। এতয়ে—এখানে। এতি—এই। পরতর—পরকালে। পরসন—প্রসন্ন।
 অমোল—অমূল্য। বহলি—বহিল। যমহ সঙ্কট—মৃত্যুকালে। হলহ—যাইও। উপেখি
 হলহ অমু—উপেক্ষা করিয়া যাইও না। সেওলা—সেবা করিলাম। পরয়াসে—প্রয়াসে।
 তহিখনে—তখন। ঝখইতে—শোক করিতে। ইন চান গণ—ইন্দ্র, চন্দ্র ও গণপতি।
 দেবা—দেবতা। বহল—বৎসল। বাণ মহেশ্বর—বাণেশ্বর মহাদেব (ভেরবা গ্রামস্থিত)।
 ছাড়ও—ছাড়ুক। তখিহ—তাহাতে।

২০

এ হর গোসাএ' নাথ তোহর শরণ কয়েলঙ।
 কিছু ন ধরব সবে বিসরব পছা জে জন্ত কয়েলঙ ॥
 কপট মহ পড়ু কলেরর গিলল মদন গোহে।
 ভাল মন্দ সবে কিছু ন গুনল জনম বহল মোহে ॥
 কয়েল উচিত ভেল অমুচিত মনে মনে পচতারে।
 আবে কি করব শির পয় ধুব গেল ঝিন নহি আবে ॥
 অপথ পথে চরণ চলাওল ভকতি মন দেলা।
 পরধনী ধন মানস বাঢ়ল জনম নিফলে গেলা ॥
 চরিত চাতর মন বেয়াকুল মোর মোর অনুবন্ধা।
 পুত কলন্ত সহোদর বন্ধর অন্তকাল সবে ধন্ধা ॥
 ভন বিদ্যাপতি সুনহ শঙ্কর কইলি তোহর সেলা।
 এতয়ে জে বরু করব ওতয়ে শরণ দেলা ॥*

২০। গোসাএ'—গোসাঁই। কয়েলঙ—করিলাম। ন ধরব—ধরিবে না। সব
 বিসরব—সব বিস্মৃত হইবে। পছা—পূর্বে। কয়েলঙ—করিয়াছি। মহ—মধ্যে।
 গোহে—গ্রাহে, হাঙ্গরে। বহল—বহিয়া গেল। কয়েল—করিলাম। পচতারে—পশ্চাত্তাপ।
 পয়—পায়ের। ধুব—খুঁড়ি। চলাওল—চালাইলাম। ভকতি—ভক্তিতে। পরধনী—
 পরস্বী। ধন—পরধন। চরিত—চরিত্র। চাতর—চাতুরীতে। অনুবন্ধা—চেষ্টা।
 পুত—পুত্র। কলন্ত—কলত্র। ধন্ধা—সংশয়। এতয়ে—এখানে, ইহকালে। জে বরু
 করব—বাহা ভাল বোধ, তাহা করিও। ওতয়ে—ওখানে, পরকালে।

* ভনে বিদ্যাপতি সুন মহেশ্বর তৈলক আনন্দেবা। চন্দন দেবিপতি বৈদ্যনাথগতি
 চরণশরণ মোহি দেবা।—পাঠান্তর।

২১

হর জনি বিসরব মো মমিতা ।
 হম নর অধম পরম পতিতা ॥
 তুঅ সন অধম উধার ন দোসর ।
 হম সম জগ নহি পতিতা ॥
 যমকে দ্বার জবাব কোন দেব ।
 জখন বুঝত নিজগুণ কর বতিয়া ।
 জব যম কিঁ কর কোপি উঠাওত ।
 তখন কে হোত ধর হরিয়া ॥
 ভন রিজ্ঞাপতি স্কর পুনিত মতি ।
 শঙ্কর বিপরীত বাণী ।
 অশরণ শরণ চরণ শির নাওল ।
 দয়া করু দিঅ শূলপাণি ॥

২১। জনি—না। মো—আমার প্রতি। মমিতা—মমতা। সন—সমান। অধম
 উধার—অধমোদ্ধারী। কর বতিয়া—খোঁজ করিয়া। নিজগুণ কর বতিয়া—নিজের গুণের
 কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কিঁ কর—কিঙ্কর। ধর হরিয়া—রক্ষক। বিপরীত—বিপরীত
 স্বভাবের। নাওল—নত করিল।

২২

হে হর জানিনে ভেল গরু দরবার ॥
 অশরণ শরণ ধয়ল হম তোহি ।
 তেঁ দিন দিন ছরগতি ভেল মোহি ॥
 অবলা জানি বিসরল মোর ।
 ভাক খায় স্ততলাহ ভোর ॥
 দাতা হমর সিংহেখর নাথ ।
 তনিক সেরা কয় ভেল হঁসনাথ ॥
 ভনহি রিজ্ঞাপতি সুনহ মহেশ ।
 আপন সেরককের মেটহ কলেস ॥

২২। গরু—গুরু, কঠিন। তেঁ—তাহাতে। খায় খাইয়া। স্ততলাহ ভোর—
 বিভোর হইয়া শুইলেন। তনিক—তঁাহার।

গৌরীর পূর্বরাগ ।

২৩

মাটি ভলি জোহিকহু আনলি বাণী ।
 শঙ্কু আরাধয় চললি ভরানী ॥
 আক ধুথুর ফুল দেল মোঞে জোহি ।
 জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহি ॥
 যমকিঙ্কর মোর কি করন্ত অঙ্গে ।
 রহ অপরাধী বলিয় সঙ্গে ॥
 জে সব কয়ল হর সবে মোর দোষে ।
 সে সব কয়ল হর তোহরি ভরোসে ॥
 ভনই রিগাপতি শঙ্কর ক্ষমু ।
 অন্তকাল মোহি বিসরহ জমু ॥

২৩। মাটি ভলি—ভাল মাটি। জোহিকহু—খুঁজিয়া। বাণী—সরস্বতী। আক—অর্ক, আকন্দ। ধুথুর—ধুতুরা। জোহি—খুঁজিয়া। মোহি—আমাকে। বলিয়—বলী, শিব। ভরোসে—ভরসায়। জমু—না। রহ...সঙ্গে—আমি অপরাধী হইলেও শিবের সঙ্গেই থাকি। জে সব...ভরোসে—যাহা করিলাম, সব আমার দোষ, সে সব তোমারই ভরসায় করিলাম।

২৪

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনি ।
 শঙ্কু আরাধয় চললি ভরানী ॥
 জাতি যুথী তোড়ল মোঞে আওর বেলপাতে ।
 উঠিয় মহাদেব ভই গেল পরাতে ॥
 জখন হেরলি হরে তিনিহ নয়নে ।
 তাহি আবসর গৌরী পীড়লি মদনে ॥
 করতল কাঁপ কুমুম ছিড়িয়াউ ।
 রিপুল পুলক তমু রসন ঝপাউ ॥
 ভল হর ভল গৌরী ভল ব্যবহারে ।
 জপ তপ দূর গেল মদন রিকারে ॥
 ভনই রিগাপতি ই রস গারে ।
 হর দরসন গৌরী মদন সঁতারে ॥

২৪। তোড়ি—ছিঁড়িয়া। আরাধয়—আরাধনা করিতে। জাতি, যুথী—পুস্পবিশেষ। তোড়ল—ছিঁড়িলাম। পরাতে—প্রাতঃকাল। তিনিহ—তিনি। পীড়লি—পীড়িতা হইলেন। ছিড়িয়াউ—ছড়াইয়া পড়িল। ঝপাউ—ঢাকা দিলেন। গৌরী—গৌরী। সঁতারে—সম্ভাপিত করিবে।

২৫

মালা গাঁথু হে গৌরী ।
 বস্তোলা কে পহিরাবন মালা গাঁথু হে গৌরী ।
 নহি ঘর হম স্নত চরখা কাটল নহি বাটল হম ডোরী ।
 পৈচ উধার কহাঁ সঁলায়ব নহি ঘর দাম ন কোড়ী ।
 একসৌ আঠ রুদ্রকমালা সউসে সর্পক ডোরী ।
 নিগুণ বান্হ গেট দস বান্হল নাগ ফেঁচকে ভুরী ।
 মালা গাঁথি কয়ল তৈয়ারী লয় চলু শিরক ছআরী ।
 পারবতী পতিথিকা শিব শঙ্কর দেখি মাল মুহুকাই ।
 ভনহি রিছাপতি স্নুএ মনাইল ইহো পদধিক নিয়বাগী ।
 জাতি পাতি একো নহি হিনকা তীন ভুবন কে জানী ।

২৫ । পহিরাবন—পরাইতে । বাটল—পাকাইলাম । পৈচ উধার—ধার কর্জ । কোড়ী—কড়ি । সউসে—সমস্ত । গেট—গ্রহি । ফেঁচকে—ফণা । ভুরী—মালার প্রধান গ্রহি, যেখানে জপ শেষ হয় । মুহুকাই—হাসিলেন । ইহো...নিয়বাগী—ইহা নির্বাণের বা মোক্ষের পদ ।

২৬

আজ অকামিক আয়ল ভেখধারী ।
 ভিখি ভুগুতি লয় চলনি কুমারী ॥
 ভিখিয়া ন লেয় বঢ়াবয় রিষি ।
 বদন নিহারয় বিহসি হসি ॥
 এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি অছলি ।
 রহি যেগিয়া দেখি মুকুছি পড়লি ॥
 দূর কর গুণপণ অরে ভেখধারী ।
 কাঁ দিঠি আওল রাজকুমারী ॥
 কেও বোল দেখয়ে দেহে জমু কাছ ।
 কেও বোল ওঝা আনি চাহ ॥
 কেও বোল যোগী আহি দেহে দছ আনি ।
 ছনি কি অভয় রক জীরও ভরানী ॥
 ভনহি রিছাপতি অভিমত সেরা ।
 চন্দল দেৱী পতি বৈজল দেৱা ॥

২৬ । ভুগুতি—উপযোগী । রিষি—ঈর্ষা, রাগ । বিহসি—মুচকি । কাঁ—কেন । দিঠি আওল—দৃষ্ট দিতে আসিল । নিকহি—ভালই । দেহে জমু—দিও না । ছনি কি অভয় রক—উহার অভয় বরে । চন্দল—চণ্ডী । বৈজল—বৈষ্ণবাধ । অভিমত সেরা—সেবাই আমার অভিমত ।

২৭

আগে মাই, আজু আচরিত আয় লাহ ভেখধারী ॥
 আগে মাই, ভিখি ওনে লেই যোগী মুখহনে বাজে ॥
 ঘুমে ঘুমি আবে যোগী ধ্যান লগাবে ॥
 এহিখন গৌরী হসইত ছলি ।
 আগে মাই, যোগী মুখ দেখিয়ে খসু মুরছলি ॥
 আগে মাই, কেও কহে ওঝা গুণী আনি দেখাও ।
 কেও কহে যোগী রহি বাহি নাচাও ॥
 ভনহি বিগ্ধাপতি সুনিয়ে মনাইনি ।
 ইহো নহি যোগী থিক ত্রিভুবন দানী ॥

২৭। আগে—ওগো। আগে মাই—মা গো। ভিখি—ভিক্ষা। ঘুমি—ঘুরিয়া।
 মুখহনে বাজে—মুখেও (কিছু) বলে না। ধ্যান—মনোযোগ। হসইত ছলি—হাসিতেছিল।
 খসু মুরছলি—মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। বাহি—বাধিয়া। মনাইনি—মেনকা।

২৮

এতয় কতয় আয়ল যতি গৌরী অছ তপে ।
 রাজরে কুমারী বেটা ডরব দেখি সাপে ॥
 তোড়ব মোয় জটাজুট ফোড়ব বোকানে ।
 হটল ন মান যতি হোয়ত অপমানে ॥
 তিনু নয়ন হর রিবম জর দহহু ।
 উমা মোরি নহুমি হেরহ জহু ॥
 ভনহি বিগ্ধাপতি সুন জগমাতা ।
 ও নহি উমত ত্রিভুবন দাতা ॥

২৮। এতয় কতয়—এখানে কোথায়। অছ—আছে। তোড়ব, ফোড়ব—ছিড়িয়া
 দিব। হোয়ত—হইবে। তিনু—তিন। জর দহহু—জালা জলিতেছে। নহুমি—ছোট
 মেয়ে। হেরহ জহু—দেখিও না। উমত—উন্নত।

২৯

পাহন আয়ল ভরানী বাঘছাল ।
 বইলয় দিঅ আনি ॥
 বলহ চটল শির বুড় আবে ।
 ধখুর গজার ভোজন হনি ভাবে ॥

ভসম বিলপিত অঙ্গে ।
 জটা বসধি শির সুরসরি গঙ্গে ॥
 হাড়মাল ফণিমাল শোভে ।
 ডমরু বজাও হর যুরতীক লোভে ॥
 রিজ্ঞাপতি করি ভানে ।
 ও নহি নুচরা জগত কিসানে ॥

২৯। পাহন—অতিথি । বসহ—বৃষ । চড়ল—চড়িয়া । আরে—আসিয়াছে ।
 গজায়—গাঁজা । হনি—উহার । ভাবে—রুচে । জগত কিসানে—জগতের কৃষক, অর্থাৎ
 জগতের সৃষ্টিকর্তা ।

৩০

দৌড়ি দৌড়ি ফিরতি ব্যাকুল গৌরী ।
 ইহী পথ দেখল যোগী দিগম্বর হে ॥
 দৈতথ বৃত্ত সন বসৈত সভক মন ।
 হাসি হাসি ডমরু বাজাওত হে ॥
 দেখলোঁ মৈ দেখলোঁ বহীরে কৈলাস রে ।
 কি ত্রিশূল গলা রুজমালা হে ॥
 ভনহি রিজ্ঞাপতি স্নু গৌরী পারবতী ।
 শিরজেঁ প্রকট ভেল গৌরীকে ধ্যানে হে ॥

৩০। বসৈত সভক মন—সকলের মন বসে অর্থাৎ আকৃষ্ট হয় ।

৩১

এ মা কহয়ে মোয় পুছো তোহি ।
 ওহি তপোবন তপসী ভেটল ।
 কুসুম তোড়য় দেল মোহি ॥
 আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
 জে জত অছল জহাঁ ।
 তিন নয়নে খনে মোহি নিহারয়
 বইসলি রহলি জহাঁ ॥
 গরা গরল নয়ন অনল
 শির সোভাইনহি শশী ।
 ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজয়
 এ হে আয়ল তপসী ॥

শির সুরসরি ভ্রমু কপালা

হাথ কমণ্ডলু গোটা ।

বসহ চঢ়ল আয়ল দিগধর

বিভূতি কয়ল কোটা ॥

ভন রিখাপতি সামিক নিন্দা

ন কর গৌরী মাতা ।

তোহর সামী জগত ঈশ্বর

ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥

৩১। কহয়ে—কহ, বল। মোয়—আমি। তোহি—তোমাকে। তোড়য়—
ছিঁড়িতে। আজলি—অল্পলি। নিহারয়—দেখে। গরা—গলায়। সোভইনহি—শোভা
পাইতেছে। বিভূতি—ভঙ্গ। সামিক—স্বামীর। বইসলি রহলি—বসিয়াছিলাম।

৩২

জোগিয়া এক হম দেখল গে মাই ।

অদভূত রূপ মোহি কহলো নে জাই ॥

পাঁচ রদন তিন নয়ন রিশালা ।

রসন বিছন ওঢ়ন বাঘছালা ॥

শির বহে গঙ্গ তিলক সোভে চন্দা ।

হেরিয় সরূপ মেটল হুংখ দন্দা ॥

জাহি জোগিয়া লয় রহলি ভরানী ।

সেহ আনল বর কোন গুণ জানি ॥*

কুল নাহি শিল নহি তাত মাহতারাী ।

রয়স দিনক থিক লছ যুগ চারি ॥

ভনহি রিখাপতি স্নম্ন মনাইনি ।

এহো জোগিয়া থিক ত্রিভুরনদানী ॥

৩২। কহলো নে জাই—কহা যায় না। বিছন—বিনা। ওঢ়ন—পরণে। দন্দা—
সংশয়। তাত মাহতারাী—পিতামাতা। লছ—লক্ষ। মনাইনি—মেনকা।

* এই পংক্তির কয়েকটা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

১। মন আনল বর কোন গুণ জানি। (মন অর্থাৎ মৈনাক)।

২। সেহ জোগিয়া মাই আবি তুলানী। (অর্থাৎ আসিয়া হাজির)।

৩। সেহ জোগিয়া কে আয়ল জানি।

“স্নম্ন মনাইনি” স্থলে “স্নম্ন ভরানী” পাঠও আছে।

৩৩

জোগিয়া মন ভারই হে মনাইনি ॥
 আয়লা বসহা চড়ি ব্রিহুতি লগায় হে ।
 মন মোর হরলনি ডমরু বজায় রে ॥
 সুন্দর গাত অজর পতি সে নাহে ।
 চিত সোঁ নহি ছুটখি জানখি কিছু টোনা হে ॥
 তিনি নয়ন এক অগনিক জালা হে ।
 মাল তিলক চান ফটিকক মালা রে ॥
 ওহে সিংহেশ্বর নাথ থিকা মোর পতি হে ।
 ব্রিহাপতি কহ মোর গৌরী হর গতি হে ॥

৩৩। ভারই—ভাল লাগে। গাত—গায়। অজর পতি—মহাদেব, দেবপতি।
 নাহে—নাথ। টোনা—গুণ, জাহ্ন। চিত সোঁ.....টোনা হে—চিন্ত হইতে ছুটিতেছে
 না, সে কি কিছু জাহ্ন জানে? তিনি—তিন। অগনিক—আগুনের।

৩৪

বসি ভেলী ভরানী জোগিয়া সঁ নৌরঙ্গিয়া সঁ ॥
 ছোটী মোরী গৌরী কহল নহি মানখি ।
 হাসখি খেলখি সঙ্গ সাখিয়া সঁ ॥
 কানখি খিজখি মায় মনাইনি ।
 কোন যোগ লাগল তপসিয়া সঁ ॥
 অরো নহি থাখি নিন্দো নহি স্ততখি ।
 কিয়ে রিখি লিখল মোরা থিয়া সঁ ॥
 ভনহি* ব্রিহাপতি স্তনিয়ে মনাইনি ।*
 গৌরীকে মন বসি বুঢ়রা সঁ ॥

৩৪। বসি ভেলী—মন বসিয়া গেল। নৌরঙ্গিয়া—নবরঙ্গিয়া, রসিক। সঁ—সহিত।
 কানখি—কাঁদে। খিজখি—শোক করে। নিন্দো—নিদ্রা। নিন্দো নহি স্ততখি—নিদ্রা
 যায় না। থিয়া—মেয়ে (আদরে), ছালালী। মনাইনি—মেনকা।

৩৫

আগে মাই, সুরসরি তীর যোগী এক বৈসল
 নাম হৈন্থি তনিক মহেশ ।
 তনিকর ঘটনা বেরি বেরি অবইন
 কহয়িত রর রর ভেষ ॥
 আইহে মাইগণ হে পরোসিন
 নারদ লাইয় বজায় ।
 কি আই হনকর কুল মূল থিকন্থি
 সে সব কহথু বুঝায় ॥
 সম্পতি মেঁ এক বৃঢ় বড়দ হৈন্থি
 দুজে হৈন্থি ভাঙ্গক ঝোরি ।
 কে নহি জানথি মহীতল হর থিকা
 নহি হৈন্থি তাত মাহতরী ॥
 ভনহি রিতাপতি অম্ম এ মনাইনি
 গাইন লারিয় বজায় ।
 শুভ শুভ কয় গৌরী বিবাহিতা
 গাইয় মঙ্গল জায় ॥

৩৫। সুরসরি—গঙ্গা। বৈসল—বাস করে, বসতি স্থাপন করিয়াছে। হৈন্থি—হয়।
 তনিক—উহার। ঘটনা—ঘটকালী, বিবাহের সম্বন্ধ। বেরি বেরি—বার বার। অবইন—
 আসিতেছে। রর—সুন্দর। ভেষ—বেশ। পরোসিন—প্রতিবেশিনী। বজায়—ডাকিয়া।
 হনকর—উহার। থিকন্থি—হয়। কহথু—বলুক। দুজে—দ্বিতীয়, দুই নম্বর। ঝোরি—
 ঝুলী। গাইন—গ্রামিনী বা গায়িকা। লারিয় বজায়—ডাকিয়া আন। জায়—যাইয়া।

ক্রমশঃ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রিபঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। চৌরপঞ্চাশিকা—	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	৬১
২। নবাবিকৃত রাতশাসন—	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪১
৩। বঙ্গ নব্যতায়চর্চা	ঐ	১
৪। বিস্তাপতির শিবগীত—	শ্রীস্বধীরচন্দ্র মজুমদার	৩৩, ৭০
৫। ভূষণকার ও ভূষণমত—	শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর	২২
৬। রচনাপঞ্জী	—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	৫৫
	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২০
	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১৯

জীবনযাত্রার পাথর



জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মাঝে মাঝে
প্রধান পাথর।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ,
কত শান্তির ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।
বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রুঢ় বাস্তবের
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের
জগৎ যেমন তাদের ছুঁশুতা, ছেলেমেয়ে
ও আত্মীয় পরিজনদের জগৎ তেমনি
তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে
তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী
সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান ছুঁদিনে
ও ভবিষ্যতের আর্থিক সঙ্কটে তারা কোন্
পাথরে নিয়ে দাঁড়াবে ?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান
পাথর—ছুঁদিনের সর্বোত্তম আশ্রয়।
উপার্জনশীল ব্যক্তিগণেরই অবিলম্বে এই
পাথরে সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৫ সালে নতুন বীমা ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

ধাহাদের শ্বাসের খাত, একটু হিমে ইটি, সর্দি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা ইপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা স্থনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেবা ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশাভিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে ত্রিসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৪শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২৫৩১, আগার সাক্ষরতার মঠ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে প্রকাশকাল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

ବୃଦ୍ଧ-ଜାତି-ମାନଙ୍କର ୫୨ ଓ ୫୭ ବର୍ଷ ବୟସର କର୍ମାଧୀନତା

ଜଡ଼ାସୃତି

শ্রীমদ্বাখ্যমোহন বসু, এম-এ

ਜਹਕਾਰੀ ਜਥਾਪਤਿ

‘**उत्तर शिवकुंआष सरकार, एव-ए, डिमिटे, जि, आइ, ई शिवसुतुगुन रान विववत**

ব্রণালকাষি যোৰ তন্ত্ৰিভূষণ

শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

শ্রীরাজশেখর বসু, এমএ

শ্রীহরিহর শেঠ

ডক্টর ঐণিরীন্দ্রশেখর বসু, এমবি, ডি-এস-সি

শ্রীযতুগচর্য গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

जन्मोदक—श्रीगणेशाय नमः

गहकाशी जन्मादक

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঝাংল, বি-এ

ଶ୍ରୀଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଧୁ, ବି-ଏ

শ্রীযোগেশচন্দ্র তর্কাতর্ক্য, এম-এ.

পত্রিকাধ্যক্ষ : **ঐচ্ছিকাহরণ চন্দ্রবর্তী, এম-এ**

প্রদাতাধ্যক্ষ : **শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅধিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিখানাধ্যক্ষ : শ্রীমতেশ্বর তট্টাচার্য, এম-এ

ଆମ୍ଭଙ୍କ-ମନୋଜ୍ଞ

১. শিবনাথ ঠাকুর, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ

ঐটপেন্সনোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ

कार्यान्विष्टाहक-समितिद्वारा सहायता

১। মহারাজ ৯ শ্রীশ্রীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅবল হোম,
৪। ভট্টর শ্রীবিহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট এণ্ড ফিল, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল,
৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেন্ড কাহার এ ধোতেন, এম্-স্কে, ৮। শ্রীশোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য,
৯। শ্রীঅবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু বসু, এম-এ,
১২। শ্রীঅনঘীশ ভট্টাচার্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীঅনন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল,
১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র বসু, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীশৈলচন্দ্র রায়,
১৯। শ্রীকামিনীকুমার কন্ন রায়, এম-এ, ২০। শ্রীনবোদয়প্রসাদ গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল,
২২। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু বালিক, ২৪। শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন,
২৫। শ্রীহরীচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানন্দ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

১। রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	১
২। রচনাপঞ্জী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
রমেশচন্দ্র দত্ত	২
ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা	১০
অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা	১২
৩। আলোচনা—	
সমতটেশ্বর শ্রীধারণরাতের ভাষ্যশাসন	
—ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-এইচ ডি	১৫
প্রভুসুন্দর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	১৭
হৈহয়কুলের শাখাত শাখা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম-এ, ডি-লিট	১৯
৪। চাটিগ্রামে পাঠান ও মধ-রাজত্ব—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ	২১
৫। আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংবর্ধনা	৩১

বাংলা সাময়িক-পত্র

গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত এবং প্রাচীন সাংবাদিকগণের চিত্র-সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ

১৮১- হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলা দৈনিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি সকল প্রকার সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কাব্যভীর্থ এম. এ. সম্পাদিত
বলরাম কবিশেখর-কৃত

১। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

২। সংস্কৃত পুথির বিবরণ

মূল্য ছয় টাকা চারি আনা

৩। বাংলা পুথির বিবরণ—(প্রথম ভাগ)—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের

পুথির বিবরণ—এই ভাগে আছে। মূল্য—দুই টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

ঐত্বেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঐসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিঞের নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

বিস্তৃত ভূমিকা ও দুইখণ্ডে শব্দের অর্থ সহ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো.....১৮৮

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী

বিজ্ঞানসুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি.....৫৮

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সার্ব ঐবন্ধুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন

উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ.....৪০৮

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো.....১৮৮

এই সকল গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি খুচরা কিম্বিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

১। সহমরণ পুস্তকাননী ... ১৬০ টাকা। ২। চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি...৩৭০ টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান ... ১০৮

শকুন্তলা

ঐশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর-রচিত 'শকুন্তলা'র নির্ভরযোগ্য

সংস্করণ ... ১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুশোভিত

১৭০৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সশ্বেত ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪৮ টাকা।

বঙ্গ

গ্রন্থকার—শ্রীগিরীশ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে বঙ্গের সকল রহস্য উপাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া বঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-আনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল উৎপত্তি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে বঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২৫।

গৌরপদতত্ত্বিকণী

সম্পাদক—মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত অগম্য তত্ত্ব-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত আর দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের তুদিকার ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিণিতে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধৃত আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসংখ্য সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী ও কীর্তিকথা। এ-পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রনাথ বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বৈতীন্দ্রনাথ তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমৃতচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ৬৫ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে বখাত্রনে ১০ ও ১৮

পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো ৬৫ খানি পুস্তক ৩৮

জ্যায়দর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। ... ১২।০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত,
১ম খণ্ড ... ৫৮, ২য় খণ্ড ... ৭৮

পালানো (ভ্রমণবৃত্তান্ত) : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ... ৮০

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৮০ আনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত

বাংলা কবি ও কান্য গ্রন্থমালা

১। স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৮০ ২। বলদেব পালিত ... ৮০

৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাঙ্গশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত কালিদাসের মেঘদূত

মূল, অনুবাদ, অম্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকাসংবলিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পড়ানুবাদ আছে। পড়ানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি লইয়া সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না, অথচ মূল রচনার রসগ্রহণের জন্ত অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্ত এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার সরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য পুনর্বীর অম্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুই প্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরথোন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা ॥

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্ধ্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদী পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে—কিন্তু বোধ হয় হিন্দি ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।

নারী-কবিগণ কর্তৃক রচিত

শ্রীরমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত

সংস্কৃত ও প্রাকৃত

কবিতাবলী

॥ প্রকাশিত হইল ॥ মূল্য দুই টাকা ॥

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষিগণের ও পরবর্তী কালের নারী-কবিগণের রচনা এককাল সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক্, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতী

॥ কলিকাতা বিক্রয়কেন্দ্র ॥

২, বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা

। যফল হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ।

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা



রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় “বৃহস্পতি রায়মুকুট” প্রবন্ধে (সা-প-প, ৩৮, পৃ. ৪৭-৫৪) তাঁহার সম্বন্ধে বাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে নূতন গবেষণার ফল ও রায়মুকুটের গুরুবংশের কীর্তিকলাপ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

নাম ও উপাধি :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রায়মুকুট-রচিত অমরকোষটাকা পদচক্রিকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (২২৯ সং পৃথি, পত্রসংখ্যা ১৫২)। তাহা হইতে একটি পুস্পিকা উদ্ধৃত হইল :—ইতি মহিস্তাপনীয়-কবিচক্রবর্তি-রাজপণ্ডিত-পণ্ডিতসার্কভৌম-কবিপণ্ডিতচূড়ামনি-মহাচার্য্য-রায়মুকুটমনি-শ্রীমদ্বৃহস্পতি-কৃতায়ামমরকোষপঞ্জিকায়ঃ পদ-চক্রিকায়ঃ ভূমিবর্গঃ সমাপ্তঃ (১০১২ পত্র)। পদচক্রিকার অর্পণাপর পৃথির পাঠে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়—কবিপণ্ডিতচূড়ামনির পরিবর্তে পণ্ডিতচূড়ামনি এবং রায়মুকুট-মনির পরিবর্তে শুধু রায়মুকুট পাঠ আছে (I. H. Q., XVII, p. 467)। এই উপাধির বহর দেখিলে সত্যই মনে হয়, গ্রন্থকারের জ্ঞান মহাপণ্ডিত বঙ্গদেশে আর জন্মায় নাই। গ্রন্থকারের নাম “বৃহস্পতি”। তাঁহার গুরুদত্ত উপাধি “মিশ্র” উদ্ধৃত পুস্পিকায় নাই, কিন্তু গ্রন্থান্তরের পুস্পিকায় আছে (ib. pp. 458-9)। “মহিস্তাপনীয়” কুলোপাধি বটে, রাষ্ট্রীয় শ্রেণী বাৎস্ত গোত্রের অত্যন্ত গাঁড়ি ঞ্জবানন্দের মহাবংশাবলীতে “মহিস্তা”রূপে উল্লিখিত পাওয়া যায় (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ. ৭০১)। বাকি ছয়টি উপাধি গ্রন্থকারের ক্রমপরিবর্তমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির উজ্জল দীপস্তম্ভের জায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অর্জিত। তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক (জগদন্তের পুত্র) রায় রাজাধর দুইটি উপাধি দিয়া তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন—আচার্য্য ও কবিচক্রবর্তী। স্মৃতিরত্নহারের প্রারম্ভে ৭ম স্লোকে পাওয়া যায় :—

আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র(বর্তীত্যাখ্যাপন-) বিতম্মধ্যগমস্ততো যঃ ।

স শ্রীবৃহস্পতিরিয়ং বহুসংগ্রহার্থৈর্নিশ্চীতি নিশ্চলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্ ॥

ছঃখের বিষয়, স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় রায় রাজাধরকে (রাজা গণেশের পুত্র) জালালুদীনের সহিত অভিন্ন ধরিয়া বিবম ভ্রমে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার সংশোধন অন্ততঃ দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII, pp. 458-8 and XVIII, pp. 75-76)। দুইটি টীকার পুস্পিকায় “রাজাধরচার্য্য” লিখিত হওয়ার (ib., XVII, p. 458) বৃদ্ধা যার, গ্রন্থকার উক্ত রাজপুত্রবধূর আচার্য্য অর্থাৎ উপাধ্যায় ছিলেন। পরে, আচার্য্য উপাধিই মহাচার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। পদচক্রিকার আরম্ভে ৮ম স্লোকে লিখিত আছে, পণ্ডিতসার্কভৌম উপাধিটি

“গৌড়াবনীবাসব” দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল—এই গৌড়াধিপতি বার্কক সাহা (১৪৫২-১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থকারের “রায়মুকুট” উপাধি হইতে অনুমান হয়, তিনি মধ্যযুগে রাজার মন্ত্রিও করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী :—“জল্লালদীননূপতি”র সেনাপতি রায় রাজ্যধরের পৌত্রকর্তায় তিনি প্রথম বয়সে বহু টীকাগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মেঘদূতটীকা বোধবতী, কুমারসম্ভবটীকা স্তবোধা, রঘুবংশটীকা বিবেক, মাঘটীকা নির্ণয়বৃহস্পতি ও স্থতিরঙ্গহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ ও উপকরণরাজি অন্তর্জ দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII., pp. 456-65)। মেঘদূতটীকার স্বরচিত কাব্যপ্রকাশপঞ্জিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রঘুবংশটীকার একটি খণ্ডিত পুথি আছে (১০৬৪২ সংখ্যক, ২-৮৯ পত্র, ষষ্ঠ সর্গের আদিভাগ পর্য্যন্ত)। ইহাও বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পুণ্ডিকা যথা, (২৫১২, ৪২১১, ৫৭১২, ৭৩১২ ও ৮৬১২ পত্রে) “কবিচক্রবর্তী-শ্রীবৃহস্পতিমিশ্রকৃতে রঘুবংশবিবেকে ব্যাখ্যা(ন)বৃহস্পতিনামি...।” ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-ঘটিত বিচার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ব্যাকরণে রক্ষিতের নাম (২১১, ১৮১১, ৩৪১১, ৪৪১১ পত্রে) এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে ভামহ, রুদ্রট, কণীভরণ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি ভিন্ন একটি অভিনব গ্রন্থ “কাব্যপ্রদীপে”র নাম উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যপ্রদীপ মৈথিল গোবিন্দঠাকুর-রচিত স্প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে পৃথক্। একটি বচন উদ্ধৃত হইল :—

কার্যাহেতুনিষেধেপি যদি কার্য্যপ্রকাশনং।

তদা বিভারনা প্রোক্তা তৎস্বরূপমিহোচ্যতে ॥ ইতি কাব্যপ্রদীপঃ। (১০১১ পত্র) পদচক্রিকারও এই গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (I. H. Q. XVII, p. 470)—ইহা সম্ভবতঃ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এক চিরবিলুপ্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর একটি হর্ষভ গ্রন্থের বচনও উদ্ধৃত হইল :—

যন্ত গন্ধমুপাত্রায় পলায়ন্তে প্রতিদ্বিধাঃ।

তং গন্ধহস্তিনং বিদ্যাস্মৃতেবিজয়াপহম্ ॥ ইতি বালকাত্যায়নঃ (৪৭১২পত্র)

ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই সকল গ্রন্থ রায়মুকুট, পণ্ডিতসার্কভৌম প্রভৃতি উপাধি অর্জনের পূর্বেই প্রথম যৌবনে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের পুণ্ডিকার কবিচক্রবর্তী ও আচার্য্য ভিন্ন অপর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। কিন্তু পদচক্রিকার রচনাকালে তিনি অতি

১। বার্কক সাহা ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। হরিদাস তর্কচাৰ্য্যের শ্রাব্যবিবেকটীকার এক স্থলে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫২১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৩৪-৫ পত্রে) পাওয়া যায়—“তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃত্তে বারবকে রাজ্য শাসতি সপ্তনবত্যাধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাধে...মীনসংক্রান্তাবেকস্মিন্নধে যয়োঃ সংক্রান্তিসুত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং।” ১৩২৭ শকের মীনসংক্রান্তি ১৪৭৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পড়িয়াছিল। তখনও বার্কক সাহা “প্রৌঢ়” বয়সে জীবিত ছিলেন। ঐ শকাব্দের হুইট মলমাস এবং একটি ক্ষয়মাগ অতিহর্ষভ জ্যোতিষ ঘটনা বটে।

বুদ্ধ ছিলেন ; কারণ, তখন তাঁহার বিখ্যাসরায় প্রভৃতি পুত্রগণ রাজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূলাপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড, কল্মষক প্রভৃতি মহাদান সম্পাদনপূর্বক নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করাইয়া উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন । বিখ্যাত মহাভারতটীকাকার অর্জুন মিশ্র এই বিখ্যাসরায়ের আদেশেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ;—

গৌড়েখরমহামন্ত্রি-শ্রীমদ্বিখ্যাসরায়তঃ ।

লঙ্কানুজ্ঞেন লিখিতা মোক্ষস্বার্থদীপিকা ॥ (I. H. Q. ib, p. 466 দ্রষ্টব্য) ।

নবাবিকৃত পুথির দ্বারা এখন অবধারিত হইয়াছে যে, ১৩২৬ শকে (১৪৭৪ সনে) পদচন্দ্রিকার রচিত হইয়াছিল ; গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত ১৫৫৩ শকাব্দ গ্রন্থের রচনাকাল নহে । এই মূল্যবান পুথির পুষ্পিকা আমরা পূর্বেই মুদ্রিত করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৫৩ ; সংশোধিত পাঠ I. H. Q., XVII, pp. 467-8 দ্রষ্টব্য । শেষাংশের পাঠ কিঞ্চিৎ পরিবর্তনীয়—অহং বহির্গো মূঢ় ইদং পুস্তকং ময়া লিখিতং কিঞ্চা মম পুস্তকমিদমিতি গদ্যভি তন্ত গোবধব্রহ্মবধফলম্ । সৎশংজাতং গুণকোটিনব্রং ধমুঃ কথং ক্ষতিয়সবাহস্তে । শরঃ পরপ্রাণহরোপসব্যে সপক্ষযোগাদধমো গরীষান্ ॥ ১৬৩২ পত্র ।) স্মৃতিরত্নহারে তিথিবিবেক ও শ্রাদ্ধবিবেকের বহুতর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, গ্রন্থদ্বয় শূলপাণি-রচিতই বটে । সুতরাং রায়মুকুটের এই স্মৃতিগ্রন্থের রচনাকাল ১৪৪০ সনের পূর্বে যাইবে না এবং বর্তমানে তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৪২৫-৭৫ সন মধ্যে নিঃসন্দেহে স্থাপন করা যায় ।

রায়মুকুটের বাসগৃহ গঙ্গার পশ্চিম কূলে রাঢ় অঞ্চলে ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায় । রায়মুকুট তাঁহার পিতা গোবিন্দের গুণকীর্তনকালে একটি বিশেষগণদ দিয়াছেন—“গঙ্গা-পয়োহবহবিগাহনহীনপঙ্কাজং” (পদচন্দ্রিকার ৩য় শ্লোক, ‘গঙ্গাপয়োলহরিগাহন’ পাঠও আছে) । বুঝা যায়, তিনি নিত্য-গঙ্গাস্নায়ী ছিলেন । কিন্তু পদচন্দ্রিকায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, গঙ্গার পূর্বকূল অপবিজ্ঞ স্থান :—

“ভারতবর্ষস্ত প্রত্যন্তঃ প্রতিগতোহস্তঃ প্রত্যন্তঃ শিষ্টাচাররহিতঃ কামরূপবজ্রাদিল্লোচ্ছঃ ।” (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি, ২৮।১ পত্র)

“নহু যদি পূর্বলয়জাবধিরাখ্যাবর্তঃ তদা গঙ্গায়াঃ পূর্বকূলমপি স্ম্যৎ । নৈবং পূর্বং কিল দেবীকোটনদীপে পশ্চিমে পূর্বোদধিরাসীৎ তদপেক্ষা উক্তমিতি স্বামী ।” (ঐ, ২৮।২ পত্র) রায়মুকুটের অপরাপর বিবরণ পূর্বতন প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য (I. H. Q., XVII, pp. 456-71) ।

রায়মুকুটের গুরুবংশ

মাঘটীকার প্রারম্ভে (H. P. Sastri : Nepal Cat., I, pp. 254-5) এবং রঘুবংশটীকার প্রারম্ভে ষষ্ঠ শ্লোকে (L. 2181) রায়মুকুট লিখিয়াছেন, তিনি স্বকীয় গুরু ঐধর মিশ্রের নিকট স্বয়ং ‘মিশ্র’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । (“সন্দর্ভতত্ত্বমধিগম্য গিরায় গুরোর্বঃ ঐঐধরাদ্বিধৃতমিশ্রপদঃ স্মৃমিশ্রোৎ ”) এই ঐধর মিশ্র কে ? পদচন্দ্রিকার ঐধরনামক একজন পূর্বতন অমরকোষ-টীকাকারের বচন বহু স্থলে উদ্ধৃত

হইয়াছে (আনন্দরাম বক্রা-সম্পাদিত অমরকোষ, পৃ. ৩৪, ৬৫, ৭৩, ১১৪ ও ১১৯ ; পরিবর্ধের পৃষ্টি ১০৬২ পত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। স্বতিরত্নহারের এক স্থলে (১৪৮১ পত্রে) উল্লিখিত “শ্রীধরালঙ্কার” গ্রন্থও তাঁহার রচনা হইতে পারে। রায়-মুকুটের গুরু অত্যাশঙ্কিত আত্মমায়িক ১৪০০-৫০ সন। ঐ সময়ে আমরা একজন “মহোপাধ্যায় শ্রীধর মিশ্র”র নাম পাই এবং তিনিই রায়মুকুটের গুরু ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় “শ্রীগর্ভচক্রচূড়ামণি”-রচিত শ্রীধরালঙ্কার নামক গ্রন্থের একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। এই অতি চমৎকার গ্রন্থের শেবাংশ ও পুণ্ডিকা বধ্যাংশ উদ্ধৃত হইল :—(৩৬০৬ সংখ্যক পুথির ৬৬২ পত্র)

বদগ্রন্থবিস্তরভয়াদিহ কিঞ্চিদন্তদাখ্যাতমালঙ্কারবিধৌ ন ময়া বিধেয়ং।

শ্রীকেশবেন কবিনাথিলসজ্জনানামাচারতত্ত্বধন্য পরিভাবনীয়েং ॥

ষোড়শমিত্রকুলাগ্রণীঃ শুচরিতাপীযুষকুক্ষিস্তরি-

বিজ্ঞাকেলিনিকেতন (১) কৃতধিয়ামশ্রান্তিশ্রামভূঃ।

তত্ত্ব শ্রীযুক্তকেশবদত্ত বচসা শুদ্ধাকরঃ সাদরঃ

শ্রীগর্ভেণ কৃতোন্নয়মালঙ্কারবিধিরা(স্তা)ৎ সজ্জাঃ প্রীতয়ে ॥

ইতি মহোপাধ্যায়শ্রীমদ্রীধরমিশ্রাশ্রয়-ভট্টাচার্য্যচক্রচূড়ামণি-শ্রীমদ্রীগর্ভবিরচিতঃ শ্রীধরালঙ্কার-বিধিঃ সমাপ্তঃ। শ্রীঃ। বধ্যাদৃষ্টঃ তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ। বৈজ্ঞানিকভাবনানন্দ-সেনন্ত আক্ষরমিদং শুভমন্ত শকাব্দাঃ। ১৪৬২ ॥ সুতরাং কেশব মিত্র নামক একজন বিজ্ঞানসাহী কায়স্থের নিদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতিলিপির লেখনকাল ১৪৬২ শক (১৫৪০-৪১ খ্রীঃ) হইতে গ্রন্থরচনাকালের অধিক্তম সীমা ১৫২৫ খ্রীঃ ধরা যায়। আমরা গ্রন্থকারের প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, তদ্বারা তাঁহার অত্যাশঙ্কিত আত্মমায়িক করা যাইবে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট (২৩২), অপিপাল (৩৩২), আচার্য্যরত্নাকর (১৮১), কল্পতরু (২৩২ প্রকৃতি), কালীখণ্ড (৫০১), নারায়ণোপাধ্যায় (১৫১), পরিশিষ্টপ্রকাশ (১৭১, ৩৩২), পারিজাত (১৭১), মদনপারিজাত (১৮১, ৩০১, ৫০১-২), রত্নাকর (৩৪১), বর্দ্ধমানোপাধ্যায় (২০২), শ্রীধরবৈকুণ্ঠ (১৫১, ২১১), শ্রীমদ্র (২০২, ৪০২), লোম মিশ্র (৩৩২), স্বতিমঞ্জুবা (১৩১—মঞ্জুরী নহে), স্বতিলার (১৪২, ৬১২), হরিনাথ (৫০১), হরিতত্ত্ব (৩০২), হলানুধ (১৫১ প্রকৃতি), হারীতব্যাখ্যাতারঃ (৫৭২)।

গ্রন্থকার বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী বাচস্পতিমিশ্রাদি মৈথিল স্মার্তের নাম ও বচন উদ্ধার করেন নাই। শ্রীধরবৈকুণ্ঠকার শূলপানিই তাঁহার প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে আত্মনির্ভরতম। এতদনুসারে তাঁহার রচনাকাল প্রায় ১৪৫০ খ্রীঃ বলিয়া অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত এবং তাঁহার পিতা শ্রীধর মিশ্রের অত্যাশঙ্কিত আত্মমায়িক ১৪০০-৫০ সন মধ্যে অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে শ্রীগর্ভের গ্রন্থাদি হইতে দুইটি প্রাচীন গোড়ীয় স্বতিগ্রন্থের নাম ও বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল।

হরিভক্তি গ্রন্থ :—শ্রীগুৰু এই গ্রন্থ হইতে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—
 “দেবোপরিধৃতং মন্তকোপরিধৃতং বামহস্তধৃতং অধোবস্ত্রধৃতং অন্তর্জলকালিতঞ্চ হরিভক্তি-
 জংগ্রহে নিষিদ্ধতয়া গণিতং।” (৩১২ পত্র) সোমাইটির পুথিটির সহিত অপর দুইটি
 খণ্ডিত অক্ষাভিনামা স্মৃতিগ্রন্থের অংশ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে আক্ষিকাচারবিষয়ক গ্রন্থের
 ২৩২ পত্রে “হরিভক্তিনাগ্নি নিবন্ধে” বলিয়া উদ্ধৃত বচনটি অবিকল পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের
 একাদশীতম্বে (হরিনাথ স্মৃতিভূষণের সংস্করণ, পৃ. ১৬৮) ও আক্ষিকতম্বে (পৃ. ৩৪) ইহা
 উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এক সময়ে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সহিত ইহাকে অভিন্ন ধরিয়া
 রঘুনন্দনের ভ্রান্তিমূলক কালবিচার হইয়াছিল (নবদীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ১১১-২), যদিও
 বস্তুতঃ ঐ বচন শেযোক্ত বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীগুৰুর উল্লেখ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,
 এই হরিভক্তি গ্রন্থ প্রাচীনতর।

অপিপাল : শ্রীগুৰুর উদ্ধৃত বচনটি এই :—“যদপিপাল-কারিত-শূদ্রপদ্ধতৌ সোমমি-
 শ্রেণোক্তং, ব্রহ্মাদিতপর্ণং নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতামিতি বাক্যেন শূদ্রের্ন কর্তব্যং তৃপ্যতামিত্যন্ত
 মন্তব্যং।” (৩১২ পত্র) অপিপালকারিত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের চারিটি স্প্রাচীন প্রতিলিপি
 এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নবদীপের পুথি (L. 1070, পত্রসংখ্যা ১১০) ১৪৪০ শকাব্দে
 অমূল্যলিখিত। অপর একটি পুথি (L. 1980) ১৪৪২ শকে (সম্বতে নহে) অমূল্যলিখিত—
 ইহার শেষ পৃষ্ঠার ছবি মুদ্রিত হইয়াছে (R. L. Mitra : *Notices of Sans. Mss.*
 vol V, Plate IV) : গোড়ের “নীলকণ্ঠ” নামক এক প্রবীণ পণ্ডিতের আদেশে “নরহরি”
 কর্তৃক ইহা লিখিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে দুইটি প্রতিলিপি
 রক্ষিত আছে, আমরা উভয়ই পরীক্ষা করিয়াছি। এই মূল্যবান গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন তথ্য
 সংকলিত হইল। ৩৭২ সংখ্যক পুথির শেষ পত্রে (১৫৪১২) পাওয়া যায়—শ্রীবাবীনাথ
 মিত্র কর্তৃক ১৪৪৬ শকের ২২ আশ্বিন ইহা অমূল্যলিখিত। একটি পৃথক পত্রে লেখকের
 উক্তন ৭ পুরুষের নাম ১২ শ্লোকে মনোহর ছন্দে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে—“গোড়ে রাঢ়ভূমিধা,
 যন্তাং গঙ্গা মুক্তিবদাভা।” ইত্যাদি। এই মিত্র-বংশের আদি-পুরুষ “হরিহর মিত্র”
 (৪ শ্লোক), ভৎপুত্র স্বর্ঘ্য মিত্র (৬ শ্লোক) ইত্যাদি। ইহাদের বাসস্থান রাঢ়ে অন্তর্গত
 “বহেড়াপপুরী”। শ্রীগুৰুদ্ব্যুত বচনটি ৩২১ পত্রে যথাযথ পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধপ্রকরণের
 শেষে একটি পুস্তিকা এই—ইতি শ্রীমদপিপালকারিতায়াং সোমমিশ্ররচিতায়াং শূদ্রপদ্ধতৌ
 শ্রাদ্ধপ্রকারাঃ সমাপ্তা ॥ অতঃপর অশৌচপ্রকরণের আরম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকে অপিপালের
 স্মৃতি দৃষ্ট হয় :—

গঙ্গাভঃপরিগুরুমূর্ত্তিরনিশং বারেন্দ্রপালাধ্বনাদ্

যঃ শ্রীমানপিপাল ইত্যাদিতবানিন্দুঃ পয়োধেয়িব।

আরাধ্য শ্রুতবেদিনঃ সুবহশন্তেন স্ববর্ণোচিতঃ

শুভ্রাশৌচবিবেক এব রচিতো মহাদিসারোক্তিতঃ ॥ (১২১২ পত্র)

(১৫৬৫ সংখ্যক পুথিতে ১১১ পত্রে উল্লিখিত পুস্তিকা নাই এবং শ্লোকটির পাঠভেদ আছে—
পালাবয়ে স...পরোধাবিব। আপাত্ত স্থতি...স্বধর্মোচিতঃ...সারোক্তিভিঃ।) ২১১
পত্রে শ্লোকাকারে গ্রন্থের একটি বিষয়স্থিতি ("সংখ্যায়া সপ্তবিংশতিঃ") দৃষ্ট হয়। ১৫৬৫
সংখ্যক পুথি শান্তিন্যাসগোত্রীয় নীলকণ্ঠদাসকর্তৃক ১৪৪২ শকে লিখিত—এই পুথিটি একটি
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। প্রথম পুথির স্থিতি ইহাতে নাই এবং আদিতে ও মধ্যে কোন কোন
প্রকরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধপ্রকরণের আরম্ভে এই পুথিতে যে একটি শ্লোক
ও গদ্যাংশ আছে, তাহা প্রথমোক্ত পুথিতে বাদ পড়িয়াছে। শ্লোকটি এই :—

যোসৌ শ্রাদ্ধক্রিয়াবানমলতরমতিঃ শূদ্র (ভূগালবংশঃ)

সংকর্তা বাডুবানামতিশয়করণাকৃষ্ট...

(বা) ব্রহ্মঃ স্বঃস্রবস্তীতটবসতিরূপাদায় ভূরিস্বভিজ্ঞান্

স শ্রীমাঞ চুদ্রজাতো(বিরচয়তি) হিতং শ্রাদ্ধকর্ম্মাপিণালঃ ॥ (৩০১২ পত্র)

সুতরাং বারেন্দ্র শ্রেণীর পালবংশীয় অপিপালের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমমিশ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ
গৌড়দেশেই রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত রঘুনন্দনও প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন (বঙ্কুর্বেদিশ্রাদ্ধতত্ত্বে, জীবানন্দ সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪ ও ৪২৮, পুথির ৪৮১ ও
৫১১ পত্র দ্রষ্টব্য)। অপিপালের প্রমাণপত্রী এই :—কল্পতরু, ধর্ম্মাধার (১১০১ প্রভৃতি),
ভট্টপাদ বার্তিক (৮১), মিতাক্ষরা (৪১২ প্রভৃতি), লক্ষ্মীধর (১১১), শিবাগম (৩০১),
শ্রাদ্ধনীপিকা (৮১১), ত্রীদন্ত (১০৫১), স্বতিসমুচ্চয় (১০৮১), হলায়ুধ (২৭১২),
হারীতভাষ্য (৯৮১২)। অপিপালের কালনির্ণয় সহজসাধ্য। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাদির
মতে ত্রীদন্ত মতই আধুনিকতম। রত্নাকর, বর্দ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী মৈথিল
গ্রন্থাদির উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে নাই। সুতরাং ১৩৫০ খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের উদ্ধতন
সীমা বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তরে রায়মুকুটের স্বতিরত্নহারে (১৮৩২—১৮৪১
পত্রে) তাঁহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে :—

*তথা সোমপদ্ধতৌ, ভবকোপাং পুরা জাতো ভৈরবো দমনাস্বরঃ ।

দান্তান্তেনাসুরাঃ পূর্বে দানবাশ্চ মহাকলাঃ ॥

প্রীতেনাথ শিবেনোক্তা বিটপো ভব ভূতলে ।

মন্তমুখমমুপ্রাপ্য মন্তোগায় ভবিষ্যসি ॥

পূজয়িষ্যসি যে মর্ত্ত্যা মাং তত্র পুষ্পবারিভিঃ ।

তে বাস্তি পরমং স্থানং দমন স্বংপ্রসাদতঃ ॥

যে পুনর্ন করিষ্যসি দানবং পর্ক মানবাঃ ।

তেবাং পুণ্যকলং দত্তং ময়া তে চৈত্রমাসিকং ॥"

এস্থলে অপিপালের পূজপদ্ধতিই প্রকৃত গ্রন্থকর্তা সোমমিশ্রের নামে সোমপদ্ধতি বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে। উদ্ধৃত বচন ৩৭১৪ সংখ্যক পুথির ৩০১ পত্রে পাওয়া যায়—“অথ
দমনকবিধিঃ। শিবাগমে, হর্যকোপাং” ইত্যাদি। পাঠান্তরগুলি লিখিত হইল :—মহাবলা

...বিতণী...ভক্ত্যা দেবং ভূপল্লাবাদিভিঃ। তে যাত্তস্তি পরং...দামনং পর্ক...। তেবাং তে চৈত্রমাসোখং দত্তং পুণ্যফলং ময়া। ১৫৬৫ সংখ্যক পুথিতে দমনকবিধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। রায়মুকুটের স্মৃতিগ্রন্থ প্রায় ১৪৪০ সনে রচিত হয় (I. H. Q. XVII, p. 465)। স্মৃত্তরাং উল্লিখিত পাঠভেদের কারণ বিবেচনা করিয়া ১৪০০ সন অপিপালের অধস্তন সীমা নির্ণয় করা যায়। ফলতঃ অপিপালের গ্রন্থ খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর একটি গোড়ীয় শ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থরূপে গ্রহণীয়। গ্রন্থকার সোমমিশ্র বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

ত্রীগর্ভের বিচিত্র উপাধি “ভট্টাচার্য্যচক্রচূড়ামণি” (সংক্ষেপে “চক্রচূড়ামণি”) তাঁহাকে সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। স্মৃত্তরাং সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্রও দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় “গদানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ”-রচিত মহাভারতীয় বিরাটপর্কের টীকার এক খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৭৫০ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা মাত্র ২০)। গ্রন্থারম্ভে যে বিবরণ আছে, তদ্বারা অনায়াসে তাঁহাকে প্রবন্ধোক্ত ত্রীগর্ভের পৌত্র বলিয়া ধরা যায় :—৩য় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল (Chakravarti : Des. Cat., Introd., p. XVIII দ্রষ্টব্য) :—

ত্রীগর্ভ(শ্)চক্রচূড়ামণিরজনি সতাং তৎস্মৃত্তচক্রবর্ত্তি

ভট্টাচার্য্যোহতিচুঃ, সমজনি স গদানন্দ এতত্তনুঃ।

ধীরঃ সিদ্ধান্তবাগীশপদমমুদধদ্ ভারতজ্ঞানদীপং

প্রজাবর্ত্তী বিচারানলবিমলমতাবারমাবিকরোতি ॥

এতদনুসারে ত্রীগর্ভের পুত্র “চক্রবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য” ও অতিচুঃ অর্থাৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং বুঝা যায়, শিরোমণি প্রভৃতির ভ্রাতৃ একমাত্র উপাধিধারাই তাঁহার পাণ্ডিত্যবশঃ পরিব্যাপ্ত হয়।

গদানন্দের এই ক্ষুদ্র টীকাগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু নূতন তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহার টীকা “বসন্ত রায়কৃত ভারতভূষণ” নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বসন্ত রায়ের “রায়” উপাধি রায়মুকুটপুত্র বিশ্বাসরায়াদির ভ্রাতৃ মজ্জিৎবাদি রাজপুরুষবৃত্তি স্থচনা করে। গদানন্দ প্রধানতঃ “টীকাচতুষ্টয়ে”র (১০।২, ১২।১ পত্র দ্রষ্টব্য) পাঠ ও ব্যাখ্যা পদে পদে উদ্ধৃত করিয়াছেন—দেবস্বামী, চতুর্ভূজ মিশ্র, বিমলবোধ ও অর্জুনমিশ্র—এবং “বয়ং” বলিয়া বহু স্থলে স্বকৃত নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উদাহরণরূপ একটি স্থল উল্লেখযোগ্য। অর্জুন বিরাটরাজ-পুত্রকে গাভীবেশ লব্ধক্বে বলেন, পার্শ্ব ৬৫ বৎসর ইহা ধারণ করেন। এই উক্তির সামঞ্জস্য করিতে টীকাকারগণ বেগ পাইয়াছেন। গদানন্দের মতে “পার্শ্বস্ত জীবিতকালাপেক্ষনৈব ইদমুক্তম্” (১৭.২ পত্র)। পরে, অন্ত মত উল্লেখ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

পূর্বাণরবিরোধেন গ্রন্থাসংগতিরীদৃশী।

নিপুণং ভাবয়ন্তিস্ত সমাধেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥

নির্দ্বন্দ্বসরাঃ প্রকৃত্যৈব সন্তঃ সদগ্রহিণাষতঃ (৭)।

অণীয়েসোহমুগ্ধস্ত মতং মম বিপশ্চিতঃ ॥ (১৮।১ পত্র)

গদ্যানন্দের প্রমাণপঞ্জী অকারাদিক্রমে সঙ্কলিত হইল, কেবল টীকা-চতুষ্টয়ের সংকিশীকার নাম পরিভাষ্য হইল।

অমর (৬১২), অমরটীকা (৩১১, ১২১২), কল্পতরু (“পূজাকাণ্ডকল্পতরৌ ভবিষ্যপুராণং” ৮১২), গোবর্দ্ধন (“কবর্গচতুর্থস্ত প্রামাদিক ইতি পুরুষোত্তমদেবগোবর্দ্ধনো”—সংহশকে টিপ্পনী ১২১২), জমদগ্নয় (হরিবংশটীকাকৃত্তিষ্ঠজনমেজয়াদিভিঃ ২১২, তন্মাত্তিষ্ঠজনমেজয়মন্তং সম্যক্ ১১১১), টীকা (২১১), তত্ত্বপ্রদীপ (কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া সপ্তম্যপবাদিকা ইতি তত্ত্বপ্রদীপঃ ২১১, ঋতেশবযোগেণি কচিদ্ধিতীয়েতি তত্ত্বপ্রদীপঃ ৫১১), দেবস্বামী (১২১১), পুরুষোত্তমদেব (১২১২), ভাবাবৃত্তিকৃৎ (৯১১), মেদিনি (২১১ প্রকৃতি বহু স্থলে, হ্রস্ব-ইকারান্ত বিত্ত্ব পাঠ উল্লেখযোগ্য), রঘু (২১২, ১২১২), রত্নাকর (মাতামেকান্দশীং বিভাৎ স্বসাং তু স্বান্দশীং বিহঃ ইতি রত্নাকরঃ ৩১২), রায় (অর্থাৎ রায়মুকুট, কশ্মলকান্তালব্য ইতি রায়াদয়ঃ ১০১১), বর্ণদেশনাদয়ঃ (১০১১), শব্দমহার্ণব (১২১১), শব্দার্থ (১১১১), শালিহোত্র (৮১১), স্মৃতি (৫১২), স্বামী (১১২), হড্ডচক্র (৯১২), হারলতা (৬১১)।

টীকাকারদের মধ্যে অর্জুন মিশ্র (১১২, ১৫১২) আধুনিকতম। অর্জুন মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে। কারণ, রায়মুকুটপুত্র বিশ্বাসরায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পদচক্রিকার বিশ্বাসরায়ের সম্বন্ধে একটি উক্তি—“তত্ত্বগ্রন্থবিশেষকনির্মিতকৃতঃ কুংসেবু শাস্ত্রেবু তে”—হইতে অনুমান হয়, (১৪১৪ সনে) পদচক্রিকা রচনার পূর্বেই অর্জুন মিশ্রের ভারতটীকা বিশ্বাসরায়ের প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। উক্ত প্রমাণপঞ্জীর অপর সকলেই প্রাচীনতর। সুভরাং গদ্যানন্দের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে স্থাপন করা যায়। হুংখের বিশ্বাস, পরিষদের খণ্ডিত পুঁথিটি বিরাটপর্কের নীলকণ্ঠপঠিত ৫২ অধ্যায়ের প্রথম ভাগ পর্যন্ত গিয়াছে। গদ্যানন্দ বহু পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছেন, বিরাটপর্কের পাঠনির্ণয়ে তাহাদের উপযোগিতা আছে।

পরিণেমে রায়মুকুটের গুরুবংশের নামমালা ও আত্মমানিক অভ্যুদয়কাল লতাকারে প্রদর্শিত হইল। বাঙ্গলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এইরূপ শত সহস্র ছিন্ন শুদ্ধ লতা অতীত সমৃদ্ধির বার্তা বহন করিয়া বিভিন্ন পুঁথিশালার নির্জন কক্ষে সহস্র পাঠকদের নিকট জীবন তিক্ষা করিতেছে—বর্তমান সঙ্কটকালে তাহাদের যে জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহোপাধ্যায় ত্রিধরমিশ্র (১৪০০-৫০ খ্রীঃ)

ত্রিগড় ভট্টাচার্য্য চক্রচূড়ামণি (১৪৩০-৮০)

চক্রবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য (১৪১০-১৫২০)

গদ্যানন্দ লিঙ্কানবাগীশ (১৫০০-১৫৫০)

রচনাপঞ্জী

শ্রীজগজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্লিভ

রমেশচন্দ্র দত্ত

(জন্ম : ১৩ আগষ্ট ১৮৪৮ ; মৃত্যু : ৩০ নবেম্বর ১৯০৯)

- ১। বঙ্গবিজ্ঞেতা (উপভাস)। ১২৮১ সাল (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪)। পৃ. ৩১৮।
- ২। মাধবীকঙ্কণ (উপভাস)। ১২৮৪ সাল (৪ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ২০৭+টীকা। ৮০।
- ৩। জীবন-প্রভাত (উপভাস)। ১২৮৫ সাল (৮ নবেম্বর ১৮৭৮)। পৃ. ৩০০।
- ৪। জীবনসন্ধ্যা (উপভাস)। ১২৮৬ সাল (৫ জুলাই ১৮৭৯)। পৃ. ২১৩।
- ৫। শতবর্ষ। ১২৮৬ সাল (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ১০৪৬।

(বঙ্গবিজ্ঞেতা, জীবন-সন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ ও জীবন-প্রভাত একত্রে)

- ৬। ঋগ্বেদ সংহিতা : ইং ১৮৮৫-৮৭।

মূল সংস্কৃত (প্রথমোহষ্টকঃ)। আখ্যি ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ৭৬৪।

বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক)। ইং ১৮৮৫-৮৭।

- ৭। হিন্দুশাস্ত্র, ১-৯ ভাগ। (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্লিভ ও অনুদিত)।

১৩০৫-১৩০৬ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৭)।

প্রথম খণ্ড :—

১ম ভাগ—বেদসংহিতা	...	সত্যব্রত সামশ্রয়ী ও রমেশচন্দ্র দত্ত
২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ	...	ঐ
৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ ও ধর্মসূত্র	...	ঐ
৪র্থ ভাগ—ধর্মশাস্ত্র	...	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
৫ম ভাগ—যজুর্দর্শন	...	কালীবর বেদান্তবাগীশ

দ্বিতীয় খণ্ড :—

৬ষ্ঠ ভাগ—রামায়ণ	...	হেমচন্দ্র বিহারদ্ব
৭ম ভাগ—মহাভারত	...	দামোদর [মুখোপাধ্যায়] বিজ্ঞানন্দ
৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	...	ঐ
৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ	...	আত্ততোষ শাস্ত্রী ও হরীকেশ শাস্ত্রী

- ৮। সংসার (উপভাস)। (৫ মে ১৮৮৬)। পৃ. ১৫৬।

- ৯। সমাজ (উপভাস)। ১৩০১ সাল (২৭ জুলাই ১৮৯৪)। পৃ. ২০২।

- ১০। সংসার-কথা (উপভাস)। ৭ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। পৃ. ৩৬১।

('সংসার'-এর পরিবর্তিত সংস্করণ ; মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রমেশচন্দ্রের বহু বাংলা রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ঋগ্বেদের দেবগণ	‘নবজীবন,’ শ্রাবণ-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র ১২২২ ; বৈশাখ ১২২৩
হিন্দু আখ্যায়িকের প্রাচীন ইতিহাস	‘নব্যভারত,’ পৌষ ১২২৭—বৈশাখ ১৩০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	‘নব্যভারত,’ ভাদ্র ১২২৮
কবি কালিদাস	‘ভারতী ও বালক,’ পৌষ ১২২৯
কবি ভবভূতি	‘সাধনা,’ মাঘ ১২২৯
উন্নতির যুগ	‘সাধনা,’ চৈত্র ১২২৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	‘নব্যভারত,’ বৈশাখ ১৩০১
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,’ ১ম সংখ্যা ১৩০১
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,’ ৩য় সংখ্যা ১৩০১
হুদিনের স্বদেশযাপন	‘ভারতী,’ বৈশাখ ১৩০৭
ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ	‘প্রভাত,’ ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
হিন্দু দর্শন	‘ভারতী,’ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
ভারতীয় দুর্ভিক্ষ (তাহার কারণ ও প্রতীকার)	‘ভারতী,’ আষাঢ় ১৩০৮
ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি	‘ভারতী,’ শ্রাবণ ১৩০৮
বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত	‘ভারতী,’ পৌষ ১৩০৮
ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা	‘ভারতী,’ ফাল্গুন ১৩০৮
ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল	‘ভারতী,’ বৈশাখ, আষাঢ় ১৩০৯
ধারাপানী শিল্প-সমিতি	‘ভাণ্ডার,’ ফাল্গুন ১৩১২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা

১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। তাহার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গদ্য-রচনাগুলি পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি এগুলি একত্র করিয়া ‘চিন্তা ও কল্পনা’ নামে ছাপিতে দিয়াছিলেন; মুদ্রণকাৰ্য্য অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে উহা শেষ-পর্যন্ত সাধাৰণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল রচনার মধ্যে কেবলমাত্র “কালিদাস ও ভবভূতি” তাহার মৃত্যুর পরে বহু পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে; বাকী রচনাগুলির কয়েকটি “চিন্তা ও কল্পনা” নামে

বহুমতী-প্রকাশিত-‘বিজ্ঞান-গ্রন্থাবলী’তে স্থান পাইয়াছে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের বহুভাগ-গত রচনার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি তালিকা দিলাম :-

১২৮৯, চৈত্র	...	‘আর্যদর্শন’	...	বাগ্মী ও সংবাদপত্র
১২৯০	...	‘শক্তি’	...	নেতা ও নেতৃত্ব*
ভাদ্র	...	‘নব্যভারত’	...	হৃদয় ও মন
পৌষ	...	”	...	প্রেম কি উন্নততা ?
১২৯১-৯২	...	‘পতাকা’ (সাপ্তাহিক)	...	বিলাতের পত্র †
১৩০২, কার্তিক	...	‘ভারতী’	...	মানভিক্ষা
পৌষ	...	”	...	নূতন ও পুরাতন
মাঘ	...	”	...	বাল্লার রক্তভূমি
চৈত্র	...	”	...	ইংরাজি ও বাল্লার পৌষাক
১৩০৩, বৈশাখ	...	”	...	ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীত
১৩০৪, কার্তিক	...	‘জন্মভূমি’ (পৃ. ৩৩৫-৩৮)	...	জীবনী (স্বরচিত)
১৩০৬, চৈত্র	...	‘সাহিত্য’	...	গল্পের নমুনা
১৩১০, অগ্রহায়ণ	...	”	...	কীর্তন
১৩১৩, আশ্বিন	...	”	...	একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)
কার্তিক	...	‘প্রবাসী’	...	কাব্যের অভিব্যক্তি
১৩১৪, বৈশাখ	...	‘সাহিত্য’	...	উপমা
শ্রাবণ	...	”	...	জাতিভেদ
মাঘ	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	কাব্যের উপভোগ
১৩১৫, আষাঢ়	...	‘সাহিত্য’	...	বিষয় সমস্তা
মাঘ	...	”	...	নবীনচন্দ্র
১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ	...	”	...	কাব্যে নীতি
মাঘ	...	‘বঙ্গদর্শন’	...	মোহিনী (গল্প)
১৩১৭, শ্রাবণ	...	‘নাট্য-মন্দির’	...	আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ
ভাদ্র	...	”	...	অভিনেতার কর্তব্য

* ১৮৮৩ সনের ২৮শ অক্টোবর বিজ্ঞানশাস্ত্র দেওঘরে ‘স্মরণ’-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিয়াছিলেন :- “I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি...It is in the last no. of the শক্তি.”

† নবকুমার বসু-রচিত ‘বিজ্ঞানশাস্ত্র’ (১৩২৩) ও দেবকুমার রায়চৌধুরী-রচিত ‘বিজ্ঞান-শাস্ত্র’ (১৩২৪) পুস্তকে একে সকল পত্রের অধিকাংশই উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩১৭, আখিন-কার্তিক	‘বাণী’	...	‘গোরা’ (সমালোচনা)	
পৌষ	...	‘নব্যভারত’	...	সাহিত্যে আবর্জনা
১৩১৮, শ্রাবণ	...	“	...	টাকের জয়
১৩২০, আষাঢ়	...	‘ভারতবর্ষ’	...	সূচনা
শ্রাবণ	...	“	...	ছত্র-মহিমা (লেখনী চিত্র)
ভাদ্র	...	“	...	হরিপদর ঐক্য শিলা (নক্সা)

ইহা ছাড়া “অবরোধ-প্রথা” নামে একটি অসম্পূর্ণ রচনা দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত ‘বিজ্ঞানজালে’ (পৃ. ৬৭৭-৮০) মুদ্রিত হইয়াছে।

অমৃতলাল বসুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নাট্যগ্রন্থ ব্যতীত অমৃতলাল বহু সৃষ্টিস্থিত প্রবন্ধ, গল্প-উপভাস, কবিতা-গান প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সকল রচনার কিছু কিছু ‘অমৃত-গ্রন্থাবলী’ ও ‘কৌতুক-যৌতুক’ স্থান পাইয়াছে; অধিকাংশই এখনও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। এই শ্রেণীর কয়েকটি রচনার নির্দেশ দিতেছি :—

১৩১২ : বৈশাখ	...	‘ভারতী’	...	নববর্ষ (কবিতা)
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ-মাঘ	...	“	...	ঘরের কথা (চিত্র)
১৩১৬ : আখিন	...	‘জন্মভূমি’	...	স্বপ্নলীলা (চিত্র)
১৩১৭ : শ্রাবণ-ফাল্গুন	...	‘নাট্য-মন্দির’	...	রত্নাবলী (অনূদিত নাটক)
১৩১৮ : বৈশাখ	...	“	...	গোকুল তুই ফান্ত দে (নক্সা)
চৈত্র	...	“	...	পতি-নির্ধাচন (রঙ্গগীতি)
১৩১৯ : শ্রাবণ-কার্তিক, বৈশাখ ’২০	...	“	...	আশার নেশা (নাটিকা)
১৩২১ : ফাল্গুন	...	‘জাহ্নবী’	...	তালের তব্ব (ব্যঙ্গ কবিতা)
চৈত্র	...	“	...	গঙ্গাতটে (কবিতা)
১৩২৩ : আষাঢ়-শ্রাবণ	...	‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’	...	শিরোমণির তীর্থযাত্রা (নক্সা)
১৩২৭ : চৈত্র	...	‘পল্লী-বাণী’	...	বসিরহাট বাণী সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।
১৩২৯ : বৈশাখ	...	‘মাসিক বসুমতী’	...	চরকা (স্মৃতিকথা)
আখিন	...	“	...	আত্ম-সমর্পণ (নক্সা)
অগ্রহায়ণ	...	“	...	বঙ্গীয় নাট্যশালার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক জন্মোৎসব-সঙ্গীত।
অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন।	...	“	...	“
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০	...	“	...	স্বরাজ-সাধনা (প্রবন্ধ)

১৩২৯ : ৯ অগ্রহায়ণ

... 'মজলিস'

... বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন

১৩৩০ : শ্রাবণ-ভাদ্র

... 'ভারতী'

... নৈহাটেতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয়-
সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার
সভাপতির অভিভাষণ।

শ্রাবণ

... 'মাসিক বহুমতী'

ঐ

অগ্রহায়ণ

...

"

... পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)

...

"

... [সুরেন্দ্রনাথ] বিসর্জন (প্রবন্ধ)

মাঘ

...

"

... চোখ গেল (প্রবন্ধ)

১৩৩০ : ফাল্গুন-চৈত্র।

১৩৩১—বৈশাখ, আষাঢ়,

শ্রাবণ, কার্তিক-ফাল্গুন

... 'মাসিক বহুমতী' পুরাতন পঞ্জিকা (স্মৃতিকথা)

১৩৩১ : ভাদ্র

... 'বঙ্গবাণী'

... পাঠাগারে বক্তৃতা

১৮ আশ্বিন, ৮ কার্তিক

... 'রূপ ও রঙ্গ'

... পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা

অগ্রহায়ণ

... 'মাসিক বহুমতী'

... ফলার ফিলজফি (প্রবন্ধ)

পৌষ

...

"

... হেল্ অডিট্যান্স (প্রবন্ধ)

বড়দিন ১৯২৪

... 'সচিত্র শিশির'

... নটনীতি (কবিতা)

...

"

... পত্রিকা ও নাট্যশালা (প্রবন্ধ)

মাঘ

... 'মাসিক বহুমতী'

... সারস্বত ব্রতকথা—মধুসূদন (প্রবন্ধ)

ফাল্গুন

...

"

... আন্তাবোলে অমৃতলাল (কবিতা)

১৩৩২ : শ্রাবণ

...

"

... আমার পূজা (প্রবন্ধ)

শারদীয়া

... 'বার্ষিক বহুমতী'

... দাম্পত্য-চণ্ডীপাঠ (ছড়া)

...

"

... ১৯৭৫ (নকশা)

কার্তিক-পৌষ, ফাল্গুন

... 'মাসিক বহুমতী'

... গজুর ভজন (নকশা)

চৈত্র

...

"

... বীরভূমে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-

সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির সূচনা-
বচন।

চৈত্র। ১৩৩১ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ...

"

... রূপকথা (নকশা)

চৈত্র

... 'ভারতী'

... সেকালের কথা

১৩৩৩ : শ্রাবণ-ভাদ্র, পৌষ-চৈত্র।

১৩৩৪ বৈশাখ, শ্রাবণ-

আশ্বিন

... 'মাসিক বহুমতী'

... হামিদের হিম্মৎ (উপভাস)

শারদীয়া

... 'বার্ষিক বহুমতী'

... শুভদিন (নূতন তাম্বল ব্যাপার)

কার্তিক

... 'মাসিক বহুমতী'

... আবোল-তাবোল (প্রবন্ধ)

- ১৩৩৩ : চৈত্র ... 'মাসিক বহুমতী' মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।
- ১৩৩৪ : জ্যৈষ্ঠ ... " ... ভুবনমোহন নিয়োগী (প্রবন্ধ)
শারদীয়া ... 'বার্ষিক বহুমতী' ব্যারগ এণ্ড পিপলাই কোং (গল্প)
অগ্রহায়ণ-মাঘ, চৈত্র।
১৩৩৫ বৈশাখ-শ্রাবণ,
অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন।
১৩৩৬ : জ্যৈষ্ঠ ... 'মাসিক বহুমতী' বৃক-জীবন (উপভাস)
- ১৩৩৪ : পৌষ (?)—মাঘ ... 'উড়ো খই' ... ছুটির বৈঠক (গল্প)
ফাল্গুন ... 'মাসিক বহুমতী' ধলা, বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর
ওয় বার্ষিক উৎসবে সভাপতির
অভিভাষণ।
- ১৩৩৫ : আশ্বিন-কার্তিক ... " ... টুনটুনী (গল্প)
পৌষ ... " ... পৌষ-পার্কণ (কবিতা)
চৈত্র ... " ... মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের
১৬শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির
অভিভাষণ।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

- ১৩৩৬ : শ্রাবণ ... 'মাসিক বহুমতী' বরগীষ বাঙ্গালী-জীবন (প্রবন্ধ)
আশ্বিন ... 'পঞ্চপুষ্প' ... বসিরহাট—খালুকুড়িয়া

বাংলার পুরাতনের প্রতি অমৃতলালের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ১৩২২ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে (ইং ১৯১৬) অনুষ্ঠিত জেলাপাড়ার সঙের ছড়াগুলি তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন ; ইহার কয়েকটি 'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) শোভাবাজারের গোপীনাথ-প্রাক্ষণে জোড়াসাঁকো ও কাঁসারিপাড়া—দুই দলের মধ্যে হাফ-আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম হয়। অমৃতলাল জোড়াসাঁকোর পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গানগুলি 'বীণার বন্ধারে' (৭ম সং. পৃ. ৬০১-৬) স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজী রচনা।—অমৃতলাল ইংরেজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *Forward, Liberty, Servant* প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি অল্পসঙ্কান করিলে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির দর্শন মিলিবে। আমরা তাঁহার দুই-চারিটি ইংরেজী রচনার নির্দেশ দিতেছি :—

<i>The Calcutta Review</i>	August 1925	...	Step Aside
<i>The Cal. Municipal Gaz.</i>	Third Anniversary ...		A Stroll in the
	No. 19-11-27		Hogg Market.
	Fourth Anniversary ...		Calcutta as I
	No. 17-11-28		knew it once :
			Tales of a Grand-
			father.

আলোচনা

[সমতটেশ্বর ত্রিধারণরাতের তাম্রশাসন]

ডক্টর ত্রিধীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-এইচ ডি

১৩৫৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতবর্ষে আমি “সমতটের রাত্রাজবংশ” শীর্ষক এক প্রবন্ধে ত্রিধারণের অষ্টমরাজ্যবর্ষীয় নবাবিকৃত তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৫৩শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১-৫৪) ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমার ঐ প্রবন্ধের এক সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিধারণরাতের তাম্রশাসন সম্পর্কে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান কথা তাঁহার প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই আছে।—“সর্বাগ্রে ইহার কালনির্ণয় আবশ্যক। ত্রিপুরার লোকনাথ-শাসন রচনাকালে (৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ) রাতশাসনোক্ত জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং ত্রিধারণের অষ্টম-রাজ্য্যক কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্বে যাইবে না। ত্রিধারণের পুত্র যুবরাজ বলধারণ তৎকালে প্রবয়াঃ অর্থাৎ প্রবীণবয়স্ক এবং তদীয় সন্ততিগণও নায়কগুণসম্পন্নে বর্দ্ধমান ছিলেন। সুতরাং রাতলিপির কাল নিঃসন্দেহে প্রায় ৭০০ সন নির্ণয় করা যায়; কিছু পরেও হইতে পারে, কিন্তু পূর্বে নহে।” এই প্রধান যুক্তির অল্পপূরক হিসাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্বটিত যে দুই চারি কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনই মূল্য নাই। যাহা হউক, উক্ত যুক্তির বলেই তিনি আমার সমুদয় মতামতকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ যুক্তি কতটা গ্রাহ্য, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। প্রথম কথা এই যে, ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের তাম্রশাসনে লোকনাথ যদি প্রকাশ করেন যে, রাত্রাজবংশীয় জীবধারণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহাতে শুধু ইহাই প্রমাণ হয় যে, ঐ সংঘর্ষ তাম্রশাসনের তারিখের পূর্ববর্তী ঘটনা। কিন্তু উহা শাসনদানের দশ দিন, কি দশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, তাহা অপ্রমাণিত থাকিয়া গেল। সুতরাং জীবধারণ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কি উহার কয়েক-বৎসর পূর্বে বা পরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই প্রমাণিত হইল না। কিন্তু ইহা হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবধারণের পুত্র ত্রিধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষ “কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্বে যাইবে না।” দ্বিতীয়তঃ, যুবরাজ বলধারণ ত্রিধারণের পুত্র ছিলেন, এ কথা তাম্রশাসনে নাই। সুতরাং একটা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়কে প্রমাণিত সন্ত্যজেপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহা যুক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় কথাটি আরও মরাত্মক। আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া গেল যে, বলধারণ ত্রিধারণের পুত্র ছিলেন। কিন্তু বলধারণ পিতার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে প্রবীণবয়স্ক ছিলেন এবং তদীয় সন্ততি নায়কগুণ-সম্পন্ন ছিলেন, ইহার সহিত আলোচ্য তাম্রশাসনের কালনির্ণয়ের সম্পর্কটা কি? ধরুন,

শাসনদানের সময় বলধারণের বয়স ৪৫ বৎসর এবং শ্রীধারণের বয়স ৭০ বৎসর ছিল, এবং জীবধারণ তখন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স ৯৫ বৎসর হইত (অর্থাৎ ধরুন, তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে মারা যান) । তাহাতে শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসন ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী হইবে কেন ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনায় যুক্তিগত ত্রুটি ব্যতীত তথ্যগত অসংখ্য ভুল আছে । তিনি বলেন যে, ‘সেংচি’ ‘ইচিঙে’র ভারত আগমনের পূর্বে অর্থাৎ ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সমতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ইহা সর্বথা ভ্রান্ত । ইচিং ৭০০-৭১২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, উহাতে সেংচির ভ্রমণ-বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, আনুমানিক ৬৫০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে যে সকল চীন পরিব্রাজক ভারতব্রমণে আসিয়াছিলেন, সেংচি তাঁহাদের অগ্রতম । সেংচি ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সমতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহার কোনই প্রমাণ নাই ।

সেংচির Ho-lo-she-po-t’atকে “রাজভট” মানিয়াও আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কষাঘাতের পাত্র হইয়াছি ; কারণ, তাঁহার ধারণা এই যে, উহা “হর্ষভট” হইবে । অথচ ইহা একেবারেই আজগুবি এবং অসম্ভব । সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকেরা যখন হর্ষবর্দ্ধন, রাজবর্দ্ধন (রাজ্যবর্দ্ধন), রাজপুর প্রভৃতি নাম লিখিতেন, তখন “হর্ষ” শব্দটিকে লিখিতেন Ho-li-sha এবং “রাজ” শব্দটিকে লিখিতেন Ho-lo-she. ইহার অকাট্য প্রমাণ হিউএন-সাঙের গ্রন্থে আছে ।

আমি লিখিয়াছি যে, সম্ভবতঃ আদৌ বঙ্গের খড়্গা এবং সমতটের রাতবংশীয়গণ গোড়-সম্রাটের সামন্ত ছিলেন ; হর্ষ এবং ভাস্করবর্ম্মার হস্তে গোড়পতির পরাজয়ের সুযোগে ঐ সামন্তেরা প্রায় স্বাধীন রাজার স্থায় তত্ত্বদেশ শাসন করিতে থাকেন । বোধ হয় জীবধারণের শাসনকালে রাতবংশীয়েরা পূর্বোক্ত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ; তৎপুত্র শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষের কিয়ৎকাল পরে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে ; ধরুন, আনুমানিক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) খড়্গা-বংশীয় দেবখড়্গা রাতবংশ উৎখাত করিয়া সমতট অধিকার করেন । পূর্বোল্লিখিত অপরূপ যুক্তি ও আজগুবি ধারণাসমূহের জন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমি সমস্তই ভুল বলিয়াছি । আমি ভুল, কি তিনি ভুল, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন । রাতবংশকে সামন্ত বলাতেও তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, দেখিতেছি । হুঃখের বিষয়, তিনি সামন্তত্বসূচক “প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ” কথাটির অর্থ লক্ষ্য করেন নাই । জীবধারণেরও যখন বাপপিতামহ অবশ্রুই ছিলেন এবং তাঁহাদের সামন্তরাজ থাকিবারই যখন সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন শীলভদ্র কেন যে রাতবংশীয় হইতে পারিবেন না, ইহা আমার জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য । সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত “রাজপুত্র”=প্রাকৃত “রাজউত্ত”, “রাউত্ত” হইতে আধুনিক “রাবত্”, “রাউত” আসিয়াছে । কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে “রাউত্ত” “রাত” শব্দের পরিণাম ! ইহা কিরূপে হইতে পারে জানি না ।

উপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র দেওয়া হইল । ইহা

ছাড়াও তাঁহার প্রবন্ধে নানা ভুল এবং লেখ-বিজ্ঞাবিষয়ক জ্ঞানান্ধতার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁহার সর্কাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি এই যে, তাঁহার কালনিক পাঠোদ্ধারের কু-অভ্যাস আছে। এই সকল বিষয় পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রত্নতত্ত্ব

শ্রীধীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১। রাত-শাসনের কালনির্ণয়ে ডঃ সরকার চার-পাঁচটি বিভিন্ন এবং অল্পবিস্তর বিরোধী মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এবার তন্মধ্যে একটি মত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,— “শ্রীধারণের অষ্টমরাজ্যবর্ষের কিয়ৎকাল পরে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি কোন সময়ে, ধরুন আনুমানিক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে) খজ্জাবংশীয় দেবখজ্জা রাতবংশ উৎখাত করিয়া সমতট অধিকার করেন।” ইহার সমর্থনের জন্ত এখন তিনি বলেন, লোকনাথলিপিকালে (অর্থাৎ ৬৬৪ সনে) জীবধারণ জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে পূর্বে লোকনাথ-লিপিকালে জীবমান ধরিয়াই জীবধারণের কাল সপ্তম শতাব্দীর “তৃতীয় পাদে” এবং শ্রীধারণের কাল “শেষ পাদে” নির্দেশ করিয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৩৭০১২), তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। এইরূপে, তিনি স্বয়ং পূর্বে বলধারণকে শ্রীধারণের পুত্র মনে করিয়াও (ঐ, পৃ. ৩৭০১২) এখন তাহা “প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়” বলিয়া বিপক্ষযুক্তির প্রতিরোধে অন্তরূপে ব্যবহার করিয়াছেন! আর, বলধারণের ও তদীয় সম্ভ্রান্তিগণের শাসনোক্ত বিশেষণদ্বয় হইতে ডঃ সরকারের পরিকল্পিত পথেই শাসনের কালনির্দেশ সূচিত হয়। কিন্তু “প্রবয়াঃ” শব্দের অর্থ বৃদ্ধ (“প্রবয়াঃ স্থবিরো বৃদ্ধঃ,” অমর) এবং শাস্ত্রমতে “বৃদ্ধঃ সপ্ততেরুর্দ্ধম্” (অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পদার্থচক্ষিকাটিকা, পৃ. ৪৩৭ প্রভৃতি)। বলধারণের বয়স স্মৃতরাং মাত্র ৪৫ না ধরিয়া অন্ততঃ পক্ষে ৬০-৭০ ধরা উচিত। ৬৭০ সনে দেবখজ্জা রাতবংশ উৎখাত করিয়া থাকিলে অন্ততঃ ঐ সনই শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষ ধরিয়া এক পুরুষের গড়-পড়তা ২৫ বৎসর ধরিয়া (যদিও তাহা অদ্রাস্ত নহে) এবং লোকনাথ-শাসনের “শ্রীপরমেশ্বরস্ত” কথা “শ্রীজীবধারণ” পদে “শ্রী” শব্দ মৃত ব্যক্তির গৌরবচিহ্ন ধরিয়াও, ৬৬২ সনে মৃত্যুকালে জীবধারণের বয়স হয় নূন পক্ষে ১০২—প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশী হইবে। (অর্থাৎ শীলভদ্র ও জীবধারণ একেবারেই সমসাময়িক হইয়া পড়েন, যে শীলভদ্র রাতবংশীয় কেন হইতে পারিবেন না, তাহা এখনও ডঃ সরকারের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য।) স্মৃতরাং যুক্তিটি যে তাঁহার পক্ষে “আরও মারাত্মক” সন্দেহ নাই! যুক্তিটির দূরপ্রসারী ফলাফলের বিশদ ব্যাখ্যা উহা রহিল।

২। ই-সিঙের মৌলিক গ্রন্থের রচনাকাল Dr. Takakusu বিশেষভাবে বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন (General Introd. pp. Liv-Lv), ই-সিঙের ভ্রমণকাহিনী প্রথম রচিত হয়, তৎপর পরিত্রাজকবিবরণী। ভ্রমণ-কাহিনীর ভূমিকাংশ ও পরিত্রাজকবিবরণী প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট সর্বশেষে রচিত হয়, কিন্তু ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে। সেঙ-চির বিবরণী মূল্যংশেই আছে, পরিশিষ্টে নহে। সেঙ-চি “প্রথমে” সমতটে আসেন এবং ই-সিঙ তাঁহার সমতটে মৃত্যু হওয়ার সম্বাদও লিখিয়াছেন (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ৭৯৫ : Chavannesকৃত ফরাসী অনুবাদ আমরা দেখি নাই ; ডঃ মজুমদারের সারসঙ্কলনই এ স্থলে আমাদের একমাত্র উপজীব্য)। সুতরাং সেঙ-চির আগমনকাল ই-সিঙের “কিছু পূর্বে” হওয়াই সম্ভব, সমসময়েও হইতে পারে। ডঃ সরকার Takakusুর মত অগ্রাহ্য করিয়া Bealএর এক পুরাতন মত (Life of Hiuen Tsiang, 1888, p. XVI) অনুসরণ করিয়া পরিত্রাজকদের ভারতগমন-কাল ৬৫০-৭০০ সন (“latter half of the 7th century A.D.”) ধরিয়াছেন। তর্কস্থলে তাঁহার মত স্বীকার করিলেও সেঙ-চির সমতটে আগমন-কাল ই-সিঙের কিছু পূর্বে ধরা কেন “সর্বথা ভ্রান্ত”, আমরা বুঝিলাম না।

৩। ৩০ বৎসর পূর্বে Wattersএর Yuan Chwang (II. 188) অধ্যয়নকালে আমাদের প্রশ্ন জাগিয়াছিল, Chavannes কর্তৃক গৃহীত “হর্ষভট” পাঠ শুদ্ধ করিয়া রাজভট পাঠ কেন হইবে। বর্তমান ভ্রমণে প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ায় ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাওয়া গেল এবং আশা করা যায়, ডঃ বাগ্‌চীর অভিমতও পাওয়া যাইবে। এ স্থলে আমাদের মূল যুক্তি যে ‘রাজভট’ পাঠ স্বীকার করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ডঃ সরকারের লক্ষ্য হয় নাই।

৪। ডঃ সরকার রাতবংশকে শুধু সামন্ত নহে, পরন্তু খড়্গদিগের সামন্ত বলায় আমরা বিম্বিত হইয়াছিলাম—“ক্ষুদ্র” হই নাই। “প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ” পদে যদি সামন্ত সূচিত হয়, “প্রতাপোপনতসামন্তচক্র,” “অপিতাধিরাজ্য” ও “সমতটাত্তনেকদেশাধিরাজ্য” পদে পরমেশ্বরও সূচিত হয়।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র ৫২ ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার পাঞ্জিটার সাহেবের মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হৈহয়-কুলের শাখ্যাত নামে কোন উপশাখা ছিল না। তিনি মৎস্তপুরাণের “শাখ্যাতা(ঃ)” স্থলে বায়ুপুরাণের “অসংখ্যাতা(ঃ)” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু পাঞ্জিটারের গৃহীত “শাখ্যাতা(ঃ)” পাঠ-ই শুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

মুদ্রিত পুরাণগুলিতে নামগুলি প্রায়ই লিপিকর-প্রমাদ-দুষ্ট। এই জন্ত পাঠ আলোচনার পূর্বে শাখ্যাত নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যিক। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের ঋষি হইতেছেন শাখ্যাত মানব অর্থাৎ মনুবংশীয় শাখ্যাত। ঋগ্বেদের সূক্তমধ্যে শাখ্যাতির নাম পাওয়া যায়।

আ স্মা রথং বুযপাণেষু তিষ্ঠসি

শাখ্যাতস্ত প্রভূতা যেষু নন্দসে। ১।৫।১২

হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি জুষ্ট হও, শাখ্যাত সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৯।৭) দেখা যায় যে, ভার্গব চ্যবন মানব শাখ্যাতকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, চ্যবন মুনি শর্ঘ্যাতি রাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বজ্রভাগ প্রদান করেন। বনপর্বে ১২১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, চ্যবন শর্ঘ্যাতি রাজার কন্যা শুকক্লাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণেও (৪।১) ইহার উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণের (২৭৪ অধ্যায়) মতে নহুষের এক পুত্রের নাম শর্ঘ্যাতি। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ৩০ অধ্যায় অনুসারে মনুর পুত্র শর্ঘ্যাতি। “শর্ঘ্যাতির বংশে মহারাজ বংশের জন্ম হয়। তিনি হৈহয় ও তালজজ্ব নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। লোকে সেই হৈহয়কেই বীতহব্য নামে কীর্তন করিয়া থাকে।” (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।

আমরা বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রমাণে দেখিলাম যে, শাখ্যাত বা শর্ঘ্যাতি নামে কেহ ছিলেন এবং তাঁহার সহিত হৈহয়-কুলের সম্পর্ক ছিল।

এক্ষণে পাঠ আলোচনা করা বাউক। মৎস্তপুরাণে “শাখ্যাতা(ঃ)”, বায়ুপুরাণে “অসংখ্যাতা(ঃ)”, ব্রহ্মপুরাণে “সুভাতাঃ”, পদ্মপুরাণে “সজ্জাতা(ঃ)”, হরিবংশে “সুজাতাঃ”। ডক্টর সরকার লিঙ্গপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। লিঙ্গপুরাণের (৬৮ অধ্যায়) পাঠ “হর্ঘ্যাতা(ঃ)। অগ্নিপুরাণে আছে “স্বয়ংজাতাঃ”।

জয়ধ্বজাং তালজজ্বন্তালজজ্বান্ততঃ (১) সুতঃ ॥

হৈহয়ানাং কুলাঃ পঞ্চ ভোজাশ্চাবস্তয়ন্তথা।

বীতিহোত্রাঃ স্বয়ংজাতাঃ শৌণ্ডিকৈয়াতথৈব চ ॥ (২৭৪ অধ্যায়)

এই পাঠগুলির মূল শুদ্ধ পাঠ শাখ্যাতাঃ) লিপিকর-প্রমাদে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং মুদ্রিত মৎস্যপুরাণের পাঠই ঠিক।

পার্জিটার সাহেব পঞ্চ উপশাখার নাম নির্দেশ করিয়াছেন—বীতিহোত্র, শাখ্যাত, ভোজ, অবন্তি এবং তুস্তিকের। ডক্টর সরকার শাখ্যাতকে বাধ দিয়া তৎস্থলে তালজজ্বকে গণনা করিয়াছেন। পার্জিটার তালজজ্বকে এই পঞ্চ উপশাখার সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর সরকার তাহা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অগ্নিপু্রাণের পূর্বোক্ত শ্লোকে আমরা দেখি যে, তালজজ্বের পুত্রগণ তালজজ্ব নামে খ্যাত এবং হৈহয়ের পঞ্চ কুল—ভোজ, অবন্তি, বীতিহোত্র, শাখ্যাত (পাঠ স্বয়ংজাত) এবং তুস্তিকের (পাঠ শৌণ্ডিকের)। অধিকাংশ পুরাণেই বীতিহোত্র পাঠ পাওয়া যাইতেছে সত্য; কিন্তু মহাভারতের বীতহব্য পাঠ শুদ্ধ হইলে বীতিহোত্র স্থলে “বীতহব্য” পাঠই গ্রহণীয় হইবে। বায়ুপুরাণের পাঠ বীরহোত্র; বিষ্ণুপুরাণের পাঠান্তর বীতহোত্র।

বিষ্ণুপুরাণের (৪.১১) মতে যদ্র বংশ-তালিকা এইরূপ : যদ্র—সহস্রজিৎ—শতজিৎ—হৈহয়—ধর্ম্মনেত্র—কুস্তি—সাহজি—মহিমান্—ভদ্রশ্রেণ্য—দুর্দম—ধনক—কৃতবীৰ্য্য—অজুর্ন—জয়ধ্বজ—তালজজ্ব—বীতিহোত্র। বিষ্ণুপুরাণ-মতে তালজজ্বের শত পুত্র এবং তাঁহারা তালজজ্ব নামে খ্যাত—‘তালজজ্বস্ত তালজজ্বাখ্যং পুত্রশতমাসীৎ’। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, হরিবংশ, কুর্ম, লিঙ্গ, মৎস্য, পদ্ম এবং বায়ুপুরাণে।

অগ্নিপু্রাণের (২৭৪ অধ্যায়) মতে এইরূপ : যদ্র—শতজিৎ—হৈহয়—ধর্ম্মনেত্র—সংহন—মহিমা—ভদ্রসেন—দুর্গম—কনক—কৃতবীৰ্য্য—অজুর্ন—জয়ধ্বজ—তালজজ্ব—বীতিহোত্র।

পুরাণের বংশতালিকা মহাভারতের বংশতালিকা হইতে পৃথক্। কিন্তু মহাভারতের বংশ-তালিকায় শাখ্যাত, হৈহয়। তালজজ্ব, বীতহব্য—এই নামগুলি একত্র পাওয়া যাইতেছে, ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, পার্জিটার সাহেবের মতই ঠিক এবং ডক্টর সরকার ভুল করিয়াছেন। “মুনীনাক্ষ মতিভ্রমঃ।”

চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সোনারগাঁওর স্বাধীন পাঠান নরপতি সুলতান ফখরুদ্দীন সুব্বারক সাহ সর্বপ্রথম চাটিগ্রাম জয় করিয়া পাঠান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপূর্বে তাহা হিন্দু রাজার স্বাধীন ছিল। হুঃখের বিষয়, চাটিগ্রামে হিন্দুরাজত্বের ঐতিহাসিক উপকরণ অত্যন্ত হ্রাসপা। এ পর্য্যন্ত একটিমাত্র তাম্রশাসন তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। দামোদরদেবের এই মূল্যবান তাম্র-শাসনটি অত্যাশ্চর্য বহুতর লিপির সহিত কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। জননীগোপাল মজুমদারের প্রামাণিক গ্রন্থে (Inscriptions of Bengal, III, pp. 158-163) পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ সহ ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পারিদৃশ্যমান কতিপয় ভ্রমপ্রসাদ সংশোধন করা আবশ্যক। ১২৮০ সনের ৬ জ্যৈষ্ঠ এই তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়—চাটিগ্রাম সহরের নিকটবর্তী নাসিরাবাদ গ্রামে নহে, পরন্তু “রামপুর” নামক পল্লীতে। বর্তমান পাহাড়তলি স্টেশনের সংলগ্ন সুবিখ্যাত “ভেলুয়ার দীঘি”র দক্ষিণাংশে উক্ত পল্লীতে অবস্থিত ভাটের পুষ্করিণী পঙ্কোদ্ধার করিতে যাওয়া ‘বদলা’ নামক জনৈক মুছলমান ইহা প্রাপ্ত হয়। তদানীন্তন খাজাঞ্চি উমাচরণ রায় ইহা সংগ্রহ করিয়া কালেক্টার ক্লে (Clay) সাহেবের হস্তে প্রদান করেন। চাটিগ্রামের ঐতিহাসিক তারকচন্দ্র দাস ইহার আবিষ্কারবার্তা ১২৮০ সনের ২১ আষাঢ়ের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন এবং প্রথম পৃষ্ঠার একটি অশুদ্ধ পাঠোদ্ধারও মুদ্রিত করেন। এই তাম্রলিপির আবিষ্কার-প্রসঙ্গে উক্ত সাহেবের নামই বাচিয়া আছে, স্থানীয় প্রকৃত উত্তোক্তাদের নাম লোপ পাইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠার ১৩শ পঙ্ক্তির লুপ্তাংশে “কিন্দারি”- (তাজ্জি) পাঠ হইবে। ৫ম শ্লোকের অনুবাদ ঠিক হয় নাই; শ্লোকটির অর্থ এই— “দামোদরদেবের উজ্জল যশ পৃথিবীর সমস্ত কালিমা দূর করিতে গিয়া তাহা শেষ করিতে পারিল না, রিপূরমণীদের নয়নের (ভূপতিত) কজ্জলকণা (অনপনেয়) কালিমা-সার হইয়া লাগিয়া রহিল। আর, রিপূরাজাদের মুখস্থিত তৎকালীন কালিমাও (চিরস্থায়ী) নীলী-রাগের ছায় মলিনতারই উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিল।” ষষ্ঠ শ্লোকে তাম্রশাসনের উপনেতা “গুণবর” নামক প্রধান মন্ত্রীর স্তুতি এবং ৭ম শ্লোকে মহামহত্তক “শ্রীমৎ-দত্তে”র প্রেরণায় ৫ দ্রোণ ভূমিদানের কথা আছে। দানভাজন বিদ্বের একটি বিশেষণ-পদ “ডাষারডামেহধিনে,” অর্থাৎ ডাষারডাম নামক একপ্রকার ব্রহ্মজাতীয় বৃত্তির উপযাচক। ডাষারডাম কোন গ্রামের নাম নহে। “যত্র ডাষারডামং কামনাপীণ্ডিয়াগ্রামে” (২৭-৮ পঙ্ক্তি) উক্তি হইতেও ঐরূপ অর্থই দাঁড়ায়। শব্দটি যাবনিক, সংস্কৃত কিম্বা বাঙলা নহে। আরাকানভাষা হইলেও হইতে পারে। ভূমির সীমামধ্যে একটি “লবণোৎসের”

উল্লেখ (২৮ পঙ্ক্তিতে) আছে বলিয়া মনে হয়। শাসনের প্রচারকাল ১১৬৫ শক (১২৪৩-৪ খ্রীঃ সন)। দামোদরদেবের নবাবিকৃত মেহার-শাসন ১১৫৬ শকে চতুর্থ রাজ্যকে উৎকর্ণ, অর্থাৎ দামোদরদেব ১২৩৪-৪৪+ সনে সমতটের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য-অন্ততঃ চাঁদপুর হইতে চাটিগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সন্দেহ নাই। জুর্ভাগ্যের বিষয়, চাটিগ্রাম শাসনে ভুক্তি, মণ্ডল কিম্বা বিষয়ের উল্লেখ নাই, কেবল দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে—কামনপীণ্ডিয়াক ও কেতঙ্গপাল। মেহার-শাসনের প্রদত্ত ভূমি “পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির” অন্তর্গত “সমতটমণ্ডলে”র অন্তর্ভুক্ত “পরলায়িকাবিষয়ে” অবস্থিত ছিল (নবাবিকৃত রাত-শাসনের পাঠ অনুসারে “পরলায়িকা” সংশোধন করিয়া “পরলায়িকা” পড়িতে হইবে)। আপাততঃ চাটিগ্রাম অঞ্চলও সমতটের অন্তর্গত একটি “বিষয়” ছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও সমতট পদের ব্যুৎপত্তিলাভ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে চাটিগ্রামের জায় পরন্তবহল দেশ তাহার বাহিরে পড়ে। মধ্যযুগের পরগণার জায় তৎকালে সমতটাদিমণ্ডলের সীমাও বোধ হয় নির্দিষ্ট থাকিত না—রাজাদের জয়-পরাজয়ের ফলে সীমার হ্রাস-বৃদ্ধি হইত সন্দেহ নাই।

চাটিগ্রামে সর্বপ্রথম মুছলমান আগমনের বিবরণ চাটিগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ মুছলমান কবি মহম্মদ খাঁ-রচিত “মুক্তল হোছন” গ্রন্থের প্রারম্ভে কবির পিতৃমাতৃকুলের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১০৫৬ হিজরি সনে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল কবি হৈয়ালী করিয়া লিখিয়াছেন :—

হিন্দুআনি তেরিখের শুন বিবরণ।

বাণ বাহো (বাহ) সম অর্দ্ধ, আর বাণ শত ॥

বিংশ ভিন জন করি চাহ দিয়া দধি।

পাঞ্চালিকা পূর্ণ হইল সে অন্ধ অবধি ॥

জ্বরগুরু শেষ নিদগ্নগুরু আগে।

মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে ॥

হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী।

দশ দিক প্রসন্ন পাতকী তম নাশি ॥

মাঘবী মাসের সপ্ত দিবস গঞিল।

ইহার অর্থ—সম অর্দ্ধ অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত মুছলমানি তারিখের দশ শতের সহিত ‘বাণ বাহ’ (৫২) সংযোগ করিয়া হয় ১০৫২ সন। আর ৫২৩ বিগুণ করিয়া হইল ১০৪৬, তাহার সহিত ‘দধি’ (উদধি) অর্থাৎ ৭ যোগ করিয়া ১০৫৩ সন পাওয়া যায়। ১০৫২ সনের শেষে ও ১০৫৩ সনের প্রারম্ভে চৈত্র মাসের ৭ তারিখ বৃহস্পতি বারের শেষে দৈত্যগুরু শুক্র বারের পূর্বে কৃষ্ণচতুর্দশীতে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। গণনানুসারে ৭ মার্চ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ঘটয়াছিল। তখনও চাটিগ্রাম যোগলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সায়েন্তা খাঁর বিজয়ের পর চাটিগ্রামে যে শাসন-প্রণালী নূতন প্রবর্তিত হয়, তদ্বাধ্যে উজীর কিম্বা নায়েব-উজীরের পদ নাই।

উজীর-পদাধিকারী সকলেই সুতরাং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। আরাকানের ইতিহাসে চাটিগ্রামের প্রধান রাজপুরুষকে উজীর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। কবি মহম্মদ খাঁকে আমরা “নায়েব-উজীর” মহম্মদ খাঁর সহিত অভিন্ন ধরিতে পারি। চাটিগ্রামের “মুলুক-ছোয়াঙ্গ” নামক গ্রামে “মহম্মদ খাঁ নায়েব উজীরে”র পাকা মসজিদ ও নিকর ভূমি বিদ্যমান ছিল। তাহার বিবরণ কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। জানা যায়, মহম্মদ খাঁ অপরূক ছিলেন—তাঁহার দৌহিত্রের দৌহিত্রগণ ১৮৪২ সনে লাথেরাজঘটিত বিবাদে লিপ্ত ছিলেন।

কবি প্রথমতঃ তাঁহার মাতামহকুলের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, “কদল খাঁ গাজি” প্রথম “রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজামীন”। তাঁহার সঙ্গে “একাদশ মিত্র” ছিল, তন্মধ্যে মাত্র ২ জনের নাম কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—কবির মাতৃকুলের আদিপুরুষ “সেখ সরিফদ্দিন” এবং সুপ্রসিদ্ধ “বদর আলাম”। এই দ্বাদশ পীরের একসঙ্গে আগমনই নোয়াখালি ও চাটিগ্রামে প্রচলিত “বার আউলিয়া” প্রবাদের মূল। ইহাদের জনশ্রুতিমূলক নামমালা অনেক মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তিন নাম ব্যতীত একটাও প্রামাণিক নহে।^১ ইবন বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়, সুলতান ফখরুদ্দীন অত্যন্ত ফকীরভক্ত ছিলেন

১। মুক্তল-হোসেন পুথির বিবরণ মুনসী আবদুল করিম-রচিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫৭-৬০ দ্রষ্টব্য। মুনসী সাহেবের নিকট রক্ষিত ১১১১ মঘী সনে (১৭৪৯ খ্রি:) লিখিত একটি প্রাচীন প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার পাঠ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত-রচিত “চট্টগ্রামের ইতিবৃত্তে” (১৩০৪ সন, পৃ. ৩-৪) বার আউলিয়ার নাম আছে—বদর আউলিয়া (পর্তুগীজ জাতীয় ছিলেন?), বাজিদ বোস্তামি, সাহা মাদার, আবদুল কাদের জেলানী, মইনদ্দিন চিস্তিয়া, সাহাজ্জি, সরফদ্দিন বোয়ানি, সাহাবদ্দিন, সেখ ফরিদ, সাহা পির, মোহন আউলিয়া এবং সাহা সোন্দর। তন্মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্মবীরগণের চাটিগ্রামে আগমনের প্রবাদ সীতাকুণ্ডে রামচন্দ্রের আগমনের স্মারক। সম্প্রদায়-ভেদে নানা জনের নামে ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—চাটিগ্রামে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত পাঁচ পীর, বিবি ফতেমা, খাজে খিজির প্রভৃতির নামেও দরগা বিদ্যমান আছে। ডঃ এনামুল হক-কৃত “বঙ্গে স্বকীপ্রভাব” গ্রন্থে বার আউলিয়ার মধ্যে কাতাল, শাহ উমর, শাহ বদল, চাঁদ আউলিয়া ও শাহ যব্বাএর নাম আছে। ইহাদের কয়েকজনের বিবরণ রাহাত আলী চৌধুরী-প্রণীত “বার আউলিয়া” গ্রন্থে (১৯২০ সনে মুদ্রিত) পাওয়া যায়। শাহ ওমর প্রকৃতই চাটিগ্রামের অতি প্রসিদ্ধ একজন পীর, কিন্তু তিনি অনেক পরবর্তী কালের লোক। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১১১৬ হিজ্রি সনে (১৭০৪ খ্রি:) সাহা ওমর আউলিয়ার পুত্রবধূ ও পৌত্রদিগকে ২২৬ বিঘা ভূমি দান করেন, তাহার দলীলপত্র আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। চাটিগ্রামের বহুতর প্রাচীন পীর ও ফকীরের নাম আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—ইহাদের কাঁহারও প্রকৃত বিবরণ মুদ্রিত হয় নাই। তারক-বাবুর গ্রন্থে সরফদ্দিনের উল্লেখ বিশ্বজনক, তখনও মুক্তল হোসেন গ্রন্থে আবিষ্কৃত হয় নাই।

এবং শায়দা (Shayda) নামক একজন ফকীরকে ‘সাদকাওনে’র (Sadkawan শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন—ইহা চাটগাঁও হইতে অভিন্ন হইলে (Bhattasali : Early Independent Sultans of Bengal, pp. 135-54) বার আউলিয়ার অপর এক নাম পাওয়া বাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কদল খাঁ প্রভৃতির আগমন ফখরুদ্দীনের রাজ্যকালের বেশী পূর্বে হইতে পারে না। কারণ, ইহাদের জীবদ্দশায় পরে আগত মাহি-আছোয়ারের প্রপৌত্র রাস্তি খাঁ ১৪৭৪ সনে জীবিত ছিলেন। কদল খাঁর নাম “কদলপুর” প্রভৃতি গ্রামে বাঁচিয়া থাকিলেও স্থানীয় প্রবাদে লুপ্ত হইয়াছে—বদি “কাতাল পীর” তাঁহারই বিকৃত নাম বলিয়া বিবেচিত না হয়। বর্তমান চট্টগ্রাম সহরের আন্দরকিল্লায় পীর বদরের আস্তানা বিদ্যমান থাকিয়া ৬০০ বৎসরের স্থিতি বহন করিতেছে। ১৮৪৮ সনে ইহার নিকর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে তৎকালীন খাদিমগণ “আপত্ত্য করে যে চট্টগ্রাম শহর জঙ্গল ও পৈরির বাস থাকা কালীন হিন্দুস্থানে সাহা গৌরির রাজত্ব সময় সাহা বদর পীর আওলিয়া সাহেব কেম সহর হইতে এ স্থান আগমনে পরমেশ্বর ধ্যানে বাস করত আবাদ ক্রমে” সরকারের আমলের পূর্বের আমেলান ও বাদসাহা হইতে খয়রাত পাইয়া খাদিমেরা “পোস্তল এক দরগাহা চৌদেওয়ার বেষ্টিত” স্থাপন করিয়াছিলেন। এই চিরন্তন প্রবাদ-বাক্যমধ্যে সাহা গৌরি অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরির সমকালীনতার উল্লেখ অমূলক এবং পীর বদরের আদিস্থান (আরব দেশের অন্তর্গত) “কেম সহরের” উল্লেখ একটি নূতন সন্ধান বটে। অপর একটি দলীলে দানভাজন ব্যক্তি ও দানকর্তৃগণের একটি ধারাবাহিক নামমালা লিপিবদ্ধ আছে—“মোরসান্ সেক হামিদ ও আবদুল করিম ও পীর মাহামুদ (ও) ছদরজ্জাহ ও সেখ মাহাম্মদ ও সেক ছেবান্” প্রভৃতি খাদিম “সরকার বাহাজুরের আমলের পূর্বে নওাব হোসেন সাহা বাদসা গাজি ও নওাব জাফর খাঁ ও নওাব অলি বেগ খাঁ ও সাহা ফিরুজ খাঁ ও নওাব রহমত খাঁর সনদ উপলক্ষে” ভূমি পাইয়াছিলেন। এই সকল সনদ গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছিল। সিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণেও পীর বদরের আস্তানার উল্লেখ আছে এবং তজ্জগ্ত মঘরাজা-প্রদত্ত ভূমিদানের কথা আছে। সম্ভবতঃ “সাহা ফিরুজ খাঁ” কোন মঘরাজার মুহলমানী নাম।

কবি মহম্মদ খাঁর পিতৃবিবরণে পাওয়া যায়, “ছিদ্দিক-বংশীয়” মাহি আছোয়ার তাঁহার আদিপুরুষ। মাহি আছোয়ার অর্থাৎ মংস্তারোহী একটি যৌগৈক্যসূচক উপাধি মাত্র। কবি তাঁহার প্রকৃত নামটি গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। “তারিখ-ই-হামিদী” গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১১০-১১) তাঁহার প্রকৃত নাম “বক্তার” এবং তাঁহার বংশ চাটগ্রামের সজ্জাত মুহলমান পরিবারসমূহের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। সুলতান-ইতিবুস্তে পাওয়া যায় (নব্যভারত, ১২৯৬, পৃ. ৩০৪), বক্তার অথবা বক্তিয়ার মাইসোয়ার প্রভৃতি ১২ জন আউলিয়া প্রথম সুলতানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তিনি একা সুলতানে থাকিয়া যান। এই অমূলক প্রবাদের উৎপত্তির কারণ, সুলতানের বিখ্যাত ভূমিদার আবুতোরাপ চৌধুরী মাহি আছোয়ার-বংশীয় ছিলেন। কবি মহম্মদ খাঁর বিবরণ অনুসারে মাহি আছোয়ার ও হাজি খলীল এই

দুই জন চাটিগ্রাম আসিলে কদল খাঁ, বদর আলাম প্রভৃতি ১২ জন তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া আনিয়াছিলেন। হাজি খলীলের সমাধি শ্রীহটে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ তিনি চাটিগ্রাম থাকিয়া যান নাই। বার আউলিয়ার অন্ততম অশ্বর একজন বিখ্যাত ফকীরের নাম “হজরত সাহা মছনদ আওলীয়া”। সায়েস্তা খাঁর চাটিগ্রাম বিজয়ের অব্যবহিত পরে নবাব বুজরগ্ উমেদ খাঁ ও দেওয়ান নরসিংহ দাস ১০৭৭ হিজরি সনে (১৬৬৬ খ্রীঃ) ঝিঅড়ি গ্রামে উক্ত আওলিয়ার দরগার জম্বা মঘী ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। সনদের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঝিঅড়ি ও বটতলির এই বিখ্যাত দরগাহের উল্লেখ বর্তমানে সর্বত্র সাহা মছনদের পরিবর্তে মোহাছেনের নাম চলিতেছে (বার আওলিয়া, পৃ. ৫৬-৮)।

ফখরুদ্দীন হইতে বারবক্ সাহের রাজত্ব পর্য্যন্ত অন্যান্য এক শত বংশের চাটিগ্রামের শাসনকর্তাদের নাম জানা যায় না। বক্তার মাহি-আছোয়ারের প্রপৌত্র রাস্তি খাঁ কবি মহম্মদ খাঁর বর্ণনামুসারে “চাটিগ্রাম দেবপতি” অর্থাৎ প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। চাটিগ্রাম ফতেয়াবাদের তথাকথিত আলাওলের দীঘির পারে রাস্তি খাঁর মসজিদ বিদ্যমান, ৮৭৮ হিজরী সনে (১৪৭৪ খ্রীঃ) সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক্ সাহার রাজত্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। ইহার নিকটে যে নছরত সাহার দীঘি আছে, তাহা সুলতান হুসেন সাহা ভনয়ের নাম বহন করিতেছে বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদে “নছরত সাহ” নামক ব্যক্তি “পাহাড় ও জঙ্গল-ইত্যাদি আবাদপূর্ব্বক” পাকা মসজিদ ও দীঘি দিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বহু কাল বিদ্যমান ছিল। রাস্তি খাঁর পুত্র মীনা খাঁ, তৎপুত্র গাভুর খাঁ—“বার কীর্ত্তি গোড়দেশ ভরি।” তাঁহার সম্বন্ধে কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

“করিয়া বিষম রণ, জিনিলা ত্রিপুরাগণ, হেলায় পাঠানগণ জিনি।” ইত্যাদি। এই পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা কেহ এ-বাবৎ করেন নাই। ত্রিপুরাধিপতি ধন্তমাণিক্যের সহিত হুসেন সাহের সম্বন্ধ এখানে স্মৃতিত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু পরাগলী মহাভারতের অষ্টমেধপর্বে ছুটি খাঁর পরিচয়-প্রসঙ্গে হুসেন সাহের ভনয় মলরত সাহের রাজত্বকালেই ত্রিপুরা-বিজয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (সা-প-প, ১৩৩৪, পৃ. ১৬৪-৬৬)^২ রাজমালার মতে

২। স্বর্গত কৈলাসচন্দ্র সিংহ-সংগৃহীত একটি পরাগলী ভারতের পুথির দুইটি পাতা (২৫৮-৫৯) মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ২৫৮।২ পত্রে অমুশাসনপর্ব্বের পুণ্ডিকার পর একটি মূল্যবান ও কৌতুকজনক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে : “জে ঠাকুর সকলে পুস্তক পঠ আদ্রাকে মন্দ না বুলীবা শ্রীমাসীম খাএর আদরস ও রাজা খাএর আদরশ ও মাণিক্যবীবীর আদরশ এহি ভিনের ভিন আদরস জেরূপ আছে তেমত লিখিছি এহাতে গৌনহ না করিছি ॥ এহি নিবেদীল—” মাসীম খাঁ। সম্ভবতঃ পরাগলপুরের চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ ইব্রাহিম খাঁর চতুর্থ পুত্র এবং প্রায় ১৭০০ সনের লোক। পুথিটির লেখক ও লিপিকালের উল্লেখ

হসেন সাহের লৈলু তিন বারই ধত্তমাণিক্যের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিল (২য় লহর, পৃ. ২২-২৮)। ধত্তমাণিক্যের ১৩৫ শকাব্দের “চাটিগ্রামজয়ি” রজতমুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা রাজমালার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং গাভুর খাঁ নসরত সাহের সময়ে (১৫১২-২৫ সন) বিত্তমান ছিলেন ধরা যায় এবং ত্রিপুররাজের সহিত সংঘর্ষকালে গাভুর খাঁর পিতৃব্য-পুত্র ছুটি খাঁ সেনাপতি ছিলেন। কারণ, পরাগলী ভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ছুটি খাঁর পিতা পরাগল খাঁ ছিলেন “রাস্তিখানতনয়” (সা-প-প, ১৩৩৪, পৃ. ১৬৬)। পরাগল ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ যে বংশের একটি কনিষ্ঠ ধারা, তাহা “লঙ্কর” (অর্থাৎ সেনাপতি) উপাধি হইতেও প্রতীপন্ন হয়—তাহারা সমগ্র চাটিগ্রামের অধিপতি ছিলেন না। এই পরবর্তী সংঘর্ষ সম্ভবতঃ ত্রিপুরাধিপতি ধত্তমাণিক্যের রাজত্বের শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। রাজমালায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও পরবর্তী রাজা দেবমাণিক্যের (অভিষেক-মুদ্রা ১৪৪৮ শকাব্দ) বিবরণে পাওয়া যায় :—

“চাটিগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেব।

জত রার্থ পিতৃসন্ত আছিলেক পুনি।

সকল সাগিল যুখে সেই নৃপমনি ॥ (প্রাচীন রাজমালা, ২৩২ পত্র)

তদ্বারা অনুমান হয়, ধত্তমাণিক্যের চাটিগ্রামে অধিকার কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। এবং দেবমাণিক্য নসরত সাহের মৃত্যুর পর চাটিগ্রাম পুনঃ জয় করিয়াছিলেন। অত্থা ধারাবাহিক অধিকারস্থলে চাটিগ্রামে থানা রাখার উল্লেখ নিশ্চয়োজন।

গাভুর খাঁর কীর্তিকথায় একটি-বিশ্বয়জনক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তিনি “হেলায় পাঠানগণ” জিনিয়াছিলেন। এই পাঠানগণ কে? সমসাময়িক পর্তুগীজ বিবরণীতে পাওয়া যায়, প্রায় ঐ সময়ে চাটিগ্রামের দক্ষিণাংশে “খোদা বক্স খাঁ” নামক একজন পরাক্রান্ত জমীদার ছিলেন। ১৫২৮-৩৮ সনে তাঁহার সহিত তদীয় এক প্রতিবেশী জমীদার, পর্তুগীজ ও চাটিগ্রামের অধিকারীর সংঘর্ষের কথা Campos-কৃত *Portugese in Bengal* (1919) গ্রন্থে (pp. 31-2, 42) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে যে *De Barros* এর মানচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আরাকান ও চাকমা রাজ্যের সংলগ্ন অঞ্চল চাটিগ্রাম হইতে পৃথক খোদা বক্স খাঁর বিস্তৃত জমীদারী (“*Estado do Codavascam*”) প্রদর্শিত হইয়াছে। গাভুর খাঁর সংঘর্ষ এই খোদা বক্স খাঁর সহিতই ঘটয়াছিল বলিয়া নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত। কবি-বর্ণিত গাভুর খাঁর পাঠান-পরাভব-বার্তা ও পর্তুগীজ-বর্ণিত খোদা বক্স খাঁর

নাই। ছুটি খাঁর বিবরণে (২৫২ পত্র) পাঠান্য়গুণি লিখিত হইল :—সর্বদেব বন্দিয়া বন্দোম কবিগণ।...উপপ্লব নাই কোহ...। ত্রিপুরা গড়েত গীয়া কৈল সখিখান।...দেবের নির্দান সে জে অলংহন পুরী।...লঙ্কর পরাগল খানের তনয়।...সম্বাদে বিবয় দিল কুতুহলমতী।...জগুপি অভয় দিল খান মহামতী। তথাপি আতঙ্ক বাঢ়ে ত্রিপুরানুপতী। আপনা নৃপতি সন্তপিয়া সবিশেষ।...পত্নীতে মণ্ডীত সভা...।

প্রতিবেশীর সহিত সংঘর্ষ ("feud with a neighbouring chief"—ঐ, পৃ. ৩১) একই ঘটনা বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে, ছুটি খাঁ ও পরাগল খাঁর ত্রায় গাভুর খাঁও বিষয়সেবী ছিলেন :—লইয়া পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র শুনে অমুকণ, রঙ্গ চক্ষু কোতুক অপার। কিন্তু রাস্তি খাঁ-তনয় পরাগল খাঁর সহিত গাভুর খাঁর অভেদ কল্পনা (বঙ্গলক্ষী, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ. ৮৩) ভ্রমাত্মক।

গাভুর খাঁর পুত্র (?) "হামজা খাঁ মছলন্দ" ১৫৩৮ সনে জীবিত ছিলেন। কারণ, চাটিগ্রামের অধিকার লইয়া তাঁহার সহিতই খোদা বক্স খাঁর সংঘর্ষ হয় এবং পতু'গীজরা হামজা খাঁর পক্ষাবলম্বন করেন। নামটি পতু'গীজদের উচ্চারণ-দোষে "Amarzacao" রূপে পরিণত হইয়াছে (Campos p. 42)। সের শাহের প্রেরিত প্রতিনিধির সহিতও হামজা খাঁর বিরোধ হইয়াছিল। এই হামজা খাঁ হইতে পৃথক্ অপর এক জমীদার ঐ নামে ১০২৩ হিজরী সনে জীবিত ছিলেন (তারিখ-ই-হামিদী, পৃ. ১২৮-৩২)।

হামজা খাঁর পুত্র নসরত খাঁর বর্ণনা সংশোধনপূর্বক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। ইহা কবি মহম্মদ খাঁর রচনাশক্তির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রহণীয়।

তাহান নন্দনবর,	রসে যেন রত্নাকর,	ধর্ম্মে কর্ম্মে যেন বৃহস্পতি।
অমেরুসদৃশ ধির,	পার্শ্বসম মহাবীর,	ঐশ্বর্য্যেতে দিলীপ যথাতি ॥
বংশের প্রসিক্তিহেতু,	নিজকুল জয়কেতু,	জন্ম হৈলা প্রচণ্ডপ্রতাপ।
গান্ধারীনন্দন মানে,	কর্ণ বলি যেন দানে,	ভিক্ষুক জনের যেন বাপ ॥
বিজয়ে বিজয়ী সম,	বিপক্ষকুলের যম,	চক্রমুখ সূধা মধু হাস।
রূপে কামসমসর,	ধীর স্থললিত বর,	পুরাত্ন সকল নারী আশ ॥
প্রজার পালক রাম,	বাপ হোতে অমুপাম,	বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব পালন প্রাণ,	নসরত খান জান,	তান পদে করম মিনতি ॥

অত্রতঃ (৬১১ পত্রে) কবি নসরত খাঁকে "বংশের অবতংস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ চাটিগ্রামের অধিপতি এই নসরত খাঁর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি মহম্মদ খাঁর প্রমাতামহ "ছদজ্জাহা" উপাধিধারী সাহা আবদুল ওহাব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁহার সম্বন্ধে কবি উজ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন :—

গৌড়ধাম অধিপতি থাকে প্রশংসিলা।	বার বাঙ্গালার পতি ইছা খান বীর।
ভিক্ষুক জনের প্রতি যাহাকে বলিলা ॥	দক্ষিণকুলের রাজা আদম সুখীর ॥
চাটিগ্রামপতি জান নসরত খান।	স্নেহভাবে যাহাকে পূজন্তু নিতি নিতি।
আপনার প্রিয় স্ত্রী দিলা যার স্থান ॥	যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি ॥

সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁর সমকালীন এই পরম পণ্ডিতের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষপাদে^৩ এবং তাঁহার ঋতুর নসরত খাঁর শাসনকাল ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নির্ণয় করা

যায়। আরাকানের ইতিহাসে পাওয়া যায় (ছন্দমালালঙ্কার, রচিত “রথৈঃ-রাজওয়াঙ্গ-ধচ্চাম্”, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯), মঘ-রাজা মেও-ছোলহ (১৫৫৬-৬৪খ্রীঃ) চাটিগ্রামের “উজী(র) নৌধরো খণ্ডের” নিকট হইতে ১৫৬১-৬৩ সন মধ্যে উপঢৌকনাদি পাইয়া তাঁহার আত্মগত্যা গ্রহণ করেন। তৎপরবর্তী রাজা ছক্যাবদির (১৫৬৪-৭১খ্রীঃ) সহিত ঐ উজীরের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৮১)। পতুগীজ বিবরণী হইতে পাওয়া যায়, চাটিগ্রাম সহরের অধিপতির (Retor বা Governor) সহিত পতুগীজদের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের হস্তে ঐ অধিপতি নিহত হইয়াছিলেন। ইহা ১৫৬৯ সনের শেষ ভাগে (কিধা ১৫৭০ সনের প্রারম্ভে) ঘটিয়াছিল। (Purchas His Pilgrims, vol. X. p. 137 : Campos, p 269) এই অধিপতি খুব সম্ভবত নসরত খাঁ।

নসরত খাঁর পুত্র জালাল খাঁর বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ উদ্ধাযযোগ্য :—

প্রণামি তাহান পদ, রচিব পাঞ্চালীপদ, তান পুত্র বলে হলধর।

চাটিগ্রাম দেশ কান্ত, পৃথিবী জিনি ধৈর্য্যবস্ত, গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর ॥

শাস্ত দাস্ত গুণবস্ত মর্যাদার নাহি অন্ত, হস্তস্তে একান্ত কোপ গণি।

ক্ষোভস্ত করস্ত বল, নাশস্ত রিপূর দল, জলস্ত আনল হেন জানি ॥

প্রশংসস্ত সর্বদেশ, কীর্তি গাস্ত সবিশেষ, মহিষ মারস্ত এক শরে।

শৌর্য্যবস্ত বীর্য্যবস্ত, অনন্তকে কৈল অন্ত, এক শরে শার্ঙ্গিল সংহারে ॥

সত্যবস্ত জিনি ধর্ম্ম, জ্ঞানবস্ত জীবনম, প্রজাক পালিলেস্ত ধর্ম্ম রাখি।

কবরগাহা”র জন্ত মির্জা মাহাম্মদ বাকর ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাহার দলীলপত্র চাটিগ্রাম কালেক্টরীতে আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। “লয়লা মজনু”র কবি দৌলত উজীরের পীর আছাওদীন এই ছদ্মরজাহার প্রণোত্র ছিলেন (সা-প-প, ১৩০৭, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১৩২০, পৃ. ১৪-১৬ ও নবনূর ১৩১০, পৃ. ২১৩-২৮ দ্রষ্টব্য)। কবি যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান অথচ এ যাবৎ সম্যক আলোচিত হয় নাই। লয়লা মজনু রচনাকালে দিল্লীখর ছিলেন আওরঙ্গ সাহা, আর চাটিগ্রাম অধিপতি ছিলেন (গোড়ের অধীনতা দূর হওয়ার পর) “ধবল অরুণ গজেশ্বর” নেজাম সাহা। মোগল আমলের শাসক নবাব মহম্মদ নিজামুদ্দীন (১৭১৭-৫৯খ্রীঃ) হইতে পৃথক্ এই নেজাম সাহা নিঃসন্দেহ মঘরাজা চন্দ্রসুন্দর্য্যার (১৬৫২-৮৪খ্রীঃ) নামান্তর। বুঝা যায়, শায়েস্তা খাঁর চাটিগ্রাম-বিজয়ের পূর্বে চাটিগ্রাম সহরেরই নামান্তর ছিল “কতেয়াবাদ”, পরে ইসলামাবাদ হয়। কবির পূর্বপুরুষ হোসেন সাহের (১৪২৩-১৫১২খ্রীঃ) প্রধান উজীর হামিদ খাঁ। মুক্তলহোসেনের প্রমাণবলে ছদ্মরজাহারই বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। চাটিগ্রামের বদরমোকামের দলীলে তিনিই প্রথম দানভাজন (সেক হামিদ) এবং প্রথম দাতাও ছিলেন হোসেন সাহা। সম্ভবতঃ রাস্তি খাঁ তনয় মীনা খাঁর পরে কিধা স্থলে, অর্থাৎ গাভুর খাঁর পূর্বে, হামিদ খাঁই চাটিগ্রামের অধিপতি ছিলেন।

মুখজ্যোতি পূর্ণচন্দ্র, হাস্ত জিনি মকরন্দ, কোমল কমলদল আখি ॥

দশন মুকুতাপাতি অধর রঙ্গিম অতি, ভুরুযুগ টালনি দোলনৌ ।

দীর্ঘ বাহু মধ্য চাকু, গজখণ্ড ছই উরু, চরণ তরুণ কমলিনী ॥

নারীমুখপদ্মভূঙ্গ, সমরে সদৃশ সিংহ, মধুবাণী সুধাসম হাস ।

তেজি গুরুজনভীত, সকল কামিনীচিত, শ্রামঘন মিলিবার আশ ॥

কেহ বোলে কার ভয়, দেখি আইল কামরায়, কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ ।

এহি মুখ পূর্ণশশী, কেহ বোলে নভোবাসি, কোণা চান্দ নাহিক কলঙ্ক ॥

কেহ বোলে দিনকর, কেহ বোলে বিভাধর, কেহ বোলে না হয় সকল ।

এহি সে জালাল খান সুরপতি পঞ্চবাণ, রূপে জিনিয়াছে (দেবদল) ॥

সে পদপঙ্কজরেণু, শিরে ধরি ফাগু জম্বু, রচিব পাঞ্চালী অমুপাম ॥ (৩১২-৪১১ পত্র)

কবি মহম্মদ খাঁর পরিশুদ্ধ রচনা-রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বর্ণনাটিতে একটিও বাবনিক শব্দ নাই। আরাকানের ইতিহাসে জলাল খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ত্রিপুরাধিপতি ধনুমানিক্য ১৪০৫ শকাব্দে (১৫১৩খ্রীঃ) চাটিগ্রাম অধিকার করেন। তৎপর হইতে অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল (১৫৭৭-৮৬খ্রীঃ) পর্য্যন্ত চাটিগ্রামে ত্রিপুরার আধিপত্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। মঘরাজা সেকেন্দর সাহ ১৫৮৮ সনে অমরমাণিক্যকে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিয়াছিলেন (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩, পৃ. ৬০৫ দ্রষ্টব্য)। রাজমালায় পাওয়া যায় (২য় লহর, ৩৮ পৃ.), এই ত্রিপুর-মঘ-যুদ্ধের স্মরণপাত হইয়াছিল বিদ্রোহী মঘ সামন্ত “আদম পাদসাহা”কে লইয়া। যুদ্ধের প্রথম ভাগে অমরমাণিক্যের এক পুত্রের মৃত্যু হইলে সেকান্দর সাহা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লিখিয়া পাঠান :—

রাস্ত ছকরয়া ছিল আদম পাদসাহা ।

তাহারে বান্দিয়া দেও আমি চাহি তাহা ॥ (প্রাচীন রাজমালা)

সুতরাং চাটিগ্রামের দক্ষিণভাগস্থিত রামু-চকরিয়ার এই অধিপতি নিঃসন্দেহ ছন্দরজাহার অন্ততম পৃষ্ঠপোষক “দক্ষিণ কুলের রাজা আদম” হইতে অভিন্ন। মঘরাজা কর্তৃক উদয়পুর অধিকারের পরও অমরমাণিক্য তেজঃপূর্ণ বাক্যে আশ্রিত আদমকে প্রত্যাৰ্পণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। অমরমাণিক্যের এই ক্ষাত্তভেজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

পুনর্বার মগরাজা লিখিল রাজারে ।

তোমি তাকে কি জানিবা মগধকুমার ॥

আদমকে ছাড়িয়া দেহ প্তি হইবারে ॥

দৈবগতি এক পুত্র যুদ্ধেত পড়িছে ।

নৃপতি লিখিল তবে ই কথা না হবে ।

আর ছই পুত্র মোর অখনেহ আছে ॥

শরণ লইছে আদম তাকে নাহি দিবে ॥

এহি সব মরিলে হ না দিব আদম ।

ক্ষত্রিয় বংশেত জন্ম হইছে আমার ।

হুর্দল হইছি আমি দৈবগতিক্রম ॥

(প্রাচীন রাজমালা, ৪৫১১ পত্র)

চাটিগ্রামে চক্রশালা অঞ্চলে “আদম ছাই”র দীঘি ও তৎসংক্রান্ত প্রবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। ছন্দমালালঙ্কারের আরাকান-ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৯০) পাওয়া যায়, উক্ত সংঘর্ষকালে “চাইতাগড়ের উজী(র) জলা লি” ব্রহ্ম-রাজার (অর্থাৎ ত্রিপুরাধিপতির) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরাজয় হইলে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ৯৪৮ মঘাব্দের ৬ই “নেস্তৌ” বুধবার মঘরাজা সমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মঘাব্দ “কার্ত্তিকাদি” ছিল এবং গণনামুসারে ১৫৮৫ সনের ১৭ নবেম্বর বুধবারই ঐ যুদ্ধযাত্রার তারিখ হয় এবং ১৫৮৬ সনের প্রারম্ভে (রাজমালার মতে চৈত্রমাসে) সেকান্দর সাহ উদয়পুর অধিকার করেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ শকাব্দের অভ্যেকমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় ত্রিপুর-পরাজয়ের এই তারিখই প্রামাণিক প্রতিপন্ন হয়। হুর্গামণি-সংশোধিত রাজমালার তারিখ (পৃ. ৪২, চৈত্র ১৫১০ শক) এস্থলে ভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন রাজমালার প্রকৃত পাঠ “কালনভ শরচ্ছত্র শক চৈত্র মাসে” (অর্থাৎ ১৫০৬ শকাব্দ) স্থলে বোধ হয় “শৈলনভ” ছিল।

১৫৮৬ সন হইতে ১৬৬৬ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল চাটিগ্রামে মঘ-ফিরিঙ্গির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। জালাল খাঁর পুত্র “বিরাহিম খান” তাঁহাদের আত্মগত্য স্বীকার করিয়া নামে মাত্র “উজীর” ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবির ভাষা হইতে (“শ্রীবিরহিম খান, তোমাকে প্রণামি বহুতর।”) বুঝা যায়, গ্রন্থ রচনাকালেও (১৬৪৬ সনে) তিনি জীবিত ছিলেন। আরাকানের ইতিহাসে এবং পাদ্রী ম্যানরিকের (Manrique) অপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়—মঘরাজার দ্বিতীয় পুত্রই সাধারণতঃ চাটিগ্রামের অধিপতি নিযুক্ত থাকিতেন (Bengal : Past & Present, 1916, p. 162)। উক্ত পাদ্রীর আগমনের অল্প পূর্বে (১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে) চাটিগ্রামের তৎকালীন অধিপতির মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি সম্ভবতঃ হৃদ্যন্ত পর্ন্তুগীজ দম্ভ্য গঞ্জালিসের সমকালীন (মঘরাজা সলিম সাহার—১৫৯৩-১৬১২ সন) দ্বিতীয় পুত্র Anoporaō। Bocarro's Decada গ্রন্থে (p. 439) তাহাকে “Lords of the land of Dianga, Saquecela and Ramu” বলায় বুঝা যায়, সমগ্র চাটিগ্রামে তৎকালে তিনটি শাসনবিভাগ ছিল—দেয়াঙ্গ, চক্রশালা ও রামু। ম্যানরিকের সময়ে রামুতে পৃথক্ শাসক ছিল (Bengal : Past & Present, 1916, p. 229) এবং তাঁহার অবস্থানকালে চাটিগ্রামের নবনিযুক্ত অধিপতি পর্ন্তুগীজগণের অনিষ্টসাধনের জন্য ঢাকার নবাবের নামে পর্ন্তুগীজগণের ও চক্রশালার বাঙ্গালী অধিবাসিগণের (“The Bengalas residing in the territory of Sacassala,” ibid. p. 227) হইতে গুপ্ত সন্ধিপত্র জাল করিয়াছিলেন। মনে হয়, ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই চাটিগ্রামের সহিত মঘ রাজাদের সম্পর্ক আরম্ভ হইলে তিন জন পৃথক্ মঘ প্রতিনিধি তিন স্থলে নিযুক্ত হইত। রামুর (এবং সম্ভবতঃ চক্রশালার) এইরূপ একজন প্রতিনিধি ছিলেন অমরমাণিক্যের আশ্রয়প্রাপ্ত আদম সাহা।

আচার্য্য ত্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা

গত ১৩৫৪. ২১এ অগ্রহায়ণ দিবসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি সার্ব ত্রীষড়নাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া শহরে ত্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের উন্নয়নবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত এক বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। সভার উদ্বোধনের পর সভাপতি মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের গলে পরিষদের পক্ষে সোনালি জরির মালা অর্পণ করিলে পর, পরিষদের পক্ষে অধ্যাপক ত্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বরচিত নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পাঠ করেন।

স্বস্তি ॥ জ্যোতিঃকোষ-পুরাণ-বেদবিষয়ৈরুজ্জ্বলিত্বাচ্চ
যন্তার্যাস্ত পরং প্রগাঢ়রচনৈঃ গোড়াঃ গতাঃ গৌরবম্ ।
ত্রীবিদ্যানিধিরায়ভাজনমসৌ যোগেশচন্দ্রে ভবান্
মার্কণ্ডেয়নিভঃ সভাজিতসমো দৃষ্টোহস্ত কৃষ্টাঃ বয়ম্ ॥
ইয়ং প্রশস্তির্বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদগৃহাৎ ।
দীনেশশর্ম্মরচিতা শতাব্দুঃপূর্তিশংসিনী ॥
শাকে গ্রহাৱিনাগেন্দৌ মার্গৈকবিংশবাসরে ।
প্রীত্যে ভবতামস্ত বাঁকুড়াপুরবাসিনান্ ॥

অতঃপর স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ত্রীরামশরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার অভিব্যষণ পাঠ করেন। পরিষদের সম্পাদক ত্রীসজনীকান্ত দাস নিম্নোক্ত মানপত্র পাঠ করেন। একটি চন্দনকাষ্ঠের পেটিকায় স্থাপন করিয়া রেশমী কাপড়ে ব্রুজিত এই মান-পত্রটি বিদ্যানিধি মহাশয়ের হাতে দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ত্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় ত্রীবিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী, অধ্যাপক ত্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ত্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুদত্ত, ত্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ত্রীকমলকৃষ্ণ রায় যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাঠিত হয়।

আচার্য্য ত্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম. এ., এফ. আর. এম. এস.,

রায় বাহাদুর মহাশয়ের করকমলে—

হে জানভাপস.

আজ আপনার জীবনসঙ্কায় সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক ও দেশপ্রেমিকদের পক্ষে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমাদের কর্মজীবনে আপনার আশীর্বাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার সম্পর্কপূত বাঁকুড়াতীর্থে উপনীত হইয়াছি। আপনার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকাংশ কাল কঠোর জ্ঞানসাধনায় আতবাহিত করিয়া আপনি যে গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই আমাদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে; আশীর্বাদ করুন, সেই আদর্শে আমরা বেন অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

হে সত্যানুসন্ধী শিক্ষাক্রমী,

আপনার ঋণিতুল্য সরল পবিত্র জীবনযাত্রা, শিক্ষাদানে একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে পথপ্রদর্শন, আপনার প্রধান কর্মক্ষেত্র উড়িষ্যাপ্রদেশে চিরস্মরণীয়

হইয়াছে; আপনি সেখানে বহু দ্বন্দ্বের ভক্তির বেদীতে আজ প্রতিষ্ঠিত। আপনার স্বদেশ-বালী বাঙালীকে মাতৃভাষায় দুর্জয় বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আপনার প্রথম জীবনের একক সাধনার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উৎসাহ ও সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিয়া আপনি ভাষাপ্রবণ বাঙালী জাতিকে নূতন পথে উৎসাহ করিয়াছেন। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের নিখুঁত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আপনার এই সকল অমর কীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি।

হে অক্লান্তকর্মী বৈজ্ঞানিক,

শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্বে নয়, ফলিত বিজ্ঞানেও আপনি এই দরিদ্র দেশকে সম্পদশালী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। স্বদেশী-আন্দোলনেরও পূর্বে দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে স্থায়ী রঞ্জক-দ্রব্য প্রস্তুতের যে প্রণালী আপনি আবিষ্কার করিয়াছেন, আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে আসিয়া তাহার প্রয়োগে জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আপনার কৃত কর্মের পুরস্কার আপনার স্বদেশ এবারে লাভ করিবে। দেশজননীর আশীর্বাদে আপনার জীবনের সাধনা ধন্য হইবে।

হে একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী,

আপনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শৈশব অবস্থা হইতে ইহার সহিত যুক্ত হইয়া আজ পর্যন্ত ইহাকে বিবিধ দানে পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন। সেই দান “বাঙ্গালা ভাষা”, “বাঙ্গালা শব্দকোষ” এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও অগ্রাণু বহু গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের মধ্যে বিধৃত থাকিয়া চিরদিন আপনার অমরকীর্তি ঘোষণা করিবে। আপনি এক জীবনে বাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা বিশ্ববিশুদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

হে মহাত্মাগ,

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আপনি আমাদের কুলপতি—সহস্র সহস্র শিষ্যের গুরু। আমরা আপনাকে আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি, আপনি গ্রহণ করিয়া আশাদিগকে কৃতার্থ করুন।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

কলিকাতা

২১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৪



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সম্বৰ্ধনার উদ্ভৱে

আচার্য শ্ৰীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ভাষণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত ও বাঁকুড়াবাসী বন্ধুগণ। আমি আপনাদিগকে সবিনয় নমস্কার করছি। আজ আপনারা সকলে সমবেত হয়ে আমার বহু সম্মান করলেন। আমি ধন্য হলাম। আমি কখনই কালে ভাবি নাই, আমি এতাদৃশ সমাদর পাব। পরিষৎ বঙ্গের মস্তিষ্ক। একদা পরিষদের সমস্ত-সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক ছিল। সেই পরিষদের স্তর বহুনাথ-প্রমুখ সমস্ত এই শীতকালে রেলগাড়ীতে ভ্রমণের ক্লেশ উপেক্ষা ক'বে এখানে আমার সম্বৰ্ধনা করতে এসেছেন। আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। অপর দিকে মনে হচ্ছে, আমি অপরাধী। সত্য বটে, আমি নিরলস হয়ে নানা বিষয় আলোচনা করেছি। কিন্তু কখনও মনে করি নাই, সে সবেৰ দ্বারা বাঙালা সাহিত্যের পুষ্টি হবে, অস্ত্রের উপকার হবে। আমি অবসরকালে দশ বার বৎসর বাঙালা ভাষার চর্চা করেছি। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, আমার শিক্ষা, সংসর্গ, কার্য বাঙালা ভাষা শিক্ষার অমুকুল ছিল না। আমি বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলাম। বাঙালা ভাষা শিক্ষার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কেন বাঙালা শিক্ষায় রত হলাম, সে কথা বলছি।

১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় রমেশচন্দ্র দত্ত, স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি মিলে উহা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩০২ সালে আমি উহার সমস্ত নির্বাচিত হই। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমায় পত্র লেখেন। প্রথম বৎসরের পত্রিকায় দেখলাম, 'ইউরেনাস' নামক গ্রহের সংস্কৃত নাম নিয়ে তর্ক চলেছে। দেখি, জবলপুর কলেজের গণিতের শিক্ষক অপূর্বচন্দ্র দত্ত একদিকে ও বিত্তম্ব সিদ্ধান্ত পত্রিকার কর্তা মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর একদিকে তর্ক করছেন। একজনের মতে ইউরেনাসের নাম ইন্দ্র হওয়া উচিত; কারণ, গ্রীকপুরাণে ইউরেনাস দেবতার প্রথম রাজা। বেদের ইন্দ্রও দেবতার রাজা। অল্প জনের মতে, ভাষাতত্ত্বে ইউরেনাস ও বেদের বরুণ একই শব্দ, অতএব ইউরেনাসকে বরুণ বলাই উচিত। আমার কাছে দুইটি শব্দই নূতন ঠেকল। ইউরেনাসকে বাঙালার ইউরেনাস বা সংক্ষেপে 'ইউরেন' বলতে আপত্তি কি? অনেক বিচারের পর পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা এই নাম স্বীকার করেছেন। জ্যোতির্বিদ হার্শেল, যিনি এই গ্রহের আবিষ্কার, তিনি এই নাম দিয়েছেন। ইহার বৈদিক নাম স্বাধবার কি প্রয়োজন হ'ল। কিন্তু কেহ উত্তর দিলেন না।

বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল। বাঙালা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব ছিল। ১৩০২ সালে রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী রাসায়নিক

পরিভাষা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। কি নিয়মে রসায়নের মূল ও বৈজ্ঞানিক পদার্থের নাম রচনা কর্তব্য, তিনি প্রথমে সেই নিয়ম বিচার করেন। সে বিষয় কারও আপত্তি করবার ছিল না। কিন্তু তাঁর অসামান্য বুদ্ধি ও বহুজ্ঞান প্রয়োজনোপযোগী পরিভাষা প্রণয়নে ব্যর্থ হ'ল। তিনি নিজেকে লিখেছিলেন, রসায়নশাস্ত্রের পরিণাটি পরিভাষার গুণেই ইহার উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। তিনি সে পরিভাষা ত্যাগ ক'রে নূতন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাম প্রস্তাব করলেন। যেমন, অক্সিজেন 'দহক', অক্সাইড 'দহ্য', ক্লোরিন 'হরিন', ক্লোরিন-অক্সাইড 'দহ্য-হরিন', ইত্যাদি। এই নামটি দিন কয়েক সকলের কৌতুক উৎপাদন করত। সে সময়ে মেডিকেল ইন্সুলের ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ভাষায় বিজ্ঞা শিখত। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মেডিকেল ইন্সুলের শিক্ষার কর্তা ছিলেন। তিনি আদেশ করলেন, ছাত্রটিকে রসায়ন-বিজ্ঞা ও কৃষ্ণ পদার্থ-বিজ্ঞা শিখতে হবে। কটকে মেডিকেল ইন্সুল ছিল, কিন্তু প্রথমে ইন্সুলে এই দুই বিজ্ঞা শিখাবার উপকরণ ছিল না। শিখাবার ভার আমার উপর পড়ে। ছাত্রেরা শনিবারে শনিবারে দুইটার পর কলেজে আসত। আমি বাঙ্গালায় বলতাম। ওড়িয়া ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রদের মত বাঙ্গালা বুঝত, কিন্তু পাঠ্যোপযোগী বই ছিল না। আমি "রসায়ন" নামে একখানি বই লিখি। সে বই ১৩-৪ সালে মুদ্রিত হয়। আমি সে বইতে ইংরেজী পরিভাষা নিয়েছিলাম। "প্রবাসী"র অগ্রজ "প্রদীপে" এই বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচক "নানান দেশে নানান ভাষা। বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা ॥"—এই ভূমিকা ক'রে "দীনা বঙ্গভাষা"র জন্ত খেদ করেছিলেন। তিনি নিজের নাম দেন নাই। রামানন্দবাবু "প্রদীপে"র সম্পাদক, তাঁকে পত্র লিখে জানলাম, ডক্টর প্রফুল্লক্সে রায় (পি. সি. রায়) সমালোচক, তিনি নাম দেন নাই, আমি স্বযোগ পেলাম, উত্তরে লিখেছিলাম, "দীনা বঙ্গভাষা"র খেদ করার বার্থ কারণ আছে। বাজারে ইংরেজী-নামে ঔষধ বিক্রী হচ্ছে, কেহ তাদের বাঙ্গালা নাম রাখছে না। কয়েকজন বাঙালী "বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্"—এই বিজাতীয় চুরুচাধি অর্থহীন নামে এক সমবায় করেছেন। তাঁরা ঔষধ প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু সে ঔষধের নাম ইংরেজী। বঙ্গভাষা সত্য সত্যই দীনা। এত তর্কাতর্কির পরেও এক বিদ্বান পাণিনির সূত্র ধ'রে মূল পদার্থের নাম উদ্ভাবন করেছিলেন। আমি একা একটিকে, অল্প সকলে অপর দিকে ছিলেন। দ্রব্যের নাম স্বত্বকে আমি ইংরেজীর পক্ষপাতী, কিন্তু গুণ ও ক্রিয়াবাহক শব্দের সংস্কৃত নাম প্রয়োগ ক'রে আসছি। আমি বহু শব্দ সংস্কৃতে লুকলুক কিম্বা রচনা করেছি। পরিষৎ-পত্রিকায় চারি পাঁচ শত দিয়েছি। আমার বইতে ও প্রবন্ধে আমার রচিত অনেক শব্দ আছে। "ভারতবর্ষে" 'বাঙ্গালা ভাষার ত্রিবুদ্ধি', "প্রবাসী"তে 'ইংরেজীর বাঙালা' এই এই নামে রাজ্যশাসন ও পালন-সংক্রান্ত অনেক শব্দ চয়ন করেছি; অন্তেষ প্রয়োজনেও করেছি। সব শব্দ একত্র করলে বোধ হয় এক হাজারের কম হবে না।

প্রথম বৎসরেই সাহিত্য-পরিষৎ আর এক গুরুত্বের বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ইন্সুল ও কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রবর্তিত না হ'লে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি

হবে না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত ও আর দুই সদস্য নিয়ে এক সমিতি করেছিলেন। সমিতি অনেক আলোচনা ও ইচ্ছুলের ও কলেজের অধ্যক্ষদিগের অভিমত সংগ্রহ করে দুইটি প্রস্তাব স্থির করেন। একটি,—এট্রাঙ্গ পরীক্ষায় ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ইতিহাস ভূগোল ও গণিতের প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে। অপরটি,—এক-এ, বি-এ পরীক্ষার ছাত্রদিকে ইংরেজীর বাঙ্গালা ভাষাস্তর ও বাঙ্গালা রচনা করতে হবে। তৎকালে এট্রাঙ্গ পরীক্ষার্থীকে ইংরেজীর বাঙ্গালা ভাষাস্তর করতে হ'ত। কিন্তু তদ্বারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কিছুমাত্র হ'ত না। এই নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধেও মতাস্তর হয়েছিল। ইচ্ছুলের অনেক প্রবীণ শিক্ষক বাঙ্গালায় ভূগোল, ইতিহাস ও গণিত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কোন কোন কলেজের অধ্যক্ষদের মতে, এট্রাঙ্গ পরীক্ষায় উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হয়েছে, এক-এ, বি-এতেও যেমন হবে। তথাপি পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উক্ত দুই প্রস্তাব পাঠালেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমটি গ্রহণ করলেন না। দ্বিতীয়টি গ্রহণ করলেন দশ পনের বৎসর পরে। কলেজের ছাত্রদের গল্প পড়া বেড়ে গেল; কারণ, বাঙ্গালা রচনায় যোগ্যতা দেখাতে হবে। সোজা নয়, এক-শ নম্বর রাখতে হবে। দু'শ পৃষ্ঠার এই দু'ঘণ্টায় সমাপ্ত করতে লাগল। “তার পর কি হ'ল? তার পর কি হ'ল?” গল্পের বইয়ের পাতা উন্টাতে লাগল। ভাষা শিখল না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত কতকগুলি বই নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা সে সব বই পড়ত না। শুর আশুতোষ অল্পে তুষ্ট ছিলেন, কোন ছাত্র বাঙ্গালায় ‘ফেল’ হ'ত না। পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৫) চৈত্র মাসে বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন নিমন্ত্রণ করেন। বঙ্গের সকল স্থান হ'তে প্রতিনিধি এসেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলন-পতি ও সাহিত্য-শাখা-পতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শন-শাখার সভাপতি ছিলেন; আমি ছিলাম বিজ্ঞান-শাখার। মহারাজার গোণালজীর মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে সভা বসেছে। দু-তিন হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় আমায় আদেশ করলেন, আমি প্রস্তাব করলাম, ইচ্ছুল কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত অপর সকল বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হউক। বহুকাল হ'তে একটা তর্ক ছিল, বাঙ্গালায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কঠিন। আমার মেডিকেল ইচ্ছুলের অভিজ্ঞতা ছিল; আমি বলেছিলাম, মেডিকেল ইচ্ছুলের ছাত্রদিকে রসায়ন-বিজ্ঞান কুড়িটি পাঠ নিতে হ'ত। এ নিমিত্ত ত্রিশ ঘণ্টা বা চল্লিশ ঘণ্টার অধিক সময় লাগত না। কিন্তু পাঠ্য বিষয় ছিল ‘আই. এস. সি.’র রসায়ন তুল্য, কেবল কর্মভ্যাস ছিল না। কলেজে প্রতি বৎসরে যাটটি ক'রে দু'বৎসরে একশ' কুড়িটি পাঠ দিতে হ'ত। কিন্তু ছাত্রদের জ্ঞান ভাষা-ভাষা হ'ত, মেডিকেল ইচ্ছুলের ছাত্রদের জ্ঞান পাকা হ'ত। রসায়ন-বিজ্ঞান তুল্য সাংকেতিক বিজ্ঞা আর একটিও নাই। বাঙ্গালা ভাষায় সে বিজ্ঞানশিক্ষা অক্লেশে হ'তে পারে। সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরীকৃতও হ'ল। ইহার পঁচিশ বৎসর পরে ইং ১৯৪০ সালে শুর আশুতোষের কর্তৃত্বে ইংরেজী ইচ্ছুলে বাঙ্গালা পঠন-পাঠন আরম্ভ হ'ল। আর আই-এ, বি-এ, ও এম-এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সমাদৃত হ'ল। দেশের কালচক্র অতিশয় যুগ্মগতি।

রবীন্দ্রনাথ বাব্বালা ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৩০৮ (ইং ১৯০১) সালে সাহিত্য-পরিষৎ সেই তালিকা ছাপিয়ে সমস্তগণের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পরিষদের সহকারী সম্পাদক বোমকেশ মুস্তকী সে তালিকার সঙ্গে এক নিবেদন-পত্রও দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাব্বালা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন।” এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাব্বালা ভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহ করতে হবে। সমস্তগণ শব্দসংগ্রহ করলে পরিষদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি পড়লাম, আর রেখে দিলাম। এ কাজ আমার নয়। তিন চার বৎসর পরে বিশ্রাম লাভের জন্য পুণী গিয়েছিলাম। সঙ্গে কোন বই ছিল না। সকালবেলা ভ্রমণ করে কাটত। অপরাহ্নে কয়েকজন পণ্ডিত আসতেন; তাঁদের সহিত আলাপ ক’রে কাটত, কিন্তু মধ্যাহ্ন কাটে না, দিবানিত্যের অভ্যাস নাই। একদিন মনে হ’ল, পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। আমি যত শব্দ জানি, লিখতে থাকি। যে শব্দ মনে আসতে লাগল, এক খাতায় লিখতে লাগলাম। ঘণ্টা দুই তিন লিখবার পর মনে হ’ল, অক্ষুণ্ণ শব্দ বর্ণিত করে না লিখলে কি কাজে আসবে? পরদিন আবার নূতন খাতা ক’রে রান্নাঘর নিয়ে আরম্ভ করলাম। সেখানে কি কি শব্দ লাগে? ‘মালসা’, ‘সরা’, ‘খুন্তী’; কিন্তু সম্বোধন হ’ল মালসায় ‘স’ না ‘শ’, ‘খুন্তী’ না ‘খন্তী’? ত-এ হুস-ই না দীর্ঘ-ঈ? এ কাজ আমার সাধ্য নয়।

ইহার দু-এক বৎসর পরে বোম্বাইবাসী এক মরাঠী বন্ধুর পত্র পেলাম। তিনি বাব্বালা ভাষা শিখতে চান। তিনি বাব্বালা শিখবার বই চেয়েছেন। এমন কি বই আছে, আমি জানতাম না। কলিকাতার এক পুস্তক-বিক্রেতাকে লিখলাম। তিনি লিখলেন, এমন বই নাই। মাস কয়েক পরে দ্বিবাকুড়বাসী ও মালয়লমভাষী এক বন্ধু বাব্বালা ভাষা শিখবার বই পাঠাতে লিখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাব্বালা ভাষা লেখা সোজা কি না? আমি এর উত্তর জানি না। আমার আক্ষেপ হ’তে লাগল। আত্মনিন্দা আমায় পীড়িত করলে। কি আশ্চর্য! আমি বাব্বালা বই লিখেছি, প্রবন্ধ লিখেছি, বাঙালী ব’লে পরিচয় দিচ্ছি, আমি আমার মাতৃভাষার কিছুই জানি না। আমার মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি অজ্ঞানের ভক্তি, অকিকিংকর। আমি বাব্বালা ভাষা শিখতে বসলাম। সংস্কৃত শব্দের ব্যাকরণ আছে, কোষ আছে। সে সকল শব্দ আমার বিবেচ্য ‘ছিল না। তদ্ব্যতীত যে সকল বাব্বালা শব্দ আমি জানতাম, সে সকল শব্দ বর্ণে বর্ণ ভাগ ক’রে এক এক খণ্ড কাগজে এক এক শব্দ লিখে যেতে লাগলাম। আমার নিজেরই আশ্চর্য বোধ হ’ল; আমি নিজের মন হতে প্রায় আট হাজার শব্দ লিখেছিলাম। তার পর শব্দের উচ্চারণ, বানান ও অর্থ চিন্তা করলাম। এইরূপে আমার বাব্বালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষের উৎপত্তি হয়েছিল। কারও সাহায্য পাই নাই, কোষে কিছু কিছু তুল রয়ে গেছে।

১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে আমার ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় ছাপা হয়েছিল। সে এক দীর্ঘ অধ্যায়। তাতে বাব্বালা ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি, গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছিল। আজ আপনারা রাষ্ট্রভাষার কথা শুনছেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই প্রশ্ন আমার মনে হয়েছিল। আমি বাঙ্গালার সহিত হিন্দীর তুলনা ক'রে লিখেছিলাম, হিন্দী বহু লোকের ভাষা; কিন্তু হিন্দীর লিঙ্গাশুশাসন সহজে আয়ত্ত হবার নয়। সে বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, হিন্দী সাহিত্য তত নয়। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলাম, সে দিন আসবে, যে দিন আমাদিগকে ভারত-ভাষা চিন্তা করতে হবে, আর হিন্দীর সহিত বাঙ্গালাকে লড়াই করতে হবে। অত্যাশ্রয় প্রমোদে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার করতে পারলে আজ বাঙ্গালাকে ভারত-ভাষার আসনে বসাতে পারা যেত। আমি সতর্ক করেছিলাম; কিন্তু বাঙালী উদাসীন, কেহ সে কথা শুনলেন না। বাঙ্গালা ভাষা প্রসার সমিতির কার্যবিবরণ পড়তে পাই নাই।

বাঙ্গালা ভাষা শেখা সোজা, সে লৈখিক ভাষা, মৌখিক ভাষা নয়। বিশেষতঃ যারা একটু সংস্কৃত জানেন, তাঁরা অতি অল্প দিনেই শিখতে পারেন। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ আছে, অল্প কোন প্রদেশের ভাষায় তত নাই।

আমি এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছি। ওড়িষ্যায় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিমাঝেই বাঙ্গালা জানতেন, বিহারীও জানতেন, আসামীর ত কথাই নাই। একদা অহুংরুয়া বাড়ী নামে এক মারাঠী বিদুষী কটকে এসেছিলেন, তিনি কটকের সরকারী উকিল হরিবল্লভ বসুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। স্বভাবের পিতা জানকীনাথ বসু হরিবল্লভ বাবুর আত্মীয় ও 'জুনিয়র' ছিলেন। মহিলাটি সংস্কৃত ও তাঁর মাতৃভাষা মারাঠী ভিন্ন অল্প ভাষা জানতেন না। তিনি তথাকার দু'পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ এক আশ্চর্য, হরিবল্লভ বাবু আর কাহাকেও পেলেন না, আমাকেই ডেকে পাঠালেন। আমি সন্ধ্যার সময় গেলাম। মহিলাটি সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন, আমি ব্যাকরণ ভেবে ভেবে উত্তর দিলাম। এইরূপে দুই চারটি প্রশ্নের পর তিনি বুঝতে পারলেন, সংস্কৃতে কথা কওয়ায় আমার অভ্যাস নাই। তিনি বললেন, "আপনি বাঙ্গালায় বলুন, আমি সংস্কৃতে বতব।" আমি সাধু বাঙ্গালায় বলতে লাগলাম। আমার মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, তিনি ভারতের নানা দেশ ঘুরেছেন, নানা ভাষা শুনেছেন; তিনি অল্প কোন ভাষা বুঝতে পারেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালা বুঝতে পেরেছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষা অক্লেশে কইতে পারা যায়, অক্লেশে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু অক্লেশে বাঙ্গালা অক্ষর পড়তে, বিশেষত লিখতে পারা যায় না। বাঙ্গালা বর্ণ অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু পঞ্চাশটি অক্ষর শিখলে বাঙ্গালা লিখতে পারা যায় না। ব্যঞ্জনাক্ষর যোগে স্বরাক্ষর পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তিত স্বরাক্ষর গ'নলে চৌষট্টিটি অক্ষর পর্যাপ্ত হবার কথা। কিন্তু তা হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের শব্দ লিখতে ও পড়তে শিশুকে কি কষ্ট পেতে হয়, যিনি দেখেছেন, তিনিই বুঝবেন। তথাপি কত বাঙ্গালা বই গুজরাতী ও হিন্দীতে অনুদিত হয়েছে। অহুংরুকেরা প্রবাসী বাঙালী নহেন। এ বিষয়ে রামানন্দবাবু অনেক জানতেন, আমি দুই এক দ্রাবিড় ভাষার কথা জানি। গত বৎসর মাদ্রাজ-বাসী ও তেলেগু-ভাষী এক শাস্ত্রী আমায় এক পত্র লিখেছিলেন। পত্রখানি ইংরেজীতে। নিজের পরিচয় দিতে লিখেছিলেন, তিনি আচ্ছ। 'আচ্ছ' শব্দটি বাঙ্গালা

অক্ষরে লিখেছিলেন। তদবধি তাঁর ছয়-সাতখানা পত্র পেয়েছি। আমি “প্রবাসী”তে কোন্ কালে কি লিখেছিলাম, তিনি পড়েছেন আর কোন কোন বিষয়ে তর্ক তুলেছেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে ইংরেজীর মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরে তেলেণ্ড শব্দ লিখেছেন। কিন্তু অক্ষর দেখলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কষ্টে লিখেছেন। যেখানে আটকেছে, সেখানে নাগরী ধরেছেন। বাঙ্গালা ভাষার এই গৌরব অল্প দিনের নয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালোর হ’তে এক ব্যক্তি আমার পত্র লিখেছিলেন। আমার বঙ্গবিদ্যালয়ের একখানা পাঠ্য পুস্তক ছিল। তিনি বইখানি কনাদী ভাষায় অনুবাদ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয় অনেক পাঠ্য-পুস্তক দেখেছিলেন আর নিশ্চয় বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরের কাঁটার বেড়ায় বিক্ষত হয়েছিলেন।

এই সব দেখে আমি বুঝলাম, বাঙ্গালা যুক্তাক্ষরের অনাবশ্যক জঞ্জাল দূর করতে না পারলে বাঙ্গালা-ভাষা শেখা সোজা বলতে পারি না। কিন্তু লোকে আমার উদ্দেশ্য বুঝলে না; ভাবলে, আমি অনাবশ্যক কিছু করতে বসেছি। অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হলেন, কোথাকার কে ওড়িয়ায় থেকে বাঙ্গালা-ভাষার সর্বনাশ করতে বসেছে। ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মেলনে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণমালার অভিযোগ এনেছিলেন। শ্রোতারা খুব হেসেছিল। কিন্তু কেহ বলে নাই, অভিযোগটি মিথ্যা। আমি বর্ণমালা স্পর্শ পর্যন্ত করি নাই। কেহ বলে নাই, অক্ষরমালা আমার নিকট কৃতজ্ঞ। নিষ্পিষ্ট, সঙ্কুচিত, বিকলাঙ্গ কত অক্ষরকে আমি উদ্ধার করেছি। ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দবাবু আমার সহায় হয়েছিলেন। আমি যেমন অক্ষরে লিখতাম, তিনি তেমন ছাপাতে চেষ্টা করতেন। ‘ভারতবর্ষের’ সম্পাদক জলধরবাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু “সাহিত্য”-সম্পাদক স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি নাম রেখেছিলেন “যোগেশ বানান”। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে তিনি তর্ক করেছিলেন, পরে তিনি আমার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ছাপবার জন্ত দশ বারটা নূতন টাইপ করিয়েছিলেন। গু, ঙ, ঞ, শু পরিবর্তে গু, ঙ, ঞ, শু লিখলে মহাভারত অগুহ্য হয় না। শ্রব জগদীশ বহুর কথা স্মরণ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি বাঙ্গালা বানান বদলাতে চান?” আমি বললাম, “না, বানান নয়, গোটা-কয়েক অক্ষর।” এই কথাটা বুঝতে ২৪।২৫ বৎসর লেগেছে। আপনারা দেখেছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা কি অক্ষরে ছাপা হচ্ছে। শ্রীযুত স্বরেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে লিখেছিলেন, “আপনার উদ্ভাবিত অক্ষরে ‘আনন্দবাজার’ ছাপাচ্ছি।” শ্রীযুত বাজেশ্বর বহু নূতন টাইপের চিত্র পাঠিয়ে আমার মত চেয়েছিলেন। একদা অনেকে আমাকে উপহাস করেছিলেন। আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হই নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী তার মাতৃভাষাকে এত ভালবাসে, কেহ তার বাহনেও হাত দিলে রুষ্ট হয়। আর একটু অগ্রসর হ’লে মাত্র চৌষটি অক্ষর দ্বারা বাঙ্গালা শব্দ লিখতে পারা যায়।

পূর্বে বলেছি, চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি ভারতভাষার কল্পনা করেছিলাম। সে ভারত-ভাষাকে এখন আমরা ভারত-রাষ্ট্রভাষা বলছি। বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হ’লে ইহার

লিখন ও পঠন সোজা করতেই হবে। ইহার সাহিত্য সমৃদ্ধ ও লোভনীয় করতে হবে। বাঙ্গালা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হউক না হউক, ইহাকে ভারত-কৃষ্টির ভাষা করতে চেষ্টা করুন। যেন সকল প্রদেশের লোক বাঙ্গালা পড়তে, বুঝতে বাধ্য হয়। শুনিছি, পূর্ববঙ্গে উর্দু ভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙ্গালা দেশ দু-ভাগ হয়ে গেছে, সেটা মাটির ভাগ; দেখবেন, যেন কৃষ্টির ভাগ না হয়। আজ বুঝতে পারছি, পঞ্চাশ বৎসর আগে কেন তর্ক হয়েছিল, 'ইউরেনাস'এর বাঙ্গালা ইন্দু হবে, কি বরুণ হবে। বুঝতে পারছি, কেন রামেন্দ্রসুন্দর অক্সিজেনকে অক্সিজেন্ বলতে পারেন নাই। আমাদের সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নাই। আমাদের সাহিত্যে বাঙ্গালী-জাতির জ্বলন্ত নিহিত আছে। ইংরেজ দেশ শাসন করুক, কিন্তু আমাদের সাহিত্যকে তার অধীন করব না। এখন বাঙ্গালা ভাষা রাজকীয় ভাষা হয়েছে। এখন বাঙ্গালার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির স্বযোগ হয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ খর্ব হ'তে দিবেন না।

ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধি ও সংযম রক্ষা হয়, সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ভারত-কৃষ্টি-ভাষা হ'তে পারবে। সাহিত্য-পরিষৎ ভাষার শুদ্ধির প্রা় দৃষ্টি করেন নাই। রজনীকান্ত গুপ্ত ভাষাকে যথেষ্টাচারিতা হ'তে রক্ষা করতে পরিষৎকে বলেছিলেন। তিনি সকালে পরলোকগমন না করলে এ বিষয়ে পরিষৎ কতব্য নির্ধারণ করতেন। স্বরেশ সমাজপতির কশাঘাতে কেহ কেহ জর্জরিত হ'লেও ভাষার সৌষ্ঠব রক্ষিত হ'ত।

গোটা কয়েক উদাহরণ দিচ্ছি,—সংবাদপত্রে দেখছি tear gasএর বাঙ্গালা 'কাঁদুনে গ্যাস', যে কাঁদে, সে কাঁদুনে; যে কাঁদায়, সে কাঁদানে (কাঁদানিয়া, কাঁদায়ে)। কিন্তু চোখের জল ফেলা আর কাঁদা এক কথা নয়। হর্ষেও চোখের জল পড়ে, কাঁদে না। "আঙুনে বোমা ফেলেছে;" কে এমন নির্বোধ আছে যে, একাজ করবে? 'আঙুনিয়া' বলতে কি আপত্তি ছিল? আজকাল 'শিল্প' শব্দের অপ-প্রয়োগ হচ্ছে। শিল্প বস্তু-নির্মাণে। 'নৃত্য-শিল্প' হয় ন—হয় নৃত্য-কলা। কুটীর-শিল্প, অর্থ হয় কুটীর-নির্মাণ কর্ম। কৃষি-শিল্প, লবণ-শিল্প বিশ্বকর্মার হাতে, আমাদের হাতে নাই। 'গণ' শব্দের ছড়াছড়ি দেখতে পাই, গণ-শিক্ষা, গণ-আন্দোলন, গণ-মত, গণ-পরিষদ ইত্যাদি। কিন্তু যখন বলি, হে বন্ধুগণ, তখন বন্ধু নামে যে গণ আছে, তাকে উদ্দেশ্য করি। 'জন' আর 'গণ' এক অর্থ নয়। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যদি পরিষদ একটি পঞ্চক নিযুক্ত করেন, তাঁরা শব্দের এইরূপ অপপ্রয়োগ হ'তে ভাষাকে রক্ষা করতে পারবেন। তাঁরা ব্যাকরণ-ভুল, বানান-ভুলও দেখবেন, আর ধীরভাবে লেখকের ভুল সংশোধন ক'রে দেবেন। একাজ পরিষদ করলে কোন লেখকের ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকবে না। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে রয়েছি। আমাদের নতুন নতুন ভাব, অবস্থা, রাষ্ট্ররচনা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যবসায়, কলা, বাণিজ্য, ব্যাপার ইত্যাদি নানা বিষয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। সে সকলের ধোগ্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ইচ্ছামাত্র মনে আসে না। পরিষদ প্রতিশব্দ সকলনে মনোযোগী হ'লে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি হবে।

আপনাদিকে অনেক কথা শুনালাম। আপনারা উত্তম শ্রোতা। বয়স বৃদ্ধিতে বায়ু

বৃদ্ধি হয়, বাচালতা বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে,—স্বনামা পুরুষো ধৃতঃ, যে নিজের নামে প্রসিদ্ধ, সে ধৃত। আমি তাই। যোগেশচন্দ্র নাম পিতৃদত্ত বা মাতৃদত্ত নয়, নামটি স্বদত্ত। যখন আমার বয়স নয় বৎসর, তখন আমি এক বৎসরের জন্ত বাকুড়ায় ছিলাম। সে সময়ে আমি আমার নাম নিজেই বেখেছি। সে এক কৌতুকের কথা। আমার এক অগ্রজ ছিলেন, তিনি আমার জন্মের ৮১০ বৎসর পূর্বে মারা যান। এই কারণে আমার জন্ম হ'লে মা নাম রাখেন হারাধন। তাবৎকাল আমার নাম হারাধন ছিল। যখন বাকুড়ায় আসি, তখন দেখি, হারাধন আরও আছে। পিতার এক খানসামা (খাস চাকর) ছিল, তার নাম হারাধন। আদালত হ'তে এক চাপরানী এসে আমাদের বাসার থাকত। তারও নাম ছিল হারাধন।

পিতা পাকীতে কাছারী যেতেন। বাসার বেড়ের মধ্যে চারি জন বেহারী থাকত। তাদের একজনের নাম হীরা ছিল। কেহ 'হারাধন' ব'লে ডাকলে আমার কান খাড়া হ'ত। একদিন আমার ভারি রাগ হ'ল। মা বাড়ীতে। কাকে বলি, কি করি। পরদিন সকালবেলা পিতার খানসামা আমার খাবার নিয়ে এল। "খাব না, নিয়ে যা।" "কেন খাবে না?" "তোকে ব'লে কি হবে? খাব না।" পিতার কর্ণগোচর হ'ল, তিনি ডাকলেন। "কি হয়েছে? কেন খাবি না?" "আমি কি ওদের সমান?" "কানের সমান?" সমুখে খানসামা দাঁড়িয়েছিল, দেখিয়ে দিলাম। ক্রমে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল। আর বাসার সকলে যত হাসে, আমি রাগে তত ফুলতে থাকি। পরে পিতা বললেন, আজ সন্ধ্যার আগে তোর নাম পালটান হবে; তুই যে নাম চাইবি, সেই নাম থাকবে। তখন বাকুড়ায় এক বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। সন্ধ্যার আগে বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত দু-তিন ফর্দ কাগজে যত রকম নাম গুণতে পারে, তালিকা নিয়ে এলেন। মিটিং বসল। পণ্ডিত মশায় তালিকা হ'তে অক্ষয়, অভয়, অবিনাশ ইত্যাদি অকারাদি ক্রমে নাম পড়তে থাকেন আর আমার মুখের দিকে তাকান। বোধ হয় কোন অভিধান হ'তে তিনি এত নাম এনেছিলেন। অ আ ক খ ইত্যাদি শেষ ক'রে ম শেষ হ'ল। তিনি যে নাম পড়েন, মনে হ'তে লাগল, যে নাম শুনেছি কিম্বা হ'তে পারে। আমি কুস্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিলাম। রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ইত্যাদি নাম মনে ছিল। পণ্ডিত মশায় 'যোগেশ' নাম পড়লেন। মনে হ'ল, এ নাম কারও নাই। আমি বললাম, আমার এই নাম হউক। পরদিন ইস্কুলের বহিতে আমার পুরাতন নাম কেটে নতুন নাম লেখা হ'ল।

বিভিন্ন বিসদৃশ অর্থে একটা শব্দ প্রয়োগ করলে অনর্থ ঘটতে পারে, এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাদের বহু ধন্যবাদ করছি।

জীবনযাত্রার পাথের



জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মা হু যের
প্রধান পাথের।

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা উৎসাহ,
কত শান্তির ও স্বপ্নের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।
বাপ মায়ের সে স্বপ্ন বুঝি আজ রুঢ় বাস্তবের
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই নিজের
জ্ঞাও যেমন তাদের হুশিস্তা, ছেলেমেয়ে
ও আত্মীয় পরিজনদের জ্ঞাও তেমন
তাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে
তাদের জীবনযাত্রা নিকরূহের উপযোগী
সংস্থান করে রাখা যায়। বর্তমান হুদ্দিনে
ও ভবিষ্যতের আর্থিক দুরূহে তারা কোন্
পাথের নিয়ে দাঁড়াবে?—

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মূল্যবান
পাথের—হুদ্দিনের সর্বোত্তম আশ্রয়।
উপার্জনশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই অবিলম্বে এই
পাথের সংগ্রহ করা উচিত।

১৯৪৫ সালে নুতন বীমা ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

যাঁহাদের শ্বাসের খাত, একটু হিমে ইঁচি, সদি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা ইঁপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা হুনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেব্য ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশাতিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে ত্রীমাসিকাকার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৪শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২৪৩১, আগার সায়কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

হইতে প্রিন্টকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৪শ বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রী ব্রজনাথ সরকার, এম. এ. ডি. লিট. সি. আই. ই.

সহকারী সভাপতি

শ্রীমদ্রথমোহন বহু, এম-এ	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ. পি-এইচ. ডি
শ্রীহনুভিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. লিট	শ্রীহরীশচন্দ্র বসু, এম. এ. ডি. লিট
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
মহারাজ শ্রীশিৱচন্দ্র নন্দী-বাহাদুর, এম. এ	শ্রীবোমেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যামিথি, এম, এ

সম্পাদক—শ্রীসত্যনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ	শ্রীবোমেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ
শ্রীবোমেন্দ্রচন্দ্র বাগল, বি. এ.	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচন্দ্রাহরণ চক্রবর্তী এম. এ.

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম. এ.

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ.

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম. এ.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ড, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট ও ফিল, ২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ৫। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৬। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বহু, ৭। শ্রীহরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১০। শ্রীশশীন্দ্রচন্দ্র রায়, বি. এ, ১১। শ্রীঅরুণাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১২। শ্রীজীবননাথ রায়, এম. এ, বি. এল, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীকামিনীকুমার রায় রায়, এম-এ, ১৫। শ্রীমদনোজ্ঞন গুপ্ত, বি. এসসি, ১৬। রেভারেন্ড কাদার এ. বোভেন, এন্-জে, ১৭। শ্রীহরিশচন্দ্র বহু, ১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম.এ. পি-এইচ. ডি, ১৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ, ২০। শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম, এ, ২১। শ্রীঅমিতকুমার বহু মলিক, বি.এ, ২২। শ্রীঅতুলচন্দ্র দে পূরাপুত্র, ২৩। শ্রীমনীষনাথ বহু সরকারী, এম.এ. বি, এল, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীহরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

- ১। মহীপালের নবাবিকৃত বেলওয়া-লিপি—শ্রীমনোহরেন গুপ্ত ৪১
- ২। বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৭৫—১২৭৮ সাল)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
- ৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের: ত্রিংশকাশতম
ও ত্রিংশকাশতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বাংলা সাময়িক-পত্র

গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত এবং প্রাচীন সাংবাদিকগণের চিত্র-সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ ।

১৮১৮ হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত ও প্রামাণিক ইতিহাস সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে । মূল্য পাঁচ টাকা ।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যভীর্ষ এম. এ. সম্পাদিত

বলরাম কবিশেখর-কৃত

১। কালিকামঙ্গল বা বিद्याসুন্দর

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা ।

২। সংস্কৃত পুথির বিবরণ

মূল্য ছয় টাকা চারি আনা

৩। বাংলা পুথির বিবরণ

(প্রথম ভাগ)—রাসায়ন, মহাভারত ও ভাগবতের পুথির বিবরণ এই ভাগে আছে । মূল্য—দুই টাকা ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

বিস্তৃত ভূমিকা ও দুক্লহ শব্দের অর্থ সহ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো.....১৮৮

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বিভাসানন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি.....৫৮

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সার্ব শ্রীধরনাথ সরকার ঐতিহাসিক

উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন

উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ.....৪০৮

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো.....১৮৮

এই সকল গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি খুঁচর কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

১। সহস্ররূপ পুস্তকাবলী...১৫০ টাকা। ২। চারি প্রঙ্গ বিষয়ক আলোচনাদি...৩৫০ টাকা

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান...১০৮

শকুন্তলা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত 'শকুন্তলা'র নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুষোভিত

১৭০৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সপ্তের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার বিবরণ সম্বন্ধে সমস্ত উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪/- টাকা।

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২।০।

গৌরবদত্তবুদ্ধি

সম্পাদক—মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিবৃষণ

পণ্ডিত ভগবদ্বক্তৃ ভর-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে খ্রীষ্টোত্তম সময়ে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সংকলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তৃগণের পরিচয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধারিত আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী ও কীর্তিকথা। এ-পর্ষন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বৈতীন্দ্রনাথ তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ৬২ খনি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে যথাক্রমে ১।০ ও ১/-

পাঁচ খণ্ডে ধান্যো ৬৫ খনি পুস্তক ৩।/-

জ্যায়দর্শন (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ)—মহামহোপাধ্যায় ফণিবৃষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। ... ১২।০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত,

১ম খণ্ড ... ৫/-, ২য় খণ্ড ... ৭/-

পালানমো (ভ্রমণবৃত্তান্ত) : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ... ৮।০

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৮।০ আনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

১। শ্রব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৮।০

২। বলদেব পালিত ... ৮।০

৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

... ১।০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিজ্ঞান বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজীতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাঙলা ভাষায় এ রকম বই বেশী নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

এই অভাব পূরণের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশ করিতেছেন। ১৩৫০ সাল হইতে মাসে অন্যান্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ৬৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা ॥

বিনামূল্যে পুস্তক-তালিকা পাঠান হয়।

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন	
দাদু	৪১
জাতিভেদ	৫১
শ্রীমুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	
শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার	২১০
শ্রীমুখময় ভট্টাচার্য	
মৌমাংসা দর্শন	১১
মিতাক্ষরা, দায়ভাগ	৩১
শ্রীঅমিয়কুমার সেন	
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ	৩১

বিশ্বভারতী

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মহীপালের নবাবিস্কৃত বেলওয়া-লিপি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস্‌সি

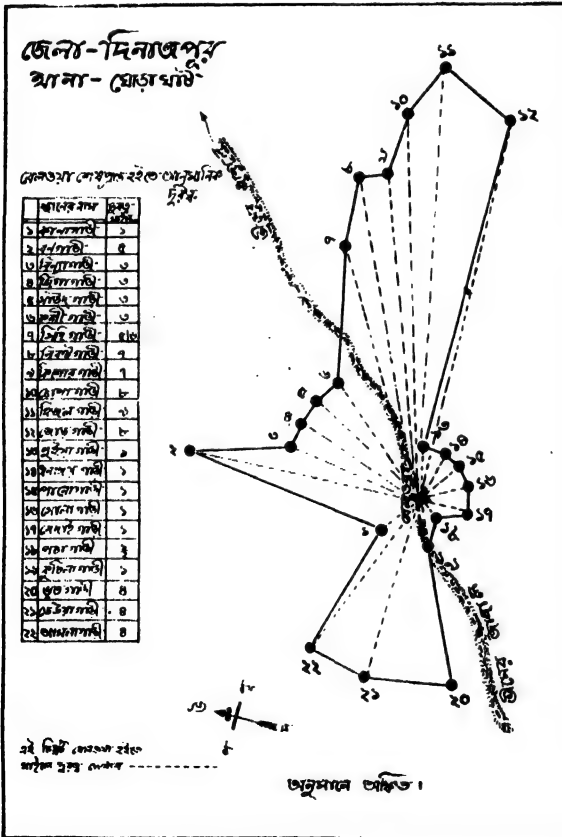
গত ২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ খ্রী: হিলি হইতে ১৬ মাইল পূর্বস্থিত দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কলীগাড়ী নামক গ্রামস্থ একটি জমিদারী কাছারীর কর্মচারী শ্রীমান্‌ বহির সরকার আমাকে পত্রদ্বারা জানায় যে, “ভাতছালার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেলওয়ায় খাড়ে সাওতাল নিজবাড়ীর উঠানস্থ উনান বড় করার সময় দুইটি বড় তাহার পাত পাইয়াছে।” আমি তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া পাঠাই। এবং পরে তাহার মারফৎ আমার দাদা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উহা পাইয়া গত ১লা জানুয়ারী ১৯৪৭ খ্রী: আমাকে কলিকাতায় আনিয়া দিয়াছেন।

শাসন দুইটির আয়তন এক। প্রস্থে ১৩” ইঞ্চি এবং লম্বায় ১৪’৬” ইঞ্চি। এই লম্বার দিকেই রাজচিহ্নটি যুক্ত করা আছে। রাজচিহ্নের মাপ লম্বায় ৭’২” এবং পার্শ্বে ৫” ইঞ্চি। রাজচিহ্নটির শীর্ষদেশে একটি শঙ্খ, নীচে বৌদ্ধ ধর্মচক্র, তার দুই পার্শ্বে মৃগদাব, তার নীচে দাতা রাজার নাম, তার নীচে পুষ্প-বদিকা। সবই অতি সুন্দর কারুকার্যদ্বারা মণ্ডিত ও বেষ্টিত। দুই পৃষ্ঠেই পদ্মগন্ধময় শাসন খোদাই করা। একটা শাসন মহীপালদেবের, অপরটা বিগ্রহপালদেবের।* যে বেলওয়া গ্রামে এই শাসন দুইটি পাওয়া যায়, সেখানে কিছু কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামে ছয়ঘাটির বিল নামে একটি বিরাট দীঘি আছে। উহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল। আরও অনেক দীঘি এই গ্রামে আছে। স্থানে স্থানে ইষ্টকখণ্ড—উহার সংলগ্ন উচ্চ বাধান বেদীর মত পীরের দরগা। ইষ্টকগুলি ১০” ইঞ্চি স্কোয়ার ও এক ইঞ্চি পুরু। নিকটেই যে স্থলে তাম্রশাসনটি পাওয়া যায়, সেই খাড়ে সাওতালের বাড়ীর চতুর্দিকে এক বিঘা জমি বেঠন করিয়া দুই হাত প্রস্থের পুরাতন প্রাচীর। ইহার ইটও ঠিক পূর্ববর্ণনার মত। নিকটেই ৩০ হাত প্রস্থ পরিবার চিহ্ন আছে। তাহার নিকট ইটের ঢিপি। তাহাতে বহু স্তূপ। নিকটেই মস্ত দীঘির পাড়ে প্রাচীন একটি ভগ্ন মন্দির আছে। মস্ত পরিখা-বেষ্টিত স্থানে গুদির ধাপ নামক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আমি ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারি মাসে দেখিয়া আসিয়াছি।

* প্রথম শাসনটি বর্তমানে প্রকাশিত হইল। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় দ্বিতীয় শাসনটি প্রকাশের ইচ্ছা আছে। আলোচ্য শাসনের পাঠ ও অর্থ নিকূর্ণ বিষয়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহীপালের বাণগড়-লিপিবিশয়ক প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়-সম্পাদিত গৌড়লেখমালা গ্রন্থ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। দীনেশবাবু ও পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাম্বরণ চক্রবর্তী মহাশয় প্রবন্ধটি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন এবং নানাভাবে পরামর্শ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

মহীপালের যে তাম্রশাসনটি বহুদিন হইতে বঙ্গীয় বিজ্ঞানসমাজে পরিচিত আছে, তাহা বাণগড় লিপি নামে আখ্যাত। উহা ১৩০৫ সালে প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তার পর গৌড়লেখমালায় উহা সাহুবাদ ছাপা হয়। এই শাসনটি মহীপালদেবের বিলাসপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়ঙ্কাবার হইতে প্রচারিত। উহাতে দেয় ভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে কোটাবর্ষবিষয়ে গোকলিকামণ্ডলান্তঃপাতী...। আর আমরা এই বেলওয়ার মহীপাল-শাসনে পাইতেছি—“শ্রীসাহসগুণনগরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়ঙ্কাবার হইতে” এবং দেয় ভূমি হইল—“ফাগিতবীথীসম্বন্ধ .। পুণ্ডরিকামণ্ডলান্তঃপাতী...। পঞ্চনগরীবিষয়াস্তঃপাতী...গণেশ্বরসমেত গ্রামপুষ্করিণীতে।” সুতরাং ইহা বাণগড়-লিপি হইতে পৃথক্ জয়ঙ্কাবার বা বিজয়শিখিরের নাম করিতেছে এবং দেয় ভূমিও পৃথক্ ‘মণ্ডল’ ও ‘বিষয়ের’ অন্তর্গত হইতেছে।

উক্ত পঞ্চনগরী বিষয়ের উল্লেখ গুপ্ত আমলের বৈগ্রাম-লিপিতে আছে। সুতরাং ৫১৬ শত বৎসর ধরিয়া পঞ্চনগরীবিষয়টি যে একই নামে পরিচিত ছিল, তাহাতে

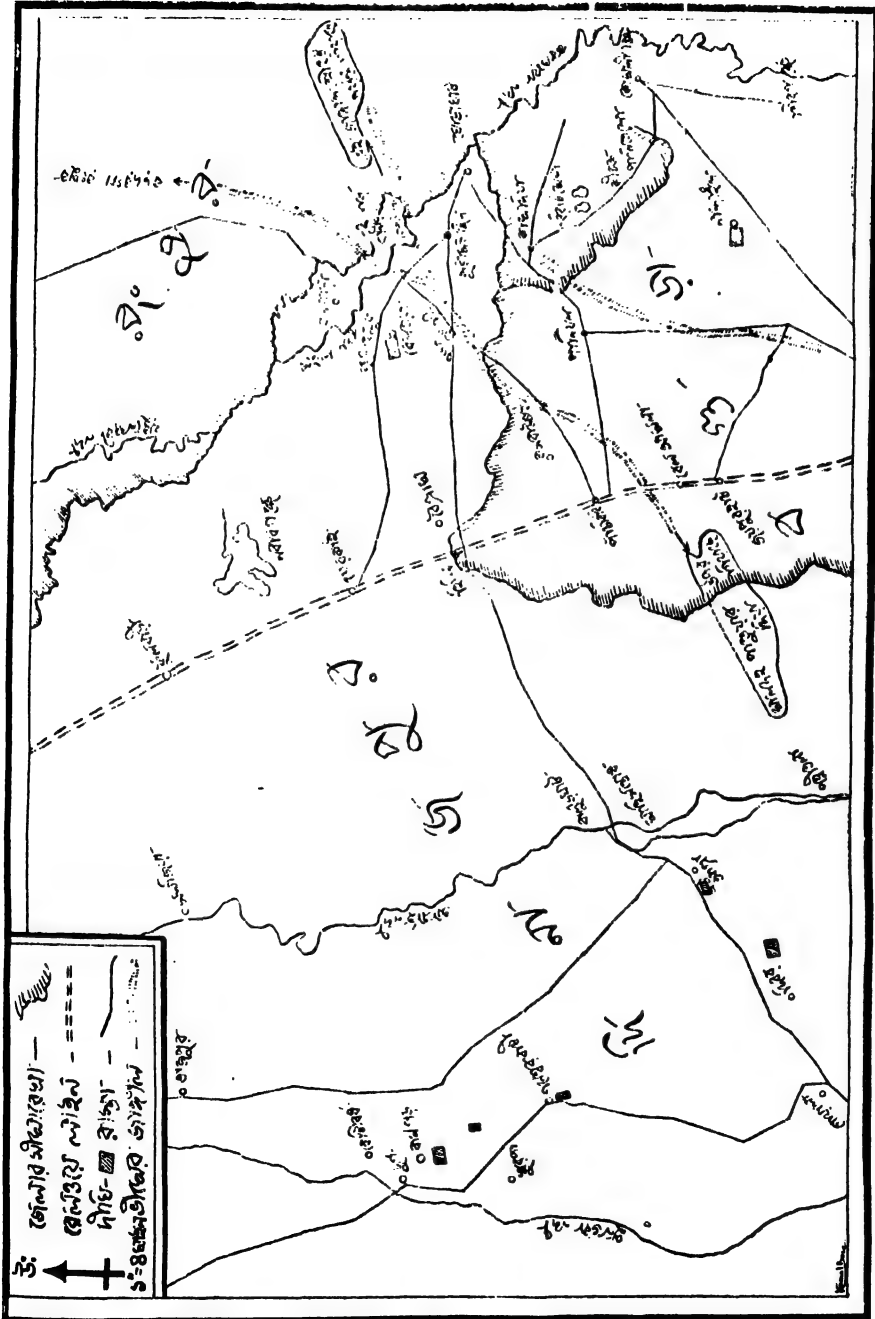


কোন সংশয় নাই। ঐ পঞ্চনগরী পাঁচবিধির পূর্বনাম বলিয়া আমাদের ধারণা। এই ধারণার কারণ পৃথক্ প্রবন্ধে আমাদের বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বেলওয়ার সন্নিকটে বহু গ্রামের নামের অন্তে ‘গাড়ী’ পাওয়া যায়।—যথা, পুণ্ড্রাগাড়ী, বল-গাড়ী, কেশরীগাড়ী ইত্যাদি। আমরা এক্ষণ ২২টি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। সাহসগণ্ডের ‘গণ্ড’ শব্দই গাড়ীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও ঠিক এই নামের কোন গ্রাম নাই।

বেলওয়ার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। ইহাদের

মধ্যে বি এণ্ড এ রেলওয়ের দিনাজপুর জেলায় বেলুয়াইনের পশ্চিমস্থিত বাণগড় (এখানে মহীপালের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং বহু প্রাচীন কীর্তি আছে), দিবর দৌদি



(এখানে দিব্যক-স্তুভ আছে), মাহিসন্তোষ (অনেক প্রাচীন চিহ্ন আছে), আগ্রা (শ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত পর্বত) ও বেল আমলা (এখানে প্রাপ্ত চণ্ডী, সূর্য ও বাসুদেবমূর্তি বরেন্দ্র অনুশন্ধান-সমিতিতে রক্ষিত আছে) সন্মুখে অনেক আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে। গুপ্ত ও পাল-রাজাদের আমলের এই সকল চিহ্ন স্মারকবুদ্ধির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিছু দিন হয়, রেললাইনের পূর্বস্থিত বৈগ্রাম (এখানে একটি গুপ্ত আমলের তাম্রশাসন ও শিব-মন্দির প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে), কশবা উচাই (এই অঞ্চলে অতিকায় বোধিসত্ত্ব লোকনাথমূর্তি ও ধাতুনির্মিত চতুর্ভুজা 'শ্রী'মূর্তি পাওয়া গিয়াছে) ও ঘোড়াঘাট (কাটাছুয়ারের রাজার অরণ্যবেষ্টিত দুর্গ ছিল এবং পরে গাজী ইসমাইল কর্তৃক অধিকৃত ও সহরে পরিণত হয়) প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু বেলওয়া অঞ্চলে এত দিন কোন ঐতিহাসিকের আলোচনার বস্তু ছিল না। কেবল বছির সরকারের সাহায্যে এই লেখকই প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে একটি মূর্তির ভগ্নাংশ পাইয়াছিল। নস্রাতে দেখা যাইতেছে, তিমের জাজালের কয়েকটি বেঠেনী যেন এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, শ্রীবুদ্ধ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বেলওয়াতে পরিখা-বেষ্টিত উচ্চ পাহাড়সদৃশ প্রাচীন ইষ্টকময় স্থান দেখিয়াছেন এবং শ্রীমান্ বছির সরকার জানাইয়াছে যে, “বেলওয়া ও বলগাড়ীর মধ্যবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে প্রায় ২০০ বিঘা জমির চতুর্দিকে উঁচু পাহাড়ের মত আছে * * * ঐ স্থানে জঙ্গলে একটি স্থান সন্দেহ করিয়া রাত্রিতে খুঁড়িয়া ইটের গাথনীযুক্ত স্থান দেখিতে পায় এবং পরে সাপ দেখিয়া পলাইয়া আসে।” বছির আরও লিখিয়াছে যে, “বেলওয়ার নয়ানদীঘিতে (এই গ্রামে বহুসংখ্যক দীঘি বিদ্যমান) ৩০ বৎসর আগে এক বিরাট দেবীমূর্তি সাঁওতালরা পাইয়াছিল। তাহা এখন ঘোড়াঘাটে এক গৃহে পূজিত হয়। বামনদীঘিতে মস্ত মস্ত শঙ্খ, ঘণ্টা, রেকাবী, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি পূজার জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল।”

এই শাসনে বেলওয়া গ্রামের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই গ্রামে এই সঙ্গেই অল্প যে শাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই বিগ্রহপালের শাসনটিতে আছে যে, উহার দানগ্রহীতা বেজাবাগ্রামনিবাসী ছিলেন।

মহীপালের বেলওয়া লিপির দত্ত ভূমির মাপ সন্মুখে কিছু প্রশ্ন উঠিতেছে। এত দিন নানা দানলিপি পাঠ করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পালরাজাদের আমলে “সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুলা অথবা কুলবাণ, তার পর দোণ বা দোণবাণ এবং সর্বনিম্ন মান আটবাণ।” (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ১৮৫ পৃঃ)। কিন্তু মহীপালের বেলওয়া-লিপিতে আছে—দশোত্তর শতবর্ষ প্রমাণ, নবতছত্তরতুঃশত প্রমাণ, একপঞ্চাশত্বত্তরশতপ্রমাণ। এই ‘প্রমাণ’ তাহা হইলে ভূমির অন্তরূপ মাপ কি না, তাহা বিবেচ্য। মূল শাসনটির সম্মুখ-ভাগে ৩৩ পংক্তি ও পশ্চাৎভাগে ২৫ পংক্তি লিপি আছে।



[illegible]

লিপির পাঠ—সম্মুখ-ভাগ

পংক্তি

- ১ ৩১ ঔ স্বস্তি । মৈত্রীম্কার্ণ্যরত্ন
- ২ সন্দর্ধানঃ সম্যক্সোধো-
- ৩ লমক্ষালিতাস্তানপঙ্ক
- ৪ বমভিভবং শাখ্তী
- ৫ নোকনাথো জয়তি দ-
- ৬ ল দেবঃ ॥* [১]

লক্ষ্মীজন্মনি-

প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেম্যদীং ন^১
 দ্বিবিভাগরিদ[ম]ল জ-
 : । জিত্বা যঃ কা[+মকা+] রিপ্ৰভ
 মপ্রাপ শান্তিং স শ্রীমা
 শবলোহিত্যশ্চ গোপা
 কেতনং সম (+ক+) রো বোচুং ক

ঔ স্বস্তি । শ্রীমান্ লোকনাথ দশবল (বুদ্ধ) এবং অপর শ্রীমান্ গোপালদেব জয়যুক্ত হইউন। (বুদ্ধ ও গোপালদেব) যাহার কার্ণ্যরত্নে প্রমুদিতহৃদয় প্রিয়তমা মৈত্রীকে ধারণ করিয়াছিল, যাহার সম্যক্ সোধোষিত বিচারূপ নদীর নির্মল জলে অজ্ঞানরূপ পঙ্ক বিদূরিত হইয়াছিল, যিনি (কাম) শত্রুর আক্রমণ পরাজিত করিয়া শাখ্ত শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। [১]

এই গোপালদেব হইতেই শ্রীধর্মপাল নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিমা

১। মূল প্রশস্তি পাঠের বাহিরে বন্ধনীমধ্যে এই দুইটি অক্ষর আছে।

* দেখা যাউতেছে, এই শ্লোকে গোপালদেব লোকনাথ বুদ্ধদেবের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমপর্যায়ভূক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। এই রাজাদের আমলে দেখা যায় যে, ইহারা পূর্বপুরুষ ও নিজ জীবনের শোধ্যবীণ্যের প্রকাশক অনেক (অতিশয়োক্তি) করিতে সদাই প্রস্তুত। কিন্তু এরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ক গুণবর্ণনা অজ্ঞ কোন পালরাজাদের বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। গোপালের ঐতিহাসিক জীবনে ইহার সমর্থক কিছু ঘটনা ছিল কি না, যেমন অশোকের ছিল, তাহা আমাদের সম্বন্ধে বিস্ময়।

গোপালদেব-প্রদত্ত কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। এই শ্লোকটি গোপালের পঞ্চম পুরুষ নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে প্রথম পাওয়া যায়।

† ধর্মপালদেবের নিজ খালিমপুর-লিপি—এই “নৃপতিবৃন্দেব অধীশ্বর একাকী সমগ্র বসুমতীর শাসনকার্য পরিচালন করিতেন।” “পুণ্ড্র, বাঘব, নল প্রভৃতি নরপালকে একত্র

পংক্তি

৭ মঃ ক্ষীঃরম্ । পক্ষচ্ছেদভয়াদ্রুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভূতাম্ ।

মর্যাদাপরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্গাল-

৮ যোঽদভূদ্ধৃষ্টাভিবিলাসহাসিমহিমাশ্রীধর্মপালো নৃপঃ ॥ [২]

রামশ্চেব গৃহীতসত্যতপসস্তান্মুরূপো

৯ ভূগৈঃ সৌমিত্রেবদপাদি তুল্যমহিমা বাক্পালনামানুজঃ ।

যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতিভ্রাঁতুঃ স্থিতঃ শাস-

১০ নে শূন্তাঃ [শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ [৩]

[দ্রুষ্টাভিবিলাস] ক্ষীরোদসমুদ্র-সৌন্দর্য্যকে উপহাস করিত। লক্ষ্মীর উদ্ভবস্থান বলিয়া ক্ষীরোদসমুদ্র “লক্ষ্মীজন্মনিবেতন,” তিনিও রাজকূলে সমুদ্ভূত বলিয়া “লক্ষ্মীজন্মনিবেতন” ;—ক্ষীরোদসমুদ্র মকরপূর্ণ বলিয়া “সমকর” ; তিনিও সমভাবে রাজকর গ্রহণ করিতেন বলিয়া “সমকর” ;—ক্ষীরোদসমুদ্র বিষ্ণুকে বহন করিতে সমর্থ বলিয়া “প্লাভর-বহন-ক্ষম,” তিনিও ধরাভার বহনে সমর্থ বলিয়া প্লাভরবহনক্ষম ;—পক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত [ভূভূত] ধরাধারক পর্ত্তসমূহের পক্ষে ক্ষীরোদসমুদ্র একমাত্র আশ্রয়, স্বপক্ষচ্ছেদভয়ে শরণাগত (ভূভূত) নরপালগণের পক্ষে তিনিও একমাত্র আশ্রয় ; ক্ষীরোদ সমুদ্র জলস্থলের [মর্যাদা] সীমা সংরক্ষণে নিরত, তিনিও লোকসমাজের [মর্যাদা] শাস্ত্রনির্দিষ্ট—স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণে একনিষ্ঠ ;—[সক্যাসমাগমে সূর্য্যোদয়ঃ সমুদ্রগর্ভে অন্তর্মিত হয় বলিয়া] ক্ষীরোদসমুদ্র (শৌর্গ্যালয়) সূর্য্য-কিরণের আধার, তিনিও বীরস্বের আধার [শৌর্গ্যালয়] [২]

সত্যব্রতপালন-পরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের অমুজ সৌমিত্রীর তুল্য মহিমসমবিত বাক্পাল নামে [এই রাজার] এক [অমুজ] ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নীতি এবং বিক্রমের নিবাস-স্থল ছিলেন ; এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একছত্র-শাসন-সংস্থিত দশ দিক্ শত্রুপতাকিনী-শূন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। [৩]

দর্শনের ইচ্ছায় বিধাতা যেন নবপালকুলগৌরব-সংহারক ধর্ম্মপাল নামক নরপালকে কলিযুগে চিরচঞ্চল লক্ষ্মী-করিবীব বন্ধনোপযোগী মহাস্তম্ভরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।” তার পর “কাণ্ডকুচ্ছাদিপতি মহেন্দ্রের ভয়ে চক্ষু-নিমীলন করা,” “ইঙ্গিত মাত্র ভোভ, নংস্ত, মদ্র, কৃক, বহু, যবন, অবস্তি, গান্ধাব এবং কীর প্রভৃতির রাজাদের প্রণতিপরায়ণ করান” ইত্যাদি অনেক বলবীর্ঘ্যপ্রকাশক ঘটনার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা এই তাম্রশাসনে আছে। কিন্তু [৩] নম্বর শ্লোকে ধর্ম্মপালের অমুজ বাক্পালের বীরত্ব ও ভ্রাতার সহায়তা করার যে বিবরণ আছে, তাহার কোন উল্লেখ ধর্ম্মপালের নিজের তাম্রশাসনে নাই। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেবের মুদ্রের-লিপিতেও তাঁহার গুল্লতাত বাক্পালের ঐ কীর্ত্তিদের কোন বর্ণনা নাই। ঐ বর্ণনা প্রথম দেখিতেছি দেবপালের অমুজ জয়পালের পৌত্র নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপির চতুর্থ শ্লোকে। এত বিলম্বে ইহার উল্লেখের কারণ কি, তাহা বলা শক্ত। তবু একটু অনুমান করা যায়।

পংক্তি

তস্মাহুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী

১১ জয়পালনামা । ধর্মধিবাং শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্বজ্ঞে ভুবনরাজ্যস্বখা-
নৈষীং ॥ [৪]

শ্রীমান্নিগ্রহপাল-

১২ স্তং হুহুরজাতশক্রিব জাতঃ শক্রবনিতা প্রসাধনবিলোপি

বিমলাসিজলধারঃ ॥ [৫]

দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দ-

১৩

ধতং দেহে বিভক্তান্ গুণাঃ (+।+) ন্

জয়পাল নামক বিজয়ী, উপেন্দ্রচরিত্র দ্বারা জগৎ যেমন পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, সেইরূপ (পবিত্রকারী) তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। ধর্মদেবীদের দমন করিয়া (যুদ্ধে পরাজিত করিয়া) পূর্বজাত দেবপালকে যিনি ভুবনরাজ্যস্থ ভোগ করাইয়াছিলেন [৪] *

তাঁহার অজাতশক্রর ছায় পুত্র শ্রীমান্ নিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিমল অসিধার শক্রবনিতাদের প্রসাধনবিলোপী (হইয়াছিল) [৫] †

ক্ষিতিপালনার্থ দিক্‌পালগণকর্তৃক বিভক্ত গুণসমূহ আশ্রয়রীরে ধারণকারী, শ্রীমান্ ও প্রভুত্বশালী তাহার নারায়ণ (নামক) পুত্র হইয়াছিল। যিনি চরিত্র দ্বারা ত্রায়ামূল্যে প্রাপ্ত ধর্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ভূপতিগণের শিরোমণির কান্দিদ্বারা বাহার পাদগৌরোপল আনিজিত হইত। [৬] ‡

১ স্ত্রপানোবৈদীং ।

২ গুণান্ ।

* নারায়ণপাল স্বয়ং রাজা দেবপালের পৌত্র নহেন, রাজারাজ জয়পালের পৌত্র এবং তাঁহার এই পিতামহ জয়পাল রাজা দেবপালের প্ৰথম সহায়ক। বাক্‌পালও তেমনি বড় ভাই ধর্মপালের পরম সহায়। ছোট ভ্রাতাদের বড় ভাইদের প্রতি ঐক্য আত্মগতা ও সহায়তা দ্বারা প্রজাদের তৃপ্তিসাধন রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান ও বিদ্রোহযুগসম্মতবিনাশের খুব সন্নিবিষ্ট হয়। সেই জন্ত ভাইএ ভাইএ একাত্মতা দেখাইবার জন্তই সম্ভবত এই ভ্রাতৃপ্রেমের বর্ণনা পরবর্তী কালে যোজিত হইয়াছে।

† এই বর্ণনায় যে কবিত্ব আছে, তাহা একালে অনেকের চিত্তে বিগ্রহপালের পবিত্রতা যাহাদের প্রসাধন বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই বিববাদের প্রতিই সহায়ত্ব আনিবে। ঠিক এইরূপ রসপ্রদায়ী অজ্ঞ একটি শ্লোক দেখিতেছি মদনপাল দেবের মনহলি-লিপিতে তৃতীয় গোপালদেবের গুণবর্ণনায়। “প্রত্যাধি প্রমদাকদম্বকশিরাঃ সিন্দুরলোপক্রম-ক্ৰীড়াপাটিলপাণিরেখা সুযুবে গোপালমুকৌতুকঃ।” অর্থাৎ প্রত্যাধিগণের রমণীসন্তেব শিরাস্থিত সিন্দুর লোপক্রমরূপ ক্রীড়াধারা বাঁহার তন্তু পাটল হইয়াছিল, সেই গোপাল। এতরূপ শ্লোক ‘সে আমলের রাজাদের চিত্তবৃত্তি ছবি’—এ কথা কি বলা যায়? ইহারা দানধ্যান করিতেন দেখা যায়; বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে ধম্মাচরণ জ্ঞান ভূমিদান করিতেন, মহাভারত পাঠ করিয়া রাজমহিলাকে সুনাইবার জন্ত (মনহলির লিপি) ভূমিদান করিতেন, পূর্বপুরুষদের তৃপ্তিও ইহাদের খুব কামা ছিল। কিন্তু ইহারা সকলে বাহুদর্পের উপবেই জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতেন, বোধ হইতেছে।

‡ নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে আরও প্রভূত আশ্রয়প্রশংসা আছে। অপর পক্ষে মোনহান সাহেব লিখিয়াছেন যে, “কান্তকুজাধিপতি মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রযুধের গয়া ও তম্বিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত

পংক্তি

১৩ শ্রীমন্তজনযাধুব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং ।

যঃ ক্রোণীপতিভিঃ শিরোমণিকুচাশ্লিষ্টাভি-
পী

১৪ চৌপলং ত্রায়োপান্তমলঙ্কার চরিতৈঃ ষৈবৈব ধর্মাসনং ॥ [৬]

তোয়াশয়ৈজ্জলধিমূলগভীরগর্ভে (৫) দ্বৈতশৈশব

১৫ কুলভূধরতুল্যকটকৈঃ ।

বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবতনয়শ্চ তস্ত শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ ॥ [৭]

তস্মাৎপূর্বক্ৰিতি-

১৬ ত্রাশ্লিষিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটারয়েন্দোস্তম্ভস্তোতুঙ্গমৌলে-

দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ শ্রীমান্গোপালদেবশ্চি-

১৭ রতরমবনেরেকপদ্মা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নহঃ তিথচিৎচতুঃসিদ্ধচিত্রাং শুকায়াঃ ॥ [৮]

(সেই নারায়ণপালদেবের) শ্রীরাজ্যপাল নামক ভুলোকপালক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি অগাধ-জলধিমূলতুল্য—গভীর গর্ভযুক্ত জলাশয়ের ও কুলাচলতুল্য সমুচ্চকক্ষযুক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন । [৭]

তাহার (ঔরসে) এবং* রাষ্ট্রকূটকুলচন্দ্র উতুঙ্গ-মৌলি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর (গর্ভে) পূর্বাচলোদিত তপনতুল্য গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি অনেক রত্ন-হ্যতিথচিত্র চতুঃসিদ্ধবস্ত্রবিভূষিতা অনন্তানুরক্তা বসুন্ধরার একমাত্র ভর্ত্তা হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন । [৮]

শাসনাদি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, তীরভুক্তি এবং মগধের কিয়দংশ নারায়ণপালের সময়ে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ পাদে অথবা দশম শতাব্দীর প্রথমে গৌড়রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার শাসনাধীনে ছিল । (রামচরণ গুপ্ত-প্রণীত ‘প্রাচীন রাজমালা,’ ৪৪৭ পৃঃ) । নারায়ণপালের সময় এই ভাবে পালবংশের গৌরব নিম্নগামী হইলেও তাহার সময়ে গৃহীত তাম্রশাসনের শ্লোকাবলীই দেখিতেছি, পরবর্ত্তী রাজাগণ আর পরিবর্তন করেন নাই । হয় ত স্থানাভাব হেতু মাতৃপক্ষবিষয়ক বা অপর অধিক বর্ণনাকারী শ্লোক বাদ গিয়াছে, কিন্তু মূল শ্লোকগুলি তাহার পরের একাদশ রাজা (মদনপাল) পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । ইহা নারায়ণপাল ও তৎসময়ের রাজকবির স্মারক কারণ বটে ।

* এই বংশীয়গণ পরবর্ত্তী রাজা রামপাল (পালবংশের চতুর্দশ রাজা) যখন কৈবর্ত্ত রাজা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সহায়তা করিয়াছিলেন । History of Bengal, page 158 ।

পংক্তি

১৭ স্বাধীন রাজ্যগুণৈরনুন-

১৮ মাসেবতে চাক্তরাহুরক্ত।

উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষী: পৃথ্বীং সপত্নীমিব শীলয়ন্তী ॥ [৯]

তন্মাহভুব সবিতুর্বম্-

১৯ কোটিবর্ষী। কালেন চক্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।

নেত্রপ্রিয়ৈঃ বিমলেন কলাময়ৈঃ বেনোদিতেন দলিতো ভুব-

২০ নস্ত তাপঃ। [১০]

হতসকলবিপক্ষঃ সত্ত্বরে বাহুদর্পী[+ + +]দনবিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাশ্রিত্য পিতৃং।

নিহিতচরণপদো ভু-

২১ ভূজাং^২ মূর্ধ্নি তন্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ। [১১]

দেশে প্রাচি প্রচুরপরসি স্বচ্ছমাপীর তোয়ং বৈয়ং ভাষা ত-

২২ দম্ব মলয়োপত্যাকাচন্দনেবু।

কৃত্বা সাত্ত্বৈর্দক্ষু^৩ জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াস্ত্রে: কটকমভজন্^৪ বস্ত সেনা-

২৩ গজেন্দ্রাঃ ॥ [১২]

উৎসাহশক্তি-মন্ত্রশক্তি-প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজলক্ষ্মী, সুশীলার শ্রায়, বহুক্ষরা-সপত্নীর মন তুষ্ট করিয়া, চাক্তরাহুরাগে সেই রাজগুণবিভূষিত স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। [৯]

স্বর্ঘ্যদেব হইতে যেমন কিরণ-কোটিবর্ষী চক্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহা হইতে তেমন কালক্রমে বিগ্রহপালদেব* (উৎপন্ন) হইয়াছিল। এই নেত্রপ্রিয় বিমল কলাময়ের উদয়ে ভুবনের সত্তাপ বিদূরিত হইয়াছিল। [১০]

তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণে বাহুদর্পে বিপক্ষদলকে নিহত করিয়া অনবিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ নিহিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন। [১১]

ভক্তীর অভ্রতুল্য সেনাগজেন্দ্রগণ (প্রথমে) প্রচুর জলময় পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ জল পান করিয়া তাঁহার পর (তদন্থ) মলয়োপত্যাকার চন্দনবনে যথেষ্ট বিচরণ করিয়া ঘনীভূত শীকরোৎক্ষেপে মরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল। [১২]†

* এই রাজার সময় পালবাজ্যের আয়তন ত্রাস প্রাপ্ত হয়। সম্ভবত এই জতাই ইহার শোধ্যবীর্ষ্যের কোন বর্ণনা নাই, আছে তাঁহার কলাময় নেত্রপ্রিয়তার কথা।

১। দর্পাদনবিকৃত। ২। বাণগড়-লিপিতে আছে ভূততাং। ৩। বাণগড়-লিপিতে 'তক্ষু'।

৪। কটকম্ ভজন্।

† এই শ্লোকটি মহীপালের বাহুদর্পের খ্যাতি ঘোষণা করিতেছে। এবং পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের(?) বিবরণ দিতেছে। বাণগড়-লিপিতে এই শ্লোকটি [১১] সংখ্যক শ্লোকের স্থানে আছে। অর্থাৎ

পংক্তি

২৩ স খনু ভাগিরথীপথ প্রবর্তমান নানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত সেতুবন্ধ নিহিত

শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্র-

২৪

মাং

নিরতিশয় ঘনঘনাবন^১ ঘটাত্মা মায়মান বাসরলক্ষী সমারক-

সন্তত জলদসময় সন্দেহাৎ ।

উদীচী

২৫

নানেক নরপতি প্রাভূতীকৃত প্রমেয় হয় বাহিনী খর খুগাঘাতে উৎখাত-

ধূলীধূসরিত দিগন্তরালাৎ ।

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধ নিহিত হওয়ায় শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেঘবর্ণাশ্রিত বাসরলক্ষীকে (দিন-শোভাকে) তমলাচ্ছন্ন করায় যেন জলদসময় সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী নরপতি প্রদত্ত অসংখ্য হয় (অশ্ব) বাহিনীর খর খুগাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা দিগন্তরাণ ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরের সেবার জন্ত আগত অশেষ জম্বুদ্বীপ-ভূপালগণের অনন্ত পদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, সেই সাহসগুণনগরের নিকট স্থাপিত *

সেখানে ইহা বিগ্রহপালদেবের সৈন্তদল সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। বেলগয়া-লিপিতে ইহা মহীপাল দখল করিলেন। কিন্তু মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে আর এই শ্লোক মহীপালের কৃতিত্বের বর্ণনায় নিয়োজিত নাই, তাহা তখন [১৪] সংখ্যক শ্লোক হইয়া তৃতীয় বিগ্রহপালেরই কর্ম-তৎপরতার যেন নিদর্শক হইয়াছে (আমগাছি-লিপি)। কিন্তু এই শ্লোকটি অপহরণের দোষ তৃতীয় বিগ্রহপালের একার প্রাপ্য নহে। মহীপালের পিতামহ দ্বিতীয় গোপালদেবের জাজিলপাড়া-লিপিতে (জীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মন লিখিত প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৪) [১০] সংখ্যক শ্লোক হইয়া ইহা পূর্বেই দ্বিতীয় গোপালদেবের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইয়াছিল। ইহাতে স্বতই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, এইরূপ অতিশয়োক্তিকর শ্লোক—যাহা মহীপাল নিজ পিতার জন্ত ব্যবহার করিয়াছেন এবং মহীপাল, মহীপালের পিতামহ ও মহীপালের পৌত্র স্ব স্ব রাজত্বকালে নিজ নিজ সৈন্তদলের (মহীপাল একবার নিজের জন্ত এবং একবার পিতার জন্ত ব্যবহার করিয়াছেন) কাব্যকলাপের বর্ণনায় ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার ঐতিহাসিক মর্যাদা কতখানি! ইহা স্মরণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা ইহার বহুলাংশই কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে?

১। সে কালে এক শ্রেণীর বর্ণদ্বন্দ্ব ঘাতক মন্তহন্তী প্রতিপালিত হইত, তাহাই ঘনাবন নামে সুপরিচিত ছিল। ধরনীকোষে তাহা ‘অন্তোন্তঘট্টনে চৈব ঘাতুকে চ ঘনাবনঃ’ বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ঘনাবন নামক হস্তীর ব্যুত্থকে ঘট্টা বলিত।—অমরকোষ, ২।৪।১০৭, ‘করিণাং ঘটনং ঘট্টা’ বলিয়া তাহাতে উল্লিখিত আছে।

* যে অস্বভাব্য হইতে এই দান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অবস্থান বর্ণনার জন্ত এই শ্লোক।

পংক্তি

২৫ পরমেশ্বর—সেবাস-

২৬ মায়াতাম্বেজস্বীপত্নপালানন্তপাত্তরনমদবনে:

শ্রীসাহসগুণগরসমাবাসিত^১শ্রীমজ্জয়স্বকাবারা-

২৭ ৯। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীবিগ্রহপালদেবপাদামুখ্যাত:

পরমেশ্বরপরমভট্টারকো মহারাজাধি-

২৮ রাজ: শ্রীমমহীপালদেব: কুশলী। শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তো।

ফাণিতবীধীসম্বন্ধ অমল [স্বভ্র^২জা]স্ব:পাতিসম্বা-

জয়স্বকাবার (বিজয়ী শিবির) হইতে (এই দান প্রদত্ত হইল)। পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিগ্রহপালদেবপাদামুখ্যান করিয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ মহীপালদেব, কুশলে অবস্থিত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে এই দান প্রদান করিতেছেন।

পালরাজগণ বিভিন্ন জয়স্বকাবার হইতে দান প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই বংশীয় বিত্তীয় রাজা ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ বাজা মদনপালদেব পর্যন্ত, সকলের দানলিপিতেই জয়স্বকাবারের অবস্থান বর্ণনায় এই একই শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণ—

দাতার নাম	লিপির পরিচয়	জয়স্বকাবারের নাম
ধর্মপালদেব	খালিমপুর	পাটলীপুত্রনগরসমাবাসিত
দেবপালদেব	মুন্সের	শ্রীমুদগগিরীসমাবাসিত
নারায়ণপালদেব	ভাগলপুর	ঐ
দ্বিতীয় গোপাল	জাজিলপুর	বটপুরুতিকাসমাবাসিত
মহীপাল	বাণগড়	বি[লা]সপুরসমাবাসিত
মহীপাল	বেলওয়া	শ্রীসাহসগুণগরসমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	আমগাছি	শ্রীমুদগগিরীসমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	বেলওয়া	বিলাসপুরসমাবাসিত
মদনপালদেব	মনহলি	শ্রীরামাবতীনগরপরিসরসমাবাসিত

এবং বিচিত্র এই যে, সমস্ত ‘জয়স্বকাবারের’ বর্ণনায়ই ‘ভাগীরথীপথপ্রবর্তমান নৌবাটক দ্বারা সেতু,’ তাহা ‘শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হওয়া,’ সেখানে ‘উত্তরাকলবাসী নরপতি প্রদত্ত অশ্ববাহিনীর’ আগমন এবং ‘জম্বুদ্বীপভূপালগণের পরমেশ্বরের সেবার জন্ত সমবেত’ হওয়া—সর্বদাই এক। স্বতরাং এই শ্লোকটি ঐতিহাসিকগণ স্মৃদ্ধভাবে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না আমাদের সন্দেহ আছে।

পংক্তি

- ২৯ বিচ্ছিন্ন ত[লো]পেতদশোত্তরশতষষ্যপ্রমাণো। সন্নকৈবর্তবৃত্তি।
 পুণ্ডরিকামণ্ডলাস্তঃপাতিপঞ্চকাণ্ডকাধিক
 ৩০ যতিপাণ। পববি] নবতত্ত্বরচতুঃশতপ্রমাণনন্দিস্বামিনী। পঞ্চনগরী-
 বিষয়াস্তঃপাতি একপঞ্চাশত্ত্বয় শ-
 ৩১ ত প্রমাণগণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্করিণীষু^২। সমুপগতা^৩শেষরাজপুষ্করান্।
 রাজরাজস্রজক। রাজপুত্র। রাজায়া-
 ৩২ ত্য। মহাসাক্ষিবিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি।
 মহাপ্রতীহার। দৌঃসাধসাধনি-
 ৩৩ ক। মহাপুণ্ডরিক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানোপরি।
 দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ড-

কৈবর্তদিগকে যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল, তাহার নিকটবর্তী ফাগিতবীথীসম্বন্ধ অমল ..
 দুই শত দশ প্রমাণ; পুণ্ডরিকামণ্ডলাস্তঃপাতি...চারি শত নব্বই প্রমাণ নন্দিস্বামিনী ও
 পঞ্চনগরীবিষয়াস্তঃপাতি এক শত একপঞ্চাশ প্রমাণ গণেশ্বরসমেত গ্রামপুষ্করিণীতে
 (প্রদত্ত হইল)।

* সন্নকৈবর্তবৃত্তি তাহার পূর্ববর্তী অংশের বিশেষণ কিম্বা পরবর্তী অংশের বিশেষণ, তাহা
 সঠিক বলা শক্ত। একালে, ; :।—যতি বুঝাইবার জন্য নানা চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই। সে কালে
 । ও। ছাড়া অন্য যতিচিহ্ন ছিল না। এবং, এর পরিবর্তে ঠাঁড়ি ব্যবহৃত হইত।

সন্ন অর্থ কি? দুই অর্থ হয়—(১) হীন, অবসন্ন, (২) নিকট, সন্নিক্ত। কৈবর্তদের একটি বৃত্তি বা
 জায়গীর যে সে কালে ছিল, তাহাতে সম্ভবত আব কোন সংশয় নাই। মনে হয়, ইহারা রাজ্যের
 অধীনে সৈন্তবিভাগে নিযুক্ত থাকিত। এই 'সন্নকৈবর্তবৃত্তি' বাক্যটি হইতে যে আলোচনার উদ্ভব
 হইতেছে, পরে তাহা করার ইচ্ছা রহিল।

১। পাতি। ২। পুষ্করিণী। ৩। সমুপগতা।

পশ্চাত্তাগ

পংক্তি

১ পাশিক^১। [শৌ]দ্ধিক। গোম্মিক।

২ ল। অঙ্গরক্ষ। তদাযুক্ত-

৩ নৌবলব্যাপ্তক। কিশো-

৪ বিবাহ্যক্ষ। দূতপ্রেষণি-

৫ মার্ণ। বিষয়পতি। গ্রামপ-

৬ খস। হুণ। কুলিক। কল্লাট^২।

ক্ষেত্রপ। প্রান্তপাল। কোটুপা-
 বিনিযুক্তক। হস্তাযোই-
 র বড়বা। গোমহিষ্যজা-
 ক গমাগমিক। অভিত্ত (+র+)
 তি। তরিক। গোড়। মালব
 লাট। চাট। ভট। সেবকাদীন।

অন্তাংশাকীর্তিতান্। রাজপাদোপজীবিনঃ প্রতিব (+।+)-

৭ সিনো ব্রাহ্মণেতরান্। মহত্তমোত্তমকুটুম্বিপুংগমেদাক্তচণ্ডালপৰ্বতান্।

যথার্থ মানয়তি। বোধয়তি স-

শৌদ্ধিক, গোম্মিক, ক্ষেত্রপতি, প্রান্তপাল, কোটুপাল, অঙ্গরক্ষক, এবং এই সকল ব্যক্তি কর্তৃক যাহারা নিযুক্ত বা বিনিযুক্ত; হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌবলে নিযুক্ত, কিশোর অশ্ব-গো-মহিষী-অঙ্গ-মেবাদির অধ্যক্ষ, দূতপ্রেষণিক, গমাগমিক, অভিত্তরমাণ, বিষয়-পতি, গ্রামপতি, তরিক, গোড়-মালব-খস-হুণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট ইহাতে আগত চাট, ভট ও অপরাপর সেবকাদি এবং অন্তর্ভুক্ত অপরাপর সকল রাজপুত্রদিগকে ব্রাহ্মণেতর

১। দাওপাশিক। ২। কর্ণাট।

* এই সৈন্তদলের উল্লেখ খর্মপালদেবের খালিমপুর-লিপিতে নাই—কেবল 'চাটভাট' আছে। দেবপালদেবের যুক্তদল-লিপিতে প্রথমে এই সৈন্তদলের নাম দেখা যায়। তদবধি প্রতি রাজার তান্ত্র-শাসনে এই সৈন্তদলের নাম দেওয়া হইত। মদনপালের মনহলি-লিপিতে আবার দেখিতেছি, গোড় মালবের পর 'চোড়' কথাটি যুক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, বিগ্রহপালের (২য়) আমলে চান্দেল নরপতি যশোবর্ম খসবলের সহায়তায় (অর্থাৎ তাহারা বিজোহী হইয়াছিল) (?) গোড় ক্রীড়ালতার অসিধরপ.....মালবগণের পক্ষে কালধরপ ছিলেন। (১০ সংখ্যক শ্লোকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)

পংক্তি.

- ৮ মাদিশতি চ। বিদিতমস্ত ভবতাং। যথোপরি লিখিতো [১] ত্র গ্রামাঃ^২।
[স্থ] সীমাত্তণপ্লুতিগোচরণপৰ্যন্তাঃ^৩ সতলঃ
৯ সোদেশাঃ^৪। সাত্ত্রমধুকা^৫। সজলস্থলাঃ^৬। সগর্তোষরাঃ^৭। সদশাপচারঃ^৮।
সচৌরোদ্ধরণাঃ^৮। পরিকৃতসর্বপীড়াঃ^৯। অ-
১০ চাটভটপ্রবেশঃ। অকিকিতগ্রাহাঃ^{১০}। সমস্তভাগভোগকরহিব্যাধিপ্রত্যায়
সমেতাঃ^{১১}। ভূমিচ্ছিত্ত্রায়ে-
১১ ন আচক্ষার্ককিতিসমকালং। মাতাপিত্রোরামনশ পুণ্যবশোভিবুদ্ধয়ে

প্রতিবাসীদিগকে, মহত্তমোত্তম কুটুম্বিকমুখ (ব্রাহ্মণাদি) চণ্ডাল পর্যন্ত (সকলকেই) যথাযোগ্য সন্মান করিতেছেন।* (তাহাদিগকে) জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন; আপনারা সকলে বিদিত হউন। যথা উপরি লিখিত গ্রামা স্বসীমাস্তর্গত ত্তণ, প্লুতি ও গোচারণভূমি পর্যন্ত; তল, উদেশ, আত্র, মধুক, জলস্থল, গর্ত, উষর, দশাপচার, চৌরোদ্ধরণিক, (প্রত্যেক সহ) সর্বপ্রকার উৎপীড়নপরিকৃত, চাট (টিকা) ও ভট্ট (নিয়মিত) সৈন্তপ্রবেশের অবোগ্য, যে (ভূমি) হইতে কিছু গ্রহণ করা যায় না, ভাগভোগ কর ও

* আজকাল মানুষে মানুষে প্রভেদ আর তত স্বীকৃত হয় না। এ অবস্থার এই বাক্য আর পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। তবু চণ্ডালকেও রাজা যথাযোগ্য সন্মান করিয়া সে কথা তাত্রাশাসনে উল্লেখ করিতেছেন, ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

† এই বেলওয়া দানলিপিতে দানের পরিমাণ খুব বেশী। ‘নন্দিষামিনী’ বাক্য দ্বারা কোন বিগ্রহ বা ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে এবং ‘গণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্করিণী’ সন্তবত গণেশ্বরের মন্দিরের ংলগ্ন গ্রামের দীঘিগুলি বুঝাইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে এই মন্দির ও দীঘিগুলি কে প্রস্তুত করিয়া দিলেন? যদি ইহা রাজা স্বয়ং নিজ ব্যয়ে করিয়া দিয়া থাকেন (৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য, তাহাতে রাজা রাত্যাপাল কতক দেবালয় ও জলাশয় রচনার কথা আছে) তবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত নিজে ব্যবস্থা করিলেন না কেন? এই দানের দ্বারাই কি তাঁহার কর্তব্য শেষ হইল? এই দানগ্রহীতা ব্রীজীধর শর্মা কি এই সব দেবালয় ও জলাশয়ের মালিক হইলেন? অথবা তিনি অছি মাত্র রহিলেন? এবং বরেন্দ্রমণ্ডলে যে বিস্তার জলাশয় দেখা যায়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত কি এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল? এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে।

১। তাত্রাশাসনে গ্রামের আগে ত্র, তার আগে একটি অক্ষর পড়া যায় নাই। সন্তবত উহা লুপ্ত অক্ষরের চিহ্ন। ত্র-এর আগের দাগটি িকারের মত বোধ হয়। অর্থাৎ ‘ত্রিগ্রাম’।

২—১১। এই আকারগুলি পূর্বে ছিল না, পরে যেন আঁচড়ের মত দাগ কাটা।

পংক্তি

- ১১ ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদিত্তি আ-
 ১২ দ্বিরসাধ [রীষগামনা *] স্ব প্রবরায়। হস্তিদাসসগোত্রায়। বিষ্ণুদেবশর্মাণঃ
 পৌত্রায়। ধারেশ্বরদেবশর্মাণঃ
 ১৩ পুত্রায়। শ্রীজীবধরদেবশর্মাণে। বিত্তবত্সংক্রান্তৌ বিধিবৎ। গংগায়াং স্নাত্বা
 শাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। অ-
 ১৪ তো [তবন্তিঃ] সর্বৈরেবামুদন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমেদানফল-
 গৌরবাৎ। অপহরণে চ মহানরক-
 ১৫ পাত[ভয়াৎ]। দানমিদমমুমোক্তামুশালনীয়ং। প্রতিবাসিভিষ্চ ক্ষেত্রকটৈঃ।
 আজ্ঞাপ্রবণ বৈধেয়ীভূয় যথাকালং
 ১৬ সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদি প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি ॥ সন্মৎ ২২ শ্রাবণ
 দিনে ২৫ ভবন্তি চাত্র ধ-
 ১৭ স্মামুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্বহুধা দত্তা রাজভিঃ সগবাদিভিঃ।
 যন্ত যন্ত বদা ভূমিস্তন্ত তন্ত তদা ফলং ॥ ভূ-
 ১৮ মিৎ যঃ প্রতিগৃহ্নাত্তি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্মানৌ
 নির্যতং স্বর্গগামিনৌ ॥ গামেকাং স্বর্গমৈ-

হিরণ্যাদি রাজস্ব-সমেত, 'ভূমিহিঙ্গ'-গ্রামামুসারে যত দিন চক্ৰ হুঁয়া পৃথিবীতে বিস্তমান, তত দিনের নিমিত্ত এবং মাতা, পিতা ও আপনার পুণ্য ও যশোবিরুদ্ধনার্থ আজিরস বাহুস্পত্যপ্রবরবুদ্ধ হস্তিদাসসগোত্র বিষ্ণুদেবশর্মার পৌত্র, ধারেশ্বর দেবশর্মার পুত্র শ্রীজীবধর দেবশর্মাকে বিবৃৎসংক্রান্তিতে বিধিবৎ গজায় স্নান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম অরণ করিয়া শাসনদ্বারা (উক্ত গ্রাম) আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইল। (এই দান) অমুমোদন করিবেন। (অনাবশ্যক বোধে পরবর্তী কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না)।

* এই অক্ষরগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নিঃসংশয়ে পড়া যায় না।

ক সন্মৎ ২২, শ্রাবণ ২৫ দিনে। বাণগড়-লিপির সন্মৎ পড়া যায় নাই। দেখা যাইতেছে, এই সব রাজারা নিজ নিজ রাজত্বের বর্ষ লিখিতেন এবং সম্ভবত তাহাই সর্বত্র রাজকার্যে নিয়োজিত হইত। সম্ভবত এই জন্তই অপর কোন লোক কোন দান করিলে (সে দানব্যাপারে রাজার বিশেষ কোন আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন না থাকিলেও) তাহাকে কোন্ রাজত্বসময়ে ইত্যাদি দানপত্রে উল্লেখ করিতে হইত। উদাহরণ—(১) কেশব-প্রশস্তি (মহাবোধিলিপি)—ধর্মপালের ষড়্বিংশতি বর্ষে... (২) বাগীশ্বরীপ্রস্তরলিপি—গোপালরাজার [রাজ্য] সন্মৎ ১ আশ্বিন শুক্ল পক্ষ ৮। (৩) কৃষ্ণধারিকা-মন্দিরলিপি—শ্রীনালাধা[নামক স্থানে] নরপালদেবের বিজয়রাজ্যের পঞ্চদশ সংবৎসরে।

- ১০ কঞ্চ ভূমেরপ্যর্কমঙ্গলং । হরদ্রকমাধাতি বাব(+দা+)হৃতসংপ্রবং ॥
যষ্টিবর্ষসমজ্ঞাপি স্বর্গে মোদতি* ভূমিদ
- ২০ : । আক্ষেপ্তা চাহুমন্তা চ । ভাঞ্জেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং
যো হরে(+ৎ+) বহুদত্তাং । স বিষ্ঠায়াঃ কুমিভূত্বা পি-
- ২১ তুষ্টিঃ সহ পচাতে । সর্ব(+া+)+নেতান্ ভাবিনঃ প্রার্থিবেদ্রান্ ভূয়োভূয়ঃ
প্রার্থয়তোয রামঃ । সামান্তোয়ং ধর্ম্মসেতুর্'-
- ২২ পাণাং কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥ ইতি কমলদল'+(+)+সুহিন্দুলোলাং
শ্রিয়মমুবিচিহ্ন্য ন(+হু+ শ্যক্ৰীবিত-
- ২৩ ক । সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তনৈঃ বিলোপ্যা ইতি ॥

শ্রীমহীপালদেবেন দ্বিজশ্রে-

- ২৪ ঠোপপাদিতে শ্রীমানলক্ষ্মীধর মন্ত্রী শাসনে দূতকঃ কৃত । পোবলীগ্রামনিধাত
চন্দ্রাদিত্য শূন্য' ॥ ই-
- ২৫ দং শাসনসুংকীর্ণং শ্রীপুষ্টিদিত্যেন শিল্পিনা ॥

শ্রীমহীপালদেব কর্তৃক শ্রীমান্ লক্ষ্মীধর মন্ত্রী দ্বিজশ্রেষ্ঠ (শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মাকে)
নাম্নিত এই শাসনের দূতক নিবৃত্ত হইয়াছিলেন । পোবলীগ্রামাগত চন্দ্রাদিত্যের পুত্র
শ্রীপুষ্টিদিত্য নামক শিল্পী দ্বারা এই শাসন উৎকীর্ণ (হইয়াছে) ॥

* মদনপালের মনহসি-লিপিতে 'মোদতি'র পরিবর্তে 'তিষ্ঠতি' আছে । ১ । শূন্যনা ।

† দূতক ও শিল্পীর নাম ও পরিচয় যদি সাজান যায়, তবে পালবাক্যদের ভাষ্যশাসন-ভেদে কিরূপ
পাড়াই, তাহা দেখা যাক্—

নামের পরিচয়	দূতকের নাম	শিল্পীর নাম ও বাসস্থান
খালিমপুর (ধর্ম্ম)	নাম নাই	তাতট
দুঙ্গের (দেব)	রাজপুত্র শ্রীরাজ্যপাল	নাম নাই
ভাগলপুর (নারায়ণ)	ভট্টগুরুব, পুণ্যকীর্তি	সংসমতটজন্মামংখদাস (মজদাস ?)
জাজিলপুর (গোপাল)	ভট্টপ্রভাস	সংসমতটজন্মা মজদাসপুত্র বিমলদাস
বাগগড় (মহী)	ভট্টশ্রীবামনমন্ত্রী	পোবলীগ্রামনিধাতবিজয়াদিত্যপুত্র মহীধর
বলওয়া (মহী)	লক্ষ্মীধর	পোবলীগ্রামনিধাত চন্দ্রাদিত্যপুত্র পুষ্টাদিত্য
দামগাছি (বিগ্রহ)	পড়া যায় নাই	পোবলীগ্রামনিধাত মহীধরের পুত্র শশিদেব
বলওয়া (ঐ)	শ্রীত্রিলোচন	সিন্ধিডীগ্রামনিধাত হরদেবপুত্র পুষ্টাদিত্য
মনহলি (মদন)	সাক্ষিবিগ্রহিক ভীমদেব	তথাগত সর

ইহা হইতে কিছু আলোচনার স্ফটিক হইতে পারে । এই বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল ।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৭৫ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৬৮)—১২৭৮ সাল (১১ এপ্রিল ১৮৭২)

শ্রীভক্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২২৫ সালে (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুর হইতে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় ‘দিগ্‌দর্শন’ নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক-পত্র। এই সময় হইতে ১২৭৪ সাল (১ এপ্রিল ১৮৬৮) পর্যন্ত বাংলায় যে-সকল সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়, সেগুলির বিবরণ আমি ‘বাংলা সাময়িক-পত্র’ (৩য় সংস্করণ) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ১২৭৫ হইতে ১২৭৮ সাল, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত, প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির বিষয় ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইবে। এই চারি বৎসরে শহর ও মফস্বলে বহু পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ ও অকাল-মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। আজিকার দিনে এগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে, —অধিকাংশই অবশ্বে ও জলবায়ুর দোষে লোপ পাইয়াছে। এই কারণে আমাদেরকে প্রধানতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা, সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আমাদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা বিচিত্র নহে। কেবল ভবিষ্যৎ কর্মীর পথ অপেক্ষাকৃত সুগম করিবার মানসে আমি নিজের চেষ্টায় যতটুকু উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আলোচ্য বিষয়ে কেহ কোন নূতন উপকরণের সন্ধান দিলে তাহাও সাদরে পত্রিকায় গৃহীত হইবে।

সাপ্তাহিক সম্বাদ (সাপ্তাহিক...)। ১ বৈশাখ ১২৭১ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

“এখানি ১লা অবধি ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদবহন হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ভূমিকা, বঙ্গদেশীয় খৃষ্টানিত জনগণের পেন্সন ফণ্ড, বিবাহ-ভঙ্গের আইন ও আদালতের আবশ্যকতা এবং সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। এখানিতে সম্পাদকের নাম নাই ; কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গীদ্বারা ইহা যে এ দেশীয় খৃষ্টীয়ান কর্তৃক প্রচারিত ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৩ বৈশাখ ১২৭৫।

১৮৭০ সনে, খুব সম্ভব যে মাস হইতে, ‘সাপ্তাহিক সম্বাদ’ পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়া ‘পাক্ষিক সম্বাদ’ নাম ধারণ করে। এই ভাবে কিছু দিন চলিবার পর ১৮৭১ সনের ১লা মে হইতে পুনরায় সাপ্তাহিক হইয়া পূর্বনামে এক পরমা মূল্যে প্রচারিত হইতে থাকে। ২১ এপ্রিল ১৮৭১ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ’ প্রকাশ :—

আমরা আশ্চর্য হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ঋষ্ট মিশনরিদিগের প্রচারিত পাক্ষিক সংবাদ পত্রখানি আগামী ১লা মে হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত এবং উহার নাম সাপ্তাহিক সংবাদ হইবে।

সমালোচনী (মাসিক) । বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮) ।

“এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহরমপুর সত্য-রত্ন বস্ত্র হইতে বৈশাখ মাস হইতে প্রচার হইতেছে। এই দুই সংখ্যায় বঙ্গভাষাদি ১৪টা প্রবন্ধ ও কতকগুলি চিত্রকথা লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী রিভিউর ধরণে ইহার লেখা। অধিকাংশই গল্প, শেষ ভাগে কিছু পদ্ম রচনা আছে।...ইহার লেখা মন্দ হয় নাই, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম।”—‘অমৃত বাজার পত্রিকা,’ ১৬ শ্রাবণ ১২৭৫।

পদ্মপ্রকাশিকা (মাসিক) । বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮) ।

এই “পদ্মময়ী পত্রিকা”র পরিচালক—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

প্রয়াগ দূত (পাক্ষিক...) । বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮) ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা “প্রতি মাসের ১লা ও ১৬ই দিবসে ত্রিশশিভূষণ মিত্র দ্বারা এলাহাবাদ মৌসিমগঞ্জে প্রচারিত হয়।” ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

শত্বেণ কুত্বেণ সতাপি লোকে সুসাধিতঃ কর্ম মহন্তবেৎ কিল ।

হলেন কুত্বে হি কথিতে কিতৌ ভবন্তি শস্ত্রাহুপজীকমানি ॥

১৮৭১, ১৭ই এপ্রিল হইতে ‘প্রয়াগ দূত’ দীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট সাপ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। পরবর্তী ২৮এ এপ্রিল তারিখের ‘এডুকেশন গেজেট’ে প্রকাশ :—

প্রয়াগদূত নামক এলাহাবাদের বাঙ্গলা সংবাদ পত্রখানি ৫ই বৈশাখ হইতে সাপ্তাহিক হইয়াছে।

উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা । শ্রাবণ ১২৭৫ (২০ জুলাই ১৮৬৮) ।

সম্পাদক—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। “বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য।”—‘মোমপ্রকাশ,’ ২০ শ্রাবণ ১২৭৫।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক) । শ্রাবণ ১২৭৫ (২ আগষ্ট ১৮৬৮) ।

সম্পাদক—কলুটোলা-নিবাসী হেমলাল দত্ত।

পল্লীগ্ৰাম বার্তাবহ (পাক্ষিক) । শ্রাবণ (১) ১২৭১ (ইং ১৮৬৮) ।

“এই পাক্ষিক সংবাদপত্রখানি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় বস্ত্র মুদ্রিত হইয়া বৈশ্ববাটা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পল্লীগ্ৰামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগ্ৰাম বার্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।...নগরের বার্তা প্রকাশ করে এক্ষণ সংবাদপত্র অনেক আছে। পল্লীগ্ৰামের মঙ্গলার্থ বস্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ততই তাহার হিত সাধিত হইবে। পল্লীগ্ৰাম বার্তাবহের লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা।”—‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা,’ অক্টোবর ১৮৬৮।

সরকারী রিপোর্টে ৩০ জুলাই ১৮৬৮ তারিখের ‘পল্লীগ্ৰাম বার্তাবহ’র উল্লেখ আছে।

হিতসাধিনী (মাসিক) । আশ্বিন ১২৭৫ (সেপ্টেম্বর ১৮৬৮) ।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষ। “ইহার আয়তন ১২ পেজি করমার দুই করমা, অগ্রিম

বার্ষিক মূল্য ৥৭/০ আনা। ইহাতে দুই একটা করিয়া কল্পিত গল্প সংকলিত এবং নানা বিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়া থাকে।”—ঢাকাপ্রকাশ, ২৮ পৌষ ১২৭৫।

বোধ-বিকাশিনী (পাক্ষিক)। ১ আশ্বিন ১২৭৫ (সেপ্টেম্বর ৮২৮)।

আট পৃষ্ঠার এই “অর্ধ-মাসিক” পত্রিকার কণ্ঠে “যত্নে কৃত যদি ন সিদ্ধতি কোহিত্র দোষঃ” মুদ্রিত হইত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় ভূমিকায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

স্বদেশীয় রীতি, নীতি ও আচাৰ্য্য ব্যবহারের অবক্ষালন ;—দেশসাধারণের হিতকর কার্যে যথা-সম্ভব পরামর্শ প্রদান ;—নিতান্ত অনিষ্টকর ঘটনা সকলের উদ্গোধন পূর্বক ক্ষমতাপন্ন ও প্রধান ব্যক্তি-গণের নিকট তন্নিবারণের উপায় প্রার্থনা এবং সাধারণতঃ বিজ্ঞার আলোচনা ও (পাঠক মহাশয়গণের বিরক্তিজনক হইলেও) ক্রমশঃ বচনাশক্তিব অভ্যাসই আমাদিগের পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

প্রথম সংখ্যার স্থচী :—ঈশ্বর-স্তুত, ভূমিকা, জ্ঞী-শিক্ষা, বিজ্ঞানঘটিত প্রশ্নোত্তর।

কল্পলতিকা (পাক্ষিক)। ১৫ পৌষ ১২৭৫ (২৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮)।

পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইন্সটিটিউশনের পণ্ডিত রামসরস্বয় বিজ্ঞানভূষণ :৮৬৮ সনের ২৮এ ডিসেম্বর এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ‘সংবাদ প্রভাকর’ (৫ জানুয়ারি ১৮৬৯) লেখেন :—“কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রামসরস্বয় ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৫ই পৌষ অবধি নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মাসিক মূল্য চারি আনা।”

জীবিত ও মৃত পত্রের তালিকা

১৮৬৯ সনের ১২ই এপ্রিল (১২৭৬, ১ বৈশাখ) তারিখের ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ পত্রে জীবিত ও মৃত সাময়িকপত্রের এক দীর্ঘ তালিকা আছে। “জীবিত” পত্রের তালিকাটি এইরূপ :—

দৈনিক :—সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সমাচার সুধাবিধ (যাদবচন্দ্র আচা), বঙ্গ-বিজ্ঞাপ্রকাশিকা।

দিনান্তরিক :—সংবাদ ভাস্কর।

অর্ধ-সাপ্তাহিক :—সমাচার চন্দ্রিকা (বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়), [কলিকাতা] বার্তাবহ (কলুটোলা)।

সাপ্তাহিক :—গবর্ণমেন্ট গেজেট (মিথ), সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট (ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি), বিজ্ঞাপনী, হিন্দুহিতৈষিনী, ভারতবর্জন, সুধাকর (মধুরানাথ ভট্টরত্ন), বঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ঢাকাপ্রকাশ, সাপ্তাহিক সমাদ (হারাগচন্দ্র সাহা), পদ্মদূত, গোয়ালীয়ার গেজেট, উড গেজেট (শিবসাগর), অমৃত বাজার পত্রিকা, উৎকলদীপিকা, হিন্দুরঞ্জিকা, রাজসাহী পত্রিকা (গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, বোয়ালিয়া), পল্লিবিজ্ঞাপনী।

মাসিক :—প্রভু কল্পনন্দিনী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নিত্যধর্মামুরঞ্জিকা, সর্বসার্থ পূর্ণচন্দ্র, হিতসাধক পত্রিকা, সত্যপ্রদীপ, রহস্য-সন্দর্ভ, বিজ্ঞানতিসাদিনী, সর্বসার্থ সংগ্রহ, ধর্মনীতি, জ্ঞানরত্ন, গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, যশোহর পত্রিকা, তত্ত্ববিকাশিনী, সত্যাবেষণ, নব-প্রবন্ধ, বামাবোধিনী।

জীবিত পত্রের এই তালিকায় অসম্পূর্ণতা আছে। ইহার অন্তর্ভুক্ত সাপ্তাহিক ‘পদ্মদূত’ ও ‘পল্লিজ্ঞাপনী,’ এবং মাসিক ‘ধর্মনীতি’ ও ‘যশোহর পত্রিকা’র কোন বিবরণ আমার সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

‘মৃত’ পত্রের তালিকাটিও সম্পূর্ণ বা নিতুল নয়। ইহার অনেকগুলির বিবরণ আমার ‘বাংলা সাময়িক-পত্র (১২২৫-৭৪)’ গ্রন্থে মিলিবে। কেবল যেগুলির নাম আমাদের অজ্ঞাত, মাত্র সেইগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সংবাদ মিহিবোদয়... কালিদাস মৈত্র। সংবাদ রত্নাকর... নীলবন্ধু তালদার। বিশ্বমনোরঞ্জিকা... নারায়ণপ্রসাদ চক্রবর্তী। জ্ঞানপ্রসাবিনী... ঢাকা। চাকচাক্যোদয়... জ্ঞানচরণ সাত্তাল। সত্যবাদী। কলিকাতা সংবাদ। জ্ঞানরত্নমালা। সত্যদর্পণ। বিজ্ঞানসারসংগ্রহ। বারাগসী দর্পণ। জ্ঞানহালা। সংবাদ সুখাকর... ব্রজমোহন সিংহ। সত্যবিজ্ঞানবিমল বিভা... বাস্কিপুত্র। রাজাজ্ঞে উপাখ্যান। সোমোদয়। জ্ঞানাজন।

হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৬ (এপ্রিল ১৮৬৯)।

“হুগলীর অস্থঃপাতী জিরাট হিন্দুহিতৈষিণী সভা হইতে হিন্দুহিতাকাঙ্ক্ষিনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহার তিন খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ৫ শ্রাবণ ১২৭৬।

মুসল মুদগর (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ (১) ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

“এখানি সাপ্তাহিক পত্র। মফস্বল হইতে বাহির হইতেছে।”—‘অমৃত বাজার পত্রিকা,’ ৮ শ্রাবণ ১২৭৬।

অবলা বান্ধব (পাক্ষিক...)। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ (২২ মে ১৮৬৯)।

ইহা ঢাকার মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। ‘সংবাদ প্রভাকর’ (১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬) লেখেন :—

অবলা বান্ধব।—এখানি পাক্ষিক পত্র। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ অবধি ঢাকা স্বলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৪ টাকা। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য। এই শ্লোকেই তাহার স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত-হইতেছে। যথা :—

‘সম্বল্টো ভার্যা ভর্তা,
ভর্তা ভার্যা তথৈবচ।
যন্মিলেব কুলে নিত্যং,
কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবহ।’

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক—লোনসিংহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

আমাদিগের আত্মক্ষমতাব উপর নির্ভর করিয়া অবলাবাক্তব প্রচারিত হইল না। যে অসীম ক্ষমতাবানের ইচ্ছার দুর্বল দেহে নববলের সঞ্চার হইতেছে, নিতান্ত অক্ষমেরও মহাক্ষমতা জন্মিতেছে, সেই পূর্ণ ক্ষমতাবান মহাপুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রচার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কথায় বাহাদিগের অন্তর জন্মায় আমরা তাহাদিগের প্রত্যাশী নহি। এ স্থলে ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, আমরা যে সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হইতেছি, সেই স্ত্রী সমাজের সহিত বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ আপ্যায়িততা আছে, আত্মীয়তা ধর্ম্মে তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনেক মনোগত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন বিষয়ে বিরূপ ক্রটি আমরা অভিনিবেশ চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি, বামাকুলের অনেক গুণ দোষ আমাদিগের নিকট স্পষ্টাঙ্করে প্রকাশিত আছে সুতরাং অবলাবাক্তব তাহাদিগের নিতান্ত অযোগ্য প্রতিনিধি হইবে না ভরসা হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের বাক্য পাঠক সমাজে কতদূর আদৃত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। জনসাধারণে আমাদিগের পরামর্শ অধিক পরিমাণে আশ্রয় গ্রহণ করিবে একরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেবই প্রকৃতি, কতকগুলো লোকের প্রকৃতি এত তীব্র যে, নারীদিগের মঙ্গলার্থক একটি বাক্য শুনিলেও নিতান্ত বিরক্ত হন। যিনি ওরূপ কথা উত্থাপন করেন তাহাকে বিজ্ঞপ ও অপমান করিতে ক্রটি করেন না। মেয়ে মানুষের পক্ষ সমর্থন করেন বিধায় তাহাদিগকে “মেগে” বলিয়া উপহাস করেন। এ সকল লোকের নিকট অবলাবাক্তবের যত আদর হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গবাসিনী কামিনীদিগের মঙ্গল কামনার ও পক্ষ রক্ষার প্রবৃত্তি হওয়াতে তাহারা ঐ বিজ্ঞপার্থক উপাধি হস্ত আমাদিগকেও প্রদান করিবেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্ত কিছুমাত্র কষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ সম্মানাত্মক উপাধি হইতেও উহাকে অধিক আদর ও গৌরবের চিহ্ন মনে করিব।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবাক্তব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। বাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্তব্যবিধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিজ্ঞা বিষয়ে সবিশেষ অগ্রগতি জন্মে, তাহার নিম্নত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্তই অবলাবাক্তবের জন্ম হইল। যে সকল কীত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অমূল্য হইবে, সময়ে তাহাও প্রকাশ করা যাইবে। এবং যে সকল শুভবলী সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক, সংবাদ শুভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবাক্তব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবাক্তবের এক কর্তব্য পরিগণিত হইবে।

জীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্ত এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন একরূপ মনে কবেন না। এতদেন্দ্রীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমাদের অভিপ্রায়। আমরা তাহাদিগের গুণের যেরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিকারণ চেষ্টা পাইব।

উপসংহার কালে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে নমস্কার করিহা প্রার্থনা এই, যাঁহাতে অবলা-বান্ধবের এই সকল উদ্দেশ্য বক্ষা পাইয়া ইহার দীর্ঘজীবন হয়, তিনি এমন ক্ষমতা প্রদান করুন।

১৮৭০ সনে দ্বারকানাথ কলিকাতায় আগমন করেন এবং এখান হইতেই ‘অবলাবান্ধব’ প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি তৎসংকলিত ‘নববার্ষিকী’তে (১২৮৪) লিখিয়াছেন :—

১৮৬৯ অক্টোবর মাসে অবলাবান্ধব নামক আর একখানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আৰম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার বহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা জীবাধীনতার পক্ষপাতী এবং জীপুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষার বিরোধী ছিলেন।

৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকা মাসিক আকারে ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে (৩০ জুলাই ১৮৭১) প্রকাশিত হয় এবং অল্প দিন পরেই অর্থাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে ‘অবলাবান্ধব’ মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ১ম খণ্ড, ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২০ নবেম্বর ১৮৭২।

জ্যোতিরঙ্গণ (মাসিক)। জুলাই ১৮৬২।

১৮৬২ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা ট্রাস্টে সোসাইটি জীলোক ও বালকবালিকাগণের নিমিত্ত এই সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক—রেঃ এস. সি. ঘোষ লেখেন :—

বালকবালিকা ও জীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই পত্রখানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...আমরা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া আমাদের স্বকুমারমতি পাঠক-বর্গের মনোরঞ্জন করিব না। এই পত্রেতে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি নানাপ্রকার বিষয় থাকিবে। আমোদসহকৃত নীতিশিক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ‘জ্যোতিরঙ্গণে’ মধুসূদন দত্তের লিখিত “পুঙ্খলিয়া” ও “কবির ধর্মপুত্র” নামে দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক)। ২২ ভাদ্র ১২৭৬ (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯)।

“এখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। টালীগঞ্জ মিসনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পাদরি সি, ই, ডিউবর্গ সাহেব ইহার সম্পাদক। ৬ই সেপ্টেম্বর অবধি ইহার প্রচারণ আরম্ভ হইয়াছে।” ‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

“সম্পাদক ঘোষণা করিয়াছেন দেশের উন্নতি সাধন করা ও গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া তাহার প্রধান উদ্দেশ্য।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৯ ভাদ্র ১২৭৬।

জ্ঞানলহরী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

“জ্ঞানলহরী...মাসিক পত্রিকা...শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র ও বিজয়কেশব বসু ইহার সম্পাদক। পত্রিকার আয়তন ১২ পেজী ১ ফর্ম।...মাসিক মূল্য এক আনা। বর্তমান আশ্বিন মাস অবধি ইহার প্রচারণ আরম্ভ হইয়াছে। পত্র ও গল্প ইহার অবয়ব সজ্জিত করা সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য।”—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১৪ আশ্বিন ১২৭৬।

চিকিৎসা সংগ্রহ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৬ (১১ অক্টোবর ১৮৬৯)।

“ইহাতে ঐতদ্বৈদ্যিক এবং ইউরোপ খণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ হইবে।”
ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডি. এল ডি. ইহার সম্পাদক ছিলেন।

জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা (মাসিক)। আশ্বিন (?) ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)।

২৪ কার্তিক ১২৭৬ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ সমালোচিত।

দেশহিতৈষিনী (মাসিক)। কার্তিক ১২৭৬ (১১ নবেম্বর ১৮৬৯)।

৮ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির পরিচালক—পাথুরিয়াঘাট:-নিবাসী রাজকৃষ্ণ দাস।

মধুকরী (মাসিক...)। মাঘ ১২ ৬ (জানুয়ারি ১৮৭০)।

“[বহরমপুর] সত্যরত্ন বসু হইতে মধুকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা গত মাঘ মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে। দেশের হিতসাধন ও বিদ্বান্বেষণীর মনোরঞ্জন ইহার উদ্দেশ্য।”—‘ঢাকাপ্রকাশ,’ ২৫ ফাল্গুন ১২৭৬।

“যাহারা ‘সমালোচন’ পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লেখকের পরিচয় উত্তমরূপে অবগত আছেন।...‘সমালোচনী’ কেবল সাহিত্য প্রসিধিনী ছিলেন, ‘মধুকরী’ সকল রসই আহরণ করিয়া নিজক্রমে সঞ্চয় করিতেছেন।”—‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা,’ মার্চ ১৮৭০।

“মধুকরী পত্রিকা ১লা বৈশাখ [১৩ এপ্রিল ১৮৭০] হইতে পাক্ষিক হইয়াছে।”—
‘হিন্দুহিতৈষিনী’ ২৩ এপ্রিল ১৮৭০।

বরিশাল বার্তাবহ (পাক্ষিক)। ফাল্গুন ১২৭৬ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭০)।

“আমরা ‘বরিশাল বার্তাবহ’ নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। খালকাটি হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কলিকাতায় [হিতৈষী যন্ত্রে] মুদ্রিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৪ টাকা।”—‘অমৃত বাজার পত্রিকা,’ ৫ চৈত্র ১২৭৬।

ইহা “প্রতি মাসের .লা ও ১৫ই প্রকাশিত হয়, বার্ষিক মূল্য ২১০ টাকা।”

বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র; “১লা বৈশাখ হইতে খিদিরপুরের একজন স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে” (‘হিন্দুহিতৈষিনী,’ ২৩ ৪-৭০)। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৭২২ শক) লেখেন :—

এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত বঙ্গালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ

হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত-সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যক পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শাস্ত্র ভাষ্য প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অমুচিত বিজাতীয় অমুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্র সমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

পাক্ষিক প্রকাশিকা। বৈশাখ ১২৭৭ (২৭ এপ্রিল ১৮৭০)।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

পরিচালক—উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৭ (এপ্রিল ১৮৭০)।

“ইহা ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইতেছে।...কেবল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় প্রকাশিত হইতে পারে একরূপ পত্রিকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।”—‘হিন্দুহিতৈষিনী,’ ২৮ মে ১৮৭০।

রাজসাহী সম্বাদ (পাক্ষিক)। ৩১ বৈশাখ ১২৭৭ (১৩ মে ১৮৭০)।

“রাজসাহীর বোয়ালিয়ায় রাজসাহী প্রেস হইতে ‘রাজসাহী সংবাদ’ নামে এক পাক্ষিক পত্র প্রকাশ হইতেছে। ৩১এ বৈশাখ এবং ১৬ই জ্যৈষ্ঠের পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আয়তন ১ ফরমা। মূল্য বার্ষিক ২ টাকা।”—‘ভারতরঞ্জন,’ ৪ আষাঢ় ১২৭৭।

পাক্ষিক ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ (জুন ১৮৭০) লিখিয়াছিলেন :—“এই পত্রিকাখানি অনেক দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে। কোন কারণবশতঃ মধ্যে কতক দিন বন্ধ ছিল।” ‘গ্রামবার্তা’ বোধ হয় ‘রাজসাহী পত্রিকা’ ও ‘রাজসাহী সংবাদ’কে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। “মাসিক সংবাদপত্র” ‘রাজসাহী পত্রিকা’ ১২৭৪ সালের ১৫ই শ্রাবণ (১৮৬৭, ৩০ জুলাই) স্কটীয় বোয়ালিয়া মুদ্রাষত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

মিত্র-প্রকাশ (মাসিক...)। ৩০ বৈশাখ ১২৭৭ (মে ১৮৭০)।

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১২৭৭, ৩০ বৈশাখ। পত্রিকার শীর্ষে নিয়োক্ত প্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাণ-শূরঃ ।

নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মেদত্যাগারঃ ।

পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

এখানিতে বাংলাভাষার এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় সকলই বিস্তৃত হইবে। যাহাতে বঙ্গ-ভাষার উন্নতি, বঙ্গীয়-কবিদিগের কাব্য-কলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণে বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, ‘মিত্র-প্রকাশ’ সর্বদা তৎপ্রতি অবহিত থাকিবে। শুধু সম্পাদকীয় রচনামালায় ইহা পরিপূরিত হইবে না।

দ্বিতীয় বর্ষে অল্প দিনের জন্ত ‘মিত্র-প্রকাশ’ পাক্ষিক আকার ধারণ করিয়াছিল। “মিত্র-প্রকাশের আকার পরিবর্তন” প্রসঙ্গে ২য় পর্ক, ৩য় সংখ্যার (আষাঢ় ১২৭৮) এইরূপ লিখিত হয় :—

এক্ষণ অবধি আমরা মিত্র-প্রকাশকে ৪ কন্ধ্যা আকারে মাসে দুই বার প্রচার করিতে প্রয়াসবান হইলাম।

ইহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র অল্পজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হইয়া মাসিক আকারে ২য় পর্কের ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ভাদ্র ১২৭৯) হইতে ‘মিত্র-প্রকাশ’ প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে। ‘মিত্র-প্রকাশ’ের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৮৮০ সালের বৈশাখ হইতে।

শান্ত্র-প্রকাশ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই ১৮৭০)।

“শান্ত্রপ্রকাশ নামে মাসে মাসে একখানি পত্র প্রকাশ করা যাইবে, আপাততঃ প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। ইহাতে ককিপুরাণ আরম্ভ করা হইয়াছে। ককিপুরাণ শেষ হইলে অন্য পুরাণ কিবা তন্ত্র আরম্ভ করা যাইবে। ..মাসিক মূল্য দশ আনা।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিণোদিত ও ভাষান্তরিত হইয়া, কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ‘শান্ত্রপ্রকাশ’ প্রকাশিত হইত।

সজ্জনচিঁতবিনোদিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৭ (জুলাই ১৮৭০)।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র।

বঙ্গবন্ধু (মাসিক...)। ১ শ্রাবণ ১২৭৭ (১৬ জুলাই ১৮৭০)।

‘বঙ্গবন্ধু’ নামে একখান পাক্ষিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১লা শ্রাবণ টাকা হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সংবাদপত্রের জায় অথচ ধর্ম ও জ্ঞানীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সকলও ইহাতে বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে। ..উহার আকার ধর্মতত্ত্ব পত্রের জায়। ডাক মাহুল সহিত অগ্রিম মূল্য ৪৮০ টাকা।”—‘বামাবোধিনী পত্রিকা,’ ভাদ্র ১২৭৭।

সরকারী রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, টাকা পোগোজ কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ভুবনমোহন সেন, বি-এ ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি টাকা ব্রাহ্মসমাজের সজ্ঞত সভা হইতে প্রকাশিত হইত। ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে ‘বঙ্গবন্ধু’ টাকা নববিধান সমাজের মুখপত্ররূপ পরিচালিত হইতে থাকে। নববিধান সমাজের আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—

“বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ পাক্ষিক ছিল, তাহার পর সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইহাতে প্রথমতঃ রাজনৈতিক;

সামাজিক, এবং ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইত। তাহার পর পুনরায় ইহা পাক্ষিক হয়। এখন *East* পত্রিকা যে আকারে বাহির হয়, এরূপ আকার হইত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে “ইষ্ট” পত্রিকা বাহির হইলে বঙ্গবন্ধুতে রাজনৈতিক বিষয় লিখা হইত না। বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ একাকী আমাকে চালাইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। শেষ ভাগে ৮কৈলাসচন্দ্র নন্দী, ৮বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে ভাই হর্গানাথ রায়ও সম্পাদকের কার্য করেন। আমাদের অবস্থান্তর হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৮৭০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৭ পর্যন্ত নিরমিত মত বাহির হইয়াছিল। (কেশবনাথ মজুমদার : ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,’ পৃ. ৪২৫)

সাহিত্য-সংগ্রহ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৭০)।

“সাহিত্য-সংগ্রহ” নামক আর একখানি মাসিক পত্রিকাও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ছই খণ্ড আমায় প্রাপ্ত হইয়াছি।...এখানি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—“ইহাতে বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ, তন্ত্র ও মূর্তির অমূল্য, বঙ্গদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক প্রকৃত দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের এবং প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত, ইতিহাস, কাব্য ও নাটক, বিজ্ঞান, শিল্প ও চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রাচীন কীর্তি, অদ্ভুত বিবরণ, এবং রহস্য বিষয়ক বিবিধ গল্প ও নবল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে হরিবংশ অমূল্যদাতার প্রচার আরম্ভ হইল।”—‘অমৃত বাঙ্গাল পত্রিকা,’ ১ পৌষ ১২৭৭।

নারী-শিক্ষা পত্রিকা (মাসিক)। ১ কার্তিক ১২৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৮৭০)।

ঢাকা মূলভবন হইতে “স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাপযোগিনী” এই মাসিক পত্রিকাখানি ১২৭৭ সালের ১লা কার্তিক হইতে প্রকাশিত হয়।—‘হিন্দুহিতৈষিনী,’ ২৭ কার্তিক ১২৭৭।

মুরশিদাবাদ হিতৈষিনী (পাক্ষিক)। ১ কার্তিক ১২৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৮৭০)।

“এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা বাইতেছে যে আগামী কার্তিক মাসের ১লা তারিখ হইতে মুরশিদাবাদ হিতৈষিনী নামী একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।...শ্রীবনোয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদক। বহরমপুরের অধীন নৈদাবাদ হোতাপাড়া।”—‘সোম প্রকাশ,’ ৩১ শ্রাবণ ১২৭৭।

সনাতন ধর্মোপদেশিনী (মাসিক)। কার্তিক ১২৭৭ নবেম্বর ১৮৭০)।

“সনাতন ধর্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা। ইহা কলিকাতাহ ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা হইতে প্রচারিত হইতেছে। কার্তিক মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।”—‘হিন্দুহিতৈষিনী,’ ১৯ নবেম্বর ১৮৭০।

“বাহাতে হিন্দুধর্মের উন্নতি হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।” সভার অধৈবনিক সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

বেদধেমহিষ্টমবর্ষিহর্দলচর্চাইনোপি ধর্মক্রমঃ সংবর্দ্ধ্যাক্রবধর্মরক্ষণমহাসংসদসম্বোদনৈঃ ।

সংভাব্যক্রমনোবিশোধকুসুমশ্লেষঃফললাকৃতং পঠৈশ্চতাং নবপত্রিকাং সমুদিতাং তৎসর্বসম্বোধিকাম্ ।

সুলভ সমাচার (সাপ্তাহিক) । ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৫ নবেম্বর ১৮৭০) ।

কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা হইতে ‘সুলভ সমাচার’ নামে এক পরসামূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় (১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭) মুদ্রিত “সম্পাদকের নিবেদন” হইতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য লব্ধে এইরূপ জানা যায় :—

আমাদের সঙ্গে বিদ্যান এবং ধর্মীর সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক; তাহাদের পড়িবার তুনিবার অনেক অনেক শাস্ত্র, বড় বড় জ্ঞানের বই, নানাপ্রকার খবরের কাগজ আছে, এবং তাহাদের সংসাবে সুখী হইবার উপায়ও অনেক। ষাঁহাদের সময় অতি অল্প, খাটিতে খাটিতে রাত দিন ষাঁহাদের মাতার উপর দিয়া চলিয়া যায়, এমন সঙ্গতিও নাই যে অল্প সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন, তাহাদিগেরই সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ, আমরা তাহাদিগকেই এই পত্রিকার পাঠক বলিয়া স্থির করিয়াছি। যদি আমরা লগ্নকালের জন্তও তাহাদিগকে সুখী করিতে পারি, যদি তাহারা যেটুকু অবকাশ পাইবেন সেইটুকুতে কিছু কিছু ভাল কথায় মন দিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন, এবং দেশের চারি দিকের খবর জানিয়া জ্ঞানকে বৃদ্ধি করিতে পারেন, তবেই আমাদের এই পত্রিকা বাহিব করা সার্থক হইবে। আমরা এই ‘সুলভ সমাচার’ প্রতি মঙ্গলবারে বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সকলে লইতে পারিবেন এই জ্ঞান ইহা বর্মূল্য এক পরসামাত্র স্থির করা হইয়াছে। হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আমোদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, ভাল ভাল প্রভৃতির দর, এবং বিজ্ঞানের মূল সত্য সকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইরূপ লিখিতে আমরা ক্রটি করিব না।

পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত :—

ধন মান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম চাও যদি অব্যবহিত-দায়,
দরিদ্র ধর্মীর সেখা সম অধিকার।

‘সুলভ সমাচার’ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহা দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। আমি ১৮৮৯ সনের জুলাই মাসের পত্রিকাও দেখিয়াছি; তখন ইহার নাম ছিল—‘সুলভ সমাচার ও কুশল’।

নবপর্ষ্যায়ের ‘সুলভ সমাচার’ দৈনিকরূপে প্রকাশ করেন—নরেন্দ্রনাথ সেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১৩১৮ (১৪ এপ্রিল ১৯১১)। ইহা গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকা ছিল; গবর্ণমেন্ট ২৫ হাজার খণ্ড নির্দিষ্ট মূল্যে (অর্ধ আনা) ক্রয় করিয়া বাংলা দেশের জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ভাল বাংলা জানিতেন না; অলদ্র সেনই তাহার নির্দেশ-মত পত্রিকার সকল কার্য নির্বাহ করিতেন।

পত্রিকা প্রকাশের পর চারি মাস বাইতে না বাইতেই নবরত্ননাথের মৃত্যু হয় (জুলাই ১৯১১)। তখন গবর্নমেন্টের তরফ হইতে জলধরই বর্জিত যেতনে ‘জুলভ সমাচারে’র সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গবর্নমেন্ট এক বৎসরের অধিক কাল পত্রিকাখানি জীবিত রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই বৎসর পৌষ মাসে দিল্লী-দরবারের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া যায়। দেশে আর অশান্তির কারণ নাই বিবেচনা করিয়া সরকার জানাইয়া দিলেন, ১৯১৮ সালের চৈত্র মাসের পর আর তাঁহারা ‘জুলভ সমাচারে’র জন্ত অর্থব্যয় করিবেন না। নবপর্ধ্যায়ের ‘জুলভ সমাচারে’র পরমায়ু এক বৎসর।

বিদূষক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১ ডিসেম্বর ১৮৭০)।

“সাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আমোদ বোধ করেন,” তাঁহাদিগের জন্ত এই রহস্য-পত্রিকার জন্ম। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা পাঠে জানা যায়, ‘সংবাদ প্রভাকরে’র সহ-সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ‘বিদূষকে’র আট সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই পয়সা।

প্রচারিকা (মাসিক...)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (নবেম্বর ১৮৭০)।

“এখানি মাসিক পত্রিকা। আপাততঃ কলিকাতা হইতে প্রচারিত হইতেছে। বর্ধমান হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলেই সাপ্তাহিক হইবে। ইহার প্রস্তাবগুলি সম্ভাব্যকর হইতেছে।”—‘সোমপ্রকাশ’, ২৬ পৌষ ১২৭৭।

অল্প দিন পরেই ইহা মাসিকপত্রে পরিণত হইয়াছিল। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ (১ মাঘ ১২৭৭) লেখেন :—“বর্ধমান হইতে প্রচারিকা নামক একখানি পত্রিকা আমরা পাইয়াছি।...কাগজখানি পাক্ষিক।” সরকারী রিপোর্টে ১৫ নবেম্বর ১৮৭০ তারিখের ‘প্রচারিকা’র উল্লেখ আছে।

বিশ্বদূত (মাসত্রয়িক)। পৌষ ১২৭৭ (জানুয়ারি ১৮৭১)।

“বিশ্বদূত। এখানি কলিকাতা হইতে প্রতি মাসে তিন বার প্রকাশিত হইবে। এখানিও মন্দ হইতেছে না।”—‘সোমপ্রকাশ’, ২৬ পৌষ ১২৭৭।

সাহিত্য মুকুর (সাপ্তাহিক)। ৭ জানুয়ারি ১৮৭১।

ইহা এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল— ৭ জানুয়ারি ১৮৭১। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

যদি কেহ আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা “অবকাশ কালে নির্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকবর্গের মনোবিন্ধন” এই একমাত্র কথাতেই তাঁহার উৎসুক্য নিবারণ করিতে পারি। ফলতঃ বড় বড় রাজসম্পর্কীয়, সমাজ সম্পর্কীয় বা ধর্ম সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। আর ক্রিয়াব্যবহা ও প্রয়োজন নাই, ঐ সকল বিষয়ের জন্ত অনেকানেক মহৎ

লোক, বাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উক্ত বিষয় সকল শত গুণে অধিক বুঝেন তাঁহারা ব্যস্ত আছেন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদের এমত উদ্দেশ্য নহে যে একমাত্র লোকের আমোদ জন্মাইবার নিমিত্ত আমরা একেবারে অন্ধ হই ও পরিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত দোষোৎপাদক প্রবন্ধ লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করি। পরন্তু আমাদের এই পরিমিত বর্ত্তব্য-মণ্ডলের মধ্য হইতেই সুবিধাক্রমে আমাদের প্রবন্ধের মধ্যে দেশহিতকর বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টিত হইব।

প্রথম সংখ্যার সূচী—ভূমিকা, উদ্দেশ্য, সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল, বিভাবতী (উপজ্ঞাস), ললিত কাব্য। পত্রিকার কণ্ঠে এই কবিতাংশ মুদ্রিত হইত :—

যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,

পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।

হিতবাদী (মাসিক)। মাঘ ১২৭৭ (২১ জানুয়ারি ১৮৭১)।

ধর্মবিষয়ক এই মাসিক পত্রের পরিচালক ছিলেন—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভ-সাধিনী (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৭৭ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

“১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৭০ অব্দে) ঢাকার যুবক ব্রাহ্মগণ ঢাকায় পূর্ববঙ্গ শুভ-সাধিনী নামে একটা সভা স্থাপন করেন।...এই সভা হইতে ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে ‘শুভ-সাধিনী’ পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। শুভ-সাধিনীতে ধর্ম বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। ইহা ছিল একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র।...শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে ‘স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুভ-সাধিনীতে বিশেষ প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় কাগজের সম্পূর্ণ ভার নিয়াছিলেন।’...শুভ-সাধিনী এক বৎসরের অধিক জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই।” (কেদারনাথ মুখুন্দার : ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,’ পৃ. ৪২৩-৪।

১৮৭০ সনের এপ্রিল মাসে ‘শুভ-সাধিনী’ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, স্বতঃই মনে সন্দেহের উজ্জেক করে; কারণ, এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশের প্রথম গৌরব যে এই বৎসরের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ‘শুভ সমাচার’র, ইহা সর্বজনবিদিত। প্রকৃত পক্ষে কেদারনাথের উপরি উক্ত বিবরণ নিতুল নহে। ‘শুভসাধিনী’ যে ১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন ১২৭৭) মাসে জন্মলাভ করে, সরকারী রিপোর্টের নিয়োগ পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে :—

This paper [The Pruyag Doot of 14 March, 1871] notices the publication in Dacca of a new weekly, called the Shooobhusadhinee Patrika, which is sold at a pice a copy. About 7 or 800 copies of the first number were taken up.

‘শুভসাধিনী’ একাধিক বর্ষ জীবিত ছিল। সরকারী রিপোর্টে ইহার ওরা ও ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখের সংখ্যা দুইটির আশি-বীকার আছে।

হিতকরী (সাপ্তাহিক) । ফাস্তন ১২৭৭ (ফেব্রুয়ারি ১২৭১) ।

“এই পত্রিকাখানি ঢাকা স্থলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে এক ফরসা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য নগদ ৫ এক পয়সা।... হিতকরীর লেখা মন্দ হইতেছে না।”—‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা,’ চৈত্র ১ম পক্ষ।

সরকারী রিপোর্টে ১৬ মার্চ ৮৭১ তারিখের হিতকরীর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধেই ঢাকার ‘হিন্দু হিতৈষিনী’ (১৬ ফাস্তন ১২৭৭, শনিবার) লিখিয়াছিলেন :—

হিতকরী নামে আর একখানি এক পয়সার সাপ্তাহিক পত্রিকা গত বৃহস্পতিবার হইতে বাহির হইয়াছে।

প্রাত্যহিক সম্বাদ (দৈনিক) । ফাস্তন (৭) ১২৭৭ (ইং ১৮৭১) ।

“প্রাত্যহিক সম্বাদ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের দৈনিক পত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, ইহা কলিকাতা অবলাবান্ধব যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।”—‘হিন্দু হিতৈষিনী,’ ১৮ মার্চ ১৮ ১।

হিতমিহির (সাপ্তাহিক) । ফাস্তন (৭) ১২৭৭ (ইং ১৮৭১) ।

“আমরা হিতমিহির নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। এই পত্রখানি প্রতি শুক্রবারে খড়দহ হইতে প্রকাশিত হয়। এখানিও এক পয়সার সংবাদপত্র। ইহার একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।”—‘এডুকেশন গেজেট...,’ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

সরকারী রিপোর্টে ৩১ মার্চ ১৮৭১ তারিখের ‘হিতমিহিরের’ উল্লেখ আছে।

ভারত-পরিদর্শক (মাসিক) । ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১) ।

“ভারত-পরিদর্শক।—আমরা এই নামে একখানি নূতন মাসিকপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। গত ১লা বৈশাখ অবধি ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ভাবে বোধ হয় এই পত্রখানি সাহিত্য ও বিজ্ঞান-ঘটিত বিষয়েরই বিশেষ আলোচনা করিবেন; মাসিক পত্রিকায় তাহাই করা আবশ্যিক,...। আমরা প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৯ বৈশাখ ১২৭৮।

বিভাকর (মাসিক) । বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১) ।

“বিভাকর নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রিকার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি সাহিত্য সংক্রান্ত পত্রিকা; বৈশাখ মাস অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা স্বতন্ত্র না লিখিয়া ইহারই ভূমিকা হইতে একটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।...ইহাতে পত্রের ভাগ অধিক। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকি মাত্র, ডাকমাওল সমেত দুই টাকা।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের ‘বিভাকর’ পত্রের উদ্দেশ্য কি? তবে তাঁহাকে এই মাত্র বলিব যে...আজি কালি যে সকল পত্রিকা এতদেশের পূর্ব-দারিত্য দূর করিয়া তাহার অল্পম শোভা

সম্পাদন করিতেছে, সে সমুদয় প্রায় বার্তাদি বিষয়ক। তন্মধ্যে যে কয়েকখানা সাহিত্য সম্বন্ধীয় দেখা যায়, তন্মাত্রা সংখ্যাতেই হউক বা উপকারিতাতেই হউক, লোকের আশামুরূপ ফল উৎপন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ সাহিত্য-রত্নের ভাণ্ডার অক্ষর। অসংখ্য পত্রাদি লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত কে তাহার অস্ত্র করিতে পারিয়াছে? ফলতঃ সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রাদির সংখ্যা দেশমাত্রেই সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য-জ্ঞানে লোকের মত যত উন্নত ও পরিশুদ্ধ হয়, একমাত্র সংবাদ পাঠে তত উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। সাহিত্যের উপর বেশের উন্নতি ও মঙ্গল বিশেষরূপে নির্ভর করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় পত্রেই দেশের সেই উন্নতভাব প্রতিবিম্বিত হয়। এই বিবেচনার এতদেশের সাহিত্য সম্বন্ধীয় পত্রের অপ্রতুলতা কাহার পক্ষে না দুঃসহ বোধ হইবে?—সাহিত্য বিষয়ক যথাকথিক লেখা ও আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে আমাদের অপরাপর লিখন-প্রবৃত্তি বিষয়ে হস্তক্ষেপের পথ রহিল না, ইহা যেন কেহ বিবেচনা না করেন।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

দুর্লভ সমাচার (সাপ্তাহিক...)। বৈশাখ (?) ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

‘দুর্লভ সমাচার’র অব্যবহিত পরে ‘দুর্লভ সমাচার’র আবির্ভাব। ১৫ শ্রাবণ ১২৭৮ হইতে ইহা পরিবর্তিত আকারে পাক্ষিক-পত্রে রূপান্তরিত হয়—সরকারী রিপোর্টে এইরূপ উল্লেখ আছে। পাক্ষিক ‘দুর্লভ সমাচার’র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পুস্তক ও সংবাদপত্রের সমালোচনা।

চিকিৎসা দর্পণ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

‘চিকিৎসা দর্পণ’ যখনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনার চূড়ান্ত হইতে প্রকাশিত হইত।

১৯ বৈশাখ ১২৭৮ তারিখে ‘সোমপ্রকাশ’ ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহাতে নানা প্রকার পীড়া, তাহার চিকিৎসা প্রকরণ, এবং যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের উপশম হয়, তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল ডাক্তার ইংরাজী জানেন না, তাহাদিগের সুবিদার্থে ইহার শেষভাগে শারীরবিধানের (ফিজিওলজি) দুই একটি অংশ বিবৃত করা হইয়াছে। বঙ্গাঙ্গা ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনরূপ পত্রিকা ছিল না; চিকিৎসা দর্পণ দ্বারা সে অভাব দূরীভূত হইতেছে। ইহা দ্বারা সমাজের যে বহুতর হিত সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। একশ পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এটা একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা অমুরোধ করি সম্পাদক রচনার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

হালিসহর পত্রিকা (মাসিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক (জানকীনাথ গাঙ্গুলী) প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগকে সহৃদয় প্রদানার্থে নানাপ্রকার নীতিগুরু ও চিন্তানন্দপ্রদ প্রবন্ধ সকল এই অভিনব পত্রিকার প্রকটন করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে, সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে।

অধুনা বহুতর সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে, এমন কি প্রতি দিবসেই এক একখানি সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। স্বল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে পাঠকবর্গ ভূরি ভূরি নূতন নূতন সংবাদ অবগত হইতে

পারেন। ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পত্রিকা-পাঠাভিলাষী জনগণের সাধ্যানুসারে অভিল্যপ্ত কর্তা, ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুসলিত ছন্দ সম্বলিত গল্প পৃষ্ঠ ও মনোহর রচনা দ্বারা মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ইহার অপর উদ্দেশ্য। ইহাতে নানাপ্রকার ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ এবং নাটকের অনুবাদ ও কৌতুকবর্জক রচনা সকল প্রকাশিত হইবে। অবিকল রচনা অতি কঠিন কাব্য, তদ্বারা ভাষার লালিত্য ও মধুরতা ভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তজ্জন্ত অবিকল অনুবাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, ভাষার লালিত্য সম্পাদনে যত্ন করা হইবে।

দ্বিতীয় বৎসর (বৈশাখ ১২৭০) হইতে ‘হালিশহর পত্রিকা’ পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সনে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল।

বিজ্ঞান-চক্রবাক্ষব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৮ (১০ মে ১৮৭১)।

“ঘোড়াসাঁকো, চাষাঘোপাপাড়া ইষ্ট্রিটের মধ্যে ৩২ নং বাটী হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীবিহারিলাল রায়” এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি যুক্ত হইত :—

সত্য মনঃপঙ্কজমুৎ প্রকাশকঃ। অসাধুচেতন্তমসং বিকাতকঃ।

অশেষজীব-ভ্রমনিদ্রিকাধরঃ। উদেতি বিজ্ঞানক-চক্রবাক্ষবঃ।

হিতসাধিনী (মাসত্রিক)। ১ বৈশাখ ১২৭৮ (এপ্রিল ১৮৭১)।

এই পত্রিকা বরিশালের কুলকাটি হইতে মাসে তিন বার প্রকাশিত হইত। ৬ আষাঢ় ১২৭৮ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশ :—

হিতসাধিনী—এখানিও ১লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানি প্রতি মাসে তিনবার প্রচারিত হয়।

হিন্দু প্রদর্শক (মাসিক)। আষাঢ় ১৭৯৩ শক (২৩ জুন ১৮৭১)।

“এখানি সাময়িক পত্রিকা। আমরা ইহার ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পাদক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, ‘ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব সমুদায় নিবেশিত হইবে, কিন্তু কোন বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অপ্রামাণিক বা পুরাতন প্রস্তাব গৃহীত হইবে না। প্রসিদ্ধ হিন্দু মেলায় উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সাধ্যমত পোষকতা করাও ইহার একটি প্রধান লক্ষ্য; ইহাতে উক্ত মেলায় বাৎসরিক অবিবেশন ও তৎসংক্রান্ত মাসিক সভার কার্যবিবরণ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইবে।’ বর্তমান সংখ্যায় ‘হিন্দু জাতির জাতীয় বন্ধন,’ ‘চিত্রবিজ্ঞা’ ‘শকট’ ও ‘জলাশয়’ এই কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি অতি প্রয়োজনীয়, ও উহাদের রচনাও পরিপাটী হইয়াছে।’—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৭ আষাঢ় ১২৭৮।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ‘হিন্দু প্রদর্শকে’র সম্পাদক-রূপে সীতানাথ ঘোষের নামোন্মোখ আছে। ইনিই বোধ হয় বশোহর-নিবাসী বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ।

বরাহনগর বার্তাবহ (পাক্ষিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩ (ইং ১৮৭১)।

“বরাহনগর বার্তাবহ নামক পত্রের দ্বিতীয় ভাগ ৭ম সংখ্যা ও ৮ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম।...এই পত্রিকাখানি ১২৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া চারি মাস অতীত না হইতে হইতেই দেহত্যাগ করে। এক্ষণে পুনরায় গত ১লা বৈশাখ অবধি ইহার পুনঃপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানি পাক্ষিক এবং আকারে একখণ্ড কাগজ।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২২ বৈশাখ ১২৭৯।

চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক)। শ্রাবণ (৭) ১২৭৮ (ইং ১৮৭১)।

সরকারী রিপোর্টে ১২৭৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

চিকিৎসা সংগ্রহ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১)।

“চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক পত্রিকা। তৃতীয় সংখ্যা।...একরূপ পত্রিকা ও পুস্তকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ১৭ আশ্বিন ১২৭৮।

গাহস্থ্য চিকিৎসা বিধান (মাসিক)। জুলাই ১৮৭১।

সম্পাদক—উমাচরণ দে।

আর্যোদয় (মাসিক...)। শ্রাবণ ১২৭৮ (জুলাই ১৮৭১)।

“এখানি মাসিক পত্রিকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাকুইপুর হইতে প্রচারিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমাদের একরূপ আশা জন্মিতেছে যে, ইহা জন-সমাজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেশের ক্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হইবে। এখানি যেমন পাঠযোগ্য—তেমনি স্থূলভ মূল্যও হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ১৬ শ্রাবণ ১২৭৮।

আমরা সরকারী রিপোর্টে ইহার জুলাই হইতে নবেম্বর-সংখ্যার উল্লেখ পর-পর দেখিয়াছি। অতঃপর ‘আর্যোদয়’ পাক্ষিক-পত্রে পরিণত হয়; সরকারী রিপোর্টে কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ‘আর্যোদয়’ের সম্পাদক ছিলেন বাকুইপুরস্থ প্রিয়নাথ গুপ্ত।

দেশহিতৈষিণী (পাক্ষিক)। ১ আশ্বিন ১২৭৮ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

“এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। আশ্বিন মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবয়ব দুই ফরমার ৮ পৃষ্ঠা; বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ হইতে এখানি প্রকাশিত হইতেছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৮ আশ্বিন ১২৭৮।

পত্রিকাখানি সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতি ফুলকোচা চন্দ্রোদয় বয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

রসরঙ্গ (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

“রসরঙ্গ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। এখানি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য এক পয়সা। ইহা গল্পে গল্পে লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। বিশেষতঃ

পত্ৰগুলি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইতেছে। পত্ৰগুলি পাঠ করিলে বোধ হয়, মৃত কবি উৎকলচন্দ্র গুপ্তের কোনও ছাত্র ইহা লিখিতেছেন।—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৪ আশ্বিন ১২৭৮।

বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭১)।

“বিজ্ঞানরহস্য...মাসিক পত্ৰ...বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ ইহার প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছেন।”—‘সোমপ্রকাশ,’ ২৪ আশ্বিন ১২৬৮।

ইহাতে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা স্থান পাইত।

আর্য্যাবৰ্ত্তরীতিবোধিকা (মাসিক)। আশ্বিন ১২৭৮ (৯ অক্টোবর ১৮৭১)।

ধর্ম-বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন—তৈরলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক প্রকাশিকা। কার্তিক ১২৭৭ (অক্টোবর ১৮৭০)।

“মাসিক প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা পাণ্ডুরিয়াবাগীসহ সাহিত্য বস্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।”—‘সমাচার চক্রিকা,’ ৭ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই মাসিকপত্রের প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই অংশটি মুদ্রিত হইত :—

“—সময় পাইলে

যতনে করিব কর্ম কর্ম-ক্ষেত্র মাঝে,

না করিব লাজভর নিফল হইলে।”

পত্রিকার মলাটের উপর এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইত :—

ধৈর্য্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় বহু দিন পরে।

ক্রমে মূল্যবান ফল উৎপাদন করে।

দৃষ্টং কিমপি লোকেস্মিন্ ন নির্দোষঃ ন নিগুণঃ।

আবুগুণমতো দোষান্ বিবুগুণঃ গুণান্ বুধাঃ।

দুই-তিন সংখ্যা প্রকাশের পর “কোন বিশেষ কারণবশতঃ এই পত্রিকা কিয়দ্বিধস প্রচারিত হয় নাই।” “মাঘ ১৭৯৩ শক” হইতে ইহা “১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা”-রূপে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

আর্য্য-প্রবর (মাসিক)। মাঘ ১২১৮ শব্দ (জানুয়ারি ১৮৭২)।

এই “ভাষ্য-বোধক মাসিক পত্রের ৫ম সংখ্যা—“জ্যৈষ্ঠ ১২১৯ শব্দ” আমি দেখিয়াছি। ইহার কণ্ঠে “ভাষা বিজ্ঞান বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রদীদতি” মুদ্রিত হইত। সমালোচনা প্রসঙ্গে ‘মধ্যাহ্ন’ লেখেন (২৯ পৌষ ১২৭৯) :—“এই পত্ৰ ‘ভাষ্য-বোধক’। আর্য্য শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানভ্রাতৃক। ইহার বর্ণিত বিষয় যেমন কটিকর, ভাষা তেমনি প্রাজ্ঞ ও সভ্যবয়স। সংখ্যাসূত্রমে ইহা বহি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ বা রহস্য-সন্দর্ভের অল্প হওনের বোগ্য।” কিন্তু ‘মধ্যাহ্ন’ লিখিয়াছেন :—“এই মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড ১১ই আশ্বিনে উদিত হইয়াছে।” ইহা ঠিক নয় বলিয়াই মনে হয়।

বিশ্বদর্পণ (পাক্ষিক...)। মাঘ ১২৭৮ (জানুয়ারি ১৮৭২)।

“এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিজ্ঞাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরায় ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার বিষয়গুলি ও লেখা উত্তম হইতেছে। বালক-বালিকাগণের শিক্ষণযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্মনীতি সামাজিক নীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত। উৎকৃষ্ট সংবাদাদিও লিখিত হইবে। উৎসাহপ্রাপ্ত হইলে ক্রমে ইহাকে সাপ্তাহিক ও ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্ত তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে দীর্ঘায়ু হইলে ইহা ক্রমে উন্নতি সোপানে আরুঢ় হইতে পারিবে।”—‘গোমপ্রকাশ,’ ২ মাঘ ১২৭৮।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকাখানি মাসিকপত্রে পরিণত হয়। সরকারী রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে।

জ্ঞানপ্রভা (মাসিক)। চৈত্র ১৭২৩ শক (২৩ মার্চ ১৮৭২)।

পরিচালক—চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

* * * *

কেন্দারনাথ মজুমদারের ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য’ গ্রন্থ ১২৭৮ সাল অর্থাৎ ১১ এপ্রিল ১৮৭২ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন :—“সমাজ দর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৮ সালে বরিশাল হইতে ‘পরিমলবাহিনী’ বাহির হইয়াছিল। পরিমলবাহিনী কি পরিমল বহন করিতেন আমরা তাহা চেষ্টা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই।” প্রকৃতপক্ষে এই দুইখানি সংবাদপত্র ১২৭৯ সালে প্রকাশিত, স্মৃতরাং তাঁহার গ্রন্থের সীমা-বহির্ভূত। ‘পরিমলবাহিনী’ পাক্ষিক পত্রিকা; ১২৭৯ সালে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে (জুলাই ১৮৭২) বরিশালের কেওরাগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ‘সমাজদর্পণ’ সাপ্তাহিক পত্র, কলিকাতার চোরবাগানে মুদ্রিত হইত; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ১০ নবেম্বর ১৮৭২।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত হইবেও আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

অসমীয়া ভাষার দ্বিতীয় প্রথম সাময়িক-পত্র ‘অরুণোদয়’; ইহা মাসিকপত্র, ১৮৪৩ সনের মার্চ মাসে মিশনরীগণ কর্তৃক শিবসাগর হইতে প্রকাশিত হয়। ‘অরুণোদয়’র ২৮ বৎসর পরে ১৮৭১ সনে অসমীয়া ভাষার দ্বিতীয় মাসিকপত্র ‘আসাম বিলাসিনী’র জন্ম; আসামবাসী কর্তৃক পরিচালিত ইহাই সর্বপ্রথম অসমীয়া পত্রিকা। ইহার আবির্ভাবে ‘সোমপ্রকাশ’ (১০ আশ্বিন ১২৭৮) লিখিয়াছিলেন :—“আসাম বিলাসিনী। মাসিক পত্রিকা। এখানি আসাম দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতেছে। মূল্য ৮০ আনা।” এই প্রসঙ্গে ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র প্রকাশিত (১৩২৪, ২য় সংখ্যা) পঞ্চনাথ ভট্টাচার্য্যের ‘আসামের পত্র-পত্রিকা’ প্রবন্ধও পঠিতব্য।

হিন্দী : ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে নাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষাতে ‘বাপার চন্দ্রোদয়’ নামে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ‘সংবাদ প্রভাকর’ (৩ মে ১৮৬২) পত্রে প্রকাশ :—

বাপার চন্দ্রোদয় নামে একখানি সাপ্তাহিক নূতন সংবাদপত্র অক্ষরা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানি নাগরীক্ষরে হিন্দী ভাষাতেই প্রতি বুধস্পতিবার প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রখানি রাজসাহী প্রিণ্টিং কোম্পানীর যত্নে কলিকাতা বড়বাড়ারের তুলাপটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য ১ টাকা।

সরকারী রিপোর্টে ১ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখের ‘বিজ্ঞা বেদ্য’ পত্রিকার উল্লেখ আছে। ইহা বিহার হইতে প্রকাশিত একখানি হিন্দী পত্রিকা হওয়া সম্ভব।

ওড়িয়া : ১৮৬৮-৬৯ সনে উৎকল ভাষার এই কয়খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল :—

‘উৎকলদীপিকা’—ইহা ১৮৬৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্টে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখের ‘উৎকলদীপিকা’র উল্লেখ আছে।

‘বোধ-দায়িনী ও বালেশ্বর সংবাদ বাহিকা’—১২৭৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত ককীরমোহন সেনাপতি-সম্পাদিত সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা (‘নব-প্রবন্ধ,’ অগ্রহায়ণ ১২৭৫ খ্রষ্টাব্দ)।

‘ওড়িয়া পেট্রিয়ার্ট’—ইংরেজী-ওড়িয়া পাক্ষিক পত্রিকা (‘ঢাকাপ্রকাশ,’ ২৮ মার্চ ১৮৬৯ খ্রষ্টাব্দ)।

‘উৎকল পত্রিকা’—“ওড়্র জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে” কটক হইতে উৎকল ভাষার প্রকাশিত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন (‘ভববোধিনী পত্রিকা,’ পৌষ ১৭৯১ শক খ্রষ্টাব্দ)।

* চাংড়িপোতা বিজ্ঞানভূষণ-লাইব্রেরির সম্পাদক জীনেশেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১২৭৫ ও ১২৭৭-৭৮ সালের ‘সোমপ্রকাশ’ হইতে কতকগুলি আবৃত্তক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কান্দাল হরিমোহনের পৌত্র জীবননাথ রত্ননার ১২৭৫-৭৮ সালের ‘গ্রন্থবর্ত্তাপ্রকাশিকা’ এবং ভূদেব-টুট-কণ্ডের সভাপতি জীবটুকন্যেব মুখোপাধ্যায় ভূদেব-গ্রন্থাগার হইতে ১২৭৫-৭৮ সালে প্রকাশিত অনেকগুলি সাময়িক-পত্র দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত দ্রষ্টব্য সাময়িকপত্রগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অনুমতি দানে কার্পণ্য করেন নাই। এই সুযোগে ইহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থ-সংশোধন : ‘উৎকল দীপিকা’ সম্বন্ধে এই পৃষ্ঠার ২৩২৪ পংক্তি বর্জনীয়। পত্রিকাখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৮ সনে প্রকাশিত হয় (P. R. Sen : *Modern Oriya Literature*, p. 32 খ্রষ্টাব্দ)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য-বিবরণ

১০৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষ হইতে বঙ্গদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, যে বীভৎস নরমেধযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া বৎসরাধিক কাল চলিয়াছিল, তাহাতে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠানের জায় পরিষদেরও নিয়মিত কার্য-পরিচালন বিশেষভাবে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। এই হেতু বর্ধাসময়ে দ্বিপঞ্চাশত্তম ও ত্রিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিতে পারা যায় নাই; কার্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত অঙ্গকার বার্ষিক অধিবেশনে ঐ দুই বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণ উপস্থাপিত করা হইল।

বাক্য—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বাক্য জীবিত আছেন—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১০৫১ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা—

বিশিষ্ট সদস্য—১। সার্ব্ব শ্রীযত্ননাথ সরকার, ২। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিজ্ঞানিধি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীসত্যচন্দ্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। ডক্টর শ্রীমেষনাদ সাহা, ১২। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৭। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী এবং ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১০০০ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১২ ছিল।

পরলোকগত বাক্য—গত ১৮ আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখে ১০৬ বৎসর বয়সে দেশহিতব্রতী, দানবীর মহারাজা সার্ব্ব যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিষদের গঠন, পুষ্টি ও স্থায়িত্ববিধানকল্পে অকাতরে সাহায্য দান করিয়া তিনি পরিষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত হইয়া আছেন। পরিষদের গৃহনির্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল স্থাপন, মহামূল্য বিজ্ঞানাগর-গ্রন্থাগার দান, চিত্রশালার জন্ম বহু চেষ্টা ও মূল্যবান মূর্তি, চিত্র প্রভৃতি দান দ্বারা তিনি পরিষদকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। এই মহাহতভব 'বান্ধবের' অন্ত পরিষৎ গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

পরলোকগত সদস্যগণ—

(ক) আজীবন-সদস্য—১। কুমার শরৎকুমার রায়, ২। মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিতূষণ।

(খ) অধ্যাপক-সদস্য—১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ২। পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, ৩। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত বিজ্ঞানভূষণ।

(গ) সাধারণ-সদস্য—১। অনাথগোপাল সেন, ২। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৩। সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৪। কণা দত্ত, ৫। কিরণচাঁদ দত্তবংশ, ৬। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৮। চিত্তমুখ সাত্তাল, ৯। তারাকৃষ্ণ শীল, ১০। দুর্গাচরণ নন্দী, ১১। প্রমথনাথ চৌধুরী, ১২। প্রেমমুখ্যর বসু, ১৩। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১৪। ডক্টর কলীজনাথ ঘোষ, ১৫। বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৬। মন্বদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। যতীন্দ্রনাথ বসু, ১৮। যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৯। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০। রাজকুমার বসু, ২১। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২২। সত্যীশচন্দ্র সেন, ২৩। সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৪। সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, ২৫। হরীকেশ ভট্টাচার্য্য, ২৬। হেমচন্দ্র মিত্র।

সহায়ক-সদস্য—পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিতূষণ পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় পাঁচ খণ্ডে পরিষদ-গ্রন্থাবলীমধ্যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন (শ্রীভাষ্য সমেত) সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ভক্তিতূষণ মহাশয় পরিষদগ্রন্থাবলীতে বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এবং গৌরপদভরঙ্গিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) সম্পাদন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বসু কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকরূপে বহু দিন পরিষদের সেবা করিয়াছেন। অনাথগোপাল সেন, যতীন্দ্রমোহন রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বহু দিন পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের অন্ততম স্থাপয়িতা এবং উহার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী রংপুর শাখা-পরিষদের অন্ততম স্থাপয়িতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। চিত্তমুখ সাত্তাল পরিষদে দুস্ত্রাপ্য মূর্ত্তি, পুঁথি ও পুস্তক দান ব্যতীত নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পরিষদগ্রন্থাবলীভুক্ত বনমালী দাসের 'দয়দেব-চরিত্র' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—পূর্বোন্নিখিত সদস্যগণ ব্যতীত এই সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন :—
 ১। কিশোরীমোহন চৌধুরী। ২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৩। কুমার দেবেন্দ্রলাল খান।
 ৪। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ৫। পূর্ণচন্দ্র দে উত্তরগঙ্গার। ৬। ভবানীচরণ লাহা।
 ৭। স্বতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৮। পণ্ডিত রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ এবং ৯। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইহারা বহুদিন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী পরিষৎ-পত্রিকার লেখক ছিলেন। বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় পরিষৎগ্রন্থাবলীতে জীবগোষ্ঠাস্থীর ‘সর্বস্বাধীনী’ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল,—(ক) এক-পঞ্চাশতম বার্ষিক অধিবেশন, ৬ই আশ্বিন ১৩৫২। মাসিক অধিবেশন—২২এ পৌষ প্রথম ও ২৬এ চৈত্র দ্বিতীয়। এই সকল অধিবেশনে সদস্য-নির্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন, শোক-প্রকাশ প্রভৃতি হয়। (খ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—২৬এ চৈত্র ১৩৫২ তারিখে বসিমচন্দ্রের ও ২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ তারিখে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। ১৫ই আষাঢ় মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সমাধিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়। (গ) বিশেষ অধিবেশন—১৪ই বৈশাখ ১৩৫৩ তারিখে বিশেষ অধিবেশনে শ্রীনির্মলকুমার বসুকে “কলা ও সংস্কৃতি” বিষয়ে গবেষণার জন্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে তিনি “রেশম-মন্দিরের বিবর্তন” নামক প্রবন্ধ পাঠ ও ছাত্রাচার্যের দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করেন।

কার্যালয়—সভাপতি শ্রীমদ্রথমোহন বসু; সহকারী সভাপতি—সার্ব শ্রীধরনাথ সরকার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভূষণ, মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাঙ্গশেখর বসু, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিরহর শেঠ, ডক্টর শ্রীগিরীজশেখর বসু ও শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত; সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীজিদিবনাথ রায়। পুঁথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে ও বর্তমান বর্ষে সকল দ্রব্যের হ্রাসল্যুতাবশতঃ কর্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য (ক) কয়েক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) অর্ধ মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে।

কার্য-নির্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত—১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী,

২। অনাথগোপাল সেনের পরলোকগমনের পর—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। উত্তর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ৬। শ্রীগুণিনবিহারী সেন, ৭। রেভাঃ কাহার এ দৌভেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৯। শ্রীস্ববলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৪। শ্রীজগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবনমল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন স্তম্ভ। (খ) শাখা-পরিষদের নির্বাচিত—২১। কিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বহু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন। (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—২৫। শ্রীস্বধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীস্বাধানাথ দাস।

নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—১। শরৎচন্দ্র লেকচারার ও পদক-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। কমলা-লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার সমিতিতে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট, ৪। জগদ্বিরিণী-পদক-সমিতিতে উত্তর শ্রীস্বশীলকুমার দে, ৫। ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীস্ববলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। সরোজিনী বহু পদক-সমিতিতে শ্রীবনমল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

(খ) দর্শনিক মুদ্রা প্রবর্তনের বিষয়ে ভারত-সরকারের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হয়।

(গ) শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষে Indian Historical Records Commissionএর Associate Member নির্বাচন করা হয়।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের রাজসরকার বাবতীর কার্যপরিচালনের জন্য বঙ্গভাষার প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত রাজসরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

(ঙ) কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জীবনী রচনার জন্য শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিপদক" প্রদত্ত হয়।

(চ) নিম্নলিখিত শাখাসমিতিগুলি গঠিত হয়—১। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা; ২। আয়ব্যয়, চিত্রশালা, পুস্তকালয় ও ছাপাখানা-সমিতি; ৩। বার্ষিক কার্য-বিবরণ পরিদর্শন সমিতি ও ৪। প্রতিষ্ঠা উৎসব সমিতি।

(ছ) Royal Asiatic Societyর Bi-centenary of Sir William Jonesএর অমুষ্ঠানে, ইন্দোরে Indian Historical Records Commissionএর অধিবেশনে,

মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও সম্মিলনে, চুঁচুড়ায় অহুষ্ঠিত আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে এবং কলিকাতায় অহুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়।

(জ) সার্ব্বভারতীয় সরকার মহাশয়কে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাदिতে তাঁহার যে সকল বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্নেন্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(ক) বাগেরহাটনিবাসী ডাক্তার শ্রী অরুণচন্দ্র নাগ তাঁহার মাতামহী কবি মানকুমারী বহু, হরিপাল পাঠাগার ও মাইকেল লাইব্রেরী হইতে যে ছইটি স্বর্ণপদক ও যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন হইতে যে রৌপ্যপদক পাইয়াছিলেন, তাহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন; (খ) রায় বাহাদুর শ্রী নরেন্দ্রকুমার সেন ও শ্রী অবনীকুমার সেন কবির নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত দুইখানি পত্র, (গ) রায় বাহাদুর শ্রী পি. আর দাশগুপ্ত নবীনচন্দ্র সেনের ব্যবহৃত ১। রকিং চেয়ার, ২। ছোট টেবিল ও ৩। শালের চোগা, (ঘ) শ্রীকরঞ্জাক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী স্ত্রীজ্ঞা দেবীর অভিশ্রায় অমুসারে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি (ব্রোঞ্জ-নির্মিত) পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন, এবং (ঙ) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহার সংগৃহীত ও নবাবিকৃত প্রথম মহীপাল দেবের তাম্রশাসন বেলুচী-লিপি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই ফাল্গুন ১৩৫৩ (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) লণ্ডনের Royal Academyর Exhibition of Indian Arts (1947-48) এর পক্ষে লণ্ডন-কমিটির সভ্য Sir Richard Winstedt (Vice-Chairman), Mr. K. de B. Codrington (Director, Indian Museum), Mr. Basil Gray (British Museum), B. Tyebji (নূতন দিল্লী), এবং Mr. Percy Brown পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করেন এবং লণ্ডনের উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য চিত্রশালার কয়েকটি মূর্তি, চিত্র প্রভৃতি নির্বাচন করেন। কার্গানিকাহক-সমিতির নির্দেশ মত সে সকল দ্রব্য উক্ত প্রদর্শনী-কমিটিকে ধার দেওয়া হয়।

সংবর্দ্ধনা—(ক) বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে “বঙ্গীয় শব্দকোষ” নামক বৃহৎ কোষ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ করায় পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

(খ) গত ২১এ অগ্রহায়ণ দিবসে বাঁকুড়ায় আচার্য্য শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয়কে ঊন-নবতিতম জন্ম-দিবসে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষে তাঁহাকে চন্দ্রনাথের পয়দে উপর মূর্ত্তিত মানপত্র ও জরির মালা দান করা হয়।

গ্রন্থ-প্রকাশ—(ক) সাধারণ-তহবিল হইতে ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৪৯ সংখ্যক পুস্তক রাজনারায়ণ বসু এবং ত্রিব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ৫১ হইতে ৬৫ সংখ্যক পুস্তকে মনোমোহন বসু, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিরোগী ও আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দালী, অক্ষয়কুমার বড়াল, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জুবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, হরেশচন্দ্র সমাজপতি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমেশচন্দ্র দত্ত—এই কয়জন সাহিত্যসেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্য-কীর্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্গীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘পালামো’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ‘স্বর্ণলতা’ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলের অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর এবং মধুসূদন ও দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কতকগুলি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ত্রিব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য গ্রন্থাবলী ‘কবিতা ও গান’ এবং রামমোহন রায়ের ‘চারি প্রশ্ন’ বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—ত্রিব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ১। ‘বঙ্গীয়-নাট্যশালার-ইতিহাস’ (পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে, ২। ‘সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা’ ১ম ও ২য় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ৩। এই তহবিলের অর্থে ত্রিগনেশ্বররায় বিদ্যবল্লভ-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৪র্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে।

জ্ঞানেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল—ত্রিব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ও পরিষদের “আজীবন সদস্য” শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, তাঁহার স্বামীর রচিত ও পরিষদ-গ্রন্থাবলীভুক্ত ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’র অন্তর্গত গ্রন্থগুলির প্রচলিত সংস্করণ নিঃশেষিত হইলে এবং পরিষদের পক্ষে সেগুলি পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব না হইলে, বাহাতে সেগুলি প্রকাশ করিতে পারা যায়, তদ্ব্যবস্তায় ১০৪৩৮ টাকা দান করিয়া এই তহবিল স্থাপন করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ও ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ গ্রন্থদ্বয়ের নূতন সংস্করণও এই তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইতে পারিবে। এই তহবিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর কতিপয় বন্ধুও কিছু কিছু দান করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—দ্বিপকাশভদ্র ও ত্রিপকাশভদ্র ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারিটি বৃদ্ধ-সংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই ভাগে বিষয়-ভেদে এই ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে;—সংস্কৃত সাহিত্য ১, প্রাচীন সাহিত্য ৪, আধুনিক সাহিত্য ৬, ইতিহাস

* এই চরিতকথা মুদ্রণের আর্থিক সাহায্য বাবদ “অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল” হইতে ৫১ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ও প্রদত্ত ৫, দর্শন ১, ভাষাতত্ত্ব ১, বিবিধ ১। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে।

পুঁথিশালা—আলোচ্য বর্ষে গোড়ীর মঠের সভাগণ পুঁথিশালার এক বাঙালি পুঁথি দান করিয়াছেন, সেগুলি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। বর্ষশেষে ৫২০৫ খানি পুঁথি (বাঙ্গালা ৩২৪৬, সংস্কৃত ২৩২৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ১ ও ফার্সী ১৩) তালিকাভুক্ত আছে। পুঁথিশালার অনেক অমূল্যবস্তুকে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৭৫৮ খানি পুস্তক ও সাময়িক-পত্রিকা (ক্রীত ৪৮০ ও উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত ২৭৮) সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিংশিপত্রসং বহু ১০১ বাঙ্গালা ও ইংরেজি পুস্তক দান করিয়াছেন। সংগৃহীত গ্রন্থগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিজ্ঞানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, নবীনচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব হালদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কীর্ত্তিপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির রচিত কতকগুলি ছাপ্রাপ্য ও প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এবং পরিষদগ্রন্থাবলীর এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে বহু প্রতিষ্ঠান হইতে উপহারস্বরূপ পুস্তক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত (১) কৃষ্ণনগর কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ত্রিজিৎকুমারমোহন সেন ‘প্রবাসী’র ১ম বর্ষ হইতে ৪৬ বর্ষ পর্যন্ত (১৯০৮-১৯৫৩) সম্পূর্ণ বাঁধানো খণ্ডগুলি দান করিয়াছেন। (২) স্বর্গত হেমচন্দ্র মিত্রের পুত্র ত্রিঅরুণচন্দ্র মিত্র তাঁহার পিতার গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে ২৮১ খানি বাংলা ও ইংরেজি পুস্তক এবং ৮১ খণ্ড বিভিন্ন সাময়িক-পত্র দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ তারিখের অধিবেশনে গুপ্তকালরের পুস্তক আদান-প্রদান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে;—“আগামী ১ আষাঢ় ১৩৫৩ হইতে প্রত্যেক সদস্য গ্রন্থাগার হইতে একখানি করিয়া বই পাঠার্থ বাড়ী লইয়া বাইতে পারিবেন। যদি কেঁহ এককালে দুইখানি করিয়া বই লইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিরিক্ত পুস্তকের জন্য প্রতি মাসে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।” এই মন্তব্য কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বহু অমূল্যবস্তু পাঠককে পরিষদগ্রন্থাগারের ছাপ্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

বঙ্গীয় রাজ-সরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৩৫২ ও ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সাহায্য ১২০০ টাকা হিসাবে ২৪০০ বঙ্গীয় রাজ-সরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজ-সরকারের নিকট এই জন্য পরিষদ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের জন্ত কলিকাতা করপোরেশন পরিষদগ্রন্থাগারের জন্ত পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃশ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

স্বাভি-রক্ষা—অগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁঠালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের অন্ন বিস্তার সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটি-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া, গোহাটি, রাঁচী, কান্দি, ভাগলপুর, নৈহাটি, বর্ধমান ও জালদীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখা সম্বন্ধে অধিবেশনাদি হইয়াছিল। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নৈহাটি শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আন্ন-ব্যয়—১৩৫২ ও ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আন্ন-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্ধৃত-পত্র সদস্য-গণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় চাঁদা আদায় বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কলিকাতা ও মফস্বলে হাক্কামার দক্ষণ স্তম্ভভাবে চাঁদা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। পরিষদের প্রতি মমত্ববোধবশতঃ যে সকল সদস্য এই সাময়িক অসুবিধা উপেক্ষা করিয়াও নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন, এই স্তব্ধে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা করপোরেশনের ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের জন্ত বার্ষিক দান না পাওয়ায় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থাদি খরিদ করিতে পারা যায় নাই। হিসাব-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী সমস্ত হিসাব বক্তের সহিত পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্ত তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১ ফাল্গুন, ১৩৫৪

কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সম্পাদক

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুঃপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। আচার্য্য ত্রিবেণিশচন্দ্র রায় বিভূতিনিধি মহাশয়ের সংবর্ধনা		৩১
২। আলোচনা—		
সমতটেশ্বর ত্রিধারণরাতের তাত্রশাসন—ডক্টর ত্রিদীনেশচন্দ্র সরকার		১৫
প্রত্নতত্ত্ব—ত্রিদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		১৭
হৈহয়-কুলের শাখ্যাত শাখা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ		১৯
৩। চাটিগ্রামে পাঠান ও মধুরাজ্য—ত্রিদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		২১
৪। বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৭৫-১২৭৮ সাল) ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৫৭
৫। মহীপালের নবাবিফুত বেলওয়া-লিপি—ত্রিমনোরঞ্জন গুপ্ত		৪১
৬। রচনাপঞ্জী—ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :		
রমেশচন্দ্র দত্ত		৯
বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত গল্পরচনা		১০
অমৃতলাল বহুর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা		১২
৭। রায়মুকুট ও তাঁহার গুরুবংশ—ত্রিদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		১
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপ্রকাশভূম ও ত্রিপ্রকাশভূম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ		

১৯০৭



‘স্বদেশী-যুগে’র প্রারম্ভে

রবীন্দ্রনাথের গৈতুক ভবন, জোড়াসাঁকোর এই সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী ‘হিন্দুস্থান’এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,— জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে ‘হিন্দুস্থান’ পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবার ইহা আজ ভারতের অজুতম সর্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের সোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃতন বীমা ...	১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর
মোট চলতি বীমা ৫৫	” ৬৩ ” ” ”
প্রিমিয়ামের আয় ৭	” ৬১ ” ” ”
বীমা ভহবিল ...	১০ ” ৬৩ ” ” ”
মোট সংস্থান ...	১১ ” ৬৪ ” ” ”
দাবী শোধ (১৯৪৭) ...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থ-সংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্বের বিষয়।



১৯৪৭



হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লি:
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, হিন্দুস্থান ব্রিডিংস • কলিকাতা



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

শ্বাসের স্লেয়ার ধাত, একটু হিমে ইঁচি, যদি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা ইপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা স্থনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেব্য ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশান্তিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
মৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৫শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২০৩১, আগার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, দ্বিতীয়

হাতে শ্রীমদকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৪শ বর্ষের কৰ্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রী বঙ্কিমোদিত সরকার, এম. এ., ডি. লিট., সি. আই. ই.

সহকারী সভাপতি

শ্রী বঙ্কিমোদিত সরকার, এম. এ.	শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ. পি-এইচ. ডি.
শ্রী নীলকমল চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. লিট.	শ্রী হুমায়ুন কবীর, এম. এ. ডি. লিট.
শ্রী কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস	শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম. এ. বি-এল
মহারাজ শ্রী শ্রীচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, এম. এ.	শ্রী বোমেন্দ্রচন্দ্র রায় বিজয়সিংহ, এম. এ.

সম্পাদক—শ্রী সত্যনন্দ কান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রী অনাথনাথ ঘোষ	শ্রী বোমেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ.
শ্রী বোমেন্দ্রচন্দ্র বাগল, বি. এ.	শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রী চিত্তাহরণ চক্রবর্তী এম. এ.

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ এম. এ.

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রী নীলেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ.

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত এম. এ.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রী লালমোহন কুণ্ড, বি-এসসি, জি. ডি. এ, আর-এ	শ্রী উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি. এ., জি. ডি. এ. আর-এ
--	--

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। ডক্টর শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, এম. এ. ডি-লিট ও ফিল, ২। শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৩। শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম. এ. বি-এল, ৪। শ্রী জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি-এল, ৫। শ্রী পুলিনবিহারী সেন, এম. এ., ৬। শ্রী নরেন্দ্রনাথ বসু, ৭। শ্রী বালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রী বিভাস রায় চৌধুরী, এম. এ., ১০। শ্রী শ্রীশানন্দ রায়, বি. এ., ১১। শ্রী জননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ. বি-এল, ১২। শ্রী জিহ্মনাথ রায়, এম. এ. বি. এল, ১৩। শ্রী লীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রী কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ., ১৫। শ্রী নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি. এসসি, ১৬। রেভারেন্ড কাহার এ. দৌভেন, এস-জে, ১৭। শ্রী হিরণ্যকুমার বসু, ১৮। শ্রী নীলেন্দ্রচন্দ্র সরকার এম. এ. পি-এইচ. ডি, ১৯। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ২০। শ্রী নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ., ২১। শ্রী অজিতকুমার বসু বসিক, বি. এ., ২২। শ্রী অতুলচরণ দে পূর্ণাঙ্গরত্ন, ২৩। শ্রী নীলমোহন বসু সরস্বতী, এম. এ. বি, এল, ২৪। শ্রী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

- | | |
|---|----|
| ১। দেশাবলিবিবৃতি—ডক্টর শ্রীযশচন্দ্র মজুমদার | ১ |
| ২। বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৭০—১২৮১ সাল)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২১ |

নব-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ :

- | | |
|---|-----|
| হুতোম পাঁচাচার নকশা (সচিত্র) | ৪।০ |
| সীতার বনবাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর | ১/ |
| রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী : জীবনী ও পত্রাবলী | ১/ |
| বাংলা সাময়িক-পত্র (ইং ১৮১৮-১৮৬৮) | ৫/ |

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

গ্রন্থকার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুশোভিত

১৭০৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪ টাকা।

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উপঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-আনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সম্বিবেচিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২।০।

গৌলপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক—মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিকৃত্যন

পণ্ডিত ভগবদ্ধ তত্ত্ব-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে খ্রীষ্টোত্তম সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকাঃ এই সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্বাক আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বরসীরা সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী ও কীর্তিকথা। এ-পর্ষন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, সুভাষার বিভাদ্রাক্ষর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌরীন্দ্রকর তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ইন্দ্রবজ্র গুপ্ত, ইন্দ্রচন্দ্র বিভাদ্রাক্ষর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুশ্রদ্ধ দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাসকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাধেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেণী প্রভৃতি ৭২ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে বর্ণাক্রমে ১।০ ও ১।

পাঁচ খণ্ডে বীধানো ৬৫ খানি পুস্তক ৩।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত,

১ম খণ্ড ... ৫।, ২য় খণ্ড ... ৭।

পালালমৌ (ভ্রমণবৃত্তান্ত) : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১য় সংস্করণ)

... ৮।

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৮।০ আনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

১। স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৮।

২। বলদেব পালিত ... ৮।

৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

... ১।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীজ্যোত্স্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

বিস্তৃত ভূমিকা ও দুর্লভ শব্দের অর্থ সহ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো ... ১৮৮

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বিজ্ঞানচন্দ্র, বঙ্গসঙ্গীত প্রভৃতি ... ৫৮

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

শ্রীজ্যোত্স্নাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সার্ব শ্রীষট্চনাথ সরকার ঐতিহাসিক

উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন

উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ.....৪০৮

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো.....১৮৮

এই সকল গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

১। সহস্ররূপ পুস্তকাবলী...১৮০ টাকা। ২। চারি গ্রন্থ বিষয়ক আলোচনাদি...৩৮০ টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান.....১০৮

শকুন্তলা সীতার বনবাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত, প্রত্যেকখণ্ডের মূল্য...১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীমদ্রস্ট্র নন্দ

পথে-বিপথে

গল্পের বই। উপহারোপযোগী সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা

আলোর ফুলকি

গল্পের বই। শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত মলাট ও মুখপাত। মূল্য দুই টাকা

সহজ চিত্রশিক্ষা

বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য। সচিত্র। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই দুই টাকা

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

মূল্য আট আনা

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ॥

ভারতের মূর্তিকলা

সচিত্র। মূল্য আট আনা

॥ নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ॥

বাংলার ব্রত

সচিত্র। মূল্য আট আনা

॥ শ্রীরানী চন্দ্র সহযোগে ॥

জোড়াসাঁকোর ধারে

মূল্য তিন টাকা

ঘরোয়া

মূল্য আড়াই টাকা

বিশ্বভারতী



। মকমল হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ।

৩১৩ বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

। কলিকাতা বিজ্ঞানকেন্দ্র ।

২ বকিম চাট্‌জো ষ্ট্রীট, কলিকাতা



দেশাবলিবিবৃতি

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে 'দেশাবলিবিবৃতি' নামক একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে। ৩মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত পুঁথির তালিকায় এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিন শত বৎসর পূর্বের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকায় বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। সুতরাং মূল পুঁথিখানি আলোচনা করিয়া নিয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করিতেছি। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ প্রায় ছয় মাস কাল এই পুঁথিখানি আমার নিকট রাখিতে অহুমতি দেওয়ার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১। পুঁথির বিবরণ

পুঁথিখানিতে মোট ৬২ পাতা ছিল। প্রতি পত্রের পশ্চাতের পৃষ্ঠায় পত্রসংখ্যা আছে। কিন্তু ৪৬-৫০ এবং ৫২ পাতা হারাওয়া গিয়াছে। এই ছয়টি পাতার পরিবর্তে অপর পাঁচটি পাতা গ্রন্থশেষে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে আরও চারটি পাতা আছে। সর্বশেষ আর একটি পাতা। ইহার একদিকে গ্রন্থের সূচী—'দেশাবল্যাঃ সূচিপত্রং,' অপর দিকে একটি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দুই বার লিখিত হইয়াছে। পঞ্চসপ্ততিবর্ষীয় ব্যাধিগ্রস্ত মঙ্গলনাথ নামক কোন জৈন বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিতে উৎসুক, ইহা শাস্ত্রসম্মত কি না, তাহার সম্বন্ধে কাশীরাজার পণ্ডিতের মতামত লিখিত হইয়াছে। ইহার তারিখ শকাব্দা ১৭৪৬। সম্ভবতঃ ইহা পুঁথি লিখিবারও তারিখ। পুঁথির অক্ষর দৃষ্টেও অহুমিত হয় যে, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল।

পুঁথিখানিতে অনেক ভুলত্রুটি আছে। স্থলে স্থলে অনেক শব্দ ও পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মূল গ্রন্থখানির সমগ্র অংশও ইহাতে নাই। যে অংশ আছে, তাহাতে মূলগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের পারস্পর্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। অহুমিত হয়, পুঁথি-লেখক মূল গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ে ইচ্ছামত নির্বাচিত করিয়া কোন মতে জোড়াভাড়া দিয়া এই পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১১ সংখ্যক পাতায় "দেশাবলী সমাপ্ত হইল" এইরূপ লিখিত আছে, অথচ তাহার পরও এই গ্রন্থের পঞ্চাশ পাতা আছে।

২। গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনা-কাল

পুঁথির ১১ সংখ্যক পাতায় লিখিত হইয়াছে যে, রাজা বৈজলের আজ্ঞায় জগন্মোহন পণ্ডিত 'ষট্‌পঞ্চাশৎ দেশাবলী' নামক এই গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশ-বিবরণের

অন্তে ‘ইতি দেশাবলিবিস্তৃতি...দেশাবিবরণং সম্পূর্ণং’—এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, গ্রন্থখানি ‘দেশাবলিবিস্তৃতি’ নামেই পরিচিত ছিল। গ্রন্থকার বৈজয়লবাজের পূর্বপুরুষের যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার বিক্রমাদিত্যের বংশধর ও চৌহানবংশীয় ছিলেন। তাঁহাদের আদি-নিবাস অবন্তীপুর পরিত্যাগ করিয়া এই বংশীয় বিক্রমরাজ ত্রিহতে বাস স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাতুল গণকীনদীতীরে পীঠঘট নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র বৈজয়ল। পাটলিপুত্র, গয়া ও রাজগৃহ বৈজলের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই বৈজলের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

চতুর্থাংশসহস্রাণি বায়না (১) ষ্ঠতানিচ।
 গতানি কলিকালস্ত বৎসরাণি নদীতটে।
 তদা দেব বৈজয়লস্ত যোগমার্গে হুহুন্ জহৌ।
 হাহাকার মহানাদীং জাহ্নবীতটিনীতটে।

অর্থাৎ কলিকালের চারি সহস্র সাত শত একপঞ্চাশ বৎসর (বায়ু-উন-অষ্টশত ৮০০—৪২= ৭৫১) গত হইলে বৈজলের মৃত্যু হয়। সাধারণতঃ কল্যানের আরম্ভ ৩১০২ খৃঃ পূঃ হইতে গণনা করা হয়। সুতরাং ১৬৫৮-২ খৃষ্টাব্দে বৈজলের মৃত্যু হইয়াছিল। এই পাতার শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি যোগ করা হইয়াছে—

শাকে সপ্ততি বাণচন্দ্রগণিতে বিক্রমশতচ।
 জাহ্নবীতটিনীতীরে মৃতো বিজয়লভূপতিঃ ॥

ইহাতেও বিজয়লবাজের মৃত্যু-তারিখ হয় ১৫৭০ শক অথবা ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ।

রাজা বৈজলের আজ্ঞায় যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার বহুপ্রকার উল্লেখ আছে। কিন্তু ১১ পাতার শেষভাগে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, উক্ত রাজার মৃত্যুর পরে—সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল পরে—এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য—

স্বর্ণং গতে বৈজলে চ দুই তুপতিবৃন্দঃ।
 স্বং স্বং রাজ্যকং সংগ্রাপুঃ ভূমিহারকবংশজাঃ।
 দেবমুন্দরাদিহানি ভূমিহারকজাতিজাঃ।
 নিজারম্বকং সংচক্ৰুঃ দুরীকৃত্য রাজপুত্রকান্।
 রাজাজয়া কুতে গৃ (গ্র) হে নানোপায়ান প্রদর্শ্য চ।
 ক্রান্তব্যুৎক্রান্ত খণ্ডিতে সন্দর্ভা শোষিতেপি চ।
 তদা রাজবিপত্তিস্ত সংজাতো জাহ্নবীতটে।
 বর্জ্যভক্ত বৈজয়লস্ত পরতো মণবাসিনা।
 বহুবর্ষব্যত্যয়ে চ নিরোদ্ধাং গ্রামবাসিনঃ।
 পর্যালোচ্য খণ্ডিতকং বিবিচ্য লিখিতং পুনঃ।
 যথা প্রক্রিয়াকৌমুদীকং বিক্রমবংশনিম্নিতান।
 দুই প্রবোধচন্দ্রিকাং বরসি প্রথমেহকরোং।
 তথা বিক্রমসাগরাদিগ্রন্থান দুই নৃপাজয়া।

বুদ্ধোপদেশতট্টেব বিজনেত্রপ্রদর্শনাং ।

দেশাবলীঃ বিবিচ্যেব নিম্নিতা বিজিলাজয়া ।

এই শ্লোকগুলির অর্থ সর্বত্র স্পষ্ট বোধগম্য নহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, রাজা বৈজলের আজায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং নানারূপে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহার বিভিন্ন অংশ রচনা করেন। এই সময়ে বৈজল রাজার মৃত্যু ও ভূমিহারবংশীয়দের উপদ্রবের ফলে গ্রন্থরচনা স্থগিত থাকে। তৎপর ‘বহু বর্ষ’ গত হইলে গ্রামবাসিগণের অহুযোখে গ্রন্থকার পূর্বরচিত খণ্ডিত অংশগুলি আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। যৌবনকালে যেমন বিক্রমবংশীয় নৃপ-কর্তৃক প্রণীত প্রক্রিয়াকৌমুদীর সাহায্যে তিনি প্রবোধ-চন্দ্রিকা লিখিয়াছিলেন, সেইরূপ বিক্রমসাগরাদি গ্রন্থ দৃষ্টে এবং বুদ্ধগণের উপদেশ শ্রবণ ও স্বয়ং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লেখেন।

গ্রন্থমধ্যেও বিক্রমসাগর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমই যে শ্লোকগুলি আছে, তাহা বৈজলের পূর্বপুরুষ তীরভুক্তিপ্রবাসী চোহানতিলক বিক্রমরাজ-প্রণীত বিক্রমসাগরের আরম্ভসূচক শ্লোক বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। এই বিক্রমরাজ বৈজলের তিন শত বৎসরেরও অধিক পূর্বে জীবিত ছিলেন। কারণ, তৎসংশ্লিষ বাণবাঁরি রাজার জন্ম হইয়াছিল ৪৫০০ কল্যাণে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য হইলে বিক্রমসাগর গ্রন্থ এবং আলোচ্য গ্রন্থে তাহা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিক্রমসাগরোদ্ধৃত বঙ্গদেশের বিবরণে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ থাকায় এইরূপ সিদ্ধান্ত সর্বত্র সমীচীন নহে।

রাজা বিজলের আজায় রচিত হইলেও গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল তাঁহার মৃত্যুর বহু বর্ষ পরে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বিজলের মৃত্যু হইয়াছিল—গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বর্তমান আকারে লিখিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রন্থের কোন কোন অংশ সম্ভবতঃ তাহার পরেও যোজিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থক দুইটি প্রমাণ দিতেছি।

(১) বশোরের বিবরণ-প্রসঙ্গে প্রতাপাদিত্যের পরবর্তী কচু রায়, নীলকণ্ঠ, মুকুন্দদেব, কৃষ্ণদেব রায় ও গোবিন্দদেব রায়ের নামোল্লেখ আছে। এই পাঁচ জনের রাজ্যকাল অন্ততঃ এক শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। প্রতাপাদিত্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিহত হন। সুতরাং গোবিন্দদেব রায় উক্ত শতাব্দীর শেষাংশের পূর্বে রাজ্য করেন, এরূপ মনে করা যায় না। বরং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, এরূপ মনে করাই সঙ্গত।

(২) ডুঙ্গুর দেশের বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, শিবসিংহ ১৬৩২ (পক্ষ নেত্র রসেন্দ্র) বর্ষে অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে দেবলগ্রামে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র ও প্রপৌত্রের নামোল্লেখ আছে।

৩। গ্রন্থ-পরিচয়

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত দেশগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

দেশ	পত্রসংখ্যা
১। পাটলিপুত্র	১-১১
২। রণস্তুভ	১২-১৫
৩। বৃন্দেল	১৫-১৯
৪। বঙ্গ	২০-২৪
৫। ভূপাল	২৫-২৬
৬। সয়ম্পার	২৬-২৯
৭। কোশল	২৯-৩০
৮। অবধি	৩০-৩০ (অসম্পূর্ণ)
৯। গাধি	৩৪-৩৭
১০। তাম্রলিপ্ত	৩৮-৩৯
১১। যশোর	৩৯-৪৩
১২। আলাপসিংহ	৪৩-৪৪
১৩। মানাত	৪৪-৪৫
১৪। বর্দ্ধমান	৪৫ (অসম্পূর্ণ)
১৫। অঙ্গ	৫১ (অসম্পূর্ণ)
১৬। সাগর	৫১-৫৫
১৭। আসাম	৫৬-৫৮
১৮। বিষ্ণুপুর (মলরাজ দেশ)	৫৮
১৯। বরেন্দ্র	৫৯-৬০
২০। দ্রবিড়	৬০-৬২ (অসম্পূর্ণ)

প্রত্যেক দেশের প্রদেশ, গ্রাম, মহাগ্রাম, নদী, পর্বত, মন্দির ও প্রয়োজনমত ঐতিহাসিক আখ্যান, গ্রামের নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় বা অন্ত্যস্ত কিংবদন্তী, এবং কোন কোন স্থলে তত্ত্বাত্মক অধিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি বা নৈতিক ব্যবহারের বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃতমূলক গ্রামের নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ভাষায় উহার নামও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিপালক চৌহান-রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাসও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বর্দ্ধমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র বাকলা দেশের বিবরণ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পূর্বে যে দেশের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪, ১০-১৪, এবং ১৮, ১৯ সংখ্যক দেশ বাকলা দেশের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গক্রমে অন্ত্যস্ত স্থলেও বাকলা দেশ সম্বন্ধে

গ্রন্থকার কিছু কিছু বলিয়াছেন। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন বাকলা দেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারি।

গ্রন্থকারের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা বাকলাদেশের অন্তর্গত উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের আলোচনা করিতেছি।

৪। বঙ্গদেশ

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার (১) সুসঙ্গ, (২) বঙ্গ, (৩) বরদযোগিনি ও (৪) বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ, এই চারিটি বিভিন্ন দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। সুসঙ্গ-দেশের বর্ণনার শেষে লিখিত হইয়াছে—“ইতি দেশাবলিবিবৃতি বঙ্গদেশবর্ত্তি সুসঙ্গ-দেশবিবরণং সম্পূর্ণং।” বঙ্গদেশের বিবরণের শেষে আছে—“ইতি বিক্রমসাগরোদ্ধৃত-দেশাবলিবিবৃতি সামান্যতো বঙ্গদেশ বিবরণং সম্পূর্ণং।” তাহার পরই বরদযোগিনী ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থকার এই সমুদয় দেশই বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিলে সংকীর্ণ অর্থে যে দেশ বুঝাইত, মোটামুটি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রথমে বঙ্গদেশের ও পরে অন্ত্যান্ত দেশের বিবরণের সারমর্ম উদ্ধৃত করিতেছি।

৪ (ক)। বঙ্গদেশ

প্রথমেই ভূষণার উল্লেখ—“ভূষণা বঙ্গদেশস্ত শোভাকুং মধ্যবর্ত্তিনী”। এখানে সংগ্রাম সাহের দুর্গ আছে। ইহার চৌদ্দ যোজন পূর্বে চন্দ্রাঙ্গির নিকট চট্টলদেশ। চারি যোজন পূর্বে প্রাগবাহিনী ভূবনেশ নদী। এই নদীতে স্নানপূর্বক দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে লোক সর্কপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায়। ইহার ছয় যোজন দূরে বৃদ্ধগঙ্গা নদী। এই নদী পূর্বগামী এবং ঢাকেশ্বরীর নিকটবর্ত্তী। ইহার এক যোজন পূর্বে পূর্ববাহিনী লাক্ষা নদী। লাক্ষার দেড় যোজন পূর্বে দক্ষিণবাহিনী ব্রহ্মপুত্রনদী। কামরূপে ব্রহ্মকুণ্ডে এই নদীর উৎপত্তি, ইহাতে স্নানমাত্রে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। ব্রহ্মপুত্রের দুই যোজন পূর্বে ‘গো-হত্যাদি পাপহন্ত্রী’ দক্ষিণবাহিনী গোমতী নদী। গোমতীর দুই যোজন পূর্বে দক্ষিণবাহিনী গম্ভীরা মেঘনাদা মহানদী। মেঘনার দুই যোজন পূর্বে দক্ষিণবাহিনী ক্ষুদ্রফেনী নদী। ইহার দেড় যোজন পূর্বে বড় (বড় ৭) ফেনী নদী চট্টলের নিকট প্রবাহিত।

ভূষণার নিকটবর্ত্তী স্থান :—(১) ৮ যোজন পূর্বে ধামরায়ে মহাগ্রাম। (২) ২ যোজন পূর্বে বণিক্গণের হিতকারক ফরিদপুর মহাদেশ। (৩) ৮ যোজন পশ্চিমে পদ্মার পূর্বকূলে গড়ুয়া নদী (গড়ুয়াখ্যা সরিষরা)। (৪) ২ কোশ পশ্চিমে দক্ষিণবাহিনী কুমার নদী। (৫) ২ যোজন পশ্চিমে উত্তম ও শোভন পাংশা এবং মধুপুর। (৬) ৫ যোজন পশ্চিমে খুরসাদপুর। এই স্থানে গোপীনাথ দেবতা আছে, ইহাকে দেখিলে পুনরায় জন্ম হয় না। (৭) ৬ যোজন দক্ষিণে খুলানী নগরী (খুলানী নগরী রম্যা মধ্যাদা বঙ্গভূমিকা)। ইহার নিকটে বাদা-ভূমিতে প্রতাপাদিত্য রাজার বাটী আছে। (৮) ৩ যোজন দক্ষিণে দক্ষিণ-বাহিনী মধুমতী নদী।

(২) ১৪ যোজন উত্তরে ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি-ভবানীপুর। এখানে দাক্ষায়ণীর মুখ বর্তমান থাকায় ইহা বিখ্যাত পীঠস্থান। বলি ও দানাদি দ্বারা এই দেবীর পূজা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত সুখভোগ হয়। (১০) ২ যোজন উত্তরে পদ্মাবতী নদীর তীরে বৃষ্টিপর্ণিকা (বৃষ্টিপাল পাড়া নামে সাধারণে পরিচিত)। বৃষ্টিপর্ণের ৬ যোজন উত্তরে যমুনা নদীর কূলে মোরজ (বরজ ? মোরজ ?) নামক গঞ্জ। ইহা হইতে ২ যোজন দূরে করতোয়া নদীর নিকটে শেরপুরী নামক গ্রাম। করতোয়ার পারে জাঙ্গল দেশ—ইহা পাণ্ডববল্লভ বলিয়া সর্বলোকবিদিত। বঙ্গদেশের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিক্রমসাগর হইতে উদ্ধৃত।

৪ (খ)। জুসঙ্গ দেশ

রাজধানী দুর্গাপুর এক ক্রোশের অধিক বিস্তৃত (ক্রোশেক বেষ্টিতক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ক্রোশ-পাদকং)। ইষ্টকনিমিত্ত দুর্গমধ্যে রাজবাটী দ্বাদশদ্বারসমন্বিত। রাজবাটীর উত্তরে দেবী দশভুজার মন্দির। অমাবস্তার রাত্রে দেবীর সম্মুখে বোগ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে।

দুর্গাগ্রামের রাজা বাবেজ ব্রাহ্মণ। প্রথম রাজা রামনীর খা, তৎপুত্র মহারাজ সোমেশ্বর। তৎপুত্র শ্রীমান্ মল্লিক ভূপতি ৩০ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপুত্রীয় রাজা বঘুনাথ ৫০ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার নয় পুত্র। ইহার মধ্যে ভূপতি দুর্গাপুরের রাজা হন এবং ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপুত্র রামজীবন ও রামনাথ নামে দুই জন প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন।

এদেশে নানাপ্রকার সাধু আছেন অথবা এখানকার অধিবাসীরা সম্পদগামী, এই জগৎ এই দেশের নাম জুসঙ্গ। ইহার দুর্গোপরি পধুপাদি চতুর্দশ মন্দির আছে। ইহার পূর্বদ্বারে দৈবজ্ঞাতি কর্তৃক ঘটিকার বাণ্ড হয়, এজগৎ ইহা বড়িধরজা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অন্তর্গত ধরজা শস্যধারী কর্তৃক স্বরক্ষিত। সিংহদরজার নিকট 'নিত্যানন্দ চৈতন্যের আখড়া'।

১৫১০ বর্ষে (১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ?) স্বনামগণ কর্তৃক 'রামনীর' রাজপদে স্থাপিত হন।

দুর্গাপুরের সার্বিক্রোশ উত্তরে অলজ্য গিরিবাজি (অলজ্য গিরিঃ সন্তি গ্রামীনানাং মহীপতে)। দুর্গাপুরের বাগকোণে ৪ যোজন দূরে গিরিমধ্যে শক্তের অগম্য সিদ্ধুগ্রাম। এখানে সহস্র সহস্র নীচ কুচ জাতির বাসস্থান। কুচজাতীয় সিদ্ধুনামক এক ভাগ্যবান ব্যক্তি জঙ্গল কাটিয়া স্বীয় নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সিদ্ধুগ্রামের উত্তরে কেবল বনজন্তুর আবাসভূমি হুলজ্যা গিরিশ্রেণী। সিদ্ধুগ্রামের অগ্নিকোণে পর্বতের মধ্যে কুচজাতি কার্পাসের চাষ করে। (কুচ জাতির বিবরণ)।

দুর্গাপুরের ৭ যোজন দক্ষিণে কীচা (কীচা) চাকলা। এখানে অনেক 'পঙ্ককীচ' জন্মে ; এ জঙ্গ ইহার এই নাম। কীচা চাকলার নিকট পূর্ববাহিনী এক বৃহৎ নদী। ইহাতে সহস্র সহস্র কুস্তীর, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল ও স্তম্ভক আছে।

রাজধানীর সার্বিক্রোশ দক্ষিণে কংস নদীর পূর্বপারে খবলঘট (খবলঘাট)। খবল

নামক এক ব্যক্তি এখানে ঘাট ও গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। কংস নদীর উত্তর পারে দেবকুটল গ্রাম। এখানকার হাটে জীবজন্তু, মৎস্য ও বসনের বহুল বিক্রয় হয়।

ধবলঘাটের দক্ষিণে ৩ ক্রোশ দূরে কংস নদীর পূর্বপারে জিবিয়া থাম (গ্রাম)। স্বসঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাদল এখানে বিশ্রাম করায় এই নামের উৎপত্তি। ইহার সার্কি বোজন দক্ষিণে নারায়ণ ডহর গ্রাম। ইহার নিকট ধবলা (ধলাই) নদী। এই নদী শাল্যদী কেন্দ্র গ্রামে সয়াডি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গ্রাম শিমুল-কেন্দ্র হাট নামে প্রসিদ্ধ।

দুর্গাপুরের অগ্নিকোণে ১ বোজন দূরে রঘুনাথবংশীয় রাম কর্তৃক স্থাপিত রামনগর গ্রাম। এখানে দুইটি শিবলিঙ্গ আছে। রামনগর-পার্শ্বে পূর্ববাহিনী ধবলা নদীতে স্নান করিলে ধবলকুষ্ঠ রোগের উপশম হয়। রাজধানীর তিন ক্রোশ পূর্বে দশালু নামক বণিক-প্রতিষ্ঠিত দশাল গ্রাম। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে নলা নদীর নিকটে চণ্ডীদুর্গ (চণ্ডীগড়)—এখানে প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ ও যুগ্মদুর্গ আছে। পূর্বগামী নলা নদীতে এক মাস স্নান করিলে জীপদ (গোদ) হয়। চণ্ডীদুর্গের পাঁচ ক্রোশ পূর্বে প্রকাণ্ড ঝিলের পার্শ্বে কদলীতল গ্রাম (কলাতলী)। ঝিলের উত্তর পারে বারিখাতক গ্রাম (বারিখাত)। ঝিলের পূর্ব পারে নাজিরপুর নামক বৃহৎ গ্রামে গোহিংসাদিরত যবনগণের বাস। ইহার ১ বোজন পূর্বে নানিয়াবিহরপাশ গ্রাম।

দুর্গাপুরের চারি বোজন পূর্বে বাহুবুর গ্রাম, ইহা স্বসঙ্গের পূর্বদীঘা। ইহার পূর্বভাগে শ্রীহট্টবিষয়ের সীমা। স্বসঙ্গের পশ্চিমে বেলেশ্বরী নদী, এখানে লোকে পিতৃপুত্রের তর্পণ করে। স্বসঙ্গের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গবেষ্টিত (গঙ্গেবেড়া) গ্রাম। বঙ্গবাসিগণ চলিত ভাষায় নদীকে গঙ্গা বলে। ঐ গ্রামের উত্তর পার্শ্বে নদী থাকায় উহার এই নাম হইয়াছে। ইহার উত্তরে বেলেশ্বরী নদী কংসনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রাজধানীর বায়ুকোণে বহু পর্বত, তৎপার্শ্বে আঘার দ্বার। এখানে শত্রুর অগম্য গোপন কুটিল পথ আছে। স্বসঙ্গের তিন বোজন পশ্চিমে বায়ুকোণে পর্বতের নিকট স্বপুরা গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ দূরে বায়ুকোণে কামনালিঙ্গ নামে জীর্ণ শিবলিঙ্গ ও তাহার সম্মুখে নন্দী ও বৃষ আছে। এই পর্বতের নিকট নেতায়ী নদী, তাহার পশ্চিমে ঘুঘু গ্রাম, তাহার পর দশ কাষাপণ (দশকাহণা) পরগণা।

দুর্গাপুরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে চিনাকুটল (চিনাকুড়িয়া) গ্রাম, বহু চীনাঙ্ক শস্ত হয় বলিয়া ইহার এই নাম। ইহার সার্কি ক্রোশ পশ্চিমে মাহার্ষপুর (মাঘবপুর)। এখানে সকল সামগ্রীই মাহার্ষ। ইহার পার্শ্বে বৃহৎ পর্বতের শিখরে শিবমন্দির, এবং দক্ষিণে দক্ষিণ-বাহিনী সোমেশ্বরী নদী। এই নদীর সহিত নিতায়ি ও কংসনদী সঙ্গমপূরে মিলিত হইয়াছে।

৪ (গ)। বরদযোগিনী(নি) দেশ*

বরদযোগিনী যে বর্তমান বঙ্গযোগিনী, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। বরদযোগিনী দেশ দ্বারা গ্রন্থকার মোটামুটি বিক্রমপুরকেই নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

আদিশূর নামক নরপতির রাজধানী (পুর) বরদযোগিনী বঙ্গদেশে বিখ্যাত। বরদযোগিনী দেবী অধিষ্ঠিত থাকায় বাঙ্গালীরা এই স্থানকে বরদযোগিনী বলে। তবে এই নামের অল্প প্রকার ব্যুৎপত্তিও আছে। বরদকাননের মধ্যে এক ভৈরবী যোগিনী বাস করেন, ইহা হইতেই বরদযোগিনী নামের উৎপত্তি হইয়াছে—কেহ কেহ এরূপও বলেন। কান্তকূজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এই পুরে মৃত মল্লকান্তকে সম্বোধিত করিয়াছিলেন, এই অল্প বরদযোগিনী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখনও ক্রোশপরিমিত গজারিবন সেখানে দৃষ্ট হয়। বরদযোগিনীপুরে জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ বর্তমান। বঙ্গাল-নির্ম্মিত একটি পুষ্করিণী সর্বদা শীতল জলে পূর্ণ থাকে—স্থানীয় ভাষায় ইহা বলালের দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরদযোগিনীর ক্রোশ মাত্র পশ্চিমে মনোহর আয়ুটসি গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে বৃহৎ দ্বিপল্লী গ্রাম। সাধারণে ইহাকে দ্বিপাড়া বলে, এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। দ্বিপল্লীর এক ক্রোশ পশ্চিমে বহরাগাদী নামে বৃহৎ গ্রাম, এখানে বহু শস্ত জন্মে। ইহার পশ্চিমে মালখাননগর। এখানে রাজা আদিশূরের (আদি নৃপ) কর জব্বা সকল সঞ্চিত থাকিত। এই নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিমে কাকুনদীপ, ইহা রাজার অতি প্রিয়স্থান এবং কাচাদিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে কোলগ্রাম, কোল জাতি ও হিংস্র পশুর বাসস্থান। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে মনোহর তারপাশবিষয় (জিলা)। এইখানে আদিশূর জ্ঞানান্ত্র দ্বারা কুল, জাতি, বিত্ত ও অভিমানাদি অষ্ট পাশ ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এই অল্প ইহার নাম তারপাশ। মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

“তারপাশবিষয়শ্চৈব বর্ততেহতিমনোহরঃ।

আদিশূরো নৃপো যত্র জ্ঞানান্ত্রেন মহীপতি।

অষ্ট পাশান্ ক্রতঃ ছিদ্ভা দৃষ্টতে পরমং পদং।

কুলপাশো জাতিপাশঃ বিত্তপাশস্তথৈবচ।

অভিমানাদিপাশাচ্চ অষ্ট পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

অষ্টপাশান্ তরতি চ বঙ্গভূপো মহাশয়ঃ।

এখিতো বরদযোগিনীয়াং তারপাশোন্মত্তিঃ কিল।

তারপাশার এক ক্রোশ পশ্চিমে মেদিনীমণ্ডল গ্রাম। এই গ্রামের মণ্ডল রাজা উপাধিতে ভূষিত। ইহার অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে হুন্দর হুপুর (অথবা নুপুর) গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ

* বরদযোগিনী দেশের বিষয়ণ 'সোণার বাংলা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩৪৭ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। হানে হানে ইহা বরদযোগিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পশ্চিমে কেমারপুর গ্রাম। এখানে বহু ব্রাহ্মণের বসতি। ইহার অর্দ্ধ বোজন পশ্চিমে বিখ্যাত সমকোট গ্রাম। ইহার অর্দ্ধ বোজন পশ্চিমে দৌরিকাসম্বিত রাজনগর। ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে কুমারপুর। কুমারপুরের পশ্চিমে বাজকারসম্বিত ভমসার গ্রাম। বাজকার জাতির মধ্যে ভম জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জাতির মধ্যে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্ম ভমসার বঙ্গদেশে বিখ্যাত। ভমসারের এক ক্রোশ পশ্চিমে কুড়াশি গ্রাম। সিদ্ধ কপিল কতৃক প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বহু লোকের মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ এখানে বর্তমান। ইহার পশ্চিমে নবপল্লী বা নবপাড়া। তার পর 'পুষ্প বেষ্টিত' গ্রাম সাধারণে ফুলবেড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ। এখানে রাজা চন্দ্ররায় ও কেমার বায়ের মুণ্ডয় দুর্গ আছে, ইহার চান্দরায় কেমার রায় নামে প্রসিদ্ধ। রাজধানীর দক্ষিণে রামপাল এবং এক ক্রোশ পূর্বে পরিখা-সম্বিত পাবাণ-নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ।

বদরযোগিনীর দক্ষিণে আবিয়াল অথবা আরিয়াল গ্রাম। যুদ্ধ হেতু 'অরৌলখালো' (?) এই স্থানে আসায় উক্তপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে ধীপুর গ্রাম। এখানে আশিশ্বরের বুদ্ধিম্যান মন্ত্রিগণ বাস করিতেন। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে বালিগড় নামে বৃহৎ গ্রাম—ইহা বালিগড় নামে প্রসিদ্ধ এবং সর্বপ্রাণীর ভয়কর। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে কছালু গ্রাম—সাধারণে কেছিয়ার নামে প্রসিদ্ধ।

বদরযোগিনীর দক্ষিণে আবহুলাপুর গ্রাম। ইহা নীচ জাতির বাসস্থান। আবহুলা নামক ধবন নিজ নামে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহা আবহুলাপুর নামে খ্যাত। ইহার পার্শ্বে রিকাববৌথি অথবা রিকাববাজার। এখানে ইচ্ছা ও ধলেশ্বরী নদী দক্ষিণ-বাহিনী। বিক্রমাদিত্যবংশে বৈজ্ঞান্যাতীয় আদিশূর এখানে প্রকট হইয়াছিলেন, স্থানীয় লোকে এইরূপ বলিয়া থাকেন।

রাজধানীর উত্তরে বুদ্ধগঙ্গার তীরে মনোহর জঙ্গির নগর। সবারিঘট পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত দুর্গ এবং জিজির নামক অপর এক দুর্গ এই নগরে বর্তমান। এখানে চকেশ্বরী মহাদেবী সর্বনা প্রত্যক্ষ। ইনি চক্কাবাণপ্রিয়, বিশেষতঃ চৈত্র মাসে। দেবীর নামের প্রথমার্দ্ধ লইয়া 'ঢাকা' এই নামের সৃষ্টি।

এইখানে বদরযোগিনীর বিবরণ শেষ হইয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের কোন্ কোন্ গ্রাম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, এই বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে। সোণারং প্রভৃতি যে সকল গ্রাম এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ এবং যাহাদের নাম উক্ত বিবরণে নাই, তাহারা যে তিন শত বৎসর পূর্বে বিস্তারিত ছিল না অথবা বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করে নাই, অরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। রাজনগরের উল্লেখ অস্বীকৃত হয় যে, হয় গ্রন্থের এই অংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত, নচেৎ রাজা রাজবল্লভের পূর্বেও এই নগরী বর্তমান ছিল। বাহারিমান গ্রন্থে বুড়ীগঙ্গা নদীর নাম নাই, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বুদ্ধগঙ্গা নাম ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

৪ (ঘ) । বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ

চন্দ্রদ্বীপের লোকপ্রসিদ্ধ রাজধানী মাধবপাৰ্থ (মাধবপাণা) অৰ্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত ও যোজনার্দ্ধবেষ্টিত । ইষ্টক-নির্মিত রাজবাটীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে । ইহার অভ্যন্তরে বৃহৎ পুষ্করিণী, দুর্গাসাগরনায়ী বৃহৎ জলপূর্ণ দীর্ঘিকা ও বহুসংখ্যক জলাশয় ও বৃক্ষবাটিকা বিস্তারিত । সৰ্ব্বজাতীয় ধনী গৃহস্থ তথায় বাস করে ।

১৪০০ শাকে* মাধবপাশায় রামচন্দ্র রাজা হন । ধুম্বঘটস্থিত যশোহররাজ রামচন্দ্রের সহিত কন্তার বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ কোটালপরা পরগণা প্রদান করেন । কায়স্থ-চুড়ামণি রামচন্দ্র রাজা ৬০ বৎসর রাজ্য করেন । তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ মগজাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন । পরাজিত হইয়া মগেরা ব্রহ্মদেশে পলায়ন করে । তিনি ৫০ বৎসর রাজ্য করেন । তাঁহার দুই পুত্র—বাহুদেবনারায়ণ ও কীৰ্ত্তিনারায়ণ রাজ্যভাঙের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করেন ও উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন । তৎপর (প্রতাপনারায়ণের) দৌহিত্র উদয় রাজ্যপালন করিয়া ৫০ বর্ষ বয়সে বনে গমন করেন ।

মাধবপাৰ্থের অৰ্দ্ধ যোজন পূর্বে কানীপুর গ্রাম । এখানে বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বাস করেন । এখানে শিবমন্দির, পণ্যবোধিকা, হট্ট প্রভৃতি আছে এবং প্রতি মাসের চতুর্দশী তিথিতে ষাত্রী হয় (ষাত্রী ভবতি শোভনা) । কানীপুরের অৰ্দ্ধ যোজন পূর্বে বরশালা গ্রাম । পুরাকালে কোন রাজা তথায় ইষ্টক দ্বারা বরশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন ; এই জন্য বরশালা নামকরণ হয় । সাধারণে বলে বড়িশাল (বড়িশাল ইতি ভাষায়াং) । ইহার নিকট কীৰ্ত্তনখুলা নদী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিতা । সমুদ্রের বেগে ইহার জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, স্থানীয় ভাষায় ইহাকে জুয়ার-ভাটা বলে । এখানে প্রাচীন মন্দিরে কালীমূর্ত্তি আছে, তাঁহার পূজা ও পানোদক পান করিলে প্রেতবাধাদি দূর হয় ।

বরশালের সার্কযোজন পূর্বে শালুকগ্রাম (শালুকা) (চন্দ্রদ্বীপের ?) পূর্ব সীমা । জলমধ্যে বহু শালুকপুষ্প জন্মে বলিয়া এই নাম হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে দুই বা তিনটি নালা-বেষ্টিত জঙ্গল, এখানে গো-মহিষাদি পশু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে । কোথাও বা কৃষকেরা ধানাদি শস্ত রোপণ করে । এখানে ব্যাঘ্রের ভয়, বিশেষতঃ শীতকালে বাঘেরা অনেক মানুষ মারে ।

মাধবপাৰ্থের অৰ্দ্ধ যোজন পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদীর নিকটে গোষ্ঠীক গ্রাম (গুঠিয়া) গ্রাম । রাজা এই গ্রামে অস্ত্রধারী পদাতিক-গোষ্ঠী স্থাপন করিয়াছিলেন—বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া সহস্র সহস্র মগ বীর ধনপূর্ণ চন্দ্রদ্বীপ জয় করিতে আসিলে এই গ্রামমধ্যে পরাজিত হইয়া বরমা নামক (বরমাখ্যং) নিজ দেশে পলায়ন করে । এখানে যুগ্মদুর্গ ও বাহুদেবের মন্দির আছে । গোষ্ঠীগ্রামের অৰ্দ্ধ যোজন পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদীর নিকট খলিসাকোট মহাগ্রাম (খলিসাকোট) । এখানে বড় বড় দোকান ও হাট আছে । এখানে শস্ত-শাল্যবিশারদ

* এই তারিখটি ঠিক নহে ।

বিখ্যাত বৈষ্ণৱ মহাশয় মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধুরন্ধর রাঘব রাই সর্বদা পণ্ডিত-গণের সহিত শাস্ত্রচর্চা করিতেন এবং গোপীগ্রামের হাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

খলিশাকোটীর পশ্চিমে ক্ষুদ্র মগরা ও বৃহৎ মগরা (ছোট মগরা বড় মগরা) নামক দুইটি যোজনব্যয় বিস্তীর্ণ ভদ্রানক তল্লা। ইহার জলে বহু পরিমাণ কৃষ্ণ ও মৎস্ত আছে। ইহার চারি পার্শ্বে জঙ্গলমধ্যে ব্যাঘ্রাদি বনজন্তু বিচরণ করে। কিন্তু খাড়াশি শস্ত লাভের জন্য ইহার পার্শ্বে অনেক গৃহস্থ বাস করে।

মাধবপার্শ্বের ছয় যোজন পশ্চিমে কোটালি গ্রাম পরগণা বৈদিকগণের নিবাসস্থল। ইহা চন্দ্রবীপের পশ্চিম সীমা। চোবের বন্ধন ও মারণের নিমিত্ত চতুর কোটালগণকে চন্দ্র-বীপের রাজারা ভূমিদান করিয়া এইখানে স্থাপিত করিয়াছিলেন—এই নিমিত্ত কোটালপাড়ি পরগণা বিখ্যাত। রাজা রামচন্দ্রের মহিষী প্রতাপাদিত্যের কন্যা স্বীয় গুরু বৈদিক ব্রাহ্মণকে এই পরগণা দান করিয়াছিলেন, সেই হেতু বৈদিকগণই এখানকার মণ্ডলেশ্বর—বৃহৎমুখে এইরূপ শুনিয়াছি। মাধবপার্শ্বের এক ক্রোশ দক্ষিণে কপর্দিকটা (কড়াকুড়) গ্রাম। এখানে একটি নদী ও বৃহৎ হাট আছে। মামুদ হায়াতনামা যখন প্রজ্ঞানিককে কপর্দিকা (কড়ি) দান করিয়া ও হাটের শুদ্ধ গ্রহণ না করিয়া এই গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার এক যোজন দক্ষিণে কলসকণ্ঠি (কলসকাটি) গ্রাম। এখানে প্রকাণ্ড হাট—নানা চিত্রময়ী বহুসংখ্যক কলসী হাটে পাওয়া যায়, এই জন্য গ্রামের নাম কলসকণ্ঠি। ইহার দুই দিকে নদী, এবং এখানে বহু মন্দির। চতুর্থরীনায়া ব্রাহ্মণেরা এখানকার মণ্ডলেশ্বর।

কলসকণ্ঠির দুই যোজন দক্ষিণে বংশবাটি (বাঙসবেড়িয়া) একটি বৃহৎ গ্রাম। এখানে রাজার স্থাপিত প্রাচীন হাট আছে। কোন রাজা বহু বংশবৃক্ষ রোপণ করায় গ্রামের এই নাম। বংশবাটির চতুর্দিকে ভয়ংকর জঙ্গল। ইহার চারি ক্রোশ দক্ষিণে ছন্নখলবাস গ্রাম (ছোনখালবাস)। এখানে খল লোকেরা ছন্ন অর্থাৎ সুপ্তভাবে থাকিয়া লোককে কঠোর বাক্য ও অগ্ন্যস্ত্র প্রকারে যন্ত্রণা দেয়। এই হেতু গ্রামের এই নাম। এই গ্রামের দুই যোজন দক্ষিণে ভয়ংকর সুন্দরবন (সুন্দরাখ্যজঙ্গল), এখানে ব্যাঘ্রাদি নানা জন্তুর ভয়।

মাধবপার্শ্বের এক ক্রোশ উত্তরে ডুমুরপুর (ডুমুংপুর) গ্রাম। শিবডুমুরভক্ত রামভক্ত নামক নিখিল সিদ্ধগণের চক্রবর্তী এক ব্রাহ্মণ এই গ্রাম স্থাপিত করেন। এই গ্রামে বহু চিকিৎসক ও হাট আছে এবং ইহার পার্শ্বে এক নদী আছে। এই গ্রামের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ক্ষুদ্রকণ্ঠি (ক্ষুদ্রকাণ্ঠি) বিষয়। ইহার পার্শ্বে পূর্ব-পশ্চিমবাহিনী স্রগভীর আম্রতোলা (আমতোলা) নদী। মগ প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকেরা বড় বড় নৌকা করিয়া আম্রতোলা নদী বাহিয়া বাণিজ্য করিতে যায়। ক্ষুদ্রকণ্ঠির চারি ক্রোশ উত্তরে জাহপুর (জাপুর) গ্রাম, ইহার পার্শ্বে এক বৃহৎ নদী। যখনবিজাপরায়ণ চৌধুরীরা এখানে বাস করে। এই গ্রামের সার্ব্বভোজন উত্তরে ইদিলপুর পরগণা। ইহাই [চন্দ্রবীপের] উত্তর দিকের সীমা। ইহার পার্শ্বে দুইটি বিপুল নদী।

অতঃপর বৃদ্ধগণের মুখে চন্দ্রবীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। বিক্রমপুত্রের নিকট বুড়াশিব নামক শিবলিঙ্গের মন্দির আছে। ইহার নিকট চন্দ্রশেখর নামক ব্রাহ্মণের বাটি। তিনি স্বন্দরবনের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিবাহ করেন। নৌকায় তিন দিনে সর্বদাই তিনি শস্তরবাড়ী বাতায়িত করেন। একবার দিক্ হারাইয়া তিনি জলমধ্যে ভূমিখণ্ডে উপনীত হন এবং স্ত্রীর পরামর্শে স্থলপথে গিয়া এক সরোবরপার্শ্বে দেবী-মন্দির দেখিতে পান। তাঁহাদের পূজায় তুষ্ট হইয়া দেবী চন্দ্রশেখরকে বর দিলেন যে, জলমধ্যে তাঁহার নামে এক ঘোপ হইবে এবং ইহা হইতে তাঁহার সাত লক্ষ রোপ্যমুদ্রা কর আদায় হইবে। এখনও বনরাজের সহিত মগের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সপ্ত লক্ষ রোপ্যমুদ্রা কর নির্ভারিত আছে।

“সপ্তলক্ষ রোপ্যমুদ্রা করং বৃদ্ধস্ত ভূপতে।

ব্যরায় বনরাজেন মগৈঃ সাকং প্রতীয়তে।”

৫। তাত্ত্বলিপ্ত

তাত্ত্বলিপ্ত মহাদেশে ব্যবসায়ী জনের প্রচুর লাভ হয়। আম, সুপারি, কাঁঠাল ও তুলা আর কোথায়ও এরূপ প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। কোন কোন স্থলে সামুদ্রিক লবণও তৈরী হয়। তাত্ত্বলিপ্তকে চলিত ভাষায় তমলুক বলে। এই দেশে পদ্মাবসান (পন্দুবসান) নগর বিখ্যাত। বৃদ্ধমণ্ডেশ্বর নামক সমুদ্রের পূর্বকক্ষে মুণ্ডগচ্ছ (মুড়াগাছা) পরগণা, ইহার অন্তর্গত পাটনা গ্রাম লোকের স্থানীয়ক।

তাত্ত্বলিপ্তের দুই বোজন উত্তরে চৌরমল্ল নামক মহাগ্রাম। এখানে মল সংজ্ঞাধারী দ্বাদশ রাজপুত্র প্রত্যহ চৌরকর্ম করে এবং বৃদ্ধমণ্ডেশ্বরের নিকটে সর্বদা লোককে নানাপ্রকার পীড়ন করে। ইহাই গ্রামের নামের উৎপত্তি। ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে শস্ত্রশালী কুলপী গ্রাম—খাণ্দি দ্বারা লোকের কুল রক্ষা করে (কুলং পাতীতি), এই হেতু গ্রামের এই নাম। ইহার সার্কবোজন উত্তরে হট্টগঞ্জ মহাগ্রাম। এখানে সর্বদাই বহু ব্যাপারীরা বাস করে। ইহার দুই বোজন উত্তরে যক্ষবাদ (যকারবাদা) মহাগ্রাম। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি বেহার গ্রাম (বেহালাবড়িয়া)।

চৌরমল্লের দক্ষিণে কেবল বৃহৎ বন, সেখানে ব্যাজ্রাদি বাস করে। বড় বড় নৌকা চৌরমল্ল হইতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া দুই দিনে গঙ্গাসাগর-সন্নিহিত পৌঁছে। চৌরমল্লের বায়ুকোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে সাহায্যপুর (সাপুর), এখানে লোকেরা শত্রুতা না করিয়া পরস্পরের সাহায্য করে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। সাপুর হইতে বায়ুকোণে এক বোজন দূরে জয়নগর। এখানে বহু কায়স্থ ও নবশাকের বাস। নববীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রযুদ্ধে কোন মেশীয় পণ্ডিতেয়া পরাস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই গ্রামের এক পণ্ডিত শ্রায়-শাস্ত্রের বিচারে নববীপের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করায় রাজা ইহার জয়নগর এই নাম করেন। ইহা হইতে এক ক্রোশ বায়ুকোণে বোড়ুগ্রাম। তার পর তিন ক্রোশ বায়ুকোণে গোচরগ্রাম, অনেক গরু চরে বলিয়া ইহার এই নাম।

গোচর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বারুয়িগ্রাম (বারুয়িপুর), প্রচুর পান জন্মে বলিয়া তাহুল বিক্রয়ী বর্ণশঙ্কর জাতি এখানে বাস করায় এইরূপ নাম । ইহার নিকট মননমল (মেননমল) গ্রাম । ইহার ৫ ক্রোশ দক্ষিণে গলিয়া (গড্যা) গ্রাম, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গুমগণ্ড (গুমগড়) । ইহার নিকট মহীষি-দল (মহিষাদল) মহাগ্রাম । এখানে মহিষাদি পশু দলনামক ষাঁস সর্কদা খাটার করে, এই জন্ত এই নাম । এই নামের আরও দুইপ্রকার উৎপত্তি আছে । এই দেশের রাজমহিষী দলের দ্বারা দেশ পালন করেন (তদ্দেশপালিকা রাজমহিষী চ দলাদিভিঃ । অতঃ পরম্পরা রাজন্ মহিষীদলমিতি শ্রুতং ॥) এই জন্ত মহিষীদল নাম । দুর্গাদেবী এই স্থানে দশ ভুজের দ্বারা মহিষাসুরকে খণ্ড-বিখণ্ড (দারিত) করিয়াছিলেন, এই জন্ত মহিষীদল নাম ।

মুণ্ডগুচ্ছের দুই যোজন পূর্বে বিখ্যাত বরদহট্ট (বরদহাটি) পরগণা । ইহার অন্তর্গত বোড়ুগ্রাম । মুণ্ডগুচ্ছের পূর্বপারে কল্লীগুচ্ছ (কলাগেছা) গ্রাম, এখানে বুড়ামণ্ডেশ্বরের লবণাক্ত জল ও বহু কদলীবন আছে । ইহার উত্তরে কুলপিগ্রাম (কুড়পী), এখানে বহু শস্ত জন্মে । এই দেশের জৈনক লবণকারী ষড়্পূর্বক স্বকুল রক্ষা (পাতি) করায় এই নাম হইয়াছে ।

রাজধানীর সার্কিযোজন দক্ষিণে তালপাটিমহাগ্রাম । বৃদ্ধমণ্ডেশ্বর সাগরের পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত মহাদেশ গৌড়দেশে বিখ্যাত । তাম্রলিপ্ত হইতে নৈঋত কোণে আড়াই যোজন দূরে মনোহর পদ্মাবসান নগর । তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা মহাদেবী আছেন । তাম্রলিপ্তের দৈশান কোণে মণ্ডলঘট্ট পরগণা, উত্তরে গঙ্গাখালি (গেঁদাখালি) এবং দক্ষিণে নারায়ণপুর ।

পদ্মাবসানের আড়াই যোজন পশ্চিমে, মণ্ডলঘট্ট পরগণায় গঙ্গানদীর নিকটে মটকপ্রস্তর (মাকড়াপাথর) গ্রাম । এখানে বহু মর্কট থাকায় এই নাম হইয়াছে ।

মণ্ডলঘট্ট পরগণার রূপনারায়ণ নদীপার্শ্বে মানাকুর বিষয়, এখানে বহু নারিকেল পাওয়া যায় । তাম্রলিপ্তের পূর্বভাগে বেগবতী রূপনারায়ণ নদী । গঙ্গাখালির এক যোজন পশ্চিমে নদীপার্শ্বে তাম্রলিপ্ত মহাগ্রাম । গঙ্গাখালির ৮ ক্রোশ উত্তরে বৃহৎ নদীর নিকট উলুবেড়িত গ্রাম (উলুবেড়িয়া) । উলুভূপ এখানে অধিক মাত্রায় জন্মে, এই জন্ত এই নাম । এখানে দোকানে সকল সামগ্রী পাওয়া যায়, বিশেষতঃ এখানে বহু মৎস্য বিক্রয় হয় ।

বৃদ্ধমণ্ডেশ্বরের অপর (পশ্চাৎ) পারে ছয় যোজন দূরে হিজরী গ্রাম । তাম্রলিপ্তের পশ্চিমে কেনমাল, এবং উত্তর-পশ্চিমে কান্তাজোটক দেশ । কান্তাজোটকের নৈঋত কোণে ধান্মাদি-পূর্ণ তিন গ্রাম, শুদ্ধমুষ্টি, জলমুষ্টি ও ভূমিমুষ্টি (হুজামুটা, জলামুটা, ভূমামুটা) । এই তিন দেশের রাজা বজ্রপুত্রজাতীয় ।

তাম্রলিপ্তের পশ্চিমে বহু দূরে ময়নাকুর্গ (ময়নাগড়) । তাম্রলিপ্তের ভাষা “তুলিয়া তম্বলুক” (তাম্রলিপ্তস্ত ভাষা তুলিয়া তম্বলুক ইতি) ।

মানাকুরের এক ক্রোশ দূরে তেজঃপুর (তাজপুর) গ্রাম । এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস । মানাকুরের সাড়ে তিন যোজন দক্ষিণে মর্কটপ্রস্তর গ্রাম, এখানে স্বনাম্হ মুখশোধক কপূর-

কর্তৃক (কপুরকালি) পাতা জন্মে । তাব্রলিগু দেশে অনেক 'দোয়ো' ভূমি আছে । এখানে খুব খাদ্য জন্মে ।

৬। যশোর

রাজধানী চন্দ্রচণ্ডা (চাচরা) যশোরে বিখ্যাত । এখানে ইষ্টক-নির্মিত মনোহর দুর্গ আছে । চন্দ্রচণ্ডার পরিধি এক ক্রোশ । এখানকার রাজা কায়স্থজাতীয় শুকদেব । ইহার এক ক্রোশ পূর্বে ভৈরব নদের পশ্চিমে নীলগঞ্জ, এখানে বহু ব্যাপারী আছে । রাজাজায় নীল নামক জনৈক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্ত এই গঞ্জ স্থাপন করেন । নীলগঞ্জের তিন ক্রোশ পূর্বে তারাগঞ্জ । তারানায়ী কোন রাজমহিষী স্বীয় নামে এই গঞ্জ স্থাপন করেন । তারাগঞ্জের এক যোজন পূর্বে বালুগাছতী (বালুগাখতী) মহাগ্রাম । এখানে কৃষকেরা বাস করে । ইহার পার্শ্বে চিত্রা নদী এবং পাঁচ ক্রোশ পূর্বে সর্কগ্রামশিরোমণি রাজগঞ্জ মহাগ্রাম । নুনগঞ্জের রাজা বলু রায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন । রাজগঞ্জের অর্দ্ধযোজন পূর্বে মহামন্দপুর (মামুদপুর)—পুরাকালে যবনরা ইহা নির্মাণ করিয়াছিল ।

রাজধানীর তিন ক্রোশ পশ্চিমে দেবালয়-সমন্বিত বিজয়গুচ্ছ (বিজয়গাছা) গ্রাম । ইহার এক যোজন পশ্চিমে সারসা গ্রাম । সারসা নামে এক ধনী ব্যক্তি বহু বন কাটিয়া এই গ্রাম স্থাপিত করেন । সারসার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চারি ক্রোশ দূরে গদখালি গ্রাম । এখানে লোকের ভ্রীপদ অর্থাৎ গোদ হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে । এখানকার ভূমি সর্বদা জলযুক্ত । এখানে বহু খাদ্য জন্মে, কিন্তু নানারকম পীড়া হয় । সারসার এক যোজন পশ্চিমে কঘর (কঘরা) গ্রাম, এখানে নীচ জাতির বাস ।

চন্দ্রচণ্ডা রাজধানীর আড়াই যোজন পশ্চিমে ছোড়িকাপুর (ছুটিপুর) । ইহা যশোরের সীমা ; ইহার পরেই নবদ্বীপরাজের অধিকার । রাজধানীর এক ক্রোশ দক্ষিণে মুণ্ডালি (মুড়ালি) গ্রাম । প্রতাপাদিত্য রাজা এখানে যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুর মুণ্ডপাত করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম । রাজধানীর দুই ক্রোশ দক্ষিণে গভীর স্রোতযুক্ত ভৈরব নদী ।

মুণ্ডালির তিন ক্রোশ দক্ষিণে মাখালি গ্রাম । এখানে নীচজাতিরা মাখল, বড়াম, সূত্র প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা করে । মাখালির সার্কি যোজন দক্ষিণে আলির নগর (আলি নগর) । আলি নামক এক ভাগ্যবান যবন বহু যত্নে এই নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আলিনগরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে দক্ষিণাড়ি গ্রাম । প্রতাপাদিত্য রাজা বহু ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাড়ি দান করিয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন । এই জন্ত ইহার নাম দক্ষিণাড়ি । ইহার এক যোজন দক্ষিণে মহেশ্বরপাশা । মহেশ্বর নামক প্রাচীন লিঙ্গ পূজা করিয়া লোকে ভবপাশ হইতে মুক্ত হয়—এই জন্ত ইহার এই নাম । ইহার চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে ইষবপুর পরগণা । এই স্থানে যশোররাজ ইষপূর্ণ তুণ সহ পদাতিকগণকে স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে । এক ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে চন্দনৌমল গ্রাম । ব্যায়ামবিদ সন্ন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দননামক ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত হওয়ায় এই নাম । চন্দনৌমলের

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তিন কোশ দূরে বিবপুন্না (বেলফুলা) গ্রাম। এই গ্রাম শুকদেবের প্রিয়। শিবভক্ত কর্তৃক বহু বিববৃক্ষ রোপিত হওয়ায় এই নাম। ইহার দক্ষিণ-পূর্বে এক যোজন দূরে ফকিরহাট (ফকিরহাট) গ্রাম। পুরাকালে এক সংসারবিরাগীর আদেশে এক বণিক এই গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুই যোজন দূরে কচ্ছপ গ্রাম (কছুয়া) পর্যন্ত যশোরের সীমা। এই গ্রামের পুষ্করিণীতে বহু কচ্ছপ আছে বলিয়া এই নাম। ছয় যোজন দক্ষিণে নয়াবাদ মহাগ্রাম। ইহার নিকট রূপসা নামক বৃহৎ নদী—বর্ষাকালে ইহা পায় হওয়া কঠিন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নয়াবাদ যশোরের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ইষবপুর পরগণায় খুলনা বিষয় (খুলিনিয়া)। ইহার নিকট সেনের বাজার (সেনস্ত বীথিকা)। রূপসা ও ভৈরবের সঙ্গমে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

চন্দ্রচণ্ডার দশ যোজন উত্তরে পাবিত্র্যকারক পাবনা গ্রাম। পাবনা চন্দনার (?) উত্তর সীমা (উদীচী সীমা পাবনাই চন্দনায়াঃ কূতে নৃপ।)

রাজধানীর এক যোজন উত্তরে ঋজুরীগভীর (খেজুরা গহেরপুর)। খজুরাদি বৃক্ষ ও গভীর কূপ আছে বলিয়া এই নাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন উত্তরে ধবলহাট (ধবলহাটি) মহাগ্রাম যশোরে প্রসিদ্ধ। রাজমন্ত্রী ধবল নিজ নামে এই গ্রাম ও হাট স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার তিন কোশ উত্তরে চতুর্বাবেষ্টিত (চতুর্বাবেড়া) গ্রাম। এই গ্রামের দুই যোজন উত্তরে ভৈমলোহি (ভৌমের টাঙ্গা)—ইহা দুই শত হস্ত উচ্চ স্থল মৃত্তিকাস্তূপ। দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত ভীম ক্ষুধা নিবারণার্থে বন্ধনের জ্ঞাত এই পাকচুলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। ইহার পাঁচ কোশ উত্তরে দ্বাদশবীথিকা (বার বাজার) গ্রাম। কোন রাজা গৃহস্থের স্বথের জ্ঞাত দ্বাদশবীথিকা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানে পাষণ-মান্দরে মহাবিজ্ঞা কালিকা আছেন। ইহার এক যোজন উত্তরে নবগঙ্গার নিকটে বিনোদপুর গ্রাম—কৃষি বাণিজ্যের কারণ অধিবাসীরা আনন্দিত (বিনোদিন) থাকায় গ্রামের এই নাম। ইহার চারি কোশ উত্তর-পশ্চিমে বৃহৎ শতখালি (শংখালি) গ্রাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন উত্তরে তেজপুর (তাজপুর)। ইহার দুই যোজন উত্তরে প্রসিদ্ধ বারুগিবারসা (বারুইবারসা) গ্রাম। এখানে তাম্বুলবিক্রয়ী বহু বারুজীবী ও ব্রাহ্মণ বাস করে। ইহার এক যোজন উত্তরে ব্যাঘ্রখালি (বেগুয়াখালি) বিষয়। ইহার নিকটে বারসাহী নদী। ব্যাঘ্রখালি গ্রামের পাঁচ কোশ উত্তরে দক্ষিণবাটিকা গ্রাম। এই গ্রামের নিকট চন্দনা নদী। এই নদীতে স্নান করিয়া অমাবস্তার রাতে গ্রামস্থিত কালীমূর্তির নিকট তান্ত্রিক মতে চক্র করিলে সিদ্ধি হয়। অনেক মতপাত্রী ছুরাচার ব্যক্তি নানাজাতীয় গৃহস্থের পত্নী সহ স্নান করিয়া কালীর নিকট তান্ত্রিক মতে নানা অঙ্কন করে। এই গ্রামের সরোবরের জলপান মাঝে শূলজীর্ণ রোগ সাধে।

দক্ষিণবাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে এক যোজন দূরে স্বর্ণপুর (স্বনাগপুর)। যশোররাজ

বহু অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া সজ্জা হইয়া স্বর্ণকারকে এই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহার আড়াই ঘোজন উত্তরে খগজন (খাগজানা) গ্রাম। যশোররাজ প্রাণহিংসক পক্ষি-গণকে বধ করায় এই নাম। এক ঘোজন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাধবপুর গ্রাম, এখানে ৩৬ জাতির ধনাঢ্য গৃহস্থ বাস কবে। এখানে বক্রোৎকা (বেড়ুয়া) নামে গভীর দীর্ঘিকা আছে। মাধবপুরের অর্দ্ধ ঘোজন উত্তর-পশ্চিমে পামসা (পাংশা) গ্রাম, ইহা নৌচক্রাতির নিবাসস্থল।

রাজধানীর তিন কোশ দক্ষিণে এরণ্ড গ্রাম। রাজা বল্লভ রায়ের আজায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু অধিবাসীর মৃত্যু হয় এবং তাহাদের স্ত্রী বিধবা (রগু) হয়, এই জ্ঞাত্য এরণ্ড এই নাম। অথবা রণবৃক্ষাদির বন ছেদন করিয়া এই গ্রাম স্থাপিত হয় বলিয়া এই গ্রামের নাম এরণ্ড। ইহার দুই ঘোজন দক্ষিণে খেদপল্লী (খেদপাড়া)। এখানকার লোক সর্বদাই খেদাশ্রিত। কারণ, এই গ্রামের এক প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষে ব্রহ্মবত্ত নামক এক ভূত সর্বদা লোকগণকে পীড়ন করে। ইহার এক ঘোজন দক্ষিণে শশাঙ্গালী বাকড়া বিষয়। এখানে কোন ব্রাহ্মণ দৈবশক্তির প্রভাবে চতুষষ্টি কলাবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন, একজ্ঞ ইহা বাকলা নামে বিখ্যাত। এই গ্রামের পার্শ্বে নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ স্নান (গোদ) হয়।

বাকড়া গ্রামের পাঁচ কোশ দক্ষিণে কদলীগুচ্ছ (কেড়াগাছি) গ্রাম। ইহার এক ঘোজন দক্ষিণে ইচ্ছামতী নদীর নিকট কুসদ (কুশদ্বীপ) পরগণা। এখানে রাঢ়ীয়, বৈদিক, বিশেষতঃ কুলীন বহু ব্রাহ্মণের বাস। এখানে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত বিখ্যাত। কুশদ্বীপ, নলদ্বীপ ও নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণের মধ্যে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তশিরোমণি। তিনি ১৭৬০ শাকে (১৭৩৮ খৃঃ অঃ) কুশদ্বীপে বিরাজ করেন। (যষ্টিবেন্দু সংখ্যে চ বৎসরে ব্যত্যয়ে নৃপ। পণ্ডিতঃ কৃষ্ণসিদ্ধান্তঃ কুশদ্বীপে বিরাজতে ॥)

কুশদ্বীপের তিন ঘোজন দক্ষিণে সোদরপুর (সোদপুর) গ্রাম। ইহার অর্দ্ধঘোজন দক্ষিণে কোশপরিমিত টাকিগ্রাম। এখানে গুহজাতীয় কায়স্থের বাস। বল্লালরাজ, প্রথমে ব্রাহ্মণগণের কৌলীজ্ঞ স্থাপিত করিয়া তৎপর কায়স্থগণের কৌলীজ্ঞপ্রথার প্রবর্তন করেন। ঘোষ, বসু ও মিত্র উপাধিধারিগণ রাঢ় দেশে এবং গুহ উপাধিধারী বঙ্গদেশে বশোরে বিখ্যাত। টাকীর গুহগণ পারসীক যাবনী বিজ্ঞা-পারদর্শী ও মসীজীৱী। মণ্ডলেশ্বর গুহগণ স্বনামগণের মন্ত্রী। টাকীর গৃহে গৃহে শিল্পিজ ও মন্দিরে মন্দিরচণ্ডী দেবী। গুহজাতিরা সর্বদা মদ্য মাংস গ্রহণ করেন। যবনেরা তাঁহাদিগকে চতুর্ধরী উপাধি দিয়াছেন, তাঁহারা টাকীর চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ।

তুর্লভ গুহ মজুমদার নামক মসীবিদ্যাপরায়ণ এক ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া টাকী-গ্রামে বাস করেন। তিনি মণ্ডলেশ্বর ও কবলাগ্রামের অধিপতি হওয়ায় প্রভাগণের নিকট কর ও মর্যাদা লাভ করিয়া ‘চৌধুরী’ নামে আখ্যাত হন। তুর্লভের পুত্র ভবানীদাস; ভবানীদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র—রঘুনাথ রায়, রামদেব রায়, রত্নেশ্বর রায়, রাধাকান্ত রায়, কেশব রায়। রঘুনাথের পুত্র রামনাথ, তৎপুত্র রামশরণ। তাঁহাদের বংশের বহু লোক টাকীগ্রামে বাস করে।

ଚନ୍ଦ୍ରଚାନ୍ଦର ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣତୀରରେ ଶୁଭା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଡାକିଗ୍ରାମ । ଏହି ଛୁଇଁ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା କାତୁଳା ଗ୍ରାମର ପାଶେ ମିଶିତ ହେଉଅଛି । ଏହି ଗ୍ରାମେ ବହୁ କାନ୍ଥର ବାସ । ଶେଷରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଏହି ଜଗ୍ରା ଗ୍ରାମର ନାମ କାତୁଳା । କାତୁଳା ଗ୍ରାମର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଶୁଭା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନଦୀ ।

ଡାକିଗ୍ରାମର ୧ ଘୋଜନ ପୂର୍ବେ ବୈଷ୍ଣବଗଣେର ବାସସ୍ଥାନ ଦେହଟ୍ଟ (ଦେହାଟା) ମହାଗ୍ରାମ । ନାଡ଼ା ନାମେ କଥିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ଶତ ଭକ୍ତ ଗୋଡ଼ବଞ୍ଚେ ଥାନ୍ତି । ନାଡ଼ାମତାବଳୀ ନାଗର ସଂଖ୍ୟା ତେର ଶତ । ଦେହଟ୍ଟେ ଗୋକୁଳ ନାମକ ନାଡ଼ା ମହାଶେଷର ପାଟ ବିଧ୍ୟାତ (ଗୋକୁଳନାମ ନାଡ଼ାର ପାଟ) ।

ଡାକିଗ୍ରାମର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୋଣେ ଆଡ଼ାହି ଘୋଜନ ଦୂରେ ଶିବପୁର (ଶିବପୁର) । ଏଠାରେ ଶେଷରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଥାନ୍ତି । ଶତର ହସ୍ତ ଓ ପଦଧ୍ୟୁ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଲୋକେ ଶେଷରେଶ୍ୱରୀର ଆରାଧନାର ଘରା ଅସାଧ୍ୟ ଶାନ୍ତନେର ଜଗ୍ରା ସଂସର ନଥ ଓ ଲୋକ ଧାରଣ କରେ ଏଠା କାନ୍ଥନାମିକ୍ତିର ଜଗ୍ରା ଶିବପୁର ଛେଦନ କରେ । ଏଠାରେ ଶିବପୁରୀର ବାସ ।

ଶୁଭାବନ ବା ବାହାଜୁମିତେ ବାହାଜୁ ବାସ କରେ । ଇହାର ବିଷ୍ଣୁତି ଶତ ଘୋଜନ । ଏଠାରେ ରାମକଳା ନଦୀ ।

ଡାକିଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କୋଣେ ତିନ ଘୋଜନ ଦୂରେ ରାଜଧାନୀ ଧୂସର—ଇହାର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନଦୀ । ଏଠାରେ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟର କାହିନୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଅଛି । ମାନସିଂହ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟର ପରାଜୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କଚୁବନେ ଲୁକ୍କାୟିତ ବସନ୍ତରାମପୁର କଚୁରାୟର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସଂବାଦ ଥାନ୍ତି ।

୨ । ଆଲାପ ସିଂହ

ଆଲାପ ନଦୀର ତୀରେ ରାଜଧାନୀ ଲୁଗାଗଛ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇହାର ପ୍ରଥମ ରାଜା । ତାହାର ପୁତ୍ର ହରାଚାର୍ଯ୍ୟ । ରାଜଧାନୀର ପୂର୍ବେ ଦିକ୍ଷୁମାଗର । ତିନ ଘୋଜନ ପଶ୍ଚିମେ ଜଳନାହି (ଜଳନାହିର ପାହାଡ଼) ପଶ୍ଚିମ ମୌଳା । ଲୁଗାଗଛର ତିନ କୋଶ ପଶ୍ଚିମେ ରାମକାଠ ଗ୍ରାମ । ତାହାର ଦେଢ଼ ଘୋଜନ ପଶ୍ଚିମେ ବର୍ଷରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର (ବର୍ଷାପୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର) । ଇହାର ଛୁଇଁ ଘୋଜନ ପଶ୍ଚିମେ ଗାନ୍ଧୀନୀ ପାର୍ଶ୍ୱେ ବର୍ଣ୍ଣାଧାର (ବର୍ଣ୍ଣାର) ନଦୀ । ଚାରି କୋଶ-ପରିମିତ ବଢ଼ିଲ ବୀଳ, ତାହାର ନିକଟ ଡାବାଳ ଗ୍ରାମ ।

ରାଜଧାନୀର ତିନ ଘୋଜନ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ-ବାହିନୀ । ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘୋଜନ ପୂର୍ବେ ବାର୍ତ୍ତାକୁବାଟିକା (ବାଣନବାଟି)—ନାନା ରଂଗେର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ହସ୍ତ ବଳିୟା ଏହି ନାମ ।

ଲୁଗାଗଛର ଦେଢ଼ ଘୋଜନ ପୂର୍ବେ କୁଳକାରପୁରୀ (କୁଳକାରପାଡ଼ା) । ଇହାର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଶୁଭା ନଦୀ ବର୍ଷାଗ୍ରାମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସହିତ ମିଶିତ ହେଉଅଛି ।

ରାଜଧାନୀର ୬ କୋଶ (ରାମ କୋଶ) ପୂର୍ବେ ପରୁଷେର ନିକଟ ଓ ବର୍ଣ୍ଣା ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଡାବାଳ ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଦେଢ଼ ଘୋଜନ ଦକ୍ଷିଣେ କୁଳକାରପୁର । କୁଳକାରପୁର ଛୁଇଁ କୋଶ ଦକ୍ଷିଣେ ପଣ୍ଡିତବାଟି, ଇହାର ଅର୍ଦ୍ଧଘୋଜନ ଦକ୍ଷିଣେ ଶିବଗଞ୍ଜ—ଇହାର ଛୁଇଁ କୋଶ ଦକ୍ଷିଣେ କାଟିହର୍ଗ (କାଟିଗଡ଼) ।

মুক্তাগচ্ছব উত্তর-পশ্চিম কোণে তিন কোণ দূরে ইনাতো গ্রাম—ইহার দুই কোণ উত্তর-পশ্চিমে কান্দার গ্রাম। রাজধানীর (১) দুই যোজন উত্তরে অষ্টধারো (অবধার) মহাগ্রাম উত্তর সীমা, (২) অর্দ্ধযোজন উত্তরে শিরখালি নদীর নিকট শশকগ্রাম (শশকল) এবং (৩) পাঁচ কোণ উত্তরে বাটীকা গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের এক যোজন পশ্চিমে নাসিরাবাদের পার্শ্বে বার্তাকুবাটিকা (বাগুনবাড়ি)। নাসিরাবাদে বহু মৎস্য ও তেজপত্র পাওয়া যায়।

৮। মানাত দেশ

রাঢ় দেশে মানাত বিখ্যাত। যোগিজাতীয় মহেন্দ্রনারায়ণ রাজা পুরাকালে এখানে যুদ্ধিকাময় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মানাতের এক যোজন পূর্বে ছিন্নাকনা (ছিনা আকনা) গ্রাম। ইহার একচতুর্ধ কোণ পূর্বে সরস্বতী নদীর সমীপে বালড়গ্রাম।

সরস্বতী নদী তত্র বাতি দক্ষিণবাহিনী।

হুম্মরগা তোরহীনা বর্ধাজলপ্রসূতি।

বলড়ার দেড় কোণ পূর্বে সপ্তগ্রাম, এখানে বৈষ্ণবজাতির নিবাস। পুরাকালে ইহার অষ্টরাজ্যের এক জ্যোতিষ গণ্ডে এককালে (যুগপৎ) সপ্ত পুত্র জন্মে, এই জন্ত সপ্তগ্রাম নাম অথবা এক বণিকের সপ্ত পুত্রের মৃত্যু হেতু এই নাম হয়। ইহার নিকট মামুদাবাদ। সপ্তগ্রামের দুই কোণ পূর্বে ভাগীরথীর নিকট ত্রিবেণী গ্রাম।

সরস্বতী, জাহ্নবী ও যমুনা প্রয়াগে মিলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। নানা দেশ অতিক্রম করিয়া গোড় ও অঙ্গের সন্ধিভূমি রাজমালা পার হইয়া গোড়নগরী প্রাপ্ত হয়। তার পর শঙ্খাস্রের বিড়ম্বনায় সৌতিক গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে যায়। কিন্তু যে সমুদ্র নদী পশ্চিমধ্যে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহারা পৃথক হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। গঙ্গার সমীপ দ্বার নামে ইহার নাম পদ্মাবতী হয়।

মোরস্বধাবাদ, বুধপল্লী, সোমপল্লী, পলাশগ্রাম, কণ্টকনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া ত্রিবেণীতে তিন খায়া পৃথক হয়।

মানাতের (১) তিন কোণ উত্তর-পূর্বে মন্ডার নামক গোড়ভূমির বিখ্যাত স্থান; (২) এক যোজন উত্তরে বেলাভাবয়িক্তি মহাগ্রাম; (৩) তিন কোণ পশ্চিমে বর্দ্ধমান মহাগ্রাম; (৪) দেড় যোজন দক্ষিণে পান্নানো মহাগ্রাম (পান্নান); (৫) পাঁচ কোণ উত্তর-পশ্চিমে বড় (বড় ?) ও ক্ষুদ্র বেলুনগ্রাম; (৬) দেড় যোজন উত্তর-পূর্বে পেড়ুয়াপরগণা। মন্ডারগে জীর্ণ দুর্গ আছে।

৯। বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমানের চারি যোজন দক্ষিণে গরিষ্ঠ গ্রাম দক্ষিণ সীমা। ইহার চারি কোণ পূর্বে শঙ্খ নদীর (শঙ্করা নদী) নিকট আশ্রভাজর। এই গ্রামে বিখ্যাত বাটীয় ঘটকগণ বাস করেন। শঙ্করা নদীর এক কোণ পশ্চিমে বালুকা দেয়ানগঞ্জ (বালি দেওয়ানগঞ্জ)। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে উদয়রাজপুর—তাহার তিন কোণ দক্ষিণে পুরুষি গ্রাম।

১০। বিষ্ণুপুর

দারিকেশী নদী পর্যন্ত মলভূমি ধর্মবজ্জিত। জঙ্গলে আবৃত বিষ্ণুপুরীর রাজগণ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। বীরসিংহ মহারাজা তথায় প্রস্তর-মন্দির ও দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয় দুর্জয়সিংহ বিষ্ণুপুর নগরী স্থাপন করেন। রাজধানীর দুই যোজন দক্ষিণে শিরাবতীর নিকট বকদ্বীপের সীমা। বকদ্বীপের ১ যোজন পূর্বে মজলাপত্র দেশের রাজা বৈনায়ক। বিষ্ণুপুরের ১২ যোজন দক্ষিণে মাত্রীগ্রাম, এখানে রজপুত্রেরা শাসন করে (রজপুত্রভূৎ)। ইহার দক্ষিণে সাকটাক্ষ নামক (?) রামকৃষ্ণের মন্দির, বিষ্ণুপুরের ২২ যোজন উত্তরে স্বর্ণমুখ্য গ্রামে তন্তুবায়ের বাস। রাজধানীর ২ ক্রোশ উত্তরে পকিলা নদী। বিষ্ণুপুরের সার্ক তিন যোজন পশ্চিমে কাননমধ্যে ছাতনা নামক রাজধানী। বিষ্ণুপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেত্রবতীর পার্শ্বভাগে রামসাগর। তাহার নিকট বনমধ্যে নাপুডাখ্য প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ইহা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্ধকগ্রাম (ঈদা)। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে গামিঙ্গা গ্রামমধ্যে বাহুলি নামে দেবী। ইহার এক যোজন উত্তরে বালিয়া তো (?) টকগ্রাম—এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। অন্ধক গ্রামের এক যোজন পশ্চিমে কজ্জলা নদীর তীরে লোহনন গ্রাম। ইহার অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে বাগী নদীর নিকটে কোটালপুর মহাগ্রাম। বাগী নদীর দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভূতেশ গ্রাম। ভূতেশের এক ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাজলা গ্রাম। রাজধানীর তিন যোজন পূর্বে ষাটুল গ্রাম পর্যন্ত পূর্বসীমা। রাজধানীর দুই যোজন পূর্বে কুতুল নামক পুর। কুতুলপুরের এক যোজন পশ্চিমে জয়পুরি বিষয়। গোপালপুরের নিকট কালিন্দীর দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিতা যমুনা দীঘি। পূর্বে কৃষ্ণসিংহ কর্তৃক খনিত কৃষ্ণদীঘিকা (কৃষ্ণবীদ)। ইহার দক্ষিণে শ্রামদীঘি। তাহার দক্ষিণে রাজহুর্গের নিকট তালবীদ (বা লালবীদ) দীঘিকা। যুগ্ম দুর্গমধ্যে রাজবাটী দেবালয় প্রভৃতি-সম্বিত চতুঃক্রোশ-বেষ্টিত। পুরী। কার্তিক শৌর্গমাসীতে ত্রীকৃষ্ণের বাসলীলা হয়। পর্বতাকার রাসমঞ্চ তিন শত দ্বারসংযুক্ত।

১১। বরেন্দ্র দেশ

বরেন্দ্রমধ্যবর্তী রাজধানী নাটোর সর্বদেশবিশ্রুত। গৌড়বঙ্গবরেন্দ্রে ব্রাহ্মণগণের তিন শ্রেণী। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, তিন শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ আছে। বেগবতী পদ্মা নদীর পূর্বভাগে বরেন্দ্রভূমে রাজা বল্লাল বহু ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই জন্ত গৌড়মণ্ডলে বরেন্দ্রশ্রেণী বিখ্যাত। প্রথমে কালিকুমার নাটোরের রাজা হন। বিজোহী হওয়ায় তিনি যবনকর্তৃক নিহত হন। স্বেচ্ছা রাজা স্বয়ং সপ্ত রাত্রি তাহাকে বিষ্ঠাকূণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন। শোকে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তৎপর শোহিত্র রামজীবন নাটোরের রাজা হন। তৎপরে রামকান্ত অর্দ্ধকোটি (৭) রাজা হন (কোট্যর্দ্ধশত নৃপোত্তবৎ)। তিনি মনোহর রাজপুরী নির্মাণ করিয়া জয় ভবানীকৃষ্ণের মূর্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। নাটোরের পরিধি চতুঃক্রোশ।

মাণিক্যময়ী রাজ্ঞী চ ভাগিনেয়ী নৃপশ্চ চ ।

কালীকুমারঃ নৃপতেঃ প্রসূতঃ রামকান্তকঃ ।

নাটোরের চারি বোজন পশ্চিমে নারদের নিকট পুটিয়া রাজধানী। ব্রাহ্মণ অনুপনারায়ণ ইহার প্রথম রাজা। অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ এক বোজন বেষ্টিত রাজধানী। এখানে গোবিন্দের ইষ্টক-নির্মিত মন্দির। কাস্তন-পৌর্ণমাসীতে দোলযাত্রা হয়। শ্রাবণ-পৌর্ণমাসীতে রাধাকৃষ্ণের দোলন হয়। মন্দিরের নিকট তিনটি মণ্ডপ আছে।

রাজধানীর ২ বোজন পশ্চিমে পদ্মাবতীর নিকট আখৌগঞ্জ। পুটিয়ার সার্কবোজন পূর্বে চম্পালা (?) বিষয়ে অনেক বন্দর আছে। এখানে বরোলা নদী (বাপীলা) পূর্বগামিনী (বড়নদীতি ভাষায়াং)। নাটোরের অষ্ট বোজন পূর্বে পদ্মা নদীর পূর্ব পারে জাকরগঞ্জ (নাটোরের) পূর্বসীমা। জাকর নামক বনকর্তৃক ইহা নিম্নিত হইয়াছিল। রাজধানীর আট বোজন পূর্বে কাকমারী নগর ও পরগণা। নাটোরের তিন বোজন পূর্বে চরণবীলের নিকট হুটিপাল মহাগ্রাম। চরণবীল এক বোজন পরিমিত, সর্বদাই জলপূর্ণ, ইহাতে নানা নদনদী মিলিত হইয়াছে।

নাটোর হইতে (ক) দুই বোজন পূর্বে হরিপুর। (খ) আট বোজন দক্ষিণে নাজিরপুরী—পাবনা (পাবনাখ্যা পদ্মাবত্যা সমীপতঃ)। (গ) চার বোজন দক্ষিণে কোষ্টিকা ও নবগঙ্গী, এই দুই গ্রাম (কোষ্টিয়া, নপাড়া)। (ঘ) তিন বোজন দক্ষিণে মাধপুর বৃহৎগ্রাম। ভাঙ্গুড়ীবাড়িকা-মধ্যে মৃত্তিকার তলে অনেক স্বর্ণ যক্ষেরা রক্ষা করে। (ঙ) বার বোজন উত্তরে দীনাজিপুর। (চ) দেড় বোজন উত্তরে বাহুদেবপুর করতোয়া নদীর নিকটে।

বাহুদেবপুরের দুই বোজন উত্তরে গুড় নদীর পার্শ্বে গুড়নবী (গুড়ন)। গুড় নদীর দেড় বোজন উত্তরে কচ্ছপপুর (কাছিমপুর)। এখানে বহু কুলীনের বাস। ইহার দেড় বোজন উত্তরে যমুনা নদীর নিকট বালুকাগৃহ (বালুঘর), ইহার আট ক্রোশ উত্তরে যমুনা নদীর নিকট বলিহর। নাটোরের তিন বোজন উত্তরে ভবানীপুর। সতীদেবীর নব (?) অঙ্গুলী এখানে পড়িয়াছিল। এই সিদ্ধপীঠে বহু সিদ্ধের আগমন হয়। এখানে বহু মন্দির আছে (ভবানীর ধান)। নাটোরের পার্শ্বভাগে বৃহৎ বরোলা নদী। নীচ নটজাতি তথায় বাস করে।

১২। সাধারণ মন্তব্য

দেশাবলিবিবৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দেওয়া হইল। এই গ্রন্থে যে সমুদয় গ্রাম ও নগরীর উল্লেখ আছে, তাহার কতকগুলি স্থপরিচিত এবং কতকগুলি স্বল্পপরিচিত অথবা অজ্ঞাত। স্থানীয় অঙ্গুসন্ধান করিলে হয় ত অনেক গ্রামের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে কেহ কোন তথ্য জানাইলে বিশেষ অঙ্গুগৃহীত হইব। কারণ, প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৭৯—১২৮১ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৭২—১২ এপ্রিল ১৮৭৫)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে ১২৭৫-৭৮ সালে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিয়াছি। অনবধানতাবশতঃ একখানি মাসিকপত্রের নাম এই তালিকায় বাদ পড়িয়াছে; উহা ঢাকা সুলভ প্রেসে মুদ্রিত একখানি গল্পের কাগজ, নাম—‘ধুমকেতু,’ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩১ শ্রাবণ ১২৭৮ (১৫ আগষ্ট ১৮৭১)। মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ ‘রস-তরঙ্গ’ পত্রিকাখানির নাম ‘রসরঙ্গ’ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান প্রবন্ধে ১২৭৯-১২৮১ সালে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির কথা ধারাবাহিক-ভাবে আলোচিত হইবে।

বঙ্গদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৯ (১২ এপ্রিল ১৮৭২)।

১-৭৯ সালটি নানা কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসর বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।” সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকবর্গের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। প্রথম সংখ্যায় “পত্র সূচনা”য় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য। তিনি লেখেন :—

“আমরা ইংরাজি বা ইংরেজের দেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অহুশীলন হয় ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জ্ঞাত কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক। আমাদের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে, যে তাহা কেবল বাকালির জ্ঞাত নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোচ্ছোষী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোচ্ছম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাকালি, মহারাত্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজুতে ভারতীয় ঐক্যের এঁহি বঁধিতে হইবে। অতএব যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাকালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাকালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাকালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা

পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী হৃদয়ী মূর্তি অপেক্ষা, কুংসিতা বস্তনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বান্ধালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বান্ধালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বান্ধালিরা বান্ধালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিস্তৃত করিবেন, তত দিন বান্ধালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বান্ধালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বান্ধালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বান্ধালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন, যে সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জ্ঞাত সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বান্ধালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কন্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কন্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষায় পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বান্ধালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বান্ধালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।...

বান্ধালা ভাষার প্রতি বান্ধালির অনাদরেই, বান্ধালির অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বান্ধালিরা বান্ধালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বান্ধালি বান্ধালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বান্ধালিরা বান্ধালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বান্ধালিরা বান্ধালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বান্ধালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।...এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বান্ধালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিজ্ঞা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বান্ধালি বিবেচনা করেন, যে একরূপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জ্ঞাত, বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ একরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমরা আপন সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য।...

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই

পড়িবে না। যাঁহা উত্তম, তাঁহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল।...

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সশ্রদ্ধতা সঞ্চিত হয়, আমরা তাঁহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি।”...

‘বঙ্গদর্শন’ের বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১২৭২-১২৮২ সাল	...	১ম-৪র্থ খণ্ড...বন্ধিমচন্দ্র-সম্পাদিত
১২৮৪-১২৮৫ সাল	...	৫ম-৬ষ্ঠ খণ্ড...সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত
১২৮৭	...	৭ম খণ্ড ঐ
১২৮৮, বৈশাখ-আশ্বিন	...	৮ম খণ্ড ঐ
১২৮৯, বৈশাখ-চৈত্র	...	৯ম খণ্ড। ঐ
১২৯০, কার্তিক-মাঘ	...	চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে ত্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধ্যস্থ (সাপ্তাহিক...)। ২ বৈশাখ ১২৭২ (১৩ এপ্রিল ১৮৭২)।

‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের সমসময়ে মনোমোহন বসুর সম্পাদকত্বে ‘মধ্যস্থ’ নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২ বৈশাখ ১২৭২। পত্রের শিরোভাগে নিম্নোক্ত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নবীনভাবাক্তপলান্নবান্নবেহ্যবীয়সোপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।

নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতিনয়নতঃ মধ্যস্থ ইখং যততে সমধয়ে ॥

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের “প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য” সঙ্ক্ষেপে সম্পাদক যাহা লিখিয়া-ছিলেন, তাঁহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“আমি কোনো পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই; কাহারো সহিত প্রণয় বা বিবাদ করিতে আসি নাই; ব্যক্তিবিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাত্মকের লক্ষ্য করিতেও আসি নাই; আমি আমোদজনক নীতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই পাড়িতে আসিয়াছি, যে,—‘হির হও; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম। কিন্তু একটু মন্থরগতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদক্ষেপ কর; সমসাময়িকদের কুড়াইয়া লও; সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?—সঙ্গী-হারা কেন হও? উন্নতির পথে বিয়-মস্তু অনেক আছে, একা একা গেলে অগ্রবর্তীপরবর্তী সকলেরি বিপদ; গমনে বিলম্ব হয়, তাও ভাল, কিন্তু একত্র হও। কিছু বিলম্বে গেলে হানি হইবে না, অতএব সময় বুঝিয়া পথ দেখিয়া চল—অত রাতারাতি অত দৌড়াদৌড়ি, অত ব্যস্তসমস্ততার আবশ্যক কি?’.....

...এই সব সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজকীয় ও অস্বাভাবিক সামাজ্য বিষয়াদি সঙ্ক্ষেপে কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, তত্তাবৎ বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই—কলেন পরিচীয়েতে।”

দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (৯ কার্তিক ১২৮০) পর্যন্ত সাপ্তাহিক আকারে চলিবার পর ‘মধ্যস্থ’ অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক-পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের স্বাস্থ্যভঙ্গই পত্রিকার

এই রূপান্তরের কারণ। মাসিক আকারে ‘মধ্যস্থ’ প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল। বার বার অল্পস্থ হইয়া মনোমোহন শেষে পত্রিকা রহিত করিতে বাধ্য হন। ইহার শেষ সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৮২।

‘মধ্যস্থ’ একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহার গ্রাহকসংখ্যা নগণ্য ছিল না। ইহাতে কবিতা, উপদ্রাস, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমন কি, রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক। এপ্রিল ১৮৭২।

“We have received the second number of the Saptahik Paridarshak.”—*Indian Mirror*, 8 May 1872.

“সাপ্তাহিক পরিদর্শক—সর্ব বিষয়ে মহোদয়শালী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত ও তাঁহার স্মরণীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ গুপ্ত ইহার প্রকাশক।...সুপ্রণালীর পুস্তকালয় এই গুপ্ত বাবুর দ্বারা চিতপুর রোডে প্রথমে স্থাপিত হয়।...প্রায় ৭০৮০ পৃষ্ঠার পুস্তক উত্তম অক্ষরে উত্তম মুদ্রাঙ্কনে প্রতি সপ্তাহে বাহির করা বাঙ্গালীর পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে। এই পুস্তক “দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে পঞ্জিকা, দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী ও বাজারদর, যান বাহনের ভাড়া উপায়, রাজ আইন, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি প্রকটিত হইবে। আর দ্বিতীয় অংশে কেবল ব্যাপারগুলি থাকিবেক।” (‘মধ্যস্থ,’ ১৬ আষাঢ় ১২৭২)

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক)। ১৫ বৈশাখ ১২৭২ (২৬ এপ্রিল ১৮৭২)।

“মুর্শিদাবাদ পত্রিকা—গত ১৫ই বৈশাখ অবধি বহরমপুর হইতে এই সাপ্তাহিক সম্বাদপত্রখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া হৃপ্ত হইয়াছি। এখানিতে অমৃতবাজার পত্রিকার ছায় দুই একটি ইংরাজী প্রস্তাবও বরাবর প্রকাশিত হইবার অঙ্গীকার আছে। সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ের ইহাতে ভূরি পরিমাণে অনুলীলন হইবে। প্রথম সংখ্যায় অনেকগুলি সং প্রবন্ধ দৃষ্ট হইল। বাঙ্গালা ভাষার কোমলত্ব এবং গঠন বিষয়ে আরও একটু দৃষ্টি রাখিলে ইহাতে মণিকাঞ্চন যোগ হইবার সম্ভাবনা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২২ বৈশাখ ১২৭২)

ধর্মসাধন (সাপ্তাহিক)। ২১ বৈশাখ ১৭২৪ শক (২ মে ১৮৭২)।

“আমাদের ব্রাহ্মপাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে সঙ্গত হইতে ‘ধর্মসাধন’ নামে এক পয়সা মূল্যে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সার মর্ম সন্নিবেশিত হইতেছে।” (‘ধর্মতত্ত্ব,’ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭২৪ শক)

ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২১ বৈশাখ ১৭২৪, বৃহস্পতিবার। উমেশচন্দ্র দত্ত ইহার পরিচালক ছিলেন।

হিতব্রত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৭২ (জুন ১৮৭২)।

“হিতব্রত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।”
(‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ আষাঢ় ১২৭২)।

“হিতব্রত নামক একখানি নূতন মাসিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালা উত্তম। ইহাতে বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বৈদিক ও দার্শনিক বিষয়ই অধিকাংশ। বোধ হয়, হিন্দুদিগের বেদ-দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করাই এই পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য চারি আনা। ইহার আকারও চারি ফরমা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ ভাদ্র ১২৭২)

পরিমলবাহিনী (পাক্ষিক)। শ্রাবণ, ২য় পক্ষ, ১২৭২ (জুলাই ১৮৭২)।

১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হইতে ‘পরিমলবাহিনী’ নামে একখানি পাক্ষিক পত্র বরিশালের কেওরাগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্টে ইহার এই পরিচয়টুকু পাওয়া যায় :—

“We have received the first number of *Parimalbahini*, a bi-monthly paper, published at Burisal. It is dated the 2d fortnight of Shraban [1279 B. S.]. The Editor proposes to treat of a variety of subjects, all of a practical character, with a view to the information and instruction of his readers. Medical science, agriculture, Government Acts and Circulars, important decisions of the High Court, moral science, and the news as well as the current topics of the day, will all have a due share of his attention.”

১২৭২ সালের ২২ ভাদ্র তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ ১ম সংখ্যা ‘পরিমলবাহিনী’র প্রাশ্ণিকীকার আছে। খোসালচন্দ্র রায় প্রণীত ‘বাকরগঞ্জের ইতিহাসে’ প্রকাশ :—
“ভারপাশা গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণবুলোদ্ভব পণ্ডিত হরকুমার রায় ‘পরিমলবাহিনী’ পত্রিকা প্রকাশ করেন।”

বঙ্গসুহৃদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৭২ (আগষ্ট ১৮৭২)।

“বঙ্গসুহৃদ ৪র্থ সংখ্যা—বর্তমান সংখ্যা কাস্তিক মাসে প্রকাশিত।” (‘মধ্যস্থ,’ ৮ পৌষ ১২৭২)।

“এখানি মাসিক পত্র।...মূল্য বার্ষিক ১৥০।...পত্রিকাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় এই একটি কবিতা লিখিত আছে,—

জন্মভূমি দুঃখে যার চক্ষে আসে জল,

জ্ঞানবান্ সেই তার জনম সফল।

সম্পাদক কি প্রকৃতির লোক, এবং এই পত্রিকা তাঁহার দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইবে, এই কবিতার দ্বারা তাহা অনেক বুঝা যাইতেছে। পত্রখানির মধ্যে এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, মঙ্গলাচরণ, সুহৃদের জন্ম, বঙ্গসমাজ, ডেভিড হেয়ার, বর্তমান বঙ্গকামিনী, নরনশ্বরতা, বিধবা বালিকা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২২ ভাদ্র ১২৭২)

উমেশচন্দ্র মিত্র এই মাসিকপত্রের পরিচালক ছিলেন।

ভারত ভূত্যা (সাপ্তাহিক) । আগষ্ট ১৮৭২ ।

১৮৭২ সনের আগষ্ট মাসে এক পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় । ইহার ৩১ সংখ্যাখানি (১৬ চৈত্র ১২৭৯, শুক্রবার) সাহিত্য-পরিষৎগ্রন্থাগারে আছে ।

ইহা কিছুদিন পরে ‘পিপলস ফ্রেণ্ড’র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় । ‘ভারত-সংস্কারক’ (১৪ জুলাই ১৮৭৪) পত্রে প্রকাশ :—“আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পিপলস ফ্রেণ্ড ও ভারত ভূত্যা নামক সংবাদপত্রখানির অকাল মৃত্যু হইয়াছে ।”

আসাম মিহির (সাপ্তাহিক) । ১৪ ভাদ্র ১২৭৯ (২৯ আগষ্ট ১৮৭২) ।

‘আসাম মিহির’ আসাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র । প্রবাসী বাঙ্গালীদের যত্নে ইহা গোহাটী হইতে প্রকাশিত হয় । ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ১৪ ভাদ্র ১২৭৯ । পরবর্তী ২৯এ ভাদ্র ‘এডুকেশন গেজেট’ লেখেন :—

“আসামমিহির—এই নূতন পত্রিকাখানি গোহাটী হইতে নূতন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক । আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি । গত ১৪ই ভাদ্র হইতে ইহার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে । আমরা পত্রখানি পাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম ।... আসামমিহিরের অবয়ব ২ ফরমা । মূল্য বার্ষিক অগ্রিম ডাক মাণ্ডলসহ ৪ টাকা ।”

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য “আসামের পত্র-পত্রিকা” প্রবন্ধে (‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,’ ১৩২৪, ২য় সংখ্যা) ‘আসাম মিহির’ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রথম প্রকাশ-কাল দিতে পারেন নাই ।

আর্য্য-প্রবর (মাসিক) । ১১ আশ্বিন ১৯২৯ সন (অক্টোবর ১৮৭২) ।

এই “তত্ত্ব-বোধক মাসিক পত্রের কণ্ঠে “তথা বিজ্ঞান বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি” মুদ্রিত হইত । ইহা সম্পাদন করিতেন—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ‘আর্য্য-প্রবর’ অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত । ইহার ৪র্থ খণ্ড “২৫ চৈত্র ১৯২৯ সন” এবং ৫ম খণ্ড “জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৯ সন”* প্রকাশিত হয় । মনোমোহন বসু-সম্পাদিত ‘মধ্যস্থ’ (২৯ পৌষ .২৭৯) লিখিয়া-ছিলেন :—“ইহার বর্ণিত বিষয় যেমন কঠিন, তাহা তেমনি প্রাঞ্জল ও সম্ভাব্যময় । সংখ্যানুক্রমে ইহা যদি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ বা রহস্য-সন্দর্ভের অমূল্য হওনের যোগ্য ।”

জ্ঞানাস্কর (মাসিক) । আশ্বিন ১২৭৯ (অক্টোবর ১৮৭২) ।

“জ্ঞানাস্কর—এখানি মাসিক পত্রিকা । ইহার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইবে । বর্তমান সংখ্যায় যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা উত্তম বোধ হইল । একটা ইংরাজী প্রবন্ধও দৃষ্ট হইল । আমরা সর্বাঙ্গতঃ ইহার স্থায়িত্ব এবং কৃতকার্য্যতার প্রার্থনা করি ।

* ইহা মুদ্রাকরপ্রমাদ, “জ্যৈষ্ঠ ১৯৩০ সন” হইবে । গত বারে (পৃ. ৭৪) এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্জনীয় ।

রাজসাহী বোয়ালিয়া হইতে এখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সহ ২১০ টাকা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২২ অগ্রহায়ণ ১২৭২)

জ্ঞানাকুরের সম্পাদক ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ দাস। প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকার নামকরণ হয়—‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবিম্ব’; ‘প্রতিবিম্ব’ রামসর্বস্ব দ্বিভাষ্য-সম্পাদিত মাসিকপত্র, ‘জ্ঞানাকুরের’ সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

‘জ্ঞানাকুর’ একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’ উপন্যাস ইহার প্রথম বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবিম্বের’ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা—“বনফুল,” “প্রলাপ” ও প্রথম গল্প-রচনা স্থান পাইয়াছিল (৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গদর্পণ (সাপ্তাহিক)। অক্টোবর (?) ১৮৭২।

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হয়।

সমাজদর্পণ (সাপ্তাহিক)। ২৯ কার্তিক ১২৭২ (১৩ নবেম্বর ১৮৭২)।

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১ নং মিত্র লেন, চোরবাগানে অবস্থিত সরকার-মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। পত্রিকার মূল্য ও প্রকাশার্থ রচনাশীলী গ্রহণ করিতেন—যশোদানন্দন সরকার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, খুলনা, জেলা যশোহর। ‘সমাজদর্পণের’ প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৩ নবেম্বর ১৮৭২। ‘এডুকেশন গেজেট’ (১৫ অগ্রহায়ণ ১৭২) ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

“সমাজদর্পণ—নামক একখানি অভিনব সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২৯শে কার্তিক অবধি উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ কয়টি পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ৬১০ টাকা।”

ছোট লাট ক্যান্সেলের প্রবর্তিত দেশীয় সিভিল সার্ভিস-সম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থার সহিত ‘সমাজদর্পণ’-সম্পাদকের মোটেই সহানুভূতি ছিল না। তিনি ১৮৭২, ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্রিকায় “হাজারিবাগের বৈঠক” প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সরকারী চাকুরী হারাইয়াছিলেন।

‘সমাজদর্পণ’ অনেক দিন জীবিত ছিল। ১৮৭৫ সনেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বরাহনগর পাঞ্চিক সমাচার। জামুয়ারি (?) ১৮৭৩।

“বরাহনগর সমাচার-পত্রিকার ১ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।...পত্রিকাখানি এক ফরুয়া। নগদ মূল্য দুই পয়সা, কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ২২২ নং প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডে সম্পাদকের নিবেদন, বঙ্গদেশের বর্তমানাবস্থা, ও সাধারণ লোকের শিক্ষা প্রভৃতি

কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ভাবা লেখার রীতি-সরল ' ('গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা,' ফাল্গুন, ১ম সংখ্যা, ১২৭২)

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন।

অবকাশ সহচরী (মাসিক)। জামুয়ারি ১৮৭৩।

পরিচালক—ডেভিড রজনীকান্ত বিশ্বাস।

সর্কার্থসংগ্রহ (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৭২ (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)।

"সর্কার্থসংগ্রহ। অর্থাৎ বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক। শ্রীঅতুলনাথ তর্কবাগীশ শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীরামপুর, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলফ্রেড প্রেস। ইহার প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ আছে "পুস্তকের উদ্দেশ্য।" "আধ্যাত্ম রহস্য।" "কুসুমাজ্জলি।" "ঋগ্বেদ সংহিতা।" "অর্থশাস্ত্র।" "রাজতরঙ্গিনী।" আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ('বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

পুলিস গেজেট ও বঙ্গবার্তাবহ (মাসিক)। ১২ ফাল্গুন ১২৭২ (১ মার্চ ১৮৭৩)।

"পুলিস গেজেট ও বঙ্গবার্তাবহ—এই নামক একখানি নূতন সংবাদপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১লা মার্চ হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে, নিয়ম মধ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ নিয়মে দৃষ্ট হইল, "যে পর্য্যন্ত আমাদের একটা পাকা বন্দোবস্ত না হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩৪ সংখ্যা পুলিস গেজেট পাক্ষিকরূপে প্রকাশ পাইবে।" কিন্তু বর্তমান দুই সংখ্যা মাসিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্রীখানি সুপ্রণালীক্রমে চালিত হইলে, এবং অল্প দিনের মধ্যে বন্ধ না হইলে এতদ্বারা পুলিস বিভাগের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এক্ষণে এখানকার পুলিসের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উক্ত বিভাগের মুদগরস্বরূপ এই পত্রীখানি হইতে দেশের অনেক মঙ্গলের আশা করা যায়। এই নিমিত্ত আমরা ইহার চিরজীবন ও কৃতকার্যতার নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনাবান্ হইলাম। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সহ পাঁচ টাকা মাত্র।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩)

ভারত-সংস্কারক (সাপ্তাহিক)। ৭ বৈশাখ ১২৮০ (১৮ এপ্রিল ১৮৭০)।

"ভারত-সংস্কারক—কলিকাতা পটলডাঙ্গা হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানি সম্বাদপত্র। কত দিন অন্তরে অন্তরে বাহির হইবে, তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। মূল্যের নিয়ম দেখিয়া সাপ্তাহিক বলিয়া অনুমান হইতেছে। সম্পাদক স্বস্তিবাচনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এবং পত্রের নাম ও অগ্ণাণ বিষয় বিবেচনা করিয়া এখানি নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রচারিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রবন্ধগুলিতে কিঞ্চিৎ আড়ম্বর ভিন্ন ব্রাহ্ম বাঙ্গালার কোন গন্ধই নাই।...কাগজখানি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৪ বৈশাখ ১২৮০)

‘ভারত-সংস্কারক’ একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ইহা সম্পাদন করিতেন ‘বামাবোধিনী’-সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত।

দূত (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাস হইতে ‘দূত’ নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। বেটিক প্রেসের মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহার প্রকাশক ছিলেন।

“দূত—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পত্রের মূল্য নগদ এক পয়সা। ছাপাটী সুন্দর, কাগজটীও মন্দ নহে। পত্রিকার লীক্ষদেশে হেমচন্দ্র বাবুর প্রসিদ্ধ ভারতসঙ্গীত হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত আছে—

“যাও সিঙ্কুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের এহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উক্ষাপাত বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।”

পত্রিকার সম্পাদক স্বাধীনচিও পুরুষ। কেবল দশ জনে করে বলিয়! তিনি কোন কার্য করেন না। প্রথম সংখ্যার পত্রসূচনাস্থলে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন,

‘জনসমাজে কোন কাগজ বাহির করিলেই তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রস্তাব লেখা এবানকার পদ্ধতি হইয়াছে। পাঠকগণ মার্জনা করিবেন; আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করিব না। আমাদের উদ্দেশ্য লইয়া যথা কতকগুলি বাক্যের শ্রদ্ধা করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বঙ্গ ‘দূতের’ জায় কাগজে যে যে বিষয় থাকি আবশ্যক, তাহা রাখিতে যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম করিব। এখন সাধারণের অভিরুচি।’ (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

“বৈশাখ হইতে ইহার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।” (‘ভারত-সংস্কারক,’ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

বঙ্গমিহির (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮০ (১২ এপ্রিল ১৮৭৩)

ভবানীপুর মিশন কলেজের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই “মাসিক পত্র ও সমালোচন” সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৮০। “ধর্ম বিষয়ের আলোচনা, ধর্মসংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্নাদির মীমাংসা, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্মের সমালোচনা, ও যাহাতে খ্রীষ্ট সমাজ মধ্যে পারমাণবিক জ্ঞান ও ভাব সম্বন্ধিত হয়, ঈদৃশ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করাই এই পত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য। অধিকন্তু প্রতি সংখ্যায়ই দুই একটি করিয়া ধর্ম বা নীতি বিষয়ক আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইবেক।”

বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে, ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাসের পরিচালনে, বারুইপুর হইতে ‘বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব’ নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচারিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেটে’ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) প্রকাশ :—

“বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব—এখানি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাঙ্কতি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সাময়িকপত্র পঞ্চাশত্রে প্রকাশিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০, মফস্বলে ১১০। একরূপ পত্র সকল দেশের উপকারী।”

মহাপাপ বাল্য বিবাহ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

“মহাপাপ বাল্য বিবাহ—নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাল্য বিবাহ নিবারণ করা ঐ পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। ঢাকা হইতে উহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহা আকারে এক ফর্মা। মূল্য এক পয়সা মাত্র। পত্রিকাখানির প্রচারের আরম্ভকাল বর্তমান বৈশাখ মাস। প্রার্থনা করি, এখানি দীর্ঘজীবী ও ইহার উদ্দেশ্য সফল হউক।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২১ বৈশাখ ১২৮০)

গ্রামবাসী (মাসিক)। বৈশাখ ১১৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

“গ্রামবাসী—এই নামে একখানি নূতন সম্বাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রাণাঘাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখানি মাসিক পত্রিকা। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা। মফস্বল হইতে যত অধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)

১৮৭৫ সনে ‘গ্রামবাসী’ সাপ্তাহিক সমাচারের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ‘এডুকেশন গেজেটে’ (১৫ মাঘ ১২৮২) প্রকাশ :—“সাপ্তাহিক সমাচারের সহিত গ্রামবাসী পত্র মিলিয়া গিয়াছে।”

বালারঞ্জিকা (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

মহিলা-পাঠ্য এই সাপ্তাহিক পত্র বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১২৮০ সনের বৈশাখ মাসে প্রচারিত হয়। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট’ (৭ আষাঢ় ১২৮০) লিখিয়াছিলেন :—

“বালারঞ্জিকা—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক এক পয়সা দামের নূতন সম্বাদপত্রের অষ্টম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আকার এক ফর্মা, প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়। ইহা জীলোকদিগের পড়িবার নিমিত্ত সংকলিত হইয়াছে। ভাষাটা আরও একটু সহজ করিলে ভাল হয়, কারণ জীলোক পাঠ করিবে, পত্রিকাখানির এই উদ্দেশ্য। মফস্বল হইতে এখানির প্রচার হইতেছে।”

গ্রামদূত (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)।

‘গ্রামদূত’ নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বাথরগঞ্জ জেলার একটি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয় (‘জানাকুর,’ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ২২২ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্বদর্শন (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ (১০ মে ১৮৭৩)।

“বিশ্বদর্শন। পাক্ষিক পত্র। শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা বৈপায়ন যন্ত্র। প্রবন্ধগুলি সাধারণ স্কুলের ছাত্রের লিখিত বলিয়া বোধ হইল।” (‘বঙ্গদর্শন,’ আষাঢ় ১২৮০)

বিজ্ঞান-বিকাশ (পাক্ষিক)। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ (৩০ মে ১৮৭৩)।

“বিজ্ঞান-বিকাশ—এই নামে একখানি নূতন সংবাদপত্র খড়দহ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পত্রখানি পাক্ষিক। প্রতি পক্ষের চতুর্থীতে প্রকাশিত হইবে। কলেবর দুই ফর্মা। মূল্য অগ্রিম বাৎসরিক ডাকমাণ্ডুল সমেত ৩৫০। বাঙ্গালা ও ইংরাজি উভয় প্রবন্ধই ইহাতে ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া ইহার উন্নতি বিষয়ে আমরা নিরাশ হইলাম না।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৭ আষাঢ় ১২৮০)

“ইহা গত শুক্ল চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।” (‘মধ্যস্থ,’ ১৪ আষাঢ় ১২৮০)

সহচর (সাপ্তাহিক)। ৩ আষাঢ় ১২৮০ (১৬ জুন ১৮৭৩)।

২৮০ সালের ৩রা আষাঢ় (সোমবার) কলিকাতা হইতে ‘সহচর’ নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সোমপ্রকাশ’ পরিত্যাগ করিয়া ইহার সম্পাদক হন। ‘এডুকেশন গেজেট’ (৭ আষাঢ় ১২৮০) ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—“পত্রিকাখানির গুণের বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, এখানি সোমপ্রকাশের ভাঙ্গা দল। সোমপ্রকাশ যে রীতি অনুসারে সম্পাদিত হয়, ইহাও সেই রীতি অনুসারে সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক সোমপ্রকাশের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখক। অতএব সোমপ্রকাশ পত্রখানি যেরূপ, এখানিও তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা।” ‘সহচর’র “মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাণ্ডুল সমেত ৬ টাকা। কলেবর তিন ফর্মা, ১২ পৃষ্ঠা।”

জ্ঞানবিকাশিনী (সাপ্তাহিক)। আষাঢ় ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

“জ্ঞানবিকাশিনী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকা পাবনার সন্নিকট চাটমোহর নামক স্থান হইতে বর্তমান মাসে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। ইহার লেখা ও মুদ্রাঙ্কণ কার্য উভয়ই বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে।” (‘মধ্যস্থ,’ ১৪ আষাঢ় ১২৮০)

ইহা প্রতি সোমবারে তিন ফরমা করিয়া প্রকাশিত হইত। ডাকমাণ্ডুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা। মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী এই পত্রিকার “তত্ত্বাবধারক” ছিলেন।

সাপ্তাহিক সমাচার। ৫ শ্রাবণ ১২৮০ (১২ জুলাই ১৮৭৩)।

১৮৭৩ সনের ১২এ জুলাই (শনিবার) প্রধানতঃ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ‘সাপ্তাহিক সমাচার’ নামে মূলভ মূল্যের (সাপ্তাহিক, ১২) একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রচারিত হয়। “এই সম্বাদপত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত-প্রতিপোষক হইবে না। ষাঁহারাই ইহার সম্পাদন কার্যে ত্রুতী হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দু-সমাজভুক্ত, এবং হিন্দু-সমাজ পৃষ্ঠদস্ত করিয়া ভিন্নজাতীয় আচার ব্যবহারের অমুকরণে স্পৃহাশূন্য। যে যে অমুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিয়া জাতিগত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অমুষ্ঠান এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের অমুমোদনীয় হইবে।” ৪ শ্রাবণ ১২৮০ তারিখে ‘মধ্যস্থ’ লেখেন :—

“আগামী কল্য ‘সাপ্তাহিক সমাচার’ নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র উপযুক্ত স্থল হইতে বাহির হইবে।”

সমবেদক (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

“সমবেদক। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বিগত ভাদ্র মাস হইতে প্রতি শুক্রবার বহরমপুরস্থ ধনসিদ্ধ যজ্ঞালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতরঞ্জন অন্তর্হিত হওয়াতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম, বহরমপুর হইতে তৎপরিবর্তে সমবেদকের উদয় দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।” (‘মধ্যস্থ,’ ৪ আশ্বিন ১২৮০)

তমোলুক পত্রিকা (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (আগষ্ট ১৮৭৩)।

“তমোলুক পত্রিকা। মাসিক পত্র। বঙ্গদর্শন আকারের ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া বিগত ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশ হইতেছে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১১ মাঘ ১২৮০)

ইহা সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম দুই সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শন-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ (অগ্রহায়ণ ১২৮০) লিখিয়াছিলেন :—“লেখকদিগের লিপিশক্তি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে যদিও তমোলুক সামান্য নগর, তথাপি তথা যে মাসিকপত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহা রাজধানীর অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।”

অবকাশতোষিণী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (আগষ্ট ১৮৭৩)।

“অবকাশতোষিণী—একখানি নূতন মাসিক পত্র। গত ভাদ্র মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।...পত্রিকাখানি নিউ স্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ডের দুই আনা।...ইহার অনেক স্থল পাঠ করিয়া অবকাশকাল সুখে কাটান যায়।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২১ অগ্রহায়ণ ১২৮০)

বহুদর্শন (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র (৭) ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

“বহুদর্শন। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। মূল্য এক পয়সা, চোরবাগান নিউসরকাস প্রেসে যন্ত্রিত। আকার রয়েল ৪ পেজি এক ফরম। লেখা প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রোঞ্জল বটে।” (‘মধ্যস্থ,’ ৪ আশ্বিন ১২৮০)

পল্লীদর্শন (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

“পল্লীদর্শন।—এখানি মাসিক পত্রিকা। পাবনার অন্তর্গত চাটমহরের জ্ঞানবিকাশিনী সম্বন্ধে যন্ত্রিত হইয়া হরিহরপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। পল্লীগাম হইতে সাহিত্য ও সংবাদপত্র যতই প্রকাশ হইবে, ততই দেশের যথার্থ উন্নতির মুখদর্শনে আরো সমর্থ হইবে। ইহার প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি,...লেখা দেখিয়া আশা উদ্বীপিতা হইতেছে।” (‘মধ্যস্থ,’ ৪ আশ্বিন ১২৮০)

সমাজ-দর্পণ (পাক্ষিক)। আশ্বিন ১২৮০ (অক্টোবর ১৮৭৩)।

“সমাজ-দর্পণ—আমরা এই নামে একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি এক ফরমা। মূল্য এক পয়সা। এখানি চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদক মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,—

‘আমাদের পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও করাসডাঙ্গার মধ্যে কোন বঙ্গ মূল্যের কাগজ না থাকায় ‘সমাজ-দর্পণ’ নাম দিয়া এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি চন্দননগর হইতে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ যাহারা গরিব তাহার। প্রায়ই এখানে সংবাদপত্র পড়িতে পায় না, পড়া দূরে থাকুক, বোঝ হয় দেখিতেও পায় না; তজ্জন্মই তাহাদের অভাব দূরীকরণার্থে আমরা এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইব, বলিতে পারি না, আমরা ইহাতে বিবিধ সংবাদ, হিতোপদেশ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও নানা গল্প পত্র রচিত কাব্য পরিবেশিত করিব, ইহা ভিন্ন কুৎসিত গল্প বা লোকের কুৎসা লিখিয়া পাঠকগণের বিরাগভাজন হইব না।’ (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২ কার্তিক ১২৮০)

‘সমাজ-দর্পণ’ই বোধ হয় চন্দননগর হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

মদ না গরল (মাসিক)। ১২৮০ সাল (ইং ১৮৭৩)।

এই নামে একখানি পত্রিকার কথা ‘স্বলভ সমাচার’ (৩০ বৈশাখ ১২৮০) পাঠে জানা যায় :—

“সংবাদসার।—এত দিনের পর কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের ‘মদ না গরল’ প্রকাশিত হইয়াছে। মদ না গরল বিনা মূল্যে বিতরণিত হয়, সুতরাং শিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। শিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না, সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে।”

পূর্ণশশী (মাসিক)। কার্তিক ১২৮০ (৪ নবেম্বর ১৮৭৩)।

“পূর্ণশশী—এখানি মাসিক পত্রিকা, আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম। পত্রিকাখানি আট পেজি পুস্তকাকারের ৪৮ পৃষ্ঠা। পত্রিকাখানির প্রবন্ধগুলি সুরচিত। আনন্দের বিষয়, এইরূপ মাসিক পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০)

শে-যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘পূর্ণশশী’ সম্পাদন করিতেন (‘জন্মভূমি,’ ভাদ্র ১৩১০ দ্রষ্টব্য)।

ভারতসুহৃদ (সাপ্তাহিক)। কার্তিক (৭) ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)।

“ভারতসুহৃদ—এখানিও এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র, কলেবর এক ফরমা। কলিকাতা হইতে ইহার প্রকাশ হইতেছে। প্রার্থনা করি, পত্রিকাখানি অল্পদিন উন্নতিলাভ করুক।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০)

হেমলতা (পাক্ষিক)। ১ কার্তিক ১২৮০ (১৬ অক্টোবর ১৮৭৩)।

“হেমলতা—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, ...২ ফরমা পরিমিত, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ আনা মাত্র। দেশীয় জীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম সংখ্যার লেখা দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি।” (‘ভারত-সংস্কারক,’ ১৬ কার্তিক ১২৮০)

‘হেমলতা’র প্রকাশক ছিলেন—বেটিক প্রেসের মহেঞ্জনাথ ঘোষ।

সাধারণী (সাপ্তাহিক)। ১১ কার্তিক ১২৮০ (২৬ অক্টোবর ১৮৭৩)।

“রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সর্ব মিটাইবার জন্ত” অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে ‘সাধারণী’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন! ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১১ই কার্তিক ১২৮০। তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন :—

কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহা অবশ্যই দৃঢ়তর সংকল্পে পালন করিবে।...

সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাদ্যালির পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিত কামনা করে; প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য বর্ষ জানে না; শীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অর্থ আছে তাহা বোঝে না। ঐ বর্ষই উহার বল; ঐ অর্থই উহার ভয় হয়; আর স্বদেশীয়েরাও ইহার ভয়সা,—তাহারাই ইহার আশ্রয়।...

পূর্বে বলিয়াছি এই পত্রিকা বর্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে—স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করে বটে কিন্তু রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে ইংরাজে অভিযা পি রাজা শকের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত ধন ব্যয় করিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্তু রাজ্যের যে প্রধান কার্য প্রকারজন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।...

‘সাধারণী’ জন্মাবধি ২য় ভাগ, ১৪শ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮১) পর্যন্ত কাঁচরাপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বলতবাটীর সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যন্ত্রালয় স্থাপন করেন। ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণী-যন্ত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত নবনিভাকর পত্রিকা ‘সাধারণী’র সহিত সংমিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র ‘নবনিভাকর—সাধারণী’ সম্পাদন করিতে থাকেন; চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। ‘সাধারণী’ ১৭ বৎসর গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরসীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। ‘সাধারণী’র প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের “জাতিবৈর” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ‘সাধারণী’ পত্রের ‘বঙ্গবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর হাতে-খড়ি হয়।

কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা (দাসিক)। ১ অগ্রহায়ণ ১২৮০ (১৫ নবেম্বর ১৮৭৩)।

১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ‘কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা’ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

“হুয়াশা বলে—নব নব কাব্যে, নব নব নাটকে, নূতন নূতন প্রবন্ধে ও নবোপাধ্যানে আপনাদের মনোরঞ্জন করি, অতীত মাসান্তে দিবসের এক দণ্ড পরিমিত কাল আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করি, কিন্তু সে আশা কি কলবতী হইবে?”

পত্রিকার কঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

“নির্ব্বাসরাঃ স্তব্ধতিনঃ খলুশে বিবিচ্য, কর্ণে গুণস্ত কণমণ্যবতংসয়ন্তি ।

যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিদেব বিয়লা ভুবি সঙ্করন্তি ॥”

দেবেন্দ্রকুমার রায় ইহার পরিচালক ছিলেন ।

সুবোধিনী (মাসিক) । অগ্রহায়ণ ১২৮০ (নবেম্বর ১৮৭৩) ।

১২৮০ সালের ১ অগ্রহায়ণ তারিখের ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’র এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

“সুবোধিনী পত্রিকা ।—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি নানা সহকারী গুণপভময়ী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন । রয়েল ৮ পেজী তিন ফরমায় সমাপ্ত । মূল্য অগ্রিম বার্ষিক মাসুল সহ ২১/০ আগামী অগ্রহায়ণ হইতে চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া আমার দ্বারা প্রকাশিত হইবে, ... । ত্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক । পাবনা চাটমোহর রায়নগর সুবোধিনী কার্যালয় ১২৮০ কার্তিক ।”

পত্রিকাখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই ।

সিহাড়সোল পত্রিকা (পাক্ষিক) । অগ্রহায়ণ (?) ১২৮০ ।

“সিহাড়সোল পত্রিকা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহা ৩ ফরমা পরিমিত । ইহাতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয়বিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে । লেখা মন্দ হইতেছে না । স্থানীয় সংবাদ কিছু অধিক থাকা আবশ্যক ।” (‘ভারত-সংস্কারক,’ ৪ মাঘ ১২৮০)

ভারত দর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ (পাক্ষিক) । ৩ পৌষ : ১২৮০ (১৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩) ।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত এই পাক্ষিক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ পৌষ ১২৮০ । ‘এডুকেশন গেজেট’ (১২ পৌষ ১২৮০) লেখেন :—

“ভারতদর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ—এই নামে একখানি সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এখানি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হইবে । চুঁচুড়া হইতে ৩রা পৌষ অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে । আকার দুই ফরমা, আট পৃষ্ঠা ; মূল্য ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক ২৫০ । প্রথম সংখ্যায় যেরূপ প্রবন্ধ যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া পত্রিকাখানির উপর শ্রদ্ধা করিল । আশা করি, উত্তরোত্তর ইহা উৎকর্ষ লাভ করুক, এবং দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজের হিততত্ত্বে নিরুক্ত থাকুক ।”

হাবড়া হিতকরী (সাপ্তাহিক) । জাম্বয়ারি (?) ১৮৭৪ ।

‘হরবোলা ভাঁড়’ মাসিকপত্রের ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ সংখ্যায় আছে :—“হাবড়া হিতকরী নামী একখানি নূতন বাঙ্গালা কাগজে লেখা আছে...”

হরবোলা ভাঁড় (মাসিক)। জামুয়ারি ১৮৭৪।

বিলাতী *Punch*-এর অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র-সম্বলিত এই মাসিকপত্র ১৮৭৪ সনের জামুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক—দুর্গাদাস ধর। ‘এডুকেশন গেজেট’ (১৬ জামুয়ারি ১৮৭৪) লিখিয়াছিলেন :—

“হরবোলা ভাঁড়—শীর্ষোক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিলাতি পক্ষ-নামক পত্রের অনুকরণে প্রস্তুত। ইংরাজি সংবাদপত্রের অনুকরণ বলিলেই নিম্না হয় না। কারণ এ দেশের সংবাদপত্র মাঝেই ইংরাজির অনুকরণ। বঙ্গভাষায় এটি একটী নূতন পদ্ধতির কাগজ।”...

২য় সংখ্যা হইতে ইহাতে কিছু কিছু ইংরেজী অংশও থাকিত এবং পত্রিকার মলাটে বাংলা নাম ছাড়া *The Indian Punch* কথাগুলি মুদ্রিত হইত।

‘হরবোলা ভাঁড়’ কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ইহা ১৮৭৬ সনে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট’ (২৮ আশ্বিন ১২৮৩) প্রকাশ :—

“হরবোলা ভাঁড়—প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যা। হরবোলা ভাঁড়ের পুনর্জন্ম দর্শনে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এই দ্বিতীয় জন্মেও হরবোলার নাসিকাটি ইংরাজী পক্ষের অনুকৃতি হইয়া রহিল কেন? আমাদের দেশে খাঁদা-নাক, টেবো-গাল এবং কোর্টারচোকই ত রসিকতা প্রকাশের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। হরবোলা যে মধ্য মধ্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসিকতা করেন, তাহা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।”

বসন্তক (মাসিক)। ৩১ জামুয়ারি ১৮৭৪।

‘হরবোলা ভাঁড়’র ছায়, ইহাও একখানি শ্লেষাত্মক মাসিক পত্রিকা। ইহারও প্রতি সংখ্যায় ‘পাঞ্চ’র অনুকরণে তিন-চারিখানি লিখো-চিত্র থাকিত। চিত্রগুলি বোধ হয় নিমতলা-নিবাসী গিরীন্দ্রকুমার দত্তের অঙ্কিত। ‘বসন্তক’ সম্পাদন করিতেন—প্রাণনাথ দত্ত; তিনি এই সময়ে নবপার্থ্যায় ‘রহস্য-সন্দর্ভ’ও পরিচালন করিতেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

নবপরিণয়যোগাৎ জীষু হস্তাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চাক্ৰচক্রাঙ্ক-মৌলিং।

বিগলিত-কণি-বন্ধং যুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাতকর্ষণং ॥

‘বসন্তক’ অচাক্ষুষে মুদ্রিত হইয়া “প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে” প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“আমি ভাটের মত আপনার কুলজী না পোড়ে এই-মাত্র বলিতেছি, যে, সভ্যগণ আমার বসন্ত-পক্ষীর পর উড়য়েই নাম বুঝিবেন এবং এই কীর্ত্তিতেই যুক্তি জানিবেন।”

‘বসন্তক’ের চিত্রগুলি স্কন্দর ভাবব্যঞ্জক হইলেও রচনাগুলি সরুপ সরু হইত না।

প্রমোদিনী। ফাল্গুন (?) ১২৮০ (ইং ১৮৭৪)।

“পাকুড় প্রমোদিনী সভা হঠাতে প্রকাশিত সন ১২৮০। এখানি সাময়িক পত্র। বৎসরে তিন বার প্রকাশ পাইবে। আমরা শুনিয়াছি যে বাঁহারা ইহা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা তরুণ বয়স্ক।...” (‘বঙ্গদর্শন,’ বৈশাখ ১২৮১)

ভ্রমর (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে ‘ভ্রমর’ নামে মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ‘সঞ্জীবনী স্তম্ভ’য় লিখিয়াছেন :—

“আমি পরামর্শ গ্রহণ করিলাম যে আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় তাঁহাকে [সঞ্জীবচন্দ্রকে] অহরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ-করিতেন না। এক কাক তিনি নিয়মিত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল।”

‘ভ্রমর’ দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২) পর্যন্ত চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। অনেক জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে ‘ভ্রমর’ের “নূতন পণ্যায় ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা” ও পরবর্তী আশ্বিন মাসে ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর্য্যদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে যোগেন্দ্রনাথ দিগ্ভাভূষণের সম্পাদনে ‘আর্য্যদর্শন’ নামে একখানি “মাসিক পত্র ও সমালোচন” প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সঙ্ক্ষেপে এইরূপ লিখিত হয় :—

“আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্ভোগ করিতেছি, ইহার নাম “আর্য্যদর্শন” রাখিলাম। জ্ঞান ও নীতির চর্চা এবং প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে উপদেশ আমোদ-সংকলিত হইয়া সকলের উপাদেয় হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে যত্নবান হইব। তন্নিমিত্ত লঘু ও গুরু বিষয়ের সমাবেশ করিতে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু আমোদ ও কৌতুকের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, জ্ঞান ও নীতির সজীবতা নষ্ট হয়, একথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে, এবং কাব্য কলা ও উপাখ্যানের জন্তও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক। সময়ে-নব্যসমাজ এবং নব্যসম্প্রদায়ের অভাব ও কর্তব্যের বিষয়ে কীর্ত্তন হইবেক, এবং এই উভয়ের সহিত প্রাচীন সময়ের ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক।...আমাদের রচনা, জ্ঞান ও নীতির অহুসরণ করিতে কখন বিমুগ্ধ হইবে না। আমরা বাক্যবিজ্ঞান বিষয়ে ভাস্করী চিকিৎসার

অনুকরণ করিব। আমাদের প্রবন্ধে মানা রস থাকিবে, ইহা কখন কটু, কখন তিক্ত, কখন কষায় লাগিবে। সময়ে সময়ে মধুর ও সুরতিও হইতে পারে। কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত ও তৃপ্তিকর পথ্য প্রদানে কখন সেকেলে বৈজ্ঞের ভায় কার্পণ্য প্রকাশ করিব না। আমাদের বাসনা এই, যাহা দেশ, কাল ও পাঠকের অবিসম্বাদী, তাহাই প্রচার করিব। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষ সমর্থন বা খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের কার্য সমাজকে স্পর্শ করিবে তখন মুকভাব অবলম্বন করিব না। কোন রাজপুরুষের কুৎসা বা গুণাহুবাদ কিবা রাজ্যাশাসন সম্পর্কীয় চলিত বিষয়ের সমালোচন এ পত্রে স্থান পাইবেক না। কিন্তু রাজনীতির উন্নতি বা অন্ধহীনতার বর্ণনস্থলে অতীত ঘটনার ভায় বর্তমান দৃষ্টান্তও বিস্তৃত হইবে। কোন সহযোগীর সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, তবে যদি মতভেদ ঘটে, সবিনয়ে, অকপটে ও স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতে পরাধুণ হইব না।”

‘আর্যদর্শন’ একখানি সুপরিচালিত উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র ছিল। ইহা এগার বৎসর (১২২২ সাল) চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ৫ম ভাগ ১২৮৫ সালে, কিন্তু ৬ষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ সালে বাহির হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে সম্ভবতঃ ইহার প্রকাশ এক বৎসর বন্ধ ছিল।

ভারত শ্রমজীবী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (মে ১৮৭৪)।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় বরাহনগর হইতে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ১ম সংখ্যার সমালোচনা-গ্রন্থে ‘এডুকেশন গেজেট’ (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) লেখেন :—

“ভারত শ্রমজীবী (সচিত্র মাসিক পত্রিকা)—বরাহনগর ‘ভারত শ্রমজীবী’ কার্যালয় হইতে গত বৈশাখ মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার নগদ মূল্য এক পয়সা। শ্রমজীবী লোকদিগের শিক্ষা ও চরিত্র সংশোধন উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশের স্থলে লিখিয়াছেন,—

‘সামাজ্য লোকদিগের জ্ঞান আমাদের দেশে কোন সচিত্র পত্রিকা নাই। এই অভাব দূর করিবার জ্ঞান আমাদের মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই পত্রিকাখানি বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম। কারিগর, দোকানদার ও কৃষক প্রভৃতি সামাজ্য লোকদিগের চরিত্র ভাল করিবার জ্ঞান যাহা আমাদের আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে। রচনার কোশল বা গুণপনা দেখান এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে। সাধ্যমত সরল ভাষায় ইহাতে বিষয় সকল লিখিতে চেষ্টা করা হইবে। কিরূপ বিষয় লেখা যাইবে, তাহা পাঠকগণ জন্মে পত্রিকা পড়িয়াই জানিতে পারিবেন। এই কার্য যে অত্যন্ত কঠিন, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। একে ত আমাদের দেশের সামাজ্য লোকেরা অজানাবহায় দিন কাটাইতেছে। জ্ঞান শিক্ষা লাভ ও চরিত্র ভাল করিতে কিবা জগতের সকল বস্তুর যুগান্ত জানিতে তাহাদের কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই।

ভদ্রলোকদিগেরও তাহাদের চরিত্র ও অবস্থা ভাল করিবার নিমিত্ত তেমন যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যে আমরা কতদূর পারগ হইব, তাহা কিছুই বলিতে পারি না।

জগদীশ্বরের কৃপায় ‘ভারতশ্রমজীবী’ দেশীয় সামান্য লোকদিগের উপকার করিতে পারিলেই আমাদের শ্রম সকল হইবে।’

লেখায় সামান্য লোকদিগের অধিগম্য সরল ভাষা ও সরল রীতি অমূল্য হইয়াছে, এবং বিষয়গুলিও শ্রমজীবীদিগের জ্ঞাতব্য বটে। ইহাতে দুইখানি ছবিও আছে। একখানি লর্ড নর্থব্রুক সাহেবের মুখাকৃতি ও অপরখানি বরাহনগরের চট্টের কল। ইহার মূল্য যেরূপ অল্প, তাহাতে সামান্য লোকেরা ইহা সহজে যে ক্রয় করিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী (পাক্ষিক...)। বৈশাখ :২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

“গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। পত্রিকাখানির ভাষা আসামী নহে; বাঙ্গালা—অতি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা। আসামের রাজনীতি রাজকার্য্য প্রভৃতির আলোচনা করা পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য, গৌণ উদ্দেশ্য আরও থাকিতে পারে। আসাম প্রদেশ যেমন এক্ষণে বাঙ্গালার গবর্ণমেন্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন একটা রাজ্য হইয়াছে, এ সময় ঐ স্থানে এইরূপ সংবাদপত্রাদি প্রচারিত হইয়া তথাকার হিতকল্পে ব্রতী থাকে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়; এবং এই পত্রিকাখানি সেই হিত বাঞ্ছারই ফল।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

কিছু দিন পরে ইহা সাপ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। ১২৮২ সালের ২৭এ চৈত্র ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’ লেখেন :—

“গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রতি শনিবারে আসাম গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি ডিমাই ২ করমা; ইহার বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা। পূর্বে এই পত্রিকা পক্ষান্তরে প্রকাশিত হইত, নানা কারণে কতক দিন প্রচার কার্য বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সপ্তাহান্তর প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার দুই খণ্ড পাইয়া আশ্চর্য্যসহকারে পাঠ করিলাম।”

আজীজন নেহার (মাসিক)। বৈশাখ :২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

“আজীজন নেহার। হগলি কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবক ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মূল্যের ও প্রচারের সময়েরও এখন নিরূপণ হয় নাই। প্রচারকগণ লিখিয়াছেন, ‘এবারে মূল্যের কিছুই নির্ণয় করা গেল না। পাঠকগণের উৎসাহ-সূচক পত্রিকা ও গ্রাহকগণের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলেই আগামী মাস হইতে পাক্ষিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।’ এই পত্রিকাখানির বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই, এখানি মুসলমানের লিখিত, অথচ ইহাতে মুসলমানি বাঙ্গালার নামগন্ধ নাই, বিগত বাঙ্গালার রীতিতে লিখিত।

লেখকেরা উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহার সন্দেহ নাই।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৬ বৈশাখ ১২৮১)

‘আজীজন নেহার’ যে মীর মশারুফ হোসেন সম্পাদন করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। কাঙাল হরিনাথের ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) তাঁহার ‘বিষাদ-সিন্ধু’ সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—“গ্রন্থকর্তা বিত্তর বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত-জীবন ‘আজীজন নেহার’ সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য।”

সাহিত্য কুসুম (মাসিক)। বৈশাখ ১৮৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।

“সাহিত্য কুসুম। উপরিউক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্র বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। উহার কলেবর ৪ পেজি দুই ফরমা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫০০০০০ গ্রহণেচ্ছ মহাশয়েরা হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পত্রাদি পাঠাইবেন।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৯ বৈশাখ ১২৮১)

বান্ধব (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮১ (জুন ১৮৭৪)।

রুক্মিচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ের আদর্শে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮১ সালের আষাঢ় (১৮৭৪, জুন) মাসে ঢাকা হইতে প্রথম মূল্যে (সড়াক বার্ষিক ১৮/০) ‘বান্ধব’ প্রচার করেন। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত “অবতরণিকা”য় সম্পাদক লেখেন :—

বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীয় বিজ্ঞানসিদ্ধিগণের অগ্রগতির ভিত্তি হইয়া রহিল। ইহার ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগের হস্তে। ইহা অবশ্যই, অগ্রগত সুহৃৎদের দ্বারা সতত সাবধান থাকিয়া, নানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পাঠকসমাজের মনোমোদনে যত্নশীল হইবে,—বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙালীর অগ্রগতি বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদ্বর্ষ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে ;—কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা আমাদের সাধ্যাত্ত নহে। যত্নস্বের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্জনপথে আয়োজন করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়।

‘বান্ধব’ কালীপ্রসন্নের অতুলনীয় কীর্তি। ১২৮২ সালের চৈত্র মাসে “বঙ্গদর্শন”ের বিদায় গ্রহণ” প্রসঙ্গে রুক্মিচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—“যে অতাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আদ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।” লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনা ‘বান্ধব’ের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। রমেশচন্দ্রের ‘জীবন-প্রভাত’ ইহাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ রচনাই ‘বান্ধব’ে প্রকাশিত প্রবন্ধের মার্জিত রূপ। ‘বান্ধব’-সম্পাদনকালে কালীপ্রসন্নের স্বন্ধে ভাওয়াল-রাজসরকারের গুরু ভার চাপ্ত হয়; ইহার ফলে পত্রিকাখানি কিছু কাল অনিয়মে প্রকাশিত হইয়া শেষে লোপ পাইয়াছিল। ভাওয়াল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ‘বান্ধব’কে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ‘বান্ধব’ের বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম বর্ষ...১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র। ২য় বর্ষ...১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র। ৩য় বর্ষ...১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র। ৪র্থ বর্ষ...১২৮৫। ৫ম বর্ষ...১২৮৭। ৬ষ্ঠ বর্ষ...১২৮৮। ৭ম বর্ষ...১২৮৯। ৮ম বর্ষ...১২৯১। ৯ম বর্ষ...১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)—১২৯৩ (কার্তিক-চৈত্র)। ১০ম বর্ষ...১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা। ১১শ বর্ষ ১২৯৫, ১ম-২য় (?)। (পুনঃপ্রচার) ১ম বর্ষ... ১৩০৮ কাঙ্ক্ষন—১৩০৯ মাঘ। ২য় বর্ষ...১৩১০ (বৈশাখ-চৈত্র)। ৩য় বর্ষ...১৩১১। ৪র্থ বর্ষ...১৩১২। ৫ম বর্ষ...১৩১৩, বৈশাখ-ভাদ্র।

বাল্যলী খুষ্টিয়ান (মাসিক)। জুন ১৮৭৪।

পরিচালক—রজনীকান্ত বিশ্বাস।

হিন্দুবিলাসী (মাসিক)। ৪ শ্রাবণ ১২৮১ (১২ জুলাই ১৮৭৪)।

“বিগত ৪ঠা শ্রাবণ হইতে ‘হিন্দুবিলাসী’ নামক একখানি ডিমাই ১২ পেজি আকারে মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহস্য প্রভৃতি নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৬।...বাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা ‘হিন্দুবিলাসী’ সম্পাদক বলিয়া চুঁচুড়া মিসন বিদ্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন।” (‘সাধারণী,’ ৮ ভাদ্র ১২৮১)

প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক ছিলেন।

সুহৃৎ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮১ (জুলাই ১৮৭৪)।

“মাসিকপত্র ও সমালোচন। বিনামূল্যে বিতরিত।” আমরা যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন একবার কৃতবিদ্যগণ বিনামূল্যে মাসিকপত্র বিতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে পত্রের নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি।* সেখানি উত্তম হইয়াছিল; কিন্তু অর্থাভাবে শীঘ্রই তাহা উঠিয়া যায়। অধুনা আবার তরুণ সমাজ-হিতৈষী চেষ্টা দেখিয়া অত্যন্ত স্তুতি হইলাম। সুহৃৎদের কাগজ উত্তম, ছাপা উত্তম, লেখাও উত্তম; কেবল কলেবর ক্ষুদ্র। মাসে এক ফরম অবশ্যই অল্প কার্য্যকর। কিন্তু বিনামূল্যে যতটুকু জ্ঞানের চর্চা হয়, ততটুকুই ভাল।... সুহৃৎদের কার্যালয়, ৯২ নং বহুবাজার স্ট্রীট। আমরা ইহার তৃতীয় অর্ধাংশ আশ্বিনের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি।” (‘মধ্যাহ্ন,’ আশ্বিন ১২৮১)

হিন্দুরঞ্জন (মাসিক ?)। শ্রাবণ (?) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

“ডিমাই ৮ পেজি ফরমের এক এক ফরম প্রতি বারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক আনা। এখানি বড় উপকারী পত্র। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ‘দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সম্পূর্ণরূপে সংশোধন দ্বারা সমাজ সংস্কার, শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধান এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।...কাব্য, সাহিত্য,

* ইহা ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত ‘রচনা-রত্নাবলি,’ ‘বাংলা সাময়িক-পত্র’ গ্রন্থের (৩য় সং) পৃ. ১৫৪-৫৫ লক্ষ্য।

শাস্ত্র, নবজ্ঞান, নাটক ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা দ্বারা বালক, বালিকা, যুবক ও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ যাহাতে প্রকৃত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হয়—যাহাতে যথার্থ নীতি-বিশারদ ও পরিপক্ব জ্ঞান লাভ হয়, এমন কি, আপামর সাধারণ সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় ও সকলেরই মানস রঞ্জন হয় তদ্রূপ প্রস্তাব সকল সন্নিবেশিত থাকিবে।” প্রকাশক আপনিই লিখিয়াছেন “এরূপ পত্র অতীবধি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হওয়া প্রতিগোচর হয় না।” ইহার আকার দেখিয়া সংকল্পের সিদ্ধি সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে অবাক হইতে হয়। কিন্তু সংকল্প যাহাই হউক, তিন সংখ্যা যাহা হস্তগত হইয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে, শরীর সঞ্চালনের শিক্ষাদানই এ পত্রের মূল উদ্দেশ্য। “মল্লক্রীড়া, ইংলণ্ডীয় ব্যায়াম, অম্বারোহণ, অম্বক্রীড়া, (Circus), রজ্জুক্রীড়া (Ropedance), আয়ুধক্রীড়া (ধনুর্বিজ্ঞা, তরবারি-চালন, আগ্নেয়াস্ত্র-চালন, শেলক্রীড়া, ছোরা চালনা প্রভৃতি), যষ্টি চালন, সম্বরণ, তরণীবাহন, ক্ষেত্রকর্ষণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার ব্যায়ামবিজ্ঞা প্রকাশ করত ইত্যাদি।” ...এই ক্ষুদ্রশরীরী সহযোগীর অল্প কিছুতে হস্তক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, সে সব কাজ করিবার বিস্তর লোক আছে, তিনি স্বেচ্ছা ব্যায়াম বিষয় লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহাতেই থাকুন—তাহাই এক্ষণে দেশে বড় অভাব—তাহাতেই দেশের অশেষ কল্যাণ হইতে পারিবে।... সর্বশেষে প্রার্থনা, সাধারণে যেন এই মহোপকারী পত্রিকার প্রতি যথোচিত উৎসাহ দানে রূপণ না করেন। ইহার ঠিকানা শিকদারবাগান, হিন্দু বিদ্যালয়। এখানি হিন্দু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের অধীন। হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র ব্যায়াম পদ্ধতি ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। ভরসা করি, দেশীয় পূর্বসর্ব ব্যায়াম-পদ্ধতিও ইহাতে সর্বদা প্রকটিত হয়।” (‘মধ্যস্থ,’ আশ্বিন ১২৮১)

কুমুদিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮১ (আগষ্ট .৮৭৪)।

“কুমুদিনী—মাসিক পত্রিকা। ইহা গত শ্রাবণ মাস অবধি চুচুড়া হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আকার ১২ পেজী দুই ফরমা, মূল্য বাৎসরিক ডাকমাণ্ডুল সমেত এক টাকা দশ আনা। আমরা ইহার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে শশিকলা নামে একটা উপজ্ঞান প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে মূখবন্ধ, শেষে সাংখ্যদর্শনের বিষয়ে কি একটু লেখা হইয়াছে। পত্রিকার প্রথম বাহ্য পৃষ্ঠে একটি কবিতা আছে। তাহা—এই, “সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরা। ইত্যাদি” কোন দেশী সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। “মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরা।” এমন ছন্দঃ ও ব্যাকরণ দ্রুত পদ ত কোথাও দেখি নাই। সম্পাদক মহাশয় জানিবেন, সংস্কৃত বাঙ্গালার ছায় “বেওয়ারিশ মাল” নহে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কুমুদিনী’র পরিচালক ছিলেন।

সহোদর (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮১ (১৭ আগষ্ট ১৮৭৪)।

“সহোদর। গত ভাদ্র মাস হইতে উক্ত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।...সহোদর সম্পাদক খুলিয়ান।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

“সহোদর এখন অতি অপূর্ণদেহ; নথ চুল পর্যন্ত লইয়া ডিমাই এক করমা মাত্র। মূল্য অগ্রিম বাৎসরিক ১৬/০।” (জ, ২৪ আশ্বিন ১২৮১)

‘সহোদরের’ সমালোচনা-গ্রন্থে ঢাকার ‘বান্ধব’ (অগ্রহায়ণ ১২৮১) লিখিয়াছিলেন :—
“ইহার উপরে লেখা আছে, ‘Every one must read it.’...অনেকে সহোদরের নিন্দা করিয়াছেন। আমরা সহোদরের প্রশংসা করিব। আমাদের বোধ হয়, সহোদর-সম্পাদক বড় রসিক লোক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারকে পরিহাস করিবার জন্তই এই পত্রিকাখানি প্রকটন করিয়াছেন।”

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা—কাঁটালপাড়া-নিবাসী অম্বুকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘সহোদরের’ সম্পাদক ছিলেন। (‘জন্মভূমি,’ পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬ দ্রষ্টব্য)।

সরোজিনী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮১ (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

“সরোজিনী—মাসিক পত্রিকা...কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার সারস্বত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া শান্তিপুর গোস্বামী পাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ডাক মাণ্ডল সমেত ১৬/০০০। সরোজিনীর লেখা মন্দ নহে। সরোজিনীকে অনেকে আদর করিতে পারে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৪ আশ্বিন ১২৮১)

শান্তিপুর-নিবাসী বিহারিলাল গোস্বামী ‘সরোজিনী’র পরিচালক ছিলেন।

উচিত বক্তা (পাক্ষিক)। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

“আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১লা হইতে উচিতবক্তা নামে একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। ইহার কলেবর ডিমাই ৪ পেজি এক করমা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১২ টাকা,...। সম্পাদক। বেদান্তবাগীশোপাধিক ত্রীগঙ্গাচরণ শর্মা। মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ। বিশ্ববিনোদ যজ্ঞালয়।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৮ আগষ্ট ১৮৭৪)

পত্রিকাখানি প্রকৃতপক্ষে ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রকাশিত হয়; পরবর্তী ১২এ সেপ্টেম্বর তারিখের ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’য় মুদ্রিত সমালোচনায় এই প্রকাশকালের উল্লেখ আছে।

প্রচারিকা (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৮১ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

“প্রচারিকা—এই নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বর্ধমান হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ধমান প্রচারিকা নামে একখানি সংবাদপত্র ইতঃপূর্ব বর্ধমান হইতে প্রকাশিত হইত, বিশেষ কারণবশতঃ সেখানি বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় সেই প্রচারিকার সাপ্তাহিকরূপে প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আমরা সুখী হইলাম। বর্ধমান সদৃশ স্থানে দুই একখানি সংবাদপত্র থাকা আবশ্যক।...প্রচারিকার কলেবর এক করমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল ছাড়া দেড় টাকা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

প্রতিধ্বনি (সাপ্তাহিক)। ৭ আশ্বিন ১২৮১ (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

“গত ৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ‘প্রতিধ্বনি’ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কয়েক জন

মূললেখক দ্বাৰা অনেক দিন হইতে প্রধান প্রধান সংবাদপত্ৰের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহাদিগের দ্বারা এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত হইতেছে।” (‘ভারত-সংস্কারক,’ ১০ আশ্বিন ১২৮১)

বাকালি (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮১ (৬ অক্টোবর ১৮৭৪)।

এই মাসিকপত্র ও সমালোচন ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৥০। পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে “বাকালি সম্বন্ধীয় বাবতীয় পত্র, পুস্তক ও পত্রিকাদি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ‘বাকালি সম্পাদক’ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে,” এইরূপ নির্দেশ আছে। এই সময়ে আনন্দচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহ জিলা-স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—“শ্রীনাথ চন্দ্র উহার সম্পাদক ছিলেন” (‘ময়মনসিংহের বিবরণ,’ পৃ. ৮১)।

চিকিৎসা-তত্ত্ব (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮ (অক্টোবর ১৮৭৪)।

“চিকিৎসা-তত্ত্ব মাসিকপত্র। বিগত আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আকার রয়েল ১২ পেজী ২ ফরমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহ ২৬/০। কার্য্যালয় কলিকাতা বড়বাজার—চিনিপটী বটতলা ষ্ট্রীট ৩নং বাটী। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত—কার্য্যাধ্যক্ষ।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৪ মাঘ ১২৮১)

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—“সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিজ নিজ স্বার্থ সম্পাদনার্থ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মুখস্বরূপ কোন সংবাদপত্র নাই।”

হিতবোধ (মাসিক)। ৩১ আশ্বিন ১২৮১ (১৬ অক্টোবর ১৮৭৪)।

এই মাসিকপত্রখানি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ভাদ্রামোড়া হইতে প্রতি মাসে সংক্রান্তির দিন প্রকাশিত হইত। ইহার পরিচালক ছিলেন—ভাদ্রামোড়া স্কুলের হেডমাষ্টার অধিকাচরণ গুপ্ত।

সমদর্শী or The Liberal (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (নবেম্বর ১৮৭৪)।

ইহা ধর্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিক পত্রিকা; সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“The journal will be conducted in English and Bengali, that it may be acceptable to the theists of other presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, an impartial Exponent of Theistic Opinion.”

রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকবর্গের ও সম্পাদকের বহু গদ্য-পদ্য রচনা ‘সমদর্শী’র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

দর্শক (সাপ্তাহিক)। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১ (২১ নবেম্বর ১৮৭৪)।

“দর্শক। সাপ্তাহিক সাহিত্য বিষয়ক পত্র ও সমালোচন। ৬ই অগ্রহায়ণ হইতে (১ম সংখ্যা) প্রকাশিত হইতেছে। অবতরণিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল;—

‘পত্রের নাম দর্শক রহিল। নাম হইতে উহার কার্য অহুমিত হইবে। দর্শক কোন মতের বা ধর্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিপোষক নহে। দর্শক যখন বাহ্য দেখিবে তাহা পক্ষপাতশূন্য হইয়া পাঠকদিগের নিকট স্পষ্ট বলিবে। দর্শক পত্রের চক্ষু দিয়া চসমাধারী নব্য বাবুদের ভাব দেখিবে না। নিজের স্বাধীনদৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর দেখিয়াই সম্বদ্ধ থাকিবে।’

এই পত্রের লেখা উত্তম হইতেছে।” (‘সাধারণী,’ ৫ মাঘ ১২৮১)

দর্শক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

এই “সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত” হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ১১০। ‘এডুকেশন গেজেট’ ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—“দর্শক কিছু কাল দেখিতে দেখিতে তাঁহার দর্শন-শক্তি আরও উজ্জ্বল হইবে, দর্শক মন দেখিতেছেন না।”

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

“আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিতেছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে; যত্নের জটিল হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুর্লভ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটা সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে;...কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১০ চারি আনা মাত্র।...শ্রীসারদাচরণ মিত্র, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীবরদাকান্ত মিত্র।” (‘সাধারণী,’ ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৮১)

কুমুদ বান্ধব (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (৭) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

“কুমুদ বান্ধব—মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ১ টাকা মাত্র। পত্রখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে গল্প, কাব্য, নাটক ও নীতি বিষয় সকলি লিখিত হইতেছে। লেখা মিষ্ট ও সরল হইয়াছে।” (‘ভারত-সংস্কারক,’ ৪ পৌষ ১২৮১)

ভারত হৃষ্টেষ্ণবী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (৭) (ইং ১৮৭৪)।

“ভারত হৃষ্টেষ্ণবী, মাসিক পত্রিকা, এক করম, বিনা মূল্যে বিতরিত, স্মৃতিবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।” (‘মধ্যস্থ,’ মাঘ ১২৮১)

সত্যপ্রকাশ (পাক্ষিক)। পৌষ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪)।

“সত্যপ্রকাশ—পাক্ষিকপত্র পৌষ মাস অবধি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলেবর রয়েল ৪ পেজী তিন করম। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ জানুয়ারি ১৮৭৫)

পারিল বার্তাবহ (পাক্ষিক)। পৌষ (৭) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)।

“পারিল বার্তাবহ—৪ পেজি দুই ফরমা পাক্ষিক পত্রিকা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। এই পত্রিকাখানি ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত পারিল নিবাসী শ্রীযুক্ত আনিছউদ্দীন আহাম্মদ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহিত বাঙ্গালী মুসলমানদিগের যতই ভাষাগত ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, তাঁহাদিগের মধ্যে ততই একতা বন্ধমূল হইবে, এরূপ আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে।” (‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা,’ ৮ মাঘ ১২৮১)

জুদর্শন (মাসিক)। পৌষ ১২৮১ (জাম্বুয়ারি ১৮৭৫)।

পরিচালক—গোপালচরণ মিত্র।

প্রভাত সমীর (দৈনিক)। ১৫ মাঘ ১২৮১ (২৭ জাম্বুয়ারি ১৮৭৫)।

“প্রভাত সমীর—এই নামে একখানি প্রাত্যহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৫ই মাঘ অবধি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র আমাদের দেশে অনেকগুলি হইয়াছে বটে, কিন্তু দৈনিক বাঙ্গালাপত্র দুই একখানি বই আমরা দেখিতে পাই না, এক্ষণে এই নূতন দৈনিক পত্রখানি সহৃদয় বঙ্গবাসিমাঝের আশ্রমের কারণ হইবে। যোগ্য পাত্রের হস্তে যে ইহার সম্পাদন কার্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা পত্র দৃষ্টে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।...প্রভাত সমীরের বার্ষিক মূল্য সহরে ১৫ ও মফস্বলে ২০ টাকা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১ ফাল্গুন ১২৮১)

কয়েক মাস পরেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। ‘ভারত-সংস্কারকে’ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) প্রকাশ :—

“আমরা দেখিয়া হুঃখিত হইলাম, ‘প্রভাত সমীর’ প্রভাত মেঘ ভয়ঙ্কর ছাত্র ইতিমধ্যে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছেন।”

বঙ্গহিতৈষিণী (পাক্ষিক)। মাঘ ১২৮১ (ইং ১৮৭৫)।

“আমরা এক পরস্য মূল্যের একখানি পত্রিকা পাইয়াছি, এখানি পাক্ষিক, নাম বঙ্গহিতৈষিণী, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকের নাম বাবু বঙ্কবিহারী সান্ন্যাল। অন্ন-মূল্যের সংবাদপত্র যত হয়, ততই ভাল।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১ ফাল্গুন ১২৮১)

বিচারক (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮১ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

“বিচারক। হাংলিসহর পত্রিকার বর্তমান অবস্থার বিষয় সাধারণে অবগত হইয়াছেন ও হইতেছেন, এক্ষণে ঐ পত্রিকার লেখকগণ ‘বিচারক’ নামে একখানি ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৭ আশ্বিন ১২৮১)

“বিচারক। সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলিকাতা বিকটোরিয়া বঙ্গ। এই পত্রিকা গত ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষায়

লিখিত। ইহা এক্ষণে সমাজ দর্পণের সহিত মিলিত হইয়াছে।” (‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,’ আষাঢ় ১৭২৭)

১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে ‘বিচারক’ ‘সমাজ-দর্পণ’র সহিত সংমিলিত হইয়া যায়। ‘সাধারণী’তে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) প্রকাশ :—“অমৃত বাজার লিখিয়াছেন, যে, ‘বিচারক’ পত্রখানি ‘সমাজ-দর্পণ’র সহিত মিলিত হইল।”

দুর্লভ—অনাথবন্ধু (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮১ (ইং ১৮৭৫)।

“দুর্লভ—অনাথবন্ধু—আমরা এই নামের একখানি সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি প্রতি সোমবারে প্রকাশ্য ১০০ অনাথবন্ধু ঠাকুরের নামে সম্পাদক মহাশয় আপনার প্রতিষ্ঠিত পত্রের নামকরণ করিয়াছেন।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ ফাল্গুন ১২৮১)

হিন্দু দর্পণ (পাক্ষিক)। ১৫ চৈত্র ১২৮১ (২৮ মার্চ ১৮৭৫)।

ইহা একখানি “পাক্ষিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা”; সম্পাদক—৩৭ নং গ্রে ষ্ট্রীট-নিবাসী বোড়শীচরণ মিত্র। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় “পত্র-সূচনা”র প্রকাশ :—

“পত্রের নাম “হিন্দু দর্পণ” রহিল। ইহাতে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা হিন্দু সম্ভানদিগের সমুদয় ছবিই এই দর্পণের সাহায্যে দেখিব। অধিকন্তু আমাদের সমুদয় দৃষ্ট পক্ষপাতবিরুদ্ধ।...আমরা ইহাতে কাহাকেও লক্ষ্য করিতে চাহি না, কেবল মাত্র হিন্দুদিগের সাধারণ আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির দোষ গুণ কখন কখন আলোচনা করিব।...আমরা যশ অথবা অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই, যাহাতে পাঠকদিগের মনে আমোদ প্রদান করিতে পারি, যাহাতে বঙ্গভাবার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে পারি, আমরা সেই চেষ্টায় সততই রত থাকিব।”

‘হিন্দু দর্পণ’ ৮ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা।

বিরীয়া পত্র (মাসিক)।

‘বিরীয়া পত্র’ বা Berean Leaves কলিকাতা ট্রাষ্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত একখানি ধর্মমূলক পত্রিকা। রে: এস. সি. বোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত হইলেও আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ সমসাময়িক সাময়িক-পত্রে বা বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

সংস্কৃত : ১৮৭২ সনে হুবীকেশ শাস্ত্রীর সম্পাদকত্বে লাহোর হইতে ‘বিজ্ঞানদয়’ নামে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট’ (২৯ আষাঢ় ১২৭৯) লেখেন :—

“বিভোদয়ঃ—এখানি মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা। লাহোর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকাবানিতে সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সামাজিক এবং সংবাদাদিক বিবিধ বিষয় দৃষ্ট হইল। সংস্কৃত রচনা মন্দ নহে।”

হিন্দী : আলোচ্য তিন বৎসরের মধ্যে চারিখানি পত্রিকা প্রকাশের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে :—১৮৭২ সনের অক্টোবর (?) মাসে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ‘হিন্দী দীপ্তি প্রকাশিকা’; ইহা সম্ভবতঃ মাসিকপত্র। কানীর হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে ‘হরিশ্চন্দ্রচক্রিকা’ (হিন্দী-সংস্কৃত) ও এই বৎসরের মধ্যভাগে ‘বালাবোধিনী’ নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বজ্রীনাথ তেওয়ারী কর্তৃক পাটনা হইতে প্রকাশিত ‘বিজ্ঞাবিনোদ’ নামে মাসিকপত্র।

অসমীয় : ১২৮১ সালের আখনি (?) মাসে প্রকাশিত ‘আগাম্য-দর্পণ’ (২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেট’ সমালোচিত)।

উড়িষ্যা : ১৮৭২ সনের আগস্ট মাসে রেঃ জে. ফিলিপ্সের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত ‘আশুমানী’ নামে মাসিকপত্র, ইহা কটকস্থ উড়িষ্যা মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত। ১৮৭৩ সনের প্রথম ভাগে বালেশ্বর হইতে বৈকুণ্ঠনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত ‘উৎকল দর্পণ’ নামে মাসিকপত্র ; “দেশীয় এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে সংকলনপূর্বক উৎকলবিশেষ তাহা প্রচারিত করা পত্রিকার সঙ্কল্প” (‘বঙ্গদর্শন’, বৈশাখ ১২৮০ দ্রষ্টব্য)। ১৮৭৪ সনের মে মাসে বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ হইতে ‘ধর্মবোধিনী’ নামে মাসিক পত্র (‘ধর্মতত্ত্ব’, ১৬ আষাঢ় ১৭২৬ শক)।



অথও আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই;—আয়ের কমতাও
 বায়ুয়ের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণ চিরস্থায়ীও
 নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য
 সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবন বোঝা হান্না এই
 সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে।
 এই কর্তব্য সম্পাদনের সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের
 কর্মীগণ সর্বদাই আগনার অপেক্ষায় আছে। হেতু,
 থাকিলে গর লিখিলে বা দেখা করিলে আগনার
 উপযোগী বোঝাগর নির্মাচনের পরামর্শ পাইবেন।



হিন্দু জ্ঞান

কো-অপারেটিভ ইন্সটিটিউশন সোসাইটি লিঃ
 হিন্দু জ্ঞান বিত্তিহীন, কালিঙ্গনা

ND



কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রসূ

যাঁহাদের স্নেহের ধাত, একটু হিমে ইঁচি, যদি
কাশি, টনসিলের প্রদাহ বা ইঁপানি প্রভৃতি
উপদ্রবের প্রকোপ হয়, তাঁহারা স্থনির্বাচিত
উপাদানে প্রস্তুত এই স্বথসেব্য ঔষধের কয়েক
মাত্রা সেবনেই আশান্তিরিক্ত উপকার লাভ
করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা
শ্রীমন্তন প্রেস হইতে প্রিন্টনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৫শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী



কলিকাতা, ২৫৩১, আগার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৫শ বর্ষের কর্মসূচী

সভাপতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম-এ

সহকারী সভাপতি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম. এ., ডি. লিট., সি. আই. ই.	মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, এম. এ.
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ. পি এইচ. ডি
শ্রীহনুভিক্রম চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি.লিট	শ্রীশীলকুমার দে, এম. এ. ডি. লিট
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, এম. আর. এ. এস	কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম. এ.

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বারু, বি. এ.	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ.
শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, বি. এ.	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ :	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম. এ.
গ্রন্থাধ্যক্ষ :	শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ :	কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুথিশালাধ্যক্ষ :	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ.
চিত্রশালাধ্যক্ষ :	শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম. এ.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ হুগু, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি.এ., জি.ডি.এ. আর-এ
---	--

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২। রেভারেন্ড কাহার এ. হোভেন, এম-জে, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫। শ্রীজগন্নাথ রায়চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীজ্যোতিষেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ৭। শ্রীজিহবনাথ রায়, এম. এ, বি. এল, ৮। শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম, এ, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজয়বিহারী ভট্টাচার্য, এম, এ, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৩। শ্রীমদোনোহন ঘোষ, ১৪। শ্রীমদোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি, ১৫। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম. এ, ১৯। শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীহরকুমার বসু, ২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, বি.এ, ২২। শ্রীঅতুলচন্দ্র দে পুরাণরায়, ২৩। শ্রীমদীবিলাস বসু সরকারী, এম. এ, বি, এল, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সূচী

১। ভবানন্দ সিকান্দরবাগীশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৪২
২। বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৮২—১২৮৪ সাল)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭
৩। যদুনাথ-সম্বন্ধনা	৮৮
৪। ৫৪শ বার্ষিক কার্যবিবরণ	৯৫

নব-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ :

হুতোম পাঁচাচার নক্শা (সচিত্র)	৪।০
সীতার বনবাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৮
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : জীবনী ও পত্রাবলী	১৮
বাংলা সাময়িক-পত্র (ইং ১৮১৮-১৮৬৮)	৫৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : জীবনী	১৮

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

বিস্তৃত ভূমিকা ও ছন্দোবদ্ধ শব্দের অর্থ সহ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো ... ১৮৮

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বিজ্ঞানসম্মত, রসমঞ্জরী প্রভৃতি ... ১৮৯

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সার্ব শ্রীধরনাথ সরকার ঐতিহাসিক

উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন

উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ ... ৪০৮

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে বাঁধানো ... ১৮৮

এই সকল গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলি খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

১। সহস্ররূপ পুস্তকাবলী ... ১৫০ টাকা। ২। চারি প্রস্তাব বিষয়ক আলোচনাদি ... ৩৪০ টাকা

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান ... ১০৮

শকুন্তলা

সীতার বনবাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত, প্রত্যেকখানির মূল্য ... ১৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

গ্রন্থকার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সুশোভিত

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের মধ্যে ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪/- টাকা।

স্বপ্ন

গ্রন্থকার—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উল্কাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসন্ধান শাস্ত্রের মূল ভিত্তিগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২৫/-।

গৌরবদত্তব্রজিনী

সম্পাদক—মৃণালকান্তি ঘোষ ভট্টভূষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে খ্রীষ্টোত্তম সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধারিত আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বরলীয় সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী ও কর্তৃকথা। এ-পর্ষ্যন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি ৭২ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে স্বতন্ত্র ১১/৩ ও ১২/৬

১ম খণ্ডে ৭২ খানি পুস্তক ৩৬/-

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২য় সংস্করণ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত,

১ম খণ্ড ... ৫/-, ২য় খণ্ড ... ৭/-

পালামৌ (অরণ্যবৃত্তান্ত) : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ... ৮০

রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৮০/- আনা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... ৮০ ২। বলদেব পালিত ... ৮০

৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত

বঙ্গীয় শব্দকোষ

৫ ভাগ বা ১০৫ খণ্ড, ৯" X ১১" আকারের ৩২৭৬ পৃষ্ঠা,
সম্পূর্ণ ৫ ভাগের মূল্য কাগজের মলাট ৬০/- : রেজিনে সুদৃশ্য সুদৃঢ় বাঁধাই ১১০/-

"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামে যে বৃহৎ অভিধান খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে তাহার পদ্ধতি সমগ্রভাবে বঙ্গভাষার উপযুক্ত। কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা বিরাট কোষ-গ্রন্থ সংকলনের প্রয়াস করেন নাই। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতের শব্দ (তদুভব দেশজ বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে। কিন্তু সংকলিতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিস্তৃত সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কাৰ্পণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি বথাসম্ভব দেখাইয়াছেন।...

"আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটা বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনাশক্তি থাকুক, বাঙলাভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রসার করিবার নিমিত্তও। অতএব বাঙলা অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা সাহিত্যের উপকার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রয়োগ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থ-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা স্বগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিবে।" **শ্রীরাঙ্গশেখর বসু**

"শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সুবৃহৎ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' মুদ্রিত করিতেছেন, তাঁহার এই কার্য অদ্ভুত পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের ফল— তাঁহার অধ্যবসায় এবং উৎসাহ, সাহস এবং কার্যশক্তি অদম্য; এই বই সম্পূর্ণ হইলে বাংলা ভাষার অভিধানজগতে এক কীর্তিস্তম্ভ, 'শব্দকল্পদ্রুম' ও 'বাচস্পত্য' অথবা ব্যোহটলিক ও রোটের সংস্কৃত অভিধানের দ্বয়ের এক বৃহৎ অভিধান বাংলা ভাষা লাভ করিবে।"

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাটুজ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ

ঐন্দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিজ্ঞাপীঠ যখন বিধর্মী সেনার দ্বারা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কথিত আছে—কোন কোতুহলী সেনাপতি ধ্বংসস্থাপ হইতে উদ্ধার করিয়া বিপুল গ্রন্থাশির মর্মার্থ অবগত হইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একজন পণ্ডিতও জীবিত পাওয়া গেল না, যিনি তাঁহার কোতুহল চরিতার্থ করিতে সমর্থ ছিলেন। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বহু সহস্র নব্য জ্ঞানের পুখি নানা প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত হইয়াছে এবং ততোধিক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে অবস্থে বিলুপ্তমান হইতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে একজন নৈয়ায়িকও জীবিত থাকিবেন কি না সম্ভব, যিনি এই বিপুল গ্রন্থাশির একটি পত্রেরও মর্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ। এই ধ্বংসকার্য্য বিধর্মীর অস্ত্র দ্বারা ঘটে নাই, ঘটয়াছে স্বদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের অনাধর দ্বারা—ঐতিহ্য এবং প্রতীভার নিদর্শন অবজ্ঞা সহকারে লুপ্ত করাই যেন প্রগতির লক্ষণ! অনাদৃত পুথির স্তূপ হইতে কয়েকটি প্রচ্ছদপত্র উন্মোচন করিয়া আমরা অজ্ঞ কোন ভাবী মনীষীর কোতুহল নিবৃত্তির জন্ত একজন বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের বিবরণ সঙ্কলন করিলাম, যাহার গ্রন্থ একসময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র গৌরবের সহিত অধীত হইয়াছে, অথচ যাহার নাম নিজ বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতি দৃষ্টপূর্বক কোন কোন ব্যাকরণ পরীক্ষায় ক্ষুদ্র “কাদকচক্র”গ্রন্থ পাঠ্য করায় ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নামটি কোন প্রকারে বর্তমান পণ্ডিতসমাজে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তবাগীশই যে ঐ: বোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা বোধ হয় অনেক পণ্ডিতই অবগত নহেন।

বাঙ্গালার চারি জন মহানৈয়ায়িকের সন্মুখে একটি শ্লোক প্রচারিত ছিল :—

গুণোপরি গুণানন্দী ভবানন্দী চ দীধিতৌ।

সর্বত্র মথুরানাথ্য আগনীশী কচিং কচিং।

শ্লোকটিতে অতুমান-দীধিতির টীকাকারদের মধ্যে ভবানন্দকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অর্পিত হইয়াছে। আমরা পূর্বে (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৬৬-৭৭) গুণানন্দের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। ভবানন্দের সন্মুখে এষাবৎ বাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপ্রসাদ-বহুল।^১ ভবানন্দের গ্রন্থবাজি বখোচিত আলোচনা করিয়া তাহার সংশোধন এবং পরিবর্দ্ধন আবশ্যক।

১। নবদ্বীপবহিরা, ১ম সং, পৃ. ৬৩-৭০, ২য় সং, পৃ. ১৫৪-৬ ত্রুটি। ইংরাজীতে বর্ণিত মনোবোহন চক্রবর্তীর ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান বিবৃতি (J. A. S. B., 1915. pp. 285-6) অবলম্বন করিয়া পরে বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে :—Vidyabhusana : Hist. of Indian Logic, p. 479; Sarasvati Bhavana Studies, Vol. v, p. 137 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাবলী :—ভবানন্দ, শিরোমণির রচিত প্রচলিত ৮ খানা গ্রন্থেরই অতি সমীচীন টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এবাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) **প্রত্যক্ষদীপ্তিটীকা :**—ইহার একটিমাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মুদ্রিত স্থিতি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিমধ্যে চেষ্টা করিয়াও আমরা এই দুর্লভ গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি নাই। (দর্শনের ৪০৪ সংখ্যক পুথির বিবরণ, তত্ত্বাত্মক মুদ্রিত স্থিতির পৃ. ২৪৩ দ্রষ্টব্য)। সৌভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজেরই অমুদ্রিত-স্থিতি গ্রন্থসঙ্কলের মধ্যে আদিখণ্ডিত অপর একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ২৪ (২৪/০+৫২, একটিতে পত্রাঙ্ক ১০৫ লিখিত আছে—অর্থাৎ উপলভ্যমান অংশও পূর্ণাকারে পাওয়া যায় নাই)। উৎপত্তিবাদ হইতে অন্তর্থাখ্যাতি পর্য্যন্ত দীপ্তি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া টীকা সমাপ্ত হইয়াছে। দীপ্তির শেষ প্রতীক “কারণব্যাখ্যেতি” ব্যাখ্যাত হওয়ার পর সমাপ্তিসূচক পুষ্পিকা স্বা—

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতা প্রত্যক্ষদীপ্তিটীকানী সমাপ্ত : (১)।

লক্ষ্য করিতে হইবে, ঠাহার অন্তর্থাখ্যাতিবাদের পরেও দীপ্তিগ্রন্থের অন্তিম স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত দীপ্তির প্রাচীনতম টীকাকার ভবানন্দ ও তদীয় গুরু কৃষ্ণদাস সার্বভৌমের ব্যাখ্যাগ্রন্থদ্বারা (H. P. Sastri : *Notices of Sans. Mss.* vol. 1, p. 226) সমর্থিত হয় না। প্রত্যক্ষদীপ্তি গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত হয় নাই—ভবানন্দের এই টীকা মুদ্রিত হওয়া স্বদূরপর্য্যন্ত।

(২) **অনুমানদীপ্তিটীকা :** ইহাই ভবানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং তাঁহার ভারতবাসিনী খ্যাতির নিদান। ইহার প্রতিলিপি বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র—কাশ্মীর, পুণা, মাদ্রাজ, তাম্রোয়ার প্রভৃতির পুথিশালায় সুপ্রাপ্য। সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের সম্পাদনায় ইহার প্রথমাংশ (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়-প্রকরণ পর্য্যন্ত) মুদ্রিত হইয়াছে। ভবানন্দের পরবর্ত্তী জগদীশ ও গদাধরের অনুমানদীপ্তির টীকা ক্রমশঃ প্রচার লাভ করায় শ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ভবানন্দের এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পঠন-পাঠন নবদীপ হইতে উঠিয়া যায়। ভবানন্দের সম্প্রদায় তাঁহার পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নবদীপে সন্মান্যে জীবিত ছিল, রুদ্রের বিবরণে ইহার প্রমাণ লিখিত হইবে। এই তিন জন দীপ্তির শ্রেষ্ঠ টীকাকারেরই ব্যাখ্যাকৌশল উৎকৃষ্ট এবং ইহাদের ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য মিল পরিলক্ষিত হয়। তথাপি ভবানন্দের টীকা নবদীপে কেন বিরলপ্রচার হইল, তাহার কোন সহজতর পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার বাহিরে নব্যান্ধারচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইল কালীধাম। ইহা একটি বিশ্বয়কর কথা যে, ভবানন্দের এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন বঙ্গদেশে অর্থাৎ নবদীপে লোপ পাইলেও কালীতে ইহা বহু কাল পর্য্যন্ত গৌরবের সহিত অবাকালী দ্বারা বিশেষভাবে চর্চিত হইয়াছে এবং জগদীশ গদাধর অপেক্ষাও বাঙ্গলার

বাহিরে ভবানন্দের নাম অধিক পরিচিত। কাশীবাসী “ধুতিয়াজ” নামক একজন মহারাষ্ট্র-দেশীয় কবি “গীর্বাণবাগ্মঞ্জরী” নামে বালকপাঠ্য word-book জাতীয় ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। পুণার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (B. O. R. I. No 21 of 1919-24, পত্রসংখ্যা ২০) — গ্রন্থকার অমাত্য আসাদ খাঁ ও তৎপুত্র জুলফিকার খাঁর জীবদ্দশায় অল্পমান ১৭০৮-১০ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচনা করেন। এক দণ্ডের সহিত পুর্ববন্দর ভট্টাচার্য্যের উক্তি-প্রত্যুক্তি মধ্যে পাওয়া যায় :— (১০ পত্রে)

অরে তব শিতা বারানসীং ত্যক্তা গোড়দেশে বহুবর্ষপর্যন্তঃ কিমর্থং স্থিতঃ ?

বিজ্ঞানভাসার্থং স্থিতঃ ।

তর্হি কাশ্যামধ্যাপনং ন ভবতি কিম্ ?

ন ভবতি কৃতঃ, ভবতি, পরন্তু তত্র তর্কে অধীতম্ ।

কিং কিমভ্যন্তং তয়া ?

ময়াদৌ পঞ্চপ্রকরণাশ্রয়ীতানি, ততঃ চিন্তামণিরধীতঃ, পশ্চাৎ শিরোমণিরভ্যন্তঃ ।

তদনু মথুরানাগী অধীতা, ততঃ ভবানন্দী পঠিতা, ততঃ মিশ্রাস্তা অপি গ্রন্থাঃ দৃষ্টাঃ ।

এ স্থলে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তখনও কাশীতে জগদীশ-গদাধর ভবানন্দকে অভিবৃত্ত করিতে পারে নাই। কাশীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক জ্ঞানকৌস্তভকার মহাদেব ভট্ট খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভবানন্দের অল্পমানদীর্ঘিতিটাকার উপর “ভবানন্দীপ্রকাশ” নামে এক বিরাট ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং “সর্কোপকারিণী” নামে অপর একটি ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিলিপি বাঙ্গলার বাহিরে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে স্বেগ্রাপ্য। মহাদেব গ্রন্থদ্বয়ে লিখিয়াছেন, (গদাধর প্রভৃতি) গোড়ীয়গণ ভবানন্দের উপরি অথবা যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার উদ্ধারের জগাই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন:—

অনালোচ্য সিদ্ধান্তবাগীশবাণ্যং বৃথাহসিতঃ পণ্ডিতৈর্গৌড়জাতিঃ ।

বহুস্তাবিতং বুৎপাতাসবৃদ্ধং তদুদ্ধারণার্থে মনোভোগ এবঃ । (৭ম স্লোক)

এতদ্ভিন্ন মহাদেবের পুত্র দিনকর ভট্ট, গুরুপণ্ডিত এবং খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানা গ্রন্থের টাকাকার কৃষ্ণমিত্রাচার্য্যও ভবানন্দের উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমিত্রের “ভবানন্দীপ্রদীপে”র একটি প্রতিলিপির পত্রসংখ্যা ৯১৪ (Oudh Cat., Fasc. x, 1878, pp. 16-7)। ১৯শ শতাব্দীতেও কাশী অঞ্চলে ভবানন্দের গ্রন্থ পঠিত হইত, এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

(৩) **আখ্যাতবাদটীকা:**—এই দুর্লভ গ্রন্থের একটি ছিন্ন আদিখণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। তত্ত্বচিন্তামণি-মাধুরীর শব্দখণ্ডের সহিত যে শিরোমণির

২। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত মহাদেব-রচিত “মুক্তাবলীপ্রকাশে”র একটি মূল্যবান প্রতিলিপির কাল ১৭৫৮ সন্থ (অর্থাৎ ১৭০১-২ খ্রীঃ)। হস্তরায় মহাদেবের গ্রন্থরচনাকাল ১৭০০ খ্রীঃ পরে না হইয়া পূর্বে হওয়াই সম্ভব। মহাদেবের স্বহস্তলিখিত একটি পুস্তকের (সরস্বতীভবনের ৪৫২ সংখ্যক স্তায়গ্রন্থ) লিপিকাল ১৭১৩ সন্থ।

আখ্যাতবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, উপলভ্যমান টীকাংশ তাহার ৮৮১-১০০৯ পৃষ্ঠাব্যাপী।
গ্রন্থশেষের পুষ্টিকা বর্ণা :—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাণীশতর্কটীয়াবিরচিতা শিরোমণিকৃতাত্ম্যাতবাদসারসঙ্গরী সমাপ্ত।

পাপপুঞ্জহৃতে ক্লঞ্জে ভাষাঃমহাপুতং বহা।

কিত্ব সাতরিদং চিন্ত্য শিবাখ্যাতে ভগবৎপ্রভা।

মলাখে জাৎপে নাস ক্লঞ্জে কুসুমতিঃ পুংঃ।

লিলেখ গ্রন্থমেনন্ত অরসভাপসংহৃতঃ।

লিপিকার কল্প খুব সম্ভবতঃ ভবানন্দের পৌত্র কল্প তর্কবাণীশ স্বয়ং। প্রতিলিপিটি অতি
বিশুদ্ধ এবং ভ্রমপ্রমাদ-বঞ্চিত।

(৪) নঞবাদটীকা:—মাধুরীর শঙ্করগুপ্তের সহিত শিরোমণির নঞবাদ সটীক মুদ্রিত
হইয়াছে, তন্মধ্যে যে টীকাটিতে রচয়িতার নাম নাই, তাহা ভবানন্দ-রচিত বটে। কারণ, এই
টীকারই একটি প্রতিলিপির শেষে (Madras, D. 4256) স্পষ্ট কর্তৃনির্দেশ আছে :—

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাণীশেন বিনির্মিতঃ।

নঞবাদার্হপ্রবীণোঃ নিবন্ত হৃষিমাঃ তমঃ।

তদ্বিন্ন গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে (পৃ. ১০৮১) স্বরচিত গ্রন্থান্তরের নির্দেশ আছে—“এতত্ত্ব
এবকারসারসংগ্ৰহাৎ প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ” (অস্মদ্বিকটে রক্ষিত পুষ্টির পাঠ “শঙ্কালোকসার-
সংগ্ৰহাৎ”)।

(৫) গুণদীপ্তিটীকা:—এই অতি দুর্লভ গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি আমরা
নবদ্বীপে পৰীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—পত্রসংখ্যা ১০৫ (সম্পূর্ণ), প্রতি পত্রের পার্শ্বে
সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি আছে—“গুণশি সিটা। গ্রন্থশেষে স্বত্বাধিকারীর নাম আছে—
“শ্রীশ্রীহরিসার্কভৌমস্ত পুস্তকমিদং”। গুণশিরোমণি অর্থাৎ গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীপ্তি
গ্রন্থ ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও নানা টীকা সহ কুরুপ নিবিড়ভাবে নবদ্বীপে অদীত হইত,
তাহার নিদর্শন আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ২২)। দেখা
যায়, কৃষ্ণদাস সার্কভৌম, গুণানন্দ এবং ভবানন্দের টীকাই নবদ্বীপে প্রচারিত ছিল। জগদীশ
কিষা গদাধর গুণশিরোমণির টীকা করেন নাই এবং রামকৃষ্ণ প্রভূতির টীকা নবদ্বীপে
প্রচারিত হয় নাই। ভবানন্দের টীকায় বহু পূর্ববর্তী টীকাকারের মত ‘অন্তে,’ ‘কেচিৎ,’
‘নব্যঃ,’ ‘মাত্ৰাঃ’ (১৬২ পত্রে) প্রভৃতি নির্দেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৬) লীলাবতীশিরোমণিটীকা: ইহাও অত্যন্ত দুর্লভ। লণ্ডনের ইগ্গিং
অফিস-গ্রন্থাগারে একটি প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া যায় (Eggeling : I. O. Cat., I,
p. 668, পত্রসংখ্যা ৫৮, খণ্ডিত); পার্শ্বের সাক্ষেপিক পরিচয়লিপি “লী. শি. টী. ভ.” হইতে
সূচিকার ভবানন্দের কর্তৃত্ব ধরিতে পারেন নাই। মনোহর মজলাচরণ-শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :

নবনীলাবুদকচিরং চরণরংগকিঞ্চীকালং।

ইয়নবীনচোরং নন্দকিশোরং নমস্তায়াঃ।

পুণার একটি পুথিতে (No. 178 of 1895-98) শ্লোকটির পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—“সুন্দরং...।

নবনীতাজ্ঞপচোরং কমপি কিশোরং... । পুণার পুথির শেষে (৪১২ পয়ে) কতৃনির্দেশ আছে—“ইতি শ্রীভবানন্দসার্বভৌম (?) বিরচিতমেবকারটিঙ্গণং ।” লীলাবতীশিরোমণির প্রথমার্শে বস্তুতঃ এবকারবাদই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এবকারটিঙ্গণ বলিয়া লিখিত হইলেও পুণার খণ্ডিত পুথিতে এবকারের পরবর্তী যাত্রপদের শক্তিবিচার এবং নির্ধারণতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

ভবানন্দ-রচিত পদার্থগুনটীকা এবং বৌদ্ধাধিকারশিরোগণিটীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই ।

পক্ষধর মিশ্রকৃত আলোকের ভবানন্দরচিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

(৭) প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী : কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার একাধিক প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, প্রায়ই খণ্ডিত । অগ্রভাগে ইহা ছুপ্পাশ্য নহে । জম্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে রক্ষিত (Stein : Jammu Cat., 1894, pp. 145, 332-3) একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৩১৫) উল্লেখযোগ্য । এই টীকার প্রাচ্যে কোন মঙ্গলাচরণ-শ্লোক নাই । শেষে আছে :—

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিনির্মিতা ।

অলঙ্করোহু কংসারেন্দ্রগৌ সারমঞ্জরী ।

যস্মি নবাধিরা কৃতিং নদীয়াং বিবুধা নৈব মুখ্যবমানহস্ত ।

নহি জাতু বিহাতুম্ভংসহস্তে প্রতিপট্টমসৌ কচিং চকোরাঃ ।

ইতি শ্রীমহাশোপাখ্যায় শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশচট্টাচার্যবিরচিতা প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্জরী সমাপ্তা ।

শেষ শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহাই ভবানন্দের প্রথম রচিত গ্রন্থ ।

(৮) অজুমানালোকসারমঞ্জরী : এই গ্রন্থের একটি যাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি কাশীর সবস্বতী ভবনে রক্ষিত আছে, পত্রসংখ্যা ৫৩ যাত্র । প্রারম্ভ যথা :—

নবনীলাবুজ্জকচিরং চরণধনকিকিণীজাঃ ।

হৈহৈবীনচোরং নন্দবিশোরং নমস্তাঃ ।

অজুমানমণৌ সারমালোকীরং প্রবর্ততঃ ।

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকীৰ্ত্ততে ।

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি প্রায় অবিকল পূর্বোক্তিতে লীলাবতীশিরোমণির টীকায়ও লিখিত হইয়াছে—শেষোক্ত টীকার রচয়িতার সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তির অভাবে যদি কিছু সন্দেহ ঘটে, তাহার নিরসন এতদ্বারা হইতেছে ।

(৯) শঙ্কালোকসারমঞ্জরী : বহু বার অজুমানদীপ্তিতার টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে (B. I. Ed., pp. 56, 248, 575) । ইহারও খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (Ind. Office Cat., II. 561)—প্রারম্ভ যথা :—

নমস্ততা গুরুন্ মুখী শঙ্কালোকস্ত ককিকা ।

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকীৰ্ত্ততে ।

(১০) শঙ্করশিখারমঞ্জরী : ভবানন্দ অজুমানদীপ্তিটীকার সংপ্রতিপক্ষপ্রকরণে এই

দুর্লভ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন :—“এতেন শাস্ত্রবোধাদিকমপি ব্যাখ্যাংতং । অধিকঞ্চ
শব্দমণিসার(ম)ঞ্জর্যাং বিবেচিতমস্মাভিঃ” (অস্মদ্বিকটে রক্ষিত পুথির ২৫১২ পত্র) । আমাদের
নিকট ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (১-৩৫, ৪৩-২২ পত্র)—প্রারম্ভ বর্ণা :—

শ্রীগোবিন্দপদাস্তোজনঞ্চল্লমচীচয়ঃ ।

নিগূঢ়ঃ পাহমানন্ত মম সম্ভবলক্ষণং ।

নমস্কৃত্য গুরুন্ শব্দমণৌ নারং প্রবক্ষ্যঃ ।

শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতং ।

এক স্থলে (৭১১ পত্রে) “সার্বভৌমমতমপাস্তম্” এবং আর এক স্থলে (৬৪২ পত্রে)
“ইত্যস্মদগুরুবঃ” বলিয়া মত উদ্ধৃত হইয়াছে ।

ভবানন্দ সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানশব্দের মূলের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন,
কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিম্বা গ্রন্থান্তরে উল্লেখ দৃষ্ট হয়
নাই ।

(১১) শব্দার্থসারমঞ্জরী : ইহাই ভবানন্দের মৌলিক রচনা এবং ইহার বিভিন্ন প্রকরণ-
সমূহ পৃথকভাবে পাওয়া যায় । এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রকরণসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইল ।

(ক) কারকচক্র : এই সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণই ভবানন্দের নাম এখন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া
রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালার সর্বত্র ইহা আদরের সহিত অধীত হইত এবং এখনও হয় । ইহার
উপর এতদ্দেশে বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে । আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি ।
ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র-(দেব) তর্কবাগীশকৃত যৌক্তী টীকা—এই টীকা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে ।
ইহার বহুতর প্রতিলিপিতে টীকাকারের পরিচয় পুষ্পিকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে :—
“ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীকুন্দেরদেবতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতা পিতামহকৃতকারকার্থ-
নির্ণয়রৌক্তী সমাপ্তা” । (অস্মদীয় পুথির পাঠ) । দ্বিতীয় টীকা “মাধবী”ও বহু বার মুদ্রিত
হইয়াছে, রচয়িতা নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত (মৃত্যু, বৈশাখ
১২৭২) । যে কয়টি সংস্করণে “মাধবী” টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রচয়িতার নাম লিখিত
হইয়াছে “মাধব তর্কালঙ্কার”—ইহা ভ্রান্তিমূলক । সম্পাদকগণ সুপণ্ডিত হইয়াও নবদ্বীপের
প্রধান নৈয়ায়িকের সর্বজনবিদিত উপাধিটি বিস্মৃত হইয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় ।
কারকচক্রের আরও দুইটি অমুদ্রিত টীকা আমরা দেখিয়াছি । নবদ্বীপ অঞ্চলে একটি টীকা
পাওয়া যায়, রচয়িতার নাম অজ্ঞাত । এই টীকাটি প্রাচীন এবং পূর্বোক্ত মাধব সিদ্ধান্তের
পূর্ববর্তী এবং উপজীব্য ; মাধব সিদ্ধান্ত স্বয়ং ইহা “সারমঞ্জরী”কার জয়কৃষ্ণের রচনা বলিতেন ।
তাঁহার গৃহে রক্ষিত একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নিম্নলিখিত মজলাচরণ-শ্লোক সংযোজিত
হইয়াছে :—

প্রমাণ শিরসা কৃৎ জয়কৃষ্ণেন ধীমতঃ ।

কারকার্থবিবৃতিবিবৃতিভূক্ততে যুগা ॥

কিন্তু আমাদের পরীক্ষিত ৩৪টি প্রতিলিপিতে ইহা নাই । আমাদের হস্তগত একটি
সম্পূর্ণ প্রতিলিপির প্রতি পত্রের পার্শ্বে “গোবিন্দকাচটী” দেখিয়া মনে হয়, গোবিন্দ নামক কোন

অজ্ঞাত নৈয়ায়িক ইহার রচয়িতা। বিক্রমপুর অঞ্চলে ১৭২০ শকে অঙ্কলিখিত কারকচক্রের এক অজ্ঞাতপূর্ব টীকা পাওয়া গিয়াছে, প্রারম্ভ যথা :—

প্রথম পরমান্বানং বাগীশাংস্ত গুরুন নমঃ ।

ভাবং কারকচক্রস্ত বিবৃণোমি সত্যং যদে ।

শেষ পত্রে (৪১২) পুষ্পিকা যথা :—

বিনির্মিতা কারকচক্র-গুপ্ত-ভাবপ্রকাশা বরবর্ণমালা ।

কণ্ঠে বিলগ্না নবকামিনী ব যদং সত্যমাবহতু প্রকাশং ।

ইতি শ্রীভরুকচাম্পতিভট্টাচার্য্যবিরচিতা কারকচক্রভাবপ্রকাশা সমাপ্তা ।

কারকচক্রের বঙ্গীয় সংস্করণের শেষে দুইটি অঙ্কচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে (একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকা ভবতীত্যাদি), যাহা টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করেন নাই। অর্থাৎ তাহা ঠিক কারকচক্রের অন্তর্গত নহে, কিন্তু তাহা ভবানন্দেরই রচনা। কারণ, শেষ বচনে দোহাই আছে— “প্রপঞ্চিতমিদমেবকার্য্যবিচারেহস্মাভিঃ ।” ভবানন্দের লীলাবতীশিরোমণির টীকায় (পুণার পুথির ৪০-৪১ পত্রে) নির্ধারণ-যঙ্গীর এতদ্বিদ্ভিষ্ট বিচার যথাযথ পাওয়া যায় (এ স্থলে মুদ্রিত পাঠ “ইদমেব কার্য্যবিচারে” ভ্রমাত্মক)।

(খ) দশলকারবিবেচনং : ইহাও মুদ্রিত হইয়াছে (শ্রীযুত তারানাথ তর্কতীর্থ-সম্পাদিত “লকারার্থনির্ণয়,” ১৩২৪, পৃ. ৩২) এবং আমাদের নিকট পুথিও রক্ষিত আছে; কিন্তু প্রকরণটি কারকচক্রের গ্রায় জনপ্রিয় এবং সুপ্রাপ্য নহে।

(গ) আখ্যাতবিচার : “আখ্যাতস্ত বাচ্যং নিরূপ্যতে” ইত্যাদি দুই পাতার একটি ক্ষুদ্র প্রকরণ ভবানন্দের রচনা বলিয়া দৃষ্ট হয়—গ্রন্থমধ্যে শিরোমণির মত আলোচিত হইয়াছে। ইহা শঙ্করসারমঞ্জরীর অংশবিশেষ সন্দেহ নাই।

(ঘ) ষট্‌সমাসবিবেচনং : এই দুর্লভ প্রকরণের একটি প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রারম্ভ যথা, “নান্নাং সমাসো যুক্তার্থ ইতি বৈয়াকরণাঃ। নান্নামিত্যত্র বহুত্বমবিবক্ষিতং, নামত্বং স্থপঃ প্রকৃতিত্বং...।”

শেষ কথা, “যথাপ্রয়োগমন্ত্রত্ৰাপুং। মধ্যবর্ত্তিবিভক্তিলোপে সমাসোত্তরবর্ত্তিবিভক্তেরপি লোপঃ, সমাসস্ত প্রত্যেকপদাত্মান্নিঙ্গসংজ্ঞায়াং কারকবিভক্ত্যাদিকমুৎপত্তে ॥ ইতি শ্রীমন্নহামহোপাধ্যায়শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশবরভট্টাচার্য্যবিরচিতং ষট্‌সমাসবিবেচনং সমাপ্তং ॥” (৭১১ পত্রে) ষট্‌কারকবিবেচন অর্থাৎ কারকচক্রের গ্রায় ইহাও শঙ্করসারমঞ্জরীর অংশ-বিশেষ সন্দেহ নাই।

এতদ্বিধি ‘জাতিবিচার,’ ‘উপসর্গবিচার’ প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রকরণ পাওয়া যায়, তাহাদের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত, কোন কোনটা ভবানন্দের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

(১২) কারণভাবিচার : এই ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে—পুণার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (B. O. R. I. No. 159 of 1899-1915, পত্রদ্বয়খ্যা ১২)। প্রারম্ভে “অথ কিং কারণত্বং ॥” এবং শেষে “নিমিত্তকারণভেদেতি সংক্ষেপঃ। ইতি ভবানন্দভট্টাচার্য্যবিরচিতং (?) কা(রণ)ভাবিচারঃ সমাপ্তঃ।” আমাদের

অহুমান হয়, ভবানন্দ এই আত্মীয় উৎকৃষ্ট বাদগ্রন্থ আরও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হরিদাস তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ প্রচারিত হইলে ভবানন্দ প্রতৃতির রচনা লুপ্ত হইয়া যায়।

শিরোমণির উপরি ভবানন্দের ব্যাখ্যাগ্রন্থও পরে “সারমঞ্জরী” নামেই পরিচিত হইয়াছিল। “আধেষশক্তিবিচার” নামক একটি বাদগ্রন্থের এক স্থলে (২।১ পত্রে) “ইতি বৎসমানাধিকরণা ইতি লক্ষণব্যাখ্যানে সারমঞ্জরীকৃতঃ” বলিয়া ভবানন্দের অহুমানদীক্ষিত টীকার একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে ভবানন্দ তাঁহার গৌরবময় “সিদ্ধান্তবাগীশ” উপাধি দ্বারাই পরিচিত ছিলেন এবং স্থলে স্থলে “সিদ্ধান্ত-বাগীশাহুয়ায়িনঃ” বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল : এ বিষয়ে প্রায় সকলেই এ যাবৎ অল্পবিস্তর ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন। ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ দ্বারা নির্ণীত হইবে।

(১) স্থপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার বহু স্থলে ভবানন্দের মত নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি স্থল নির্দিষ্ট হইল :—

(ক) শিরোমণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনেক মন্তভেদ আছে। জগদীশ একটি মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—“অথগো দুঃখানবচ্ছিন্নঃ আনন্দো যস্মাদেতাদৃশো বোধো যন্ত তন্মৈ, যষ্ঠ্যর্থস্ত বিঘ্নতেত্যপি কশ্চিৎ”। এই ব্যাখ্যা ভবানন্দের কল্পিত, যথা—“অথগো দুঃখাসম্ভিন্ন আনন্দো যস্মাদেবংভূতোপাসনাত্মকো বোধো যন্তেতি বার্থঃ, যন্তেতি যষ্ঠ্যবিঘ্নতা।” ভবানন্দের পোত্র কৃত তর্কবাগীশও এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—“অথগো দুঃখাসংভিন্ন আনন্দো যস্মাদেতাদৃশো বোধো যন্ত তন্মৈ, যষ্ঠ্যর্থো বিঘ্নতঃ। তথা চ স্বর্গজনকোপাসনাত্মকবোধ-বিঘ্নায়েত্যর্থঃ” (যৌক্তী, ২।২ পত্র)। ভবানন্দের পূর্ববর্তী কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, রঘুনাথ বিজ্ঞানস্বার ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তীর টীকায় এই ব্যাখ্যা নাই। যথুনাথ তর্কবাগীশ দীক্ষিতের টীকায় এই ব্যাখ্যা কথঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাষায় (“অথগোহিচ্ছিন্নপ্রবাহঃ,” বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথির প্রথম পত্র) উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং জগদীশ যে এ স্থলে ভবানন্দের মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

(খ) ব্যাপ্তিপঞ্চকের দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যায় জগদীশ লিখিয়াছেন :—“কেচিত্ত্ব ব্যাপ্যবৃত্তিহ্যাপ্যবৃত্তিহ্যাদিরূপবিরুদ্ধার্থাধায়াং সংযোগাত্তাবতৈস্তব দ্রব্যগুণাত্তাদিকরণভেদেন ভেদো ন তু গগনাত্তাবস্তাপি মানাত্তাবাৎ, তথা চ সাধ্যবত্তিরগগনাত্তাবত্বি ধূমাদেঃ সত্বাদব্যাপ্তিরতঃ সাধ্যপদমিত্যাহঃ। তস্মান্দম্ ” (চৌখাঙ্গাং, পৃ. ৭৮)। ইহাও ভবানন্দ হইতে অনূদিত, যথা—“ন চাধিকরণভেদেনাত্তাবভেদপক্ষ এব এতলক্ষণমিতি সাধ্যবত্তিরে যোহ-ভাব ইত্যেতাবতৈব সামঞ্জস্তে সাধ্যপদবৈষয়্যমিতি বাচ্যং, ব্যাপ্যাব্যাপ্যবৃত্তিভিন্নরূপবিরুদ্ধার্থ-সংসর্গেণ দ্রব্যবৃত্তিসংযোগাত্তাবাদ্গুণাদিবৃত্তিসংযোগাত্তাবতৈব ভিন্নস্বোপগমাৎ ন তু ঘটাত্তাবাদেবপি অধিকরণভেদেন ভেদাত্তাপগমো মানাত্তাবাদিতি।” (ভবানন্দী, পৃ. ১০৩, অস্বদীয় পুথির ২২।১ পত্রের পার্শ্বটীকায় বিবৃতি আছে—“তথাচ সাধ্যবদ্বিমে বর্ত্ততে গগনাত্তাবত্বদ্বান্ সাধ্যবানেব তত্র হেতোবৃত্তিহ্যাদিসম্ভবাগাত্মাৎ”)। যৌক্তী টীকায় (৩০।১-২

পত্রে) ভবানন্দের পৌত্রও এই ব্যাধ্যাই লিখিয়াছেন এবং পরে জগদীশের একটি ব্যাধ্যায় দোষ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ভবানন্দ ও জগদীশের টাকা মিলাইয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ভবানন্দ পূর্ববর্তী ছিলেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অপরিহার্য গতানুগতিকতায় এখন পর্যন্ত যে ভবানন্দকে জগদীশের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।*

জগদীশের অমুমানদোষিতীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ ১৫৩২ শকাব্দ (১৬১০ খ্রিঃ) এবং তৎকালে তিনি “সকলনবদীপাধ্যাপকাগ্রগণ্য” ছিলেন (সা-প-প, ৫৩ বর্ষ, পৃ. ৩)। বুধা যায়, জগদীশ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই টাকা রচনা করিয়াছিলেন, পরে নহে এবং তৎকালে ভবানন্দ কালীবাসী কিম্বা বর্গত হইয়াছেন। আমরা শুষ্টিপাড়ায় ভবানন্দের কারকচক্রের একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, লিপিকাল ১৫১৬ শকাব্দ ৩০ ভাদ্র (১৫৯৪ খ্রিঃ)— ইহার পুষ্পিকায় “ত্রি”-শব্দ নাই। পক্ষান্তরে ভবানন্দ মথুরানাথেরও কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন এবং মথুরানাথের পিতা ত্রীয়ার তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ও সম্ভবতঃ সতীর্থ ছিলেন (ঐ, ৫০ বর্ষ, পৃ. ১০৩)। সুতরাং ভবানন্দের গ্রন্থরচনার কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রিঃ মধ্যে স্থাপন করাই যুক্তিস্কৃত, তাহার পরে নহে।

(২) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ-বিষয়ক একটি বাদগ্রন্থে সিদ্ধান্তবাগীশের মতের উপর হরিরাম তর্কবাগীশের উক্তি বিশেষের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাগীশ হরিরামের পূর্ববর্তী ছিলেন। হরিরাম সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্য্যের (১০০৬-১১১০ সন) গুরু এবং জগদীশের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। এতদনুসারেও ভবানন্দের পূর্বোল্লিখিত কালই সূচিত হয়।

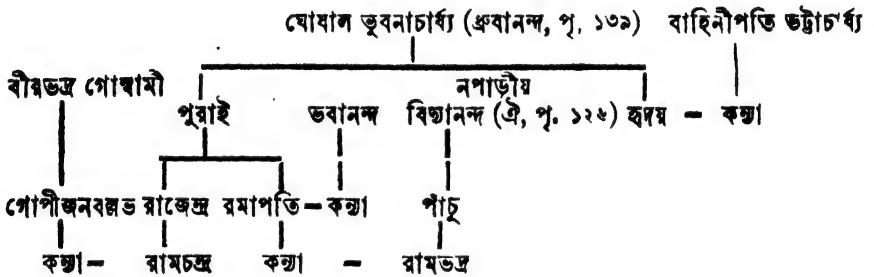
(৩) সৌভাগ্যক্রমে রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে সিদ্ধান্তবাগীশের দুইটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহার অভ্যুদয়কালের উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইয়াছে। কুলপঞ্জীর প্রতি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের জাজল্যমান অনাদর ও অবজার অবমান প্রার্থনা করিয়া আমরা এই নবাবিষ্কৃত তথ্যের বিবৃতি প্রদান করিলাম।

(ক) বাঙ্গালপাণী বন্দ্যবংশের বৃহস্পতিপ্রকরণে গোপালপুত্র নারায়ণ মিশ্র ১১০ সমীকরণের কুলীন—ধ্রুবানন্দ (মহাবংশ, পৃ. ১৩৭) তাঁহার কুলকারিকায় তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গোপীকান্তের নাম করিয়াছেন। গোপীকান্তের অন্ততম পুত্র পরশুরামের বিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়:—“মুং জগদীশভট্টাচার্য্যস্ত কন্যাবিবাহান্তকঃ ততো মুং সিদ্ধান্তবাগীশ-ভট্টাচার্য্যস্ত কন্যাবিবাহঃ” (সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথির ৩৩২ পত্র—পরশুরামের এই বিবরণ এবং বিস্তৃত বংশাবলী এই গ্রন্থেই লিখিত আছে, অন্ত কোন কুলপঞ্জীতে আমরা পাই নাই)। ধ্রুবানন্দ-লিখিত গোপীকান্তের জন্মকালের অধস্তন সীমা ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ

*। কপিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ভাষ্যপরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৭-৩০; সা-প-প, ৫৩, পৃ. ২ প্রকৃতি ত্রুটি। ১৯০৫ সনতে অর্থাৎ ঠিক ১০০ বৎসর পূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংকৃত হইয়া শিরোমণির “অমুমানচিত্তানবদীপীষতি” সর্বপ্রথম সূত্রিত হয়। এই গ্রন্থে জগদীশ ও ভবানন্দের সম্প্রদায় ভেদ অসিদ্ধি-প্রকরণের পাণ্ডটীকার (পৃ. ১৫৫-৬)-এই নির্দিষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু অণু পর্যন্ত নৈয়ায়িকগণ তাহা অগ্রাহ করিয়া আসিতেছেন (কারকচক্র, তারানাথ ভারতর্কতীর্থসং বিবেচন /০ পৃ. প্রকৃতি ত্রুটি)।

ধরা যায়; কারণ, পরে আরও সাতটি সমীকরণ হইয়াছিল এবং ঋবানন্দের রচনাকাল ১৫২৫ সনের পরে নহে (সা-প-প, ৫৮, পৃ. ১১০-১)। সুতরাং গোপীকান্তের পুত্রের স্বত্তর সিদ্ধান্তবাগীশের জন্মকাল ১৫০০-২৫ সন মধ্যে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত।

(খ) ঘোষালবংশে ভুবনাচার্য্য ১১৩ সমীকরণের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (ঋবানন্দ, পৃ. ১৩৯)। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয় সম্বন্ধে ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীতে আছে :—“হৃদয়স্ত ভাবলাভগুণা বন্দ্য বাহিনীপতে: কন্যাবিবাহাৎ হানিঃ” (ঘোষাল প্রকরণ, ১১২ পত্র)। বাহিনীপতি অপ্রসিদ্ধ বাহুদেব সার্কভোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভুবনাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র পুরাই অর্থাৎ পুরুষোত্তমের দুই পুত্র—রাজেন্দ্র ও রমাপতি। রমাপতির কুলক্রিয়ার বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল :—“রমাপতেষু ভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশস্ত কং বিং ভজঃ নবদ্বীপবাসী মহাধ্যাপকঃ। পশ্চাৎ কেম্য বং রামভদ্র প্রং নং পাঁচুজ বিজ্ঞানন্দ পৌত্রঃ বহুপ্র° * * *” (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৫৮৮/১ পত্র)। উক্ত রাজেন্দ্রের এক পুত্র “রামচন্দ্রস্ত—সিন্দুধামন বীরভদ্র গোস্বামিন: পুত্র গোপীজনবল্লভস্ত কন্যাবিবাহাৎ হানিঃ” (ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী, ঘোষালপ্র°, ১১১ পত্র)। এই সকল সম্বন্ধের বিবৃতি লতাকারে প্রদর্শিত হইল :—



ইহা হইতে বুঝা যায়, ভবানন্দ বাহিনীপতি ও নিত্যানন্দ প্রভৃৎ এক পুরুষ পরবর্তী। বাহিনীপতির জন্ম আনুমান্য ১৪৬০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে অনুমান করিয়াছি (সা-প-প, ৫৩, পৃ. ৯)—তদনুসারে ভবানন্দের জন্ম হয় ১৫০০-১০ সনের মধ্যে। পক্ষান্তরে ভবানন্দের একপরিবারস্থিত পুরাই, বিজ্ঞানন্দ ও হৃদয়ের নাম ঋবানন্দ স্বগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং কেহই ১৫২৫ সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরভদ্রের জন্মসনও ঐক্যপই বটে এবং ভবানন্দের জন্মসন অন্তত পক্ষে ১৫১৫ খ্রিঃ বা তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৪০-১৬০০ সন মধ্যে আপাততঃ স্থাপন করা যায়।

ভবানন্দের গুরু : বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ ভবানন্দকে মথুরানাথ তর্কবাগীশের ছাত্র বলিতেন (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯)। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। মথুরানাথ রামভদ্র সার্কভোমের ছাত্র (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭০-৭১) এবং ভবানন্দের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ছিলেন (ঐ, ৫০, পৃ. ১০৩)। ইহানীং বেহ কেহ ভবানন্দকে রঘুনাথ শিরোমণির শাফাৎ ছাত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (Sarasvati Bhavana Studies, v, p. 137)।

তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। ভবানন্দ শিরোমণির বহুকাল পরবর্তী ছিলেন, তাহার টীকার স্থলবিশেষের ভাষা হইতে এইরূপ বুঝা যায়। ব্যাস্তিবাদেব পূর্বপক্ষপ্রকরণে ভবানন্দের একটি ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত হইল :—(সোসাইটি সং, পৃ. ২৯৩) “তন্মাৎ বস্ত্ত ইত্যাদিপাঠঃ কাল্লনিকঃ। অতএব প্রাচীনপুস্তকে উত্তোলিত এব তিষ্ঠতীতি বহবঃ” (আমাদের পুথির পাঠ— “প্রাচীনপুস্তকে তন্ন তিষ্ঠতীতি বহবঃ” ৫৯১ পত্র)। এইরূপ ব্যাখ্যা শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের গুরু ছিলেন কৃষ্ণদাস সার্কভোম (সা-প-প, ৫৩, পৃ. ২ দ্রষ্টব্য) এবং তিনিও শিরোমণির বহুকাল পরবর্তী ছিলেন (ঐ, পৃ. ৩)। অর্থাৎ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এই চিরপ্রচলিত প্রবাদ অমূলক বলিয়া এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে।

ভবানন্দের ছাত্র : নবদ্বীপের নৈমায়িকগণ জগদীশকে ভবানন্দের ছাত্র বলিভেন, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কালীর পণ্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, ভবানন্দের টীকাকার মহাদেব ভট্ট ভবানন্দের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে; মহাদেব প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের প্রায় ১০০ বৎসর পরবর্তী ছিলেন। ভবানন্দের দুই জন ছাত্রের নাম অবিকৃত হইয়াছে—(১) গুপ্তিপাড়ার রাঘবেজ শতাবধান ভট্টাচার্য্য ও (২) পাটলির দেবীদাস বিজ্ঞানভূষণ। অনন্যসাধারণশক্তিশালী শতাবধান ভট্টাচার্য্যের বিবরণ আমরা অন্ত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৪-৫; কার্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৬৬-৯)। দেবীদাস নবদ্বীপনিবাসী বিখ্যাত গ্রামস্থতিটীকাকার কৃষ্ণকান্ত বিজ্ঞানবাগীশের বৃদ্ধপ্রশিষ্যমহা। কৃষ্ণকান্ত “তর্কামৃততরঙ্গিনী” নামক টীকাগ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্বপুরুষের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন :

সর্বাঙ্কোহুং কিল তত্র দেবী-দাসাঃ সর্বগুণাকরঃ সঃ ।
 অখ্যাত্য শাস্ত্রং সকলং ত্রয়েণ পিতুঃ সকালেহং সমাগতোয়ং ।
 ভাষাশিল্পাং পণ্ডিতুঃ প্রবক্তাং সিদ্ধান্তবাস্তবগুরোঃ সমীপে ।
 তমালপা শাস্ত্রার্থবোধেন তুষ্টৌ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ এবঃ ।
 ভবান্ মহীমান্ ভবিতাত্ত শাস্ত্রে উচে মহাবীরকুশাতিবীরঃ ।
 অখ্যাত্য তর্কশাস্ত্রাণি তন্মাৎ সর্বাণি সর্বশঃ ।
 আহুয় পিতরৌ নারীং সমানীং প্রবক্ততঃ ।
 বারাগদীষাজিতবান্ বিজ্ঞানভূষণনামকঃ ।
 অখ্যাপরাংস চিরং সর্বশাস্ত্রক তত্র বৈ ।

(কালীর সম্বতীভবনের ৭৮৫ সং ভাষাপুথি)

দেবীদাস পরে পুত্রের বিবাহার্থ আসিয়া পাটলিগ্রামে বাস স্থাপন করেন এবং সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কৃষ্ণকান্ত তৎসম্বন্ধে একটি অতিশূল্যবান “প্রাচীন কবিতা” উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অহমেবো নবদ্বীপে ক্রতনা(খঃ) তথাপরঃ ।

পূর্বহল্যাং রমানাথঃ পাটল্যাং ভূষণধরঃ ।

তাক্রিতে রাঘবাস্ত সৰ্গশাস্ত্রবিশারদাঃ ।

পৃথিৱ্যাং দারভূতাক্ত বড়তে শাস্ত্রবিগ্ননাঃ । (১৭ পত্র)

দেবীদাস ভিন্ন বাকী পাঁচ জনের পরিচয়াদি এখন জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকান্তের উক্তি হইতে মনে হয়, দেবীদাস কালীতেই ভবানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধ্যয়নকাল আনুমানিক ১৫৭৫-১৬০০ সন মধ্যে পড়িবে।*

ভবানন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভ্রামবাগীশ :—রাঢ়ীয় কুলপত্রোতে আমরা এই অজ্ঞাতপূৰ্ণ নাম আবিষ্কার করিয়াছি। (১) ধনো চট্টবংশীয় হরিদাসের কুলকারিকা ভ্রবানন্দের মহাবংশাবলীতে (পৃ. ১০৫) পাওয়া যায়। তাঁহার এক পুত্র জগদীশ বিদ্যানিধি, তৎপুত্র মুকুন্দ চক্রবর্তী। “মুকুন্দস্ত কন্তা শ্রীকৃষ্ণ ভ্রামবাগীশে প্রং সিদ্ধান্তবাগীশজ নবদ্বীপে অত্র মহালজ্জা (পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পৃথি, ধনোগ্রন্থকরণ ১৪:২ পত্র)। “ততঃ কন্তা মুং শ্রীকৃষ্ণ ভ্রামবাগীশে বিবাহহানি: ভুল্লাই ব্রাহ্মণখ্যাতি নদিয়াবাসী সিদ্ধান্তবাগীশজঃ”। (২১০২ সং পৃথির ৩১৩২ পত্র)। এখানে অজ্ঞাতপূৰ্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, মুখবংশীয় ভবানন্দের আদিস্থান ছিল ‘ভুল্লা’ অর্থাৎ নোয়াখালি।

(২) অবসথী চট্টবংশীয় মধুর পুত্র অনন্তের কুলকারিকায় ভ্রবানন্দ (পৃ ১৪২) তৎপুত্র দেবীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দেবীদাসের এক পুত্র হরিরাম। হরিরামস্বত গোপী-রমণের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—“ততো নদীয়াবাসী মুং শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রামবাগীশস্ত কন্তা গ্রহণান্তকঃ” (পূৰ্ণোক্ত ২১০১ পৃথির ২২৪১ পত্র ও ১৮১৫ পৃথির ২০৫২ পত্র)। উভয় উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিরূপণ করা যায় এবং তদ্বারা ভবানন্দের পূৰ্ণোক্ত সময়ই সমর্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অখন্তন বংশধারা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভবানন্দের পুত্র রাম তর্কালঙ্কার :—সম্প্রতি আমরা ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশের অজ্ঞাবধি আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া ভবানন্দের অপর পুত্র “রাম তর্কালঙ্কার”র নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মুক্তাবলীর “রৌদ্রী” টীকার প্রারম্ভে রুদ্র তর্কবাগীশ বন্দনা করিয়াছেন :—

তাতঃ শ্রীরামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং ।

নদ্যা রুদ্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বিবচতে । (২য় স্লোক)

অনুমানদীপ্তিত্তির রৌদ্রী টীকায়ও পাওয়া যায় :—

তাতঃ শ্রীরামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং ।

অগ্রজং দীপ্তিত্তৌ নদ্যা রৌদ্রী রুদ্রেণ তত্ততে । (২য় স্লোক)

৪। দেবীদাসের পুত্র রাঘবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যচক্রবর্তী (সি-প-প, ৫০, পৃ. ৪৪-৬), তৎপুত্র “বিবেকের তর্কালঙ্কার” নবদ্বীপাবিপত্তি রাজা ৩য়রামের নিকট কুমিদান পাইয়াছিলেন—সনদের তারিখ ১ বৈশাখ ১১২৮ সন অর্থাৎ ১৭২১ খ্রী (নদীয়াকালেক্টরীর ২৮৭নং তারদান দ্রষ্টব্য)। বিবেকের পুত্র কালীচরণ ভ্রামালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন (ঐ, ২৮৬ নং তারদান)। কৃষ্ণকান্তের বর্তমান বংশধরগণ পূৰ্ণপুস্তকের দায়কীর্তি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া কালধর্মে কৃত্রিমতার আশ্রয় লইয়াছেন এবং মহাপ্রভুর জাতি-বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

বিবাহরৌদ্রীর প্রারম্ভে রুদ্র তাঁহার পিতার “তর্কালঙ্কার” উপাধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৭০)। ভবানন্দের এই পুত্রের নাম “রাম” না “শ্রীরাম” তদ্বিষয়ে সংশয় হয়, কিন্তু শ্রীমধুসূদনের দ্বারা শ্রী-শব্দ নামের অংশ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের “সমাদ ভাস্কর” পত্রিকায় নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রসঙ্গে সাত জন প্রাচীন নৈয়ায়িকের নামোল্লেখ আছে—মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর, মধুসূদন, মহিষারাম, হরিয়ারাম ও শঙ্কর। তন্মধ্যে মধুসূদন ও মহিষারাম রুদ্র তর্কবাগীশের অগ্রজ ও তাত বলিয়া মনে হয়। “মহিষা” বিশেষণ পদে শারীরিক বলসূচক অধুনা অজ্ঞাত কোন বিন্দ্বয়কর ঘটনার স্মৃতি অন্তর্নিহিত আছে সন্দেহ নাই। ভবানন্দের এই পুত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার ছিলেন। রুদ্র তর্কবাগীশ অসুমানদীপ্তির পৌত্রী টীকায় বহু স্থলে “পিতৃচরণান্ত” বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (অশ্বৎপরীক্ষিত প্রতিলিপি ২১১, ৬২, ১৩২, ২২১, ৩৩২, ৪২১, ২৩৮২, ২৪৪১২, ২৪৭২ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিরোমণির মঙ্গলাচরণশ্লোকে তাঁহার একটি ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত হইল:—“বিষ্টভ্য তুষ্ট্যতুষ্টভ্যাং বন্ধমোক্ষবিশিষ্টানি কৃৎসেতি পিতৃচরণাঃ।” (২১১ পত্র) এই সকল বচন রাম তর্কালঙ্কারকৃত চিরলুপ্ত দীপ্তিটীকা হইতে গৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সৌভাগ্যবশতঃ ভবানন্দের এই পুত্রকৃত একটি কারকবিচার গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে (মাত্র ৫ পত্র)—প্রারম্ভে আছে:—

ও নমঃ শিবায় ॥ অভয়বরপাণিঃ স্নেহবন্তে ॥ বিবাসঃ রহসিঃ পিরিহিতাঃ সন্নিধৌ নৃত্যমানঃ ॥

বিগলিতগলসর্পাস্তাত্মাসুড়বন্ধঃ পশুপতিরঘণাঈশ্ব্য চিন্তনীয়ো মধ্যমাধ্য ॥

পিতৃব্যাখ্যাং ত্রাকামধুরমপি তুচ্ছীকৃতবতীঃ

সমাকর্ণ্য প্রাচীনমুগ্ধমগ্নিরাং তত্ত্বগহনে।

মতং জ্ঞাত্বা তেবাং সমধিগতসিদ্ধান্তনিচয়ো

বিধস্তে শ্রীরামঃ কৃতিগতিকৃতে সাধুপদবীধ ॥

অপাদানদ্বারয়োঃপাদানাবয়বস্ত বটু কারকপদার্থাঃ...।

গ্রন্থকার যে স্বীয় পিতৃদেব ভবানন্দের কারকচক্র অবলম্বন করিয়াই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে তাহা বুঝা যায়:—

“তত্রাপাদানদ্বাদিষু অমুগমকং ক্রিয়াবৈধিধাত্বং ন তৎপদার্থতাবচ্ছেদকং স্তোকে পচতি ইত্যাদৌ ক্রিয়াবিশেষণে স্তোকাদৌ বর্ণকামো বস্তুভেদাত্মাদৌ ক্রিয়াপ্রকারীভূতবিধার্থেষ্টসামনদ্বাদৌ চাতিপ্রসঙ্গাৎ। নাপি সাভর্ষধাত্বং তৎ মৈত্রস্ত তত্ত্বনিত্যাদৌ বর্টার্ধসম্বন্ধাবতিপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু ক্রিয়াধরিত্বে সতি সাধুপদবৈ তৎ, স্তোকে পচতি ইত্যাদৌ ভেদেন পাকাবিশকারীভূতোপি স্তোকাধিন সাভর্ষ ইতি নাসিপ্রসঙ্গঃ।” ২১১ পত্র

দুঃখের বিষয়, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অতি সামান্য অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাম তর্কালঙ্কার সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার নিকটই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন বাচস্পতি : রুদ্র তর্কবাগীশ অসুমানদীপ্তিরৌদ্রীর পূর্বোক্ত বন্দনশ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মধুসূদন তাঁহার “অগ্রজ” অর্থাৎ ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপমহিষাগ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৭০, ৮১) যে মধুসূদনকে ভবানন্দের পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা

ষ্টিক নহে। মধুসূদনকে বন্দনা করায় বুঝা যায়, রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁহারই নিকট গ্রাহ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অহুমানদৌধিতির রোদ্রী টীকায় বহু স্থলে রুদ্র তাঁহার “গুরুচরণে”র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২১১, ৩১১, ১১৩১১, ১২৩১২, ২৩৮১২ পত্র)। মধুসূদনও স্তুতস্বায় দৌধিতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং ভবানন্দের টীকা তাঁহারও উপজীব্য ছিল। কারণ, রুদ্র তর্কবাগীশ সামান্যনিকৃতিপ্রকরণে “গুরুচরণাস্তু...ইতি পিতামহব্যাখ্যাং পরিচক্ষকঃ” বলিয়া একটি সূদৌর্ঘ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১১৩১১ পত্র)। এই মধুসূদনকে আমরা গুণানন্দের গুরু মনে করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৬২-৭০), কিন্তু এক্ষণে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে—গুণানন্দ এই মধুসূদনের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন এবং তাঁহার গুরু মধুসূদন ষোড়শ শতাব্দীর অপর একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। ভবানন্দের পৌত্র মধুসূদন বাচস্পতিয় খ্যাতি প্রতিপত্তি নবদ্বীপে দীর্ঘকাল বাচিয়াছিল; তাঁহারই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচারিত হইয়াছিল :—

মিথিলাতঃ সমায়াতে মধুসূদনগীপতৌ।

চকম্পে জায়বাগীশঃ কাতরোহুদুর্দদাধঃ।

(সাহিত্য-পরিষদের ১২৬২ সংখ্যক পুথির ২১১ পত্র, ১০২ শ্লোক)

জায়বাগীশ গদাধরের সমকালীন (বাহুদেব সার্কীভোমের বংশধর) গোবিন্দ জায়বাগীশ—উভয়েই রাজা রাঘবের নিকট স্ববৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকটির নানাবিধ পাঠ কল্পনা করিয়া প্রায় সকলেই তাহা মধুসূদন সবস্বতীর খ্যাতি-বিষয়ক বলিয়া ধরিয়াছেন (অঐতহাসিকির ভূমিকা, পৃ. ২২, ২৬)—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। অঐতহাসিকির মধুসূদন গদাধরের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ববর্তী, তিনি মিথিলা কিংবা নবদ্বীপে পড়িয়াছিলেন, এরূপ কোনই প্রমাণ নাই।

রুদ্র তর্কবাগীশ : এই “ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি” অর্থাৎ নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের সর্কশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “অহুমানদৌধিতিরোদ্রী”র একমাত্র আবিষ্কৃত প্রতিলিপি আলোয়ার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (Peterson : Ulwar Cat., p. 27)। সম্প্রতি সীতারামো রাজ্যের মহারাজকুমার ডক্টর রঘুবীর সিংহের পরম সৌজন্মে এই অতিচূর্ণভ গ্রন্থের একটি অল্পলিপি (পত্রসংখ্যা ৩৪২) আমরা পরীক্ষা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং তজ্জন্ম মহারাজকুমারের নিকট বখোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর রোদ্রী টীকার রুদ্র স্বরচিত এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন (“অহুমানদৌধিতিরোদ্রীমধিকং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ,” ৩১১ পত্র) এবং তিনি যে ভবানন্দেই পৌত্র, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। গ্রন্থারম্ভ এই :— (দ্বিতীয় শ্লোকটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে)

ঈশরণেশ্বর নমঃ। ওকারপ্রভপাভার জগদানন্দদায়িনে।

নমো নিবেশেশ্বায় পরনিবৃতিদায়িনে।

তাং-০-১২

অবজার ন চ ত্যাজ্যা রুদ্রঃ পুত্রমতিং পুনঃ।

বিভাব্যা কৃপয়া বীরাঃ ব্যাখ্যা রোদ্রী স্তুতিভাঃ।

পূর্বৈকপেক্ষিতো দ্বিতৈঃ স্তম্বাচ্চিহ্নবাহুভ্যেঃ ।

ষোড়শঃ সোহয়ং বিভাব্যক্ত রূপেণ ক্ষুদ্রদর্শিনা ॥

প্রারম্ভিতস্তম্বসমাপ্তিপরিপন্থিচরকির বিবর্তার্থঃ ইত্যাদি ।

লিপিকরের প্রমাদে অমূল্যলিপি পত্রসমূহ পৌরোপধ্যায়ী হইয়া আছে—মধ্যে অনেক পত্র পতিত এবং শেষাংশ বাধপ্রকরণমধ্যে খণ্ডিত । পূর্বখণ্ডের শেষে পুষ্পিকা যথা,

প্রথম(ল)ক্ষণতত্ত্বার্থে ত্রিকূপদপঞ্চজে ।

সামান্তুলক্ষণাচিত্তা বধিহা রূপশর্ষণঃ ।

ইতি ঈতট্টাচার্যচূড়ামনি-ঈকস্তম্বট্টাচার্যবিরচিতা সামান্তুলক্ষণাবোধিত্যৈরৌজী সমাপ্তা (২৩০-৩০ পত্র) ।

উপাধিপ্রকরণের শেষে আছে :—

জগদ্বিস্মৃতিত্বার্থমুপাধৌ রূপশর্ষণঃ ।

মুমুক্ষুণা বিভাব্যোতি নিরন্তরেন বর্ণিতঃ ।

ত্রিকূপদপঞ্চজে মতির্মন্ত সর্বদা । (২৮২।১ ও ৩২৩।২ পত্র)

সাধারণতঃ দীধিতির টীকাকারদের প্রমাণপঞ্জী শূন্যপ্রায়ই হইয়া থাকে । সৌভাগ্যবশতঃ রূপের প্রমাণপঞ্জী দীর্ঘ না হইলেও উল্লেখযোগ্য । মিশ্র-সার্কভৌম প্রভৃতি সর্বজনবিদিত নাম পরিচয়্যগ করিয়া আমরা বর্ণানুক্রমে তাহা প্রদান করিলাম ।

অনিরুদ্ধ (২১।২, ২২।১ পত্র, অজ্ঞাতপূর্ব এক প্রাচীন দার্শনিক)

অম্বভিবাদ (২১৭।২ বিবেচিতমম্বভিবাদে (৭) অম্বাভিঃ)

নঞবাদদীধিত্যৈরৌজী (৩০৭।২ রূপকৃত অপর একটি বিলুপ্ত টীকা) ।

নঞবাদদীধিত্যৈ-সারমঞ্জরী (১০৫।১ : “অতএব লোহিতো বহ্নিনীন্তীত্যাদৌ

নঞবাদদীধিত্যৈসারমঞ্জর্যাং পিতামহচরণৈরেবমেব প্রতিপাদিতং সঙ্গচ্ছতে) ।

নৈষধ (২২।২)

পরীক্ষামুখ্যমনিঃ (৬৬।১)

প্রমাণোত্তোতরুং (২১।২)

বিজ্ঞাবাগীশ (৩২২।১ = গুণানন্দ)

বাঘবভট্ট (শারদাটিপ্পণ্যাং ওঁকারবিবেচনাপ্রস্তাবে, ১।২)

হরিদাস ভট্টাচার্য (১৮২।১, ১৯৭।১ দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার)

এতদ্ভিন্ন “গুরুচরণাঃ” (৫ বার), “পিতৃচরণাঃ” (১৮ বার) এবং সার্কপেক্ষা বেশী “পিতামহচরণাঃ” (২।১ হইতে ৪৮ বার) বলিয়া স্বসম্প্রদায়ের বহুতর সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া রূপ ভাঁহার এই টীকার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছেন ।

রূপ নামোন্মেষ না করিয়া বহুতর পূর্বতন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে জগদীশ ও গদাধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জগদীশের ব্যাখ্যা বহু স্থলে (৬।২, ৮.১, ৯।১ প্রভৃতি পত্র) খণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপকভাবে নহে । পঞ্চাঙ্করে প্রত্যেক প্রকরণে গদাধরের ব্যাখ্যা পদে পদে খণ্ডিত হইয়াছে এবং বহু স্থলেই অতি তীব্র ভাষায় । এক সামান্তনিক্তিপ্ৰকরণেই (১০২-২০ পত্র) আমরা গদাধরের ব্যাখ্যা ১০

বার খণ্ডিত দেখিয়াছি—ইতি কেনচিং প্রলপিতমনাদেয়ং (১০৭।১), ইতি কেনচিদলক্ষ্যদর্শনা প্রলপিতমপান্তং (১০৯।১) প্রভৃতি ভাষার তীব্রতা তদ্ব্যবহায়ে লক্ষণীয়। সব্যভিচারপ্রকরণে গদাধরের একটি ব্যাখ্যা “তদতীত্ব হস্তান্তরং” বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১২০।২)। রুদ্র তর্কবাগীশ নিঃসন্দেহ গদাধরের সমকালীন এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহার এই টীকা অল্পমান ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। গদাধরের পর নবদ্বীপে সমগ্র অল্পমানদীপ্তির উপর টীকা রচনার ইহাই শেষ চেষ্টা বলিয়া মনে হয় এবং বুঝা যায়, রুদ্রের সময় পর্যন্ত ভবানন্দের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু জগদীশ গদাধরের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি রুদ্র রহিত করিতে পারেন নাই।

রুদ্র তর্কবাগীশের অল্প গ্রন্থের বিবরণ আমরা পূর্বে লিখিয়াছি (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৬২-৭০)। তদ্ব্যবহায়ে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রৌদ্রী টীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মুক্তাবলীর উপর বাঙ্গালী পণ্ডিত-রচিত এই একটিমাত্র টীকাই সম্পূর্ণরূপে আবিস্কৃত হইয়াছে এবং ইহা মুদ্রিত হওয়া উচিত। রুদ্র তর্কবাগীশের সমাক্ষ পরিচয়াদি এখন উপলব্ধ হওয়ায় মুক্তাবলীর রচয়িতা যে বিশ্বনাথ পঞ্চানন নহেন, তাহা দ্বিগুণে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যিনি অল্পমানদীপ্তির টীকা রচনা করিয়া গদাধরের স্তায় পণ্ডিতকেও তাঁহার জীবদ্দশায় আক্রমণ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকসমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বথেষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ভবানন্দের পৌত্ররূপে তাঁহার পক্ষে ভবানন্দের পরবর্তী ভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং নবদ্বীপ-ভিন্ন দেশের (বিশ্বনাথ কান্দীবাসী ছিলেন) এক সমকালীন পণ্ডিতের অর্কাটীন গ্রন্থের উপর উপটীকা রচনা করিতে বাওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। মুক্তাবলী রৌদ্রীতে উদ্ধৃত তমঃস্বদ্বীয় একটি মনোহর শ্লোক আমরা প্রকাশ করিলাম :—(৪।২ পত্র)

তথা চোক্তং, ত্রয়াং খণ্ডনপণ্ডিতঃ কিত্তিগুণঃ সীমাংসকঃ শংসতে
তদ্ব্যবহায়ে পিতৃভূক্তগত তিসিরং বৈশেষিকা মথতে ।
আলোকানবভাসনে মতিবশাৎক্ষান্তোত্তমানো গুরু-
ভাঁহতাং পুনরাহ পোতমমুনির্জন্মাককল্পানলঃ ॥ ইতি

রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জীতে রুদ্রের একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গয়ঘড়ী বন্দ্যবংশীয় বৈষ্ণবনাথের কারিকায় ভুবানন্দ (পৃ. ১২০) গৌরীকান্তাদি ৫ পুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। গৌরীকান্তের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রামহ্মদের কুলবিবরণে লিখিত আছে—“মুং রুদ্র তর্কবাগীশস্ত কস্তাগ্রহণান্তঃ নবদ্বীপবাসী” (পরিষদের ২১০২ সং পৃথি ২১।১ পত্র)। কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে এই ঘটনার কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পড়ে। কুলীনের কুলভঙ্গাবস্থা রুদ্রের সামাজিক মর্যাদা ও সমৃদ্ধি স্মৃতিত হয়।

ভবানন্দের ধর্ম্মমত : স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ভবানন্দ বৌদ্ধ তাত্ত্বিক ও মন্তপারী ছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে নবদ্বীপের জনসাধারণ তাড়াইয়া দিলে তিনি নলাহাটিতে চলিয়া যান (R. A. S. B. Mss. Vol. V, p. LXIX প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভবানন্দ ও রুদ্রের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা ইহা সম্পূর্ণ

অমূলক বলিয়া মনে করি। ভবানন্দ কোন কোন গ্রন্থ “নন্দকিশোর”কে বন্দনা করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। শঙ্করমণিসারমঞ্জরীর অনেক প্রকরণের শেষে ভবানন্দের গোবিন্দভক্তি স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত রহিয়াছে :—

আকাজ্জ! শ্রীভবানন্দশৰ্ম্মণে নিত্যং কট।

শ্রীগোবিন্দ ভবৈবাজ্জিগরসীকহবীক্ষণে । ৫৫।১ পত্র

শ্রীকৃষ্ণ এব সিদ্ধান্তবাগীশস্তেতি বাক্যতঃ।

গতিরিত্যুক্তিজ্ঞানদেব জ্ঞানাত্মকত্বাৎ শাস্ত্রীঃ । ৭২।১

অপূৰ্ণরূপলাবণ্যবিশ্বাপিতমনোভবঃ।

বপুশ্চিত্তকলিতঃ কিমপ্যভিনবঃ সুখঃ । ৮৩।১

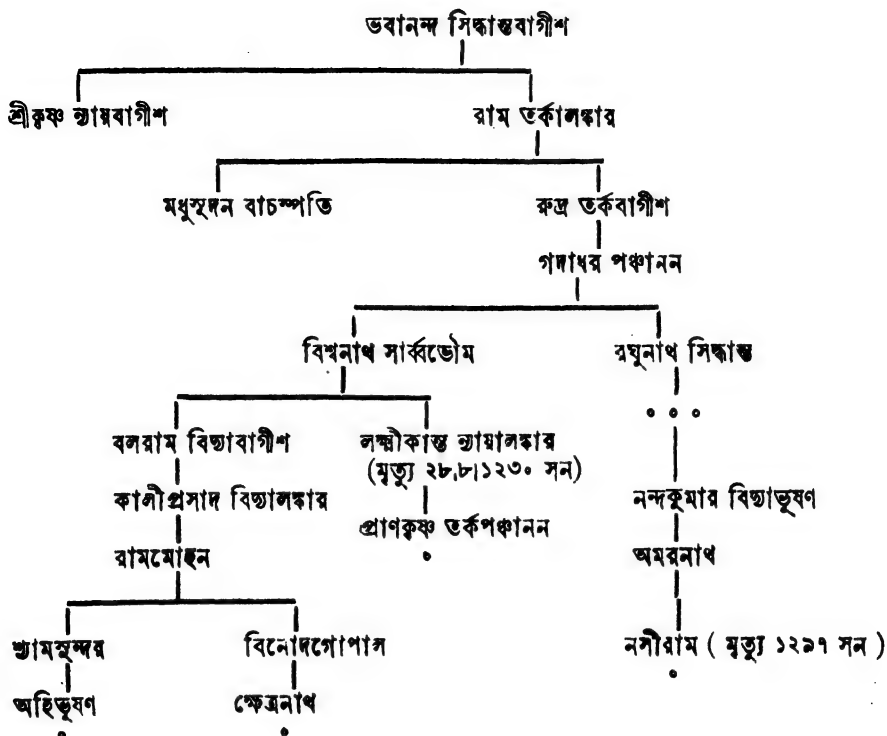
কেবল তাহাই নহে, এই গ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক সন্দর্ভে বৈষ্ণব মতের অমূল্য বৈশিষ্ট্য দার্শনিক বিচারের অবতারণা আছে, নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সমাজে তাহা অপূৰ্ণ ও বিশ্ময়জনক বলিয়া বিবেচিত হইবে :—“আবির্ভাবতিরোভাবশালি ভগবচ্ছরীরং নিত্যমেব নতুৎপত্তিবিনাশবদিত্তি তু লা(ভ)ভাঃ। যুক্তৈকতৎ, তত্ত্বংকার্যনির্কাহায় ভগবতঃ শরীরেহতু্যপগতে তস্ত ধ্বংস-প্রাগভাবকল্পনে প্রতিসদমস্তান্ততৎকল্পনে চ গোববাৎ তন্নিত্যাত্ম্যামেব বিশ্রামাদিত্তি। ন চ মহুশ্যাদিশরীরে.....অন্ত বা রামকৃষ্ণাদিশরীরসন্তানশ্রানাদিঅনন্তত্বঞ্চ প্রবাহাবিচ্ছেদরূপ-নিত্যত্বমেব চ ভগবচ্ছরীরনিত্যত্ববোধকাগমস্তার্থ ইতি।” (৮৫-৬ পত্র) রুদ্র তর্কবাগীশেরও গোবিন্দভক্তি পূর্বোক্ত বন্দনায় পরিস্ফুট। কেবল ব্যতিরেকি প্রকরণের শেষে স্পষ্টতর উক্তি আছে :—

অমুমানবিভাগেহ সিন্ধু রুদ্রস্ত চিত্তনয়নঃ।

রাধাবদবস্থা (বা)-ঐশ্য ভবেচ্চেৎ সার্বকন্দল।

কুলপঞ্জীতেও রুদ্রকে নবদ্বীপবাসীই বলা হইয়াছে। স্তব্ধাং শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ভবানন্দের বংশলতা : আমরা অমুসন্ধান প্রাপ্ত ভবানন্দের একটি বংশধারা প্রকাশ করিলাম। নদীয়ার কালেক্টর Ogilvie সাহেবের ৩০.৭.১৮২৭ তারিখের মূল্যবান পত্রে প্রাণকৃষ্ণের বিবৃতি হইতে এবং ৬৮৭নং তায়দান হইতে রুদ্রের বংশধারা সংলিখিত হইল। রাজসাহীর তৎকালীন জমিদার নবদ্বীপস্থ চতুষ্পাঠীর জ্ঞান রুদ্র তর্কবাগীশকে ৫০ বৃত্তি দিতেন। নবদ্বীপে ভবানন্দের বংশ এখন বিলুপ্ত।



বাংলা সাময়িক-পত্র—৩

১২৮২—১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৫—এপ্রিল ১৮৭৮)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে (পৃ. ৩৩) ‘মদ না গরল’ নামে একখানি মাসিকপত্রের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭২) প্রথম প্রচারিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ‘সোমপ্রকাশ’ (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) প্রকাশ :—

“২৭ আষাঢ়, বুধবার।—আমরা আহ্লাদিত হইলাম ‘মদ না গরল’ নামক পত্রিকাখানি পুনর্বীর আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্বরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।”

‘মদ না গরল’ বিনা মূল্যে বিতরিত হইত; ইহা ১২৮০ সাল বা ১৮৭৩ সনেও জীবিত ছিল। ‘স্বলভ সমাচার’ (৩০ বৈশাখ ১২৮১) লিখিয়াছিলেন :—এত দিনের পর কান্তিক ও অগ্রহায়ণ [১২৮০] মাসের ‘মদ না গরল’ প্রকাশিত হইয়াছে।”

এই পত্রিকাখানি সম্পাদন করিতেন শিবনাথ শাস্ত্রী; তিনি ‘আত্মচরিতে’ লিখিয়াছেন :

“কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া...আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian Reform Association নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি স্বরাপান বিভাগের সভ্যরূপে ‘মদ না গরল’ নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে স্বরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গণ্য পণ্ডিত প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে-সময়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।”

গত বারের বিবরণের বথানানে আরও কয়েকখানি পত্র-পত্রিকার নাম সংযোজন করিতে হইবে; সেগুলি—

“আর্য্যবোধক নামক তত্ত্ববোধক মাসিকপত্র পুস্তকাকারে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।...এই মাসিক পূর্বতন বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পুস্তকের ত্রায় সমস্ত হইবে।...শ্রীমথুরানাথ শর্মা।” (‘সোমপ্রকাশ’, ১২ চৈত্র ১২৭৯)

“বঙ্গবিধানের চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল। ইহাতে পূর্বাত্ত, শাস্ত্রজ্ঞান, হস্তভাগ্য পতি, বিজ্ঞান, চিন্তা-লহরী, নিগীষে শশধর, উদ্বেল তরঙ্গ গীত, এই আটটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।” (‘সোমপ্রকাশ’, ১০ ভাদ্র ১২৮০)

“পরিদর্শক। আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। কলেবর তিন কণ্ঠা।...শ্রীধর দাস। চাটমোহর, ৫ বৈশাখ।” (‘সোমপ্রকাশ’, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

হিন্দু দর্পণ।—বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় এই নামের একখানি মাসিকপত্রের উল্লেখ পাওয়া বাইতেছে; উহার প্রকাশকার—অগ্রহায়ণ ১২৮১। ‘হিন্দু দর্পণ’ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া সম্পাদক নারায়ণদাস তপস্বী কর্তৃক বোড়াল হইতে প্রকাশিত হইত।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ১২৮২-১২৮৪ সালে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির কথা আলোচনা করিব।

সুহৃদ (সাপ্তাহিক)। ১ বৈশাখ ১২৮২ (১৩ এপ্রিল ১৮৭৫)।

“আমরা সুহৃদ নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি ১লা বৈশাখ অবধি ময়মনসিংহ [মুক্তাগাছা] হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১১ বৈশাখ ১২৮২)

রাজসাহী সমাচার (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

১২৮২ সালের বৈশাখ মাস হইতে ‘রাজসাহী সমাচার’ নামে এক পয়সা মূল্যের এক ফরমা পত্রিকা নাটোর সম্মিলন বন্ধে মুদ্রিত হইয়া করচমারিয়া হইতে প্রকাশিত হয়। বেণীমাধব নন্দী ইহার প্রকাশক ছিলেন। ইহার আকার ও মূল্য সাপ্তাহিক ‘স্বলভে’র অনুরূপ ছিল।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক ১ম সংখ্যায় ‘পরিচয়ে’ এইরূপ লেখেন:—
“সংবাদপত্র সকল যে অভিপ্রায়ে প্রকাশিত হয়, রাজসাহী সমাচারও সেই অভিপ্রায়ে প্রচারিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। আমরা কোনরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ ইচ্ছা করি না। কারণ সংকার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষা, যে কিছু সাধ্য হয়, তাহা কার্য্যে করা ভাল। (২০ বৈশাখ ১২৮২ তারিখের ‘সাধারণী’তে উদ্ধৃত)

‘রাজসাহী সমাচার’ এক বৎসর চলিয়া লুপ্ত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট’ (৩১ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন:—

“সাপ্তাহিক সংবাদ।—আমরা দুঃখিত হইলাম, রাজসাহী সমাচারটি বন্ধ হইল সম্পাদক লিখিয়াছেন, ‘রাজসাহী সমাচার’ বেক্রপ অবয়বে এবং যে নিয়মে বাহির করিবার মানস করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। যে পর্য্যন্ত মনের মত করিয়া রাজসাহী সমাচার বাহির করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আ আমরা উপস্থিত হইব না।”

হুতম। (সাপ্তাহিক)। ১২ বৈশাখ ১২৮২ (২৪ এপ্রিল ১৮৭৫)।

‘এই কলিকাল’ (বাদ্যকাব্য)-রচয়িতা রাধামাধব হালদার ১২৮২ সালের ১২ই বৈশাখ হইতে এই সাপ্তাহিক নক্শা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় “হুতমের নিবেদনে” পত্রিক প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

“সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম। এ ভারটি নিস্তা সহজ নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক এক একবার আপনাদে সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি রাজা, কি প্রজা, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি নির্ধন, কি কৃত্তবি কি মুর্থ, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইবে, তাহ

কার্য, তাহার চরিত্র, তাহার ব্যবহার আমি বাকদেবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষপুটে অঙ্কিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব। সমাজ সংস্কার এবং ভারতভূমির উন্নতি সাধনই আমার একমাত্র সঙ্কল্প। প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই।”

‘হৃতমে’র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

কুখ্যস্তি মূৰ্খা ন বিপশ্চিতো জনাঃ ।

আকৰ্ণ্য তথ্যং বহুশোহপভাবিতম্ ॥

‘হৃতমে’র কার্যালয় ছিল—১২ নং আহিরীটোলা। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ৪৮ টাকা।

সন্মিলনী (সাপ্তাহিক) । ২৮ বৈশাখ ১২৮২ (১০ মে ১৮৭৫) ।

“সন্মিলনী নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এইখানি তেওঁতা হইতে সম্পাদিত হইয়া ঢাকা গিরিশ ঘর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ২৮শে বৈশাখ অবধি উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ৩৫।০।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) “পত্রিকা মধ্যে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকে। ইহার ছাপা ও কাগজ উভয়ই উত্তম। মফস্বল হইতে একরূপ পত্র অতি অল্পই বাহির হয়।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ শ্রাবণ ১২৮২)

কয়েক মাস পরে ‘সন্মিলনী’ কলিকাতার ‘প্রতিধ্বনি’র সহিত মিলিত হইয়া যায়। ‘এডুকেশন গেজেটে’ (২৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২) প্রকাশ :—

“সন্মিলনী ও প্রতিধ্বনি দুইখানি পত্র সন্মিলিত হইয়াছে। সন্মিলনী তেওঁতা হইতে প্রকাশিত হইত, এবং প্রতিধ্বনি কলিকাতা হইতে। একণে সন্মিলিত পত্রখানিও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।”

প্রতিবিম্ব (মাসিক) । বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫) ।

ভূতপূৰ্ব্ব ‘কল্ললতিকা’-সম্পাদক, ও মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপক রামসরস্ব বিদ্যাবূষণ ‘প্রতিবিম্ব’ সম্পাদন করিতেন। ইহার ১ম সংখ্যায় সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (ভাদ্র ১৭২৭ শক) লেখেন :—

“প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত্ত, বার্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শকশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসরস্ব বিদ্যাবূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্র মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম সূচনা, ২য় যন্ত্র ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন বোগী বেশে সাজা যে আমরা, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেল, ৭ম পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত, ৮ম আয়ুর্বেদ। স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। “আলঙ্কারিক শিল্পের” জায় গন্ত প্রস্তাব ও “প্রকৃতির খেলের” জায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা

সাধারণের সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা শুনিলাম পরলোকগত শ্রীমাচরণ শ্রীমানি মহাশয়* আল্‌কারিক শিল্প ও পৌরাণিক কৃ-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবব্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার আত্ম ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়।”

“প্রকৃতির খেদ” রবীন্দ্রনাথের রচনা। ‘প্রতিবিম্ব’র ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত “পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি ‘জ্ঞানাকুর’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবিম্ব’ নাম ধারণ করে।

বিনোদিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

পত্রিকাখানি প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে চুঁচুড়ার ‘সাধারণী’তে (২২ চৈত্র ১২৮১) এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

“বিনোদিনী :—সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় (ভ্রমরের অবয়বের) মাসিক পত্রিকা শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া সাধারণী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গদর্শনে ইতিহাস লেখক বাবু রামদাস সেন ও অত্যাশ্চর্য্য কয়েক জন প্রসিদ্ধ লেখক ইহার সহায়তা করিবেন। অগ্রিম বৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০/০, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়েরা নিম্নলিখিত স্থানে স্বাক্ষরিত পত্র ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে আগামী মাস হইতে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। মুর্শিদাবাদ নসীপুর রাজবাটিতে বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের নিকট।”

১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে (৩০ এপ্রিল ১৮৭৫) ‘বিনোদিনী’ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা নহে। “ভুবনমোহিনী দেবী” এই নামে বুঢ়ারগ্রাম-নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নসীপুরে অবস্থানকালে বন্ধু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের (ছোট তরফের রাণী অন্নপূর্ণার পোস্তপুত্র) আহুকূল্যে ‘বিনোদিনী’ প্রকাশ করেন।† পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—“স্বত্বাধিকারী বর্দ্ধমান জেলার বুঢ়ারগ্রাম-নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।” নবীনচন্দ্র নসীপুর হইতে “ভুবনমোহিনী দেবী” নামে সাময়িকপত্রে কবিতা লিখিতেন, এবং এই নামে তিনি পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’ নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-রচনা এই ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’র সমালোচনা (‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবিম্ব’, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৮৩ জ্যৈষ্ঠ)।

‘বিনোদিনী’ দুই বৎসর চলিয়াছিল।

* গবর্নমেন্টের শিল্প-বিদ্যালয়ের “জিওমেট্রিক্যাল ড্রয়িং” বিষয়ের শিক্ষক ও ‘অধ্যক্ষ’তার শিল্পচাতুরী-প্রণেতা। ১৮৭৪ সনের ২১এ মে ইহার মৃত্যু হয়।

† এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—নং ৪৪ : ‘নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়’ উষ্টব্য।

বঙ্গমহিলা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

চোরবাগান-বালিকা-বিজ্ঞালয়ের সম্পাদক ডাঃ ভুবনমোহন সরকার (প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র) 'বঙ্গমহিলা' সম্পাদন করিতেন। ইহার ১ম সংখ্যার (বৈশাখ ১২৮২) ভূমিকায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সঙ্ক্ষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। ‘বঙ্গমহিলা’ নামে ইহার নামকরণ করিলাম। বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগত ও জ্ঞানগত প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহারা গৃহকর্মের বিরামে মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ প্রাপ্ত হন, তাহা বুঝাগলে অতিবাহিত না হইয়া, যাহাতে সংস্কৃত্য অতিবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রধান যত্ন থাকিবেক।...অধুনা যে সকল জ্ঞানগত সাময়িক পত্র প্রচারিত হইতেছে, তৎসমস্তই উচ্চ অঙ্গের। তাহাদের রচনা-গাভীর্য ও অর্থগৌরব বঙ্গীয় যুবতীগণের পক্ষে স্মরণ নহে। অতএব সরল ভাষায় ঋজু ও অনতিগুরু বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহাদের চিন্তামূবর্তন করাই আমাদের লক্ষ্য।”

পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

“নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীকচ্যাতে বৃধৈঃ।

তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারীশিক্ষা গরীয়সী ॥

‘বঙ্গমহিলা’র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ১৯০।

হিতৈষিণী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

“হিতৈষিণী (মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)—শ্রীদীননাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। গত বৈশাখ মাস অবধি বরিশাল হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানির কলেবর চারি ফর্ম—মূল্য ডাকমাণ্ডুল সমেত বার্ষিক ১৮০।...ইহাতে রচিত প্রবন্ধগুলিও অমূল্যকষ্ট হয় নাই।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৫ ভাদ্র ১২৮২)

প্রিয়দর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

ইহার পরিচালক ছিলেন—গোদাপল্লী-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ পাল।

শুভাকাঙ্ক্ষী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

পরিচালক—বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষীয় আর্থ্য পত্রিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

“ভারতবর্ষীয় আর্থ্য পত্রিকা।—গত বৈশাখ মাসাবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; আর্থ্যধর্ম রক্ষা, প্রচার ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মূল্য ডাকমাণ্ডুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৯০। সোনাপুর ডাকঘর হইয়া হরিনাভিস্থ উক্ত সভায় ত্রিমুখ উমেশচন্দ্র দেব বর্মা মহাশয়ের নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।” (‘ভারত-সংস্কারক,’ ৯ আশ্বিন ১২৮২)

গোপাললাল বসু বর্ষা পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন।

মধুমক্ষিকা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)।

“মধুমক্ষিকা—এখানি একখানি মাসিক পত্রিকা। এখানি দেখিয়া আমাদের আশ্লাদ হইল; এখানির রচনাদৃষ্টেও আমাদের আশ্লাদ বটে, এবং গোয়ালপাড়া হইতে এখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে তদৃষ্টেও আমাদের আশ্লাদ বটে। মফস্বল হইতে পত্রিকাদির প্রচার দেখিলে আমাদের বিশেষ প্রীতি জন্মে। বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া বিদেশ বলিলেও হয়, এবং তথাকার চলিত ভাষাও কলিকাতার হইতে অনেক ভিন্ন, অতএব গোয়ালপাড়ার জ্ঞান স্থান হইতে কলিকাতার জ্ঞান বিস্তার বাজালায় পত্রিকাদি দেখিলে আমাদের প্রীতির আরও বর্দ্ধন হইয়া থাকে। গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে এখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মূল্য বাৎসরিক এক টাকা। স্বতন্ত্র ডাকমাণ্ডল লাগে না।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২)।

রাজসাহীবাণী (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ (১) ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)।

১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

“বিজ্ঞাপন। ‘রাজসাহীবাণী’ নামীয় মাসিকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার ১ম ভাগ ৮ পেজি ফরমের ৩ ফরমা মূল্য বার্ষিক ১০; উহাতে রাজসাহী বিভাগের সদর ও মফস্বল আদালতে বিচারিত প্রধান প্রধান মোকদ্দমার ও রাজসাহী সভার কার্যবিবরণ প্রকাশিত হইবে। ২য় ভাগ ঐ আকারের ৬ ফরমা, মূল্য ৩০; উহাতে ইতিহাস, রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রস্তাবের অনুবাদ, সম্পাদকৃত প্রস্তাব, পুস্তক এবং পত্রিকার সমালোচন থাকিবে। কাগজ উৎকৃষ্ট, এবং এমন সুবিধা থাকিবে যে, ইচ্ছা হইলে ইতিহাসখানি পুস্তকাকারে বান্ধনও বাইতে পারিবে। উভয় ভাগের একত্র বার্ষিক মাহুল ৯০। ১ম ও ২য় ভাগের প্রতি সংখ্যার মূল্য ৯০, ও ১২০ আনা।...গ্রহণার্থী মহাশয়েরা দ্রবায় মূল্য ও মাহুলের সহিত পত্র লিখিবেন। শ্রীরাজকুমার সরকার, প্রকাশক। করচমাড়িয়া পোঃ আঃ সিংড়া, জেলা রাজসাহী।”

‘রাজসাহীবাণী’ শেষ-পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

রক্তাকর (সাপ্তাহিক)। শ্রাবণ (১) ১২৮২ (৫ জুলাই ১৮৭৫)।

অধুকর (সাপ্তাহিক)। শ্রাবণ (১) ১২৮২ (১ আগস্ট ১৮৭৫)।

টাকাদর্শক (সাপ্তাহিক)। ২১ শ্রাবণ ১২৮২ (৫ আগস্ট ১৮৭৫)।

“টাকা হইতে দর্শক নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র ২১শ্রাবণ হইতে প্রকাশ হইতেছে।” (‘সাধারণী,’ ৩১ শ্রাবণ ১২৮২)

ষ্টার অব ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র (সাপ্তাহিক)। শ্রাবণ (১) ১২৮২।

“আমরা ষ্টার অব ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র নামক একখানি নূতন পত্রিকার নবম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। এখানিতে ইংরাজি বাজালা উভয় প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। ইহার আকার এক ফরমা, মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত তিন মাসে আট আনা। প্রার্থনা করি, পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হউক।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৯ আশ্বিন ১২৮২)

অনাধিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)।

“অনাধিনী (মাসিক পত্রিকা)—ক্রীষভী থাকমণি দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষাহুবাগী ব্যক্তিদিগের অনন্স আহ্লাদের কারণ হইবে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২২ শ্রাবণ ১২৮২)

কাঁটালপাড়া-নিবাসী স্থলেখক অম্বুজলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের জামাতা) ইহার কার্যাদক্ষ ছিলেন। তাঁহার কর্মস্থল ধুলিয়ান হইতে ইহার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা থাকমণি দেবী সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা হইবেন। ‘বান্ধব’ (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন—“জনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।” ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্বে মহিলা-পরিচালিত সংবাদপত্র ‘বন্ধমহিলা’ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অণুবীক্ষণ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)।

এই “বাস্তবশ্কা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অস্ত্রাস্ত্র শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা” সম্পাদন করিতেন বোঝাজায়ের ডাঃ হরিশ্চন্দ্র শর্মা। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই বচনটি মুদ্রিত হইত :—

“দৃশ্যতে ত্রয়ায়া বুদ্ধ্যা স্মৃত্যা স্মৃদনশিভিঃ।”

“স্মৃদনশী ব্যক্তিগণ একাগ্র স্মৃদবুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করেন।”

মানসমোহিনী (মাসিক ?)। ভাদ্র (?) ১২৮২ (২৩ আগস্ট ১৮৭৫)।

সম্পাদক—সীতানাথ ঘোষ।

ভিখারিণী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮২ (অক্টোবর ১৮৭৫)।

৯ আশ্বিন ১২৮২ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

“ভিখারিণী মাসিক পত্রিকা।—আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বাহিক মূল্য ১।০, ডাকমাণ্ডল ১/০। কলিকাতা কাঁসারিপাড়া লেন ১৮ নং ভবনে ত্রীসদ্বারাম পালের নিকট প্রাপ্তব্য।”

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

প্রমোদী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮২।

“প্রমোদী (মাসিক পত্র ও সমালোচন)—মুক্তাগাছা হইতে সম্পাদিত। পত্রিকাখানির উন্নতি প্রার্থনীয়।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২০ কার্তিক ১২৮২)

সুধাকর (মাসিক)। কার্তিক ১২৮২ (১০ নবেম্বর ১৮৭৫)।

সম্পাদক—বহরমপুর-নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার।

যুবরাজের ভ্রমণ-বিবরণ (সাপ্তাহিক)। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (২০ নবেম্বর ১৮৭৫)।

“প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন হইতে পুনর্ধাত্রা পর্যন্ত সামুদায়িক বিবরণ,

বধা—অভ্যর্থনা দরবার, আলোক, অভিন্নন্দন প্রদান, বাজী, নাচ তামাসা, রিভিউ, বোড়মোড়, শিকার ইত্যাদি ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা ছবির সহিত, আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি-শনিবার প্রকাশিত হইবেক। বিখ্যাত হতম সম্পাদক, ভূতপূর্ব সংস্কৃত কালাজের অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, সামবেদ প্রকাশক আচার্য্য শ্রীকান্ত সামখ্যায়ী, প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় এবং জনৈক ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত কৃতবিদ্য আর্য্যসন্তান দ্বারা এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত ও ইণ্ডিয়ান আর্টস বিদ্যালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্র কর্তৃক ছবি প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইবেক। সাধারণের সুবিধার জন্য ছয় মাসের মূল্য ছয় টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।...পত্রিকাখানি রাজকুমারের ভ্রমণ ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করণ ও ভারতবাসীদের রাজভক্তি-প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হইবেক।” (‘হতম,’ ২৮ কার্তিক :২৮২)

“যিনি হতমের লেখক [রাধামাধব হালদার] তিনিই যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ নামক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র লিখিতেছেন, সে ক্ষণে গত হই সপ্তাহ হইতে বধাসময়ে হতম প্রকাশিত হয় নাই।” (‘হতম,’ ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২)

“যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ’ নামক একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র বর্তমান অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ আত্মপুর্নিক বর্ণিত হইতেছে এবং তৃতীয় সংখ্যা হইতে অতিউত্তম চিত্র প্রকাশ হইতেছে।... হতম আপিস [৭০ নং আহিরিটোলা] হইতেই এই পত্র প্রকাশ হইতেছে।” (‘হতম,’ ১২ অগ্রহায়ণ :২৮২)

ভাবী সন্ধ্যার ভারত-ভ্রমণ (সাপ্তাহিক) । ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫ ।

ইহা “প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতভ্রমণসম্বন্ধীয় বাবতীয় বিবরণসংযুক্ত সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। The Native Edition of the Royal Tourist.” ঐতিহাসিক দৃষ্টকাব্য ‘মৌবনে বোগিনী’-রচয়িতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “ভাবী সন্ধ্যার ভারতভ্রমণ-লেখক” ছিলেন।

ভারতমিহির (সাপ্তাহিক) । ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫ ।

“ভারতমিহির নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৫ই ডিসেম্বর অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য বাৎসরিক ডাকমাণ্ডল সহ সাড়ে ছয় টাকা। ভারতমিহিরের লেখা ভাল হইবে বোধ হইতেছে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ৭ জানুয়ারি ১৮৭৬)। ‘ভারতমিহির’ ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত।

একাকিনী (মাসিক) । মাঘ ১২৮২ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) ।

বশোদানন্দন সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন।

বজীর, তাঁড় (মাসিক) । ফাল্গুন (৭) ১২৮২ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) ।

সম্পাদক—উপেন্দ্রলাল মিত্র।

হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষী (মাসিক) । ফাল্গুন (?) ১২৮২ (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) ।

নিভোজনাথ সান্যাল ইহার সম্পাদক ছিলেন ।

হোমিওপেথি (মাসিক) । ফাল্গুন ১২৮২ (মার্চ ১৮৭৬)

“হোমিওপেথি (সচিত্র পুস্তকাবলী) সাময়িক পত্র—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত, মূল্য: ছয় আনা ।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১০ বৈশাখ ১২৮৩)

বীদরামী (মাসিক) । ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৭৬) ।

১২৮২ সালের ২৩ ফাল্গুন তারিখের ‘সাধারণী’তে প্রকাশ:—“সংবাদ ।... মাসিক নয়, পাক্ষিক নয়, ত্রৈমাসিক নয়, আমরা একখানি “সামর্থ্যবানী পত্রিকা” প্রাপ্ত হইয়াছি । পত্রিকার নাম ‘বীদরামী’ ।” পরবর্তী চৈত্র মাসে ‘বীদরামী’র ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল । বিহার দূত (সাপ্তাহিক ?) । ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৭৬) ।

১৬ ফাল্গুন ১২৮২ তারিখের ‘সাধারণী’তে প্রকাশ:—“সংবাদ ।... আমরা একখানি বিজ্ঞাপন পাইয়াছি, এই ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে বিহার দূত নামে একখানি সংবাদপত্র বাকিপুর হইতে প্রকাশিত হইবে । তাহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪০ টাকা এখানি বাদালা ভাষায় লিখিত হইবে, কখন কখন ইংরাজিও থাকিবে ।”

মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি (সাপ্তাহিক) । চৈত্র ১২৮২ (ইং ১৮৭৬) ।

‘এডুকেশন গেজেট’ (১০ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন:—“ইহার প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । কলেবর রয়েল দুই ফরমা । মূল্য অগ্রিম বার্ষিক সাড়ে চারি টাকা ।”
প্রতিকার (সাপ্তাহিক) । চৈত্র ১২৮২ (ইং ১৮৭৬) ।

‘মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি’র প্রতিবন্দী-রূপে ‘প্রতিকার’র আবির্ভাব হয় । ‘এডুকেশন গেজেট’ (১০ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন:—“প্রতিকার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বহরমপুর হইতে প্রকাশিত । মূল্য অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা । ইহার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । পাঠ করিয়া বোধ হইল এখানি সফলপ্রসঙ্গ হইবে ।”

চুষক নজীর (মাসিক) । বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬) ।

“চুষক নজীর নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । বর্তমান বৈশাখ মাস অবধি ত্রিয়ারমপুর হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে । হাইকোর্টের নিশান মোকদ্দমার চুষক নজীর ইহাতে সংগৃহীত হইবে ।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৩১ বৈশাখ ১২৮৩ ।
ভারত-সুহৃদ (মাসিক) । বৈশাখ ১২৮৩ (মে ১৮৭৬) ।

“ভারত-সুহৃদ ।—মাসিক পত্র ও সমালোচন । ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত । এই পত্রের উদ্দেশ্য মহৎ । ‘বঙ্গমহিলা’র স্ব স্ব স্বরূপ বঙ্গমহিলাগণের উপকারার্থে ব্যয়িত হইয়া থাকে, ভারত-সুহৃদের স্ব স্ব সেইরূপ ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উপকারের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে । লেখকগণ সকলেই লিপিপটু । তবে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে ।” (‘বঙ্গমহিলা,’ আষাঢ় ১২৮৩)

শশিভূষণ গুহ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ।

বাক্সালা রাজকীয় গেজেট (সাপ্তাহিক) । ১১ আষাঢ় ১২৮৩ (২৪ জুন ১৮৭৬) ।

“মহামান্য বাক্সালা গবর্ণমেন্টের অমুমতানুসারে গবর্ণমেন্ট ষ্টাটিষ্টিকাল রিপোর্ট নামক রাজকীয় পত্রের বাক্সালাহুবাদ এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত বাক্সালা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় উক্তি, সারসঙ্কলন ও নূতন নূতন সমাচার একত্র করিয়া...একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হইবেক। এই পত্র পাঠে রাজকীয় সমুদায় বিবরণ, বঙ্গদেশীয় পত্র সমুদয়ের লিখিত বিষয় এবং সাপ্তাহিক সংবাদ সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবেক।...ইহার মূল্য অগ্রিম দেয় বাৎসরিক ৬।০।... শ্রীযাধামাধব হালদার, বাক্সালা গেজেট প্রকাশক। ৭২ নং আহিরীটোলা, কলিকাতা।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১০ আষাঢ় ১২৮৩) ।

“আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, বাক্সালা রাজকীয় গেজেটের প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১১ই আষাঢ় শনিবার ইহার প্রথম প্রচার হইয়াছে।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৭ আষাঢ় ১২৮৩)

ধর্মপ্রকাশ (মাসিক) । আষাঢ় ১২৮৩ (১৪ জুলাই ১৮৭৬) ।

ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত।

মেদিনীপুর সমাচার (মাসিক...) । শ্রাবণ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬) ।

“মেদিনীপুর সমাচার—মাসিক পত্রিকা—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাস্তুল সমেত ৬০ আনা। ইহার ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রার্থনা করি পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হয়।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ পৌষ ১২৮৩।

কয়েক মাস পরে ‘মেদিনীপুর সমাচার’ পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। ‘এডুকেশন গেজেটে’ (২১ মাঘ ১২৮৩) প্রকাশ :—

“সাপ্তাহিক সংবাদ।...মেদিনীপুর সমাচার পত্রখানি পাক্ষিক হইয়াছে।”

আদর্শ (মাসিক) । ভাদ্র ১২৮৩ (১২ আগষ্ট ১৮৭৬) ।

মদনমোহন মিত্র ইহার পরিচালক ছিলেন।

ব্যবসায়ী (মাসিক) । ভাদ্র ১২৮৩ (আগষ্ট ১৮৭৬) ।

ইহা একখানি “কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (ডাকমাস্তুল সমেত) বাক্সালা স্কুল ও পাঠশালায় জন্ম ১।০, অপরা সাধারণের জন্ম ২।০।... কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারে এই পত্রিকা প্রাপ্তব্য।”

ইহার ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার ২৭ ফাল্গুন ১২৮৩ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ আছে। শ্রীনাথ দত্ত (আণ্ডার গ্রাডুয়েট, লণ্ডন) ইহা সম্পাদন করিতেন।

বিজ্ঞান দর্পণ (মাসিক) । আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬) ।

“বিজ্ঞান দর্পণ—বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। এই ইহার প্রথম সংখ্যা। ইহার ষোল পৃষ্ঠায় তেরটা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ। সেই তেরটির দুইটা ছাড়া সকলগুলিই ‘ক্রমশঃ প্রকাশ’।

যে ছইটি 'ক্রমশঃ প্রকাশ' নয়, তাহার একটা 'মুখবন্ধ', অপরটা 'উপক্রমণিকা'।—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আশ্বিন ১২৮৩।

ভারত-ভাতি (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"ভারত-ভাতি—এখানিও মাসিক পত্রিকা। ইহার লেখা মন্দ নয়, এবং সম্পাদক বলিয়াছেন, ক্রমে আরও ভাল হইবে। পত্রিকাখানি বর্দ্ধমান নগর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৮ আশ্বিন ১২৮৩।

মিত্রোদয় (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৩।

"মিত্রোদয়—ইংরাজী এবং বাংলা মাসিক পত্র ও সমালোচন—শ্রীযুক্ত বাবু হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। রয়েল আট পেজি ফরমার এক ফরমা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ১৥৯০। কলিকাতা পটলডাকার প্রাকৃতবস্ত্র হইতে গত আশ্বিন মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।...ইহার একটি বিশেষ সংউদ্দেশ্য দেখিতেছি যে, ইহাতে অগ্রগত প্রবন্ধ ব্যতীত গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদও থাকিবে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ পৌষ ১২৮৩।

চিত্রকর (মাসিক)। কার্তিক ১২৮৩ (অক্টোবর ১৮৭৬)।

"চিত্রকর—এই অভিনব মাসিকপত্রখানি শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত। মাসিক পত্রের লেখা এক্ষণে যে প্রকার ভাব ভঙ্গীতে হইতেছে, চিত্রকর তাহাতে বিসঙ্গণ নিপুণ বলিয়াই বোধ হইল।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১২ কার্তিক ১২৮৩।

মনোহরা (পাক্ষিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (২০ ডিসেম্বর ১৮৭৬)।

গগনচন্দ্র দে ইহার পরিচালক ছিলেন। ইহাতে কেবল কবিতাই স্থান পাইত।

ত্রিহট্ট প্রকাশ (পাক্ষিক...)। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

১২৮৩ সালের আশ্বিন মাসে প্যারীচরণ দাসের সম্পাদনায় 'ত্রিহট্ট প্রকাশ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ত্রিহট্ট হইতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২ই পৌষ তারিখের 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা'য় প্রকাশ :—

"সাপ্তাহিক সন্ধান।...ত্রিহট্টপ্রকাশ—এখানি পাক্ষিক পত্র, ডিমাই দুই ফরমা ; বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাণ্ডল ৯০ আনা। পত্রিকার ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।"

বিশ্বসুহৃৎ (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৭৬।

১৮৭৬ সনের, সম্ভবতঃ শেষার্ধ্বে 'বিশ্বসুহৃৎ' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২২ পৌষ ১২৮৩ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' "সংবাদপত্র"-বিভাগে ৬ই পৌষ তারিখের 'বিশ্বসুহৃৎ' পত্র হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিবাকর (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)।

"অগ্রহায়ণের দিবাকর—মাসিকপত্র ও সমালোচন—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। মূল্য ৯০ আনা। বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১ পৌষ ১২৮৩।

রাজেন্দ্রলাল সিংহ 'দিবাকরে'র সম্পাদক ছিলেন।

ত্রিপুরা পত্রিকা (পাক্ষিক)। পৌষ ১২৮৩ (ডিসেম্বর ১৮৭৬)।

"ত্রিপুরা পত্রিকা—নামক একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিপুরা প্রভৃতির ত্রায় স্থান হইতে পত্রিকাদির প্রচার দেখিলে বাস্তবিক আমাদের মনে সন্তোষ জন্মে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২২ পৌষ ১২৮৩।

দুর্ভাষা (মাসিক)। মাঘ ১২৮৩ (জানুয়ারি ১৮৭৭)।

তুলসীদাস দে ইহার সম্পাদক ছিলেন।

জ্ঞানদীপিকা (মাসিক)। মাঘ ১২৮৩ (জানুয়ারি ১৮৭৭)।

"বিজ্ঞাপন।—বিগত মাঘ মাসাবধি জেলা বর্ধমানান্তর্গত সাঁকটিগড় পোষ্টাধীন সোনাকুড় হইতে 'জ্ঞানদীপিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইহাতে কয়েক জন হলেথকের প্রয়োজন; আবেদনকারিগণ সম্বন্ধে সম্পাদক বাবু রাখালদাস হাজরার নিকট আবেদন করিবেন।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৬ বৈশাখ ১২৮৪।

কুণ্ডুম (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮৩ (মার্চ ১৮৭৭)।

মুর্শিধাবাদ—মুর্শিপুর-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র এই সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন প্রকাশ করেন। 'এডুকেশন গেজেটে' (২৩ বৈশাখ ১২৮৪) ইহার ১ম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে :—

"কুণ্ডুম—সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন, ১২৮৩ ফাল্গুন; শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মৈত্র দ্বারা সম্পাদিত।"

সাময়িক-পত্রের সংখ্যা : ৩১ মার্চ ১৮৭৭ :

১৮৭৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' সম্পাদক দেশীয় ভাষার সাময়িক-পত্রের সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :—

"বাক্সালায় এক্ষণে ৬ খানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে; তন্মধ্যে ৪ খানি ইংরাজি ও ২ খানি বাক্সালা। ১৬ খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র, ও ৩৪ খানি বাক্সালা। ১৮ খানি ইংরাজি মাসিক পত্র ও ২০ খানি বাক্সালা। একখানি পাক্ষিক বাক্সালা পত্র। তন্মধ্যে ২ খানি সাপ্তাহিক হিন্দি সংবাদপত্র, ও ৩ খানি উড়িয়া।...আসামে কেবল ৪ খানি দেশভাষার সংবাদপত্র আছে। এই সকল সংবাদপত্রাদি ভারতবর্ষীয় পোষ্ট অফিস সমূহে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে, এবং গত ৩১শে মার্চে সেই রেজিষ্টারির উপবিষ্ট বিবরণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে।"

বঙ্গহিতৈষী (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ (৭) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

খুব সম্ভব ১২৮৪ সালের প্রারম্ভ হইতে 'বঙ্গহিতৈষী' নামে একখানি সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩০ আষাঢ় ১২৮৪ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' "সংবাদপত্র"-বিভাগে "বঙ্গহিতৈষী (২৬ আষাঢ়)" হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুশদহ (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৭)।

“সাপ্তাহিক সংবাদ।...কুশদহ পাক্ষিক পত্রিকা নামক একখানি সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২ বৈশাখ ১২৮৪।

‘কুশদহ’ পরে ‘সুভ সমাচার’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সুভ সমাচার ও কুশদহ’ নাম ধারণ করে।

আর্য্যপ্রতিভা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৪ (৮ মে ১৮৭৭)।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহার পরিচালক ছিলেন।

সর্বার্থদামিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৪।

“আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে পশ্চাত্ত্ব...পত্রিকাগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিলাম।... সর্বার্থদামিনী অর্থাৎ প্রাচীন-শাস্ত্র-প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচিকা—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কর কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৩ বৈশাখ ১২৮৪।

নববার্ষিকী। ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭)।

ইহা “বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের সংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত” বার্ষিক পুস্তক। ‘এডুকেশন গেজেট’ (১৩ আশ্বিন ১২৮৪) লেখেন :—

“নববার্ষিকী—মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থকারের নাম নাই। এখানি পঞ্জিকার দ্বায় বার্ষিক পুস্তক।...এ প্রকার পুস্তক বাঙ্গালায় আর কখন হয় নাই। ইহাতে সংগ্রহকারকে বিস্তর পরিভ্রম ও বিস্তর অহুসঙ্কান করিতে হইয়াছে।”

অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলনিতা ছিলেন। ‘নববার্ষিকী’ কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমাজরঞ্জন (সাপ্তাহিক)। ৩ আষাঢ় ১২৮৪ (১৬ জুন ১৮৭৭)।

ইহা একখানি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। অ্যাসিষ্ট্যান্ট সারজন্ ফকিরচাঁদ বক্স ইহা সম্পাদন করিতেন।

আর্য্যদর্পণ (মাসিক)। আষাঢ় (?) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ এই “নূতন পত্রিকা”র প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহা মাসিকপত্র বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্গমিত্র (মাসিক)। আষাঢ় (?) ১২৮৪।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ এই “নূতন সংবাদপত্রে”র প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহাও সম্ভবতঃ মাসিকপত্র।

ভারতী (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ (জুলাই ১৮৭৭)।

১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইং ১৮৭৭) ‘ভারতী’ পত্রিকার জন্ম হয়। বিজ্ঞাননাথ ইহার প্রথম সম্পাদক; তিনি স্বতি-কথায় বলিয়াছেন :—

“জ্যোতির যৌক হইল, একখানা নূতন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, ‘তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা’কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় ‘ভারতী’ প্রকাশিত হইল। বাকিমের

‘বঙ্গদর্শনে’র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না।”

বিজ্ঞাননাথ সম্পাদক হইলেও প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই মাসিক পত্রিকার সরলয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন।

‘ভারতী’র প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪) সম্পাদক যে নাতিদীর্ঘ “ভূমিকা” লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

“ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিজ্ঞা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবক্ষুধা। উভয়েই সাধ্যাত্মসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এক্রপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের ক্ষুধা সম্ভবে, কিন্তু উপার্জন সম্ভবে না। যাহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরুঢ় হইয়াছি, তাঁহাদের মনে করা মাজ্জই সার। পাদবী সাহেবেবরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বান্ধালীর মত বান্ধা লিখি, এবং ইঙ্গ-বন্ধেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহাদের সে স্বপ্নস্থপে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলার এক স্থলে বলিয়াছেন “জ্ঞানামশিক্ষিতপটুং” স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে ক্ষুধা পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন, “Our poesy is a gum which oozes from whence ’tis nourished.” কবিস্বরূপ নির্ধারিত ভিতরে যেখানে যতপূর্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরঠাকুর বলিয়াছেন,

“প্রেম কি বাচলে মেলে খুঁজলে মেলে ?

সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে ॥”

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অস্বাচিতভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক ; যে ভাব অন্তর হইতে বাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায় ; হার্প কি শোভা পায় ? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানীয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার পূর্বে এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিনর্কা—এথোনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি ? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ। আৰ্য্য-ভাষা মূল-সমেত অতাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন ? ভারতে। আৰ্য্যভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিজ্ঞা আছে, ভারতভূমি তাবতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিজ্ঞা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারতভূমিতেই অঙ্কুরিত হয় ; পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এত দিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিজ্ঞার জন্মভূমি, বিজ্ঞার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমন ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমন ভারতী। ভারতভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অতাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাশ্বরা দেবী আমাদের এই দুঃস্বপ্নের সময় যদি আমাদের গলাগলি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-বন্দনা ভুলিয়া থাকিব ? তাই আমরা ভারতী দেবীকে বলি যে ‘হে মাতারতি ! তুমিই আমাদের আধাবের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকার সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও তাহা অক্ষত হইবে না তোমার প্রসাধাৎ আমরা দুর্বল হইয়াও সর্বল, গতঙ্গী হইয়াও নবঙ্গী, নির্জীব হইয়াও সঞ্জীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজদোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।’

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার বাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন; ভারতীর আশীর্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সাত বৎসর (১২২০ সাল পর্যন্ত) স্বেচ্ছাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা-সম্ভারে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হইত। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সম্পাদকগণের নাম ও কাৰ্য্যকাল :—

১২৮৪ শ্রাবণ—১২৯০	...দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৯১—১৩০১	...স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২—১৩০৪	...হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী
১৩০৫	...ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬—১৩১৪	...সরলা দেবী
১৩১৫—১৩২১	...স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২—১৩৩০	...মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৩৩১—১৩৩৩	আশ্বিন...সরলা দেবী

জ্ঞানভেদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৪ (১৪ আগস্ট ১৮৭৭)।

“জ্ঞানভেদ (মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন)—শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য অগ্রিম বাষিক ডাক মাণ্ডল সমেত ১৮/০। ইহাতে অবতরণিকা, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈরাগী, গোড়বর্গন (পত্ন) ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৭ আশ্বিন ১২৮৪।

‘জ্ঞানভেদ’ ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত।

জ্ঞানচক্র (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৪ (আগস্ট ১৮৭৭)।

হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা পরিচালন করিতেন।

কোচবিহার মাসিক পত্রিকা। আশ্বিন ১২৮৪ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)।

“কোচবিহার মাসিক পত্রিকা—শ্রীযুক্ত রঞ্জিনারায়ণ কুমার কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার অগ্রিম বাষিক মূল্য ডাক মাণ্ডল সমেত এক টাকা দুই আনা। পত্রিকাখানি সাহিত্য বিষয়ক। লেখা উত্তম হইতেছে। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই কোচবিহারের জায় স্থান হইতে এরূপ একখানি অনবত্ত পত্রিকা বাহির হইতেছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২০ আশ্বিন ১২৮৪।

ধর্মপ্রচারক (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

‘ধর্মপ্রচারক’ একখানি বাংলা-হিন্দী মাসিকপত্র; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—“আশ্বিন ১২৮৪”। ইহা প্রতি পূণিমায় মূলের আর্ধ্যধর্ম-প্রচারিণী সভার উৎসাহে প্রকাশিত হইত। “আর্ধ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার” ইহার

উদ্দেশ্য ছিল। 'ধর্মপ্রচারক'র সম্পাদক ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

“এক এব স্ত্রদ্ধর্ষো নিধনেহ্যাহুধাতি যঃ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমগন্তু গচ্ছতি॥”

‘ধর্মপ্রচারক’ বহুদিন জীবিত ছিল।

ভারত চিকিৎসক (মাসিক) : কার্তিক ১২৮৪ (অক্টোবর ১৮৭৭)।

শরচ্চন্দ্র দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন।

পথিক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

“পথিক—এক ফরমা কলেবরের একখানি মাসিক পত্র ও সমালোচন। ক্ষীণজীব পথিক এখন কত দূর চলিতে পারিবেন, প্রথমে তাহা দেখা উচিত। পরে কেমন চলেন, তাহার বিষয় বিবেচ্য।”—‘এডুকেশন গেজেট’, ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪।

রাজনারায়ণ চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক ছিলেন।

হিতৈষী (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৮।

“হিতৈষী—মাসিকপত্র, শ্রীপ্যারীমোহন রুদ্র কর্তৃক সম্পাদিত। হিতৈষী আত্ম-পরিচয়ে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে ইহার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত হইবে।

‘হিতৈষীর আদর্শ, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ ঐশিক পুরুষ খ্রীষ্ট। সেই আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া হিতৈষীর তাবৎ বক্তব্য প্রকাশিত হইবে। হিতৈষী কোন বিশেষ খৃষ্ট সমাজের হিতকামনায় ত্রুতী নহেন। কিন্তু সমস্ত বঙ্গীয় সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যত দূর সাধ্য খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইবেন। বালক বালিকা ও যুবক যুবতী, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিমিত্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর স্বাস্থ্য আহারীয় খৃষ্টের অমৃতময় ও অক্ষয় ডাণ্ডার হইতে বিতরণ করিতে হিতৈষীর বিশেষ যত্ন থাকিবে।’—‘এডুকেশন গেজেট’, ১ মার্চ ১৮৭৮।

হিন্দুললনা (পাক্ষিক)। মাঘ ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)।

“হিন্দুললনা—এতন্নায়ী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

‘বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাজিনী একটি হিন্দুমহিলা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ২১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর...।’

হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার

সন্দেহ নাই।...বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪।

কালুনা প্রকাশ (সাপ্তাহিক)। মাঘ (৭) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৮)।

এই সাপ্তাহিক পত্র খুব সম্ভব ১৮৭৮ সনের প্রারম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১১ ফাল্গুন ১২৮৪ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ “সংবাদপত্র”-বিভাগে “কালুনা প্রকাশ (৪ই ফাল্গুন)” হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কমলিনী (মাসিক)। মাঘ ১২৮৪ (ইং ১৮৭৮)

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক ছিলেন।

বিশ্বদর্শন (বৈমাসিক)। মাঘ ১২৮৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)।

“বিশ্বদর্শন (১ম সংখ্যা)—শ্রীঅমরেন্দ্র সোম কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতি ঋতুতে এই সার্বমাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হইবে।...বিশ্বদর্শনের প্রতি ঋতুর মূল্য পাঁচ আনা।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪।

সাক্টিগড়-নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ সোম ইহার সম্পাদক ছিলেন।

সমালোচক (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)।

“সমালোচক—সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্ঠার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

‘পত্রখানির দুটি উদ্দেশ্য আছে, একটি মূখ্য ও অপরটি গৌণ। মূখ্য উদ্দেশ্যটি কেশববাবুর কন্ঠার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা; গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তব্রজন করা।’...” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪। ১ মার্চ ১৮৭৮)

৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ‘সমালোচক’র আবির্ভাব। ইহার প্রথম সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী; তাঁহার ‘আত্মচরিতে’ (পৃ. ২৪০-৪২) প্রকাশ :—

“আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্ত ‘সমালোচক’ নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই *Brahmo Public Opinion* নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম। ...আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। ..

এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে ‘সমালোচক’ তুলিয়া লইয়া বারিকবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বতস্বর শ্রবণ হয়, সে সময় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ২৩ কলেজ স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি ষারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচকের ভার লইলেন।”

দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন : ১৮৭৮ সনের ১৪ই মার্চ ভার্গাক্যুলর প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। “দেশভাষার সংবাদপত্র সমূহের নিরঙ্কুশতা নিবারণ করা এ

আইনের উদ্দেশ্য ।...দেশ ভাষার সংবাদপত্র সমূহের ঐক্যতা ও অবিয্যাকারিতায় গবর্ণমেন্ট এত দূর বিরক্ত হইয়াছেন যে, অপরাপর আইনের যেমন প্রথমে পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত হয়, এবং তৎপরে দীর্ঘ দিন বিতর্ক বিবেচনা ও সাধারণের মতামত গ্রহণ পূর্বক সংশোধনান্তে আইনটা বিধিবদ্ধ করিবার যেমন নিয়ম আছে, বর্তমান ক্ষেত্রে বাৎপুরুষেবা সেই চিরপ্রচলিত নিয়মের প্রতি দৃকপাত করেন নাই । এক দিনে এক বৈঠকে উহা 'পাস' করিয়া ফেলিয়াছেন ।" আমরা পরবর্তী ২২ এ মার্চের 'এডুকেশন গেজেট' হইতে আইনটির স্থূল মর্ম উদ্ধৃত করিতেছি :—

“ভারতবর্ষে কতকগুলি দেশ ভাষার সংবাদপত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি প্রজ্ঞাদিগের বিরোগোৎপাদক, বা তথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বাহাতে শত্রুতা সঞ্চারিত হয়, এরূপ প্রবন্ধাদি প্রকটিত করিয়া থাকে, এবং বড় লোকদিগকে ভয়মাত্র দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে । সেই সকল সংবাদপত্র বহুসংখ্যক অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকে পাঠ করে ; পাঠ করিয়া তাহাদের মনে কুসংস্কার বা বিরুদ্ধভাব সঞ্চারিত হয়, তদ্বারা রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হইতে পারে । অতএব মহারাজার প্রজ্ঞাদিগের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বক্ষার নিমিত্ত এরূপ পত্রিকাদি প্রচারের নিবারণ করা আবশ্যক হইয়াছে । সেই জ্ঞাত এই আইন করা যাইতেছে ।

জেলায় মাজিষ্ট্রেট বা রাজধানীর পুলিশ কমিশনের হাঁহার এলাকার মধ্যে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অহুমতি গ্রহণপূর্বক সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রচারককে তলব করিয়া উক্ত পত্রে গবর্ণমেন্টের প্রতি প্রজ্ঞাদিগের বিরোগোৎপাদক অথবা ভারতবর্ষে বিद्यমান ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরোদ্দীপক শব্দ, চিহ্ন বা প্রকাশ্য ভাব প্রকটিত অথবা উৎকোচ লইয়া কোন বিষয় লিখিত না হয়, তন্নিমিত্ত জামিন লইতে পারিবেন । জামিন টাকার বা তত্ত্বালয়ের দায়ী অস্ত্র পদার্থ লইতে পারিবেন । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে হার নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সেই হারে জামিন লওয়া হইবে ।

যদি কোন সংবাদপত্র (তাহার জামিন লওয়া হউক বা না হউক) কখন উপরিউক্ত বিরুদ্ধ বিষয় সকল প্রকটিত করে, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সেই সংবাদপত্রকে সাবধান করিয়া দিবেন । যদি তাহাতেও সেই নিষিদ্ধ কার্য অহুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া উক্ত পত্রিকার ব্যবহার্য্য ব্যবতীয় সামগ্রী অর্থাৎ যে চাপাখানায় উহা ছাপা হইবে, তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন ; এবং উক্ত পত্রের যে জামিন বা ডিপজিট থাকিবে, তাহা আর প্রত্যর্পণ করা হইবে না ।

যে সংবাদপত্র জামিন বা ডিপজিট দিতে অক্ষম হইবে, তাহার প্রচারক সেই সংবাদপত্রের 'প্রিন্ট' গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত নির্দিষ্ট কর্মচারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন, এবং সেই কর্মচারী বাহা প্রকাশে আপত্তি করিবেন, তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না ।

যখন কোন প্রচারকে জামিন দিতে তলব করা হইবে, তিনি সেই সময়ে প্রফ দেখাইবার ব্যবস্থা বা ডিপজিট দুইয়ের অগ্রতর করিতে পারিবেন। প্রফ দেখাইলে জামিন বা ডিপজিট দিতে হইবে না।

পুস্তক পুস্তিকাদিতেও যদি উক্তবিধ দৃশ্যীয় শব্দাদি থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই সকল পুস্তকাদি এবং যে মুদ্রাষয়ে ছাপা হইবে, তাহা আটক করিতে পারিবেন ; ও সেই সকল পুস্তকাদির প্রচার একবারে রহিত করিবেন।

জামিন চাহিলে তাহা না দিয়া এবং প্রফ দেখাইব বলিয়া তাহা না দেখাইয়া সংবাদপত্র মুদ্রিত বা প্রচারিত করিলে মুদ্রাকর বা প্রচারকের ছয় মাস পর্য্যন্ত মিয়াদ বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হইবে।

ব্রিটিশ অধিকারের বাহিরে প্রাচ্য ভাষায় (আংশিক বা সামগ্রিক) মুদ্রিত কোন সংবাদপত্র বা পুস্তকাদিতে উক্তবিধ আপত্তিযোগ্য বিষয় সকল প্রকটিত হইলে সেই সকল সংবাদপত্র বা পুস্তকাদি কেহ ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে আনিতে, প্রচার করিতে, বিতরণ করিতে, বা সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতে পারিবে না। তাহা করিলে তাহার ছয় মাস মিয়াদ, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হইবে ; এবং সেই সকল পত্রিকা ও পুস্তকাদি গবর্ণমেন্ট কাড়িয়া লইবেন।

আপিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইবে।*

সরকার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র (তৎকালে বাংলা-ইংরেজী সাপ্তাহিক) প্রতি মোটেই প্রেসর ছিলেন না। রাজবোধ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক এক কোণল অবলম্বন করিলেন ; তিনি পরবর্তী ২১এ মার্চ হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে পুরাদস্তর ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত এবং এপ্রিল মাস হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন ; ইহাই প্রকৃতপক্ষে "নামান্তরিত ভূতপূর্ব বাঙ্গালা অমৃত বাজার পত্রিকা"।

পরিশিষ্ট

আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

সংস্কৃত : ১২৮২ সালের কার্তিক (১৮৭৫, নবেম্বর) মাসে বহরমপুর ধনসিদ্ধ প্রেস হইতে 'জ্যোতিঃসংগ্রহ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ অগ্রহায়ণ ১২৮২) লেখেন :—

"জ্যোতিঃসংগ্রহ নামক একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্র আয়রা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার বাঙ্গালা অমুবাদও আছে। আজিমগঞ্জ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ কবিরত্ন মহাশয় পত্রিকা খানি প্রকাশ

করিতেছেন। অপরাপর কয়েক জন অধ্যাপকও ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।
পত্রিকাখানির কলেবর ক্ষুদ্র। মূল্য বাৎসরিক ১৫০/০। প্রার্থনা করি, এখানি
দীর্ঘজীবী এবং পুষ্টকলেবর হউক।”

১২৮৩ সালের আশ্বিন মাসে দামোদরকিষেণ সাক্ষের সম্পাদনায় ‘বিজ্ঞাৰ্ণী’ নামে
একখানি মাসিকপত্র পাটনা, বাকিপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির
তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

অসমীয়া: ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অসমীয়া ভাষায় ‘পুষ্পমালা’ নামে একখানি
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট’ (৮ মাঘ ১২৮২) লেখেন:—

“পুষ্পমালা (মাসিক পত্র)—শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্মা কর্তৃক সম্পাদিত। পত্রখানি
আসামি ভাষায় রচিত, এবং আসামের ‘ঘোড়হাট’ হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যায়
মূল্য দুই আনা। আমরা ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ‘শিক্ষিত
সমাজ’ ‘পশুপালন,’ ‘সজ্জাত শালিকা,’ ‘শঙ্করাচার্য্য’ ও ‘ব্রহ্মপুত্র’ এই কয়েটি প্রবন্ধ
আছে। প্রার্থনা করি, পুষ্পমালা আপনার সৌগন্ধ বিস্তার পূর্বক পৃথিবীতে বিরাজ
করিতে থাকুক।”

আচাৰ্য ত্ৰীষদুনাথ সরকারেৰ সংবৰ্দ্ধনা

[২৪এ মাঘ ১৩৫৫, ৬ই ফেব্ৰুৱাৰি ১৯৯২, ৰবিবাৰ অপৰাহ্ন, সাড়ে চাৰ ঘটিকা]

সুসজ্জিত পৰিষদ-মন্দিৰে “ৰূপবানী”ৰ শিল্পিগণেৰ পৰিকল্পিত মঞ্চ অভ্যুত্থানৰ অস্ত নিৰ্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় ৰায় ত্ৰীহৰেন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী ও আচাৰ্য ত্ৰীষদুনাথ সরকার উপবেশন কৰিলে পৰ পণ্ডিত ত্ৰীভাৰাণ্ডাস ভট্টাচাৰ্য খান-দুৰ্ৰাসহ বৈদিকমন্ত্ৰে আশীৰ্ব্বাদ কৰিয়া উভয়েৰ ললাট চন্দনচ্চিত কৰেন। অতঃপৰ তিনি ত্ৰীনৈশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য-লিখিত নিম্নলিখিত প্ৰশস্তি পাঠ কৰেন,—

প্ৰশস্তি

যশস্বিন্দ্ৰকৃত্যো অতিশিব ঋষিঃ প্ৰসুবিজ্ঞানবত্তা
কাঠামাসাৰ্দ্ধ সছো অগতি বিতন্তুতে ভাৱতজ্ঞানকীৰ্ত্তিম্ ।
সত্যোদ্ধাৰকমন্ত্ৰো বিতথবিশৰণে মূৰ্তিমান্ কংসহন্তা
সোয়ং বাচঃ স্পৃহশ্চিৰমূপনয়তাং বদভূমেঃ প্ৰতিষ্ঠাম্ ।
ত্ৰীসাব-বহুনাথস্ত নাথস্তাচাৰ্য্যসংহতেঃ ।
উনানীতিজয়ন্ত্যৰ্থে সমবেতসভাগৃহে ।
ইয়ং প্ৰশস্তিৰ্বজীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ-কৃত্য ।
শাকে ঋদ্ৰিধৃতৌ মাঘে শতায়ুঃপূৰ্ণীৰীহতে ॥

পৰিষদেৰ সভাপতি আচাৰ্য ত্ৰীবোণেশচন্দ্ৰ ৰায়েৰ প্ৰেৰিত নিম্নোক্ত বাণী পৰিষৎ-সম্পাদক ত্ৰীসজ্জনীকান্ত দাস কৰ্ত্তক পঠিত হয়—

বাঁকুড়া। ১৩৫৫। ২০ মাঘ

বজীয়-সাহিত্য-পৰিষৎ-সম্পাদক সমীপেষু—

আচাৰ্য ত্ৰীষদুনাথ সরকার মহাশয়েৰ সখধৰ্মাসভায় উপস্থিত হইতে না পাৰিয়া দুঃখিত হইতেছি। বজীয়-সাহিত্য-পৰিষদ বিধানেৰ পূজা কৰিয়া সখৰ্ণ পালন কৰিতেছেন। তাঁহাৰ বিজ্ঞাবত্তা ও জ্ঞানগুৰুত্ব বহুকাল হইতেই প্ৰসিদ্ধ আছে। তিনি আমাদেৰ দেশে ঐতিহাসিক গবেষণায় অগ্ৰণী। তিনি দেখাইয়াছেন, পৰমুখাপেকী না হইয়া আমৰা নিজেৰ দেশেৰ ইতিহাস নিজে লিখিতে পাৰি। তিনি পিষ্ট-পোষণ কৰেন নাই, পৰম অপহৰণ কৰেন নাই, নিজে ফাৰসী ও মাৰাঠী মাতৃকা অধ্যয়ন কৰিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সকলন কৰিয়াছেন। তিনি যৌবন কালেই ইতিহাস চৰ্চা আৰম্ভ কৰিয়াছিলেন। সে অভিনিবেশ অস্তাশি কীৰ্ণ হয় নাই। বাকালীৰ মেধা আছে, কিন্তু ধৈৰ্য নাই; কুশাৰ্য বুদ্ধি আছে, কিন্তু অধ্যবসায় নাই। এই কাৰণে বাকালী কোন হিতকৰ স্থায়ী কৰ্ম কৰিতে পাৰে না। ত্ৰীযুক্ত সরকার মহাশয় তাঁহাৰ চৰিতে ইহাৰ ব্যতিক্ৰম ঘটাইয়াছেন।

অতীতকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান দাঁড়াইয়া আছে। যিনি অতীতকে যথাযথ দেখাইতে পারেন, তিনি বর্তমানের গন্তব্য নির্দেশ করিতে পারেন। যে অতীতের প্রতিক্রম যথাসম্ভব ভ্রমশূন্য হইবে, মিথ্যার আড়ম্বরে কলুষিত হইবে না, সে ঐতিহাসিক প্রতিক্রমই আমাদের কাম্য, আমাদের উপদেষ্টা হইতে পারে। অল্প সাধনায় তর্কবিভ্রান্তি ঐতিহাসিক প্রবৃত্তি জন্মে না। ত্রীযুত সর্বকার মহাশয়ের ইতিহাস-গ্রন্থ কামনা-দুষ্ট নহে, এই হেতু প্রামাণিক হইয়া থাকিবে।

তিনি কেবল দেশের ও বিদেশের ইতিহাস অহুশীলন করেন নাই, তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও প্রবীণ। বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। আমরা জনতন্ত্র বাহ্য করিতেছি, কিন্তু জন অনিক্ষিত, অর্থশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা শ্রেয়ঃ পথ দেখিতে পাইতেছে না। এই সঙ্কট সময়ে স্থিতিবুদ্ধি, পরিপক্কজ্ঞান, সমাদৃতদৃষ্টি উপদেষ্টা প্রয়োজন হইয়াছে। জগদম্বাৰ আশীৰ্বাদে ত্রীযুত সর্বকার মহাশয় শতায়ুঃ হইয়া চাণক্য পণ্ডিতের ন্যায় হিতোপদেশ প্রচার করিতে থাকুন। ইতি

ত্রীযোগেশচন্দ্র রায়

অতঃপর সম্পাদক পরিষদের পক্ষ হইতে মানপত্র পাঠ ও পরিষদের প্রকার উপহার-স্বরূপ ফুলের মালা, গরদের স্ফোড়, স্বর্ণমণ্ডিত কলম, পেন্সিল ও দোয়াত আচার্য্য ত্রীযত্ননাথকে অর্পণ করেন; তৎপরে ত্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদাননিবেদন ও ত্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা-বচিত “আচার্য্য ত্রীযত্ননাথ” নামক একটি কবিতা পঠিত হয়। মানপত্রখানি এইরূপ :—

“আচার্য্য ত্রীযত্ননাথ সরকার মহাশয়ের কব্বকমলে—

তুমি পরাধীন ভারতবর্ষের কলঙ্কিত ইতিহাস মম্বন করিয়া স্বাধীনতার গৌরবরত্ন আহরণপূর্বক আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছ, অশেষ দুর্গতি ও নৈরাশ্রের মধ্যে মহিমময় অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশা ও উত্তমে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত করিয়াছ, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে সেই কথা উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ চিত্তে তোমাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি, হে বরেন্দ্র্য, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তুমি একক সাধনায় শুধু আপনার গৌরব অর্জনে ও বর্ধনে কালাতিপাত কর নাই, বহু শিশু সমভিবাছারে সকলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার জয়যাত্রা, তুমি স্বদেশের কল্যাণের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছ, তোমার অহুপ্রেরণায় তাঁহারা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ধার করিতেছেন, তুমি এক একশত হইয়া আজ ইতিহাস-অহুশীলন কার্যকে ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছ। তোমার শিশু-প্রশিক্ষণগুলীর সাধনার ধারার মধ্য দিয়া তোমার কীৰ্ত্তিকে অবিনশ্বর রাখিয়া তুমি চিরজীবী হইয়াছ, হে অক্ষয় কীৰ্ত্তিমান্ গুরু, হে গোপীপতি, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তোমার ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতীয় মধ্যযুগ—মোগল-শাসনের সমগ্র কাল—আমাদের যুগে আমাদের চোখে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইয়াছে, মোগল-সম্রাট্ আওরংজেব ও মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজী আজ বহুবাস্পাচ্ছন্ন নীহারিকাক্ষ হইতে তোমারই গবেষণা-গৌরবে

বাহ্যাবলম্বিত অথচ ভাষ্য মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন, তোমার জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে বহু মিথ্যা ভ্রমসাৎ হইয়াছে, বহু অজ্ঞাত সত্য উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। হে সত্যাসক্তী, হে সত্যভাবী, হে জ্ঞান-তপস্বী, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এই দেশের তরুণদের শিক্ষাকার্ষ্যে যৌবনে আত্মনিয়োগ করিয়া তুমি আজীবন সেই ব্রতই পালন করিতেছ, উত্তরোত্তর উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াও তুমি এক দিনের জ্ঞান ও জ্ঞাতির এই শিক্ষাদান ব্যাপারে উদাসীন হও নাই, সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি—বিবিধ বিষয়ে দেশের শিক্ষার পথ স্বেচ্ছা ও স্বগম করিবার জন্য তুমি প্রয়াস করিয়াছ। আজিও তোমার উত্তম বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই—তুমি পুরুষ ধরিয়া ভারতবর্ষের তরুণেরা তোমার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী হইয়াছে, হে ঋষিকল্প-শিক্ষক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তুমি প্রবীণ হইয়াও জরাগ্রস্ত হও নাই, তোমার মনের সতেজ তাক্ষণ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, দুঃখে তুমি নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখে তুমি বিগতস্পৃহ, হে কর্ণযোগী, তুমি তরুণের সঙ্গে, নৃতনের সঙ্গে নিজের যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন কর নাই, প্রবীণের জ্ঞান লইয়া নবীনের উদ্যমকে বরাবরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, দেশের নবজাগ্রত যৌবনের অভিযানে তোমার পূর্ণ সমর্থন আছে, তরুণসম্প্রদায়ের নিত্য নূতন প্রয়াসকে তুমি আশীর্বাদের দ্বারা জয়যুক্ত করিয়াছ, তরুণদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা অভিযুক্ত হে প্রবীণ পথিক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছ, নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রীতির দ্বারা তোমার উত্তরসাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক হইয়াছ। তোমার নিরলস কর্মসাধনা আজিও সঙ্কটকালে বার-বার পরিষদকে রক্ষা করিতেছে, রমেশচন্দ্র অগনীচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র হরপ্রসাদ রামেন্দ্রস্বন্দর হীরেন্দ্রনাথের দ্বারা তুমিই বহু ক্লেশে অব্যাহত রাখিয়াছ, তোমাকে আমরা কিছুতেই অবসর দিতে পারিতেছি না, অসহায়ভাবে বার-বার তোমাকেই আশ্রয় করিতে চাহিতেছি, হে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পারিষদশ্রেষ্ঠ, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর, অভিনন্দন গ্রহণ কর, প্রীতি গ্রহণ কর ॥”

এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য বহুদ্রাথ নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

“আমি যে এত বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কর্মীদের দৈনিক কাজে ও পরামর্শে অতি নিকটভাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রসূ করবার সাহায্য করেছি, এর মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ করে বলব। আমরা জানি যে সভা-সমিতি সর্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না; কারণ প্রতিভার জন্য শুধু ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে, মানুষের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় না। তবে আমরা কি করতে পারি? আমরা পারি—যেখানে প্রতিভা আগে থেকে জন্মেছে তার বিকাশে সাহায্য করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে বাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে সমাজে পরিচিত, সমাদৃত করতে। এই হ’ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ আমাদের আগেও অনেক সভা-সমিতি এবং গুণগ্রাহী ধনী লোক করে এসেছেন।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী সাহিত্যকর্মীদের চেয়ে একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় ক'রে রাখা, যার ফলে বাঙালী-চরিত্রের এক দিক্কার অভাব পূরণ হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে থাকবে। এই অভিপ্রায়টি এখন খুলে বলব।

যে সব বিলাতী পণ্ডিত ভারতবর্ষে শিক্ষক হয়ে এসেছেন তাঁরা সহজেই ধরে ফেললেন যে, মোটের উপর ভারতীয় লোকদের প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি দর্শনের দিকে ঝোঁকে, পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকে বড় কম। আমরা কল্পনা ও ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে ভালবাসি, বাস্তব জগতে কাজের লোক হয়ে এবং তার উপযুক্ত প্রণালীতে চিন্তা করতে আমরা স্বভাবতই চাই না বা পারি না। এই কারণে আমাদের বিলাতী শিক্ষকেরা অনেক বার বলেছেন যে, অর্থাগম ও মানব-স্বপ্ন বাড়াবার জগ্রে বিজ্ঞান-চর্চা তো সব দেশেই আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে তার উপর অল্প এক কারণে এটা আবশ্যক। সেই বিশেষ কারণটি হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞানশিক্ষার সংঘম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভারতীয়দের মানসিক গঠন দৃঢ় ও বিচিত্র করা সম্ভব নহে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন যুগে এক দল মনীষী যে বস্তুতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। পাণিনির ব্যাকরণ, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, চরকসংহিতা এবং মানসার বা স্থপতিশাস্ত্র যে জাতি রচনা করেছিল, তারা ভাব-প্রবণ কল্পনা-বিলাসী ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের বংশধরদের কোথায় দেখতে পাই? শত সহস্র বৎসর ধরে আমাদের চিন্তা-নায়কেরা, আমাদের গ্রন্থকারগণ, প্রাচীন ভারতের এই লক্ষ্য ভুলে শুধু ভাব ও দর্শনের দিকেই ঝুঁক পড়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিধর্ম্মী রাজার অধীনতা অত্যাচার অবমাননা ও দারিদ্র্য্য সহ ক'রে বাঙালীর জর্জরিত প্রাণ বেদান্ত-চর্চায় ও ভক্তিসাধনায় আশ্রয় নিয়ে চিন্তের একমাত্র শাস্তি ও স্নপ পেয়েছে। এই অল্প আমাদের পূর্ববর্তী সাহিত্য-রচয়িতাদের আমি দোষ দিই না, ভাব ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের হাত থেকে বঙ্গসাহিত্য যে অনেক রত্ন পেয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব! আজ যে সব দেশেই, মানব-জীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে। এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির কারখানায় নয়; সাহিত্যের সব বিভাগেও—প্রকাশ্যেই হোক বা তলে তলে হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অল্পস্বত্ব হয়েচে।

প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের অল্প চাই, গ্রামের তর্কের জগ্ন আবশ্যক তীক্ষ্ণ স্মরণীয় মস্তিষ্ক নয়,—বা শুধু শুক খড় কাটতে পারে; ভাবে উন্নত বা ভক্তিরসে অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক—বা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই—ধীরে ধীরে সংলগ্ন চিন্তাশক্তি; অসীম প্রশমীলতা, পরীক্ষা না ক'রে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে সত্যের খাঁটি নির্ঘাস বের করব, এই মন্ত্র দীক্ষা। অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য-

পরিষৎ বর্তমান যুগে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।

দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, নৈয়ায়িকদের ব্যংশধর, তাঁর কাজ যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এক দিকে রাখুন, আর প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িকদের রচনা অল্প দিকে রাখুন, এই দুইয়ের তুলনা করলেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। প্রাচীন আদর্শে কি ফল পেয়েছি? কবির ভাষায় বলি—

“এক দিন নবদ্বীপে মহা তর্ক হৈল

তৈলাধার পাত্র কিবা পাত্ৰাধার তৈল?

বাহাতে ফুরিয়ে গেল উনিশ শিপে নশ।”

বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতাই ইহা ভিন্ন আর কোন ফলই রইল না। আর দেখুন, নবীন দীনেশচন্দ্রের সাধনার ফলে বঙ্গীয় জ্ঞান-রচয়িতাদের পরম্পরা ও ভাববিস্তার এবং সেন-রাজাদের সময় থেকে মুসলমান সুলতানদের রাজসভা পর্যন্ত বাঙালী হিন্দু বৈজ্ঞানিক ইতিহাস অতি নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির এবং বাঙালী জাতির অতীত গতির একটি অন্ধকার কুঠুরী সম্পূর্ণ আলোকিত হয়েছে। ভারতের মানচিত্রে অঙ্কুলি দিয়ে দীনেশচন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ কোন্ অঞ্চলে কখন কখন কোন্ চিন্তা বা জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল, গোড়ায় পণ্ডিত বাংলা থেকে কালী, কালী থেকে বুদ্ধেলখণ্ডে গিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেন, রাজসভার জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে দিলেন। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই গবেষণা অমূল্য উপাদান হয়ে থাকবে। বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতার এটাও জাজ্জল্য প্রমাণ।

তেমনি ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমার শিষ্য ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বর্ষ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজ-শাসনে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ হয় তার ইতিহাসের সব উপকরণ সংগ্রহ করে তা থেকে বাঙালী সমাজ, বঙ্গভাষার সংবাদপত্র, বাঙালীর নাট্যশালা এবং শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার বিস্তারের প্রামাণ্য ইতিহাস এবং সাহিত্য-সাধকের জীবনীর খাঁটি সত্য বিবরণ প্রকাশ করে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদের এবং বঙ্গের ইতিহাসের ছাত্রদের চিরস্বামী করে রেখেছে। যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি নবীন কর্মীগণ এই কাজে সহকারী হয়েছে। ব্রজেননাথের এই সব রচনার সঙ্গে আমাদের কবিদের জন্ম-শতবার্ষিকীতে যে সব প্রবন্ধ পড়া হয় তার তুলনা করলেই ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রেও এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল্য কত বেশী তা বুঝতে পারবেন। একরূপ একান্ত সত্যনিষ্ঠাকে “পাথুরে ইতিহাস” বলে উপহাস করার দিন চলে গেছে।

ব্রজেননাথ ও সজনীকান্ত দাস সেইমত বহুমুখী প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য শিক্ষাগ্রন্থ সংস্করণ প্রস্তুত করে সমস্ত দেশের সম্মুখে এক মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছে। এই কাজটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ না করলে তার লজ্জা চিরস্থায়ী হ’ত। তেমনি, আমার শিষ্য অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কাকুনগোর ইতিহাস-গ্রন্থগুলির সঙ্গে সজনীকান্ত গুপ্তের লেখা ভারত-

ইতিহাস তুলনা করলেই নবীন ও পুরাতন লেখকদের মধ্যে গবেষণার প্রণালী এবং ফল-প্রসুতিতে কত পার্থক্য তা স্পষ্ট হবে।

এই সব নবীন কর্মীর সত্যস্পৃহা এত বেশী যে, তাদের প্রকাশিত লেখায় কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিয়ে দিলে, তারা তা বিচার ক'রে তার সত্য অংশটুকু পরবর্তী সংস্করণে যোগ ক'রে দেয়। একরূপ নিষ্কলম্ব স্বীকার করাকে তারা অপমানের কারণ ব'লে মনে করে না। এই ক্রমোন্নতির ক্ষুদ্র আগ্রহ, এই মুক্ত হৃদয়ে সত্য বরণ করার স্পৃহাই প্রকৃত পণ্ডিতের চিহ্ন। আমার শিষ্টাঙ্গ তা ভোলে নি।

আমার ঐতিহাসিক শিষ্টাঙ্গ, এখানে এবং অন্তর্গত, কখনও আর্থিক পুরস্কার খোঁজে নি, কাগজে প্রশংসা পাবার জন্তে ষড়যন্ত্র করে নি, যে দরবাতে খোশামোদ করলে বেশ অর্থাগম হ'তে পারত, সেখানে তারা ধরপা দেয় নি। গবর্ণমেন্ট অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাদের এক পরসাদে সাহায্যও করে নি। আমি এটাকেই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করি। সংস্কৃতে আছে—

“সর্বত্র বিজয়ম্ ইচ্ছেৎ পুত্রোঃ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্”

অর্থাৎ আর সব লোককে হারাতে চেষ্টা ক'রো, কিন্তু পুত্রের নিকট পরাস্ত হ'লে তা গৌরব ব'লে মনে ক'রো।

এখানে পুত্র শব্দের অর্থ শিষ্টাঙ্গ অর্থাৎ মানস-সম্ভান ধরতে হবে। আমার শিষ্টাঙ্গ-প্রশিষ্টাদের দ্বারা পুরুষ-পুরুষাত্মকমে চলতে থাকুক, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যকে তারা স্থায়ী দানে সমৃদ্ধ করতে থাকুক, এই প্রার্থনা ক'রেই আমি আমার সাহিত্যিক কর্মজীবনের দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দিলাম।”

অতঃপর সভাপতি ত্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার ভাষণে বলেন, “দুই জন শিক্ষাব্রতী প্রদেশে গবেষণামূলক অধ্যয়ন প্রচেষ্টার প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডক্টর যত্ননাথ সরকার। প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানে এবং যত্ননাথ ইতিহাস অধ্যয়নে এই গবেষণার প্রবর্তন করিয়াছেন। ডক্টর সরকারের শিষ্টাঙ্গ আনন্দক ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া গবেষণার কাজ চালাইয়া বাইতেছেন এবং অতীত সম্পর্কে নিত্য নূতন তথ্যের সম্ভান দিতেছেন। ডক্টর সরকার ৭৮ বৎসর অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু মানসিক দিক্ দিয়া এখনও বহু কাজ করিবার পূর্ণ শক্তি তাঁহার রহিয়াছে।”

সংবর্ধনার অস্থগ্ঠান সমাপ্তির পর ত্রীমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রীমতী বিজ্ঞনবালা ঘোষ দত্তদ্বার, ত্রীমুক্তি সেন সঙ্গীতলাপ করিয়া এবং ত্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট তাঁহার রচিত ‘ধাপ্পা’ পাঠ করিয়া সমবেত সভ্যগণের চিত্তবিনোদন করেন।

এই উপলক্ষে পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত ও ত্রীত্রয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত আচার্য্য যত্ননাথের সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত পরিচয়জ্ঞাপক “আচার্য্য যত্ননাথ সরকার” নামে একটি পুস্তিকা সমবেত সভ্যগণকে বিতরণ করা হয়।

ক্রীতিসম্মেলনে সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য-বিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব জীবিত আছেন—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

বিশিষ্ট সদস্য—১। অচার্য শ্রীমহনাথ সরকার, ২। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। ডক্টর শ্রীমঘনাদ সাহা, ১২। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলা-মোহন সিংহরায়, ১৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৭। শ্রীমতী বোণাপানি দেবী, ১৮। শ্রীমুন্সারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, এবং ২০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৯ হইয়াছে।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১০০০ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১১ ছিল।

পরলোকগত সদস্য—অধ্যাপক সদস্য : অবনীন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ। সাধারণ সদস্য : ১। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। অর্ধেন্দুভূষণ সিংহ, ৩। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৪। কৃষ্ণনাথ সেন, ৫। চন্দ্রভূষণ রায়, ৬। পাঁচকড়ি বোষ, ৭। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, ৮। বৈজনাথ তরফদার, ৯। স্বকুমার হালদার, ১০। স্বধীরকুমার লাহিড়ী।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—পূর্বোল্লিখিত সদস্য ও এই সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

১। অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী, ২। পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ৩। গীতা-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, ৪। নরেন্দ্রনাথ শেঠ (পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য এবং বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের জন্ত অর্থসংগ্রহে পরিষদকে সহায়তা করিয়াছিলেন), ৫। কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ও অগ্রতম ত্রাণরক্ষক), ৬। শশিভূষণ বিজ্ঞানদার—(‘জীবনীকোষ’)-প্রণেতা ও পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য, ৭। ‘ডন সোসাইটি’ ও পত্রিকার সম্পাদক ও পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (ক) ত্রিংশতম ও ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন—১ ফাল্গুন ১৩৫৭। (খ) মাসিক অধিবেশন—২ চৈত্র ১৩৫৪ ও ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫। এই সকল অধিবেশনে আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য নির্বাচন, নিয়মাবলী পরিবর্তন, প্রবন্ধ পাঠ, পুস্তকোপহার বিজ্ঞাপন এবং শোকপ্রকাশ প্রভৃতি হয়। (গ) বার্ষিক স্মৃতি-সভা—২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ তারিখে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান হয় এবং ১৫ই আষাঢ় ১৩৫৫ তারিখে সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সমাধিস্থলে পুষ্পমাল্যার্পণ করা হয়। (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—১৩ই কার্তিক ১৩৫৫ তারিখে ডক্টর শ্রীহরীকুমার দে “বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী” বিষয়ে “অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা” করেন; এই জন্ত তাঁহাকে বে ২০০ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহা তিনি পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

কার্য্যালয়—সভাপতি :—আচার্য্য বহুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি :—শ্রীময়ধ-মোহন বসু, শ্রীহরীকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহরীকুমার দে, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি; সম্পাদক :—শ্রীসজনীকান্ত দাস; সহকারী সম্পাদক :—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; গ্রন্থাধ্যক্ষ :—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পত্রিকাধ্যক্ষ :—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী; কোষাধ্যক্ষ :—মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ; পুঁথিশালাধ্যক্ষ :—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; এবং চিত্রশালাধ্যক্ষ :—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

আলোচ্য বর্ষেও সকল দ্রব্যের দুর্ন্দ্বল্যতাবশতঃ কৰ্মচাৰিগণের অভাব আংশিক লাভব করিবার জন্ত (ক) কয়েক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি, এবং (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক-ভাতা দেওয়া হইয়াছে।

কার্য্য-নির্বাহক সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত—১। শ্রীনরায়রঞ্জন রায়, ২। শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। শ্রীপুলিন-বিহারী সেন, ৬। শ্রীব্রজেননাথ বসু, ৭। শ্রীহরীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীসম্ভকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, ১০। শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, ১১। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১২। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীকামিনী-কুমার কব-রায়, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। বেভাঃ ফাদার এ দৌতেন, ১৭। শ্রীহর-কুমার বসু, ১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, ১৯। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০। শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। (খ) শাখা-পরিষদের নির্বাচিত :—২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু-সরস্বতী, এবং ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

নির্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) 'লীলা পুরস্কার প্রদান' ও 'লীলা লেকচারার নির্বাচন' সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং (খ) 'সরোজিনী বসু পদক প্রদান' সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৫শ বর্ষের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক সভাপদপ্রার্থীর নাম না আসায় ভোট-পরীক্ষক নির্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়ার বিষয়ে পরিষদের নৈহাটি-শাখা-পরিষৎ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন। উক্ত সরকার কর্তৃক অল্পকাল হইয়া মূল পরিষৎ নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রেরণ করেন।—

(ক) পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রতি বৎসর ১০০০ টাকার পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

(খ) পর্য্যায়ক্রমে এক বৎসর (১) বাংলা ভাষায় যে কোন মৌলিক গবেষণায় জ্ঞান ও (২) এক বৎসর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির জ্ঞান পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং পারিতোষিক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে পরিষদের অগ্রতম প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন।

৪। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের Adult Education Committee-তে পরিষদের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন।

৫। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের মন্ত্রিবর্গকে পরিষদে সংবর্দ্ধনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মতে 'বন্দে মাতরম্'কে ভারতের জাতীয়-সঙ্গীতরূপে মর্য্যাদা দান করা হউক—এই মন্তব্য ভারত-সরকারের প্রধান মন্ত্রী, গণপরিষদের সভাপতি, রাষ্ট্রপতি, জাতীয় মহাসভার সম্পাদক এবং পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—সাহিত্য-শাখা, ইতিহাস-শাখা, দর্শন-শাখা, বিজ্ঞান-শাখা, আয়ব্যয়, পুস্তকালয়, চিত্রশালা ও ছাপাখানা-সমিতি। এতদ্ব্যতীত মন্ত্রি-সংবর্দ্ধনা-সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার সমিতি ও আচার্য্য যত্ননাথ সরকার সংবর্দ্ধনা-সমিতি উল্লেখযোগ্য।

৮। “বঙ্গভাষাভাষী যে সকল অঞ্চলকে বিহার এবং অত্রান্ত প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, সেই সকল অঞ্চল বঙ্গের বহির্ভূত হওয়ার জ্ঞান বঙ্গ-সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। এই বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই সকল অঞ্চলকে বঙ্গের সহিত যুক্ত করা হউক—ইহাই দাবি করিতেছে।” এই মন্তব্য ২১।১২.৫৪ তারিখে মাসিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

সংবর্দ্ধনা—প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীকেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮৬তম বর্ষ অতিক্রম করায় ১৫ই চৈত্র ১৩৫৪ তারিখে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে পুণিয়ার সংবর্দ্ধনা করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং পরিষদের কতিপয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুণিয়ার এই সংবর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। পরিষৎ হইতে

কেন্দ্রনাথকে গবর্নের উপর মুদ্রিত মানপত্র ও জরিফ নাল্লা দেওয়া হয়। পরিশিষ্টে মানপত্র মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ—(ক) সাধারণ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৬৬ হইতে ৭১ সংখ্যক পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অমৃতলাল বসু—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জলধর সেন—স্বীরোদ-প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ, রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী*, রামদাস সেন—রজনীকান্ত গুপ্ত—নিখিলনাথ রায়—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত—৭২ সংখ্যক পুস্তক রামকমল সেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চরিতমালার পূর্বপ্রকাশিত কতকগুলি পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় সেগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাসাগর-রচিত 'সীতার বনবাসে'র একটি প্রামাণিক সংস্করণ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'পরিষৎ-পরিচয়' গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(খ) লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'বাংলা সাময়িক-পত্র'র নূতন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (চতুর্থ সংস্করণ) গ্রন্থের মূদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

(গ) ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় (১) টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র ২য় সংস্করণ এবং (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ-রচিত 'হতোম প্যাচার নকশা' প্রকাশিত হইয়াছে। শেখোক্ত গ্রন্থের সহিত অধুনা-দুপ্রাপ্য ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'সমাজ কুচিত্র' ও পণ্ডিত রামসর্বস্ব বিজ্ঞানভূষণ-লিখিত 'পল্লীগাম্ভব বাবুদের দুর্গোৎসব' পুস্তক দুইখানিও প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই তহবিল হইতে পূর্ব-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর ও মধুসূদন গ্রন্থাবলীর যে সকল পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছিল, সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার—অলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫৩৮ খানি পুস্তক ও সাময়িক-পত্র (ক্রীত ১৭২ ও উপহারপ্রাপ্ত ৩৫২) সংযোজিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির রচিত কতকগুলি দুপ্রাপ্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। পরিষৎ-গ্রন্থাবলী ও পত্রিকার বিনিময়েও বহু প্রতিষ্ঠান হইতে উপহারস্বরূপ বহু পুস্তক-পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত (১) স্বর্গত বোগেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী শ্রীযুক্তা চাক্ষুশীলা সেন আলমারী সমেত ৫৫ খানি পুস্তক, (২) শ্রীভার্যাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২০ খানি পুস্তক, (৩) স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তীর পুত্র শ্রীমদেবজনাথ চক্রবর্তী তাঁহার পিতার গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে ৩২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সন্ধানের কার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বহু গবেষককে গ্রন্থাগারের দৃষ্টাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র পরিষদ মন্দিরে পাঠ করিবার সুবিধা দান করা হইয়াছিল।

গত বৎসরে কলিকাতায় যে নিখিল-ভারত প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের বহু মূল্যবান ও দৃষ্টাপ্য সাময়িক-পত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—পূর্ব পূর্ব বর্ষের ত্রায় আলোচ্য বর্ষে চতুঃপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিষয়ভেদে ১২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে :—সংস্কৃত সাহিত্য—১, ইতিহাস—৪, প্রত্নতত্ত্ব—১, আধুনিক সাহিত্য—৫, এবং বিবিধ—১।

পুথিশালা—বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৫২০৫ খানি ; তন্মধ্যে বাঙ্গালা—৩২৭৬, সংস্কৃত—২৩৯৪, তিব্বতী—২৪৪, অসমীয়া—৩, উড়িয়া—৪, হিন্দী—১ ও ফার্সী—১৩। আলোচ্য বর্ষেও বহু অমূল্যগ্রন্থকে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্ণমেন্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ডাক-বিভাগের অনুরোধে এবং কার্য্য-নির্বাহক সমিতির নির্দেশে রমেশ-ভবনের নিম্নতলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা ‘সাহিত্য-পরিষৎ পোস্ট অফিস’রূপে ব্যবহার করিবার জন্য ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতে এই ডাকঘর খুলিবার কথা।

কবির মধুসূদনের অন্তরঙ্গ স্নেহ গৌরদাস বসাকের প্রণোক্ত শ্রীপোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসাক তাঁহার প্রপিতামহের সঞ্চিত কবিরবের ও অন্যান্য সাহিত্যসেবীর লিখিত কতকগুলি পত্র (জীর্ণ) দান করিয়াছেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্য তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তের সৌজন্যে শ্রীস্বরেশচন্দ্র রায় দান করিয়াছেন। এই দ্রব্যগুলির জন্য একটি স্মৃশ্ম আধারও তাঁহার দান করিয়াছেন।

গত বৎসর লণ্ডনের Royal Academy of Indian Arts-এর অহুষ্ঠিত লণ্ডনের প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যগুলি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সেগুলি ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অহুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইতেছে।

নিম্নস্বাবলী পরিবর্তন—কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবে গত ২১এ চৈত্র ১৩৫৪ তারিখে পরিষদের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে ১৫শ সংখ্যক নিয়মের নিম্নোক্ত পরিবর্তন গৃহীত হইয়াছে।—

১৫। (ক) প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা-স্বরূপ ১ টাকা দিতে হইবে।

(খ) কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্তান বারো টাকা

অথবা মাসিক ১ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। কিন্তু যিনি এককালীন ২ টাকা অগ্রিম পরিষৎ-কার্যালয়ে ষথাসময়ে জমা দিবেন, তাঁহার বারো মাসের দেয় চাঁদা ১২ টাকার স্থলে ২ টাকা গৃহীত হইতে পারিবে। সকল সাধারণ-সদস্যেরই চাঁদা অগ্রিম পরিষৎ-কার্যালয়ে দেয়।

(গ) যে সকল সাধারণ-সদস্যের বাসস্থান মফঃস্বলে, অর্থাৎ কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠের বাহিরে, এবং যাহারা পরিষৎ-গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ অনান ৬ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সাহায্য ১২০০ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরিষৎ-গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য করপোরেশন হইতে কোন অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা পূর্ববৎ এবারও পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্ব-সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

স্মৃতিস্বর্ণা—কবির মধুসূদন দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁহার সাহিত্যসেবার উৎসাহ ও পরামর্শবাতা গৌরদাস বসাকের এক তৈলচিত্র তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসাক পরিষদে দান করিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটি শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটি, বাঁচী, কালী, ভাগলপুর, নৈহাটি, বর্দ্ধমান ও জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় ষথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। নৈহাটি শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অঙ্কঠিত হয়। মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মেলন সাড়ঘরে অঙ্কঠিত হয়।

এককালীন দান—সাধারণ-সদস্যগণের নিকট প্রাপ্ত বার্ষিক চাঁদা ব্যতীত শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত সাধারণ তহবিলে প্রত্যেকে ২৫০ হিসাবে দান করিয়া আজীবন-সদস্য হইয়াছেন এবং পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য পরলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহার পুত্র শ্রীললিতকুমার ঘোষ মহাশয় সাধারণ তহবিলে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই দাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আব্দ-ব্যয়—১৩৫৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আয়ব্যয়-বিবরণ ও উক্তপত্র সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা বাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় এবার চাঁদা আদায় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিষদের প্রতি কর্তব্যবোধবশতঃ যে সকল সদস্য নিয়মিত চাঁদা দিয়া

আসিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা করপোরেশনের ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের অল্প বার্ষিক দান না পাওয়ায় গ্রন্থাগারে আশালুপ গ্রন্থাদি খরিদ করিতে পারা যায় নাই। হিসাব-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ড সমস্ত হিসাব যন্ত্রের সহিত পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই অল্প তিনি পরিবদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ }
১৬ই মার্চ, ১৩৫৫

কার্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস
সম্পাদক

পরিশিষ্ট

প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে—

হে পুণ্যপাদ সাহিত্যকুলগুরু!

ঠিক ছয় বৎসর পূর্বে তোমার অনীতম উন্নাদিনে তোমার সাহিত্যকীর্তির একান্ত ভক্ত এবং তোমারও পরম স্নেহাস্পদ কতিপয় বাঙালী সাহিত্যিক এই পূর্ণিয়াতেই সংবর্ধনা করিতে আসিয়া তোমার শতায়ু কামনা করিয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-বিপ্লবের ইহা অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা, মহাত্মা গান্ধীর “ভারত ছাড়” মন্ত্র তখনও কার্যকর ভাবে উচ্চারিত হয় নাই। আমরা সাহিত্যিকেরা তখন প্রায়শই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতাম।

তাহার পর অধঃপাণ অতীত হইয়াছে। ভারতের তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রবন্ধমঞ্চে বহু দৃশ্যপরিবর্তন হইয়াছে। মহাযুদ্ধ, মহাবিপ্লব, মহামনস্তর ও মহাত্মাত্বঘাতের মধ্য দিয়া আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। দেশের রাষ্ট্র-পরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরও যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার দায়িত্বশূচক আহ্বান আসিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার গৌরব সম্যক উপলব্ধি করিতে-না-করিতে ভ্রান্তিবশে মহাগুরুনিপাতের মহাপাতক আমাদেরকে স্পর্শ করিয়াছে। এই দুর্ভাগ্য সঙ্কটকালে বাংলা দেশের সমুদয় সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের পক্ষে আমরা তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে পুণ্যতীর্থ পূর্ণিয়ায় সমবেত হইয়াছি। সাহিত্যিককূলের হে প্রবীণ পুরোহিত, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, আমাদের পথ নির্দেশ করিয়া দাও, আমাদের বল দাও। আজ আমরা আর তোমার শতায়ু কামনা করিব না, সমগ্র জাতি কি করিয়া মোহমুক্ত হইয়া হিংসাক্রুর পৃথিবীতে বঞ্চিতের ত্রাণ অধিকার স্থাপন করিতে পারে—শুধু তাহারই সন্ধান বলিয়া দাও। বলিয়া দাও, আমরা কি এবং আমরা কে! আমাদের মহৎ ঐতিহ্যের কথা আমাদেরকে স্মরণ করাইয়া দাও।

হে দরদী রসস্রষ্টা!

তুমি আজীবন এই কার্যই করিয়াছ—বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষকে আপন হৃদয়ের সমস্ত মধুর রস উজাড় করিয়া দিয়া অপমান ও বিন্দুতি হইতে রক্ষা করিয়াছ। হাতির আবরণ দিয়া বেদনার অশ্রুজলে লালিত ও নিপীড়িত জনকে নিষিক্ত করিয়া তুমি মানব-জীবনের মহাঘে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তোমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় “অশরীরী মায়ার ধাত্রী মায়ের জাতিরা” কৃতার্থ হইয়াছেন। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কেরানীনামে কলঙ্কিত বাঙালী-জীবনের সকল গৌরব, সকল গ্লানি, অপরিসীম ধৈর্য ও অকথিত লজ্জা-অপমানকে শুধু তুমি বাণীরূপ দাও নাই, তাহাদের প্রাণে আশা ও ভরসার সঞ্চার করিয়াছ। তোমার শিল্পকৃষ্টির মধ্যে তাহারা চিরকালের আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি তাহাদের অন্তরে প্রেমের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছ।

জাতির এই হুদিন-হুদিনে আমরা আজ সকলেই অসহায় ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। বেদনার শরশয্যায় শায়িত হে আমাদের পিতামহ, তুমি আমাদের পিতামহকে নব শান্তিপূর্ব্ব নৃতন উপদেশ দাও। তোমার যৌবনের প্রারম্ভে একবার লুপ্ত রক্ত উদ্ধার করিয়া জাতির হাতে সমর্পণ করিয়াছিলে। আজ তোমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ রত্নরাজি আমাদের হাতে তুলিয়া দাও এবং আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শকে, তোমার উপাস্ত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইতে পারি। তোমার সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ তোমাকে নিভেঁকে মুক্তি দিয়া মুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন, আমরা আজ অন্তরের সঙ্গে সেই আবেদনেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তোমার সমস্ত জীবনের পাথেয় ও সঞ্চয় তুমি আমাদের হাতে সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া দিয়া মুক্ত হও।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সম্পাদক

চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই মাঘ ১৩৫৫, ২৯এ জাহুয়ারি ১৯৪৯, শনিবার, অপরাহ্ন চারিটা

সভাপতি—আচার্য্য ত্রিযত্ননাথ সরকার

উপস্থিতি—

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী
শ্রীসতীশচন্দ্র বসু	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীখগেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকামিনীকুমার কব্জ রায়	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ
শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅজিতকুমার বোষ
শ্রীঅশোক রায়	শ্রীবিজয় শালিগ্রাহী
শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারী	শ্রীবেণুপদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীস্বধাংশুকুমার সেন
শ্রীঅনিলকুমার সেন	শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ বসু
শ্রীননোভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীমুবারিমোহন কুণ্ডু
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীঘোগেশচন্দ্র বাগল	শ্রীরামকমল সিংহ
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসজনীকান্ত দাস
শ্রীঅনাথনাথ বোষ	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত	শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

শ্রীস্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্য ত্রিযত্ননাথ সরকার, গত ২৩ বৎসর পরিষদের কার্য্যে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার পর পরিষদের আধিক উন্নতি, মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ, গ্রন্থাগারের স্থানীয় প্রভৃতি যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নূতন ও উৎসাহী কর্ম্মীদের পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিলেন।

অতঃপর সাধারণ-সদস্য নির্বাচনের পর সম্পাদকের পক্ষে শ্রীস্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ বোষ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিবরণ ও ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের আত্মমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থিত করিলে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

সম্পাদক জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৫৫শ বর্ষের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভা নির্বাচিত হইয়াছেন,—

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, রেভারেন্ড ফারার এ পোতেন, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীভিলাস রায় চৌধুরী, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহিরণকুমার বসু ।

শাখা-পরিষদের পক্ষে—শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, শ্রীমনীষনাথ বসু, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণবত্ত ।

সভাপতি মহাশয় ইহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন ।

অতঃপর কার্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষে যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্মত হইলে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৫৫শ বর্ষের কর্মাদ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি :—আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি ।

সহকারী সভাপতিগণ :—আচার্য শ্রীযত্ননাথ সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীসুশীলকুমার দে ও মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ।

সম্পাদক :—শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস ।

সহকারী সম্পাদক :—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীঈশানচন্দ্র রায় ।

গ্রন্থাধ্যক্ষ :—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পত্রিকাধ্যক্ষ :—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পুথিশালাধ্যক্ষ :—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ :—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীঈশানচন্দ্র রায়ের সমর্থনে শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫৫শ বর্ষের আর ব্যাং-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন ।

সভাভঙ্গের পূর্বে সম্পাদক জানাইলেন যে, আগামী ২৪এ মাঘ রবিবার পন্নিম্ন কর্তৃক আচার্য যত্ননাথ সরকারের সংবর্ধনা ও তত্ত্বপলক্ষে শ্রীতি-সন্মিলন হইবে ।

1

